# বিষয় ভিত্তিক

# কুরআন ও হাদীস

# বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস

## প্রথম খণ্ড

মূল ঃ জুল্‌লাবুম ও এ্যাডওয়ার্ড মন্টেন
(ফ্রান্সের প্রখ্যাত কুরআন গবেষক যাদের বিষয় ভিত্তিক কুরআন মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত)

সংকলনে ঃ মোস্তফা রশীদুল হাসান

**খায়রুন প্রকাশনী**
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৫-১৯১৪৭৭, ০১৯২১-০৯২৪৬৭

বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস (১ম খন্ড)
সংকলন ঃ মোস্তফা রশীদুল হাসান

প্রকাশকাল ঃ
জানুয়ারী ঃ ২০০৯
মহররম ঃ ১৪৩০
মাঘ ঃ ১৪১৫

প্রকাশক ঃ
মোস্তফা শহীদুল হক

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তফা কম্পিউটার্স
১০-ই/ এ-১, মুধবাগ
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ ঃ
মাল্টি লিংক

মুদ্রণ ঃ
আফতা আর্ট প্রেস
২৬, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8455-61-22 (Set)

মূল্য ঃ ৫০০.০০

## প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীসের প্রকাশনা খুব বেশি সমৃদ্ধশালী নয়। অবশ্য এ বিষয়ের উপর অনেকগুলো বই প্রকাশ পেয়েছে। তবে আয়াতের সংখ্যা খুবই কম। সংকলক মোস্তফা রশীদুল হাসান তার এই সংকলনে ফ্রান্সের প্রখ্যাত কুরআন গবেষক জুল্‌লাবুম ও এ্যাডওয়ার্ড মন্টেন-এর বিষয় ভিত্তিক কুরআনের সাথে বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য হাদীস সংগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এ জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সংকলকের এই কাজের জন্য পরকালে নাজাতের পথ দেখাবেন।

এ গ্রন্থের বিশেষত্ব হলো প্রতিটি বিষয়ের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আয়াতও সংযোজন করা হয়েছে এবং কুরআনের বাংলা অনুবাদ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) কৃত কুরআনের বঙ্গানুবাদ থেকে নেয়ায় প্রকাশনাটি আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে এবং কুরআনের অনেক ভক্ত-অনুরক্তের দো'আ ও আর্থিক সহযোগিতায় বিশেষ করে কম্পিউটার কম্পোজিটর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ ভুইয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই প্রকাশনাটি প্রকাশ পাচ্ছে বলে আমরা খায়রুন প্রকাশনীর পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

**মোস্তফা শহীদুল হক**
পরিচালক
খায়রুন প্রকাশনী

# বিষয় সূচী

বিষয় ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

# ইতিহাস

## ১. আবাবিল

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ (١) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ (٢) وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ (٣) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ (٥) -( الفيل)

(১) তুমি কি দেখ নাই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক হস্তিওয়ালাদের সাথে কি করেছেন ? (২) তিনি কি তাদের চেষ্টা-কৌশলকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেননি ? (৩-৪) আর তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি-পাঠিয়ে দিলেন যারা তাদের ওপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তাদের অবস্থা এমন করে দিলেন, যেন জন্তু-জানোয়ারের ভক্ষণ করা ভূঁষি। (সূরা ফিল)

## ২. ইয়াজুজ ও মা'জুজ

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (٩٥) حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ (٩٦) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (٩٧) (الانبياء)

(৯৫) এটি সম্ভব নয় যে, যে-জনপদকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীরা আবার ফিরে আসবে। (৯৬) এমন কি, যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা সকল উচ্চতা ডিঙিয়ে বের হয়ে পড়বে (৯৭) এবং সত্য-সঠিক ওয়াদা পূর্ণ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়ে আসবে, তখন কাফেরদের চোখ সহসা বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যাবে। তারা বলবে ঃ হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা এ জিনস সম্পর্কে একেবারের গাফিলতির মধ্যে পড়েছিলাম; বরং আমরা অপরাধী ছিলাম। (সূরা আম্বিয়া)

حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ اَبِىْ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُنَّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ

رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهٖ وَحَلَّقَ بِاَصْبَعِهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا ، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتِ جَحْشٍ ، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَ نَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ، قَالَ نَعَمْ : اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ -

ইয়াহইয়া ইবনে বুকায়র (রা) তিনি লাইছ থেকে তিনি উকাইল থেকে তিনি ইবনে শিহাব থেকে তিনি উরওয়াতা বিন যুবাইর থেকে তিনি আবু সালমার ভান্ন যায়নাব থেকে তিনি আবু সুফিয়ান কন্যা উম্মে হাবিবাব থেকে ধারাবাহিক সনদে যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম (স) ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর কাছে এলেন এবং বলতে লাগলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর এই পরিমাণ খুলে (ছিদ্র হয়ে) গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তাঁর বৃদ্ধাংগুলির অগ্রভাগকে শাহাদাত অংগুলির অগ্রভাগের সাথে মিলিয়ে গোলাকৃতি করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূল-াল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেক ও পূণ্যবান লোকজন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব ? তিনি বললেন, হাঁ যখন পাপাচার অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে। (তখন অল্প সংখ্যক নেক লোকের বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ই মানুষের মধ্যে ধ্বংস নেমে আসবে।) (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا اِبْنُ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَتَحَ اللّٰهُ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاْ جُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَعَقَدَ بِيَدِهٖ تِسْعِيْنَ .

মুসলিম ইবনে ইবরাহীম (র) তিনি উহাইব থেকে তিনি ইবনে তাউস থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ধারাবাহিক সনদে নবী করীম (স) বলেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে আল্লাহ এই পরিমাণ ছিদ্র করে দিয়েছেন। এই বলে তিনি তাঁর হাতে নব্বই সংখ্যার আকৃতি ধারণ করে দেখালেন। (অর্থাৎ তিনি নিজ শাহাদাত অঙ্গুলীর মাথা বৃদ্ধাংগুলের গোড়ায় লাগিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন। (বুখারী)

## ৩. যুল কারনাইন

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ، قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا (٨٣) اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا (٨٤) فَاَتْبَعَ سَبَبًا (٨٥) حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ، قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا (٨٦) قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا (٨٧) وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ الْحُسْنٰى ج وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا (٨٨) ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا (٨٩) حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا (٩٠) كَذٰلِكَ ، وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (٩١) ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا (٩٢) حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لا لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا (٩٣) قَالُوْا يٰذَا

الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (٩٤) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (٩٥) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (٩٦) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (٩٧) قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (٩٨) - (الكهف)

(৮৩) (আর হে মুহাম্মদ!) এই লোকেরা তোমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তাদেরকে বলো, আমি তার কিছু অবস্থা তোমাদেরকে শুনাচ্ছি। (৮৪) আমরা তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দিয়েছিলাম এবং তাকে সব রকমের উপায়-উপাদানও দান করেছিলাম। (৮৫) সে (সর্বপ্রথম পশ্চিম দিকে এক অভিযান চালাবার) আয়োজন করল। (৮৬) এমন কি যখন সে সূর্যাস্তের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তখন সে সূর্যকে এক কালো জলাশায়ে ডুবে যেতে দেখল আর সেখানে সে একটি জাতির লোকদের সাক্ষাত পেল। আমরা বললাম, হে যুলকারনাইন! তোমার শক্তি আছে; তুমি তাদেরকে কষ্ট দিতে পার আবার তাদের সাথে ভালো ব্যবহারও করতে পার। (৮৭) সে বলল ঃ তাদের মধ্য হতে যে জুলুম করবে, আমরা তাকে শাস্তি দান করব। অতপর তাকে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকে দিকে ফিরিয়ে আনা হবে আর তিনি তাকে আরো কঠিন আযাব দেবেন। (৮৮) পক্ষান্তরে তাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তার জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে আর আমরা তাকে খুব সহজ বিধান দেব। (৮৯) পরে সে (অপর একটি অভিযানের) আয়োজন করল। (৯০) এমনকি সে সূর্যোদয়ের স্থানে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে সে দেখল যে, সূর্য এমন এক জাতির লোকদের ওপর উদয় হচ্ছে, যাদের জন্য সূর্যের তাপ থেকে বাঁচবার কোনো ব্যবস্থা আমরা করে দেইনি। (৯১) এ ছিল তাদের বাস্তব অবস্থা আর যুলকারনাইনের কাছে যা কিছু ছিল, তাও আমরা জানতাম। (৯২) অতপর সে (আর একটি অভিযানের) প্রস্তুতি গ্রহণ করল। (৯৩) এমনটি সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সে সেখানে একটি জাতির সাক্ষাত পেল, যারা কথাবার্তা খুব কমই বুঝতে পারত। (৯৪) সে লোকেরা বলল, "হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ এতদঞ্চলে চরম অশান্তির সৃষ্টি করছে, তুমি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবে এবং আমরা কি এ কাজের জন্য তোমাকে কোনো কর দেব ?" (৯৫) সে বলল ঃ "আমার রব্ব আমাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন, তা-ই প্রচুর। তোমরা শুধু খাটুনি করে আমাকে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে প্রাচীর নির্মাণ করে দিচ্ছি। (৯৬) আমাকে লোহার পাত এনে দাও"। অবশেষে যখন সে উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী শূন্য স্থান পূর্ণরূপে ভরাট করে দিল, তখন সে লোকদেরকে বলল ঃ 'এখন আগুনের কুণ্ডলি প্রজ্জ্বলিত করো।' এমন কি যখন (এই লৌহ প্রাচীর) সম্পূর্ণরূপে আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল, তখন সে বলল ঃ 'আনো, আমি এখন এর ওপর গলিত তামা ঢেলে দেব'। (৯৭) (এই প্রাচীর এমন ছিল যে,) ইয়াজুজ ও মাজুজ এর ওপর হতে ডিঙিয়ে আসতে পারত না। আর এর গায়ে সুড়ংগ কাটাও তাদের জন্য অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। (৯৮) যুলকারনাইন বলল ঃ "এটি আমার

সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ; কিন্তু যখন আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর ওয়াদার নির্দিষ্ট সময় আসবে, তখন তিনি তাকে ধুলিস্মাৎ করে দেবেন। আর আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি বরহক নিঃসন্দেহে"। (সূরা কাহাফ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لَاأَدْرِىْ ذُوْالْقَرْنَيْنِ نَبِيًّا أَوْلَا -

যুলকারনাইন নবী ছিলেন কিনা তা আমি জানি না।— ফাতহুল বারী।

## ৪. রোম

غُلِبَتِ الرُّوْمُ (٢) فِىْ أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ (٣) فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ ..... (٤)

(২—৪) রোমানরা নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই তারা বিজয়ী হবে। (সূরা রূম)

حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَلَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ الرُّوْمُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابَقٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافُّوْا قَالَتِ الرُّوْمُ خَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سَبُوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ فَيَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ لَا وَاللّٰهِ لَانُخَلِّىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَايُفْتَنُوْنَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُوْنَ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ فَبَيْنَمَاهُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوْا سُيُوْفَهُمْ بِالزَّيْتُوْنِ إِذْ صَاحَ فِيْهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِىْ أَهْلِيْكُمْ فَيَخْرُجُوْنَ وَذٰلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاوٴُا الشَّامَ خَرَجَ فَبَيْنَمَاهُمْ يُعِدُّوْنَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْنَ إِذْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللّٰهِ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتّٰى يَهْلِكَ وَلٰكِنْ يَقْتُلُهُ اللّٰهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِىْ حَرْبَتِهِ -

যুহাইর ইবনে হারব (র) তিনি মুয়াল্লাবিন মানছুর থেকে তিনি সুলাইমান বিন বিলাল থেকে তিনি সুহাইল থেকে তিনি তার পিতার থেকে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ধারাবাহিক সনদে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কেয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমীয় সেনাবাহিনী 'আ'মাক' অথবা 'দাবেক' নগরীতে অবতরণ করবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনা হতে এ পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে। অতঃপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবার পর রোমীয়গণ বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, যারা আমাদের লোকদেরকে বন্দী করেছেন। আমরা তাদের সাথে লড়াই করব।

তখন মুসলমানগণ বলবেন, আল্লাহ্ শপথ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হব না। অবশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পালিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদের তাওবা কবুল করবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহ্র কাছে শহীদানের মাঝে সর্বোত্তম শহীদ। আর সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। জীবনে আর কখনো তারা ফিত্নায় আক্রান্ত হবে না। তারাই ইস্তাম্বুল জয় করবে। তারা নিজেদের তরবারী যায়তুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পেছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ কথা শুনে মুসলমানরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ এ ছিল মিথ্যা খবর। তারা যখন সিরিয়া পৌঁছবে তখন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হতে শুরু করবে তখন নামাযের সময় হবে। অতঃপর ঈসা (আ) অতবরণ করবেন এবং নামাযে তাদের ইমামত করবেন। আল্লাহ্র শত্রু তাকে দেখামাত্রই বিগলিত হয়ে যাবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা (আ) কাউকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সেও নিজে নিজেই বিগলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-এর হাতে তাকে হত্যা করাবেন এবং তার রক্ত ঈসা (আ)-এর বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيْبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ شُرَيْحٍ اَنَّ عَبْدَ الْكَرِيْمِ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ اَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْقُرَيْشِىَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرُّوْمُ اَكْثَرُ النَّاسِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَمْرَ بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ مَاهٰذِهِ الْاَ حَادِيْثُ الَّتِىْ تُذْكَرُ عَنْكَ اَنَّكَ تَقُوْلُهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَا لَهُ الْمُسْتَوْرِدُ قُلْتُ الَّذِىْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَقَالَ عَمْرُو لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ اِنَّهُمْ لَاحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ وَاَجْبَرُ النَّاسِ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ وَخَيْرُ النَّاسِ لِمَسَا كِيْنِهِمْ وَضُعَفَائِهِمْ -

হারমালা ইবনে ইয়াহ্ইয়া আত তাজিবী (র) তিনি আবদুল্লাহ বিন ওহাব থেকে তিনি আবু শুরাইহ্ন থেকে তিনি আবদুল কারীম বিন হারেস থেকে তিনি মুসতাওরিদ আল্-কুরাশী (রা) হতে ধারাবাহিক সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, রোমীয়দের সংখ্যা যখন সর্বাধিক হবে তখন কেয়ামত কায়েম হবে। এ সংবাদ আমর ইবনুল আস (রা)-এর কাছে পৌঁছার পর তিনি বললেন, এ কেমন হাদীস, যে সম্বন্ধে লোকেরা বলছে যে, এ নাকি তুমি রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণনা করছ ? জবাবে মুস্তাওরিদ (রা) তাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) থেকে যা শুনেছি আমি তাই বলছি। এ কথা শুনে আমর (রা) বললেন, তুমি যদি বলে থাক তা ঠিকই আছে। কেননা তারা ফিত্নার সময় সর্বাধিক ধৈর্যশীল হবে এবং মুসীবতের পর সবার পূর্বে তাদের হুঁশ ফিরে আসবে। সর্বোপরি তারা হলো মিস্কীন এবং দুর্বল মানুষের অন্য অধিক হিতাকাংখী। (মুসলিম)

দ্বিতীয় অধ্যায়

# মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ (٢٢) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ (٢٤) - (التكوير)

(২২) এবং (হে মক্কাবাসী!) তোমাদের সঙ্গী পাগল নয়। (২৪) আর সে গায়েবের (এ জ্ঞানকে লোকদের পর্যন্ত পৌঁছাবার) ব্যাপারে কৃপণ নয়। (সূরা তাকভীর)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ - (الاحقاف : ١٠)

হে নবী! তাদেরকে বলো ঃ 'তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ যে, এ কালাম যদি আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসে থাকে আর তোমরা একে অমান্য ও অগ্রাহ্য করে বসো, (তাহলে তোমাদের পরিণতি কি হবে) ? এ ধরনের একটি কালাম সম্পর্কে বনী-ইসরাঈলের একজন সাক্ষী সাক্ষ্যও দিয়েছে। সে ঈমান আনল আর তোমরা তোমাদের অহংকারের মধ্যে ডুবে থাকলে। এ ধরনের জালিম লোকদেরকে আল্লাহ কখনো হেদায়েত করেন না। (আহক্বাফ ঃ১০)

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ (٤٠) وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ (٤١) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (٤٢) تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٤٣) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ (٤٤) لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ (٤٧)

(৪০) এটি এক মহা সম্মানিত রাসূলের বাণী, (৪১) কোনো কবির কথা নয়। তোমরা খুব কমই ঈমান গ্রহণ করে থাকো। (৪২) এটি কোনো গণৎকারের কথাও নয়; তোমরা খুব কমই চিন্তা-বিবেচান করো। (৪৩) এটি রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে নাযিল হয়েছে। (৪৪) এ নবী যদি কোনো কথা নিজে রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দিত, (৪৫) তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, (৪৬) এবং তার কণ্ঠ-শিরা ছিন্ন করে ফেলতাম। (৪৭) তখন তোমাদের কেউ (আমাকে) এ কাজ হতে বিরত রাখতে সক্ষম হতে না। (সূরা হাক্কাহ)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨافْتَرٰىهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا - (الفرقان : ٤)

যেসব লোক নবীর দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে ঃ এ ফুরকান একটি মনগড়া জিনিস যা এই ব্যক্তি নিজেই রচনা করে নিয়েছে এবং অপর কিছু লোক এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে। বড়ই জুলুম এবং কঠিন মিথ্যা এ কথা, যাতে তারা লিপ্ত হয়েছে। ( ফুরক্বানঃ৪)

عَبَسَ وَتَوَلّٰى (١) اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى (٢) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى (٣) اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى (٤) اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى (٥) فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى (٦) وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى (٧) وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى (٨) وَهُوَ يَخْشٰى (٩) فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى (١٠) - (عبس)

(১) সে [ রাসূল (স) ] বেজারমুখ হলো ও মুখ ঘুরিয়ে নিলো (২) এ জন্য যে, এক অন্ধ ব্যক্তি তার কাছে এসেছে। (৩) তুমি কি জানো, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো (৪) কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে এবং উপদেশ প্রদান তার জন্য কল্যাণকর হতো ? (৫) যে লোক বেপরোয়া ভাব দেখায় (৬) তার প্রতি তো তুমি মনোযোগ দিচ্ছ, (৭) অথচ সে যদি পরিশুদ্ধ না হয় তাহলে তোমার ওপর এর দায়িত্ব কি ? (৮) আর যে লোক তোমার কাছে দৌড়ে আসে, (৯) সে কিন্তু ভয়ও করে, (১০) অথচ তুমি তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছ। (সূরা আবাসা)

وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا (٢٤) هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ط وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ج لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (٢٥) اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (٢٦) لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ج لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لا لَا تَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا (٢٧) - (الفتح)

(২৪) তিনিই তো মক্কার উপত্যকায় তাদের হাতেকে তোমাদের ওপর হতে এবং তোমাদের হাতকে তাদের ওপর হতে বিরত রেখেছিলেন। অথচ তিনি তাদের ওপর তোমাদেরকে আধিপত্য ও বিজয় দান করেছিলেন। আর তোমরা যা কিছু করছিলে, আল্লাহ তা দেখছিলেন। (২৫) এরাই তো সেই লোক যারা কুফরী করেছে ও তোমাদেরকে মসজিদে হারাম পর্যন্ত পৌছতে দেয়নি এবং কুরবানীর উষ্ট্রগুলোকেও কুরবানীর স্থানে পৌছতে বাধা দিয়েছে। (মক্কায়) যদি এমন মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোক বর্তমান না থাকত যাদেরকে তোমরা জানো না এবং অজ্ঞতাবশতই তোমরা তাদেরকে পর্যুদস্ত করে দিতে ও তার ফলে তোমাদের ওপর কলংক লেপন হবে— এ আশংকা যদি না থাকত (তাহলে যুদ্ধ বিরত রাখা হতো না, তা বিরত রাখা হয়েছে এজন্য) যেন আল্লাহ তাঁর রহমতে যাকে ইচ্ছা শামিল করে নিতে পারেন। সেই মুমিনরা যদি বিচ্ছিন্ন ও চিহ্নিত হতো তাহলে (মক্কাবাসীর মধ্যে) যারা কাফের ছিল, তাদেরকে আমরা অবশ্যই কঠিন শাস্তি দিতাম।(২৬) (এ কারণেই) এ কাফেররা যখন নিজেদের মনে জিঘাংসামূলক আত্মসম্ভ্রমবোধ ও বিদ্বেষ বসিয়ে নিলো, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের

প্রতি পরম প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং মুমিনদেরকে তাকওয়ার নীতির অনুসারী করে রাখলেন; কেননা তারাই এর অধিক উপযুক্ত ও অধিকারসম্পন্ন ছিলেন। আল্লাহ্ তো সর্ব বিষয়ে জ্ঞানবান। (২৭) বস্তুত আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে প্রকৃতই সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা পুরোপুরিভাবে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আল্লাহ চাইলে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে পূর্ণ মাত্রার শান্তি ও নিরাপত্তাসহকারে প্রবেশ করবে, (তখন) নিজেদের মস্তক মুণ্ডন করাবে ও চুল কাটাবে আর তোমরা কোনো ভয়ের সম্মুখীন হবে না। তিনি সেই কথা জানতেন যা তোমরা জানতে না। এ কারণে সে স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি এই নিকটবর্তী বিজয় তোমাদেরকে দান করেছেন। (সূরা ফাতাহ্)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ط فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (المجادلة : ١٢)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন রাসূলের সাথে গোপনে একাকী কথা-বার্তা বলবে, তখন কথা বলার পূর্বে কিছু সাদকা দিও। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পবিত্রতর। অবশ্য সাদকা দেয়ার মতো যদি কিছুই তোমরা না পাও, তাহলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ (٤٣) لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ (٤٤) اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ (٤٥) وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ (٤٦) لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاَ اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ج وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ (٤٧) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ (٤٨) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ط اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ط وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ (٤٩) اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ج وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ (٥٠) قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰىنَا ج وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (٥١) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ط وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ز فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ (٥٢) قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ط اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (٥٣) وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ (٥٤) فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ

كٰفِرُوْنَ (٥٥) وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ؕ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ (٥٦) لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ (٥٧) - (التوبة)

(৪৩) হে নবী! আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। তুমি কেন এই লোকদেরকে অবসর দিলে? (তোমার নিজের পক্ষ হতে অবসর না দেয়াই উচিত ছিল) তাহলে তোমার কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হতো যে, কোন লোকেরা সত্যবাদী আর সেই সঙ্গে মিথ্যাবাদীদেরকেও তুমি চিনে নিতে পারতে। (৪৪) যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমানদার, তারা তো কখনো তোমার কাছে আবেদন করবে না যে, জান-মালসহ জিহাদ করার দায়িত্ব হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেয়া হোক। আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভালো করেই জানেন। (৪৫) এরূপ কোনো আবেদন কেবল তারাই করতে পারে, যারা আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমানদার নয়; তাদের মনে সন্দেহ রয়েছে আর তারা নিজেদেরই সন্দেহের আবর্তে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। (৪৬) তাদের বের হওয়ার ইচ্ছা যদি সত্যই থাকত, তবে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করত। কিন্তু তাদের সংকল্পবদ্ধ হওয়াই আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। এই জন্য আল্লাহ তাদেরকে অবসাদগ্রস্ত করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, বসে থাকো— বসে-থাকা অন্যান্য লোকদের সাথে। (৪৭) তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হতো, তাহলে তোমাদের মধ্যে দোষ-ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দিত না; তারা তোমাদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির জন্য পূর্ণ উদ্যমে চেষ্টা করত। আর তোমাদের অবস্থা এই যে, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবার মতো অনেক লোকই তোমাদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ এই জালিমদের খুব ভালো করে জানেন। (৪৮) এর পূর্বেও এই লোকেরা ফেতনা সৃষ্টির জন্য বহু চেষ্টা করেছে এবং তোমাকে ব্যর্থ করার জন্য এরা সকল রকমের চেষ্টা-যত্ন বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেছে। এতৎসত্ত্বেও তাদের মর্জীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে সত্য এসে গেছে আর আল্লাহ্‌র কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৪৯) তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বলে ঃ "আমাকে অব্যাহতি দিন এবং আমাকে ফেতনায় ফেলবেন না।" শুনে রাখো, এরা তো ফেতনার মধ্যেই পড়ে রয়েছে আর জাহান্নাম এই কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে। (৫০) তোমাদের ভালো হলে তাদের দুঃখ হয় আর তোমাদের ওপর কোনো বিপদ ঘনীভূত হয়ে এলে এরা মুখ ফিরিয়ে খুশীর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করে। আর বলতে বলতে যায় ঃ ভালো হলো, আমরা আগেই আমাদের ব্যাপারটি ঠিকঠাক করে নিয়েছিলাম। (৫১) তাদেরকে বলোঃ ভালো কিংবা মন্দ কিছুই আমাদের হয় না— হয় শুধু তাই, যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ই আমাদের মনিব, মুরব্বী ও আশ্রয় আর ঈমানদার লোকদের তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত। (৫২) তাদেরকে বলো ঃ "তোমরা আমাদের জন্য যে জিনিসের অপেক্ষায় আছ, তা দুটি ভালোর মধ্যে একটি ছাড়া আর কি! আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে যে জিনিসের অপেক্ষায় আছি, তা এই যে, আল্লাহ নিজেই তোমাদের শাস্তি দেবেন, না হয় আমাদের হাতেই শাস্তি দেয়াবেন? যাই হোক, এখন তোমরাও অপেক্ষা করো আর আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম।" (৫৩) তাদেরকে বলো ঃ তোমরা নিজেদের ধন-মাল মনের ইচ্ছা ও আগ্রহ সহকারে খরচ করো কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, যাই হোক— তা কবুল করা হবে না। কেননা তোমরা হচ্ছে ফাসিক লোক। (৫৪) "তাদের দেয়া ধন-মাল কবুল না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। তারা নামাযের জন্য আসে বটে; কিন্তু আসে অবসাদগ্রস্ত অবস্থায়। আর আল্লাহ্‌র পথে তারা ধন-মাল ব্যয় করে বটে; কিন্তু করে অসন্তোষ ও অনিচ্ছা সহকারে।

(৫৫) তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সংখ্যার বিপুলতা দেখে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না, আল্লাহ তো এসব জিনিসের সাহায্যে তাদেরকে এ দুনিয়ার জীবনেই আযাবে নিক্ষেপ করেন। এরা যদি জানও কুরবান করে, তবে তা করবে সত্যকে অস্বীকার করার অবস্থায়। (৫৬) তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, আমরা তো তোমাদেরই মধ্যকার লোক। অথচ তারা কক্ষনোই তোমাদের মধ্যকার লোক নয়। আসলে তারা তোমাদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত লোক। (৫৭) তারা আশ্রয় নেয়ার মতো কোনো স্থান যদি পায় কিংবা কোনো গুহা অথবা লুকিয়ে বসবার মতো কোনো জায়গা, তাহলে তারা সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে।

## ১. তার রেসালতের প্রকৃতি

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا لا وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ (١١٩) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٢٥٢)- (البقرة)

(১১৯) (এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে যে), আমরা তোমাকে সত্য জ্ঞানের সাথে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। এখন যারা জাহান্নামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছে, তাদের জন্য তুমি দায়ী নও। (২৫২) এ সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন, যা আমি যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পেশ করছি এবং তুমি নিশ্চয়ই প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে একজন।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ ج وَمُنْذِرِيْنَ ج فَمَنْ اٰمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ -

আমরা যে রাসূলগণই পাঠাই, তাদের এই জন্যই তো পাঠাই যে, তারা (নেক চরিত্রের লোকদের জন্য) সুসংবাদদাতা হবে আর (খারাপ চরিত্রের লোকাদের জন্য হবে) ভয় প্রদর্শনকারী। যারা তাদের কথা মেনে নেবে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে, তাদের জন্য কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ হবে না। (সূরা আন'আম ঃ ৪৮)

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ج وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ ، وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٦٢) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ (٧٩) ......وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (٩٧) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَائِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى أَعْقَابِكُمْ ، وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ، وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ (١٤٤)- (اٰل عمرٰن)

(৬২) এটা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ঘটনা, আর প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আল্লাহ্‌র পরাক্রম সব কিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত ও তাঁর প্রাজ্ঞ ব্যবস্থাসমূহ বিশ্বলোকের সর্বত্র কার্যকর। (৭৯) কোনো মানুষেরই এ কাজ নয় যে, আল্লাহ তো তাকে কিতাব, ক্ষমতা ও নবুয়্যত দান করবেন আর সে এই সবকিছু লাভ করে লোকদেরকে বলবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও। সে তো একথাই বলবে যে, খাঁটি রব্বানী (আল্লাহওয়ালা) হও। যেমন এই কিতাবও এর তাগিদ দিচ্ছে, যা তোমরা নিজেরা পড় এবং অন্যকেও পড়াও। (৯৭) ..... আর যে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তার

জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ দুনিয়াবাসীর প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। (১৪৪) মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছে। এমতাবস্থায় সে যদি মরে যায় কিংবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা (তাঁর আদর্শ হতে) উল্টা দিকে ফিরে যাবে? মনে রেখো, যে-কেহ বিপরীত দিকে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর একবিন্দু ক্ষতি করবে না। অবশ্য যারা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকবে, তাদেরকে তিনি এর প্রতিফল দান করবেন।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ (١٥٩)-

(হে নবী!) এটা আল্লাহ্র বড়ই অনুগ্রহের বিষয় যে, তুমি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র-স্বভাবের লোক হয়েছ। অন্যথায় তুমি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে এরা তোমার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত। অতএব এদের অপরাধ মাফ করে দাও, এদের মাগফেরাতের জন্য দো'আ করো এবং দ্বীন-ইসলামের কাজ-কর্মে এদের সাথে পরামর্শ করো। অবশ্য কোনো বিষয়ে তোমার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো। বস্তুত আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তার ওপর ভরসা করে কাজ করে।

(সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫৯)

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا (١٠٥) وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (١٠٦)- (النساء)

(১০৫) (হে নবী!) আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যতা সহকারে তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন, সে অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করতে পারো। তুমি খিয়ানতকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের সমর্থনে বিতর্ককারী হয়ো না। (১০৬) এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ۗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ (٦٧) مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ .....(٩٩) - (المائدة)

(৬৭) হে রাসূল! তোমার রব্ব এর তরফ হতে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। তুমি যদি এটা না করো তাহলে তাঁর পয়গাম্বরীর হক তুমি আদায় করলে না। লোকদের অনিষ্ট হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। বিশ্বাস করো, আল্লাহ কাফেরদেরকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) সাফল্যের পথ কক্ষনো দেখাবেন না।(৯৯) রাসূলের ওপর তো শুধু পয়গাম ও দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়ারই দায়িত্ব অর্পিত .......।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٦٥) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ (٦٦) قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ (٦٧) اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ (٦٨) مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ ۢ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (٦٩) اِنْ يُّوْحٰٓى اِلَىَّ اِلَّآ اَنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ - (٧٠) (ص)

(৬৫) (হে নবী!) এদেরকে বলো ঃ "আমি তো একজন সাবধানকারী মাত্র। প্রকৃত মা'বুদ কেউই নেই আল্লাহ ছাড়া, যিনি এক ও একক, সর্বজয়ী, (৬৬) আসমান ও জমিনের মালিক এবং সে সব জিনিসেরও মালিক যা এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে, মহা পরাক্রান্ত ও বড় ক্ষমাশীল।" (৬৭) তাদেরকে বলো ঃ "এটি একটি বড় সংবাদ, (৬৮) যা শুনে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। (৬৯) (তাদেরকে বলো) আমি সে সময়ের কথা কিছুই জানি না যখন উচ্চতর জগতে বিতর্ক হচ্ছিল। (৭০) আমাকে তো ওহীর মাধ্যমে এ কথাগুলো শুধু এ জন্য বলে দেয়া হয় যে, আমি সুস্পষ্ট ভাষায় ভয় প্রদর্শনকারী— সাবধানকারী। (সূরা ছোয়াদ)

.... قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ...... (۱۴) قُلْ أَىُّ شَىْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ، قُلِ اللّٰهُ قف شَهِيْدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ قف وَأُوْحِىَ إِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ، أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً أُخْرٰى ، قُلْ لَّآ أَشْهَدُ ج قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ إِنَّنِى بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (۱۹)- (الانعام)

(১৪) ..... বলোঃ আমাকে তো এই আদেশই করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমিই তাঁর সম্মুখে মাথা নত করে দেব .....। (১৯) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশি গণ্য ? বলো ঃ আমার ও তোমাদের মাঝখানে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী। আর এ কুরআন আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে; যেন আমি তোমাদেরকে ও যাদের কাছে এটা পৌঁছবে সকলকে সর্তক ও সাবধান করে দেই। তোমরা কি বাস্তবিকই এ সাক্ষ্য দান করতে পার যে, আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যান্য আল্লাহও রয়েছে ? বলো ঃ আমি তো এরূপ সাক্ষ্য কিছুতেই দিতে পারি না। বলো, আল্লাহ তো সে এক-ই; তোমরা যে শিরক্ বিশ্বাসে লিপ্ত, আমি তার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। (সূরা আন'আম)

قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْأُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ - (الاعراف : ۱۵۸)

(হে মুহাম্মদ!) বলো ঃ "হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি সে আল্লাহ্ প্রেরিত নবী, যিনি জমিন ও আসমানের বাদশাহীর একচ্ছত্র মালিক। তিনি ছাড়া আর কেহ ইলাহ্ নেই। তিনিই জীবন দান করেন, মৃত্যু তিনিই দেন। অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে নিজে আল্লাহ্ এবং তাঁর নির্দেশাবলীকে মেনে চলে আর আনুগত্য করো তাঁর। আশা করা যায় যে, তোমরা সরল-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতে পারবে। (সূরা আরাফ ঃ ১৫৮)

أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّا اللّٰهَ ، إِنَّنِىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ - ( هود : ۲)

(এর নির্দেশ) এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবে না। আমি নিঃসন্দেহে তাঁরই তরফ হতে ভয় প্রদর্শনকারীও এবং সুসংবাদ দাতাও। (সূরা হূদ ঃ ২)

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ - (الرعد : ٧)

যে লোকেরা তোমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে ঃ এ ব্যক্তির প্রতি এর রব্ব-এর তরফ হতে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হলো না কেন ? —আসলে তুমি তো শুধু সাবধানকারী আর প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন পথপ্রদর্শক রয়েছে। (সূরা রা'আদ ঃ ৭)

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٦٤) وَيَوْمَ

نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ

تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ (٨٩) - (النحل)

(৬৪) আমরা এই কিতাব তোমার প্রতি এ জন্য নাযিল করেছি, যেন তুমি তাদের সম্মুখে সেসব মতবিরোধের মূল কথা প্রকাশ করে দাও— যাতে এরা নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। এই কিতাব হেদায়েত ও রহমত রূপে অবতীর্ণ হয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা একে মেনে নেবে। (৮৯) (হে মুহাম্মদ! এই লোকদেরকে সে দিন সম্পর্কে সতর্ক করো) যে দিন আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে স্বয়ং তাদের মধ্য থেকেই একজন সাক্ষী দাঁড় করাব, যে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। উপরন্তু এই লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের জন্য আমরা তোমাকে উপস্থিত করব। আর (এই সাক্ষ্য দানেরই প্রস্তুতি স্বরূপ) আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রতিটি বিষয়েরই সুস্পষ্ট বর্ণনা দানকারী এবং হেদায়েত, রহমত ও সুসংবাদ সেসব লোকের জন্য, যারা মস্তক অবনত করেছে। (সূরা নহল)

.... وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا - (بنى اسرآءيل : ٥٤)

.... আর হে নবী! আমরা তোমাকে লোকদের ওপর 'হাওয়ালাদার' বানিয়ে পাঠানি।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۡ ز وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ - (الشورى : ٦)

যেসব লোক তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের জন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে রেখেছে, আল্লাহ্ই তাদের সংরক্ষক। তুমি তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওনি। (সূরা শূরা ঃ ৬)

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا - (الكهف : ١١٠)

(১১০) (হে মুহাম্মদ!) বলো ঃ আমি তো একজন মানুষ মাত্র তোমাদেরই মতো। আমার কাছে ওহি পাঠানো হয় এই মর্মে যে, তোমাদের ইলাহ শুধুমাত্র এক ও একক। অতএব যে লোক নিজের রব্ব-এর সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশী হবে, সে যেন নেক আমল করে এবং বন্দেগী ও দাসত্বের ব্যাপারে নিজের রব্ব-এর সাথে অপর কাউকেও শরীক বানিয়ে না লয়।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ - (الانبياء : ١٠٧)

(হে মুহাম্মদ!) আমরা যে তোমাকে পাঠিয়েছি, আসলে তা বিশ্ববাসীর জন্য আমার রহমত বিশেষ। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৭)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَاۤ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ - (الحج :٤٩)

(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও ঃ হে লোকেরা! আমি তো তোমাদের জন্য কেবল মাত্র (খারাপ সময় আসার পূর্বেই) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (সূরা হজ্জ ঃ ৪৯)

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا - ( الفرقان :٥٦)

(হে মুহাম্মদ!) তোমাকে তো আমরা শুধু একজন সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শক বানিয়ে পাঠিয়েছি। (সূরা ফুরক্বান ঃ ৫৬)

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَاۤفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ....... (سبا :٢٨)

আর (হে নবী!) আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি .....। (সূরা সাবা ঃ ২৮)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَاۤ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ ط اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَىَّ وَمَاۤ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ - ( الاحقاف :٩)

এই লোকদেরকে বলো ঃ 'আমি কোনো অভিনব রাসূল নই। কেবল আমি জানি না কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে আর আমার প্রতিই বা কি আচারণ করা হবে। আমি তো সে ওহীর অনুসরণ করে চলি যা আমার কাছে প্রেরণ করা হয় আর আমি সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী ছাড়া আর কিছুই নই।' (সূরা আহক্বাফ ঃ ৯)

اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ ز وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٩١) وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ع فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (٩٢) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ - (النمل : ٩٣)

(৯১) (হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলো ঃ) "আমাকে তো এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি এ শহরের রব্ব-এর বন্দেগী করব, যিনি একে হারাম বানিয়েছেন এবং যিনি প্রতিটি জিনিসেরই মালিক। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি মুসলিম হয়ে থাকব। (৯২) এবং এ কুরআন পাঠ করে শুনাব।" এখন যে ব্যক্তি হেদায়েত গ্রহণ করবে সে নিজেরই কল্যাণের জন্য হেদায়েত গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি গুমরাহ হবে, তাকে বলব যে, আমি তো শুধু সাবধানকারী। (৯৩) তাদেরকে বলো ঃ সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য; অতি শীঘ্রই তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তোমরা তা চিনে নেবে। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বেখবর নন সে সব আমল সম্পর্কে, যা তোমরা করছ। (সূরা নমল ঃ ৯৩)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ..... (٤٠) يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا (٤٥) وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا (٤٦) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا (٤٧) - ( الاحزاب)

(৪০) (হে জনগণ!) মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারোর পিতা নয়, বরং সে আল্লাহ্‌র রাসূল ও সর্বশেষ নবী মাত্র ....। (৪৫) হে নবী! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীদাতা স্বরূপ, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে এবং (৪৬) আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে। (৪৭) তোমার প্রতি ঈমান পোষণকারী লোকদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হতে বিরাট মর্যাদা রয়েছে। (সূরা আহ্‌যাব)

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ -( فاطر:٢٤)

আমরা তোমাকে প্রকৃত সত্য সহকারে পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। আর এমন কোনো উম্মতই অতিক্রান্ত হয়নি যাদের নিকট কোনো না-কোনো সতর্ককারী আসেনি। (সূরা ফাতির ঃ ২৪)

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٣) عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٤) تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ (٥) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ (٦) وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ (٦٩) لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٧٠)- (يٰس)

(২) বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ; (৩) তুমি নিঃসন্দেহে রাসূলগণের একজন; (৪) সরল সঠিক পথের অনুসারী। (৫) (এ কুরআন) প্রবল পরাক্রান্ত ও পরম করুণাময় সত্তার তরফ হতে নাযিল করা কিতাব, (৬) —যেন তুমি এমন এক জাতিকে সাবধান ও সতর্ক করতে পারো যাদের বাপ-দাদাকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণেই তারা গাফিলতির মধ্যে পড়ে রয়েছে।(৬৯) আমরা তাকে (নবীকে) কবিত্ব শিখাইনি— না কবিত্ব তার পক্ষে শোভনীয় হতে পারে। এ তো একটি নসীহত ও স্পষ্ট পাঠযোগ্য কিতাব (৭০) —যেন এটি এমন প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকেই সতর্ক করে দিতে পারে, আর অবিশ্বাসী ও অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অকাট্য দলীল হতে পারে। (সূরা ইয়াসিন)

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا (٨) لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۚ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا. (٩) - ( الفتح )

(৮) (হে নবী।) আমরা তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি, (৯) যেন হে লোকেরা, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং তাকে সমর্থন ও শক্তি দাও, তাকে সম্মান ও মর্যাদা দাও। আর সকাল ও সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র তসবীহ করতে থাকো। (সূরা ফাতাহ)

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِيْٓ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ -

(১) (হে নবী।) আমি কি তোমার বক্ষদেশ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেই নি ? (২-৩) তোমার ওপর হতে সেই দুর্বহ বোঝা নামিয়ে দিয়েছি যা তোমার কোমর ভেঙে দিচ্ছিল। (৪)

আর তোমারই জন্য তোমার খ্যাতির কথা সুউচ্চ করে দিয়েছি। (৫) প্রকৃত কথা এই যে, সংকীর্ণতার সঙ্গে প্রশস্ততাও রয়েছে। (৬) নিঃসন্দেহে সংকীর্ণতার সঙ্গে আছে প্রশস্ততাও। (৭) অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই ইবাদাত-বন্দেগীর কঠোর শ্রমে আত্মনিয়োগ করবে (৮) এবং তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতিই গভীরভাবে মনোযোগ দেবে। (সূরা ইনশিরাহ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ اَنْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِى وَلَانَبِىَّ (ترمذى- كتاب الرؤيا، باب ذهاب النبوة، مسند احمد، مرويات انس بن مالك)

রাসূলে করীম (স) বলেছেন, রিসালাত ও নবুওয়্যাতের ধারাবাহিকতা শেষ ও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আমার পর এখন না কোনো নবী হবে, না রাসূল। (তিরমিজী, মাসনাদে আহমাদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَا بُنْيَانًا فَاَ حُسَنَهُ وَاَجْمَلَهُ اِلَّا مَوْضَعَ لِبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ يَتَعَجَّبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّاوَضِعَتْ هذِهِ اللِّبْنَةُ قَالَ فَاَنَا اللِّبْنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন, আমার ও অন্যান্য নবীদের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একখানি পাকা ঘর নির্মাণ করল, ঘরখানিকে উত্তম ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করে বানাল। কিন্তু তার এক কোণে একখানি ইটের স্থান শূন্য থেকে গেল। অতঃপর লোকেরা সেই ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে ও ঘরখানি দেখে বিস্ময় ও সন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, এই ইটখানি কেন লাগানো হলো না ? এর পর নবী করীম (স) বললেন, আমি সেই ইট এবং আমিই সমস্ত নবীর সমাপ্তকারী। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ اَبُوْ عَامِرِ الْاَشْعَرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَ اللَّفْظُ لِاَبِىْ عَمِرٍ قَالُوْ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنَّ مِثْلَ مَا بَعَثَنِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتَ مِنْهَا طَّائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاءِ وَالْعَشَبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسِ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَاَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا اُخْرى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَاتُمْسِكَ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاءِ فَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ فَقَّهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ اللّٰهُ بِمَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ وَاسَاوَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهُ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهِ -

হযরত আবু বকর ইবনে আবু শায়বা, আবু আমির আশআরী ও মুহাম্মাদ ইবনে আলী (র) পিতা আমরের বর্ণিত শব্দে তারা বলেন, আমাদের কাছে আবু উসমা বর্ণনা করেন যে, তিনি আবু বুরদা (রা) ও আবূ মূসা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম সহকারে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত সে বৃষ্টির ন্যায় যা কোনো ভূমিতে বর্ষিত হলো, আর সে ভূমির উৎকৃষ্ট কতকাংশ পানি গ্রহণ করে এবং

প্রচুর তারতাজ ঘাস-পাতা উৎপন্ন করে। আর কতকাংশ হলো শক্ত মাটি যা পানি আটকিয়ে রাখে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকারে পৌছান এবং তারা তা থেকে পান করে, অন্যদের পান করায় ও পশু চরায় আর (বৃষ্টির পানি) সে ভূমির আরও কতকাংশে বর্ষিত হলো যা উচু অনুর্বর, যা কোনো পানি আটকিয়ে রাখে না আর কোনো ঘাস-পাতাও উৎপন্ন করে না। সেই দৃষ্টান্ত হলো সে সব লোকের উপমা যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করে এবং আল্লাহ তাদের সে সব দিয়ে উপকৃত করেন যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। ফলে সে ইলম হাসিল করে অন্যকেও শিক্ষা দেয়। আর তৃতীয় দৃষ্টান্ত হলো ঐ লোকদের যারা তার প্রতি মাথা তুলেও তাকায় না এবং আল্লাহ্‌র ঐ হেদায়েতও কবুল করে না— যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে। (মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابُنَىَّ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِىْ وَلَيْسَ فِىْ قَلْبِكَ غِشٌّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَىَّ وَذَالِكَ مِنْ سُنَّتِىْ وَمَنْ اَحَبَّ سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىَ فِىْ الْجَنَّةِ - (ترمذى - مسكاة)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে আমার বেটা! সম্ভব হলে সকাল-সন্ধ্যা (অর্থাৎ গোটা যিন্দেগী) এমনভাবে অতিবাহিত করবে যে, কারো প্রতি তোমার কোনো বিদ্বেষ ও অমঙ্গল চিন্তা থাকবে না। অতঃপর বলেন, প্রিয় বৎস! এটাই হচ্ছে আমার সুন্নাত! যে আমার সুন্নাতকে ভালো বাসল সে আমাকে ভালো বাসল। আর যে আমাকে ভালোবাসবে, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।
(তিরমিযী, মিশকাত)

## ২. তার রেসালতের স্বীকৃতি

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ -

(৬) আর স্মরণ করো মরিয়ম পুত্র ঈসার সেই কথা, যা সে বলেছিল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পাঠানো রাসূল। আমি সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের, যা আমার পূর্বে এসেছে আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের, যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহমাদ। কিন্তু কার্যত সে যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট (অকাট্য) নিদর্শনাদি নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন তারা বলল ঃ এ তো সুস্পষ্ট প্রতারণা মাত্র। (সূরা সফ ঃ ৬)

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (٤٠) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ (٤٣)-

(৪০) আর হে নবী! এই লোকদেরকে আমরা যে খারাপ পরিণতির হুমকি দিচ্ছি, এর কোনো অংশ আমরা তোমার জীবদ্দশাতেই দেখিয়ে দেই কিংবা তা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই আমরা

তোমাকে উঠিয়ে নেই —অবস্থা যাই হোক-না কেন, তোমার কাজ শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া আর হিসাব গ্রহণ করা আমার কাজ। (৪৩) এই অমান্যকারীরা বলে ঃ "তুমি আল্লাহ্র প্রেরিত নও।" বলো ঃ "আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট; অতঃপর এমন সব ব্যক্তির সাক্ষ্য, যার কাছে আসমানী কিতাবের ইলম আছে।" (সূরা রা'আদ)

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا - (الاحزاب: ٤٨)

আর কাফের ও মুনাফিকদের সামনে আদৌ দমে যেও না, তাদের নিপীড়নকে মাত্রই পরোয়া করো না এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো; আল্লাহ্ই যথেষ্ট— মানুষ সমস্ত ব্যাপারে তাঁরই ওপর সোপর্দ করে দিক। (সূরা আহযাব ঃ ৪৮)

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٣) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ - (٧) (الشورى)

(৩) সর্বজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ এমনিভাবেই তোমার ও তোমার পূর্বে যারা অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের (নবী-রাসূলগণের) কাছে ওহী পাঠিয়ে এসেছেন। (৭) হ্যাঁ, হে নবী! এই রূপেই এই আরবী কুরআনকে আমরা তোমার প্রতি 'ওহী' করেছি, যেন তুমি সব জনপদের মূল কেন্দ্র (মক্কা নগর) এবং এর আশেপাশে বসবাসকারীদেরকে সাবধান করে দাও এবং একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে ভয় দেখাও, যার আগমনে কোনোই সন্দেহ নেই। একদল জান্নাতে যাবে আর অপর দলকে জাহান্নামে যেতে হবে। (সূরা শু'আরা)

...... وَاَسَرُّوا النَّجْوَى ۖ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ هَلْ هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ (٣) قٰلَ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۫ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - (الانبياء: ٣)

(৩) .... আর জালিমরা পরস্পরে গোপন আলোচনা করে যে, "এই ব্যক্তি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়।" তাহলে কি তোমরা দেখে-শুনে জাদুর ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে? (৪) রাসূল বলল ঃ আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সেসব কথাই জানেন, যা আসমান ও জমিনে বলা হয়। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ ؕ لَوْلَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا (٧) اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ؕ وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (٨) اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا (٩) تَبٰرَكَ الَّذِيْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا (١٠) - (الفرقان)

(৭) তারা বলে ঃ এ কেমন রাসূল, যে খাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে! তার কাছে কোনো ফেরেশতা কেন প্রেরিত হলো না, যে তার সঙ্গে থাকত এবং (অমান্যকারী

লোকদেরকে) ভয় দেখাত। (৮) অথবা অন্য কিছু না হলেও তার জন্য কোনো ধন-ভাণ্ডারই না হয় অবতীর্ণ করা হতো; কিংবা তার কাছে কোনো বাগানই থাকত যা থেকে সে (নিশ্চিন্তে) রুযি লাভ করত। আর জালিমরা বলে ঃ তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির পেছনে পেছনে চলছ (৯) লক্ষ্য করো, কি রকম আশ্চর্য ধরনের সব যুক্তি এরা তোমার সম্মুখে পেশ করছে। তারা এমনভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে যে, কোনো সঠিক কথাই তাদের বুদ্ধিতে কুলায় না। (১০) অতীব বরকতময় তিনি, যিনি চাইলে তাদের প্রস্তাবিত জিনিসগুলো অপেক্ষাও অধিক কল্যাণময় জিনিস তোমাকে দিতে পারেন। (একটি দু'টি নয়) অসংখ্য বাগ-বাগিচাও দিতে পারেন, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান আর দিতে পারেন তোমাকে বড় বড় প্রাসাদ। (সূরা ফুরক্বান)

..... قُلْ لَّآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ - ( الانعام : ٩٠)

..... (হে মুহাম্মদ!) বলে দাও যে, আমি (এই তাবলীগ ও হেদায়েতের) কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরী প্রার্থী নই। এ তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য এক সাধারণ নছীহত বিশেষ। (সূরা আন'আম ঃ ৯০)

قُلْ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَآءَ أَنْ يَّتَّخِذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا - (الفرقان : ٥٧)

তাদেরকে বলো ঃ "আমি এ কাজে তোমাদের নিকট কোনোরূপ পারিশ্রমিক বা মজুরী চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো শুধু এই যে, যার ইচ্ছা হবে, সে যেন তার রব্বকে পাওয়ার পথ অবলম্বন করে।" (সূরা ফুরক্বান ঃ ৫৭)

أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ق وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ - ( المؤمنون : ٧٢)

তুমি কি তাদের কাছে কিছু চাচ্ছ ? তোমার জন্য তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দেয়া দানই উত্তম। তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা। (সূরা মুমিনুন)

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ - ( سبا : ٤٧)

এদেরকে বলো ঃ "আমি যদি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চেয়ে থাকি তবে তা তোমাদের জন্যই। আমার প্রতিদান আল্লাহ্র জিম্মায় রয়েছে আর তিনি প্রতিটি জিনিসেরই প্রত্যক্ষ সাক্ষী।" (সূরা সাবা ঃ ৪৭)

قُلْ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ - (ص : ٨٦)

(হে নবী!) এদেরকে বলো যে, এ দ্বীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি বানোয়াট লোকদের মধ্যকারও কেহ নই। (সূরা সোয়াদ ঃ৮৬)

أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ - ( القلم : ٤٦)

তুমি কি এদের নিকট কোনো পারিশ্রমিকের দাবি করছ যে, এরা এই ঋণের বোঝার তলে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে ? (সূরা ক্বালাম ঃ ৪৬)

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلٰى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ

وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسٰى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُورًا (١٦٣)
لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا (١٦٦)-

(১৬৩) (হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে নূহ এবং তার পরবর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুব-বংশধর, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি ওহী পাঠিয়েছি। আমরা দাউদকে জবুর দিয়েছি। (১৬৬) (লোকেরা যদি না-ই মানে তো না মানুক) কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যা কিছু তিনি নাযিল করেছেন, নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতেই নাযিল করেছেন এবং এই ব্যাপারে ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে, যদিও কেবলমাত্র আল্লাহ্র সাক্ষী হওয়াই সর্বতোভাবে যথেষ্ট। (সূরা নিসা)

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ (٤٧) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ (٤٨) لَوْلَآ أَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ (٤٩) فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (٥٠)- (القلم)

(৪৭) এদের কাছে কি গায়েবের কোনো জ্ঞান আছে, যা তারা লিখে নিচ্ছে ? (৪৮) অতএব তোমার রব্ব-এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে থাকো এবং মাছওয়ালা [ইউনুস (আ)] এর মতো হয়োনা, স্মরণ করো, সে যখন ডাক দিয়েছিল চিন্তায়-দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায়। (৪৯) তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর অনুগ্রহ তার প্রতি বর্ষিত না হলে সে পরিত্যক্ত প্রত্যাখ্যত অবস্থায় ধুঁধুঁ বালুকাময় প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতো। (৫০) শেষ পর্যন্ত তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাকে সাদরে গ্রহণ করল এবং তাকে নেক বান্দাহদের মধ্যে শামিল করে নিলেন। (ক্বালাম)

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْأُمُوْرُ (٥٣)- (الشورى)

(৫২) এমনিভাবেই (হে মুহাম্মদ) আমরা আমাদের নির্দেশে এক রূহকে তোমার দিকে ওহী করেছি। তুমি কিছুই জানতে না— কিতাব কাকে বলে, ঈমান কি জিনিস! কিন্তু সেই রূহকে আমরা একটি 'আলো' বানিয়ে দিয়েছি, যার সাহায্যে আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই। নিঃসন্দেহে তুমি সঠিক-সোজা পথের দিকে লোকদেরকে নির্দেশ দান করেছ (৫৩) সেই আল্লাহ্র পথের দিকে যিনি ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলের সব কিছুরই মালিক। সাবধান, সমস্ত ব্যাপার কিন্তু আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যায়। (সূরা শু'আরা)

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى (٤) عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى (٥) ذُوْ مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوٰى (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى (٩) فَأَوْحٰٓى إِلٰى عَبْدِهٖ مَآ أَوْحٰى (١٠) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى (١١)

أَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى (١٢) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى (١٧) لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى (١٨) - (النجم)

(১) শপথ তারকারাজির যখন তা অস্তমিত হলো। (২) তোমাদের সঙ্গী না পথভ্রষ্ট হয়েছে, না বিভ্রান্ত। (৩) সে নিজের মনের ইচ্ছায় কথা বলে না। (৪) এতো একটা ওহী, যা তার প্রতি নাযিল করা হয়। (৫-৬) তাকে এক মহাশক্তিধর শিক্ষা দিয়েছে, যে বড়ই কুশলী। সে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে (৭) যখন সে উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিল। (৮) পরে কাছে এল এবং ওপরে শূন্যে ঝুলে থাকল। (৯) এমনকি, দু' ধনুকের সমান কিংবা তা থেকে কিছুটা কম দূরত্ব থেকে গেল। (১০) তখন সে আল্লাহ্‌র বান্দাহকে ওহী পৌঁছাল, যে ওহীই তাকে পৌঁছাবার ছিল। (১১) দৃষ্টি যা কিছু দেখল, হৃদয় তাতে মিথ্যা সংমিশ্রণ করেনি। (১২) এখন তোমরা কি সে ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া করো যা সে নিজের চোখে দেখেছে? (১৩-১৪) আর একবার সে সিদরাতুল-মুনতহার কাছে তাকে দেখেছে। (১৫) যেখানে নিকটেই জান্নাতুল-মাওয়া রয়েছে। (১৬) তখন সিদরার ওপর সমাচ্ছন্ন হচ্ছিল যা কিছুই আচ্ছন্ন হওয়ার ছিল। (১৭) দৃষ্টি না ঝলসেছে, না সীমা অতিক্রমকারী হয়েছে (১৮) আর সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শনাদি দেখেছে। (সূরা নজম)

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ (٦١) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ (٦٣)- (اٰل عمرٰن)

(৬১) তোমার কাছে এই জ্ঞান আসার পর এখন যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করবে (হে মুহাম্মদ) তাকে বলে দাও, "এসো আমরা ডেকেনি আমাদের ও তোমাদের পুত্রদের ও স্ত্রীদের এবং আমরা ও তোমরা নিজেরাও হাজির হই, অতঃপর আল্লাহর কাছে দো'আ করি— যারা মিথ্যাবাদী তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক"। (৬৩) অতএব তারা যদি (এই শর্তে মুকাবিলা করতে) প্রস্তুত না হয়, তবে (তারাই যে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তাই প্রমাণিত হবে আর) আল্লাহ তো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অবস্থা ভালো করেই জানেন।

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ أَنْ أُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحٰى إِلَيَّ ۚ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (١٥) قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرٰكُمْ بِهٖ ۫ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهٖ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (١٦)- (يونس)

(১৫) আমাদের স্পষ্ট কথাগুলো যখন তাদেরকে শুনানো হয়, তখন সে লোকেরা— যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না— বলে যে, "এর পরিবর্তে অপর কোনো কুরআন নিয়ে এসো কিংবা এতেই কোনোরূপ পরিবর্তন সূচিত করো। হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো, আমার

এ কাজই নয় যে, আমার নিজের তরফ হতে তাতে কোনোরূপ রদবদল করে নেব। আমি তো শুধু সে ওহীরই অনুসারী, যা আমার কাছে পাঠানো হয়। আমি যদি আমার আল্লাহ্‌র নাফরমানী করি, তাহলে আমার এক অতি বড় বিভীষিকাময় দিনের ভয় আছে। (১৬) আর তাদেরকে বলো, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যদি এরূপ হতো তাহলে আমি এই কুরআন তোমাদেরকে কখনো শুনাতাম না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে এর খবরটুকুও দিতেন না। আমি তো এর পূর্বে একটা জীবন-কাল তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে প্রয়োগ করো না? (সূরা ইউনুস)

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۚ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٨٣) فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ (١٨٤) - (اٰل عمرٰن)

(১৮৩) যারা বলে : "আল্লাহ আমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা কাউকেও রাসূল বলে মেনে নেব না যতক্ষণ না তিনি আমাদের সম্মুখে এমন কুরবানী পেশ করবেন যা (অদৃশ্য থেকে) আগুন এসে খেয়ে ফেলবে।" তাদেরকে বলো : "তোমাদের কাছে আমার পূর্বে অনেক রাসূলই এসেছে, তারা বহু উজ্জ্বল নিদর্শনও সঙ্গে এনেছিল; এবং তোমরা যে নিদর্শনের উল্লেখ করছ, তাও তারা এনেছিল। এতৎসত্ত্বেও (ঈমান আনার জন্য এই শর্ত পেশ করার ব্যাপারে) তোমরা যদি সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হতে, তবে সে রাসূলদের তোমরা কেন হত্যা করলে? (১৮৪) এখন (হে মুহাম্মদ!) এরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তবে তোমার পূর্বেও এমন বহু রাসূলকে অমান্য করা হয়েছে, যারা সুস্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা ও আলোদানকারী কিতাব নিয়ে এসেছিল। (সূরা আলে-ইমরান)

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۚ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ (٨) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ (٩) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (١٠) قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (١١) وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٣٥) - (الانعام)

(৮) তারা বলে : এই নবীর প্রতি কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হয় না কেন? আমি যদি প্রকৃতই ফেরেশতা নাযিল করতাম, তাহলে এখন পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপারের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হতো। তারপর তাদেরকে কোনো অবকাশই দেয়া হতো না। (৯) আর যদি আমরা ফেরেশতা নাযিল করতামও, তবুও তাকে মানবীয় রূপেই নাযিল করতাম এবং এভাবে তাদেরকে সে সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত করে দিতাম যাতে তারা এখন নিমজ্জিত রয়েছে। (১০) হে নবী! তোমার পূর্বেও বহু নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, কিন্তু যে সত্যের তারা বিদ্রূপ করত, শেষ পর্যন্ত তাই তাদের ওপর আপতিত হতো। (১১) হে নবী! তাদেরকে বলো:

জমিনের বুকে চলে ফিরে দেখো, সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে। (৩৫) তা সত্ত্বেও লোকদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা যদি সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহলে তোমার শক্তি থাকলে জমিনে কোনো সুড়ংগ তালাশ করো অথবা আকাশে সিড়ি লাগিয়ে লও এবং তাদের সম্মুখে কোনো নিদর্শন পেশ করতে চেষ্টা করো। আল্লাহ যদি চাইতেন তবে এসব লোককে তিনি একত্রিত করে হেদায়েত করতে পারতেন। অতএব তুমি অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের একজন হয়ো না। (সূরা আন'আম)

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٢) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٣) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٤) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (٣٥)- (هود)

(১২) তবে হে নবী! এরূপ যেন না হয় যে, তোমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করে হচ্ছে, তা থেকে কোনো জিনিসকে তুমি ছেড়ে দিলে আর একথা ভেবে তোমার মন ছোট হয়ে যাবে যে, লোকেরা বলবে ঃ "এই ব্যক্তির প্রতি কোনো ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ হলো না কেন ?" অথবা বলবেঃ "এর সাথে কোনো ফেরেশতা কেন এল না ?" আসলে তুমি তো শুধু লোকদের সতর্ককারী মাত্র। বাকি সব জিনিসেরই দায়িত্বশীল হচ্ছেন আল্লাহ। (১৩) এরা কি বলে যে, নবী এই কিতাবখানা নিজেই রচনা করেছে ? বলোঃ "আচ্ছা এই কথা! তাহলে এভাবে স্বরচিত দশটি সূরাই তোমরা বানিয়ে নিয়ে এস আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য যারা (তোমাদের মা'বুদ) আছে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ডাকতে পারো তো ডেকে লও (তাদেরকে মা'বুদ মনে করায়) যদি তোমরা সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাকো। (১৪) এখন যদি (তোমাদের সে মা'বুদেরা) তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে না আসে তাহলে জেনে রাখো, এ (কিতাব) আল্লাহ্র জ্ঞান সমুদ্র হতে নাযিল হয়েছে। আরো জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত মা'বুদ কেহ নেই। এখন কি তোমরা (এই প্রকৃত সত্যের সামনে) বিনয়ের মস্তক নত করে দেবে ? (৩৫) হে মুহাম্মদ! এরা কি বলে যে, এই ব্যক্তি সবকিছুই রচনা করেছে ? ওদেরকে বলো ঃ "আমিই যদি নিজে এসব রচনা করে থাকি, তাহলে আমার অপরাধের দায়িত্ব আমার ওপর। আর যে অপরাধ তোমরা করছ, আমি এর দায়িত্ব হতে মুক্ত।" (সূরা হুদ)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ - (الرعد:٢٧)

(২৭) যেসব লোক [হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাত ও নবুয়্যত মেনে নিতে] অস্বীকার করেছে তারা বলে ঃ "এই ব্যক্তির প্রতি তার রব্ব-এর কাছ থেকে কোনো নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হলো না ?" —বলো ঃ "আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করে দেন এবং যে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখান। (সূরা রা'আদ)

—৫

بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۢ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ (٥) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ (١٦) لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّا تَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ۖ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ (١٧) - (الانبيا)

(৫) তারা বলে ঃ "বরং এসব তো আজেবাজে স্বপ্ন, বরং এসব তার মনগড়া, বরং এ ব্যক্তি তো কবি"। নতুবা সে কোনো নিদর্শন আনুক, যেমন করে প্রাচীনকালের রাসূলগণ নিদর্শন সহকারে প্রেরিত হয়েছিল। (১৬) এই আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যে আর যা কিছু আছে, সেসব আমরা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। (১৭) আমরা যদি কোনো খেলনা বানাতে চাইতাম আর এ-ই আমাদের করণীয় হতো, তাহলে নিজ থেকেই তা করে নিতাম। বরং আমরা তো বাতিলের ওপর সত্যের আঘাত হেনে থাকি। (সূরা আম্বিয়া)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا .... يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ....

এই লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করেঃ আচ্ছা, সে কেয়ামতের সময়টি কখন আসবে? ...এই লোকেরা সে সম্পর্কে তোমার কাছে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে, যেন তুমি এরই সন্ধানে মশগুল হয়ে রয়েছ। বলোঃ "ঐ সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে ...।(সূরা আরাফ ঃ ১৮৭)

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۖ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ (٦٦) لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۖ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (٦٧)

(৬৬) তোমার জাতি এটা অস্বীকার করেছে, অথচ এটা প্রমাণিত সত্য। তাদেরকে বলো, আমাকে তোমাদের ওপর দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়নি। (৬৭) প্রতিটি সংবাদ প্রকাশেরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। শীঘ্রই তোমরা নিজেরাই নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারবে। (সূরা আন'আম)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ - ( النحل :١٠٣)

(১০৩) আমরা জানি, এই লোকেরা তোমার সম্পর্কে বলে ঃ "এই লোকটিকে এক ব্যক্তি শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে থাকে"। অথচ তারা যে লোকটির কথা বলছে, তার ভাষা অনারব, আর এটি বিশুদ্ধ আরবী ভাষা। (সূরা নহল)

.... وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا (٤٦) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (٤٧)

(৪৬) ..... আর যখন তুমি কুরআনে নিজের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের উল্লেখ করো, তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) আমাদের জানা আছে, তারা যখন কান লাগিয়ে তোমার কথা শোনে, তখন তারা আসলে কি শোনে আর যখন বসে পারস্পরিক গোপন কথা বলাবলি করে তখনই-বা কি বলে। এ জালিম লোকেরা পরস্পরে বলে যে, এ তো এক জাদু-গ্রস্ত ব্যক্তি যার পিছনে তোমরা চলছ। (সূরা বনী ইসরাঈল)

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ( الحج :٤٩)

(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও ঃ হে লোকেরা! আমি তো তোমাদের জন্য কেবল মাত্র (খারাপ সময় আসার পূর্বেই) একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (সূরা হজ্জ ঃ ৪৯)

وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ( العنكبوت : ١٨)

আর তোমরা যদি অমান্য করোই তাহলে তোমাদের পূর্বেও বহু জাতিই এভাবে অমান্য করেছে। আর রাসূলের ওপর স্পষ্টভাবে পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই।

وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ۖ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِى الْقُبُوْرِ (٢٢) اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ (٢٣) وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ (٢٥) ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ (٢٦)- (فاطر)

(২২) আর না জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে। আল্লাহ্ যাকে চান শোনান; কিন্তু হে নবী! তুমি সে লোকদেরকে শোনাতে পার না, যারা কবরসমূহে সমাহিত আছে। (২৩) তুমি তো শুধু একজন সাবধানকারী মাত্র। (২৫) এখন এ লোকেরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাহলে এদের পূর্বেকার লোকেরাও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ এসেছিল সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ, সহীফা ও উজ্জ্বল হেদায়েত দানকারী কিতাব নিয়ে। (২৬) তারপর যারা মানেনি তাদেরকে আমি ধরে ফেললাম আর লক্ষ্য করো, আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল। (সূরা ফাতির)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ۖ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ۖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (٢٤) فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۖ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۖ وَاِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ (٤٨) - (الشورى)

(২৪) এ লোকেরা কি বলে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে মিথ্যা অভিযোগ রচনা করেছে? আল্লাহ চাইলে তোমার হৃদয়ের ওপর 'মোহর' মেরে দেবেন। তিনি বাতিলকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সত্যকে নিজের বাণীর সাহায্যে সত্য করে দেখিয়ে দেন। তিনি তো হৃদয়-কন্দরে লুক্কায়িত গোপন রহস্যও জানেন। (৪৮) এখন যদি এ লোকেরা মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাহলে হে নবী, আমরা তো তোমাকে তাদের জন্য সংরক্ষক বানিয়ে পাঠাইনি। কেবল কথা পৌঁছিয়ে দেয়াই তোমার দায়িত্ব। মানুষের অবস্থা এই যে, আমরা যখন তাকে আমাদের রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন সে এর জন্য অহংকারে ফুলে ওঠে। আর যখন তার নিজের কৃতকর্ম কোনো মুসীবতরূপে তার দিকে ফিরে আসে, তখন সে খুব বেশি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। (সূরা শূরা)

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ (٨٨) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (٨٩) –

(৮৮) রাসূলের এই কথার শপথ যে, হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, এরা এমন লোক যারা মেনে চলে না। (৮৯) অতএব হে নবী! এ লোকদেরকে অগ্রাহ্য করো আর বলে দাও, তোমাদের প্রতি সালাম। শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (সূরা যুখরুফ)

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ (٢٩) اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ (٣٠)

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ (٣١) - ( الطور )

(২৯) অতএব হে নবী! তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকো। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহে না তুমি গণৎকার, না পাগল। (৩০) এ লোকেরা বলে নাকি যে, এ ব্যক্তি কবি, যার জন্য আমরা কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছি ? (৩১) এদেরকে বলো ঃ ঠিক আছে অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি। (সূরা তূর)

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ز لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - (التوبة : ١٢٩)

এতৎসত্ত্বে এই লোকেরা যদি তোমার দিক থেকে মুখ ফিরায়, তবে হে নবী! তাদেরকে বলো ঃ "আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কেহ মা'বুদ নেই। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং মহান আরশের তিনিই মালিক।" সূরা তওবাহ ঃ ১২৯)

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ

صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ (٢) وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ج

اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ (٤١) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ

وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ (٤٢) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ (٤٣)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ

اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ج وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠٤)- (اليونس)

(২) লোকদের জন্য কি এটা এক আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা তাদের মধ্য হতেই এক ব্যক্তিকে ইশারা করলাম যে, (গাফিলতিতে পড়ে থাকা) লোকদেরকে সজাগ করে দাও। আর যারা তা মেনে নেবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য তাদের আল্লাহ্র কাছে সত্যিকার ইজ্জত ও মর্যাদা রয়েছে ? (এ কথার ওপরই কি) কাফেররা বলেছে, এ ব্যক্তি তো প্রকাশ্য যাদুকর ? (৪১) এরা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে অমান্য করে, তাহলে বলে দাও যে, আমার আমল আমার জন্য আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি, এর দায়িত্ব হতে তোমরা মুক্ত আর যা কিছু তোমরা করছ, এর দায়িত্ব হতে আমি মুক্ত। (৪২) এদের মধ্যে বহু লোকই তোমার কথা শুনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শুনাবে, তারা কিছু না বুঝলেও ? (৪৩) তাদের বহু লোক তোমাকে দেখে, কিন্তু তুমি কি অন্ধ লোককে পথ দেখাবে, তারা দেখতে না চাইলেও ? (১০৪) হে নবী! বলো ঃ হে লোকেরা ! তোমরা যদি আমার

দ্বীন সম্পর্কে এখনো কোনোরূপ সন্দেহের মধ্যে থেকে থাকো, তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের দাসত্ব করো, আমি সে সবের দাসত্ব করি না; বরং কেবল সে আল্লাহ্‌রই বন্দেগী ও দাসত্ব করি, তোমাদের জীবন ও মৃত্যু যার মুষ্ঠিতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদের মধ্যকার একজন হবো।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ - (النحل : ٨٢)

এখন যদি এ লোকেরা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে হে মুহাম্মদ! তোমার ওপর স্পষ্টভাবে হক পয়গাম পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই। (সূরা নহল ঃ ৮২)

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ (٥٢) وَمَآ أَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ (٥٣) - (الروم)

(৫২) (হে নবী!) তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পার না, —না সে বধির লোকদেরকে নিজের আহ্বান শুনাতে পার, যারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যেতে থাকে। (৫৩) আর না তুমি অন্ধ লোকদেরকে তাদের গুমরাহী হতে বের করে সত্য-সঠিক পথ দেখাতে পার। তুমি তো কেবল তাদেরকেই শুনাতে পার, যারা আমাদের আয়াতের প্রতি ঈমান আনে ও আনুগত্যের মস্তক নত করে দেয়। (সূরা রূম)

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۜ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (١٨٤) أَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّأَنْ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ (١٨٥)- (الاعراف)

(১৮৪) এই লোকেরা কখনো কি চিন্তা করেনি ? তাদের সঙ্গীর ওপর জ্বিনের কোনো প্রভাব নেই! সে তো একজন সংবাদদাতা মাত্র, (খারাপ পরিণাম সম্মুখে আসার পূর্বেই) সে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দেয়। (১৮৫) এই লোকেরা কি আসমান ও জমিনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কখনো চিন্তা করেনি আর আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন এমন কোনো জিনিস দু' চোখ খুলে কি দেখতে পায়নি ? তারা এটাও কি চিন্তা করেনি যে, তাদের জীবনের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় হয়ত-বা নিকটেই এসে পড়েছে ? নবীর এই সতর্কীকরণের পরে এমন আর কোন কথা হতে পারে, যার প্রতি এরা ঈমান আনবে ? (সূরা আরাফ)

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (البقرة : ١٢٠)

ইহুদী ও খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করবে। তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও যে, আল্লাহ্ যে পথের সন্ধান দিয়েছেন, প্রকৃত পথ তা-ই। অন্যথায় তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে, তা লাভ করার পরও যদি তুমি তাদের বাসনা অনুসারে চলতে থাকো, তবে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা করার মতো তোমার কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী হবে না। (সূরা বাকারাহ : ১২০)

.......... وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ فَمَالِ هٰٓؤُلَاۤءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا (٧٨) مَآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ز وَمَآ أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا (٧٩) -(النساء)

(৭৮) .... তারা যদি কোনো কল্যাণ লাভ করে, তবে বলে যে, এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে আর যদি কোনো ক্ষতি সাধিত হয় তবে বলে, এটা তোমার কারণেই হয়েছে। বলো ঃ সব কিছু আল্লাহ্রই কাছ থেকে হয়ে থাকে। এদের হলো কি, কেন এরা কোনো কথাই বুঝতে পারে না! (৭৯) হে মানুষ! তুমি যে কল্যাণই লাভ করে থাকো, তা আল্লাহ্র অনুগ্রহেই পেয়ে থাকো আর তোমার ওপর যে বিপদই আসে, তা তোমার নিজের অর্জন এবং কাজের ফলেই এসে থাকে। হে মুহাম্মদ, আমরা তোমাকে লোকদের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, এ জন্য একমাত্র আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (সূরা নিসা)

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ز فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - ( المائدة : ١٩)

হে আহলি কিতাব! আমাদের এই রাসূল এমন এক সময় তোমাদের কাছে এসেছে ও দ্বীনের সুস্পষ্ট শিক্ষা তোমাদের সম্মুখে পেশ করেছে, যখন রাসূল আগমনের ক্রমিক ধারা দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ ছিল। (নবী এই জন্য এসেছে) যেন তোমরা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোনো সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি। অতএব দেখো, এখন সে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীই এসেছে— আর আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٢٠) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُّهْلِكُوْنَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ (٢٦)- (الانعام)

(২০) যেসব লোককে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এ কথা নিঃসন্দেহে জানে, যেমন তাদের নিজেদের সন্তানকে জানতে ও চিনতে কোনোরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় না। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে, তারা একথা মানেনা। (২৬) তারা এই মহান সত্য বাণী কবুল করার কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং তারা নিজেরাও এটা হতে দূরে সরে থাকে। (তারা মনে করে যে, এরূপ করে তোমার কিছু না কিছু ক্ষতি সাধন করেছে) অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের আয়োজন করেছে; কিন্তু এ সম্পর্কে তাদের অনুভূতি নেই। (সূরা আন'আম)

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۚ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِهٖ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُوْا وَإِلَيْهِ مَاٰبِ - (الرعد : ٣٦)

হে নবী! যে লোকদেরকে আমরা ইতিপূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এই কিতাব —যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি —পেয়েই সন্তুষ্ট। আর বিভিন্ন দলের মধ্যে এমন কিছু লোকও

আছে, যারা এর কোনো কোনো কথা মানে না। তুমি স্পষ্টত বলে দাও ঃ "আমাকে তো কেবল আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও বন্দেগী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর নিষেধ করা হয়েছে তাঁর সাথে কাউকেও শরীক বানাতে। কাজেই আমি তাঁর দিকেই আহ্বান জানাচ্ছি, আমার প্রত্যাবর্তনও তাঁরই দিকে।" (সূরা রা'আদ ঃ ৩৬)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَايَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ وَّ مَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ সেই মহান আল্লাহ্‌র শপথ, যার মুষ্ঠির মধ্যে মুহাম্মদের প্রাণ, এই উম্মতের মধ্যে যে লোক আমার সম্পর্কে শুনেতে ও জানতে পারেবে— সে ইহুদী হোক কিংবা নাসারা— আর আমি যে দ্বীনসহ প্রেরিত হয়েছে তার প্রতি ঈমান না এনেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। (মুসনাদের আহমদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ - (البخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ যার সৃষ্টির মধ্যে আমার জান-প্রাণ নিবন্ধ তাঁর শপথ, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত কারো কাছে তার পিতা ও সন্তান অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হব, ততক্ষণ তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না। (বুখারী)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِاَبِىْ كُرَيْب قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنْ النَّبِىْ ﷺ قَالَ اِنَّ مَثَلِىْ وَمَثَلَ مَابَعثى بة عَزَّ وَجَلَّ بِهٖ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ يَاقَوْمِ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيِنَىَّ وَاِنِّىْ اَنَا نِذِ يْرٌ الْعُرْيَانَ فَانَّجَاءَ فَاَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَادْلَجُوا فَانْطَلَقُوْا عَلَى مُهْتِهِم وكَذَّبَتَ ... فَاصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَهْلَكَهُمْ وَاجْتَا- حَهُمْ فَذٰلِكَ مِثْلُ مَنْ صَاعَنِىْ وَاتَّبعِ مَاجِئْتُ بِهٖ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِىْ وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهٖ مِنْ الْحَقِ .

আবদুল্লাহ ইবনে বাররাদ আশআরী ও আবূ কুরায়ব (রা) তার হুবুহু শব্দে তারা আবু উসামা থেকে তিনি বুরাইদা থেকে তিনি আবি বুরদা থেকে তিনি আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ যা দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মতো, যে তার স্বগোত্রের কাছে এসে বলে, হে আমার কাওম! আমি আমার দু'চোখে (শত্রু) বাহিনী দেখে এসেছি, আর আমি (সুষ্ট) সতর্ককারী, অতএব আত্মরক্ষা করো। তখন তার কাওমের একদল তার কথা মেনে নিল এবং রাতের আঁধারের সুযোগে (স্থান ত্যাগ করে) চলে গেল। আর এক দল তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে ভোর পর্যন্ত স্ব-স্থানে

থেকে গেল। ফলে (শত্রু) বাহিনী প্রত্যুষে তাদের আক্রমণ করল এবং তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিল। অতএব, এ হলো তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমাদের আনুগত্য করল এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করল এবং ওদের দৃষ্টান্ত যারা আমার নাফরমানী করল এবং সত্য আমি নিয়ে এসেছি তাকে অস্বীকার করল। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اُنْظُرْ مَاذَا تَقُوْلُ قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِىْ فَاَعِدَّ لِفَقْرٍ تِجْفَافًا فَاِنَّ الْفَقْرَ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنَ السَّيْلِ مُنْتَهَاءُ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি বললেন ঃ তুমি কি বলেছ তা একবার ভেবে দেখো। সে বলল ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং কথাটি সে তিনবার উচ্চারণ করল। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ তুমি যদি বাস্তবিকই আমাকে ভালোবাস তবে দারিদ্রের কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হও। কেননা, যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, সে নিম্নভূমির দিকে পানি যত তীব্রগতিতে চলে তা অপেক্ষাও অনেক তীব্রগতিতে দারিদ্র্যের দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। (তিরমিযি)

## ৩. সাধারণ সতর্কবাণী

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ (١٩) -

যে ব্যক্তি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ এ কিতাবকে সত্য বলে জানে আর যে ব্যক্তি এ মহাসত্যের ব্যাপারে অন্ধ এরা দু'জনই সমান হয়ে যাবে, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই কবুল করে থাকে। (রা'আদ ঃ ১৯)

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ ج وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ ط اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ (٥٠) -

বলো ঃ আমি যদি গুমরাহ হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আমার গুমরাহীর খারাপ পরিণতি আমাকেই ভোগ করতে হবে। আর আমি যদি হেদায়েতের ওপর অটল হয়ে থাকি, তবে তা হবে সে ওহীর কারণে যা আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপাল আমার প্রতি নাযিল করেন। তিনি সবকিছুই শোনেন এবং তিনি খুব কাছেই আছেন। আহা, তুমি যদি তাদেরকে তখন দেখতে! (সূরা সাবা ঃ ৫০)

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٧) اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (٩) وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٠) اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ج فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ (١١) فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ م اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (٧٦)-

(৭) এদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযোগী হয়েছে; এজন্য তারা ঈমান আনে না। (৮) আমরা তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি, যাতে তাদের থুতনি পর্যন্ত জড়িয়ে গেছে। এজন্য তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। (৯) আমরা একটি প্রাচীর তাদের সামনে দাঁড় করে দিয়েছি আর একটি প্রাচীর তাদের পেছনে। আমরা তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১০) তুমি তাদেরকে ভয় দেখাও আর না-ই দেখাও, তাদের জন্য সমান; তারা মানবে না। (১১) তুমি তো সাবধান করতে পারো সে ব্যক্তিকে, যে উপদেশ মেনে চলে এবং অদেখা দয়াবান আল্লাহ্‌কে ভয় করে। তাকে মার্জনা ও সম্মানজনক প্রতিফলের সুসংবাদ দিয়ে দাও। (৭৬) কাজেই এ লোকেরা যেসব কথা বলে তা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখিত না করে। তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কথাই আমরা জানি। (সূরা ইয়াসীন)

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ( الفتح :١٣)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যেসব লোক ঈমানদার নয়, এমন কাফেরদের জন্য আমরা দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুণ্ডলি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা ফাতাহ ঃ ১৩)

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِیْٓ اُوْحِیَ اِلَيْكَ ج اِنَّكَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٤٣) وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ ق اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ (٤٥)- (الزخرف)

(৪৩) অবস্থা যাই হোক, তুমি ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো এ কিতাবকে শক্ত করে ধরে থাকো। তুমি নিঃসন্দেহে সঠিক পথের পথিক হয়ে আছ। (৪৫) তোমার পূর্বে আমরা যত রাসূল পাঠিয়েছি তাদের সকলকে জিজ্ঞেস করে দেখো, আমরা কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অপর কিছু মা'বুদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি এই বলে যে, তাদের বন্দেগী করতে হবে ? (সূরা যুখরুফ)

...... اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا (١١) - (الطلاق)

(১০) ..... যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি একটা উপদেশ নাযিল করেছেন; (১১) এমন একজন রাসূলকে, যে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট প্রকট হেদায়েতদানকারী আয়াতসমূহ শুনাচ্ছে, যেন ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার হতে বের করে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে নিয়ে আসে। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন জান্নাতসমূহে দাখিল করবেন যার নীচ থেকে ঝর্ণাধারাসমূহ সদা প্রবহমান থাকবে। এ লোকেরা সেখানে চিরকাল ও সদা সর্বদা বসবাস করবে। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা অতীব উত্তম রিযিক রেখে দিয়েছেন। (সূরা তালাক্ব)

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰی مَعَادٍ ط....... ( القصص :٨٥)

(হে নবী! নিশ্চিত জেনো), যিনি এ কুরআন তোমার ওপর ফরয করেছেন, তিনি তোমাকে এক পরম কল্যাণময় পরিণতিতে অবশ্যই পৌঁছাবেন ......। (সূরা কাসাস ঃ ৮৫)

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (١٠٨) فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ (١٠٩) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (١١١)- (الانبياء)

(১০৮) এদেরকে বলো ঃ 'আমার কাছে যে ওহী আসে, তা এই যে, কেবলমাত্র এক ইলাহ তোমাদের ইলাহ। এখন তোমরা আনুগত্যের মস্তক অবনত করবে কি ?' (১০৯) তারা যদি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তুমি বলে দাও ঃ "আমি তো প্রকাশ্যভাবে তোমাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি। এখন আমি জানিনা যে, তোমাদের কাছে যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে, তা খুব নিকটবর্তী কিংবা বহু দূরে। (১১১) আমি তো মনে করি, এ (বিলম্ব) সম্ভবত তোমাদের জন্য একটা ফেতনা স্বরূপ আর তোমাদেরকে একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত স্বাদ-আস্বাদনের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। (সূরা আম্বিয়া)

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۖ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (٤٣) وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ (٤٤) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٥) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٤٦) قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٤٧) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٤٨) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (٤٩)

(৪৩) এ লোকদেরকে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াত শোনানো হয়, তখন এরা বলে ঃ "এ ব্যক্তি তো শুধু তোমাদেরকে সেসব উপাস্যদের হতে বীতশ্রদ্ধ বানিয়ে দিতে চায় যাদের উপাসনা তোমাদের বাপ-দাদারা করে আসছে।" (এরা) আরো বলে ঃ "এ (কুরআন) নিছক একটি মনগড়া মিথ্যা রচনা।" এই কাফেরদের সামনে যখনই প্রকৃত সত্য এসেছে, তখনই তারা বলে দিয়েছে ঃ "এ তো সুস্পষ্ট জাদু।" (৪৪) অথচ আমরা ইতিপূর্বে এমন কোনো কিতাব দেইনি যা এরা পাঠ করতে থাকত আর না তোমার পূর্বে এদের প্রতি কোনো সাবধানকারী পাঠিয়েছিলাম। (৪৫) এদের আগে অতিক্রান্ত লোকেরাও অমান্য ও অবিশ্বাস করেছে। আমরা যা কিছু এদেরকে দিয়েছিলাম তার দশ ভাগের একভাগ পর্যন্তও এরা পৌঁছায়নি। কিন্তু তারা যখন আমার রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করল, তখন দেখো, আমার আযাব কত কঠোর ও কঠিন ছিল। (৪৬) হে নবী! এদেরকে বলো ঃ "আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথার নসীহত করছি। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমরা একা একা এবং দু' দু'জন মিলে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, তোমাদের এ সঙ্গীর মধ্যে পাগলামীর কোন জিনিসটি রয়েছে ?

সে তো তোমাদেরকে একটি কঠিন আযাব আসার আগেই সে সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক করে দিচ্ছে মাত্র।" (৪৭) এদেরকে বলো ঃ "আমি যদি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চেয়ে থাকি তবে তা তোমাদের জন্যই। আমার প্রতিদান আল্লাহ্‌র জিম্মায় রয়েছে আর তিনি প্রতিটি জিনিসেরই প্রত্যক্ষ সাক্ষী।" (৪৮) এদেরকে বলো ঃ "আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক (আমাকে) প্রকৃত সত্যের প্রেরণা দান করেন। তিনিই সব গোপন সত্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।" (৪৯) বলো ঃ "সত্য এসেছে এবং এখন বাতিলের জন্য কোনো চেষ্টাই সফল হতে পারেনা।" (সাবা)

عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْبَدَا لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْكَانَ مُوْسٰى حَيًّا وَّاَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَا تَّبَعَنِىْ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَا وَسِعَهٗ اِلَّا اِتِّبَاعِىْ -

হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন যে, নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ **সেই মহান সত্তার শপথ**, যার মুষ্ঠিতে মুহাম্মদের প্রাণ-জীবন রয়েছেন, মূসাও যদি তোমাদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করো আর আমাকে তোমরা পরিত্যাগ করো, তবে তোমরা নিশ্চতরূপে সঠিক সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বাস্তবিকই মূসা যদি এখন জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়্যতের সময় পেতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন। অপর একটি সূত্রে বলা হয়েছে তার পক্ষে আমার অনুসরণ ভিন্ন কোনো উপায় থাকত না। (দারেমী, মুসনাদে আহমদ)

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا مُحَمَّدٌ، وَ اَنَا اَحْمَدُ وَ اَنَا الْمَاحِى الَّذِىْ يُمْحٰى بِىَ الْكُفْرُ، وَ اَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يحْشُرُ النَّاسَ عَلٰى عَقَبِى، وَ اَنَا الْعَاقِبُ الَّذِىْ لَيْسَ بَعْدَهٗ نَبِىٌّ -

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমি মুহাম্মদ, আমি আহমাদ, আমি নির্মূলকারী, আমার দ্বারা কুফরকে নির্মূল করা হবে। আমি হাশরকারী, আমার পর লোকেরা হাশরে একত্রিত হবে (অর্থাৎ আমার পর এখন শুধু কিয়ামতই আসবে)। আর আমি চূড়ান্ত পরিণতি, এর পর কেউ নবী হতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারেবে না, যতক্ষণ না তার কাছে তার পিতা, সন্তানাদি ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা আমিই অধিকতর প্রিয় হব। (বুখারী, মুসলিম)

## ৪. হযরতের ব্যক্তিত্ব

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ (۴۴) وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ج وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا لا وَلٰكِنَّا كُنَّا

مُرْسِلِيْنَ (٤٥) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٤٦) وَلَوْلَآ أَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٤٧)- (القصص)

(৪৪) (হে মুহাম্মদ!) সে সময় তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা মূসাকে শরীয়তের এ ফরমান দান করছিলাম, না তুমি সাক্ষীদের মধ্যে শামিল ছিলে; (৪৫) বরং এরপর (তোমার সময়-কাল পর্যন্ত) আমরা বহুসংখ্যক বংশধারাকে উত্থিত করেছি এবং তাদের ওপরও বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তুমি মাদইয়ানবাসীকে আমাদের আয়াত শুনাবার জন্য তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেনা। কিন্তু (সে সময়কার এসব খবর) আজ আমরাই জানাচ্ছি। (৪৬) আর তুমি তূর পাহাড়ের পাদদেশেও তখন উপস্থিত ছিলে না, যখন আমরা (মূসাকে প্রথমবার) ডেকে এনেছিলাম; বরং এটি শুধু তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমত বিশেষ (যে, তোমাকে এসব তথ্য জানিয়ে দেয়া হচ্ছে), যেন তুমি সে লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক করে দাও, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনো সাবধানকারী লোক আসেনি; সম্ভবত তারা সতর্ক হয়ে যাবে। (৪৭) (আর এটা আমরা করছি এ জন্য যাতে) এমন যেন না হয় যে, তাদের নিজেদের কৃতকর্মের দরুন তাদের ওপর কোনো মুসীবত এসে পড়বে, আর তারা বলবে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি আমাদের প্রতি কোনো রাসূল পাঠালে না কেন ? তাহলে তো আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম।"

أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ -

এ লোকেরা কি বলে যে, এই ব্যক্তি নিজেই এটি রচনা করে নিয়েছে ? না, বরং এটি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে আগত প্রকৃত সত্য, যেন তুমি এমন একটি জাতিকে সতর্ক করতে পার, যার কাছে তোমার পূর্বে অপর কোনো সতর্ককারী আসেনি; সম্ভবত তারা হেদায়েত লাভ করতে পারবে। (সূরা সাজদা ঃ ৩)

..... وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا- (النساء:٨٠)

.........তা যাই হোক না কেন, আমরা তোমাকে এদের ওপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাইনি।

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ (١٠٤) وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (:١٠٥) .... وَمَآ جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ (١٠٧) (الانعام)

(১০৪) মনে রেখো, তোমাদের কাছে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছ থেকে অন্তর্দৃষ্টির আলো এসে পৌঁছেছে। এখন যে লোক নিজের দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে কাজ করবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যে অন্ধত্ব গ্রহণ করবে, সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তো তোমাদের ওপর পাহারাদার নই। (১০৫) এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহ বারে বারে নানাভাবে বর্ণনা করে

থাকি। করি এ জন্য যে, এরা বলে, তুমি কারো কাছ থেকে পড়ে এসেছ আর আমরা প্রকৃত সত্যকে জ্ঞানবান লোকদের সম্মুখে উদঘাটিত ও উদ্ভাসিত করে তুলি। (১০৭) .... তোমাকে আমরা এদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি আর তুমি তাদের জন্য দায়িত্বশীলও নও।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ...... (الاحزاب:٦)

নিশ্চয়ই নবী ঈমানদার লোকদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য ....। (সূরা আহযাব ঃ ৬)

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ–

(১৪৬) যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা (কিবলা রূপে নির্দিষ্ট) সে স্থানকে ঠিক তেমনিভাবে চিনতে পারে, যেমন চিনতে পারে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি দল জেনে বুঝে প্রকৃত সত্যকে গোপন করছে। (সূরা বাকারা ঃ ১৪৬)

قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ – (الاعراف:١٨٨)

(হে নবী!) তাদেরকে বলো ঃ আমার নিজের কোনো ফায়দা বা লোকসানের ইখতিয়ারই আমার নেই। আল্লাহ্‌ই যা চান, তাই হয়। অথচ গায়েব সম্পর্কে যদি আমার জ্ঞান থাকত, তাহলে আমি আমার নিজের জন্য অনেক কিছু ফায়দাই হাসিল করে নিতাম এবং কখনো আমার কোনোই ক্ষতি হতে পারত না। আমি তো তাদের জন্য নিছক একজন সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র, যারা আমার কথা মেনে নেবে। (সূরা আরাফ ঃ ১৮৮)

قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ......(السجدة:٦)

(হে নবী!) এ লোকদেরকে বলো, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ .....।

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا (١٨) وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا (١٩) قُلْ اِنَّمَاۤ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا (٢٠) قُلْ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا (٢١) قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا (٢٢) اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا (٢٣) حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا (٢٤) – (الجن)

(১৮) "আরো এই যে, মসজিদসমূহ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। কাজেই তাতে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকেও ডেকো না। (১৯) "আরো এই যে, আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ যখন তাকে ডাকবার জন্য দাঁড়াল, তখন লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হলো।" (২০) (হে নবী!) বলোঃ 'আমি তো শুধু আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কেই ডাকি এবং তার সাথে কাউকেও শরীক করি না'। (২১) বলো ঃ 'আমি তোমাদের জন্য না কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি, না কোনো কল্যাণ করার'। (২২) বলো ঃ আমাকে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে কেউ রক্ষা করতে

পারে না আর আমি তাঁর আশ্রয় ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থলও পেতে পারি না।" (২৩) আমার কাজ শুধু এই— এবং এ ছাড়া আর কিছুই নয়— যে, আমি আল্লাহ্র কথা ও তাঁর পয়গামসমূহ পৌঁছিয়ে দেব। 'এখন যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করবে, তার জন্য জাহান্নামের আগুন রয়েছে। আর এ ধরনের লোকেরা তাতে চিরকাল থাকবে। (২৪) (এ লোকেরা নিজেদের এই আচার-আচরণ হতে বিরত হবে না) যতক্ষণ না তারা সেই জিনিসটি দেখতে পাবে যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হচ্ছে। তখন তারা জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার লোকবল কম সংখ্যক। (সূরা জিন)

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (الاعراف : ١٥٧)

(অতএব আজ এ রহমত তাদেরই প্রাপ্য) যারা এই উম্মী নবী–রাসূলের পায়রবী অবলম্বন করবে; যার উল্লেখ তাদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইনজীলে দেখতে পাবে। সে তাদেরকে নেক কাজের আদেশ করে, বদ কাজ থেকে বিরত রাখে। তাদের জন্য পাক জিনিসসমূহ হালাল ও না-পাক জিনিসগুলোকে হারাম করে। আর তাদের ওপর থেকে সে বোঝা সরিয়ে দেয় যা তাদের ওপর চাপানো ছিল এবং সে বাধা ও বন্ধনসমূহ খুলে দেয়, যাতে তারা বন্দী হয়ে ছিল। অতএব যেসব লোক তার প্রতি ঈমান আনবে, তার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সে আলোর অনুসরণ করবে যা তার সঙ্গে নাযিল করা হয়েছে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে।
(সূরা আরাফ ঃ ১৫৭)

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (الجمعة : ٢)

তিনিই মহান সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে (এমন) একজন রাসূল স্বয়ং তাদেরই মধ্য হতে দাঁড় করিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পরিপাটি করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেয়। অথচ এর পূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। (সূরা জম'আ ঃ ২)

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ (العنكبوت : ٤٨)

(হে নবী!) তুমি এর পূর্বে কোনো কিতাব পড়তে না, নিজের হাত দিয়েও কিছু লিখতে না। যদি তাই হতো, তবে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারত। (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৮)

....... وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ....... (الشورى : ١٥)

..... আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন তোমাদের মাঝে ইনসাফ করি .....

........ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥) - (النساء)

(৫৯) ..... অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটাই উত্তম। (৬৫) না, হে মুহাম্মাদ! তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতি রূপে মেনে নেবে। অতঃপর তুমি যাই ফয়সালা করবে, সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না, বরং এর সম্মুখে নিজদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে। (সূরা নিসা

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (٤٩) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٥٠)- (المائدة)

(৪৯) সুতরাং (হে মুহাম্মদ!) তুমি আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী এই লোকদের যাবতীয় পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা করো এবং তাদের নফসানী খাহেশাতের অনুসরণ করো না। সাবধান থাকো, এরা যেন তোমাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করে আল্লাহ্‌র নাযিল করা হেদায়েত হতে এক বিন্দু পরিমাণ বিভ্রান্ত করতে না পারে। আর এরা যদি বিভ্রান্ত হয়, তবে জেনে রাখো যে, আল্লাহ তাদের কোনো কোনো গুনাহের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে কঠিন বিপদে নিমজ্জিত করার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। বস্তুত এদের অনেক লোকই ফাসিক। (৫০) (তারা যদি আল্লাহ্‌র আইন হতে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হয়) তবে কি তারা পুনরায় জাহিলিয়াতের বিচার কামনা করে? অথচ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাদের কাছে আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী কেহ নেই। (সূরা মায়েদা)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١٣) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا (٤١)- (النساء)

(১১৩) (হে নবী!) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যদি তোমার প্রতি না হতো এবং তাঁর রহমত যদি তোমার কল্যাণে নিয়োজিত না হতো, তবে তাদের মধ্য থেকে একটি দল তো তোমাকে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করার ফয়সালা করেই ফেলেছিল। যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেও ভুল ধারণায় ফেলছিল না এবং তারা তোমার কোনো ক্ষতিও করতে পারত না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন, যা তোমার জানা ছিল না। বস্তুত তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিরাট। (৪১)

তারপর চিন্তা করো যে, আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এ সমস্ত লোক সম্পর্কে তোমাকে (হে মুহাম্মদ) সাক্ষী হিসেবে পেশ করব, তখন তারা কি করবে ? (সূরা নিসা)

فَذَكِّرْ ﵴ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ (٢٢)- (الغاشية)

(২১) সে যাই হোক, (হে নবী!) তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কেননা তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। (২২) তুমি এদের ওপর বল প্রয়োগকারী তো নও।

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣١) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٣٢)- (آل عمرن)

(৩১) (হে নবী!) লোকদের বলে দাও, "তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াবান।" (৩২) তাদের বলো, "আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কবুল করো"। অতঃপর তারা যদি তোমাদের দাওয়াত কবুল না করে, তবে সে সব লোকদেরকে— যারা তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে— আল্লাহ কিছুতেই ভালোবাসতে পারেন না। (সূরা আলে-ইমরান)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ...... (٥٩) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (٦٤) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (٦٩) مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ......... (٨٠) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۖ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (٨١)- (النساء)

(৫৯) হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো রাসূলের এবং সে সব লোকেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। .....(৬৪) (তাদেরকে বলোঃ) আমরা যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাকে এ জন্যই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তার আনুগত্য করা হবে। তারা যদি এই পন্থা অবলম্বন করত যে, যখনি তারা নিজেদের ওপর জুলুম করে বসত তখনি তোমার কাছে আসত ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত, তবে তারা আল্লাহকে নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও অশেষ অনুগ্রহকারীরূপে পেতো (৬৯) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে সেসব লোকের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন; তারা হচ্ছে আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ। যারা এদের সঙ্গী-সাথী হবে, তাদের পক্ষে এরা কতই না উত্তম সাথী! (৮০) যে ব্যক্তি রাসূলকে মেনে চলে, সে মূলত আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল; .... (৮১) তারা মুখে মুখে বলে, আমরা অনুগত; ফরমাবরদার; কিন্তু তোমার কাছ থেকে যখন বের হয়ে যায়,

তখন তাদের মধ্যে একটি দল রাতেরবেলা একত্রিত হয়ে তোমার সমস্ত কথার বিরুদ্ধে সলাপরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের এই সমস্ত কান-কথা লিখে রাখছেন, তুমি তাদের একটুও পরোয়া করো না এবং আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ ভরসা রাখো; বস্তুত ভরসার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٣٢) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ......... (١٥٢)- (آل عمران)

(১৩২) এবং আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চলো। আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। (১৫২) আল্লাহ তা'আলা (সাহায্য ও মদদের) যে ওয়াদা তোমাদের কাছে করেছিলেন, তা তো তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রথমে তাঁরই হুকুমে তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। কিন্তু তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পরস্পর মত-পার্থক্য করলে এবং যখনি আল্লাহ তোমাদেরকে সে জিনিস দেখালেন, যার ভালোবাসায় তোমরা আবদ্ধ ছিলে (অর্থাৎ গনীমতের মাল), তোমরা তোমাদের নেতার আদেশের বিরুদ্ধতা করে বসলে ..।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (٢٠) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ..... (٤٦) - (الانفال)

(২০) হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং আদেশ শোনার পর তা অমান্য করো না। (৪৬) এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করো না। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে ......। (সূরা আনফাল)

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ۚ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ......(٦٣)- (التوبة)

(৬২) এরা তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে, যেন তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। অথচ তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এই জন্য বেশি অধিকারী যে, তারা তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা-ভাবনা করবে। (৬৩) তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে মুকাবিলা করে, তার জন্য দোজখের আগুন রয়েছে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে ....? (সূরা তওবা)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٥٢) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ۖ طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٥٣) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٥٤) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا

الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط ........(٥٥) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٥٦) ........ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٦٣)-(النور)

(৫১) ঈমানদার লোকদের কাজ তো এই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ডাকা হয়— যেন রাসূল তাদের মামলা-মুকদ্দমার ফয়সালা করে দেয়— তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। বস্তুত এরূপ লোকেরাই কল্যাণ লাভ করে। (৫২) আর সফল হবে সে সকল লোক যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থাকে। (৫৩) এ মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র নামে কড়া কড়া শপথ করে বলে, "আপনি হুকুম দিলে আমরা ঘর-বাড়ি হতে বের হয়ে আসব।" তাদেরকে বলো ঃ "শপথ করো না, তোমাদের আনুগত্যের অবস্থা খুব ভালোভাবেই জানা আছে। তোমাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর নন।" (৫৪) বলোঃ "আল্লাহ্‌র অনুগত হও এবং রাসূলের অনুসরণকারী হয়ে থাকো। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাকো, তাহলে খুব ভালোভাবেই জেনে লও, রাসূলের ওপর যে কর্তব্য পালনের দায়িত্ব চাপানো হয়েছে সেজন্য রাসূলই দায়ী; আর তোমাদের ওপর যে ফরযের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সেজন্য তোমরাই দায়ী। তার আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই হেদায়েত পাবে। অন্যথায় পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌র বিধান পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া রাসূলের আর কোনো দায়িত্ব নেই।" (৫৫) তোমাদের মধ্য থেকে যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে দুনিয়ায় খিলাফত দান করবেন যেমনভাবে তাদের পূর্বেকার লোকদেরকে বানিয়েছিলেন— তাদের জন্য তাদের এ দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করে দেবেন, যে দ্বীনকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দেবেন; ..... (৫৬) নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে। (৬৩) ....... রাসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত, তারা যেন কোনো ফেতনায় জড়িয়ে না পড়ে, কিংবা তাদের ওপর মর্মন্তুদ আযাব না আসে। (সূরা নূর)

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢١٥) فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ (٢١٦)-

(২১৫) এবং ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো। (২১৬) কিন্তু তারা যদি তোমার নাফরমানী করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও যে, তোমরা যা কিছু করছ, আমি এর জন্য দায়ী নই। (সূরা শু'আরা)

......وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ........(٣٣) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا (٣٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ۖ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا (٦٩) ..... وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا (٧٢) - (الاحزاب)

(৩৩).... এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো ....... (৩৬) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন স্ত্রীলোক সে ব্যাপারে নিজে কোনো ফয়সালা করার ইখতিয়ার রাখেনা। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত হলো। (৬৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা সে লোকদের মতো হয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। অতপর আল্লাহ্ তাদের বানানো কথাবার্তা হতে তাকে দায়মুক্ত করলেন এবং সে ছিল আল্লাহ্র নিকট সম্মানার্হ। (৭১) ...... যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে বড় সাফল্য অর্জন করে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ - (محمد : ٣٣)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং রাসূলের অনুসরণ করো আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩৩)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ....... (١٠) ........ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٧)- (الفتح)

(১০) হে নবী! যেসব লোক তোমার কাছে বায়'আত করছিল তারা আসলে আল্লাহ্র কাছে বায়'আত করছিল........ (১৭) ....... যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে সে সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে সবের নিম্নদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবহমান থাকবে। আর যে লোক মুখ ফিরিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে অত্যন্ত মর্মান্তিক আযাব দেবেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ ..... (الحديد :٢٨)

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তাঁর রাসূল [হযরত মুহাম্মদ (স)]-এর প্রতি ঈমান আনো...... (সূরা হাদীদ ঃ ২৮)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ .....(٥) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ .... (٩) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ (٢٠) كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ (٢١)-

(৫) যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধতা করে, তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে, যেমন ভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে...... (৯) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন কথা বলো, তখন পাপাচার বাড়াবাড়ি ও রাসূলের না-ফরমানীর কথা-বর্তা বলো না। .......... (২০) নিঃসন্দেহে লাঞ্ছিততম লোক হলো তারা যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিরোধিতা

করে। (২১) আল্লাহ তা'আলা লিখে দিয়েছেন যে, আমি এবং আমার রাসূলই নিশ্চিতরূপে বিজয়ী থাকব। বস্তুত আল্লাহ মহাশক্তিমান পরাক্রমশালী ও সর্বজয়ী। (সূরা মুজাদিলাত)

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - (الحشر : ٧)

যা কিছুই আল্লাহ এ জনপদের লোকদের থেকে তার রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিলেন তা আল্লাহ, রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য —যেন তা তোমাদের ধনিদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো আর যে জিনিস হতে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা থেকে তোমরা বিরত হয়ে যাও। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা হাশর ঃ ৭)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاۤءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (الممتحنة : ١٢)

হে নবী! তোমার কাছে মুমিন স্ত্রীলোকেরা যদি এ কথার ওপর 'বায়'আত' করার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, জ্বিনা-ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, আপন গর্ভজাত জারজ সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না, এবং কোনো ভালো কাজের ব্যাপারে তোমার অবাধ্যতা করবে না তবে তুমি তাদের 'বায়'আত' গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাতের দো'আ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ - (التغابن : ١٢)

আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, রাসূলের অনুসরণ করো। কিন্তু তোমরা যদি এ আনুগত্য ও অনুসরণ হতে মুখ ফিরিয়ে লও, তাহলে সুস্পষ্ট সত্য পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আমাদের রাসূলের ওপর অন্য কোনো দায়িত্ব নেই। (সূরা তাগাবুন ঃ ১২)

لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

লক্ষ্য করো, তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছে, যে তোমাদের মধ্যকারই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তার পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণেরই সে কামনাকারী। ঈমানদার লোকদের জন্য সে সহানুভূতিশীল ও করুণাসিক্ত। (সূরা তওবা ঃ১২৮)

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰۤى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا - (الكهف : ٦)

(তবে হে মুহাম্মদ!) যদি এরা এ বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনে তাহলে তুমি হয়ত তাদের জন্য দুঃখের আঘাতে নিজের জীবনটাকেই খোয়ায়ে ফেলবে। (সূরা কাহাফ ঃ ৬)

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ....... (الاحقاف :٣٥)

(অতএব হে নবী!) ধৈর্য ধারণ করো, যেভাবে দৃঢ়চেতা ও উচ্চ সংকল্পসম্পন্ন রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছেন ........। (সূরা আহক্বাফ ঃ ৩৫)

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ (٣١) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ...... (الطور :٤٨)

(৩১) এদেরকে বলো ঃ ঠিক আছে অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি। (৪৮) (হে নবী!) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের চূড়ান্ত ফয়সালা আসা পর্যন্ত তুমি ধৈর্য ধারণ করো ......। (সূরা তূর)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ....... (الكهف :٢٨)

আর তোমার অন্তরকে সে লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখো, যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানি— সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর তাদের দিক থেকে কক্ষনোই অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাবে না। তুমি কি দুনিয়ার চাকচিক্য ও জাঁকজমক পছন্দ করো ? .....

وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ (٦) لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٧) مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ (٨) - (الحجر)

(৬) এই লোকেরা বলে ঃ "হে সেই ব্যক্তি! যার প্রতি যিকির কুরআন নাযিল হয়েছে, তুমি নিঃসন্দেহে পাগল—(৭) তুমি যদি সত্য হতে, তাহলে আমাদের সম্মুখে ফেরেশতাদেরকে কেন নিয়ে আস না ?" (৮) (এর জবাব এই যে) আমরা ফেরেশতাদেরকে শুধু শুধু নাযিল করিনা: তারা যখন অবতীর্ণ হয়, তখন মহাসত্য সহকারে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর লোকদেরকে আর কোনো সুযোগ-অবকাশ দেয়া হয় না। (সূরা হিজর)

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖۤ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰۤى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (٤٧) اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا (٤٨)- (بنى اسرائيل)

(৪৭) আমাদের জানা আছে, তারা যখন কান লাগিয়ে তোমার কথা শোনে, তখন তারা আসলে কি শোনে আর যখন বসে পারস্পরিক গোপন কথা বলাবলি করে তখনই-বা কি বলে। এ জালিম লোকেরা পরস্পরে বলে যে, এ তো এক জাদু-গ্রস্ত ব্যক্তি যার পিছনে তোমরা চলছ। (৪৮) লক্ষ্য করো, এরা কি সব কথাবার্তা তোমার সম্পর্কে প্রকাশ করছে! এরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে; এরা পথ খুঁজে পায় না। (সূরা বনী -ইসরাঈল)

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ؕ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (٣٦) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٤١) قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ؕ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ (٤٢) اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ

تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا ط لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ (٤٣) قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ (٤٥) وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (٤٦) - (الانبيا)

(৩৬) এ সত্য অমান্যকারীরা যখন তোমাকে দেখতে পায়, তখন তোমার প্রতি বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করে। বলে, এ কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের উপাস্যদের উল্লেখ করে থাকে ? আর তাদের নিজেদের অবস্থা এই যে, তারা রহমানের যিকিরের অস্বীকারকারী। (৪১) ঠাট্টা-বিদ্রূপ তো তোমাদের পূর্বের নবী-রাসূলগণকেও করা হয়েছে। কিন্তু এই ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী লোকেরা সে জিনিসের ফেরে পড়তে বাধ্য হবে, যা নিয়ে এরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল। (৪২) (হে মুহাম্মদ!) এদেরকে বলো ঃ কে আছে এমন যে রাত ও দিনে তোমাদেরকে রহমান থেকে রক্ষা করতে পারে ? কিন্তু এরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নসীহত হতে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। (৪৩) তাদের কি এমন কোনো 'ইলাহ' আছে যারা আমাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে ? তারা তো না নিজদেরকে সাহায্য করতে পারে, না আমাদের কোনো সাহায্য-সহযোগিতা তারা লাভ করবে। (৪৫) এদেরকে বলে দাও ঃ "আমি তো ওহীর ভিত্তিতে তোমাদেরকে সাবধান করছি,"—কিন্তু বধির লোকেরা কোনো ডাক শুনতে পায় না, যখন তাদেরকে সাবধান করা হয়। (৪৬) আর যদি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আযাব তাদেরকে সামান্য পরিমাণ স্পর্শ করে যায়, তাহলে তারা তক্ষুনি চীৎকার করে উঠবে ঃ "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ছিলাম।" (সূরা আম্বিয়া)

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ط اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا (٤١) اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ط وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا (٤٢) اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ ط اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا (٤٣) اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ط اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا (٤٤) - (الفرقان)

(৪১) এ লোকেরা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশা ছাড়া আর কিছুই করে না। (তারা বলেঃ) "এ ব্যক্তিকেই কি আল্লাহ তাঁর রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন ? (৪২) এ লোকটি তো আমাদেরকে 'গুমরাহ' করে আমাদের উপাস্য দেবতা ও উপাস্যদের থেকে বিপরীতমুখীই বানিয়ে দিত যদি আমরা তাদের প্রতি ভক্তিতে অটল সুদৃঢ় হয়ে না থাকতাম।" ঠিক আছে, সে সময় তো দূরে নয় যখন আযাব দেখে তারা নিজেরাই জেনে নেবে যে, কারা গুমরাহীতে পড়ে দূরে সরে গিয়েছিল। (৪৩) তুমি কি কখনো সে লোকের অবস্থা চিন্তা করেছ যে নিজের মনের বাসনা-লালসাকে আপন (ইলাহ্) প্রভু বানিয়ে নিয়েছে ? এরূপ ব্যক্তিকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তুমি নিতে পারো কি ? (৪৪) তুমি কি মনে করো, এদের অধিকাংশ লোকই শুনতে পায় ও বুঝতে পারে ? আসলে এরা তো জন্তু-জানোয়ারের মতো; বরং এর চেয়ে অধিকতর পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরক্বান)

إِنَّهُمْ كَانُوْٓا إِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ (٣٥) وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ (٣٦) بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ (٣٧) إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيْمِ (٣٨) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٣٩) - (الصّٰفّٰت)

(৩৫) এ লোকেরা এমন ছিল যে, এদেরকে যখন বলা হতো ঃ "আল্লাহ ছাড়া বরহক মা'বুদ কেহ নেই", তখন এরা অহংকারে ফেটে পড়ত (৩৬) এবং বলত ঃ "আমরা কি এক বিকৃত মস্তিষ্ক কবির কথায় নিজেদের মা'বুদদেরকে ত্যাগ করব ?" (৩৭) অথচ সে তো সত্য নিয়ে এসেছিল এবং সে রাসূলগণের সত্যতা ঘোষণা করেছিল। (৩৮) (এখন তাদেরকে বলা হবে যে,) "তোমরা অবশ্যই কঠিন পীড়াদায়ক আযাব আস্বাদন করবে। (৩৯) তোমাদেরকে যাকিছুই প্রতিফল দেয়া হবে, তা তোমাদের নিজেদের করা কাজেরই প্রতিফল।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ (١) مَآ أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ (٢) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (٤) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ (٥) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ (٦) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ص وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (٧) - (القلم)

(১) নূন, কলমের শপথ এবং লেখকগণ যা লেখে তার শপথ। (২) তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাগল নও; (৩) আর নিশ্চয়ই তোমার জন্য এমন শুভফল রয়েছে যার ধারাবাহিকতা কখনোই নিঃশেষ হওয়ার নয়। নিসন্দেহে তুমি নৈতিকতার অতি উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত। (৫) খুব শীঘ্রই তুমিও দেখতে পাবে আর তারাও দেখবে, (৬) তোমাদের মধ্যে আসলে কে পাগলামীতে লিপ্ত। (৭) যেসব লোক সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে খুব ভালো করেই জানেন আর যে সব লোক সঠিক-নির্ভুল পথে রয়েছে তাদেরকেও তিনি খুব ভালো করে চেনেন। (সূরা ক্বালাম)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ج فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ (٥٨) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ لا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ لا إِنَّآ إِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ (٥٩) وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ أُذُنٌ ط قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ط وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (٦١) -

(৫৮) (হে নবী!) এদের কোনো কোনো লোক সদকা বন্টনের ব্যাপারে তোমার কাছে নানা আপত্তি জানায়। এই মাল-সম্পদ হতে তাদেরকে কিছু দেয়া হলে তারা খুবই খুশী হয়ে যায় আর দেয়া না হলে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। (৫৯) কতই না ভালো হতো, যদি আল্লাহ ও রাসূল তাদেরকে যাকিছু দিয়েছিলেন তা পেয়েই তারা খুশী থাকত এবং বলত ঃ "আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে আরো অনেক কিছুই দেবেন এবং তাঁর রাসূলও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আমরা আল্লাহ্র দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছি।" (৬১) এদের মধ্যে কিছু লোক আছে— যারা নিজেদের কথাবার্তা দ্বারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে

যে, এ ব্যক্তি বড় কান-কথা শোনে। বলো ঃ তিনি তো তোমাদেরই ভালোর জন্য এরূপ করেন। আল্লাহ্র প্রতি তিনি ঈমান রাখেন এবং ঈমানদার লোকদের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তিনি তাদের জন্য রহমতের পূর্ণ প্রতীক— যারা তোমাদের মধ্যে ঈমানদার; বস্তুত যারা আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য অতি পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (সূরা তওবা)

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (٤٢) وَقَوْمُ إِبْرٰهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (٤٣) (الحج)

(৪২-৪৩) (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করে থাকে, তবে (এতে দুঃখ করার কিছু নেই) তাদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আদ, সামূদ এবং ইবরাহীমের জাতি, লূতের জনগণ। (সূরা হজ্জ)

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا - (الفرقان: ٧٧)

(হে মুহাম্মদ!) লোকদেরকে বলো ঃ "আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর তোমাদের কি প্রয়োজন, তোমরা যদি তাকে না-ই ডাকো। এখন তো তোমরা তাকে অস্বীকার করছ। অতি শীঘ্রই এমন শাস্তি পাবে যে, এর কবল হতে প্রাণ বাঁচানই অসম্ভব হয়ে পড়বে। (সূরা ফুরক্বান ঃ ৭৭)

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا -

যেসব লোক আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৭)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ز وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ لا وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُولُ ط حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ج يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ - (المجادلة: ٨)

তুমি কি সেই লোকদের দেখনি যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা সেই তৎপরতাই চালিয়ে যাচ্ছে, যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। এ লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে পরস্পরে পাপাচার, বাড়াবাড়ি ও রাসূলের না-ফরমানীর কথাবার্তা বলছে। আর যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা তোমাকে এমন পদ্ধতিতে সালাম করে, যেভাবে আল্লাহ তোমাকে সালাম করেননি। তারা নিজেদের মনে মনে বলে, আমাদের এসব কথাবার্তার দরুন আল্লাহ আমাদেরকে আযাব দেন না কেন ? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা এরই ইন্ধন হবে। তা হবে তাদের অতীব দুঃখময় পরিণতি। (সূরা মুজাদেলাত ঃ ৮)

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (٩٤) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِينَ (٩٥)- (يونس)

(৯৪) এখন যদি তোমার প্রতি নাযিল করা হেদায়েত সম্পর্কে তোমার মনে কোনো সন্দেহ জেগে থাকে, তাহলে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, যারা পূর্ব হতে কিতাব পাঠ করেছে। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রকৃত সত্যই তোমার কাছে এসেছে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে। অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (৯৫) আর তাদের মধ্যে তুমি শামিল হয়ো না, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা ইউনুস)

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (٧٣)
وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٥) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٦) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (٧٧)

(৭৩) হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি যে ওহী পাঠিয়েছি, এই লোকেরা তোমাকে ফেতনায় নিক্ষেপ করে সে ওহী হতে তোমাকে ফিরিয়ে রাখার জন্য চেষ্টার কোনোরূপ ক্রটি রাখেনি, যেন তুমি আমাদের নামে নিজেদের পক্ষ হতে কোনো কথা রচনা করে লও। তুমি যদি এরূপ করতে, তাহলে তারা তোমাকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিত। (৭৪) আর আমরা যদি তোমাকে মজবুত না রাখতাম, তাহলে তাদের প্রতি তোমার কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়া অসম্ভব ছিল না। (৭৫) কিন্তু তুমি যদি এরূপ করতে তাহলে আমরা দুনিয়ায়ও তোমাকে দ্বিগুণ আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতাম আর পরকালেও দ্বিগুণ আযাব দিতাম। অতঃপর আমাদের মুকাবিলায় তুমি কোনো সাহায্যকারী পেতে না। (৭৬) আর এই লোকেরা তোমাকে এই জমিন হতে উপড়িয়ে ফেলত এবং তোমাকে এখান হতে বহিষ্কার করতে চায়। কিন্তু তারা যদি এরূপ করে, তাহলে তোমার পরে এরা নিজেরাই এখানে খুব বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না। (৭৭) এটি আমার স্থায়ী কর্মনীতি। তোমার পূর্বে আমি যেসব নবী-রাসূল পাঠিয়েছি, তাদের সকলের ব্যাপারেই আমরা এই কর্মনীতি প্রয়োগ করেছি। আর আমাদের কর্মনীতিতে তুমি কোনোরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল)

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ - (القلم:٥١)

এ কাফের লোকেরা যখন উপদেশ বাণী (কুরআন) শ্রবণ করে. তখন তারা তোমাকে এমন দৃষ্টিতে দেখে, যেন মনে হয়, তারা তোমার মূলোৎপাটন করে ছাড়বে। আর বলে যে, লোকটি নিশ্চয়ই পাগল! (সূরা ক্বালাম)

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ ۖ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٥) - (اللهب)

(১) চূর্ণ হলো আবূ লাহাবের হাত এবং সে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেল। (২) তার ধন-সম্পদ আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজেই আসল না। (৩-৪) সে অবশ্যই লেলিহান শিখাময় আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে আর (তার সঙ্গে) তার স্ত্রীও। কুটনী বুড়ি; (৫) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে। (সূরা লাহাব)

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ، أُعْطِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمَ، وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضَ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَّخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ -

রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ ছয়টি দিক দিয়ে আমাকে নবীগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। (১) আমাকে অল্প, সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক কথার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে, (২) আমাকে প্রতিপক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার করে সাহায্য করা হয়েছে, (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, (৪) আমার জন্য জমিনকে মসজিদ বানানো হয়েছে এবং পবিত্রতা লাভের মাধ্যম বা উপায় করে দেয়া হয়েছে। [অর্থাৎ আমার শরীয়তে কেবল নির্দিষ্ট ইবাদতগাহেই নামায জায়েয নয় বরং পৃথিবীর বুকে সর্বত্র নামায আদায় করা জায়েয করে দেয়া হয়েছে। আর পানি পাওয়া না গেলে আমার শরীয়তে তায়াম্মুম করে অজুর প্রয়োজন পূরন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, (গোসলের প্রয়োজনে) ], (৫) আমাকে গোটা দুনিয়া ও সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসূল বানানো হয়েছে এবং (৬) আমার দ্বারা নবীগণের ধারাকে পূর্ণ ও সমাপ্ত করা হয়েছে। (মুসলিম, তিরমিজী ও ইবনে মাজাহ)

وَحَدَّثَنِىْ الْحَكَمُ بْنُ مُوْسَى اَبُوْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِقْلُ يَعْنِىْ ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْاَوْزَعِىِّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ فَرُّوْخَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ .

হাকাম ইবনে মূসা আবূ সালিহ (রা) বলেন, আমাকে হিকল অর্থাৎ ইবনে যিয়াদ তিনি আওযায়ী থেকে তিনি আবু আম্মার থেকে তিনি আবদুল্লাহ বিন ফাররায থেকে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি কেয়ামতের দিনে আদম সন্তানদের নেতা হব এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমিই প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ গৃহিত ব্যক্তি। (মুসলিম)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدً رَسُوْلُ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ النَّارَ -

হযরত উবাদাহ বিন সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এরূপ বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এ ঘোষণা দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল, তার জন্য আল্লাহ দোযখের আগুন হারাম করে দেবেন। (মুসলিম)

## ৫. তাঁর কতিপয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج .... (٤٠)...... وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٦١) - (التوبة)

(৪০) তোমরা যদি নবীকে সাহায্য না করো, তাহলে সে জন্য কোনোই পারোয়া নেই। আল্লাহ সে সময়ও তার সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল; যখন সে মাত্র দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিল। যখন তারা দু'জন গুহায় অবস্থান করছিল, যখন সে তার সংগীকে বলছিল ঃ "চিন্তা-ভাবনা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন" .....।(৬১) .... বস্তুত যারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য অতি পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (সূরা তওবা)

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا (٦٠) مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا (٦١) سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (٦٢) - (الاحزاب)

(৬০) মুনাফিক লোকেরা এবং যাদের মনে ব্যাধি রয়েছে তারা আর যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে, তারা যদি নিজেদের এ তৎপরতা থেকে বিরত না থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা তোমাকে দায়িত্বশীল করে তুলব। অতপর এ শহরে তোমার সাথে তাদের বসবাস কঠিনই হয়ে পড়বে; (৬১) তাদের ওপর চারদিক হতে লানত বর্ষিত হবে। যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে ও নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। (৬২) এটি আল্লাহ্‌র স্থায়ী রীতি; এ ধরনের লোকদের সাথে পূর্ব থেকেই এ ব্যবহার চলে এসেছে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র সুন্নাতে কোনোরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ - (الحج : ١٥)

যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে কোনো সাহায্য করবেন না, তার একটি রশির সাহায্যে আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে তাতে ফাটল ধরিয়ে দেয়া উচিত। অতপর দেখা উচিত তার কৌশল তার কোনো বিরক্তিকর ও অপছন্দনীয় জিনিস প্রতিরোধ করতে পারে কি না! (সূরা হজ্জ ঃ ১৫)

........وَاَزْوَاجُهٗٓ اُمَّهٰتُهُمْ........(٦) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا (٢٨) وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا (٢٩) يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا (٣٠) وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا (٣١) يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا (٣٣) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ

اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا (۳۴) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْۤ
اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّاۤ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ
خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۡ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۗ
خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْۤ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا
يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (۵٠) تُرْجِيْ مَنْ تَشَاۤءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْۤ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاۤءُ ۚ وَمَنِ
ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَاۤ اٰتَيْتَهُنَّ
كُلُّهُنَّ ..... (۵۱) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاۤءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَاۤ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ
اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا (۵۲)....... وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ
مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ۚ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا
اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا (۵۳) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ
وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ...... (۵۹)

(৬) .... আর নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মা ..... । (২৮) হে নবী! তোমার স্ত্রীদেরকে বলো ঃ তোমরা যদি দুনিয়া ও এর চাকচিক্যই পেতে চাও তবে এস, আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দেই। (২৯) আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও পরকালের ঘর পেতে চাও, তবে জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে যারা নেককার, তাদের জন্য আল্লাহ্ বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (৩০) হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজ করবে, তাকে দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে। আল্লাহ্র পক্ষে এ কাজ খুবই সহজ। (৩১) আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক আমল করবে, তাকে আমরা দ্বিগুণ সুফল দান করব এবং আমরা তার জন্য সম্মানজনক রিযিক নির্দিষ্ট করে রেখেছি। (৩২) হে নবীর পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকদের মতো নও। তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় করে থাকো, তবে বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না যাতে দুষ্ট মনের কোনো ব্যক্তি লালসা পোষণ করতে পারে; বরং সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে কথা বলো। (৩৩) নিজেদের গৃহে অবস্থান করো এবং পূর্বতন জাহিলী যুগের মতো সাজসজ্জা দেখিয়ে বেড়িও না। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আল্লাহ তো চান যে, তোমাদের নবীর (পরিবার ঘরের লোকদের) থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করে দেবেন। (৩৪) আল্লাহ্র আয়াত ও হেকমতপূর্ণ যেসব কথা তোমাদের ঘরে শোনানো হয়ে থাকে সেগুলো স্মরণ রেখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সবচেয়ে বেশি অবহিত। (৫০) হে নবী! আমরা তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি তোমার সে স্ত্রীদেরকে, যাদের মহরানা তুমি আদায় করে দিয়েছ, সে মহিলাদেরকেও (হালাল করেছি), যারা আল্লাহ্র দেয়া দাসীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাভুক্ত হবে, তোমার সে চাচাতো, ফুফাতো ও মামাতো ভগ্নিদেরকেও (হালাল করেছি),

যারা তোমার সাথে হিজরত করে এসেছে এবং সে মুমিন নারীও (হালাল) যে নিজে নিজেকে নবীর জন্য হেবা করেছে, যদি নবী তাকে বিবাহ্ করতে চায়। এ সুবিধা দান খালেসভাবে তোমারই জন্য, অন্য ঈমানদার লোকদের জন্য নয়। আমরা জানি, সাধারণ মুমিন লোকদের জন্য তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে কি সব বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছি। (তোমাকে এ বিধি-নিষেধ থেকে আমরা এজন্য উর্ধ্বে রেখেছি) যেন তোমার পক্ষে কোনো সংকীর্ণতার অসুবিধা না থাকে আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৫১) তোমাকে এই ইখতিয়ার দেয়া যাচ্ছে যে, তোমার স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখো, যাকে চাও নিজের সঙ্গে রাখো আর যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখার পর নিজের কাছে এনে রাখো। এ ব্যাপারে তোমার কোনোই দোষ নেই। এভাবে অধিকতর আশা করা যায় যে, তাদের চোখ শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত হবে না। আর যা কিছু তুমি তাদেরকে দেবে, তাতেই তারা সকলে সন্তুষ্ট থাকবে....। (৫২) এদের পরে তোমার জন্য অপর মহিলারা হালাল নয়, আর এদের স্থানে অপর স্ত্রী গ্রহণ করারও অনুমতি নেই— তাদের রূপ-সৌন্দর্য তোমার যতই মনোপুত হোক না কেন। অবশ্য দাসীদের ব্যবহার করার অনুমতি তোমার জন্য রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। (৫৩)....... নবীর স্ত্রীদের কাছ থেকে যদি তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হয় তবে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে পাঠাও। তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এ-ই উত্তম পন্থা। তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়া কিছুতেই জায়েয হতে পারেনা, আর না তার অবর্তমানে তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের পক্ষে জায়েয হতে পারে। বস্তুত এটি আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতি বড় গুনাহ। (৫৯) হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিন নারীগণকে বলে দাও, তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটি অধিকতর উত্তম রীতি-পদ্ধতি, যেন তাদেরকে চিনে নেয়া যায় ও তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়াবান ....। (সূরা আহযাব)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (٢) وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا ۗ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ (٣) اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ (٤) عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا (٥)

(১) হে নবী! তুমি কেন সে জিনিস হারাম করো যা আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য হালাল করেছেন ? (তা কি এ জন্য যে,) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চাও ? আল্লাহ অতীব মার্জনাকারী ও বিশেষ অনুগ্রহশীল। (২) আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার পন্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মনিব-মালিক আর তিনিই মহাজ্ঞানী ও নিপুন কর্ম সম্পাদনকারী। (৩) (এ ব্যাপারটিও বিবেচ্য যে) নবী তার এক স্ত্রীকে অতি গোপনে একটি কথা বলেছিল। অতপর সে স্ত্রী যখন (অন্য কারো কাছে) সেই গোপন কথা প্রকাশ করেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা নবীকে এ (গোপন কথা

প্রকাশ করে দেয়ার) বিষয়টি জানিয়ে দিলেন, তখন নবী (তাঁর স্ত্রীকে) এ বিষয়ে কতকটা সতর্ক করেছিল আর কতকটা বাদ দিয়েছিল। অতপর নবী যখন তাকে (গোপন কথা প্রকাশ করার) এ ব্যাপারটি বললেন, তখন সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে এ খবর কে জানিয়ে দিল ? নবী বললেন, 'আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি যিনি সবকিছুই জানেন এবং সর্ব বিষয়ে অবহিত'। (৪) তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো (তবে এটি তোমাদের পক্ষে উত্তম); কেননা তোমাদের হৃদয় সঠিক ও নির্ভুল পথ থেকে সরে গেছে। আর যদি নবীর মুকাবিলায় তোমরা সংঘবদ্ধ হও তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ তার মনিব— মালিক। এতদ্ব্যতীত জিবরাঈল এবং সমস্ত নেক্‌কার ঈমানদারগণ ও সব ফেরেশতা তার সঙ্গী-সাথী ও সাহায্যকারী। (৫) নবী যদি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তাকে তোমাদের পরিবর্তে এমন সব স্ত্রী দিয়ে দেবেন যারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। যারা সত্যিকার মুসলমান, আনুগত্যশীল, তওবাকারী, ইবাদতকারী, রোযা পালনকারী, কুমারী কিংবা অকুমারী। (সূরা তাহরীম)

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا
اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١١) لَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ إِفْكٌ مُّبِيْنٌ (١٢) لَوْلَا جَاءُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ
يَأْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ (١٣) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِي الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ أَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٤) إِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا
لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ (١٥) وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ أَنْ
نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ (١٦) - (النور)

(১১) যেসব লোক এ মিথ্যা অভিযোগ রচনা করে নিয়েছে তারা তোমাদের মধ্যকারই কতিপয় ব্যক্তি। এ ঘটনাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণময়ই হবে। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে যতটা অংশগ্রহণ করেছে, সে ততটাই গুনাহ কামাই করেছে। আর যে ব্যক্তি এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে তার জন্য তো অতি বড় আযাব রয়েছে। (১২) তোমরা যখন এ কথা শুনতে পেয়েছিলে, তখনই মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করল না কেন ? আর কেনই বা বলে দিল না যে, এটি সুস্পষ্টরূপে মিথ্যা অভিযোগ ? (১৩) সে লোকেরা (নিজেদের অভিযোগ প্রমাণে) চারজন সাক্ষী আনল না কেন ? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না, তখন আল্লাহ্‌র কাছে তারাই মিথ্যুক। (১৪) তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহম-করম যদি না হতো, তাহলে যেসব কথাবার্তায় তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে, এর প্রতিশোধ হিসেবে বিরাট আযাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করত। (১৫) (একটু ভেবে দেখো, তখন তোমরা কত মারাত্মক ভুলই না করছিলে,) যখন তোমাদের এক মুখ হতে অন্য মুখে এ মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল আর তোমরা নিজেদের মুখে সেসব কথাই বলে বেড়াচ্ছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা একে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে। অথচ আল্লাহ্‌র কাছে এটি ছিল একটি মারাত্মক কথা! (১৬) একথা শোনার সাথে সাথেই

তোমরা কেন বলে দিলে না, "এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না। আল্লাহ্ তো মহান, পবিত্র। এ তো এক গুরুত্বর মিথ্যা দোষারোপ।" (সূরা নূর)

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٥٢) لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ (٥٣) - (الحج)

(৫২) আর হে মুহাম্মদ! তোমার পূর্বে আমরা যে নবী-রাসূলই পাঠিয়েছি (তার অবস্থা এরূপ হয়েছে যে,) যখন সে কোনো কামনা করেছে, শয়তান তার কামনায় প্রতিবন্ধক হয়েছে। এভাবে শয়তান যা কিছুই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ সেগুলোকে নিঃশেষে দূরীভূত করেন এবং স্বীয় আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় ও পাকা-পোক্ত করে দেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ। (৫৩) (তিনি এরূপ হতে দেন এ জন্য যে,) যেন শয়তানের প্রবর্তিত অনিষ্টকে পরীক্ষা (ফিতনা) বানিয়ে দেন সে লোকদের জন্য, যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) ব্যাধি রয়েছে আর যাদের হৃদয় দূষিত ও কুলষিত— প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এই জালিম লোকগুলো হিংসা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে বহু দূরে অগ্রসর হয়ে গেছে। (সূরা হজ্জ)

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ (٥) يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ (٦) وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ (٧) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ (٨) - (الانفال)

(৫) (এই গনীমতের মালের ব্যাপারে সে রকম অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল তখন, যখন) তোমার রব্ব তোমাকে সত্য সহকারে তোমার ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন এবং মুমিনদের একটি দলের নিকট এটা ছিল খুবই দুঃসহ। (৬) তারা এ সত্যের ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করেছিল, অথচ তা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়েছিল। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা যেন দেখে দেখে মৃত্যুর দিকে তাড়িত হচ্ছিল। (৭) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আল্লাহ্ তোমাদের কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে, দু'টি দলের মধ্যে একটি তোমরা পাবে। তোমরা চাচ্ছিলে যে, দুর্বল দলটি তোমরা পাবে। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা এই ছিল যে, তিনি তাঁর বাণীসমূহের দ্বারা সত্যকে সত্যরূপেই প্রতিভাত করে দেখাবেন এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দেবেন, (৮) যেন সত্য সত্য রূপেই ভাস্বর হয়ে ওঠে ও বাতিল বাতিল বলেই প্রমাণিত হয়, অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন। (সূরা আনফাল)

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا (٢٨) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۗ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى

الْإِنْجِيلِ ۚ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٢٩) - (الفتح)

(২৮) তিনি সে আল্লাহই যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সমগ্র দ্বীনের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন আর এ মহাসত্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (২৯) মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নিজেরা পরস্পর দয়াশীল। তোমরা তাদেরকে রুকূতে, সিজদায় ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে আত্মনিমগ্ন দেখতে পাবে। তাদের মুখাবয়বে সিজদার চিহ্ন ভাস্বর হয়ে আছে, যার দ্বারা তারা স্বাতন্ত্র্য সহকারে পরিচিত হয়। তাদের এ গুণ-পরিচিতি তাওরাতে উল্লিখিত রয়েছে আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, যেন একটা শস্যক্ষেত; প্রথমে তা অংকুর বের করে, তারপর তাকে শক্তি যোগানো হয়। অতঃপর তা মোটা ও শক্ত হয়ে ওঠে। এরপর তা স্বীয় কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। তা চাষকারীদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয়, যেন কাফেররা এসবের ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়ার দরুন (হিংসায়) জ্বলতে থাকে। এ দলের লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা ও অতি বড় শুভ ফলের ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাতাহ্)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ -

অতএব হে নবী! ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। এখন হয় তোমার সামনেই তাদেরকে সে খারাপ পরিণতির কিছু অংশ দেখিয়ে দেই— যার ভয় আমরা তাদেরকে দেখিয়েছি কিংবা (এর পূর্বে) তোমাকে উঠিয়ে নেই। এদেরকে তো আমাদের দিকেই ফিরে আসতে হবে। (সূরা মুমিন ঃ ৭৭)

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ

فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۖ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا

كِتَابًا نَقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (٩٣) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ

الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (٩٤) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ

لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥) قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ

خَبِيرًا بَصِيرًا (٩٦) - (بنى اسرائيل)

(৯০) আর তারা বলল ঃ "আমরা তোমার কথা মানব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাদের জন্য জমিনকে দীর্ণ করে একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত না করবে। (৯১) কিংবা তোমার জন্য খেজুর ও আংগুরের একটি বাগান রচিত না হবে আর তুমি এর মধ্যে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে না দেবে।

(৯২) অথবা তুমি আকাশমণ্ডলকে টুকরা টুকরা করে তোমার দাবি মুতাবেক আমাদের ওপর আপতিত না করবে কিংবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে নিয়ে না আসবে। (৯৩) অথবা তোমার জন্য স্বর্ণের একখানি ঘর নির্মিত না হবে কিংবা তুমি আসমানের ওপর আরোহণ না করবে। আর তোমার এই আরোহণকে আমরা বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ তুমি আমাদের ওপর এমন একখানি লিপি অবতরণ না করাবে যা আমরা পড়ব।" —হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো ঃ পাক ও পবিত্র আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। আমি কি একজন পয়গাম-বাহক ছাড়া অন্য কিছু ? (৯৪) লোকদের কাছে যখনই হেদায়েত এসেছে, তখনই এর প্রতি ঈমান আনা থেকে তাদেরকে একটি কথাই বিরত রেখেছে; তাদের সে কথাটি এই যে, "আল্লাহ কি মানুষকে নবী-রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন" ? (৯৫) তাদেরকে বলো ঃ জমিনে যদি ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করত, তাহলে আমরা অবশ্যই কোনো ফেরেশতাকেই তাদের জন্য পয়গাম্বর বানিয়ে পাঠাতাম। (৯৬) হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো যে, আমার ও তোমাদের মাঝে শুধু এক আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তিনি তাঁর বান্দাহদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন এবং সবকিছুই দেখছেন। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ أَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ–

হে নবী। তোমার পূর্বে আমরা অসংখ্য রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের কতিপয়ের অবস্থা সম্পর্কে আমরা তোমাকে অবহিত করেছি আর কতক সম্পর্কে কিছুই বলিনি। কোনো রাসূলেরই এ শক্তি ছিল না যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া নিজেই কোনো নিদর্শন নিয়ে আসবে। অতপর যখন আল্লাহ্‌র হুকুম হলো, তখন প্রতিটি ব্যাপারে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দেয়া হলো। আর তখন দুষ্কৃতিকারীরা মহাক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল। (সূরা মুমিন ঃ ৭৮)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ (٢) إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيْمٌ (٣) إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (٤) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٥)–

(১) হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রসর হয়ে যেও না আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন। (২) হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ করো না। নবীর সাথেও উচ্চকণ্ঠে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পরে করে থাকো। তোমাদের শুভ আমলসমূহ যেন বরবাদ হয়ে না যায় এমনভাবে যে, তোমরা তা টেরও পাবে না। (৩) যেসব লোক আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে কথা বলার সময় নিজেদের আওয়ায অনুচ্চ রাখে, তারা আসলে সেই লোক, যাদের হৃদয়সমূহকে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার জন্য যাচাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য ক্ষমা এবং বড় শুভ ফল রয়েছে। (৪) হে নবী! যেসব লোক তোমাকে হুজরাগুলোর বাইরে

থেকে ডাকাডাকি করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ। (৫) তোমার বের হয়ে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্যধারণ করত তবে এটি তাদের জন্যই ভালো ছিল। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল এবং করুণাময়। (সূরা হুজরাত)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ، اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ز وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ، وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ، ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ، وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ...... (٥٣) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ، يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (٥٦) - (الاحزاب)

(৫৩) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নবীর ঘরে বিনানুমতিতে ঢুকে পড়ো না, আর এসে খাওয়ার সময়ের অপেক্ষায়ও বসে থেকোনা। তবে তোমাদেরকে যদি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়, তবে অবশ্যই আসবে। কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে সাথে সাথে সরে পড়ো। কথায় মশগুল হয়ে বসো না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছ থেকে যদি তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হয় তবে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে পাঠাও। তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এ-ই উত্তম পন্থা। তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়া কিছুতেই জায়েয হতে পারেনা ..... (৫৬) আল্লাহ্ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও। (সূরা আহযাব)

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۤءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا....

(৬৩) হে মুসলমানগণ! রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের আহ্বানের মতো মনে করো না। আল্লাহ সে লোকদেরকে খুব ভালোভাবেই জানেন যারা তোমাদের মধ্য থেকে পরস্পরের আড়াল নিয়ে চুপে চুপে সরে পড়ে। ....... (সূরা নূর ঃ ৬৩)

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ، سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ، وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا (٣٨) الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا (٣٩)- (الاحزاب)

(৩৮) নবীর জন্য এমন কাজে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, যা আল্লাহ্ তার জন্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেসব নবী অতীত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র এ সুন্নাত চলে এসেছে। আর আল্লাহ্র হুকুম তো একটা অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে থাকে। (৩৯) (এ হচ্ছে আল্লাহ্র সুন্নাত তাদের জন্য) যারা আল্লাহ্র পয়গামসমূহ পৌঁছিয়ে থাকে ও তাঁকেই ভয় করে এবং এক আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাউকেও ভয় করে না। আর হিসেব নেয়ার জন্য কেবল আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আহযাব)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ۖ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١) وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ .... (٤١) - (الانفال)

(১) তোমার কাছে গণীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ? বলো ঃ এই গনীমতের মাল তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকরূপে গড়ে লও। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (৪১) আর তোমরা জেনে রাখো যে, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করেছ তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও পথিক-মুসাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট..... (সূরা আনফাল)

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٦) مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۖ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٧) (الحشر)

(৬) আর যে ধনমাল আল্লাহ তা'আলা তাদের দখল হতে বের করে তাঁর রাসূলের কাছে ফিরিয়ে দিলেন তা এমন নয় যার জন্য তোমরা ঘোড়া ও উট দৌড়িয়েছ, বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যার ওপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন আর আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ওপরই শক্তিশালী। (৭) যা কিছুই আল্লাহ এ জনপদের লোকদের থেকে তার রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিলেন তা আল্লাহ, রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য —যেন তা তোমাদের ধনিদের মধ্যেই আবর্তিত থেকে না থাকে। রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো আর যে জিনিস থেকে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা থেকে তোমরা বিরত হয়ে যাও। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا (٢) نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا (٣) اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا (٤) اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (٥) اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا (٦) اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا (٧) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا (٩) اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۖ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۖ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۖ وَمَا

تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٠)- (المزمل)

(১) হে চাদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! (২) রাতের বেলা নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে থাকো; তবে কিছু কম, (৩) অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম করে লও। (৪) অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি বৃদ্ধি করো। আর কুরআন থেমে থেমে পড়ো। (৫) আমরা তোমার ওপর একটা দুর্বহ কালাম নাযিল করব। (৬) প্রকৃতপক্ষে রাত্রিকালে শয্যা ত্যাগ করে ওঠা আত্মসংযমের জন্য খুব বেশি কার্যকর এবং কুরআন যথাযথভাবে পড়ার জন্য যথার্থ। (৭) দিনের বেলায় তো তোমার খুব বেশি ব্যস্ততা থাকে। (৮) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর নামের যিকির করতে থাকো আর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারই জন্য হয়ে যাও। (৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের (উদয়লোক ও অস্তালোকের) মালিক। তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ্ নেই। কাজেই তাঁকেই নিজের উকীল বানিয়ে লও। (২০) (হে নবী!) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু জানেন যে, তুমি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময় আর কখনো অর্ধেক রাত এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকো। আর তোমার সংগী-সাথীদের মধ্য হতেও কিছু সংখ্যক লোক এ কাজ করে। রাত ও দিনের হিসাব আল্লাহ্ই রাখছেন। তিনি জানেন যে, তোমরা সময়ের গণনা যথাযথভাবে রাখতে পারো না। এ কারণে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। এক্ষণে যতটা কুরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পার ততটাই পড়তে থাকো। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অসুস্থ হতে পারে আর কিছু লোক আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে বিদেশ সফর করে। আর কিছু লোক আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে। কাজেই যতটা কুরআন খুব সহজেই পড়া যায় তা-ই পড়ে নাও। নামায কায়েম করো। যাকাত দাও আর আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দিতে থাকো। যা কিছু ভালো ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে, তাকে আল্লাহ্র কাছে সঞ্চিত ও মওজুদ রূপে পাবে। সেটিই অতীব উত্তম আর এর শুভ প্রতিফলও খুব বড়। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে থাকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা মুজাম্মিল)

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ - (بنى اسرائيل :١)

পবিত্র তিনি, যিনি এক রাত্রে তাঁর বান্দাহকে মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তী সে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন যার চারপাশকে তিনি বরকত দান করেছেন— যেন তাকে নিজের কিছু নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করাতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব দেখেন এবং শুনেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ - (المائدة : ١١)

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা তিনি (সম্প্রতি) তোমাদেরকে দান করেছেন। যখন একটি দল তোমাদের ওপর জুলুমের হাত প্রসারিত করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন আল্লাহ সে হাত তোমাদের প্রতি উত্তোলন হতে ফিরিয়ে দিলেন। আল্লাহ্কে ভয়

করে কাজ করতে থাকো। বস্তুত ঈমানদার লোকদের শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা করা উচিত। (সূরা মায়েদা ঃ ১১)

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ - (الانفال : ٣٠)

সে সময়টিও স্মরণীয়, যখন সত্যের অমান্যকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানা কৌশল চিন্তা করছিল যে, তোমাকে বন্দী করবে কিংবা হত্যা করবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করে দেবে। তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রের চাল চালছিল আর আল্লাহ তাঁর নিজের চাল চালছিলেন; অবশ্য আল্লাহ্‌র চাল সবচেয়ে উত্তম। (সূরা আনফাল ঃ ৩০)

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ (٨٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٨٨) وَقُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ (٨٩) كَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ (٩٠) الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ (٩١) فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٩٢) عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩٣) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ (٩٤) اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ (٩٥) الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ج فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (٩٦) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (٩٩)-(الحجرات)

(৮৭) আমরা তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়ে রেখেছি, যা বার বার আবৃত্তি করার যোগ্য এবং তোমাকে দান করেছি মহান কুরআন। (৮৮) তুমি এ দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না, যা আমরা তাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরকে দিয়ে রেখেছি। আর না তাদের অবস্থার জন্য নিজের মনে কষ্ট বোধ করবে। তাদের পরিবর্তে ঈমানদার লোকদের প্রতি মনোযোগ দেবে (৮৯) আর অমান্যকারীদের বলে দাও যে, আমি তো স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী— ভীতি প্রদর্শক মাত্র। (৯০) এটি তেমনি ধরনের সতর্কী করা যেমন আমরা সে বিভক্তকারীদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম, (৯১) যারা নিজেদের কুরআনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। (৯২-৯৩) অতএব তোমার রব্ব-এর নামে শপথ! অবশ্যই এসব লোককে জিজ্ঞেস করব যে, তোমরা কি করছিলে ? (৯৪) কাজেই হে নবী! যে জিনিসের হুকুম তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা জোরেসোরে উচ্চ কণ্ঠে বলে দাও এবং শিরককারীদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করো না। (৯৫) তোমার পক্ষ থেকে সেসব বিদ্রূপকারীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট। (৯৬) যারা আল্লাহ্‌র সাথে অপর কাউকেও ইলাহ্ বানাচ্ছে অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৯৭-৯৮) আমরা জানি, এই লোকেরা যেসব কথা-বার্তা বানিয়ে তোমার ওপর আরোপ করে, সে কারণে তোমার হৃদয় খুবই ব্যথিত হয়। এর প্রতিবিধান এই যে, তুমি তোমার মা'বুদের প্রশংসা সহকারে তাঁর তসবীহ্ পাঠ করতে থাকো। তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা আদায় করো। (৯৯) এবং সে চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার রব্ব-এর বন্দেগী করতে থাকো, যে মুহূর্তের উপস্থিতি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। (সূরা হুজরাত)

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا - (الفرقان : ٥٢)

অতএব হে নবী! কাফের লোকদের কথা কশ্মিনকালেও মেনে নিও না আর এ কুরআনকে নিয়ে তাদের সাথে বৃহত্তম জিহাদ করো। (সূরা ফুরক্বান ঃ ৫২)

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ (٧٩) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ (٨٠) وَمَآ أَنْتَ بِهٰدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۖ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ (٨١) - (النمل)

(৭৯) অতএব হে নবী! আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখো; নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (৮০) তুমি মৃতদেরকে শুনতে পারো না, যেসব বধির পৃষ্ঠ ফিরে পালিয়ে যেতে থাকে তাদের পর্যন্ত তুমি তোমার আহ্বান পৌঁছাতে পারো না। (৮১) আর না তুমি অন্ধ লোকদেরকে পথ দেখিয়ে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করতে পারো। তুমি তো তোমার কথা সে লোকদেরকেই শুনাতে পারো, যারা আমার আয়াতের প্রতি ঈমান আনে এবং তারপর ফরমাবরদার হয়ে যায়। (সূরা নমল)

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছে তার পিতা, সন্তানাদি ও সমস্ত মানুষ অপেক্ষা আমিই অধিকতর প্রিয় হব। (বুখারী, মুসলিম)

وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى اِبْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَاسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ شَيْئًا اِلَّا اَعْطَاهُ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ اِلَى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَاقَوْمِ اَسْلِمُوْا فَاِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يُعْطِىْ عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ -

আসিম ইবনে নযর তায়মী (রা) তিনি খালেদ অর্থাৎ ইবুনল হারেস থেকে তিনি হুমাইদ থেকে তিনি মূসা বিন আনাস থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি আনাস (রা) থেকে ধারাবাহিক সনদে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তা দিয়ে দিতেন। আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-এর কাছে এল। তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন যাতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর সে ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে তাদের বলল, হে আমার জাতি ভাইয়েরা! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা মুহাম্মদ (স) এত বেশি দান করেন যার পর আর অভাবের ভয় থাকে না। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيٰى اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ سَمِعَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ،

فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ اَفَلَا اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا. فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهٗ صَلّٰى جَالِسًا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَاَ ثُمَّ رَكَعَ .

হাসান ইবনে আবদুল আযীয (রা) তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহ্ইয়া থেকে হাইয়াতু থেকে তিনি আবিল আসওয়াদ থেকে তিনি ওরয়া থেকে তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী (স) রাতে এত বেশি নামায আদায় করতেন যে, তাঁর দুই পা ফেটে যেত। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ তো আপনার আগের ও পরের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন ? তবু আপনি কেন তা করছেন ? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হতে ভালোবাসব না ? তাঁর মেদ বেড়ে গেলে তিনি বসে নামায আদায় করতেন। যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়তেন, তারপর রুকূ করতেন। (বুখারী)

وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ الطَّاهِرِ اَحْمَدُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ خُبِّرَ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاقْتَتَلُوْا بِحُنَيْنٍ فَنَصَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ دِيْنَهٗ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ اُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِىْ سَعِيْدُبْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ صَفْوَانِ قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَعْطَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَعْطَانِىْ وَاِنَّهٗ لَاَبْغَضُ النَّسِ اِلَىَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِيْنِىْ حَتّٰى اِنَّهٗ لَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ -

আবূ তাহির আহমাদ ইবনে আমর ইবনে সারহ (র) তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব থেকে সে বলে আমাকে ইউনুস খবর দিয়েছে তিনি ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেন। তারপর তাঁর সঙ্গে যে মুসলমানরা ছিলেন, তাদের নিয়ে তিনি বের হন। আর তাঁরা সকলেই হুনায়নে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে মহান আল্লাহ তাঁর দ্বীনের এবং মুসলমানদের সহয্য করেন। ঐ দিন রাসূলুল্লাহ (স) সাফ্ওয়ান ইবনে উমাইয়াকে একশ' উট দান করেন। তারপর একশ' উট, আবার আরেক শ' উট দান করেন। ইবনে শিহাব (রা) বলেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রা) আমাকে বলেছেন যে, সাফওয়ান (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে দান করলেন এবং এমন পরিমাণে আমাকে দানের করলেন যে, তিনি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন, অথচ আমাকে লাগাতার দানের ফলে তিনি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে গেলেন। (মুসলিম)

## ৬. হিজরত

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْٓ اَخْرَجَتْكَ ج اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ - (محمد: ١٣)

হে নবী! অতীতে কতশত জনপদ বিলীন হয়ে গেছে যেগুলো তোমার সেই জনপদ থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল যা তোমাকে বহিষ্কৃত করেছে। আমরা তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করেছি যে, তাদেরকে বাঁচাবার কেউ ছিল না। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৩)

٣٦٢٢ . حَدَّثَنِيْ مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بُعِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَمَكُثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوْحٰى اِلَيْهِ ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَّسِتِّيْنَ -

মাতার ইবনে ফাযল (র) তিনি রুহুন থেকে তিনি হিশাম থেকে তিনি ইকরামা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে নবুওয়াত দেয়া হয় চল্লিশ বছর বয়সে, এরপর তিনি তের বছর মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময় তার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর হিজরতের নির্দেশ পান। এবং হিজরতের পর দশ বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন। আর তিনি তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (বুখারী)

٣٩٧٨ . حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَسَاَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ لَاهِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ اَحَدُهُمْ بِدِيْنِهٖ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ (ص) مَخَافَةَ اَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ اَظْهَرَ اللّٰهُ الْاِسْلَامَ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهٗ حَيْثُ شَاءَ، وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ -

ইসহাক ইবন ইয়াযীদ (র) তিনি ইয়াহইয়া ইবনে হামযা তিনি আওযায়ী তিনি 'আতা ইবন আবূ রাবাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উবায়দ ইবন উমায়র (রা) সহ আয়েশা (র)-এর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। সে সময় উবায়দ (রা) তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বর্তমানে হিজরতের কোনো প্রয়োজন নেই। পূর্বে মুমিন ব্যক্তির এ অবস্থা ছিল যে, সে তার দ্বীনকে ফেতনার হাত থেকে হেফাজত করতে হলে তাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে (মদীনার দিকে) পালিয়ে যেতে হতো। কিন্তু বর্তমানে (মক্কা বিজয়ের পর) আল্লাহ্ ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। তাই এখন মুমিন যেখানে যেভাবে চায় আল্লাহ্র এবাদত করতে পারে। তবে বর্তমানে জিহাদ এবং হিজরতের সওয়াবের নিয়্যত রাখা যেতে পারে। (বুখারী)

بَابُ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَا بَتَيْنِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى وَاَسْمَاءَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, তোমাদের হিজরতের স্থান আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হয়েছে। যেখানে রয়েছে প্রচুর বৃক্ষ আর সে স্থানটি ছিল দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী। তখন হিজরতকারিগণ মদীনায় হিজরত করলেন এবং যারা ইতিপূর্বে হাবশায়

হিজরত করেছিলেন তারাও মদীনায় ফিরে এলেন। এ সম্পর্কে আবূ মূসা ও আসমা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। (বুখারী)

## ৭. কুরাইশ

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ (١) إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ۙ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ (٤)- (القريش)

(১) যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে। (২) (অর্থাৎ) শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের বিদেশ যাত্রায় অভ্যস্ত। (৩) কাজেই তাদের কর্তব্য হলো এই ঘরের সৃষ্টিকর্তা-মালিকের এবাদত করা, (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে খাবার দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছে। (সূরা কুরাইশ)

يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى لَاأَغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا- إِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ إِنَّمَا مَثَلِىْ وَمِثْلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يُرِيْدُ أَهْلَهٗ فَخَشِىَ أَنْ يَسْبِقُوْهُ إِلَى أَهْلِهٖ فَجَعَلَ يَقُوْلُ يَاصَبَاحَاه وتيتم وتيمت -(السيرة الحبية -ج ١ص ٣٢١)

হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম তকে বাঁচাও। আল্লাহ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি কিছুই করতে পারব না, কোনো কাজেই আসব না। আমিতো কঠিন আযাব আসার আগে-ভাগে তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সাবদানকারী মাত্র। আমার ও তোমাদের ব্যাপারকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চাইলে মনে করো ঃ এক ব্যক্তি শত্রু বাহিনী দেখতে পেল, সে তার আপন-জনদের সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু ভয় পেল, শত্রুরা তার আগেই তার আপন-জনের ওপর আক্রমণ করে বসে নাকি। তখন সে নিরুপায় হয়ে চিৎকার দিতে লাগল, হে সকাল বেলার জনগণ। সাবধান হয়ে যাও, নতুবা ধ্বংস হয়ে যাবে।

حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَا عِنْدَهُ فِىْ وَفْدٍ مِّنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ سَيَكُوْنَ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةَ، فَقَام فَأَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِىْ أَنَّ رِجَالُ مِنْكُمْ يَتَّحَدَّثُوْنَ أَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلَا تُوْثَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأُوْلٰئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِىَّ الَّتِىْ تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ فِىْ قُرَيْشٍ لَايُعَادِيْهِمْ أَحَدً إِلَّاكَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ مَا أَقَامُوْا الدِّيْنَ -

আবুল ইয়ামান (র) তিনি শোয়াইব থেকে তিনি বুহতী থেকে মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুত'ঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে কুরাইশ প্রতিনিধিদের সাথে তার উপস্থিতিতে সংবাদ পৌছল যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেন,

অচিরেই কাহতান বংশীয় একজন বাদশাহ্‌র আবির্ভাব ঘটবে। একথা শুনে মুআবীয়া (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য হামদ ও সানার পর তিনি বল-লেন, আমি জানতে পেরেছি, তোমাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক এমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করছে যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই এবং রাসূলুল্লাহ (স) থেকেও বর্ণিত হয় নি। এরাই মূর্খ, এদের থেকে সাবধান থাকো এবং এরূপ কাল্পনিক ধারণা হতে সতর্ক থাকো যা এর পোষণকারীকে বিপথগামী করে। রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, যতদিন তারা দ্বীন কায়েমে নিয়োজিত থাকবে ততদিন খিলাফত ও শাসন-ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে অধঃমুখে নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন)। (বুখারী)

حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ ح قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ يَعْقُوْبُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْاَعْرَجُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاَسْلَمُ وَاَشْجَعُ وَغِفَارٌ مَوَالِىٌّ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلٰى دُوْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

আবু নুয়াঈম তিনি সুফিয়ান থেকে তিনি সাঈদ থেকে তিনি আবু আবদুল্লাহ থেকে এক বর্ণনায় ইয়াকূ বিন ইব্রাহীম বলেন, আমাকে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা থেকে তিনি আবদুর রহমান বিন হুরমজ আল আরাজ থেকে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কুরাইশ, আনসার, জুহায়না, মুযায়না, আসলাম, আশজা ও গিফার গোত্রগুলো আমার সাহায্যকারী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত তাঁদের সাহায্যকারী আর কেউ নেই। (বুখারী)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِىْ الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلَاثَةِ اِذَا اخْتَلَفْتُمْ اَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَاِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ -

আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তিনি ইব্রাহীম বিন সাইদ থেকে তিনি ইবনে শিহাব থেকে তিনি আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, উসমান (রা) যায়েদ ইবনে সাবিত (রা), আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা), সাঈদ ইবনুল 'আস (রা) আবদুর রাহমান ইবনে হারিস (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত কুরআনকে সমবেতভাবে লি-পিবদ্ধ করার কাজ আরম্ভ করলেন। উসমান (রা) কুরাইশ বংশীয় তিন জনকে বললেন, যদি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) এবং তোমাদের মধ্যে কোনো শব্দে (উচ্চারণ ও লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে) মতবিরোধ দেখা দেয় তবে কুরাইশের ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করো। যেহেতু কুরআন শরীফ তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তা-ই করলেন। (বুখারী)

## ৮. মদীনা

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَاۤ اِلَّا قَلِيْلًا -

মুনাফিক লোকেরা এবং যাদের মনে ব্যাধি আছে তারা আর যারা মদীনায় উত্তেজনাকর গুজব ছড়াচ্ছে, তারা যদি নিজেদের এ তৎপরতা থেকে বিরত না থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা তোমাকে দায়িত্বশীল করে তুলব। অতপর এ শহরে তোমার সাথে তাদের বসবাস কঠিনই হয়ে পড়বে। (সূরা আহযাব ঃ ৬০)

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ؔ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ؔ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ - (التوبة : ١٠١)

তোমাদের চতুর্দিকে যেসব মরুচারী থাকত, তাদের মধ্যে রয়েছে বহুসংখ্যক মুনাফিক। এভাবে মদীনার বাসিন্দাদের মধ্যেও যে মুনাফিক রয়েছে, তারা মুনাফিকীতে পাকা-পোক্ত হয়েছে। তোমরা তাদেরকে জানো না, আমরা জানি। সে দিন দূরে নয়, যখন আমরা তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেব। পরে তাদেরকে অধিক বড় শাস্তির জন্য ফিরিয়ে আনা হবে। (সূরা তওবা ঃ ১০১)

وَاِذْ قَالَتْ طَّاۤئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِىَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ؕ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۚ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا - (الاحزاب : ١٣)

তাদের একদল যখন বলল ঃ "হে ইয়াস্‌রিববাসী! এখন তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অবকাশ নেই, ফিরে চলো; তাদের একদল যখন এ কথা বলে নবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে চেয়েছিল যে, আমাদের ঘর-বাড়ি বিপদের মধ্যে রয়েছে, অথচ তা বিপদ পরিবেষ্টিত ছিল না। আসলে তারা (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পালাতে চেয়েছিল। (সূরা আহযাব ঃ ১৩)

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ - (المنفقون : ٨)

এরা বলে ঃ আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে যে সম্মানিত সে হীন ও নীচদেরকে সেখান হতে বহিষ্কৃত করবে। অথচ মান-মর্যাদা তো আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু এ মুনাফিকরা (তা) জানে না। (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৮)

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ حُبًّا وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّا هَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ -

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে গিয়ে এ সংবাদ জানালাম। তখন তিনি এ দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! মদীনাকে আমাদের প্রিয় করে দাও যেমন প্রিয় ছিল

আমাদের মক্কা; বরং তার চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও। আমাদের জন্য মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। মদীনার সা ও মুদ এর মধ্যে বরকত দান করো। আর এখানকার জ্বর রোগেকে স্থানান্তর করে জুহ্ফায় নিয়ে যাও। (বুখারী)

وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَا قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ح وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَ نِيْ عَمْرُ وبْنَ يَحْيٰ بْنِ عُمَارَةَ اَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ اَهْلَهَا بِسُوْءٍ يُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ اَذَابَهُ اللّٰهُ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ قَالَ اِبْنُ حَاتِمٍ فِيْ حَدِيْثُ ابْنِ يُحَنِّس بَدَلَ قَوْلِهِ بِسُوْءٍ شَرًا -

মুহাম্মদ ইবনে হাতিম, ইবরাহীম ইবনে দীনার ও ইবনে রাফি (রা).... আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এখানকার (মদীনার) অধিবাসীদের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে গলিয়ে ফেলবেন, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنَ بِ شَيْبَةَ وَعَمْرُوْ النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنْ اَبِيْ اَحَدَ قَالَ اَبُوبَكْرٍ حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ عَسْفَانُ عَنْ اِبْ الزَّبِيْ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالض النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اِبْرَهِيْمَ حَرَمَكه وَاِنِّيْ حَرَمْتُ الْمَدِيْنَةَ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا لَايُقْطَعُ عِضَاهُمَا وَلَايُصَادُ صَيْدُهَا -

আবূ বকর ইবনে শায়বা ও আমরুন নাকিদ (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, নিশ্চয় ইবরাহীম (আ) মক্কায় হারাম নির্ধারণ করেছেন, আর আমি মদীনাকে হারাম বলে ঘোষণা করছি-এর দুই প্রান্তের কঙ্করময় মাঠের মধ্যবর্তী অংশকে। অতএব এখানকার কোনো কাটাযুক্ত গাছও কাটা যাবে না এবং এখানকার জীবজন্তুও শিকার করা যাবে না। (মুসলিম)

## ৯. মুহাজিরগণ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ لا رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١٠٠) لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١١٧) وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١١٨) - (التوبة)

(১০০) যে সব মুহাজির ও আনসার সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত কবুল করার জন্য অগ্রসর হয়েছিল এবং যারা পরে নিতান্ত সততার সাথে তাদের পিছনে পিছনে এসেছিল, আল্লাহ্ তাদের প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট হলো। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যান রচনা করেছেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা সতত প্রবহমান। আর তারা চিরদিন সেখানে থাকবে; বস্তুত এটাই বিরাট সাফল্য। (১১৭) আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন নবীকে এবং সে মুহাজির ও আনসারদেরকে, যারা বড় কঠিন সময়ে নবীর সঙ্গে রয়েছেন, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের মন বাঁকা পথের দিকে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। (কিন্তু তারা যখন সে বাঁকা পথে চলল না; বরং নবীর সঙ্গেই থাকল, তখন) আল্লাহ্ই তাদেরকে মাফ করে দিলেন। তাদের সাথে আল্লাহ্র আচরণ নিঃসন্দেহে দয়া ও অনুগ্রহমূলক। (১১৮) সে তিনজনকেও তিনি মাফ করে দিলেন, যাদের ব্যাপারটি মুলতবী করে রাখা হয়েছিল। জমিন যখন এর বিস্তৃতি ও বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের জান-প্রাণও তাদের ওপর বোঝা হয়ে পড়ল আর তারা জেনে নিল যে, আল্লাহ্র (আযাব) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্র রহমতের আশ্রয় ছাড়া পানাহ চাওয়ার আর কোনো স্থান নেই, তখন আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন, যেন তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা তওবা)

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ (٧) لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ (٨) وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٩) - (الحشر)

(৭) যা কিছুই আল্লাহ এ জনপদের লোকদের থেকে তার রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দিলেন তা আল্লাহ্, রাসূল এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য— যেন তা তোমাদের ধনিদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে। রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো আর যে জিনিস হতে তিনি তোমাদেরকে বিরত রাখেন (নিষেধ করেন) তা থেকে তোমরা বিরত হয়ে যাও। আল্লাহ্কে ভয় করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (৮) (উপরন্তু সেই মাল) সেসব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্যও যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও বিত্ত-সম্পত্তি হতে বিতাড়িত এবং বহিষ্কৃত হয়েছে। এ লোকেরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তুষ্টি পেতে চায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য-সমর্থনের জন্য সদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। এরাই সত্য পথের পথিক। (৯) (সেই ধন-মাল সে লোকদের জন্যও) যারা এই মুহাজিরদের আগমনের

পূর্বে ঈমান গ্রহণ করে দারুল হিজরাতেই বসবাসকারী ছিল। তারা ভালোবাসে সেইলোকদেরকে যারা হিজরত করে তাদের কাছে এসেছে। তাদেরকে যাই দেয়া হয় এর কোনো প্রয়োজন পর্যন্ত তারা নিজেদের হৃদয়ে অনুভব করে না এবং নিজেদের তুলনায় অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়— নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক না কেন। বস্তুত যেসব লোককে তাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা (বা লোভ জনিত কার্পণ্য) হতে রক্ষা করা হয়েছে তারাই কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা হাশর)

তৃতীয় অধ্যায়

# তাবলীগ

## ১. দাওয়াত

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ- (النحل :١٢٥)

(হে নবী!) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান জানাও হেকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক করো এমন পন্থায়, যা অতি উত্তম। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বেশি ভালো জানেন, কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে আর কে সঠিক পথে আছে। (সূরা নহল ঃ ১২৫)

عَنْ حُذَيْفَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَايُسْتَجَابُ لَكُمْ -

হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন, সেই মহান আল্লাহ্র শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অবশ্য অবশ্যই তোমরা অন্যায় ও পাপ কাজ হতে নিষেধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তাঁর নিজের তরফ হতে তোমাদের ওপর কঠিন আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমাদেরকে একেবারেই পরিত্যাগ করা হবে এবং তখন তোমাদের কোনো দো'আও কবুল করা হবে না। (তিরমিযী)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّ هَاكَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلِّغٍ اَوْعٰى لَهَا مِنْ سَامِعٍ -

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা) এরশাদ করেছেন ঃ আলাহ্ সেই বান্দাকে সবুজ-সতেজ করেয়া রাখবেন, যে আমার কথা শুনল, তার পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষন করল, একে স্মরণে রাখল এবং যেরূপ শুনেছে ঠিক সেভাবেই হুবহু তা-ই অন্য লোক পর্যন্ত পৌছেয়ে দিল। অনেক সময় এরূপ হয় যে, (পরোক্ষভাবে) যার কাছে একটি কথা পৌছিয়াছে, সে এর (প্রত্যক্ষ) শ্রবণকারী অপেক্ষা অনেক বেশি ও ভালো করে স্মরণ রেখেছে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

## ২. তাবলীগের ভাষা

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ.........(ابرٰهيم :٤)

আমরা আমাদের বাণী পৌঁছাবার জন্য যখনই কোনো রাসূল পাঠিয়েছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌছিয়েছে, যেন সে তাদেরকে খুব ভালোভাবেই খুলে বুঝাতে পারে, .......... (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪)

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ ...... (حم السجدة : ٤٤)

আমরা যদি একে অনারবদেশীয় কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম, তাহলে এই লোকেরা বলতঃ এর আয়াতসমূহ কেন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হলো না ? কি আশ্চর্যের ব্যাপার কালাম বলা হচ্ছে অনারব দেশীয় আর শ্রোতারা হচ্ছে আরবী ভাষী ..... । (সূরা হা-মীম-সিজদা ঃ ৪৪)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمُوْا وَيَسِّرُوْا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ مَرَّتَيْنِ .

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, দ্বীন ইসলাম শিক্ষা দাও এবং লোকদের পক্ষে তা সহজসাধ্য করে দাও। (একথা তিনবার বললেন) আর যখন তোমাদের মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার হবে, তখন (পূর্ণভাবে) চুপচাপ হয়ে থাকবে। (একথা তিনি দুবার বললেন) (আল-আদাবুল মুযারাদ)

## ৩. নবী ও রাসূলগণ (আ)

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -

এসব রাসূলই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল যেন তাদেরকে প্রেরণের পর লোকদের কাছে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি-প্রমাণ না থাকে। আর আল্লাহ তো সর্বাবস্থায় পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী। (সূরা নিসা ঃ ১৬৫)

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ .....(الانعام : ٤٨)

আমরা যে রাসূলগণই পাঠাই, তাদের এই জন্যই তো পাঠাই যে, তারা (নেক চরিত্রের লোকদের জন্য) সুসংবাদদাতা হবে ..... (সূরা আন'আম ঃ ৪৮)

........ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ - (الرعد : ٧)

..... আর প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন পথপ্রদর্শক রয়েছে। (সূরা রা'আদ ঃ ৭)

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ (٥١) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ (٥٢) - (المؤمن)

(৫১) নিশ্চিত জেনো, আমরা নবী-রাসূলগণের ও ঈমানদার লোকদের সাহায্য এ দুনিয়ার জীবনে অবশ্যই করে থাকি আর সে দিনও করব, যে দিন সাক্ষী দণ্ডায়মান হবে। (৫২) যেদিন জালিমদের ওযর-আপত্তি ও যুক্তি প্রদর্শন তাদেরকে কোনো ফায়দাই দেবে না, তাদের ওপর বরং লানত বর্ষিত হবে এবং তাদের ঠিকানা হবে নিকৃষ্টতম স্থান। (সূরা মুমিন)

........ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ - (اٰل عمرٰن : ١٧٩)

....... কিন্তু গায়েব সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা আল্লাহ্‌র নিয়ম নয়। গায়েবের কথা জানাবার জন্য তিনি তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান মনোনীত করে লন। অতএব (গায়েব সংক্রান্ত বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখো। তোমরা যদি ঈমান ও খোদাভীতির নীতি অবলম্বন করো তবে তোমরা বিপুল প্রতিদানের অধিকারী হবে। (ইমরান)

...... وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ج فَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ - (المؤمن : ٧٨)

........ কোনো রাসূলেরই এ শক্তি ছিল না যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া নিজেই কোনো নিদর্শন নিয়ে আসবে। অতপর যখন আল্লাহ্‌র হুকুম হলো, তখন প্রতিটি ব্যাপারে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দেয়া হলো। আর তখন দুষ্কৃতিকারীরা মহাক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল। (সূরা মুমিন)

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا - (الفرقان :٥١)

আমরা যদি চাইতাম, তবে এক একটি জনপদে এক-একজন ভয় প্রদর্শক দাঁড় করিয়ে দিতাম।

..... وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١٣) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (١٤)-

(১৩) .... যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাঁকে আল্লাহ এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং এই বাগিচায় সে চিরদিন বসবাস করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে বিরাট সাফল্য। (১৪) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহ লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ্ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে চিরকাল থাকবে আর এটা তার জন্য অপমানকর শাস্তি বিশেষ। (সূরা নিসা)

.......... وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ز ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ -

..... আমাদের রাসূল উপর্যুপরি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হেদায়েত নিয়ে আগমন করে, তৎসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক পৃথিবীতে খুবই বাড়াবাড়ি করতে থাকে। (সূরা মায়েদা : ৩২)

........ اَفَكُلَّمَا جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ز وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ -

..... যখনি কোনো নবী তোমাদের মনের লালসার বিপরীত কোনো জিনিস নিয়ে তোমাদের কাছে আগমন করেছে— তখনি তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ— কাউকে মিথ্যা প্রতিপাদন করেছ আর কাউকে করেছ হত্যা! (সূরা বাকারা ঃ ৮৭)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ م اِذْ جَاۤءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ (١٣) اِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ (١٤) قَالُوْا مَاۤ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا لا وَمَاۤ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ لا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ (١٥) قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَاۤ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (١٧)

قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨) قَالُوا طَائِرُكُم
مَّعَكُمْ ۚ أَئِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (١٩) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا
الْمُرْسَلِينَ (٢٠) اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ (٢١) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ (٢٢) أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ
(٢٣) إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٢٤) إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (٢٥) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۖ قَالَ
يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (٢٧) وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن
بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ (٢٨) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (٢٩)-

(১৩) দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদেরকে সে জনবসতির কাহিনী শোনাও, যখন সেখানে রাসূলগণ এসেছিল। (১৪) আমরা তাদের প্রতি দু'জন রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তারা সে দু'জনের ওপরই মিথ্যা আরোপ করেছিল। অতপর আমরা তৃতীয় জনকে সাহায্যের জন্য পাঠালাম। তখন তারা সকলেই বলল ঃ "আমরা তোমাদের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" (১৫) জনবসতির লোকেরা বলল ঃ "তোমরা আমাদের মতো কয়জন মানুষ ছাড়া তো কিছুই নও। আর দয়াবান আল্লাহ আদৌ কোনো জিনিস নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যা কথাই বলছ।" (১৬) রাসূলগণ বলল ঃ "আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক জানেন, আমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতি রাসূল হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি (১৭) এবং সুস্পষ্ট পয়গাম পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। (১৮) জনবসতির লোকেরা বলতে লাগল ঃ "আমরা তো তোমাদেরকে নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করি। তোমরা বিরত না হলে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের কাছ থেকে তোমরা বড়ই মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করবে।" (১৯) রাসূলগণ জবাব দিল ঃ "তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তো তোমাদের নিজেদের সঙ্গেই লেগে রয়েছে। এসব কথা কি তোমরা এজন্য বলছ যে, তোমাদেরকে নসীহত করা হয়েছে ? আসল কথা হলো, তোমরা বড়ই সীমালংঘনকারী লোক। (২০) ইতিমধ্যে শহরের উপকণ্ঠ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল; সে বলল ঃ 'হে আমার জাতির লোকেরা! রাসূলগণের আনুগত্য কবুল করো, (২১) মেনে চলো সে লোকদেরকে যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান বা মজুরী চায় না এবং সঠিক পথে রয়েছে। (২২) আমি কেন সে সত্তার বন্দেগী করব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে ? (২৩) তাঁকে ছেড়ে আমি কি অন্য উপাস্য বানিয়ে নেব ? অথচ করুণাময় আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তাহলে না তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসতে পারে, আর না তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারে। (২৪) আমি যদি তা করি, তাহলে আমি সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত হয়ে পড়ব। (২৫) আমি তো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর প্রতি ঈমান এনেছি। তোমরাও আমার কথা মেনে নাও। (২৬) (শেষ পর্যন্ত তারা সে ব্যক্তিকে হত্যা করল আর) এ ব্যক্তিকে বলে দেয়া হলো যে, 'প্রবেশ কর জান্নাতে'। সে বলল ঃ "হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারত (২৭) আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কোন জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের মধ্যে গণ্য করেছেন!" (২৮) অতপর তার জাতির ওপর আমরা আসমান থেকে কোনো সৈন্যবাহিনী পাঠাইনি এবং সৈন্যবাহিনী পাঠাবার

কোনো প্রয়োজনও আমার ছিল না। (২৯) ব্যস, একটি প্রচণ্ড ধ্বনি হলো আর সহসা তারা সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। (সূরা ইয়াসীন)

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ (٨١) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٨٢) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٨٣) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (٨٥)-

(৮১) আল্লাহ্ তাঁর এই নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাচ্ছেন। তোমরা তাঁর কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে। (৮২) এ লোকেরা কি জমিনের বুকে চলাফেরা করেনি ? তাহলে তারা সে লোকদের পরিণতি দেখতে পেতো যারা তাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে। তারা তো সংখ্যায় এদের অপেক্ষা বেশি ছিল, এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং জমিনের বুকে এদের অপেক্ষা অনেক বেশি চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ চিহ্ন রেখে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছিল, শেষ পর্যন্ত তা তাদের কোন কাজে আসল ? (৮৩) তাদের রাসূল যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ নিয়ে এল, তখন তারা তাদের নিজস্ব জ্ঞান নিয়েই মগ্ন রইল। অতপর তারা সে জিনিসের কবলে পড়ে গেল যাকে তারা ঠাট্টা করছিল। (৮৪) তারা যখন আমাদের আযাব দেখতে পেল, তখন তারা এই বলে চিৎকার করে ওঠে যে, আমরা মেনে নিলাম লা-শরীক এক আল্লাহ্কে আর আমরা অমান্য করছি সে সব উপাস্যকে যাদেরকে আমরা শরীক বানিয়েছিলাম। (৮৫) কিন্তু আমাদের আযাব দেখরা পর তাদের ঈমান তাদের জন্য কিছুমাত্র কল্যাণকর হতে পারল না। কেননা এ-ই আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান, যা চিরকাল তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে কার্যকর রয়েছে। আর তখন কাফেররা মহাক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল। (সূরা মুমিন)

وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣٢) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٣٣) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۚ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٤) - (الاحقاف)

(৩২) আর যে লোক আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর কথা মেনে নেবেনা, সে না পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী যা আল্লাহ্কে হারিয়ে দিতে সক্ষম আর না তার এমন কোনো সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক আছে যে আল্লাহ থেকে তাকে রক্ষা করবে। এ শ্রেণীর লোকেরা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে ডুবে রয়েছে। (৩৩) আর এ লোকদের কি বোধোদয় হয় না যে, যে আল্লাহ এ ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টির দরুন যিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েননি, তিনি তো অবশ্যই মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে উঠাতে সক্ষম ? কেন নয়,

নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছুই করতে পারঙ্গম। (৩৪) যেদিন এ কাফের লোকেরা আগুনের সম্মুখে উপস্থাপিত হবে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'এটা কি বাস্তব ও সত্য নয় ? এরা বলবেঃ হ্যাঁ, আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর শপথ (এটা বাস্তবিকই সত্য)। আল্লাহ বলবেন ঃ ঠিক আছে, তাহলে তোমরা যে অমান্য ও অস্বীকার করছিলে এর প্রতিফল হিসেবে এখন আযাবের স্বাদ আস্বাদন করো। (সূরা আহক্বাফ)

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ (٩) فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً (١٠) اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ (١١) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَاۤ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ (١٢) – (الحاقة)

(৯) ফিরাউন, তার পূর্বগামী লোকেরা এবং উপুড় হয়ে পড়ে থাকা জনবসতিসমূহও এ একই মারাত্মক অন্যায় ও অপরাধই করেছিল। (১০) এ লোকেরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূলের কথা মানেনি। ফলে তিনি তাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন। (১১) পানির উচ্ছ্বসিত স্রোত যখন সীমালংঘন করে গেল তখন আমরা তোমাদেরকে নৌকায় আরোহী বানিয়েছিলাম (১২) যেন এ ঘটনাটিকে তোমাদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ স্মারক বানিয়ে দেই এবং স্মরণ-বাহক কান এর স্মৃতিকে সংরক্ষিত করে রাখে।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاۤءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ – (هود :١٢٠)

(আর হে মুহাম্মদ!) নবী-রাসূলগণের এই কাহিনী— যা আমরা তোমাকে শুনাচ্ছি— এটা এমন সব বিষয় যা দ্বারা আমরা তোমার হৃদয়কে মজবুত করছি। এর মাধ্যমে তুমি মহাসত্যের জ্ঞান লাভ করলে আর ঈমানদার লোকেরা নসীহত ও স্মরণ লাভ করল। (সূরা হূদ ঃ ১২০)

يٰبَنِىْۤ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ – (الاعراف :٣٥)

(আর আল্লাহ তা'আলা প্রথম সৃষ্টির দিনেই সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন যে,) হে আদম সন্তান! স্মরণ রাখো, তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকে যদি এমন রাসূল আসে যাঁরা তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাবে; তখন যে ব্যক্তি নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের আচার-আচরণকে সংশোধন করে নেবে, তার জন্য কোনো দুঃখ বা ভয়ের কারণ ঘটবে না।

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ – ( الانبياء : ٢٥)

আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাকে এই ওহীই দিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই; অতএব তোমরা আমারই দাসত্ব করো। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫)

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّاۤ اَخَذْنَاۤ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ (٩٤) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَاۤءَنَا الضَّرَّاۤءُ وَالسَّرَّاۤءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

(٩٥) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٩٦) اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ (٩٨) اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ (٩٩) اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ (١٠٠)- (الاعراف)

(৯৪) এমন কখনো হয়নি যে, আমরা কোনো লোকালয়ে নবী পাঠিয়েছি, অথচ সে লোকালয়ের অধিবাসীগণকে প্রথমে অভাব ও কষ্টে নিমজ্জিত করিনি— এ আশায় যে, তারা হয়ত নম্র ও কাতর হয়ে আসবে। (৯৫) পরে আমরা তাদের দুরবস্থাকে সচ্ছল অবস্থায় বদলিয়ে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তারা খুব স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করল এবং বলতে লাগল যে, "আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ওপরও এরূপ ভালো আর মন্দ দিন সমানভাবেই আসত।" পরে আমরা তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম, অথচ তারা টের পর্যন্ত পেল না। (৯৬) লোকালয়ের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করত, তাহলে আমরা তাদের প্রতি আসমান ও জমিনের বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম; কিন্তু তারা তো অমান্যই করল। এই কারণে আমরা তাদেরকে তাদের নিজেদেরই কৃত খারাপ কাজের দরুন পাকড়াও করলাম। (৯৮) কিংবা তারা কি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আমাদের শক্ত হাত সহসা কোনো সময় দিনের বেলা এসে তাদের ওপর পড়বে না, যখন তারা খেলায় মেতে থাকবে ? (৯৯) এই লোকেরা কি আল্লাহ্‌র কৌশল থেকে চির নিরাপত্তা পেয়ে গেছে ? অথচ আল্লাহ্‌র কৌশল সম্পর্কে সে লোকেরাই নির্ভয় হতে পারে, যারা অনিবার্যরূপে ধ্বংসই হয়ে যাবে। (১০০) যারা পূর্ববর্তী দুনিয়াবাসীর পরে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয়, তাদেরকে কি এই বাস্তব ব্যাপারটি কোনো শিক্ষাই দেয় না যে, আমরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করতে পারি ? (কিন্তু তারা শিক্ষাপ্রদ ঘটনা ও তত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে) আর আমরা তাদের হৃদয়ের ওপর মোহর লাগিয়ে দেই, ফলে তারা কিছুই শুনে না। (সূরা আরাফ)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۚ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ-

আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। আর তার মাধ্যমে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো এবং তাগুতের বন্দেগী হতে দূরে থাকো। এরপর তাদের মধ্য থেকে কাউকেও আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন আর কারো ওপর গুমরাহী চেপে বসেছে। অনন্তর জমিনের ওপর একটু চলাফেরা করে দেখে নেও যে, মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে। (সূরা নহল ঃ ৩৬)

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ (٢٠٨) ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (٢٠٩) – (الشعراء)

(২০৮-২০৯) (লক্ষ্য করো) আমরা কোনো জনপদকে এর অধিবাসীদের নসীহতের দায়িত্ব পালনের জন্য সাবধানকারী প্রেরণ না করা পর্যন্ত ধ্বংস করিনি। আর আমরা জালিম ছিলাম না। (সূরা শু'আরা)

..... إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ (٥) رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٦) رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ (٧)- (الدخان)

(৫—৬) .... ... আমরা একজন রাসূল পাঠাতে যাচ্ছিলাম তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমত স্বরূপ। নিঃসন্দেহে তিনিই সবকিছু শোনেন এবং সব বিষয় জানেন। (৭) তিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা-মালিক এবং আসমান ও জমিনের মাঝখানে যা কিছু আছে সে সব জিনিসেরও সৃষ্টিকর্তা-মালিক, যদি তোমরা বাস্তবিকই প্রত্যয় সম্পন্ন হয়ে থাকো।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ .......

আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদায়েতসহ পাঠিয়েছি এবং সেই সঙ্গে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে......... (সূরা হাদীদ ঃ ২৫)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - (ابرٰهيم :٤)

আমরা আমাদের বাণী পৌঁছাবার জন্য যখনই কোনো রাসূল পাঠিয়ছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌঁছিয়েছে, যেন সে তাদেরকে খুব ভালোভাবেই খুলে বুঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ভ্রান্ত করেন আর যাকে চান হেদায়েত দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত এবং সুবিজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪)

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ أَنْ أَنْذِرُوْٓا أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاتَّقُوْنِ (٢)

........فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (٣٥) (النحل)

(২) তিনি এই 'রূহ'কে তাঁর যে বান্দাহ্র ওপর চাহেন নিজের নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল করে দেন। (এই হেদায়েত সহকারে যে, লোকদেরকে) সাবধান ও সর্তক করো, আমি ছাড়া তোমাদের আর কেউ মা'বুদ নেই। অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো। (৩৫) ..... তাহলে কি নবী-রাসূলগণের ওপর স্পষ্ট কথা পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়াও আর কোনো দায়িত্ব আছে ? (সূরা নহল)

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ أَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا - (الفرقان :٢٠)

(হে মুহাম্মদ!) তোমার পূর্বে আমরা যে সকল রাসূলই পাঠিয়েছি, তারা সকলেই খাবার খেত এবং বাজারে চলাফেরা করত। আসলে আমরা তোমাদের পরস্পরকে পরস্পরের জন্য পরীক্ষার উপকরণ ও মাধ্যম বানিয়েছি। তোমরা কি সবর অবলম্বন করবে ? তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো সবকিছুই দেখতে পান। (সূরা ফুরক্বান ঃ ২০)

يٰٓأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ........... (المؤمنون :٥١)

হে রাসূলগণ! পবিত্র জিনিসসমূহ খাও এবং নেক আমল করো ..... (সূরা মুমিনুন ঃ ৫১)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (١٥١) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٥٢)- (النساء)

(১৫০) যারা আল্লাহ ও তার নবী-রাসূলগণের অমান্য করে এবং আল্লাহ এবং তার নবী-রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় আর বলে ঃ আমরা কাউকে কাউকে মানব, আর কাউকে কাউকে মানবো না এবং কুফর ও ঈমানের মাঝে একটি পথ বের করার ইচ্ছা পোষণ করে, (১৫১) তারা পাক্কা কাফের। এই কাফেরদের জন্য আমরা এমন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করবে। (১৫২) অপর দিকে যারা আল্লাহ ও তাঁর সকল নবী-রাসূলকে মানে এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, তাদেরকে আমরা অবশ্যই পুরস্কার দান করব। বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা নিসা)

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ - (يوسف : ١١٠)

(১১০) (পূর্বেকার নবী-রাসূলগণের সাথেও এরূপ ব্যবহার করা হচ্ছিল যে, তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত নসীহত করছিল; কিন্তু লোকেরা তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি) শেষ পর্যন্ত যখন নবী-রাসূলগণ লোকদের প্রতি নিরাশ হয়ে গেল আর লোকেরাও মনে করে নিল যে, তাদের কাছে মিথ্যা বলা হয়েছিল, তখন সহসাই আমার সাহায্য নবী-রাসূলগণের কাছে পৌঁছে গেল। তারপর যখনই এরূপ অবস্থা হয়, তখন আমাদের নীতি এই যে, যাকে আমরা চাই, তাকে বাঁচিয়ে নেই। আর অপরাধী লোকদের ওপর থেকে তো আমাদের আযাব দূর করাই যায় না। (সূরা ইউসুফ)

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - (النحل : ٦٣)

(আল্লাহর শপথ, হে মুহাম্মদ! তোমার পূর্বেও বহু জাতির কাছে আমরা নবী-রাসূল পাঠিয়েছি, (আর পূর্বেও এরূপই হয়ে আসছিল যে,) শয়তান তাদের খারাপ কাজ-কর্মকে তাদের কাছে খুব মোহময় করে দেখিয়েছে (আর নবী-রাসূলগণের কথা তারা মেনে নিতে প্রস্তুতই হয়নি)। সে শয়তানই আজ তাদেরও পৃষ্ঠপোষক হয়ে বসেছে আর তারা অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব ও শাস্তির অধিকারী হচ্ছে। (সূরা নহল ঃ ৬৩)

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (١٠) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (١١) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ (٣٤)

(১০) (হে নবী!) তোমার পূর্বেও বহু নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, কিন্তু যে সত্যের তারা বিদ্রূপ করত, শেষ পর্যন্ত তাই তাদের ওপর আপতিত হতো। (১১) (হে নবী!) তাদেরকে বলোঃ জমিনের বুকে চলে-ফিরে দেখো, সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে। (৩৪) তোমার পূর্বেও বহুসংখ্যক রাসূলকে অমান্য করা হয়েছে; কিন্তু এই অমান্যতা ও অস্বীকৃতি এবং তাদের প্রতি আরোপিত নির্যাতন নিপীড়ন তারা বরদাশত করেছে। শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য তাদের প্রতি এসে পৌঁছেছে। বস্তুত আল্লাহ্র বাণীসমূহে রদবদল করার ক্ষমতা কারো নেই। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে যা কিছু ঘটেছে, তৎসংক্রান্ত খাবরাদি তো তোমার কাছে পৌঁছেছে। (সূরা আন'আম)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ - (النحل :١١٣)

তাদের কাছে তাদের নিজস্ব লোকদের মধ্য থেকে একজন রাসূল এল; কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল। শেষ পর্যন্ত আযাব এসে তাদেরকে ঘিরে ধরল— যখন তারা জালিম হয়ে গেল। (সূরা নহল ঃ ১১৩)

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ (٤٢) وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ (٤٣) وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ ج وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ج فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ (٤٤) فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ز وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ (٤٥) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ج فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ (٤٦) وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ط وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ (٤٧) وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا ج وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ (٤٨)- (الحج)

(৪২-৪৪) (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করে থাকে, তবে (এতে দুঃখ করার কিছু নেই) তাদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আদ, সামূদ এবং ইবরাহীমের জাতি, লূতের জনগণ ও মাদইয়ানবাসীও মিথ্যা আরোপ করেছিল। আর মূসাকেও অমান্য করা হয়েছিল। সত্য অমান্যকারী এসব লোককে আমি পূর্বেও অবকাশ দিয়েছিলাম। কিন্তু এর পরে পরেই তাদেরকে পাকড়াও করেছি। এখন দেখো, আমার দেয়া শাস্তি কি রকম ছিল। (৪৫) কত অপরাধী জনপদকেই তো আমরা ধ্বংস করেছি আর আজ তারা নিজেদের ছাদের ওপর উল্টে পড়ে আছে। কত কূপই তো অকেজ এবং কত প্রাসাদই ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। (৪৬) এ লোকেরা কি জমিনে চলাফরা করেনি যে, তাদের হৃদয় বুঝতে পারত এবং তাদের কান শুনতে পারত। আসল কথা এই যে, চোখ কখনো অন্ধ হয় না; কিন্তু সে হৃদয় অন্ধ হয়, যা বুকের মধ্যে নিহিত রয়েছে। (৪৭) এ লোকেরা আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করছে। আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদার খেলাফ করবেন না। কিন্তু তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছের একটি দিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান হয়ে থাকে। (৪৮) কত জনপদই তো ছিল

জালিম-দুরাচারী, আমি তাদেরকে প্রথমে অবকাশ দিয়েছি, তারপর পাকড়াও করেছি। আর সকলকে তো আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। (সূরা হজ্জ)

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ - (ص: ١٤)

এদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে এবং আমার আযাবের ফয়সালা তাদের ওপর কার্যকর হয়েছে। (সূরা সোয়াদ ঃ ১৪)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْأَوَّلِيْنَ (١٠) وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ (١١) كَذٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ (١٢) لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِيْنَ (١٣) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ (١٤) لَقَالُوْا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ (١٥) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ (٨٠) وَآتَيْنٰهُمْ أٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (٨١) وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا أٰمِنِيْنَ (٨٢) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ (٨٣) فَمَا أَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٨٤) - (الحجر)

(১০) (হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার পূর্বে অতিক্রান্ত বহু জাতির মধ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছি। (১১) কখনো এমন হয়নি যে, তাদের কাছে কোনো রাসূল এসেছে আর তারা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। (১২) অপরাধী লোকদের হৃদয়ে তো আমরা এই যিকিরকে এমনিভাবে (লৌহ শলাকার মতো) প্রবিষ্ট করিয়ে দেই। (১৩) তারা এর প্রতি ঈমান আনে না। প্রাচীনকাল থাকে এ প্রকৃতির লোকদের এই নীতিই চলে আসছে। (১৪) আমরা যদি তাদের প্রতি আসমানের কোনো দুয়ারও খুলে দিতাম আর তারা দিনমানে তাতে আরোহণ করতে থাকত, (১৫) তখনও তারা এ-ই বলত যে, আমাদের চোখকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে; বরং আমাদের ওপর জাদু করা হয়েছে। (৮০) হিজ্র-এর লোকেরাও নবী-রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল (অমান্য করেছিল)। (৮১) আমরা আমাদের আয়াত তাদের কাছে পাঠিয়েছি, আমাদের নিদর্শনসমূহ তাদেরকে দেখিয়েছি; কিন্তু তারা এ সবের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করেনি। (৮২) তারা পাহাড় খোদাই করে বসবাসের গৃহ নির্মাণ করত এবং নিজেদের অবস্থানে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত ছিল। (৮৩) শেষ পর্যন্ত এক বিকট ও ভয়াবহ শব্দ তাদেরকে সকাল থেকেই পাকড়াও করল। (৮৪) এবং তাদের উপার্জন তাদের কোনো কাজেই এল না।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ-

তোমার পূর্বেও বহু নবী-রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সব সময়ই কাফেরদেরকে ঢিল দিয়ে এসেছি এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পাকড়াও করেছি। কাজেই লক্ষ্য করো, আমার শাস্তি কতই কঠিন ছিল। (সূরা রা'আদ ঃ ৩২)

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ج وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْا أٰيٰتِيْ وَمَا أُنْذِرُوْا هُزُوًا (الكهف: ٥٦)

নবী-রাসূলগণকে আমরা সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণের দায়িত্ব পালন ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে পাঠাইনি। কিন্তু কাফেরদের অবস্থা এই যে, তারা বাতিলের হাতিয়ার দ্বারা সত্যকে হেয় করে দেখাবার জন্য চেষ্টা করছে। তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং তাদের জন্য করা সব তাম্বীহ্ ও সতর্কীকরণকে ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা কাহাফ ঃ ৫৬)

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ – (الانبياء :٤١)

ঠাট্টা-বিদ্রূপ তো তোমাদের পূর্বের নবী-রাসূলগণকেও করা হয়েছে। কিন্তু এই ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী লোকেরা সে জিনিসের ফেরে পড়তে বাধ্য হবে, যা নিয়ে এরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল।
(সূরা আম্বিয়া ঃ ৪১)

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ –(فاطر :٤)

এখন যদি (হে নবী!) এ লোকেরা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, (তবে এটা কোনো নতুন কথা নয়); তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে আর সব ব্যাপারই শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র দিকেই ফিরে যাবে। (সূরা ফাতির ঃ ৪)

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ (٣١) فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ (٣٢) وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ (٣٣) وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ ۙ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ (٣٤) اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ (٣٥) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ (٣٦) اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ (٣٧) اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ۨافْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ (٣٨) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ (٣٩) قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ (٤٠) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٤١) ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ (٤٢) ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ؕ كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ ۚ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ (٤٤)–

(৩১) এদের পর আমরা অপর এক পর্যায়ের জাতির উত্থান ঘটালাম। (৩২) অতপর তাদের প্রতি স্বয়ং তাদের জাতির মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠালাম (যে তাদেরকে দাওয়াত দিল) যে, আল্লাহ্র বন্দেগী করো; তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বুদ নেই। তোমরা কি ভয় করো না? (৩৩) তার জাতির যেসব সরদার মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল এবং পরকালে উপস্থিতির কথা মিথ্যা মনে করেছিল, যাদেরকে আমরা দুনিয়ার জীবনে স্বচ্ছল-স্বচ্ছন্দ করে রেখেছিলাম; তারা বলতে লাগল ঃ "এ ব্যক্তি অন্য কিছুই নয়, বরং তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও, সেও তাই খায় আর যা তোমরা পান করো, সেও তা-ই পান করে। (৩৪) এখন তোমরা যদি নিজেদের মতোই একজন মানুষের আনুগত্য কবুল করো, তবে

তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্তই হলে। (৩৫) এ লোক কি তোমাদেরকে বলে যে, তোমরা যখন মরে মাটিতে মিশ যাবে এবং হাড়ের খাঁচায় পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (কবর হতে) বের করা হবে ? (৩৬) খুব দূরের— অসম্ভবের এ ওয়াদা, যা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে। (৩৭) জীবন কিছুই নয়, শুধু এ দুনিয়ার জীবনটাই একমাত্র জীবন। এখানেই আমাদেরকে মরতে ও বাঁচতে হবে, আমরা আর কক্ষনোই পুনরুত্থিত হব না। (৩৮) এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে শুধু মিথ্যা কথাই রচনা করে। আমরা এর কথা কখনো মেনে নেব না।" (৩৯) রাসূল বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! এ লোকেরা যে আমাকে অমান্য করেছে, এ ব্যাপারে তুমিই আমাকে সাহায্য করো।" (৪০) জবাবে বলা হলো ঃ "সে সময় নিকটে, যখন এরা নিজেদের কৃতকর্মের দরুন অনুতাপ করবে"। (৪১) শেষ পর্যন্ত ঠিক মহাসত্য অনুসারে এক বিরাট দুর্ঘটনা এসে তাদেরকে গ্রাস করল। আর আমরা তাদেরকে আবর্জনার মতো বানিয়ে নিক্ষেপ করলাম— দূর হও জালিম জাতি! (৪২) অতপর আমরা অন্য জাতিসমূহকে উত্থান দান করলাম। (৪৪) অতপর আমরা পর পর আমাদের রাসূল পাঠালাম। যে জাতির কাছেই তাঁর রাসূল এসেছে, তারা তাকে মিথ্যা বলে অমান্য করেছে। আর আমরা একের পর এক জাতিকে ধ্বংস করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে একেবারে গল্পের মতো বানিয়ে ছাড়লাম— ধ্বংস ও বিপর্যয় সে লোকদের ওপর যারা ঈমান গ্রহণ করে না। (সূরা মুমিনুন)

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ ج فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّازَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرَا (۴۲) إِسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَا السَّيِّءِ ط وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ اِلَّا بَاَهْلِهِ ط فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ج فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا (۴۳) اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْآ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا (۴۴)-(فاطر)

(৪২) এ লোকেরা অত্যন্ত শক্ত 'কসম' খেয়ে বলত যে, তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী যদি আসত, তাহলে তারা অপর প্রতিটি জাতি অপেক্ষা অনেক বেশি হেদায়েত প্রাপ্ত হতো। কিন্তু সতর্ককারী যখন তাদের কাছে এল, তখন তার আগমনই তাদের মধ্যে সত্য দ্বীন থেকে পলায়ন ছাড়া আর কোনো জিনিসের বৃদ্ধি ঘটায়নি। (৪৩) তারা পৃথিবীতে আরো বেশি অহংকার করতে লাগল আর নিকৃষ্টতম চাল চালতে শুরু করল। অথচ খারাপ চাল যারা চালে, তা তাদেরকেই ধ্বংস করে। এখন কি তারা এর অপেক্ষা করছে যে, অতীত জাতিগুলোর প্রতি আল্লাহ্‌র যে রীতি ছিল তাদের প্রতিও তাই প্রয়োগ করা হবে ? এ-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ম-নীতিতে কস্মিনকালেও কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না। আর আল্লাহ্‌র সুন্নাতকে এর নির্দিষ্ট পথ থেকে কোনো শক্তিই ফেরাতে পারে, তাও তোমরা দেখবে না! (৪৪) এরা জমিনের বুকে কখনো চলাফেরা করে দেখেনি কি ? তাহলে এদের পূর্বে যেসব লোক চলে গেছে এবং যারা এদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল তাদের পরিণতি তারা দেখতে পেত। কোনো জিনিসই আল্লাহ্‌কে অক্ষম করে দিতে পারেনি— না আসমানসমূহে, না জমিনের বুকে। তিনি সব কিছুই জানেন ও সব জিনিসের ওপর ক্ষমতা রাখেন। (সূরা ফাতির)

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ج مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (۳۰) اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (۳۱) وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ (۳۲)- (يٰسٓ)

(৩০) বান্দাহদের অবস্থার জন্য বড়ই আফসোস! তাদের কাছে যে রাসূলই এল, তারা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপই করতে থাকল। (৩১) তারা কি দেখেনি, তাদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠীকেই না ধ্বংস করেছি, তারপর তারা আর তাদের কাছে ফিরে আসেনি ? (৩২) তাদের সকলকেই তো একদিন আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। (সূরা ইয়াসীন)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ (٢١) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٢) - (المؤمن)

(২১) এ লোকেরা কি কখনো জমিনের বুকে চলাফেরা করেনি ? তাহলে তারা তাদের পূর্বগামী লোকদের পরিণাম দেখতে পেত। তারা তো এদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল এবং এদের অপেক্ষাও অনেক বিশাল ও বিপুল স্মৃতিচিহ্ন জমিনের বুকে রেখে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলেন; আল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদেরকে বাঁচাবার কেউই ছিল না। (২২) তাদের এ পরিণামের কারণ হলো, তাদের রাসূল তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন, অতপর তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত শক্তিধর এবং কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা মুমিন)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (١٣) إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ (١٤) فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ (١٦) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٧) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (١٨) - (حم السجدة)

(১৩) এখন এ লোকেরা যদি মুখ ফিরিয়ে লয় তাহলে এদেরকে বলো ঃ আমি তোমাদেরকে তেমনি ধরনেরই অকস্মাৎ নেমে আসা আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যেমন আ'দ ও সামূদের ওপর নাযিল হয়েছিল। (১৪) আল্লাহ্‌র রাসূলগণ যখন তাদের নিকট সম্মুখ ও পশ্চাত সর্বদিক দিয়ে আসল এবং তাদেরকে বুঝাল যে, আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী করো না, তখন তারা বলল ঃ "আমাদের রব্ব চাইলে তো ফেরেশতা পাঠাতেন। কাজেই তোমরা যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না।" (১৫) আ'দ-এর অবস্থা ছিল এই যে, তারা পৃথিবীতে কোনো অধিকার ব্যতীতই নিজদেরকে বড় মনে করে বসেছিল এবং তারপর বলতে লাগল ঃ আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কে আছে ? তারা কি এ কথা বুঝল না যে, যে আল্লাহ তাদেরকে পয়দা করেছে, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ? তারা আমাদের

আয়াতসমূহ অস্বীকারই করতে থাকল। (১৬) শেষ পর্যন্ত আমরা কতিপয় অশুভ দিনে তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে দিলাম, যেন তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই অপমান ও লাঞ্ছনাকর আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে পারি এবং পরকালের আযাব তো এর চেয়েও অধিক অপমানকর। সেখানে কেউই তাদের সাহায্যকারী থাকবে না। (১৭) তারপর সামূদের সামনেও আমরা নির্ভুল হেদায়েতের পথ পেশ করলাম; কিন্তু তারা পথ দেখবার পরিবর্তে অন্ধ হয়ে থাকাই পছন্দ করল। শেষ পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ডের দরুন অপমানকর আযাব তাদের ওপর ভেঙে পড়ল; (১৮) তখন আমরা সেই লোকদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং গুমরাহী ও দুষ্কৃতি হতে পরহেজ করছিল। (সূরা হা-মীম-সাজদা)

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ (٢٣) قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۗ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ (٢٤) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (٢٥) (الزخرف)

(২৩) এমনিভাবে তোমাদের পূর্বে যে জনপদেই আমরা কোনো 'সতর্ককারী' পাঠিয়েছি, সেখানকার সচ্ছল অবস্থার লোকেরা এ কথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি পন্থার অনুসারী পেয়েছি আর আমরাও তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি। (২৪) প্রত্যেক নবীই তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে ঃ আমি যদি তোমাদের বাপ-দাদার চলার পথ হতেও অধিক নির্ভুল পথ দেখাই তাহলেও কি তোমরা সেই বাঁধা পথেই চলবে ? তারা সব নবী-রাসূলকে এ জবাবই দিয়েছে যে, যে দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাবার জন্য তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা এর প্রতি অবিশ্বাসী। (২৫) শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি। আর দেখে নাও, অমান্যকারীদের পরিণাম কত মর্মান্তিক হয়ে থাকে। (সূরা যুখরুফ)

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۗ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۗ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (٢١) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٢٢) قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّىْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ (٢٣) فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۗ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۗ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ (٢٥) وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَىْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٢٦) وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٢٧) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۗ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (٢٨) - (الاحقاف)

(২১) এই লোকদেরকে 'আদ-এর ভাই (হূদ)-এর কাহিনী খানিকটা শুনাও। সে আহ্‌কাফ-এ স্বীয় জাতির লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক করেছিল— এ ধরনের সাবধান ও সতর্ককারী লোক এর পূর্বেও এসেছিল এবং এর পরও এসেছে— যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা বোধ করছি।" (২২) লোকেরা বলল ঃ তুমি কি আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে আমাদের উপাস্যদের প্রতি বিদ্রোহী ও উদ্ধত বানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এসেছ ? ঠিক আছে, তুমি যদি বাস্তবিকই সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তুমি তোমার সেই আযাবটাই নিয়ে এস যার কথা বলে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ। (২৩) সে বলল, এই বিষয়ের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই রয়েছে! আমাকে যে পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমি তোমাদের নিকট শুধু সে পয়গামই পৌছিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা মূর্খতাব্যঞ্জক আচরণ করছ। (২৪) পরে তারা যখন সেই আযাবকে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল তখন বলতে লাগল ঃ এটি মেঘপুঞ্জ, এ আমাদেরকে পরিসিক্ত করে দেবে। —না, বরং এটি সেই জিনিস যার জন্য তোমরা খুব তাড়াহুড়া করছিলে। এটি ঘূর্ণিবাতাসের ঝঞ্ঝা-তুফান। এর মধ্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব এগিয়ে আসছে। (২৫) তা তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর নির্দেশে প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তাদের বসবাসের স্থানটুকু ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বস্তুত এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে কর্মফল দিয়ে থাকি। (২৬) তাদেরকে আমরা এমন কিছু দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। তাদেরকে আমরা কান, চোখ ও হৃদয়-মন সবকিছুই দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের সে কান কোনো কাজে আসেনি, চোখও না, হৃদয়-মনও না। কেননা তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ আমান্য করছিল। তারা সে জিনিসেরই পরিবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেল, যার ঠাট্টা-বিদ্রূপ তারা করছিল। (২৭) তোমাদের চারপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহুসংখ্যক জনবসতিই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। আমরা আমাদের নিজস্ব আয়াতসমূহ পাঠিয়ে বার বার নানাভাবে তাদেরকে বুঝিয়েছি এই আশায় যে, তারা বিরত হবে এবং ফিরে আসবে। (২৮) তখন আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যেসব সত্তাকে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল তারা কেন তাদের সাহায্য করেনি ? বরং তারা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। আসলে এটা ছিল তাদের মিথ্যা কৃত্রিম এবং মনগড়া আকীদা-বিশ্বাসের পরিণতি, যা তারা রচনা করে নিয়েছিল। (সূরা আহক্বাফ)

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ (٥٢) اَتَوَاصَوْا بِهٖ ج بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ (٥٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ (٥٤) وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ (٥٥) -(الذّٰرِيٰت)

(৫২) এভাবেই হয়ে এসেছে। এদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কাছেও কোনো রাসূল এমন আসেনি যাকে তারা যাদুকর কিংবা জ্বিন-প্রভাবিত বলেনি। (৫৩) তারা কি পরস্পরে কোনো চুক্তি করে নিয়েছে ? না, তারা সকলে সীমালংঘনকারী লোক। (৫৪) অতএব হে নবী! তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে লও। এর জন্য তোমার ওপর কোনো তিরস্কার নেই। (৫৫) অবশ্য নসীহত করতে থাকো। কেননা নসীহত ঈমানদার লোকদের জন্য উপকারী। (সূরা যারিয়াত)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا (٨) فَذَاقَتْ

وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا (٩) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ

........ (الطلاق:١٠)

(৮) কত জনবসতি এমন রয়েছে যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এবং তাঁর নবী-রাসূলগণের আইন-বিধানকে অমান্য করেছে; ফলে আমরা তাদের কাছ থেকে অত্যন্ত কঠোর হিসেব গ্রহণ করেছি এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (৯) তারা নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং তাদের কর্মের পরিণাম ধ্বংস ও বিনশ ছাড়া কিছুই নয়। (১০) আল্লাহ্ তা'আলা (পরকালে) তাদের জন্য কঠোর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। অতএব তোমরা সকলে আল্লাহকে ভয় করো..... (সূরা তালক্ব)

....... وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ - (فاطر:٢٤)

....... আর এমন কোনো উম্মতই অতিক্রান্ত হয়নি যাদের কাছে কোনো না-কোনো সতর্ককারী আসেনি। (সূরা ফাতির ঃ ২৪)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ - (اليونس:٧٤)

নূহের পর আমরা বিভিন্ন নবী-রাসূলকে তাদের সমকালীন ও জাতিসমূহের প্রতি পাঠাই। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট ও অকাট্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে আসে। কিন্তু যে জিনিসকে তারা পূর্বে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল, তা আর তারা মেনে নিল না। সীমালংঘনকারী লোকদের মনের ওপর আমরা এমনিভাবেই মোহর অংকিত করে দেই। (সূরা ইউনুস ঃ ৭৪)

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ......( البقرة : ٢٥٣)

এই রাসূলগণ (যারা আমার পক্ষ হতে মানুষকে হেদায়েত দানের জন্য নিযুক্ত রয়েছে) আমরা তাদের কাউকে অপরাপর নবীগণের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও ছিল, যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ্ কথাবার্তা বলেছেন, কাউকে আবার অন্যান্য দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং অবশেষে মরিয়াম পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি ..... (সূরা বাকারা ঃ ২৫৩)

..... وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا - ( بنى اسراءيل :٥٥)

........ আমরা কোনো কোনো নবী-পয়গম্বরকে অপর নবী-পয়গম্বরের ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি আর আমরাই দাউদকে যাবুর (কিতাব) দিয়েছি। (সূরা বনী ইসরাঈল)

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٤٣) بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ - (النحل :٤٤)

(হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার পূর্বেও যখনি রাসূল পাঠিয়েছি তো মানুষই পাঠিয়েছি, যাদের প্রতি আমরা আমাদের পয়গামসমূহ নাযিল করতাম। এই যিকিরওয়ালাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো, যদি তোমরা নিজেরা না জানো। (৪৪) অতীতের নবী-রাসূলগণকেও আমরা উজ্জ্বল নিদর্শনাদি ও গ্রন্থরাজি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। আর এখন এই যিকির তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদের সম্মুখে সে শিক্ষা-ধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে থাকো যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে এবং যেন লোকেরা (নিজেরাও) চিন্তা-গবেষণা করে।

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ، وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا – (النساء : ١٦٤)

এর পূর্বে আমরা সে রাসূলগণের প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যাদের কথা তোমার কাছে উল্লেখ করেছি আর সে রাসূলগণের প্রতিও ওহী পাঠিয়েছি, যাদের কথা তোমার কাছে উল্লেখ করিনি। আমরা মূসার সাথে কথা বলেছি, যেমন করে কথা বলা হয়ে থাকে। (সূরা নিসা ঃ ২৬৪)

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ، قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ، قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ، قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ (٨١) فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٨٢) – (اٰل عمرٰن)

(৮১) স্মরণ করো আল্লাহ্ নবীদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আজ আমি তোমাদেরকে কিতাব ও বিজ্ঞান এবং কর্মকৌশল ও বুদ্ধি দিয়ে ধন্য করেছি, কাল অপর কোনো নবী তোমাদের কাছে ঠিক সে শিক্ষার সমর্থন নিয়েই যদি আসে— যা তোমাদের কাছে পূর্ব থেকেই বর্তমান আছে, তবে তার প্রতি তোমাদের ঈমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে। এই কথা বলে আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমরা কি এর অঙ্গীকার করছ এবং এই সম্পর্কে আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতির গুরুদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছ ?" তারা বলল ঃ "হ্যাঁ, আমরা অঙ্গীকার করছি"। আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে তোমরা সাক্ষী থাকো আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম। (৮২) এরপর যে নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে-ই ফাসেক।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا (٧) لِّيَسْئَلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ج وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا – (الاحزاب : ٨)

(৭) এবং (হে নবী!) স্মরণ রেখো সে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি, যা আমরা সকল নবীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছি— তোমার কাছ থেকেও আর নূহ, ইবরহীম, মূসা ও মরিয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও। এ সকলের কাছ থেকেই আমরা খুব পাকাপোক্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি, (৮) যেন সৎ লোকদেরকে (তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু) তাদের সততা সম্পর্ক জিজ্ঞেস করেন আর কাফেরদের জন্য তো তিনি অত্যন্ত কষ্টদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব)

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ، اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ–

সে কখনো তোমাদেরকে এই কথা বলবে না যে, ফেরেশতা অথবা পয়গাম্বরদেরকেই নিজেদের উপাস্য বানিয়ে লও। তোমরা যখন মুসলিম, তখন একজন নবী তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবে, তা কি সম্ভব ? (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮০)

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ - (الاعراف :٦)

অতএব এটা অনিবার্য যে, আমরা সে লোকদের কাছে অবশ্যই কৈফিয়ত তলব করব যাদের প্রতি আমরা নবী-পয়গম্বর পাঠিয়েছি। আমরা নবী-পয়গম্বরদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব (যে, তারা পয়গাম পৌঁছাবার দায়িত্ব কতদূর পালন করেছে এবং তারা এর কি জবাব পেয়েছে)। (সূরা আরাফ ঃ ৬)

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ (٩) قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ؕ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (١٠) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١١) وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (١٢) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ (١٣) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ (١٤) وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ (١٥) مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ (١٦) يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ (١٧)-

(৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিসমূহের অবস্থার বিবরণ পৌঁছায়নি, —নূহের জাতি, আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তী কালের বহু সংখ্যক জাতি, যাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না ? তাদের নবী-রাসূলগণ যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট কথা ও প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে এল, তখন তারা নিজেদের মুখে হাত চেপে ধরল এবং বললঃ "যে পয়গামসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না আর তোমরা যে জিনিসের দাওয়াত আমাদেরকে দিচ্ছ, সে সম্পর্কে আমরা বড়ই কুণ্ঠাপূর্ণ সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছি।" (১০) তাদের নবী-রাসূলগণ বলল ঃ "আল্লাহ্র ব্যপারে কি সন্দেহ আছে— যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা ? তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করার এবং তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার উদ্দেশ্যে।" তারা জবাব দিল ঃ "তোমরা তো আমাদের মতো লোক ছাড়া আর কিছুই নও। বাপ-দাদার সময় হতে যাদের বন্দেগী চলে আসছে তোমরা আমাদেরকে সে সব সত্তাদের বন্দেগী হতে বিরত রাখতে চাও। আচ্ছা, তবে কোনো সুস্পষ্ট সনদ নিয়ে এস।"(১১) তাদের নবী-রাসূলগণ তাদেরকে বলল ঃ "বাস্তবিকই আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান, ধন্য করেন। আর তোমাদের জন্য কোনো সনদ এনে দেব আমাদের এরূপ ক্ষমতা বা

ইখতিয়ার নেই। সনদ তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে আসতে পারে। আল্লাহ্‌রই ওপর ঈমানদার লোকদের ভরসা করা কর্তব্য। (১২) আমরা আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা করব না কেন, যখন আমাদের জীবনের পথে তিনিই আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন ? তোমরা আমাদেরকে যেসব কষ্ট ও পীড়ন দাও, সে জন্য আমরা ধৈর্য অবলম্বন করব আর যারা ভরসা করে, তাদের কেবল আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা করা উচিত।" (১৩) শেষ পর্যন্ত অমান্যকারীরা তাদের নবী-রাসূলগণকে বলল ঃ "হয় তোমাদেরকে আমাদের ধর্মমতে ফিরে আসতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করে দেব।" তখন তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদের প্রতি ওহী পাঠালেন ঃ "আমরা এই জালিমদেরকে ধ্বংস করে দেব। (১৪) আর তাদের পরে তোমাদেরকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করব। এটি একটি পুরস্কার তার জন্য, যে আমার কাছে তার জবাবদিহি করার ভয় করে এবং আমার আযাবের ভয়ে শংকিত হয়।" (১৫) তারা চূড়ান্ত ফয়সালা চেয়েছিল। (এভাবেই তাদের ফয়সালা হলো) আর প্রত্যেক দুর্নীতিপরায়ণ অত্যাচারী ও সত্যের দুশমন ব্যর্থ হয়ে গেল। (১৬) অতঃপর সম্মুখের দিকে তার জন্য জাহান্নাম নির্দিষ্ট রয়েছে। সেখানে তাকে পুঁজ-রক্তের মতো পানি পান করতে দেয়া হবে। (১৭) সে তা খুব কষ্ট করে গলধঃকরণ করতে চেষ্টা করবে আর খুব কমই গলধঃকরণ করতে পারবে। মৃত্যুর ছায়া চারদিক হতে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে; কিন্তু সে মরতে পারবে না। আর সামনের দিকে এক কঠিন আযাব তার ওপর চেপে বসবে। (সূরা ইবরাহীম)

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٢١) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (١٨١) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (١٨٢) - (اٰل عمرٰن)

(২১) যারা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ও হেদায়েত মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং তাঁর নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে আর জনগণের মধ্য হতে যারা সুবিচার ও ন্যায়পরতার আদেশ দানের জন্য উত্থিত হয় তাদেরকেও হত্যা করে, তাদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দাও।(১৮১) আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেঃ "আল্লাহ দরিদ্র, কিন্তু আমরা ধনী"। তাদের এ কথাও আমরা লিখে রাখব আর ইতঃপূর্বে তারা পয়গাম্বরগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত, তাও তাদের আমলনামায় সুরক্ষিত আছে। (যখন চূড়ান্ত ফয়সালার সময় উপস্থিত হবে তখন) আমরা তাদেরকে বলব ঃ "নাও, এখন জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ করো। (১৮২) এটা তোমাদের নিজেদেরই উপার্জিত। আল্লাহ তার বান্দাহদের ব্যাপারে কখনো জালিম নন।"

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ (١٣) ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (١٤)

(১৩) (হে লোকেরা!) তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে (যারা নিজ নিজ সময়ে উন্নতির উচ্চমার্গে পৌছেছিল) আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জুলুমের আচরণ অবলম্বন করেছে। তাদের প্রতি প্রেরিত নবী-রাসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এল: কিন্তু

তারা আদৌ ঈমান আনল না। এভাবেই আমরা পাপী ও অপরাধীদেরকে তাদের পাপ ও অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি। (১৪) এখন তাদের পরে আমরা তোমাদেরকে জমিনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, যেন আমরা দেখতে পাই যে, তোমরা কি রকম আমল করো। (সূরা ইউনুস)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (١٢) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُولٰٓئِكَ الْأَحْزَابُ (١٣) - (ص)

(১২-১৩) এদের পূর্বে নূহের জাতি, আদ, স্তম্ভধারী ফিরাউন, সামূদ, লূতের জাতি এবং আইকাবাসী অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। আসলে এরাই তো ছিল বিরাট বাহিনী।

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْأَوَّلِيْنَ (٦) وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٧) فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ (٨) - (الزّخرف)

(৬) পূর্বেকার জাতিগুলোর কাছেও আমরা বারে বারে নবী পাঠিয়েছি। (৭) এমন কখনো হয়নি যে, কোনো নবী তাদের কাছে এসেছে আর তারা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। (৮) তাদের মধ্যে যারা অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল, তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্বেকার জাতিসমূহের উদাহরণ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। (সূরা যুখরুফ)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّأَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ (١٢) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ ۚ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ (٣٦) إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ (٣٧) - (ق)

(১২) এদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আসহাবুর রাস এবং সামুদ। (৩৬) আমরা এদের পূর্বেও বহু সংখ্যক জাতিকে ধ্বংস করেছি যারা তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল, আর দুনিয়ার দেশসমূহকে তারা লুটপাট ও দলিত-মথিত করেছিল। চিন্তা করো, তারা কি কোনো আশ্রয়স্থান লাভ করতে পেরেছিল ? (৩৭) এই ইতিহাসের ঘটনায় অত্যন্ত শিক্ষামূলক সবক রয়েছে এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যার হৃদয় আছে কিংবা যে খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে। (সূরা ক্বাফ)

لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ ۚ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ - (يوسف : ١١١)

অতীত কালের লোকদের এই কিস্সা-কাহিনীতে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য বহু শিক্ষাই নিহিত রয়েছে। কুরআনে এই যেসব কথা বলা হচ্ছে, এগুলো কোনো মনগড়া কথাবার্তা নয়, বরং যেসব কিতাব এর পূর্বে এসেছে, সেগুলোরই সত্যতার ঘোষণা এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আর ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (সূরা ইউসূফ ঃ ১১১)

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٧) وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ (٨) - (الانبياء)

(৭) আর হে মুহাম্মদ! তোমার পূর্বেও আমরা মানুষকেই রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম যাদের প্রতি আমরা ওহী পাঠাতাম। তোমরা যদি না-ই জানো তাহলে আহলি কিতাব লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখো। (৮) সে রাসূলগণকে আমরা এমন কোনো দেহ-অবয়ব দেইনি যে, তারা খেতো না আর তারা চিরঞ্জীবও ছিল না। (সূরা আম্বিয়া)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - (البقرة : ٢٨٥)

রাসূল সে হেদায়েত (পথ-নির্দেশ)-কেই বিশ্বাস করেছে, যা তার পরওয়ারদিগারের নিকট হতে তার প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা এ রাসূলের প্রতি ঈমানদার তারাও সে হেদায়েতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহ্, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এই ঃ আমরা আল্লাহ্র রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা তোমারই নিকট গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৮৫)

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ۗ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

সে কখনো তোমাদেরকে এই কথা বলবে না যে, ফেরেশতা অথবা পয়গাম্বরদেরকেই নিজেদের উপাস্য বানিয়ে লও। তোমরা যখন মুসলিম, তখন একজন নবী তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবে, তা কি সম্ভব ? (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮০)

مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ۗ سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا (٣٨) الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا (٣٩) - (الاحزاب)

(৩৮) নবীর জন্য এমন কাজে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, যা আল্লাহ্ তার জন্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেসব নবী অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্র এ সুন্নাত চলে এসেছে। আর আল্লাহ্র হুকুম তো একটা অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে থাকে। (৩৯) (এ হচ্ছে আল্লাহ্র সুন্নাত তাদের জন্য) যারা আল্লাহ্র পয়গামসমূহ পৌঁছিয়ে থাকে ও তাঁকেই ভয় করে এবং এক আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাউকেও ভয় করে না। আর হিসেব নেয়ার জন্য কেবল আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আরাফ)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ -

সে ব্যক্তির তুলনায় বড় জালিম আর কে হবে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা বলে যে, আমার প্রতি অহী নাযিল হয়েছে অথচ প্রকৃতপক্ষে তার ওপর কোনো অহীই নাযিল করা হয়নি অথবা আল্লাহ্‌র নাযিল-করা জিনিসের মুকাবিলায় বলে যে, আমিও এরূপ জিনিস নাযিল করে দেখাব ? হায়! তুমি যদি জালিমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যুর যাতনায় হাবুডুবু খেতে থাকে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকে ঃ দাও, বের করো তোমাদের জান-প্রাণ; আজ তোমাদেরকে সেসব কথার শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনার আযাব দেয়া হবে, যা তোমরা আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ রূপে বকছিলে এবং তাঁর আয়াতের মুকাবিলায় অহংকার ও বিদ্রোহ দেখাচ্ছিলে। (সূরা আন'আম ঃ ৯৩)

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ج فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهٖ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ - (النور : ٦٣)

হে মুসলমানগণ! রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের আহ্বানের মতো মনে করো না। আল্লাহ সে লোকদেরকে খুব ভালোভাবেই জানেন যারা তোমাদের মধ্য থেকে পরস্পরের আড়াল নিয়ে চুপে চুপে সরে পড়ে। রাসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত, তারা যেন কোনো ফিতনায় জড়িয়ে না পড়ে, কিংবা তাদের ওপর মর্মন্তুদ আযাব না আসে।

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ أُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ق خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ، وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (٥٠) تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ، ذٰلِكَ أَدْنٰٓى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ، وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ، وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا (٥١) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ، وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا (٥٢) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّآ أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ إِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ إِنٰهُ وَلٰكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ، إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ز وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ، ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ أَنْ تَنْكِحُوْٓا أَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ أَبَدًا ، إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا (٥٣) - (الاحزاب)

(৫০) হে নবী! আমরা তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি তোমার সে স্ত্রীদেরকে, যাদের মহরানা তুমি আদায় করে দিয়েছ, সে মহিলাদেরকেও (হালাল করেছি), যারা আল্লাহ্‌র দেয়া দাসীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাভুক্ত হবে, তোমার সে চাচাতো, ফুফাতো ও মামাতো ভগ্নিদেরকেও (হালাল করেছি), যারা তোমার সাথে হিজরত করে এসেছে এবং সে মুমিন নারীও (হালাল) যে নিজে নিজেকে নবীর জন্য হেবা করেছে, যদি নবী তাকে বিবাহ করতে চায়। এ সুবিধা দান খালেসভাবে তোমারই জন্য, অন্য ঈমানদার লোকদের জন্য নয়। আমরা জানি, সাধারণ মুমিন লোকদের জন্য তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে কি সব বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছি। (তোমাকে এ বিধি-নিষেধ হতে আমরা এজন্য ঊর্ধ্বে রেখেছি) যেন তোমার পক্ষে কোনো সংকীর্ণতার অসুবিধা না থাকে আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৫১) তোমাকে এই ইখতিয়ার দেয়া যাচ্ছে যে, তোমার স্ত্রীদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখো, যাকে চাও নিজের সঙ্গে রাখো আর যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখার পর নিজের কাছে এনে রাখো। এ ব্যাপারে তোমার কোনোই দোষ নেই। এভাবে অধিকতর আশা করা যায় যে, তাদের চোখ শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত হবে না। আর যা কিছু তুমি তাদেরকে দেবে, তাতেই তারা সকলে সন্তুষ্ট থাকবে। আল্লাহ্ জানেন যা কিছু তোমাদের অন্তরে রয়েছে আর আল্লাহ্ অতীব জ্ঞানী ও অতিশয় ধৈর্যশীল। (৫২) এদের পরে তোমার জন্য অপর মহিলারা হালাল নয়, আর এদের স্থানে অপর স্ত্রী গ্রহণ করারও অনুমতি নেই— তাদের রূপ-সৌন্দর্য তোমার যতই মনোপুত হোক না কেন। অবশ্য দাসীদের ব্যবহার করার অনুমতি তোমার জন্য রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। (৫৩) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নবীর ঘরে বিনানুমতিতে ঢুকে পড়ো না, আর এসে খাওয়ার সময়ের অপেক্ষায়ও বসে থেকোনা। তবে তোমাদেরকে যদি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়, তবে অবশ্যই আসবে। কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে সাথে সাথে সরে পড়ো। কথায় মশগুল হয়ে বসে না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে লজ্জা বোধ করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছ থেকে যদি তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হয় তবে পর্দার আড়াল হতে চেয়ে পাঠাও। তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এ-ই উত্তম পন্থা। তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেয়া কিছুতেই জায়েয হতে পারেনা, আর না তার অবর্তমানে তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের পক্ষে জায়েয হতে পারে। বস্তুত এটি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতি বড় গুনাহ।

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا (٨) لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۚ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا (٩) إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۚ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ أَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا (١٠) - (الفتح)

(৮) হে নবী! আমরা তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি, (৯) যেন হে লোকেরা, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁকে সমর্থন ও শক্তি দাও, তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দাও। আর সকাল ও সন্ধ্যা তাঁর তসবীহ করতে থাকো। (১০) হে নবী! যেসব লোক তোমার কাছে বায়'আত করছিল তারা আসলে আল্লাহ্‌র কাছে বায়'আত করছিল। তাদের হাতের ওপর আল্লাহ্‌র হাত ছিল। এক্ষণে যে ব্যক্তি এ প্রতিশ্রুতি

ভংগ করবে তার প্রতিশ্রুতি ভংগের কুফল তার নিজেরই সত্তার ওপর পড়বে এবং যে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে— যা সে আল্লাহ্‌র সাথে করেছে, আল্লাহ খুব শীঘ্রই তাকে বড় শুভ ফল দান করবেন। (সূরা ফাতাহ)

## ৪. তাওরাতের নবীগণ (দ্রঃ ইয়াহুদ)

## ৫. তাওরাতে উল্লেখ করা হয়নি এমন নবীগণ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ
مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٩) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۚ تُرِيدُونَ أَنْ
تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (١٠) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (١١) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (١٢) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ
فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (١٣) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ
خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٤) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥)- (ابرهيم)

(৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিসমূহের অবস্থার বিবরণ পৌঁছায়নি, —নূহের জাতি, আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তী কালের বহু সংখ্যক জাতি, যাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না ? তাদের নবী-রাসূলগণ যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট কথা ও প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে এল, তখন তারা নিজেদের মুখে হাত চেপে ধরল এবং বললঃ "যে পয়গামসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না আর তোমরা যে জিনিসের দাওয়াত আমাদেরকে দিচ্ছ, সে সম্পর্কে আমরা বড়ই কুণ্ঠাপূর্ণ সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছি।" (১০) তাদের নবী-রাসূলগণ বলল ঃ "আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কি সন্দেহ্ আছে— যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা ? তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করার এবং তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার উদ্দেশ্যে।" তারা জবাব দিল ঃ "তোমরা তো আমাদের মতো লোক ছাড়া আর কিছুই নও। বাপ-দাদার সময় থেকে যাদের বন্দেগী চলে আসছে তোমরা আমাদেরকে সে সব সত্তাদের বন্দেগী থেকে বিরত রাখতে চাও। আচ্ছা, তবে কোনো সুস্পষ্ট সনদ নিয়ে এস।"(১১) তাদের নবী-রাসূলগণ তাদেরকে বলল ঃ "বাস্তবিকই আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান, ধন্য করেন। আর তোমাদের জন্য কোনো সনদ এনে দেব আমাদের এরূপ ক্ষমতা বা

ইখতিয়ার নেই। সনদ তো আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে আসতে পারে। আল্লাহ্‌রই ওপর ঈমানদার লোকদের ভরসা করা কর্তব্য। (১২) আমরা আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা করব না কেন, যখন আমাদের জীবনের পথে তিনিই আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন ? তোমরা আমাদেরকে যেসব কষ্ট ও পীড়ন দাও, সে জন্য আমরা ধৈর্য অবলম্বন করব আর যারা ভরসা করে, তাদের কেবল আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা করা উচিত।"(১৩) শেষ পর্যন্ত অমান্যকারীরা তাদের নবী-রাসূলগণকে বলল ঃ "হয় তোমাদেরকে আমাদের ধর্মমতে ফিরে আসতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেব।" তখন তাদের রব্ব তাদের প্রতি ওহী পাঠালেন ঃ "আমরা এই জালিমদেরকে ধ্বংস করে দেব। (১৪) আর তাদের পরে তোমাদেরকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত করব। এটি একটি পুরস্কার তার জন্য, যে আমার কাছে তার জবাবদিহি করার ভয় করে এবং আমার আযাবের ভয়ে শংকিত হয়।" (১৫) তারা চূড়ান্ত ফয়সালা চেয়েছিল। (এভাবেই তাদের ফয়সালা হলো) আর প্রত্যেক দুর্নীতিপরায়ণ অত্যাচারী ও সত্যের দুশমন ব্যর্থ হয়ে গেল। (সূরা ইবরাহীম)

## ৬. হযরত শোয়াইব (আ)

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٨٥) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ
بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (٨٦) وَإِن
كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ
خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٧) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ
مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (٨٨) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي
مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ
شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (٨٩)
وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ (٩٠) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٩١) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا
هُمُ الْخَاسِرِينَ (٩٣) فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ
عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ (٩٣)- (الاعراف)

(৮৫) আর মাদিয়ানবাসীর প্রতি আমরা তাদের ভাই 'শোআইব'কে পাঠিয়েছি। সে বলল ঃ হে জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কেউ ইলাহ্ নেই।

তোমাদের কাছে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌঁছেছে। অতএব ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ মাত্রায় করো, লোকদেরকে তাদের পণ্যদ্রব্যে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিও না এবং জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, যখন এর সংশোধন ও সংস্কার সম্পূর্ণ হয়েছে। এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা বাস্তবিকই মুমিন হয়ে থাকো। (৮৬) আর (জীবনের) প্রতি পথে ডাকাত হয়ে বস না যে, লোকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে ও ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রাখতে থাকবে এবং সহজ-সরল পথকে বাঁকা করবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে। পরে আল্লাহ তোমাদেরকে সংখ্যায় বিপুল করে দিয়েছেন। তোমরা চক্ষু খুলে দেখো, দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে! (৮৭) তোমাদের মধ্যে কিছু লোক যদি সে শিক্ষার প্রতি— যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি— ঈমান আনে আর অপর কিছু লোক ঈমান না-ই আনে, তবে ধৈর্য সহকারে লক্ষ্য করতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মাঝে কোনো ফয়সালা করে দেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী। (৮৮) সে লোকদের সরদার-মাতব্বরগণ— যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে নিমগ্ন ছিল— তাকে বললঃ "হে শোআইব! আমরা তোমাকে ও তোমার প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে এই জনপদ থেকে বহিষ্কার করে দেব; অন্যথায় তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে।" শোআইব জবাব দিল ঃ "আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে আনা হবে, আমরা যদি রাজি না-ও হই তবুও ? (৮৯) আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হব যদি তোমাদের মিল্লাতে ফিরে আসি, যখন আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে মুক্তিদান করেছেন। আমাদের পক্ষে তো এর দিকে ফিরে আসা এখন কিছুতেই সম্ভব নয়, তবে আমাদের রব্ব আল্লাহই যদি এরূপ চান (সে ভিন্ন কথা)। আমাদের আল্লাহ্‌র জ্ঞান সর্বব্যাপক, তাঁরই ওপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়েছি। হে আল্লাহ! আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মাঝে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দাও আর তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।" (৯০) তার জাতির সরদারগণ— যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল— পরস্পরে বলল ঃ তোমরা যদি শোআইবের অনুসরণ করো, তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। (৯১) কিন্তু হলো এই যে, একটি প্রচণ্ড বিপদ এসে তাদেরকে আঘাত হানল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৯২) যারা শোআইবকে অমান্য করল তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, যেন তারা এই ঘরসমূহে কোনো দিনই বসবাস করেনি; শোআইবকে অমান্যকারী লোকেরাই শেষ পর্যন্ত বরবাদ হয়ে গেল। (৯৩) আর শোআইব একথা বলে তাদের লোকালয় থেকে বের হয়ে গেল যে, হে জাতির লোকেরা! আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি, তোমাদের কল্যাণ-কামনার হক আদায় করেছি। এখন সেই লোকদের জন্য কেন আফসোস করব যারা সত্য দ্বীন কবুল করতেই অস্বীকার করে।

(সূরা আরাফ)

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (٨٤) وَيَٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥) بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (٨٦) قَالُوا يَٰشُعَيْبُ أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا

يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِیْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِیْمُ الرَّشِیْدُ (٨٧) قَالَ یٰقَوْمِ اَرَءَیْتُمْ
اِنْ كُنْتُ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَرَزَقَنِیْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَاۤ اُرِیْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰی مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ
اُرِیْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِیْقِیْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَیْهِ اُنِیْبُ (٨٨) وَیٰقَوْمِ
لَا یَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِیْۤ اَنْ یُّصِیْبَكُمْ مِّثْلُ مَاۤ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ
بِبَعِیْدٍ (٨٩) وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَیْهِ ؕ اِنَّ رَبِّیْ رَحِیْمٌ وَّدُوْدٌ (٩٠) قَالُوْا یٰشُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِیْرًا
مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْنَا ضَعِیْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ؗ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَیْنَا بِعَزِیْزٍ (٩١) قَالَ یٰقَوْمِ
اَرَهْطِیْۤ اَعَزُّ عَلَیْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِیًّا ؕ اِنَّ رَبِّیْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِیْطٌ (٩٢) وَیٰقَوْمِ
اعْمَلُوْا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنِّیْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ یَّاْتِیْهِ عَذَابٌ یُّخْزِیْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْۤا
اِنِّیْ مَعَكُمْ رَقِیْبٌ (٩٣) وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّیْنَا شُعَیْبًا وَّالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَاَخَذَتِ الَّذِیْنَ
ظَلَمُوا الصَّیْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِیْ دِیَارِهِمْ جٰثِمِیْنَ (٩٤) كَاَنْ لَّمْ یَغْنَوْا فِیْهَا ؕ ......(٩٥) - (هود)

(৮৪) আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে আমরা তাদের ভাই শোআইবকে পাঠালাম। সে বললঃ “হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মা'বুদ নেই। আর ওজন ও পরিমাপে কমতি করো না। আজ আমি তোমাদেরকে ভালো অবস্থায়ই দেখছি। কিন্তু আমার ভয় হয়, কাল তোমাদের ওপর এমন দিন আসবে, যার আযাব তোমাদের সকলকে ঘিরে ধরবে। (৮৫) আর হে আমার জাতির ভাইয়েরা! ঠিক ঠিক ইনসাফ সহকারে পূর্ণ ওজন ও পরিমাপ করো। আর লোকদের জিনিসে কোনোরূপ ঘাটতির সৃষ্টি করো না এবং জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িওনা। (৮৬) আল্লাহ্‌র দেয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো, যদি তোমরা মুমিন হও। আর আমি তো কোনো অবস্থায়ই তোমাদের ওপর সংরক্ষণকারী নই।” (৮৭) তারা জবাব দিল ঃ “হে শোআইব! তোমার নামায কি তোমাকে একথাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা এসব উপাস্যদের পরিত্যাগ করব, যাদের পূজা-উপাসনা আমাদের বাপ-দাদারা করত ? অথবা এই যে, আমাদের ইচ্ছামত ধন-সম্পদে হস্তক্ষেপ করার ইখতিয়ার থাকবে না ? শুধু তুমিই তো একজন বড় আত্মার ও সৎ ব্যক্তি থেকে গেলে!” (৮৮) শোআইব বলল ঃ “ভাইসব! তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখো, আমি যদি আমার মা'বুদের কাছ থেকে এক সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর তারপরও তিনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন (তাহলে অতঃপর তোমাদের গুমরাহী ও হারামখুরীর কাজে আমি তোমাদের সঙ্গে শরীক হই কি করে ?) আমি কিছুতেই চাইনা যে, যেসব কথা থেকে আমি তোমাদেরকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি, তা আমি নিজেই অবলম্বন করি। আমি তো সংশোধন করতে চাই, যতখানি আমার সাধ্যে কুলায়। আর এই যাকিছু আমি করতে চাই, এর সব কিছুই আল্লাহ্‌র তওফীকের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরই ওপর আমার ভরসা এবং আমি সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (৮৯) আর হে আমার জাতির ভাইয়েরা! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের হঠকারিতা যেন এতদূর গিয়ে না পৌছায় যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের ওপরও

সে আযাবই এসে পৌঁছে, যা নূহ, হূদ বা সালেহ'র জাতির ওপরও এসেছিল আর লূত-এর জাতি তো তোমাদের চেয়ে খুব বেশি একটা দূরেও নয়। (৯০) শোনো, তোমারা আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকেই ফিরে এস। নিঃসন্দেহে আমার রব্ব বড়ই দয়াবান এবং আপন সৃষ্টির প্রতি অতীব ভালোবাসা পোষণকারী।" (৯১) তারা জবাব দিল ঃ "হে শোআইব, তোমার অনেক কথাই আমরা বুঝে উঠতে পারি না। আর আমরা দেখছি যে, তুমি আমাদের মধ্যে একজন দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তি। তোমার সাথে বংশগত ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক যদি না থাকত, তবে আমরা কবে তোমাকে পাথর নিক্ষেপে খতম করে দিতাম। তোমার শক্তি-ক্ষমতা তো এতখানি নয় যে, আমাদের ওপর খুব প্রবল হতে পার। (৯২) শোআইব বলল ঃ "ভাইসব! আমার বংশগত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কি তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র চাইতেও প্রবল যে, তোমরা (আমার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ককে তো ভয় করছ, অথচ) আল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে পিছনে ফেলে রাখলে ? মনে রেখো তোমরা যা কিছু করছ, তা আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে মোটেই মুক্ত নয়। (৯৩) হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা নিজেদের পন্থায় কাজ করতে থাকো আর আমি আমার পথে কাজ করতে থাকি। খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর লাঞ্ছনার আযাব আসছে আর কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা করো আর আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় রইলাম।" (৯৪) শেষ পর্যন্ত যখন আমাদের ফয়সালার সময় এসে গেল, তখন আমরা আমাদের রহমত দ্বারা শোআইব ও তার সঙ্গী মুমিনদেরকে রক্ষা করলাম। আর যারা জুলুম করছিল তাদেরকে এমন এক প্রচণ্ড ধ্বনি এসে পাকড়াও করল যে, তারা নিজেদের বসতির স্থানে নির্জীব নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল; (৯৫) মনে হচ্ছিল যেন তারা সেখানে কোনো দিন বসবাসই করেনি ......। (সূরা হুদ)

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ (١٧٦) اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ (١٧٧) اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (١٧٩) وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٨٠) اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ (١٨١) وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (١٨٣) وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ (١٨٤) قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ (١٨٥) وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ (١٨٦) فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (١٨٧) قَالَ رَبِّىْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٨٨) فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (١٨٩) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٩٠) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (١٩١) (الشعرآء)

(১৭৬) আইকাবাসী রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। (১৭৭) স্মরণ করো, যখন শু'আইব তাদেরকে বলেছিল ঃ "তোমরা কি ভয় করো না ? (১৭৮) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত (আমানতদার) রাসূল। (১৭৯) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো। (১৮০) আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিকের দাবিদার নই। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র জিম্মায় রয়েছে। (১৮১) তোমরা ওজনের পাত্র

পুরোপুরি ভরে দিও, কাউকেও মাপে কম দিও না। (১৮২-১৮৩) সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করো, লোকদেরকে তাদের মাল কম দিও না। তোমরা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না। (১৮৪) আর সে সত্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এবং বিগত বংশধরদেরকে পয়দা করেছেন।" (১৮৫-১৮৬) তারা বলল ঃ "তুমি তো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্র এবং আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নও। আর আমরা তো তোমাকে নিছক একজন মিথ্যাবাদী মনে করি। (১৮৭) তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের ওপর আকাশমণ্ডলের একটি টুকরা নিক্ষেপ করো।" (১৮৮) শু'আইব বলল ঃ 'আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক জানেন, তোমরা যাকিছু করছ।' (১৮৯) তারা তাকে অমান্য করল। শেষ পর্যন্ত ছাতাওয়ালা দিনের আযাব তাদের ওপর এসে পড়ল। আর তা ছিল খুবই ভয়াবহ দিনের আযাব। (১৯০) নিশ্চয়ই এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এদের অধিকাংশই মানতে প্রস্তুত নয়। (১৯১) আর প্রকৃত কথা এই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক মহাপরাক্রমশালীও এবং দয়াবানও। (সূরা শু'আরা)

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣٦) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٣٧) - (العنكبوت)

(৩৬) আর মাদইয়ানে আমরা পাঠিয়েছি তাদের ভাই শু'আইবকে। সে বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো এবং শেষ দিনের প্রত্যাশী হও আর জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে বাড়াবাড়ি করে বেড়িও না।"(৩৭) কিন্তু সে লোকেরা তাকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল। শেষ পর্যন্ত এক ভয়াবহ ভূমিকম্প তাদেরকে গ্রাস করল এবং তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (সূরা আনকাবুত)

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَكَرَ شُعَيْبًا قَالَ ذَاكَ خَطِيْبُ الْاَنْبِيَاءِ .

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) শুয়াইব (আ) নাম উল্লেখকালে তাঁকে নবীদের মধ্যে বাগ্মী (খাতীবুল আম্বিয়া) বলে আখ্যায়িত করতেন। (আল বিদায়া ১ম খণ্ড)

قَالَ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مَدْيَنَ وَاَصْحَابَ الْاَيْكَةِ اُمَّتَانِ بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِمَا شُعَيْبًا النَّبِيَّ .

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত "নিশ্চয় মাদয়ান এবং আসহাবুল আয়কা দুটি সম্প্রায়। আল্লাহ তা'আলা শুয়াইবকে তাদের জন্য নবী করে পাঠিয়েছিলেন।

(আল বিদয়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড)

## ৭. হযরত যুলকিফল (আ)

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ - (ص:٣٨)

আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুলকিফ্ল-এর কথা স্মরণ করো। এরা সকলেই নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সূরা সোয়াদ)

## ৮. হযরত ইদরিস (আ)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا (٥٦) وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا (٥٧) - (مريم)

(৫৬) ইদ্‌রীসের কথাও বর্ণনা করো এ কিতাবে। সে এক সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং নবী ছিল। (৫৭) আর আমরা তাকে উচ্চতর স্থানে উন্নীত করেছিলাম। (সূরা মারইয়াম)

وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ (٨٥) وَأَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِّنَ
الصّٰلِحِيْنَ (٨٦) - (الانبياء)

(৮৫) আর এ নিয়ামতই (আমরা) ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফ্‌লকে দিয়েছি। এরা ধৈর্যশীল লোক ছিল (৮৬) আর তাদেরকে আমরা স্বীয় রহমতের মধ্যে শামিল করে নিলাম। কেননা তারা নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সূরা আম্বিয়া)

## ৯. হযরত হূদ (আ)

وَإِلٰى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ (٦٥) قَالَ الْمَلَأُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ إِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٦٦) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ
سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٦٧) أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ (٦٨)
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۗ وَاذْكُرُوْٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ
نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٦٩) قَالُوْٓا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ
وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٧٠) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ
رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۗ أَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ
فَانْتَظِرُوْٓا إِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ (٧١) فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ (٧٢)- (الاعراف)

(৬৫) এবং 'আদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই 'হূদ'কে পাঠিয়েছি। সে বলল ঃ হে জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ ইলাহ্‌ নেই। এখন তোমরা কি ভুল পথে চলা হতে বিরত হবে না ? (৬৬) তার জাতির সরদার-মাতব্বরগণ— যারা তাঁর দাওয়াত মানতে অস্বীকার করেছিল— জবাবে বললঃ "আমরা তো তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত মনে করি। আর আমাদের ধারণা এই যে, তুমি মিথ্যাবাদী।" (৬৭) সে বলল ঃ হে জাতির লোকেরা! আমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত নই, বরং আমি সারে-জাহানের মলিক— আল্লাহ্‌র রাসূল। (৬৮) আমি তোমাদের কাছে আমার আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছিয়ে দেই। আমি তোমাদের এমন কল্যাণকামীও, যার ওপর নির্ভর করা যায়। (৬৯) তোমরা কি এই জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়েছ যে, তোমাদের কাছে স্বয়ং তোমাদেরই স্বজাতির এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালকের 'স্মারক' এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করবে। ভুলে যেও না, তোমাদের রব্ব নূহের সময়কালীন লোকদের পরে তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে খুবই স্বাস্থ্যবান বানিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্‌র

কুদরতের কীর্তিকলাপ স্মরণে রেখো। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (৭০) তারা জবাব দিল ঃ "তুমি আমাদের কাছে কি এ জন্য এসেছ যে, আমরা কেবল আল্লাহ্‌রই দাসত্ব করব আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের বন্দেগী করে এসেছে, তাদেরকে পরিহার করব ? আচ্ছা, তাহলে নিয়ে এস সে আযাব, যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও।" (৭১) সে বললঃ "তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর অভিসম্পাৎ তোমাদের ওপর পড়েছে এবং তাঁর অসন্তোষ ও ক্রোধ নেমে এসেছে, তোমরা কি আমার সাথে সে নামগুলোর কারণে ঝগড়া করছ, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে নিয়েছ ? এবং যেগুলোর সমর্থনে আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেননি ? আচ্ছা, তবে তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো আর আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকলাম।" (৭২) শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অনুগ্রহের সাহায্যে 'হূদ' এবং তার সঙ্গী-সাথীদের বাঁচালাম এবং সে লোকদের মূলোৎপাটন করে দিলাম, যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে এবং যারা ঈমানদার ছিল না।

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (٥٠) يَٰقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥١) وَيَٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (٥٢) قَالُوا يَٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٣) إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٥٤) مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ (٥٥) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥٦) فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٥٧) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٨) وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥٩) وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (٦٠)- (هود)

(৫০) আর আদজাতির কাছে আমরা তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। সে বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছ। (৫১) হে আমার জাতির লোকেরা, আমি এই কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো তার যিম্মায়, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি জ্ঞান-বুদ্ধি আদৌ কাজে লাগাবে না। (৫২) হে আমার জাতির লোকেরা! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও; অতঃপর তার দিকেই ফিরে এস। তিনি তোমাদের জন্য আকাশের দুয়ার খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তি-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করে দেবেন। তোমরা অপরাধীদের মতো মুখ ফিরিয়ে থেকো না।"

(৫৩) তারা জবাব দিল ঃ "হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য নিয়ে আসনি। তোমার কথায় আমরা আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করতে পারি না আর আসলে তোমার প্রতি আমরা ঈমানদার হওয়ার নই। (৫৪) আমরা তো মনে করি যে, তোমার ওপর আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কারো 'অভিশাপ' পড়েছে।" হূদ বলল ঃ "আমি আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য পেশ করছি। আর তোমরাও সাক্ষী থাকো, তোমরা এই যে আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক বানিয়ে নিয়েছ, আমি এ থেকে মুক্ত। (৫৫) তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করণীয়, তাতে কোনোরূপ ত্রুটি করো না আর আমাকে এতটুকু অবকাশও দিও না। (৫৬) আমার ভরসা তো আল্লাহ্‌র ওপর, যিনি আমারও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আর তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। কোনো জীব এমন নেই, যার মস্তক তার মুষ্ঠিতে নিবদ্ধ নয়। নিঃসন্দেহে আমার রব্ব সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (৫৭) তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে থাকো, তবে থাকতে পার। যে পয়গামসহ আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা আমি পৌছিয়ে দিয়েছি। এখন আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাদের স্থলে অপর লোকদেরকে দাঁড় করাবেন। আর তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নিশ্চিতই সব কিছুর সংক্ষণকারী।" (৫৮) অতঃপর যখন আমাদের ফরমান এসে পৌছল, তখন আমরা আমাদের রহমতের সাহায্যে হূদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে নাজাত দান করলাম এবং এক কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচালাম। (৫৯) এই হলো আ'দ (জাতি)। আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর আয়াতকে তারা অমান্য করল, তাঁর নবী-রাসূলগণের কথাও তারা অমান্য করল আর সত্য দ্বীনের প্রত্যেক প্রবল পরাক্রান্ত দুশমনকে তারা অনুসরণ করল। (৬০) শেষ পর্যন্ত এই দুনিয়ায়ও তাদের ওপর অভিসম্পাত হলো আর কেয়ামতের দিনও। শোনো! আ'দ তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুকে অস্বীকার করল। শোনো, দূরে নিক্ষেপ করা হলো আ'দ— হূদ-এর জাতির লোকদেরকে। (সূরা হূদ)

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِيْنَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُوْدٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ (١٢٤) إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ (١٢٥) فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ (١٢٦) وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٢٧) أَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ (١٣٠) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ (١٣١) وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ (١٣٣) وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ (١٣٤) إِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (١٣٥) قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ (١٣٦) إِنْ هٰذَآ إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِيْنَ (١٣٧) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ (١٣٨) فَكَذَّبُوْهُ فَأَهْلَكْنٰهُمْ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٣٩) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (١٤٠) – (الشعراء)

(১২৪) স্মরণ করো, যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললঃ "তোমরা কি ভয় করো না? (১২৫) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত (আমানতদার) রাসূল। (১২৬) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (১২৭) আমি এ কাজে তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক পেতে চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো রাব্বুল আলামীনের জিম্মায়

রয়েছে। (১২৮) তোমাদের এ কি অবস্থা, প্রতিটি উচ্চ স্থানেই যে অনর্থক স্মৃতি চিহ্নরূপ ইমারত নির্মাণ করছ! (১২৯) আর বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরদিনই এখানে থাকবে! (১৩০) আর যখন কাউকেও পাকড়াও করো তখন অত্যাচারী হয়েই পাকড়াও করো। (১৩১) অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো। (১৩২) ভয় করো তাকে যিনি তোমাদেরকে সে সব কিছুই দিয়েছেন, যা তোমরা জানো (১৩৩-৩৪) তিনি তোমাদেরকে জন্তু-জানোয়ার ও সন্তান-সান্ততি দিয়েছেন আর দিয়েছেন বাগ-বাগিচা, ঝর্ণা-প্রস্রবণ। (১৩৫) তোমাদের ব্যাপারে আমি এক বিরাট দিনের আযাবের ভয় করছি। (১৩৬) তারা জবাব দিল ঃ "তুমি নসীহত করো আর না-ই করো, আমাদের জন্য এসবই সমান। (১৩৭) এসব ব্যাপার তো এমনিভাবেই ঘটে আসছে। (১৩৮) আর আমরা আযাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার লোক নই।" (১৩৯) শেষ পর্যন্ত তারা তার ওপর মিথ্যা আরোপ করল এবং আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। (১৪০) আর সত্য কথা এই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক প্রবল পরাক্রমশালী এবং অতিশয় দয়াশীলও। (সূরা শু'আরা)

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ؕ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ؕ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٢١) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٢) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ۫ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٣) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ لا قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ؕ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ؕ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (٢٥) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ز فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٢٦)- (الاحقاف)

(২১) এই লোকদেরকে 'আদ-এর ভাই (হুদ)-এর কাহিনী খানিকটা শুনাও। সে আহকাফ-এ স্বীয় জাতির লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক করেছিল— এ ধরনের সাবধান ও সতর্ককারী লোক এর পূর্বেও এসেছিল এবং এর পরও এসেছে— যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা বোধ করছি।' (২২) লোকেরা বলল ঃ তুমি কি আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে আমাদের উপাস্যদের প্রতি বিদ্রোহী ও উদ্ধত বানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এসেছ ? ঠিক আছে, তুমি যদি বাস্তবিকই সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তুমি তোমার সেই আযাবটাই নিয়ে এস যার কথা বলে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ। (২৩) সে বলল, এই বিষয়ের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই রয়েছে! আমাকে যে পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমি তোমাদের কাছে শুধু সে পয়গামই পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা মূর্খতাব্যঞ্জক আচরণ করছ। (২৪) পরে তারা যখন সেই

আযাবকে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল তখন বলতে লাগল ঃ এটি মেঘপুঞ্জ, এ আমাদেরকে পরিসিক্ত করে দেবে। —না, বরং এটি সেই জিনিস যার জন্য তোমরা খুব তাড়াহুড়া করছিলে। এটি ঘূর্ণিবাতাসের ঝঞ্ঝা-তুফান। এর মধ্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব এগিয়ে আসছে। (২৫) তা এর সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্দেশে প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তাদের বসবাসের স্থানটুকু ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বস্তুত এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে কর্মফল দিয়ে থাকি। (২৬) তাদেরকে আমরা এমন কিছু দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। তাদেরকে আমরা কান, চোখ ও হৃদয়-মন সবকিছুই দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের সে কান কোনো কাজে আসেনি, চোখও না, হৃদয়-মনও না। কেননা তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ আমান্য করছিল। তারা সে জিনিসেরই পরিবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গেল, যার ঠাট্টা-বিদ্রূপ তারা করছিল। (সূরা আহক্বাফ)

مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ هُوْدٌ وَصَالِحٌ وَشُعَيْبٌ وَنَبِيُّكَ يَا اَبَاذَرٍّ –

**সহীহ্ ইবনে হিব্বানে হযরত আবূ যার (রা) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে নবী ও রাসূলগণের বর্ণনার এক স্থানে নবী করীম (স) বলেছেন ঃ (আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত) নবী-রাসূলগণের মধ্যে চারজন আরব ছিলেন ঃ হযরত হূদ, হযরত সালিহ্, হযরত শুয়াইব এবং তোমার নবী, হে আবু যার"।**
**(ইবনে কাসির কাসালুল আম্বিয়া, পৃ. ৯৫)**

## ১০. হযরত সালেহ (আ)

وَإِلٰى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْٓ أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (٧٣) وَاذْكُرُوْٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٧٤) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قَالُوْٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ (٧٥) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا إِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ (٧٦) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (٧٨) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ (٧٩) – (الاعراف)

(৭৩) এবং সামুদ জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছি। সে বলল ঃ হে জাতির ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কেউ ইলাহ্ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌছেছে। এটা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শনস্বরূপ। অতএব একে ছেড়ে দাও— আল্লাহ্‌র জমিনে চেরে বেড়াবে; কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করো না, অন্যথায় এক কঠিন

পীড়াদায়ক আযাব তোমাদের গ্রাস করবে। (৭৪) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আল্লাহ 'আদ' জাতির পরে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন এবং পৃথিবীতে তোমাদের এই মর্যাদা দিয়েছেন যে, আজ তোমরা এর সমতল ভূমির ওপর সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করছ ও এর পর্বত-গাত্র খোদাই করে বাড়ি-ঘর বানাচ্ছ। অতএব তাঁর কুদরতের কীর্তিগুলো সম্পর্কে গাফিল হয়ো না এবং দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করো না। (৭৫) তার জাতির সরদার-মাতব্বরগণ— যারা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব করেছিল— দুর্বল শ্রেণীর ঈমানদার লোকদেরকে বলল ঃ "তোমরা কি সত্যি করে জানো যে, সালেহ্ তার রব্ব-এর প্রেরিত নবী" ? তারা জবাবে বলল ঃ "নিশ্চয়ই, যে পয়গামসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা মানি— বিশ্বাস করি।" (৭৬) এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার লোকেরা বলল ঃ "তোমরা যা মেনে নিয়েছ, আমরা তা অস্বীকার করি— অমান্য করি।" (৭৭) অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলল বং পূর্ণ ঔদ্ধত্যের সাথে তাদের রব্ব-এর স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধতা করে চলল। আর সালেহকে বলে দিল ঃ "নিয়ে এস সে আযাব, যার ধমক তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, যদি তুমি সত্যিই একজন রাসূল হয়ে থাকো।" (৭৮) শেষ পর্যন্ত একটি প্রলয়ংকরী বিপদ এসে তাদেরকে গ্রাস করল এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে উল্টিয়ে পড়ে রইল। (৭৯) আর সালেহ একথা বলে তাদের জনপদ হতে বের হয়ে গেল যে, "হে আমার জাতির লোকেরা! আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আমি তোমাদের বহু কল্যাণই চেয়েছি; কিন্তু আমি কি করব, তোমাদের কল্যাণকামীকেই তোমরা পছন্দ করো না।" (সূরা আরাফ)

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (٦١) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٦٢) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (٦٣) وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (٦٥) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (٦٦) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٦٧) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ (٦٨)– (هود)

(৬১) আর সামুদজাতির নিকট আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। সে বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে জমিন হতে পয়দা করেছেন আর এখানেই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এস। নিঃসন্দেহে আমার রব্ব অতীব নিকটে আর তিনি দো'আ-প্রার্থনার জবাবদাতা। (৬২) তারা বলল ঃ "হে সালেহ! পূর্বে তুমি আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার সাথে অনেক আশা-আকাংখাই

জড়িত ছিল। তুমি কি আমাদেরকে সেসব উপস্যের পূজা-উপাসনা হতে বিরত রাখতে চাও, যাদের পূজা-উপাসনা আমাদের বাপ-দাদারা করত ? তুমি আমাদেরকে যে দিকে ডাকছ, সে সম্পর্কে আমাদের মনে বড়ই সন্দেহ রয়েছে; যা আমাদেরকে বড়ই দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। (৬৩) সালেহ বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা কি একটুও ভেবে দেখেছ যে, আমার কাছে যদি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর তরফ থেকে এক সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান থাকে এবং অতঃপর তিনি তাঁর রহমত দানেও আমাকে ধন্য করে থাকেন আর এরপর যদি আমি তাঁর নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে আমাকে কে বাঁচাবে ? আমাকে আরও ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করা ছাড়া তোমরা আমার কোন কাজে আসবে ? (৬৪) আর হে আমার জাতির লোকেরা! লক্ষ্য করো, আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহ্‌র জমিনে বিচরণ করার জন্য নির্বাধে ছেড়ে দাও। এর পথে বাধার সৃষ্টি করো না। অন্যথায় তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র আযাব আসতে খুব দেরী লাগবে না।" (৬৫) কিন্তু তারা উষ্ট্রীটিকে বধ করল। এই জন্য সালেহ তাদেরকে সর্তক করে দিল। বলল ঃ "ব্যস, অতঃপর মাত্র তিনটি দিন (তোমরা) নিজেদের ঘরে বসবাস করে নাও। এটি এমন একটি মেয়াদ, যা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।" (৬৬) শেষ পর্যন্ত যখন আমাদের ফায়সালার সময় উপস্থিত হলো, তখন আমার রহমত দ্বারা সালেহকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সে দিনের লাঞ্ছনা হতে তাদেরকে বাঁচালাম। নিঃসন্দেহে তোমার রব্বই আসলে শক্তিমান ও প্রবল। (৬৭) আর যারা জুলুম করেছিল, এক প্রচণ্ড শব্দ তাদেরকে আঘাত হানল এবং তারা নিজেদের বসতিতে এমনভাবে নিস্পন্দ ও নির্জীব হয়ে পড়ে রইল, (৬৮) মনে হলো যেন তারা সেখানে কোনো দিনই বসবাস করেনি। শোনো! সামুদ তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর সাথে কুফরী করেছে। আরো শোনো! দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে সামুদ জাতিকে। (সূরা হূদ)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ (١٤١) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ (١٤٢) إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ (١٤٣) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ (١٤٤) وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ج إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٤٥) أَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ (١٤٦) فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ (١٤٧) وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ (١٤٨) وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ (١٤٩) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ (١٥٠) وَلَا تُطِيْعُوْٓا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ (١٥١) الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ (١٥٢) قَالُوْٓا إِنَّمَآ أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ (١٥٣) مَآ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ج فَأْتِ بِاٰيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (١٥٤) قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ (١٥٥) وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (١٥٦) فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ (١٥٧) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (١٥٩)-(الشعرآء)

(১৪১) সামূদ জাতি নবী-রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল। (১৪২) স্মরণ করো, যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল ঃ "তোমরা কি ভয় করো না। (১৪৩) আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত (আমানতদার) রাসূল। (১৪৪) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয়

করো ও আমার আনুগত্য করো। (১৪৫) আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোনোরূপ পারিশ্রমিক চাইনা। আমার পারিশ্রমিক রাব্বুল আলামীনের যিম্মায় রয়েছে। (১৪৬) তোমাদেরকে কি এখানে যা কিছু আছে, সে সব জিনিসের মধ্যে এমনিই নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়া হবে ? (১৪৭) —এসব বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারায়, (১৪৮)এসব ক্ষেত-খামার ও রসাল ছড়াবিশিষ্ট খেজুর বাগানে ? (১৪৯) তোমরা পাহাড় খোদাই করে অহংকারবশে তাতে ইমারত নির্মাণ করো। (১৫০) এরূপ অবস্থায় তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (১৫১) আর সে লাগামহীন লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করো না, (১৫২) যারা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোনোরূপ সংস্কার-সংশোধন করে না।" (১৫৩) তারা জবাব দিল ঃ "তুমি তো নিছক একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি; (১৫৪) তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর তো কিছুই নও। কোনো নিদর্শন নিয়ে এস, যদি তুমি সত্য হয়ে থাকো।" (১৫৫) সালেহ বলল ঃ "এ উষ্ট্রীটি থাকল, একদিন এর পানি পান করার জন্য নির্দিষ্ট আর একদিন তোমাদের সকলের পানি নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট। (১৫৬) একে তোমরা কখনো উত্যক্ত করো না। অন্যথায় এক মহা দিবসের আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।" (১৫৭) কিন্তু তারা এর পায়ের রগ কেটে দিল। ফলত তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলো। (১৫৮) অতপর তাদের ওপর আযাব নেমে এল। নিশ্চিতই তাতে একটি নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। (১৫৯) আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক মহা পরাক্রমশালী এবং পরম দয়াবানও। (সূরা শু'আরা)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ (٤٥) قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ
تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٤٦) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ
وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ (٤٧) وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ
فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ (٤٨) قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ
اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (٤٩) وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (٥٠) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٥١) فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً ۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ
يَّعْلَمُوْنَ (٥٢) وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (٥٣)- (النمل)

(৪৫) এবং সামূদের প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহকে (এ পয়গামসহ) পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো, তখন সহসাই তারা দু'টি কলহমুখর দলে পরিণত হয়ে গেল। (৪৬) সালেহ বললঃ "হে আমার জাতির লোকেরা, ভালো ও কল্যাণের পূর্বে মন্দ ও অকল্যাণের জন্য কেন এত তাড়াহুড়া করছ ? আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও না কেন ? হয়তো তোমাদের প্রতি করুণা করা হবে।" (৪৭) তারা বলল ঃ "আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে অশুভ লক্ষণ স্বরূপ পেয়েছি।" সালেহ্ জবাব দিল ঃ "তোমাদের শুভ-অশুভ লক্ষণের মূল সূত্র তো আল্লাহ্‌র কাছে রক্ষিত। আসল কথা এই যে, তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে।"(৪৮) সে শহরে নয়জন দলপতি ছিল; তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং কোনোরূপ সংশোধনমূলক কাজ করত না। (৪৯) তারা পরস্পর বলল ঃ "আল্লাহ্‌র নামে 'কসম' করে শপথ করো যে, আমরা সালেহ ও তার পরিবারের লোকদের ওপর রাতের বেলায় আক্রমণ চালাব এবং তারপর তার

দায়িত্বশীলকে বলে দেব যে, আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় অকুস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। আমরা নিশ্চয়ই সত্য কথা বলেছি।" (৫০) তারা তো এই চক্রান্ত করল, তারপর আমরাও একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোনো খবরই তাদের ছিল না। (৫১) এখন দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হলো! আমরা ধ্বংস করে দিলাম তাদেরকে এবং তাদের গোটা জাতিকে। (৫২) ঐ দেখ, তাদের ঘরগুলো তাদের জুলুমের প্রতিফল হিসেবে শূণ্য পড়ে রয়েছে। এতে একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা ইল্‌মের অধিকারী (৫৩) আর বাঁচিয়ে দিলাম আমরা সেই লোকদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী হতে বিরত থাকত। (সূরা নমল)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ (٢٣) فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ (٢٤) ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ (٢٥) سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ (٢٦) اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٢٧) وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ (٢٨) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ (٢٩) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ (٣٠) اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ (٣١) - (القمر)

(২৩) সামূদ (জাতি) সাবধান বাণী ও হুশিয়ারীসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে (২৪) এবং বলেছে ঃ যে ব্যক্তি আমাদেরই মধ্যকার একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, আমরা কি এখন তারই পেছনে চলতে শুরু করব ? তার অনুসরণ করতে শুরু করলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, আমরাই বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছি এবং আমাদের বিবেক-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে গেছে। (২৫) আমাদের মধ্যে শুধু এই এক ব্যক্তিই কি এমন ছিল যার প্রতি আল্লাহ্‌র বিধান নাযিল করা হয়েছে ? না, বরং এ ব্যক্তিই বড় মিথ্যাবাদী ও স্বতঃ বিভ্রান্ত। (২৬) (আমরা আমাদের নবীকে বললাম ঃ) শীঘ্রই এরা জানতে পারবে, কে বড় মিথ্যাবাদী ও স্বতঃ বিভ্রান্ত! (২৭) আমরা উষ্ট্রীকে তাদের জন্য 'একটা বড় বিপদের কারণ' বানিয়ে পাঠাচ্ছি। এখন খানিকটা ধৈর্য সহকারে দেখো ও লক্ষ্য করো যে, এ লোকদের কি পরিণামটা হয়। (২৮) এ লোকদেরকে জানিয়ে— সতর্ক করে দাও যে, পানি এদের ও উষ্ট্রীর মধ্যে বণ্টিত হবে এবং প্রত্যেকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণে পানি পান করতে আসবে। (২৯) শেষ পর্যন্ত সেই লোকেরা নিজেদের লোককে ডাকল, সে এই কাজের দায়িত্ব লইল এবং উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলল। (৩০) এরপর দেখো আমার আযাব কত ভয়ানক ছিল এবং আমার হুঁশিয়ার ছিল কত ভয়াবহ! (৩১) আমরা তাদের ওপর শুধু একটি মাত্র প্রচণ্ড ধ্বনি ছেড়েছি, ফলে তারা খোঁয়াড় মালিকদের নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল-পালার মতোই ভূষি হয়ে গেল। (সূরা ক্বামার)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَآ (١١) اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا (١٣) فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۙ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا - (الشمس)

(১১) সামূদ জাতি নিজের সীমালঙ্ঘনের ভিত্তিতে অমান্য করল। (১২) সে জাতির সর্বাপেক্ষা দুষ্ট পাষাণ-হৃদয় ও হতভাগ্য ব্যক্তি যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, (১৩) তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে বলল ঃ সাবধান! আল্লাহ্‌র উষ্ট্রীকে (স্পর্শ করো না) এবং তাকে পানি পান করতে

(বাধা দান করো না)। (১৪) কিন্তু সে লোকেরা তার কথাকে অগ্রাহ্য করল এবং উষ্ট্রীকে মেরে ফেলল। শেষ পর্যন্ত তাদের গুনাহের দরুন তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু তাদের ওপর এক ভয়ঙ্কর বিপদ চাপিয়ে দিয়ে সকলকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেললেন। (সূরা শামস)

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رض اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّاسَ نَزَلُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْضَ ثَمُوْدَ الْحِجْرِ وَاسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَاعْتَجَنُوْا بِهِ فَاَمَرَ هُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُهْرِيقُوْا مَااسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَاَنْ يَعْلِفُوْا الْاِبِلَ الْعَجِيْنَ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِىْ كَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ - تَابَعَهُ اُسَامَةُ عَنْ نَافِعٍ -

ইবরাহীম ইবনে মুনযির (র) তিনি আনাস বিন ইয়াজ থেকে তিনি উবাইদুল্লাহ থেকে তিনি নাফে থেকে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে সামুদ জাতির আবাসস্থল 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলেন আর তখন তারা এর কূপের পানি মশক ভরে রাখলেন এবং এ পানি দ্বারা আটা গুলে নিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে হুকুম দিলেন, তারা ঐ কূপ থেকে যে পানি ভরে রেখেছেন, তা যেন ফেলে দেয় আর পানিতে গোলা আটা যেন উটগুলোকে খাওয়ায় আর তিনি তাদের হুকুম করলেন তারা যেন ঐ কূপ থেকে মশক ভরে নেয় যেখান থেকে [সালিহ (আ)] এর ইউনীটটি পানি পান করত। উসামা (রহ) নাফি (রহ) থেকে হাদীস বর্ণনায় উবায়দুল্লাহ (রহ)-এর অনুসরণ করেছেন। (বুখারী)

حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ .

মুহাম্মদ (রহ) তিনি আবদুল্লাহ থেকে তিনি মামার থেকে তিনি যুহরী থেকে তিনি বলেন ঃ আমাকে সালেম বিন আবদুল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ থেকে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (স) (তাবুকের পথে) যখন 'হিজর' নামক স্থান অতিক্রম করলেন, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন লোকদের আবাসস্থলে প্রবেশ করো না যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। তবে প্রবেশ করতে হলে, ক্রন্দনরত অবস্থায়, যেন তাদের প্রতি যে বিপদ এসেছিল তোমাদের প্রতি অনুরূপ বিপদ না আসে। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বাহনের ওপর বসা অবস্থায় নিজ চাদর দিয়ে চেহারা মোবারক ঢেকে নিলেন। (বুখারী)

## ১১. হযরত আ'দ (আ)

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ (١٨) اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ (١٩) تَنْزِعُ النَّاسَ لا كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ (٢٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ (٢١) (القمر)

(১৮) আ'দ জাতি মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। তাদের প্রতি আমার আযাবটা কি রকম ছিল এবং কি রকম ছিল আমার সাবধান ও সতর্কবাণী, তা লক্ষ্য করো। (১৯) আমরা এক প্রলম্বিত অশুভ দিনে প্রবল ঝড়ো বাতাস তাদের ওপর প্রেরণ করলাম; (২০) তা লোকদেরকে ওপরে উঠিয়ে এমনভাবে নিক্ষেপ করছিল, যেন সে মূল হতে উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড। (২১) অতএব লক্ষ্য করো, কি রকমের ছিল আমার আযাব আর কত তীব্র ছিল আমার সাবধান ও সতর্কবাণী। (সূরা ক্বামার)

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَ اَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا (٣٨) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ز وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا (٣٩) - (الفرقان)

(৩৮) অনুরূপভাবে আদ, সামুদ ও 'রস্'বাসী এবং মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলোর বহুসংখ্যক লোককে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। (৩৯) তন্মধ্যে প্রত্যেককেই আমরা (পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের) দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছি আর শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করেছি।

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ - (العنكبوت : ٣٨)

আর আদ ও সামূদকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। তোমরা সে সব স্থান দেখেছ যেখানে তারা বসবাস করত। তাদের কার্যকলাপকে শয়তান তাদের জন্য চাক্‌চিক্যময় বানিয়ে দিয়েছিল এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রাখল— অথচ তারা ছিল জ্ঞানবুদ্ধি সচেতন।

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ (٤١) مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ (٤٢)

(৪১-৪২) আর (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) আ'দ জাতির ঘটনায়। আমরা যখন তাদের ওপর এমন একটা অকল্যাণময় বায়ু-প্রবাহ পাঠালাম, যা যে জিনিসের ওপর দিয়েই চলে গেছে, তাকেই ছিন্ন-ভিন্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ, জ্বরা-জীর্ণ করে দিয়েছে। (সূরা যারিয়াত)

وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) -(الفجر)

(১-২) শপথ ফজরের, দশ রাতের, (৬-৭) তুমি কি দেখোনি, তোমার রব্ব সুউচ্চ স্তম্ভ নির্মাণকারী আ'দে ইরাম গোত্রের সাথে কি ব্যবহারটা করেছেন, (সূরা ফজর)

وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اَفَلَا تَتَّقُوْنَ - (الاعرف : ٦٥)

এবং 'আদ' জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই 'হূদ'কে পাঠিয়েছি। সে বলল ঃ হে জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ ইলাহ্ নেই। এখন তোমরা কি ভুল পথে চলা হতে বিরত হবে না ? (সূরা আরাফ ঃ ৬৫)

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۵ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ط اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ - (التوبة : ٧٠)

এই লোকদের কাছে কি এদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌছায়নি ? নূহের লোকজন, আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সময়কার লোক, মাদইয়ানবাসী আর যেসব জনপদ উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের রাসূল তাদের কাছে স্পষ্টতর নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। অতঃপর এটা আল্লাহ্রই কাজ ছিল না যে, তিনি তাদের ওপর জুলুম করবেন; তারা নিজেরাই বরং নিজেদের ওপর জুলুমকারী হয়েছিল। (সূরা তওবা ঃ ৭০)

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ -

আর আদজাতির কাছে আমরা তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। সে বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কবুল করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছ। (সূরা হূদ ঃ ৫০)

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا۟ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَرَدُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فِىٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَقَالُوٓا۟ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ - (ابرٰهيم:٩)

তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিসমূহের অবস্থার বিবরণ পৌছায়নি, —নূহের জাতি, আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তী কালের বহু সংখ্যক জাতি, যাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না ? তাদের নবী-রাসূলগণ যখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট কথা ও প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে এল, তখন তারা নিজেদের মুখে হাত চেপে ধরল এবং বলল "যে পয়গামসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না আর তোমরা যে জিনিসের দাওয়াত আমাদেরকে দিচ্ছ, সে সম্পর্কে আমরা বড়ই কুণ্ঠাপূর্ণ সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছি।"

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ - (الحج : ٤٢)

হে নবী! তারা যদি তোমাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করে থাকে, তবে (এতে দুঃখ করার কিছু নেই) তাদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আদ, সামূদ মিথ্যা আরোপ করেছিল।

كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٢٦) وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ (١٢٧) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (١٣٠) فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٣١) وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ (١٣٣) وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ (١٣٤) إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٣٥) قَالُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَٰعِظِينَ (١٣٦) إِنْ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ (١٣٧) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (١٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٣٩) -

(১২৩) আদ জাতিও নবী-রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। (১২৪) স্মরণ করো, যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললঃ "তোমরা কি ভয় করো না? (১২৫) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত (আমানতদার) রাসূল। (১২৬) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (১২৭) আমি এ কাজে তোমাদের কাছ থেকে কোনো পারিশ্রমিক পেতে চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো রাব্বুল আলামীনের জিম্মায় রয়েছে। (১২৮) তোমাদের এ কি অবস্থা, প্রতিটি উচ্চ স্থানেই যে অনর্থক স্মৃতি চিহ্নরূপ ইমারত নির্মাণ করছ! (১২৯) আর বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরদিনই এখানে থাকবে! (১৩০) আর যখন কাউকেও পাকড়াও করো তখন অত্যাচারী হয়েই পাকড়াও করো। (১৩১) অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো। (১৩২) ভয় করো তাকে যিনি তোমাদেরকে সে সব কিছুই দিয়েছেন, যা তোমরা জানো (১৩৩-৩৪) তিনি তোমাদেরকে জন্তু-জানোয়ার ও সন্তান-সান্ততি দিয়েছেন আর দিয়েছেন বাগ-বাগিচা, ঝর্ণা-প্রস্রবণ। (১৩৫) তোমাদের ব্যাপারে আমি এক বিরাট দিনের আযাবের ভয় করছি। (১৩৬) তারা জবাব দিলো ঃ "তুমি নসীহত করো আর না-ই করো, আমাদের জন্য এসবই সমান। (১৩৭) এসব ব্যাপার তো এমনিভাবেই ঘটে আসছে। (১৩৮) আর আমরা আযাবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার লোক নই।" (১৩৯) শেষ পর্যন্ত তারা তার ওপর মিথ্যা আরোপ করল এবং আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। (সূরা শু'আরা)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ - (ص : ١٢)

এদের পূর্বে নূহের জাতি, আদ, স্তম্ভধারী ফিরাউন, অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে।(সূরা সোয়াদ-১২)

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ - (المؤمن : ٣١)

যেমন দিন এসেছিল নূহের জাতি এবং আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের ওপর। আর সত্য কথা এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর জুলুম করার কোনো ইচ্ছা পোষণ করেন না। (সূরা মুমিন ঃ ৩১)

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ (١٣) فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ (١٥) - (حم السجدة)

(১৩) এখন এ লোকেরা যদি মুখ ফিরিয়ে লয় তাহলে এদেরকে বলো ঃ আমি তোমাদেরকে তেমনি ধরনেরই অকস্মাৎ নেমে আসা আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যেমন আ'দ ও সামূদের ওপর নাযিল হয়েছিল। (১৫) আ'দ-এর অবস্থা ছিল এই যে, তারা পৃথিবীতে কোনো অধিকার ব্যতীতই নিজদেরকে বড় মনে করে বসেছিল এবং তারপর বলতে লাগল ঃ আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তারা কি এ কথা বুঝল না যে, যে আল্লাহ তাদেরকে পয়দা করেছে, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী?..... তারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকারই করতে থাকল। (সূরা হা-মীম-সেজদা)

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۚ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (٢١) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٢٢) قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ (٢٣) فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۚ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٢٤) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ (٢٥)- (الاحقاف)

(২১) এই লোকদেরকে 'আদ-এর ভাই (হূদ)-এর কাহিনী খানিকটা শুনাও। সে আহকাফ-এ স্বীয় জাতির লোকদেরকে সাবধান ও সতর্ক করেছিল— এ ধরনের সাবধান ও সতর্ককারী লোক এর পূর্বেও এসেছিল এবং এর পরও এসেছে— যে, 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা বোধ করছি।' (২২) লোকেরা বলল ঃ তুমি কি আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে আমাদের উপাস্যদের প্রতি বিদ্রোহী ও উদ্ধত বানিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এসেছ ?....ঠিক আছে, তুমি যদি বাস্তবিকই সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তুমি তোমার সেই আযাবটাই নিয়ে এসো যার কথা বলে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ। (২৩) সে বলল, এই বিষয়ের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্রই রয়েছে! আমাকে যে পয়গাম দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমি তোমাদের নিকট শুধু সে পয়গামই পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমরা মূর্খতাব্যঞ্জক আচরণ করছ। (২৪) পরে তারা যখন সেই আযাবকে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল তখন বলতে লাগল ঃ এটি মেঘপুঞ্জ, এ আমাদেরকে পরিসিক্ত করে দেবে। —না, বরং এটি সেই জিনিস যার জন্য তোমরা খুব তাড়াহুড়া করছিলে। এটি ঘূর্ণিবাতাসের ঝঞ্ঝা-তুফান। এর মধ্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব এগিয়ে আসছে। (২৫) তা এর সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্দেশে প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থা এই দাঁড়াল যে, তাদের বসবাসের স্থানটুকু ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বস্তুত এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে কর্মফল দিয়ে থাকি।

وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ - (قٓ : ١٣)

আ'দ, ফিরাউন ও লুত-এর ভাই। (সূরা ক্বাফ ঃ ১৩)

وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادًا ۨالْاُوْلٰى - (النجم : ٥٠)

আর এই যে, প্রথম আ'দকে তিনিই ধ্বংস করেছেন। (সূরা নাজম ঃ ৫০)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ (٤) وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (٧) - (الحاقة)

(৪) সামূদ ও আ'দ সেই আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য মহাবিপদকে অবিশ্বাস করেছে। (৬) আর আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝাবাত্যাকর আঘাতে। (৭) (আল্লাহ

তা'আলা) একে ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে যে, তারা ভূমিতে এমনভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে যেমন পুরাতন শুষ্ক খেজুর গাছের কাণ্ডসমূহ পড়ে থাকে। (সূরা হাক্কাহ)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُمْ اتَّخَذُوْا صَنَماً يُقَالُ لَهُ صَمُوْدًا وَصَنَماً يُقَالُ لَهُ الْهَتَارَ فَبعثَ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ هُوْدًا وَكَانَ هُوْدٌ مِّنْ قَبِيْلَةٍ يُقَالُ لَهَا الْخُلُوْدُ وَكَانَ مِنْ اَوْسَطِهِمْ نَسَبًا وَ اَصْبَحَهُمْ وَجْهًا وَكَانَ فِىْ مِثْلِ اَجْسَادِهِمْ اَبْيَضُ بَادِىٌّ الْعَنْفَقَةِ طَوِيْلٌ اللِّحْيَةِ فَدَعَاهُمْ اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ وَ اَمَرَهُمْ اَنْ يُوَحِّدُوْهُ وَ اَنْ يَكُفُّوْا عَنْ ظَلَمَ النَّاسِ فَاَبَوْا ذٰلِكَ وَكَذَّبُوْهُ وَقَالُوْا . (مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদ জাতি 'সামূদ' ও 'আল-হাতার' নামক দু'টি মূর্তির পূজা করতে শুরু করে। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের কাছে হযরত হুদ (আ)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি খালূদ গোত্রের সন্তান ছিলেন। তিনি বংশের দিক হতে অভিজাত এবং সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর শরীরের রং সাদা, চিবুক চুলপূর্ণ, দাড়ি লম্বা ছিল। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র এবাদত করার ও তাঁকে একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে মানার জন্য বলেন এবং মানুষের ওপর অত্যাচার করা হতে বিরত থাকতে বলেন। কিন্তু তারা হযরত হুদ (আ)-কে মিথ্যুক বলে আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কি আছে। (সহীহ ইবনে হিব্বান)

## ১২. তুফান (প্লাবন)

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ص وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ

(الانعام: ٦)

তারা কি দেখে না যে, তাদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকেই ধ্বংস করেছি, যারা নিজ নিজ সময়ে অতিশয় প্রভাবশালী ছিল। আমরা তাদেরকে জমিনের বুকে এতদূর প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করেছিলাম, যা তোমাদেরকে দান করিনি; তাদের প্রতি আকাশ থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করিয়েছি, তাদের নিম্নভূমি হতে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি, (কিন্তু তারা যখন নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, তখন) শেষ পর্যন্ত তাদের গুনাহের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের স্থলে পরবর্তী পর্যায়ের জাতিসমূহকে অভিষিক্ত করলাম। (সূরা আনআম ঃ ৬)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ج اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ (٣٧) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ قف وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ط قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ (٣٨) فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لا مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ (٣٩) حَتّٰى

إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٤٠) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (٤١) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَنَادٰى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ (٤٢) قَالَ سَاٰوِيْ إِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ (٤٣) وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَيٰسَمَاءُ أَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٤٤) وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ أَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ (٤٥) قَالَ يٰنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِّيْ أَعِظُكَ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٤٦) قَالَ رَبِّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۚ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ (٤٧) قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيْمٌ (٤٨) - (هود)

(৩৭) বরং আমাদের তত্ত্বাবধানে ও আমাদের ওহী অনুসারে একখানি নৌকা তৈরীর কাজ শুরু করো। আর মনে রেখো, যারা জুলুম করেছে তাদের অনুকূলে তুমি আমাদের কাছে কোনো সুপারিশ করবেনা। এরা সকলেই এখন নিমজ্জিত হবে। (৩৮) নূহ কিশতী নির্মাণ করছিল আর তার জনগণের সর্দারগণের মধ্যে যে-ই এর কাছ দিয়ে যাতায়াত করছিল, সে-ই এর ওপর বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করছিল। সে বলল ঃ "তোমরা যদি আমাদেরকে বিদ্রূপ করো তাহলে আমরাও তোমাদেরকে বিদ্রূপ করব। (৩৯) খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার প্রতি অপমানকর আযাব আসে আর কার ওপর আসে স্থায়ী আযাব।" (৪০) এভাবে যখন আমাদের আদেশ এলো আর সে চুলাটা উথলিয়ে উঠল তখন আমরা বললাম ঃ "প্রত্যেক ধরনের জন্তু-জানোয়ার এক-এক জোড়া নৌকায় তুলে নেও। তোমার পরিবারের লোকদেরকেও— অবশ্য তাদের ছাড়া যাদেরকে পূর্বেই চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে— এতে তুলে নেও। আর সে লোকদেরকেও এতে বসাও যারা ঈমান এনেছে।" তবে নূহের সাথে ঈমান এনেছে এমন লোকের সংখ্যা ছিল খুবই স্বল্প। (৪১) নূহ বলল ঃ "তোমরা এতে চড়ে বসো; আল্লাহ্র নামেই এটা গতিমান হবে, এবং স্থিতি লাভ করবে। আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (৪২) কিশতী এই লোকদের নিয়ে চলছিল আর একটি একটি ঢেউ পাহাড়ের সমান হয়ে আসছিল। নূহের পুত্র দূরবর্তী স্থানে দঁড়িয়েছিল। নূহ ডেকে বলল ঃ "হে আমার পুত্র, আমাদের সঙ্গে আরোহন করো, কাফেরদের সঙ্গে থেকো না।" (৪৩) সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো ঃ "আমি এখনি একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসব তা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।" নূহ বলল ঃ "আজ কোনো জিনিসই আল্লাহ্র হুকুম হতে রক্ষা করতে পারবে না; তবে আল্লাহ কারো প্রতি রহম করলে অন্য কথা।" ইতোমধ্যে একটি ঢেউ উভয়ের মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়াল আর সে-ও নিমজ্জিতদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (৪৪) নির্দেশ হলো ঃ "হে জমিন তোমার সব পানি গিলে ফেলো আর হে আকাশ থেমে যাও। অতঃপর পানি জমিনে বিলিন হয়ে গেল; ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেল। কিশতী জুদী পর্বতগাত্রে এসে ভিড়ল, অতঃপর

বলে দেয়া হলো যে, জালিম লোকেরা দূর হয়ে গেল! (৪৫) নূহ তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ডাকল অতপর বলল ঃ "হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমারই ঘরের লোকদের একজন। ওদিকে তোমার ওয়াদাও সত্য। আর তুমি সব বিচারক অপেক্ষা বড় ও উত্তম বিচারক।" (৪৬) জবাবে বলা হলো ঃ "হে নূহ! সে তোমার ঘরের লোকদের একজন নয়। সে তো এক বিকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রতীক। কাজেই তুমি সে বিষয়ে আমার কাছে দরখাস্ত করো না, যার মূল ব্যাপার তোমার অজানা। আমি তোমাকে নসীহত করি, নিজেকে জাহিলদের মতো বানিও না।" (৪৭) নূহ সঙ্গে সঙ্গে আরয করলো ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! যে বিষয় আমার জানা নেই, সে বিষয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করা হতে আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো ও দয়া না করো, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাবো।" (৪৮) নির্দেশ হলো ঃ "হে নূহ নেমে পড়ো। আমাদের কাছ থেকে শান্তি ও বরকত তোমার প্রতি আর সে লোকদের প্রতি, যারা তোমার সঙ্গে রয়েছে। আর কিছু লোক এমন আছে, যাদেরকে আমরা কিছুকাল জীবন-সামগ্রী দান করব। অতঃপর তাদের ওপর আমাদের কাছ থেকে মর্মান্তিক আযাব আসবে।" (সূরা হুদ)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَّازْدُجِرَ (٩) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (١٠) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ (١١) وَّفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢) وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤) - (القمر)

(৯) ইতিপূর্বে নূহের জাতিগোষ্ঠীও মিথ্যা আরোপ করেছে। তারা আমাদের বান্দাহকে অসত্য মনে করে নিয়েছিল আর বলেছিল, এ তো দিগভ্রান্ত— পাগল! তদুপরি সে তীব্রভাবে তিরস্কৃত ও উপেক্ষিতও হয়েছে। (১০) শেষ পর্যন্ত সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ডেকেছে এই বলে ঃ "আমি পরাভূত ও বিজিত হয়েছি, এখন তুমিই এদের ওপর প্রতিশোধ লও।" (১১) তখন আমরা আকাশের দুয়ারসমূহ খুলে দিয়ে মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১২) এবং জমিন দীর্ণ করে ঝর্ণাধারায় পরিণত করে দিয়েছি। আর এ সমস্ত পানিই সেই কাজটি পূর্ণ করার কাজে লেগে গেল, যা পূর্ব হতে সুনির্দিষ্ট হয়েছিল। (১৩) আর নূহকে আমরা কাষ্ঠফলক ও লৌহপেরেক সম্বলিত বাহনের ওপর সওয়ার করে দিলাম (১৪) যা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন চলছিল। এ ছিল সে ব্যক্তির নিমিত্ত প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার, অমান্য ও উপেক্ষা করা হয়েছিল। (সূরা ক্বামার)

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (١١) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا أُذُنٌ وَّاعِيَةٌ (١٢) - الحاقة)

(১১) পানির উচ্ছ্বসিত স্রোত যখন সীমালংঘন করে গেল তখন আমরা তোমাদেরকে নৌকায় আরোহী বানিয়ে দিয়েছিলাম (১২) যেন এ ঘটনাটিকে তোমাদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ স্মারক বানিয়ে দেই এবং স্মরণ-বাহক কান এর স্মৃতিকে সংরক্ষিত করে রাখে। (সূরা হাক্কাহ)

## ১৩. ফেরাউন

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۚ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَّبِيلًا (١٦) (المزمل)

(১৫) তোমাদের কাছে আমরা তেমনিভাবে একজন রাসূলকে তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যদাতা বানিয়ে পাঠিয়েছি, যেমন করে আমরা ফিরাউনের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম। (১৬) (পরে দেখো,) যখন ফিরাউন সেই রাসূলকে অমান্য করল, তখন আমরা তাকে শক্ত করে পাকড়াও করলাম। (সূরা মুয্যাম্মিল)

وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ - (البقرة : ٤٩)

স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা তোমাদেরকে ফিরাউনী বংশের দাসত্ব হতে মুক্তিদান করেছিলাম— তারা তোমাদেরকে কঠিন যাতনায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের যবেহ করত এবং কন্যা-সন্তানদের জীবিত রেখে দিত। বস্তুত এ অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের সম্মুখে এক কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল। (সূরা বাকারা ঃ ৪৯)

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - (اٰل عمرٰن : ١١)

তাদের পরিণতি সে রকম হবে, যা ফেরাউনের সঙ্গী-সাথী এবং তাদের পূর্ববর্তী নাফরমান লোকদের হয়েছে। তারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের জন্য ধরে ফেললেন। আর বাস্তবিকই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদানকারী।

كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٥٢) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ (٥٤)

(৫২) এ ব্যাপারটি তাদের সাথে তেমনিভাবে করা হয়েছে, যেমন করে ফিরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী অন্যান্য লোকদের সাথে ঘটে এসেছে। তা এই যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে আর আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (৫৪) ফিরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে যা কিছু ঘটেছে, তা সব এই মূলনীতি অনুযায়ীই ছিল। তারা তাদের রব্ব-এর আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে; তখন আমরা তাদের গুনাহের প্রতিফল হিসেবে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফিরাউনী বাহিনীকে ডুবিয়ে দিয়েছি। এরা সকলে জালিম লোক ছিল। (সূরা আনফাল)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَاۡئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ (٧٥) فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ (٧٦) قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۚ اَسِحْرٌ هٰذَا ۚ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ (٧٧) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا

الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (٧٨) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيمٍ (٧٩)
فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٨٠) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ
السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (٨١) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُجْرِمُونَ (٨٢) فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ۚ
وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (٨٣) وَقَالَ مُوسَىٰ يٰقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (٨٤) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ
(٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ (٨٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ
بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ
فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ
وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا
وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ(٨٩) وَجٰوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ
بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩٠) آلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٩١) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ
لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيٰتِنَا لَغٰفِلُونَ (٩٢) - (يونس)

(৭৫) অতঃপর আমরা মূসা ও হারুনকে আমাদের নিদর্শনাদি সঙ্গে দিয়ে ফিরাউন ও তার সমকালীন সরদার-মাতব্বর লোকদের প্রতি পাঠাই। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ করল। আর তারা তো ছিল অপরাধী জনগোষ্ঠী। (৭৬) অতএব আমাদের কাছ থেকে যখন প্রকৃত সত্য তাদের সামনে এল তখন তারা বলল, এ তো সুস্পষ্ট জাদু। (৭৭) মূসা বলল : তোমরা প্রকৃত সত্যকে এ সব কথা বলছ, অথচ তা তোমাদের সম্মুখে এসে পড়েছে। এ কি জাদু ? অথচ জাদুকররা কখনো কল্যাণ পেতে পারে না। (৭৮) তারা জবাবে বলল :"তোমরা কি এই জন্য এসেছ যে, তোমরা আমাদেরকে সে পথ ও পন্থা হতে ফিরিয়ে নেবে, যার ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি আর জমিনে তোমাদের দু'জনের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে যাবে ? তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে পারি না।" (৭৯) ফিরাউন (নিজের লোকদেরকে) বলল : প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকরকে আমার কাছে উপস্থিত করো। (৮০) জাদুকররা এসে পৌঁছল; তখন মূসা তাদেরকে বলল : "তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করার, তা নিক্ষেপ করো।" (৮১) পরে যখন তারা নিজেদের জাদু নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল : তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করেছ, তা জাদু। আল্লাহ এখনই একে ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদকারী লোকদের কাজকে আল্লাহ শোধরাতে দেন না। (৮২) আল্লাহ তার ফরমান দ্বারা হককে হক করে দেখিয়ে থাকেন; অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন। (৮৩) (অতঃপর

দেখো) মূসাকে তার জাতির লোকদের মধ্যে কয়েকজন যুবক ছাড়া কেউ মেনে নিলো না, ফিরাউনের ভয়ে এবং স্বয়ং নিজ জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের ভয় ছিল যে) ফিরাউন তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করবে। আর ব্যাপার এই যে, ফিরাউন দুনিয়ায় শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সে ছিল এমন লোকদের অন্যতম, যারা কোনো সীমাই মানতো না। (৮৪) মূসা তার জাতির লোকজনকে বলল ঃ হে লোকেরা! তোমরা যদি সত্যই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো, তাহলে তাঁরই ওপর ভরসা করো— যদি মুসলিম হয়ে থাকো (৮৫) তারা জবাব দিল, "আমরা আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা করেছি। হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে জালিম লোকদের জন্য ফিতনা বানিও না, (৮৬) এবং তোমার নিজের রহমত দ্বারা আমাদেরকে কাফের লোকদের কবল থেকে মুক্তিদান করো। (৮৭) আর আমরা মূসা ও তার ভাইকে ইশারা করলাম, মিশরে কয়েকখানা ঘর প্রস্তুত করো এবং নিজেদের এই ঘর কয়খানাকে কিবলা বানিয়ে লও। আর নামায কায়েম করো এবং ঈমানদার লোকদেরকে সুসংবাদ দাও। (৮৮) মূসা দো'আ করল ঃ "হে আমাদের খোদা! তুমি ফিরাউন ও তার সরদার লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনে চাকচিক্য ও ধন-মাল দিয়ে ধন্য করেছ। হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এটা কি এই জন্য যে, তারা লোকদেরকে তোমার পথ থেকে গুমরাহ করে অন্য দিকে নিয়ে যাবে ? হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এদের ধন-ঐশ্বর্য ধ্বংস করে দাও এবং তাদের মনের ওপর এমন 'মোহর' করে দাও, যেন তারা ঈমান আনতে না পারে— যতক্ষণ না পীড়াদায়ক আযাব দেখতে পায়। (৮৯) আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলল ঃ তোমাদের দু'জনেরই দো'আ কবুল করা হয়েছে। দৃঢ় মজবুত হয়ে থাকো এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না। (৯০) আর আমরা বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম! ঐদিকে ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার জন্য তাদের পিছনে ছুটে চলল; শেষ পর্যন্ত ফিরাউন যখন ডুবে যেতে লাগল, তখন বলে উঠল ঃ 'আমি মানছি যে, প্রকৃত ইলাহ তিনি ছাড়া আর কেহ নেই, যার প্রতি বনী ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে আর আমিও আনুগত্যের মস্তক নতকারীদের মধ্যে একজন। (৯১) (জবাব দেয়া হলো ঃ) "এখন ঈমান আনছ, অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে আর বিপর্যয়কারীদের একজন ছিলে। (৯২) এখন তো আমরা কেবল তোমার লাশকেই রক্ষা করব, যেন তুমি পরবর্তী বংশধরদের জন্য উপদেশ লাভের প্রতীক হয়ে থাকো। যদিও অনেক লোকই এমন, যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি চরম গাফিলতির আচরণ দেখাচ্ছে। (সূরা ইউনুস)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (٩٦) اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ (٩٧) يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ (٩٨) وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ (٩٩) - (هود)

(৯৬) আর মূসাকে আমরা নিজস্ব নিদর্শনাবলী ও নবুয়্যতের সুস্পষ্ট সনদ ও দলীলসহ (৯৭) ফিরাউন ও তার রাজন্যবর্গেকর কাছে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা ফিরাউনের হুকুমই মেনে নিলো। অথচ ফিরাউনের হুকুম সত্য-নির্ভর ছিল না। (৮৯) কেয়ামতের দিন সে নিজ জাতির লোকদের আগে-ভাগে থাকোবে এবং নিজের নেতৃত্বেই তাদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাবে। কতইনা নিকৃষ্ট স্থান এটা, যেখানে কেউ পৌছতে পারে! (৯৯) আর এদের ওপর দুনিয়ায়ও অভিশাপ পড়েছে আর কেয়ামতের দিনও পড়বে। কতইনা খারাপ পুরস্কার, যা কেউ লাভ করতে পারে!

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَ
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ - (ابرهيم : ٦)

স্মরণ করো, মূসা যখন তার জাতির লোকদেরকে বলল ঃ "আল্লাহ্র সে অনুগ্রহকে স্মরণে রেখো, যা তিনি তোমাদের প্রতি দান করেছেন। তিনি তোমাদেরকে ফিরাউনীদের কবল থেকে মুক্ত করেছেন, যারা তোমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে কষ্ট দিত, তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। এর মধ্যে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের জন্য বড় কঠিন পরীক্ষা নিহিত ছিল। (সূরা ইবরাহীম ঃ৬)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ
يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا - (بنى اسراءيل : ١٠١)

আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলাম, যা সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন তোমরা নিজেরাই বনী-ইসরাঈলের নিকট জিজ্ঞেস করে দেখো, যখন সেগুলো সম্মুখে এল, তখন ফিরাউন তো এ-ই বলেছিল যে, হে মূসা! আমি মনে করি যে, তুমি অবশ্যই একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০১)

اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٢٤) اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (٤٢) اذْهَبَا
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (٤٤) قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ
أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ (٤٥) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (٤٦) فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا
رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ
الْهُدَىٰ (٤٧) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (٤٨) قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ
(٤٩) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ (٥٠) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ (٥١) قَالَ
عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى (٥٢) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ
فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (٥٣) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ (٥٤) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ
(٥٥) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ (٥٦) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ
(٥٧) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى
(٥٨) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (٥٩) فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ
(٦٠) قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ

(٦١) فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى (٦٢) قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى (٦٣) فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ج وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى (٦٤) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى (٦٥) قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ج فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى (٦٦) فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى (٦٧) قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى (٦٨) وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ط اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ط وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى (٦٩) فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى (٧٠) قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ط اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ج فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ز وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى (٧١) قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ط اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (٧٢) اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى (٧٣) وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى لا اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى (٧٧) فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (٧٨) وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى (٧٩)

(২৪) এখন তুমি ফিরাউনের কাছে যাও। সে বড় অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।" (৪২) যাও, তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনগুলোসহ আর মনে রেখো, তোমরা দু'জনে আমার স্মরণে কোনোরূপ ত্রুটি করো না। (৪৩) তোমরা দু'জনেই ফিরাউনের কাছে যাও; কেননা সে অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে গেছে। (৪৪) তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে; সম্ভবত সে নসীহত কবুল করতে কিংবা ভয় পেতে পারে। (৪৫) উভয়েই নিবেদন করল ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, সে আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে কিংবা সীমালংঘনকারী আচরণ করবে।" (৪৬) বলল ঃ "ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, সবকিছুই শুনছি এবং দেখছি। (৪৭) যাও তার নিকট আর বলো যে, আমরা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রেরিত, বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না। আমরা তোমার কাছে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। শান্তি ও নিরাপত্তা তার জন্য যে সঠিক পথের অনুসরণ করে চলবে। (৪৮) আমাদেরকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য নির্দিষ্ট যে মিথ্যা আরোপ করবে ও মুখ ফিরিয়ে নেবে।" (৪৯) ফিরাউন বলল ঃ "আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দু'জনের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কে হে মূসা ?" (৫০) মূসা জবাব দিল ঃ "আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে মূল আকৃতি ও সৃষ্টি-কাঠামো দান করেছেন এবং তারপর তাকে পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন।" (৫১) ফিরাউন বলল ঃ "তাহলে পূর্বে যেসব বংশের লোক অতীত হয়ে গেছে, তাদের অবস্থা কি ছিল ?" (৫২) মূসা বলল ঃ সে সম্পর্কিত জ্ঞান আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে একটি গ্রন্থে সুরক্ষিত রয়েছে। আমার

সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক না বিভ্রান্ত হন, না ভুলে যান। (৫৩) —তিনিই, তোমাদের জন্য জমিনের বুকে শয্যা বিছিয়ে দিয়েছেন। এবং তাতে তোমাদের চলার পথ করে দিয়েছেন, উর্ধ্ব হতে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তারপর এর সাহায্যে আমরা নানাপ্রকার উদ্ভিদ উৎপাদন করেছি। (৫৪) খাও এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারকেও বিচরণ করাও। নিশ্চয়ই এতে বহুসংখ্যক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য। (৫৫) এ জমিন থেকেই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এর মধ্যে আমরা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো এবং এ থেকেই তোমাদেরকে পূনর্বার বের করব। (৫৬) আমরা ফিরাউনকে আমাদের সব নিদর্শনই দেখিয়েছি; কিন্তু সে মিথ্য আরোপ করেই চলল এবং মেনে নিলো না। (৫৭) বলতে লাগল ঃ "হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, তুমি তোমার জাদু-শক্তি বলে আমাদেরকে নিজেদের দেশ হতে বহিষ্কৃত করবে ? (৫৮) ঠিক আছে, আমরাও তোমার মুকাবিলায় অনুরূপ জাদু দেখাব। ঠিক করো, কখন এবং কোথায় এ মুকাবিলা হবে। না আমরা এ প্রস্তাব হতে ফিরে যাব, না তুমি ফিরে যাবে। খোলা ময়দানে সামনা-সামনি মুকাবিলায় এস।" (৫৯) মূসা বলল ঃ উৎসবের দিন স্থিরীকৃত হলো, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনতাও সমবেত হবে। (৬০) ফিরাউন ফিরে গিয়ে তার সমস্ত কলা-কৌশল একত্রিত করল এবং মুকাবিলার জন্য উপস্থিত হলো। (৬১) মূসা (প্রত্যক্ষ মুকাবিলার সময় প্রতিপক্ষের লোকদেরকে সম্বোধন করে) বলল, "হে ভাগ্যাহত লোকেরা! আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করো না। নতুবা তিনি এক কঠিন আযাব দ্বারা তোমাদের সর্বনাশ করে দেবেন। মিথ্যা যে-ই রচনা করবে, সে-ই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে যাবে।" (৬২) এ কথা শুনে তাদের মধ্যে মতোবিরোধ দেখা দিলো এবং তারা চুপি চুপি পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল। (৬৩) শেষ পর্যন্ত কিছু লোক বলল ঃ এ দু'জন তো নিছক জাদুকর। এদের উদ্দেশ্য এই যে, এরা নিজেদের জাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দেবে এবং তোমাদের আদর্শ জীবন পদ্ধতিকে ধ্বংস করে দেবে। (৬৪) তোমরা নিজেদের সমস্ত কলা-কৌশলকে আজ একত্রিত করে নাও এবং একত্রিত হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়। মনে রেখো, আজ যে প্রাধান্য বিস্তার করবে, জয় তারই হবে। (৬৫) জাদুকররা বলল ঃ "মূসা! তুমি আগে ছাড়বে, না আমরা অগ্রে নিক্ষেপ করব ?" (৬৬) সহসা তাদের রশিগুলো এবং তাদের লাঠিগুলো তাদের জাদুর জোরে দৌড়াচ্ছে বলে মূসার মনে হলো। (৬৭) এতে মূসার নিজের মনে ভয় হলো। (৬৮) আমরা বললাম ঃ "ভয় পেয়ো না, তুমিই জয়ী হবে। (৬৯) নিক্ষেপ করো যা কিছু তোমার হাতে আছে। তা এখনই তাদের বানোয়াট জিনিসগুলোকে গিলে ফেলবে। এরা যা কিছু বানিয়ে এনেছে, এতো জাদুকরের প্রতারণা। আর জাদুকর কখনো সফল হতে পারেনা— তা যত জাঁক-জমক করেই এসুক না কেন।" (৭০) শেষ পর্যন্ত এই হলো যে, সমস্ত জাদুকরকে সিজদায় নত করে দেয়া হলো। তারা চিৎকার করে বলে উঠল ঃ আমরা মেনে নিলাম মূসা ও হারুনের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে। (৭১) ফিরাউন বলল ঃ তোমরা ঈমান আনলে আমার অনুমতি দেয়ার আগেই ? বোঝা গেল, এরা তোমাদের গুরু, যারা তোমাদেরকে জাদুবিদ্যা শিখিয়েছে। ঠিক আছে, এখন আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক হতে কেটে দেবো এবং খেজুর গাছের ওপর তোমাদেরকে শুলে বসাব। এরপরই তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে কার শাস্তি তুলনায় বেশি কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী (অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বেশি শাস্তি দিতে পারি, না মূসা)। (৭২) জাদুকররা জবাব দিলো ঃ "কসম সে মহান সত্তার, যিনি আমাদেরকে পয়দা করেছেন। এটি হতেই পারেনা যে, আমরা উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার পরও (মহাসত্যের ওপর) তোমাকে

অগ্রাধিকার দেবো। তুমি যাকিছু করতে চাও, তা করো। তুমি বেশি কিছু করলেও শুধু এই দুনিয়ার জীবনেরই ফয়সালা করতে পারো। (৭৩) আমরা তো আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি আমাদের দোষ-ক্রটিগুলো ক্ষমা করে দেন আর এই জাদুগিরী–যা করতে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলে– মার্জনা করেন। আল্লাহ্ই উত্তম—কল্যাণময় এবং তিনিই চিরস্থায়ী।" (৭৭) আমরা মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম (এই বলে) যে, এখন রাতারাতি আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে চলতে শুরু করো এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য হতে শুষ্ক পথ বানিয়ে লও। পিছন হতে কেউ তোমাদের তালাশ করবে, সে আশংকা করো না আর (সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে কোনো) ভয়ও পেয়ো না। (৭৮) পিছন হতে ফিরাউন তার লোক-লস্কর নিয়ে পৌঁছল এবং তারপরই সমুদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেলো—যেমন করে ছেয়ে যাওয়া উচিত ছিল। (৭৯) ফিরাউন তার জাতির জনগণকে গুমরাহ-ই তো করেছিল, কোনো সঠিক ও নির্ভুল পথ-প্রদর্শন তো করেনিই। (সূরা ত্বোয়াহ)

وَإِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُوْنَ (١١) قَالَ رَبِّ إِنِّىْ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُوْنِ (١٢) وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَأَرْسِلْ إِلٰى هٰرُوْنَ (١٣) وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُوْنِ (١٤) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ (١٥) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا إِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٦) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ إِسْرَاءِيْلَ (١٧) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٢١) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْٓ إِسْرَاءِيْلَ (٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ أَلَا تَسْتَمِعُوْنَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ (٢٦) قَالَ إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ (٢٧) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ (٢٨) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِىْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ (٢٩) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ (٣٠) قَالَ فَأْتِ بِهٖٓ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٣١) فَأَلْقٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ (٣٢) وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ (٣٣) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهٗٓ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ (٣٤) يُّرِيْدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ق فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ (٣٥) قَالُوْٓا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ (٣٦) يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ (٣٧) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ (٣٨) وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ (٣٩) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ (٤٠) فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ (٤١) قَالَ

نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (٤٢) قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ (٤٣) فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ
وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ (٤٤) فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ
(٤٥) فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ (٤٦) قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٤٧) رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (٤٨)
قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۥ لَاُقَطِّعَنَّ
اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ (٤٩) قَالُوْا لَا ضَيْرَ ز اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ (٥٠)
اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٥١) وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْٓ
اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ (٥٢) فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَاۤئِنِ حٰشِرِيْنَ (٥٣) اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ (٥٤)
وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَاۤئِظُوْنَ (٥٥) وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ (٥٦) فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ (٥٧) وَّكُنُوْزٍ
وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ (٥٨) كَذٰلِكَ ۥ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ (٥٩) فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ (٦٠) فَلَمَّا تَرَاۤءَ الْجَمْعٰنِ
قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ (٦١) قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ (٦٢) فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى
اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۥ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ (٦٣) وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ (٦٤)
وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ (٦٥) ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ (٦٦) - (الشعراء)

(১০) (হে মুহাম্মদ! তাদেরকে সে সময়ের কাহিনী শুনাও) যখন তোমার সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালক মূসাকে ডাকলেন, "জালিম জাতির কাছে যাও (১১) —ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে— তারা কি ভয় করে না ?" (১২) সে আরয করল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমার ভয় হচ্ছে যে, সে আমাকে মিথ্যা ভেবে অমান্য করবে। (১৩) আমার অন্তর কুণ্ঠিত ও সংকুচিত হচ্ছে, আমার জিহ্বাও সঞ্চালিত হচ্ছে না। আপনি হারুনকে রিসালাত দান করুন। (১৪) আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের একটি গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। এ কারণে আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।" (১৫) তিনি বললেন ঃ "কক্ষনোও নয়, তোমরা দু'জনই যাও আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে, আমরা তোমাদের সাথে থেকে সব কিছু শুনতে থাকব। (১৬) অতএব, ফিরাউনের কাছে যাও এবং তাকে বলো ঃ আমাদেরকে রাব্বুল আলামীন এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে, (১৭) তুমি বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দেবে।" (১৮) ফিরাউন বলল ঃ "আমরা কি তোমাকে আমাদের ঘরে বাল্যাবস্থায় লালন-পালন করিনি। তুমি তোমার জীবনের ক'টি বছর আমাদের এখানে কাটিয়েছ। (১৯) তারপর তুমি যা করেছ তা তো করেছই, তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি।" (২০) মূসা জবাব দিলো ঃ "সে সময় আমি অজ্ঞতাবশত সে কাজ করেছিলাম। (২১) তারপর আমি তোমাদের ভয়ে পালিয়ে গেলাম। অতপর আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাকে 'হুকুম' দান করলেন এবং আমাকে নবী-রাসূলগণের মধ্যে শামিল করে নিলেন। (২২) আর তুমি আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের দোহাই দিয়েছ, এর নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছিলে।" (২৩) ফিরাউন জিজ্ঞেস করল ঃ "এই রাব্বুল আলামীনটা কে ?" (২৪) মূসা জবাব দিল ঃ "আসমান ও জমিনের

সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তিনি। আর সে সব জিনিসেরও তিনি সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, যাকিছু আসমান ও জমিনের মধ্যে রয়েছে,— যদি তোমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী হও।" (২৫) ফিরাউন তার চারপার্শ্বের লোকদেরকে বলল ঃ 'তোমরা শুনছ তো ?' (২৬) মূসা বলল ঃ "তিনি তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এবং তোমাদের সে বাপ-দাদাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যারা চলে গেছে।" (২৭) ফিরাউন (উপস্থিত লোকদেরকে) বলল ঃ তোমাদের নিকট প্রেরিত "তোমাদের এই রাসূল সাহেবকে একেবারেই পাগল বলে মনে হয়।" (২৮) মূসা বলল ঃ "পূর্ব ও পশ্চিম আর যাকিছু এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তিনি, যদি তোমাদের কোনো বুদ্ধি-জ্ঞান থেকে থাকে।" (২৯) ফিরাউন বললঃ "তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও মা'বুদ হিসেবে মেনে লও, তবে যারা কয়েদখানায় বন্দী হয়ে পঁচছে তোমাকেও সে-লোকদের মধ্যে গণ্য করব। (৩০) মূসা বলল ঃ "আমি যদি তোমার সামনে একটি সুস্পষ্ট জিনিস নিয়ে আসি, তবুও ?" (৩১) ফিরাউন বলল ঃ "আচ্ছা, তাহলে তুমি নিয়ে আসো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (৩২) (তার মুখ হতে এ কথা বের হতেই) মূসা নিজের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই সেটি একটি সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হলো। (৩৩) অতপর সে নিজের হাত (বগলের নীচ হতে) টেনে বের করল; তা সব দর্শকের সামনে ঝক্‌মক্‌ করছিল। (৩৪) ফিরাউন তার চারপার্শে অবস্থিত সরদারদেরকে বললঃ "এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন দক্ষ জাদুকর। (৩৫) সে নিজের জাদুর জোরে তোমাদেরকে নিজেদের দেশ হতে বহিষ্কার করে দিতে চায়। এখন বলো তোমরা কি নির্দেশ দিচ্ছ ?" (৩৬-৩৭) তারা বলল ঃ "তাকে এবং তার ভাইকে আটক করে রাখুন; আর শহর-নগরে সংগ্রহকারী লোক পাঠিয়ে দিন, তারা সব দক্ষ জাদুকরকে আপনার নিকট নিয়ে আসবে। (৩৮) তদনুযায়ী একদিন নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদের একত্রিত করা হলো। (৩৯) আর লোকদেরকে বলা হলো ঃ "তোমরা কি সম্মেলনে যাবে ? (৪০) সম্ভবত আমরা জাদুকরদের ধর্মের ওপরই থেকে যাব— যদি তারা জয়ী হয়।" (৪১) জাদুকররা যখন ময়দানে এল তখন তারা ফিরাউনকে বলল ঃ "আমাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে তো, যদি আমরা জয়ী হই ?" (৪২) সে বলল ঃ "হ্যাঁ, আর তখন তো তোমরা নিকটবর্তীদের মধ্যে গণ্য হবে।" (৪৩) মূসা বলল ঃ তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো। (৪৪) অমনি তারা নিজেদের রশি ও লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করলো আর বলল ঃ "ফিরাউনের সৌভাগ্যের দোহাই! আমরাই জয়ী থাকব।" (৪৫) অতপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলো, তখন সহসাই তা তাদের মিথ্যা কৃতিত্বকে গিলে ফেলতে লাগল। (৪৬) এ দেখে সব জাদুকরই স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় পড়ে গেল (৪৭) এবং বলে উঠল ঃ "মেনে নিলাম আমরা রাব্বুল আলামীনকে (৪৮) মূসা ও হারুনের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে।" (৪৯) ফিরাউন বলল ঃ "তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে আমার অনুমতি দেয়ার আগেই! নিশ্চয়ই এ তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। আচ্ছা! এখনই তোমরা জানতে পারবে! আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সকলকে শুলবিদ্ধ করব।" (৫০) তারা জবাব দিলো ঃ "কোনো পরোয়া নেই, আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে পৌঁছে যাব। (৫১) আর আমাদের আশা আছে যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন। কেননা আমরা সর্বপ্রথমে ঈমান এনেছি।" (৫২) আর আমরা মূসাকে এ মর্মে ওহী পাঠালাম যে ঃ "রাতের মধ্যেই আমার বান্দাহদের নিয়ে বের হয়ে যাও। তোমাদের কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।" (৫৩-৫৪) এতে ফিরাউন (সৈন্যদের একত্রিত করবার উদ্দেশ্যে) শহরে-নগরে নকীব প্রেরণ করল এবং (বলে পাঠাল যে,) "এরা অতি অল্প সংখ্যক লোক, (৫৫) এবং এরা আমাদেরকে বহু অসন্তুষ্ট

করেছে। (৫৬) আর আমরা এমন একটি দল, সদাসতর্ক থাকাই যার স্থায়ী রীতি।" (৫৭-৫৮) এভাবে আমরা তাদেরকে তাদের বাগ-বাগিচা, ঝর্ণাধারা, ধন-ভাণ্ডার এবং তাদের সুরম্য ঘর-বাড়ি হতে বের করে আনলাম। (৫৯) এসব ঘটেছে তাদের সাথে আর (অপরদিকে) আমরা বনী ইসরাঈলকে এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম। (৬০) ভোর হতে এই লোকেরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (৬১) তারপর উভয় দল যখন মুখামুখী হলো তখন মূসার সঙ্গী-সাথীরা চিৎকার করে বলে উঠল ঃ "আমরা তো ঘেরাও হয়ে গেলাম!" (৬২) মূসা বললো ঃ "কক্ষনো নয়, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। তিনি অবশ্যই আমাকে পথ-প্রদর্শন করবেন।" (৬৩) আমরা মূসাকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলাম ঃ 'সমূদ্রের ওপর তোমার লাঠি মারো।' সহসা সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং এর প্রতিটি অংশ এক একটি বিরাট পর্বতের আকার ধারণ করল। (৬৪) ঠিক সেখানে আমরা অপর দলটিকেও কাছাকাছি উপস্থিত করলাম। (৬৫) তারপর মূসা ও তার সঙ্গী লোকদেরকে আমরা বাঁচিয়ে নিলাম (৬৬) এবং অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম। (সূরা শু'আরা)

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا فَاسِقِينَ (١٢) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٣) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٤) - (النمل)

(১২) আর তোমার হাতখানা একটু তোমার বক্ষস্থলে ঢুকাও তো, তা চিকমিক করতে করতে বের হয়ে আসবে কোনোরূপ অনিষ্টতা ছাড়াই। (এ দু'টি নিদর্শন) ঐ নয়টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত, ফিরাউন ও তার জাতির কাছে (নিয়ে যাওয়ার জন্য)। তারা বড়ই দুষ্কর্মপরায়ণ ও পাপিষ্ট।" (১৩) কিন্তু যখন আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সে লোকদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তখন তারা বলল ঃ 'এ তো সুস্পষ্ট জাদু'! (১৪) তারা নিতান্ত জুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এ নিদর্শনগুলো অস্বীকার করল; অথচ তাদের হৃদয় এগুলোর সত্যতা মেনে নিয়েছিল। এখন লক্ষ্য করো, এ বিপর্যয়কারীদের পরিণাম কি হয়েছিল? (সূরা নমল)

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا
شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٤)
وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٥) وَنُمَكِّنَ
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ
أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ (٧) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا
خَاطِئِينَ (٨) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩) اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ

مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (٣٢) قَالَ رَبِّ
إِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُوْنِ (٣٣) وَأَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً
يُّصَدِّقُنِىْٓ ز إِنِّىْٓ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُوْنِ (٣٤) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ
إِلَيْكُمَا ج بِاٰيٰتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ (٣٥) فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ إِلَّا
سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْأَوَّلِيْنَ (٣٦) وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْٓ أَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى
مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (٣٧) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ
لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرِىْ ج فَأَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْٓ أَطَّلِعُ إِلٰٓى إِلٰهِ مُوْسٰى لا
وَإِنِّىْ لَأَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٣٨) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا
لَا يُرْجَعُوْنَ (٣٩) فَأَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ ج فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ (٤٠)
وَجَعَلْنٰهُمْ أَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ (٤١) وَأَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ج
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ (٤٢) - القصص)

(৩) আমরা মূসা ও ফিরাউনের কিছু কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে তোমাকে শুনাচ্ছি, এমন লোকদের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে, যারা ঈমান আনে। (৪) প্রকৃত ঘটনা এই যে, ফিরাউন পৃথিবীতে সীমালংঘন ও বিদ্রোহ করছিল এবং এর অধিবাসী জনসাধারণকে দলে উপদলে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তন্মধ্যে একদলকে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছিল। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত থাকতে দিত। আসলে সে ছিল অত্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের অন্যতম। (৫) আর আমরা অভিপ্রায় করছিলাম যে, পৃথিবীতে যারা নির্যাতিত, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করব। তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাব তাদেরকেই উত্তরাধিকারী বানাব (৬) এবং পৃথিবীতে তাদেরকেই ক্ষমতাসীন করব আর তাদের মাধ্যমে ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সামন্তকে সে সব কিছু দেখব, যাকে তারা ভয় করত। (৭) আমরা মূসার মাকে ইংগিত করলামঃ "একে দুধ পান করাও, তারপর যখন তার জীবন সম্পর্কে তোমার মনে আশংকা জাগবে, তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেবে এবং কোনোরূপ ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা করবে না। আমরা তাকে তোমার নিকটেই ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে নবী-পয়গাম্বরদের মধ্যে শামিল করব।" (৮) শেষ পর্যন্ত ফিরাউনের ঘরের লোকেরা (তাকে) নদী হতে তুলে আনল, যেন সে তাদের দুশমন হয় এবং তাদের পক্ষে চিন্তা-ভাবনার কারণ হয়। বাস্তবিকই ফিরাউন, হামান এবং তাদের সৈন-সামন্ত নিজেদের (কলা-কৌশল ও নীতি-ভঙ্গিতে) বড়ই ভ্রান্ত ছিল। (৯) ফেরাউনের স্ত্রী (তাকে) বলল ঃ এ বালক আমার ও তোমার জন্য চোখ শীতলকারী। একে হত্যা করো না। আশ্চর্যের কি আছে, এ বালক হয়ত আমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে কিংবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নিতে পারি, অথচ তারা (পরিণাম সম্পর্কে) ছিল সম্পূর্ণ বেখবর। (৩২) তুমি তোমার হাত তোমার বক্ষস্থলে ঢুকাও, কোনোরূপ কষ্ট ব্যতীতই তা আলোকে উজ্জ্বল হয়ে বের হবে। আর ভয় থেকে

বাঁচবার জন্য তোমার হাত বুকের মধ্যে চেপে ধরো। এ দু'টি উজ্জ্বল নিদর্শন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ফিরাউন এবং তার সভাসদবৃন্দের সামনে পেশ করার জন্য, তারা বড়ই নাফরমান। (৩৩) মূসা আরয করল ঃ " হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমি তো তাদের একটি লোককে হত্যা করেছি। ভয় করছি, এরা আমাকে মেরে ফেলবে। (৩৪) আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে অধিক বাকপটু। তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে পাঠাও, যেন সে আমাকে সমর্থন দেয়। আমি আশংকা বোধ করছি যে, এই লোকেরা আমাকে অমান্য করবে।" (৩৫) বলল ঃ "আমরা তোমার ভাইয়ের সাহায্যে তোমার হস্তকে মজবুত করব এবং তোমাদের দু'জনকে এমন প্রতিপত্তি দান করব যে, এরা তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। আমাদের দেয়া নিদর্শনসমূহের বলে তোমরা ও তোমাদের অনুসরণকারীরাই বিজয়ী হবে। (৩৬) অতপর মূসা যখন সে লোকদের কাছে আমাদের প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে পৌছল, তখন তারা বলল, এ তো কিছুই নয়, শুধু কৃত্রিম জাদু মাত্র। আর এসব কথাবার্তা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদার কাল হতে কখনো শুনতে পাইনি। (৩৭) মূসা জবাব দিলো ঃ "আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সে ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ওয়াকিফহাল, যে ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে হেদায়েত নিয়ে এসেছে এবং শেষ পরিণাম কার ভালো হবে, তা তিনিই ভালো জানেন।" বস্তুত জালিম কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। (৩৮) আর ফিরাউন বলল ঃ "হে সভাসদবৃন্দ! আমি তো নিজেকে ছাড়া তোমাদের আর কোনো সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে জানি না। ওহে হামান! আমার জন্য ইট তৈরী করে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে দাও তো! সম্ভবত আমি তাতে আরোহণ করে মূসার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে দেখতে পাবো, আমি তো তাঁকে মিথ্যা মনে করি।" (৩৯) সে এবং তার সৈন্য-সামন্ত পৃথিবীতে কোনোরূপ অধিকার ছাড়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করে বসল। মনে করল যে, তাদেরকে আমার কাছে কখনো ফিরে আসতে হবে না। (৪০) শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার সৈন্য সামন্তকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। এখন দেখো, এই জালিমদের পরিণাম কি হয়েছে। (৪১) আমরা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নেতা বানিয়ে দিয়েছিলাম। কেয়ামতের দিন তারা কোথাও হতে কোনোরূপ সাহায্য লাভ করতে পারবে না। (৪২) আমরা এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে অভিশাপ লাগিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিন তারা বড়ই ধিকৃত ও নিন্দিত অবস্থায় পতিত হবে। (সূরা কাসাস)

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ـــ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ (٣٩) فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ج وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ج وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٤٠) -

(৩৯) আর কারূন, ফিরাউন এবং হামানকেও আমরা ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা পৃথিবীর বুকে অহঙ্কার করছিল, অথচ তারা অগ্রগমনে সক্ষম ছিল না। (৪০) শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককেই আমরা তার গুনাহের দরুন পাকড়াও করেছি। অতপর তাদের মধ্যে কারো ওপর আমরা পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠিয়েছি, আর কাউকেও পাকড়াও করেছে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ, কাউকেও আমরা জমিনে ধসিয়ে দিয়েছি এবং কাউকেও ডুবিয়ে মেরেছি। তাদের ওপর আল্লাহ জুলুম করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। (সূরা আনকাবুত)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ - (ص : ١٢)

এদের পূর্বে নূহের জাতি, আদ, স্তম্ভধারী ফিরাউন, অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। (সূরা সোয়াদ)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢٣) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٢٤) فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٢٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (٢٦) وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (٢٧) وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (٢٨) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ۖ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦) - (المؤمن)

(২৩-২৪) আমরা মূসাকে ফিরাউন ও হামান এবং কারূনের প্রতি আমার নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট আদেশ পত্র সহকারে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা বলল ঃ "জাদুকর, মিথ্যাবাদী।" (২৫) অতপর সে যখন আমাদের তরফ হতে প্রকৃত সত্য তাদের সামনে নিয়ে এল, তখন তারা বলল ঃ "যারা ঈমান এনে তাদের সাথে শামিল হয়েছে তাদের সকলের পুত্র-সন্তানকে হত্যা করো এবং মেয়ে সন্তানগুলোকে জীবন্ত রাখো।" কিন্তু কাফেরদের গৃহীত অপকৌশল নিষ্ফল হয়ে গেল। একদিন ফিরাউন তার দরবারের লোকদেরকে বলল ঃ (২৬) "আমাকে ছাড়, আমি এ মূসাকে হত্যা করে ফেলব। সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের দ্বীনকে বদলিয়ে ফেলবে কিংবা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে।" (২৭) মূসা বলল ঃ বিচার-দিনের প্রতি ঈমান রাখে না এমন প্রত্যেক অহংকারীর মুকাবিলায় আমি আমার ও তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। (২৮) এই সময় ফিরাউনের দরবারের এক মুমিন ব্যক্তি— যে তার ঈমান গোপন রেখেছিল— বলে উঠল ঃ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ ? অথচ সে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে। সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার মিথ্যা স্বয়ং তার ওপরই ফিরে আপতিত

হবে। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে যে ভয়াবহ পরিণতির ভয় সে তোমাদেরকে দেখাচ্ছে, এর কিছু অংশ তো তোমার ওপর অবশ্যই আপতিত হবে। আল্লাহ কোনো সীমালঘংনকারী ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে হেদায়েত করেন না। (২৯) হে আমার জাতির লোকেরা! আজ তোমরাই বাদশাহী ও কর্তৃত্বের অধিকারী, এ জমিনে তোমরাই বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব যদি আমাদের ওপর এসে পড়েই, তাহলে কে আছে এমন যে আমাদেরকে সাহায্য করবে ? ফিরাউন বলল ঃ আমি তো তোমাদের সম্মুখে সে মত-ই ব্যক্ত করছি যা আমার দৃষ্টিতে সমীচীন আর আমি সে পথই তেমাদেরকে দেখাচ্ছি যা সত্য ও সঠিক। (৩৬) ফিরাউন বলল ঃ "হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত বানাও, যেন আমি (ঊর্ধলোকের) পথসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি, (৩৭) —আকাশমণ্ডলের পথসমূহ পর্যন্ত এবং মূসার ইলাহকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার চোখে তো এ মূসাকে মিথ্যাবাদীই মনে হয়" —এভাবে ফিরাউনের জন্য তার কুকর্মগুলোকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হলো এবং তাকে সঠিক পথ অবলম্বন হতে বিরত রাখা হলো। ফিরউনের সমস্ত চালবাজি (তার নিজের) ধ্বংসের আয়োজনেই ব্যয়িত হলো। (৪৫) শেষ পর্যন্ত সে লোকেরা এই মুমিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেসব নিকৃষ্টতম, অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল, আল্লাহ সে সব হতেই সে ব্যক্তিকে বাঁচালেন আর ফিরাউনের সঙ্গী-সাথীরা নিকৃষ্টতম আযাবের চক্রে পড়ে গেল। (৪৬) দোযখের আগুন, যার ওপর সকাল ও সন্ধ্যা তাদেরকে উপস্থাপন করা হয়। আর যখন কেয়ামতের মুহূর্ত এসে দাঁড়াবে, তখন হুকুম দেয়া হবে যে, ফিরাউনী দল-বলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ করো।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٤٦) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ (٤٧) وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ز وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٤٨) وَقَالُوْا يٰاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ (٤٩) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ (٥٠) وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ج اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (٥١) اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ٧ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ (٥٢) فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ (٥٣) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (٥٤) فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٥٥) -

(৪৬) আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাদি সহ ফিরাউন ও তার রাজণ্যবর্গোর কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে গিয়ে তাদেরকে বলল ঃ আমি রাব্বুল আলামীনের রাসূল। (৪৭) অতপর সে যখন আমার নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে পেশ করল, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। (৪৮) আমরা তাদের সামনে একের পর এক নিদর্শন পেশ করতে থাকলাম, যার প্রতিটি পূর্বটির চেয়ে অধিক তেজস্বী ও জোরদার ছিল। আর আমরা তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করে নিলাম, যেন তারা নিজেদের আচরণ হতে বিরত হয়। (৪৯) প্রতিটি আযাবের সময়ই তারা বলতো ঃ 'হে জাদুকর! তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে যে পদমর্যাদা তুমি লাভ করেছ এর জোরে তুমি আমাদের জন্য তাঁর কাছে দো'আ করো; আমরা নিশ্চয়ই হেদায়েতপ্রাপ্ত হবো'। (৫০) কিন্তু যখনি আমরা তাদের ওপর থেকে আযাব দূর করে দিতাম,

তারা নিজেদের ওয়াদা ভঙ্গ করত। (৫১) একদিন ফিরাউন নিজ জাতির লোকদের মাঝে চিৎকার করে বললো ঃ 'হে জনগণ! মিশরের বাদশাহী কি আমার জন্য নির্দিষ্ট নয় ? আর এ নদনদীগুলো কি আমারই অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না ? তোমরা কি তা দেখতে পাও না ? (৫২) আমি উত্তম মানুষ, না এই ব্যক্তি যে হীন ও নগণ্য ? যে নিজের কথাটিও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম নয় ? (৫৩) তার ওপর স্বর্ণের কাঁকন পাঠানো হয়নি কেন ? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী তার পাহারাদারীতে এলো না কেন ? (৫৪) সে নিজ জাতির লোকদেরকে সামান্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করেছে আর তারাও তার কথাই মেনে নিয়েছে। আসলে তারা ছিল ফাসিক লোক। (৫৫) শেষ পর্যন্ত তারা যখন আমাদেরকে ক্রুদ্ধ করল, তখন আমরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সকলকে একসঙ্গে ডুবিয়ে মারলাম। (সূরা যুখরুফ)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ (١٧) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ (٣٠) مِنْ فِرْعَوْنَ ، اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ (٣١)

(১৭) আমরা এদের পূর্বে ফিরাউনের জাতিকে এ পরীক্ষায়ই নিক্ষেপ করেছিলাম। তাদের নিকট একজন অতীব ভদ্র রাসূল এসেছিল। (৩০-৩১) এভাবে বনী ইসরাঈলকে আমরা কঠিন অপমান ও লাঞ্ছনার আযাব— ফিরাউন থেকে মুক্তিদান করলাম। নিশ্চয়ই সে সীমালংঘনকারীদের মধ্যে খুবই উচ্চ পর্যায়ের মানুষ ছিল। (সূরা দোখান)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ اَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ (١٢) وَعَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ (١٣) - (ق)

এদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আসহাবুর রাস এবং সামুদ, আ'দ, ফিরাউন ও লুত-এর ভাই অস্বীকারকারী হয়েছে । (সূরা ক্বাফ)

وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (٣٨) فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ (٣٩) فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ (٤٠)

(৩৮) আর (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) মূসার কাহিনীতে। আমরা যখন তাকে সুস্পষ্ট সনদ সহকারে ফিরাউনের কাছে পাঠালাম, (৩৯) তখন সে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং বলল ঃ এ লোক জাদুকর কিংবা জ্বিন-আশ্রিত। (৪০) শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার সৈন্য-সামন্তকে পাকড়াও করলাম এবং সকলকেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর সে তিরস্কৃত ও নিন্দিত হয়ে থাকল। (সূরা যারিয়াত)

وَلَقَدْ جَاءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (٤١) كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ (٤٢) - (القمر)

(৪১) আর ফিরাউনের লোকদের কাছেও সাবধানবাণী ও হুঁশিয়ারী এসেছিল। (৪২) কিন্তু তারা আমাদের সমস্ত নিদর্শনকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করল। শেষ কালে আমরা তাদেরক পাকড়াও করলাম— যেভাবে কোনো প্রবল পরাক্রমশালী পাকড়াও করে। (সূরা ক্বামার)

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ (٩) فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً (١٠) -

(৯) ফিরাউন, তার পূর্বগামী লোকেরা এবং উপুড় হয়ে পড়ে থাকা জনবসতিসমূহও এ একই মারাত্মক অন্যায় ও অপরাধই করেছিল। (১০) এ লোকেরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূলের কথা মানেনি। ফলে তিনি তাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন। (সূরা হাক্কাহ্)

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى (١٥) اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٦) اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى (١٧) فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰۤى اَنْ تَزَكّٰى (١٨) وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى (١٩) فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى (٢٠) فَكَذَّبَ وَعَصٰى (٢١) ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى (٢٢) فَحَشَرَ فَنَادٰى (٢٣) فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (٢٤) فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى (٢٥) - النّٰزعت)

(১৫) তোমার কাছে কি মূসার ঘটনার খবর পৌঁছিয়েছে ? (১৬) যখন তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাকে পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় ডেকেছিলেন ? (১৭) (বলেছিলেন,) ফিরাউনের কাছে যাও, সে সীমা লংঘনকারী হয়ে গেছে। (১৮) তাকে জিজ্ঞেস করো ঃ তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক ? (১৯) এবং আমি কি তোমাকে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাব, যেন (এর ফলে) তুমি তাঁকে ভয় করতে থাকো ? (২০) অতঃপর মূসা (ফিরাউনের কাছে গিয়ে) তাকে বিরাট নিদর্শন দেখাল। (২১) কিন্তু সে (তাকে) অবিশ্বাস ও অমান্য করল। (২২) অতঃপর চালবাজি করার মতলবে পিছনে ফিরে গেল (২৩-২৪) এবং লোকদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে সম্বোধন করল এবং বলল ঃ আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। (২৫) পরিশেষে আল্লাহ্ তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। (সূরা নাযিয়াত)

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ (١٨) - (البروج)

(১৭-১৮) তোমরা কি সৈন্যদের খবর জানতে পেরেছ ? ফিরাউন ও সামূদের (সৈন্যদের) ?

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ (١٠) - (الفجر)

(৬) তুমি কি দেখোনি, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আ'দ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি ব্যবহারটা করেছেন, (১০) সেই সঙ্গে লৌহ শলাকাধারী ফিরাউনের সঙ্গে (কি ব্যবহারটা হয়েছিল) ? (সূরা ফজর)

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

আর ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যখন সে দো'আ করেছিল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার জান্নাতে একখানি ঘর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ হতে রক্ষা করো। আর জালিম লোকদের কবল হতে আমাকে বাঁচাও'। (সূরা তাহরীম ঃ ১১)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (٣٠) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣١) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٢) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٣٤) - (المؤمن)

(৩০) যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, সে বলল ঃ হে আমার জাতির লোকেরা! আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের ওপর যেন সে দিনটি না আসে যা ইতিপূর্বে বহু জন-সমাজের ওপর এসেছে; (৩১) যেমন দিন এসেছিল নূহের জাতি এবং আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের ওপর। আর সত্য কথা এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর জুলুম করার কোনো ইচ্ছা পোষণ করেন না। (৩২) হে জাতির লোকেরা! আমি ভয় করছি, তোমাদের ওপর যেন চিৎকার ফরিয়াদ ও কান্নাকাটির দিন না এসে পড়ে, (৩৩) যখন তোমরা একজন অপর জনকে ডাকবে আর ছুটে পালাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তখন আল্লাহ্র কবল হতে বাঁচাবার কেউই থাকবে না। সত্য কথা এই যে, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে দেন তাকে পথ দেখাবার কেউই থাকে না। (৩৪) ইতিপূর্বে ইউসুফ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তোমরা তার আনীত শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকলে। পরে যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন তোমরা বললে ঃ এখন আর আল্লাহ কোনো রাসূল পাঠাবেন না। এমনিভাবে আল্লাহ সে সব লোককে গুমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা সীমালংঘন করে, যারা সন্দেহপ্রবণ হয়।

## ১৪. সামুদ

الْحَاقَّةُ (١) مَا الْحَاقَّةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (٣) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (٤) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (٥) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (٧) (الحاقة)

(১) অনিবার্য সংঘটিতব্য। (২) কি সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য ? (৩) আর তুমি কি জানো, সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য কি ? (৪) সামূদ ও আ'দ সেই আকস্মিকভাবে সংঘটিতব্য মহাবিপদকে অবিশ্বাস করেছে। (৫) ফলে সামূদ এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হয়ে গেছে। (৬) আর আ'দকে ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝাবাত্যাকর আঘাতে। (৭) (আল্লাহ তা'আলা) একে ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে যে, তারা ভূমিতে এমনভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে যেমন পুরাতন শুষ্ক খেজুর গাছের কাণ্ডসমূহ পড়ে থাকে। (সূরা হাক্কাহ)

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ (٤٣) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ

(٤٤) فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ (٤٥) وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (٤٦) - (الذّٰرِيٰت)

(৪৩) এবং (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) সামুদ জাতির ঘটনায়। তাদেরকে যখন বলা হলো যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুখ ভোগ করে লও। (৪৪) কিন্তু এ সতর্ক সংকেতের পরও তারা তাদের রব্ব-এর বিধানের পরিপন্থী আচরণ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাদের চোখের সামনে (দেখতে দেখতে) এক আকস্মিক আযাব এসে তাদেরকে চেপে ধরল। (৪৫) অতঃপর না তাদের উঠবার শক্তি থাকল, না তারা আত্মরক্ষা করতে পারল। (৪৬) আর এ সকলের পূর্বে আমরা নূহের 'সময়কার জনগণ'কে ধ্বংস করেছি কেননা তারা ছিল ফাসিক লোক। (সূরা যারিয়াত)

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

এবং সামুদ জাতির প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছি। সে বলল ঃ হে জাতির ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো, তিনি ছাড়া তোমাদের কেউ ইলাহ্ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে সুস্পষ্ট দলীল এসে পৌঁছেছে। এটা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শনস্বরূপ। অতএব একে ছেড়ে দাও— আল্লাহ্‌র জমিনে চরে বেড়াবে; কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে একে স্পর্শ করো না, অন্যথায় এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাব তোমাদের গ্রাস করবে। (সূরা আরাফ ঃ ৭৩)

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ - (التوبة : ٧٠)

এই লোকদের কাছে কি এদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌঁছায়নি ? নূহের লোকজন, আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সময়কার লোক, মাদইয়ানবাসী আর যেসব জনপদ উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের রাসূল তাদের কাছে স্পষ্টতর নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। অতঃপর এটা আল্লাহ্‌রই কাজ ছিল না যে, তিনি তাদের ওপর জুলুম করবেন; তারা নিজেরাই বরং নিজেদের ওপর জুলুমকারী হয়েছিল। (সূরা তওবা ঃ ৭০)

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ (٦١) قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَاۤ اَتَنْهٰنَاۤ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ (٦٢) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ۫ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ (٦٣) وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا

بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ (٦٤) فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ (٦٥) فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ (٦٦) وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (٦٧) كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ (٦٨) كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ (٩٥) - (هود)

(৬১) আর সামুদজাতির কাছে আমরা তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। সে বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে জমিন হতে পয়দা করেছেন আর এখানেই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এস। নিঃসন্দেহে আমার সৃষ্টিকতা-প্রতিপালক অতীব কাছে আর তিনি দো'আ-প্রার্থনার জবাবদাতা। (৬২) তারা বলল ঃ "হে সালেহ! পূর্বে তুমি আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার সাথে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষাই জড়িত ছিল। তুমি কি আমাদেরকে সেসব উপস্যের পূজা-উপাসনা হতে বিরত রাখতে চাও, যাদের পূজা-উপাসনা আমাদের বাপ-দাদারা করত ? তুমি আমাদেরকে যে দিকে ডাকছ, সে সম্পর্কে আমাদের মনে বড়ই সন্দেহ রয়েছে; যা আমাদেরকে বড়ই দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। (৬৩) সালেহ বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা কি একটুও ভেবে দেখেছ যে, আমার কাছে যদি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে এক সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বর্তমান থাকে এবং অতঃপর তিনি তাঁর রহমত দানেও আমাকে ধন্য করে থাকেন আর এরপর যদি আমি তাঁর নাফরমানী করি তাহলে আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে আমাকে কে বাঁচাবে ? আমাকে আরও ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করা ছাড়া তোমরা আমার কোন কাজে আসবে ? (৬৪) আর হে আমার জাতির লোকেরা! লক্ষ্য করো, আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। একে আল্লাহ্‌র জমিনে বিচরণ করার জন্য নির্বাধে ছেড়ে দাও। এর পথে বাধার সৃষ্টি করো না। অন্যথায় তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র আযাব আসতে খুব দেরী লাগবে না।" (৬৫) কিন্তু তারা উষ্ট্রীটিকে বধ করল। এই জন্য সালেহ তাদেরকে সর্তক করে দিল। বলল ঃ "ব্যস, অতঃপর মাত্র তিনটি দিন (তোমরা) নিজেদের ঘরে বসবাস করে নাও। এটি এমন একটি মেয়াদ, যা কখনো মিথ্যা হতে পারে না।" (৬৬) শেষ পর্যন্ত যখন আমাদের ফায়সালার সময় উপস্থিত হলো, তখন আমার রহমত দ্বারা সালেহকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সে দিনের লাঞ্ছনা হতে তাদেরকে বাঁচালাম। নিঃসন্দেহে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আসলে শক্তিমান ও প্রবল। (৬৭) আর যারা জুলুম করেছিল, এক প্রচণ্ড শব্দ তাদেরকে আঘাত হানল এবং তারা নিজেদের বসতিতে এমনভাবে নিস্পন্দ ও নির্জীব হয়ে পড়ে রইল, (৬৮) যেন তারা সেখানে কোনো দিনই বসবাস করেনি। শোনো! সামুদ তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে। আরো শোনো! দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে সামুদ জাতিকে। (৯৫) মনে হচ্ছিল যেন তারা সেখানে কোনো দিন বসবাসই করেনি। শোনো! মাদইয়ানবাসীকেও দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে, যেমনিভাবে সামুদকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (সূরা হুদ)

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّٰهُ ۗ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا أَيْدِيَهُمْ فِيْٓ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَإِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ إِلَيْهِ مُرِيْبٍ - (ابرٰهيم : ٩)

তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিসমূহের অবস্থার বিবরণ পৌঁছায়নি,— নূহের জাতি, আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তী কালের বহু সংখ্যক জাতি, যাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না ? তাদের নবী-রাসূলগণ যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট কথা ও প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে এল, তখন তারা নিজেদের মুখে হাত চেপে ধরলো এবং বলল ঃ "যে পয়গামসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না আর তোমরা যে জিনিসের দাওয়াত আমাদেরকে দিচ্ছ, সে সম্পর্কে আমরা বড়ই কুণ্ঠাপূর্ণ সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছি।"

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ (٨٠) وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (٨١) وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ (٨٢) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ (٨٣) فَمَآ أَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٨٤) - (الحجر)

(৮০) হিজ্‌র-এর লোকেরাও নবী-রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল (অমান্য করেছিল)। (৮১) আমরা আমাদের আয়াত তাদের কাছে পাঠিয়েছি, আমাদের নিদর্শনসমূহ তাদেরকে দেখিয়েছি; কিন্তু তারা এ সবের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করেনি। (৮২) তারা পাহাড় খোদাই করে বসবাসের গৃহ নির্মাণ করত এবং নিজেদের অবস্থানে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত ছিল। (৮৩) শেষ পর্যন্ত এক বিকট ও ভয়াবহ শব্দ তাদেরকে সকাল হতেই পাকড়াও করল। (৮৪) এবং তাদের উপার্জন তাদের কোনো কাজেই এল না। (সূরা হিজর)

وَمَا مَنَعَنَآ أَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ إِلَّآ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ ۚ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ إِلَّا تَخْوِيْفًا - (بنى اسراءيل : ٥٩)

আর নিদর্শনাদি পাঠাতে আমাদেরকে কেউই নিষেধ করেনি। তবে শুধু এই কারণে আমরা পাঠাইনি যে, এদের পূর্ববর্তী লোকেরা সে সবকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। (যেমন তোমরা দেখে নেও) সামূদকে আমরা প্রকাশ্যে উষ্ট্রী এনে দিলাম আর তারা এর ওপর জুলুম করল। আমরা নিদর্শন তো এ জন্যই পাঠাই যে, লোকেরা তা দেখে ভয় পাবে।

وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ - (الحج : ٤٢)

(৪২) (হে নবী!) তারা যদি তোমাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করে থাকে, তবে (এতে দুঃখ করার কিছু নেই) তাদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আদ, সামূদও মিথ্যা আরোপ করেছিল। (সূরা হজ্জ)

وَّعَادًا وَّثَمُوْدَاْ وَأَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا ۢ بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا - (الفرقان : ٣٨)

অনুরূপভাবে আদ, সামুদ ও 'রস্'বাসী এবং মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলোর বহুসংখ্যক লোককে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। (সূরা ফুরকান ঃ ৩৮)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ (١٤١) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ صٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ (١٤٢) إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ (١٤٣) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ (١٤٤) وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٤٥) أَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ (١٤٦) فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ (١٤٧) وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ (١٤٨) وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ (١٤٩) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ (١٥٠) وَلَا تُطِيْعُوْٓا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ (١٥١) الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ (١٥٢) قَالُوْٓا إِنَّمَآ أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ (١٥٣) مَآ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِاٰيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (١٥٤) قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ (١٥٥) وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (١٥٦) فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ (١٥٧) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٥٨) - (الشعراء)

(১৪১) সামূদ জাতি নবী-রাসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করল। (১৪২) স্মরণ করো, যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলল ঃ "তোমরা কি ভয় করো না। (১৪৩) আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত (আমানতদার) রাসূল। (১৪৪) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো। (১৪৫) আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোনোরূপ পারিশ্রমিক চাইনা। আমার পারিশ্রমিক রাব্বুল আলামীনের যিম্মায় রয়েছে। (১৪৬) তোমাদেরকে কি এখানে যা কিছু আছে, সে সব জিনিসের মধ্যে এমনিই নিশ্চিন্তে থাকতে দেয়া হবে ?(১৪৭) —এসব বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারায়, (১৪৮) এসব ক্ষেত-খামার ও রসাল ছড়াবিশিষ্ট খেজুর বাগানে ? (১৪৯) তোমরা পাহাড় খোদাই করে অহংকারবশে তাতে ইমারত নির্মাণ করো। (১৫০) এরূপ অবস্থায় তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (১৫১) আর সে লাগামহীন লোকদের আনুগত্য ও অনুসরণ করো না, (১৫২) যারা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোনোরূপ সংস্কার-সংশোধন করে না।" (১৫৩) তারা জবাব দিল ঃ "তুমি তো নিছক একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি; (১৫৪) তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর তো কিছুই নও। কোনো নিদর্শন নিয়ে এস, যদি তুমি সত্য হয়ে থাকো।" (১৫৫) সালেহ বলল ঃ "এ উষ্ট্রীটি থাকল, একদিন এর পানি পান করার জন্য নির্দিষ্ট আর একদিন তোমাদের সকলের পানি নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট। (১৫৬) একে তোমরা কখনো উত্যক্ত করো না। অন্যথায় এক মহা দিবসের আযাব তোমাদের পাকড়াও করবে।" (১৫৭) কিন্তু তারা এর পায়ের রগ কেটে দিল। ফলত তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলো। (১৫৮) অতপর তাদের ওপর আযাব নেমে এল। নিশ্চিতই তাতে একটি নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلٰى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ (٤٥) قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٤٦) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ

وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ (٤٧) وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ (٤٨) قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (٤٩) وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (٥٠) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٥١) فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٥٢) وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (٥٣) - (النمل)

(৪৫) এবং সামূদের প্রতি আমরা তাদের ভাই সালেহকে (এ পয়গামসহ) পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহ্র বন্দেগী করো, তখন সহসাই তারা দু'টি কলহমুখর দলে পরিণত হয়ে গেল। (৪৬) সালেহ বললঃ "হে আমার জাতির লোকেরা, ভালো ও কল্যাণের পূর্বে মন্দ ও অকল্যাণের জন্য কেন এত তাড়াহুড়া করছ ? আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও না কেন ? হয়তো তোমাদের প্রতি করুণা করা হবে।" (৪৭) তারা বলল ঃ "আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সাথীদেরকে অশুভ লক্ষণ স্বরূপ পেয়েছি।" সালেহ জবাব দিল ঃ "তোমাদের শুভ-অশুভ লক্ষণের মূল সূত্র তো আল্লাহ্র কাছে রক্ষিত। আসল কথা এই যে, তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে।"(৪৮) সে শহরে নয়জন দলপতি ছিল; তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং কোনোরূপ সংশোধনমূলক কাজ করত না। (৪৯) তারা পরস্পর বলল ঃ "আল্লাহ্র নামে 'কসম' করে শপথ করো যে, আমরা সালেহ ও তার পরিবারের লোকদের ওপর রাতের বেলায় আক্রমণ চালাব এবং তারপর তার দায়িত্বশীলকে বলে দেবো যে, আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় অকুস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। আমরা নিশ্চয়ই সত্য কথা বলেছি।" (৫০) তারা তো এই চক্রান্ত করল, তারপর আমরাও একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোনো খবরই তাদের ছিল না। (৫১) এখন দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হলো! আমরা ধ্বংস করে দিলাম তাদেরকে এবং তাদের গোটা জাতিকে। (৫২) ঐ দেখ, তাদের ঘরগুলো তাদের জুলুমের প্রতিফল হিসাবে শূন্য পড়ে রয়েছে। এতে একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্য, যারা ইল্মের অধিকারী (৫৩) আর বাঁচিয়ে দিলাম আমরা সেই লোকদেরকে, যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী থেকে বিরত থাকত। (সূরা নমল)

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۗ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ - (العنكبوت : ٣٨)

আর আদ ও সামূদকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। তোমরা সে সব স্থান দেখেছ যেখানে তারা বসবাস করত। তাদের কার্যকলাপকে শয়তান তাদের জন্য চাক্‌চিক্যময় বানিয়ে দিয়েছিল এবং তাদেরকে সঠিক পথ হতে ফিরিয়ে রাখল— অথচ তারা ছিল জ্ঞানবুদ্ধি সচেতন।

وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ۚ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ (١٣) اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤)

(১৩) সামূদ, লূতের জাতি এবং আইকাবাসী অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। আসলে এরাই তো ছিল বিরাট বাহিনী! (১৪) এদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে এবং আমার আযাবের ফায়সালা তাদের ওপর কার্যকর হয়েছে। (সূরা সোয়াদ)

مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ، وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ - (المومن : ٣١)

যেমন দিন এসেছিল নূহের জাতি এবং আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের ওপর। আর সত্য কথা এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর জুলুম করার কোনো ইচ্ছা পোষণ করেন না। (সূরা মুমিন ঃ ৩১)

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ (١٣) اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْآ اِلَّا اللّٰهَ ، قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ (١٤) وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (١٧) وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (١٨) - (حٰمٓ السجدة)

(১৩) এখন এ লোকেরা যদি মুখ ফিরিয়ে লয় তাহলে এদেরকে বলো ঃ আমি তোমাদেরকে তেমনি ধরনেরই অকস্মাৎ নেমে আসা আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যেমন আ'দ ও সামূদের ওপর নাযিল হয়েছিল। (১৪) আল্লাহ্‌র রাসূলগণ যখন তাদের কাছে সম্মুখ ও পশ্চাত সর্বদিক দিয়ে এলো এবং তাদেরকে বুঝাল যে, আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী করো না, তখন তারা বলল ঃ "আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু চাইলে তো ফেরেশতা পাঠাতেন। কাজেই তোমরা যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না।" (১৭) তারপর সামূদের সামনেও আমরা নির্ভুল হেদায়েতের পথ পেশ করলাম; কিন্তু তারা পথ দেখবার পরিবর্তে অন্ধ হয়ে থাকাই পছন্দ করল। শেষ পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ডের দরুন অপমানকর আযাব তাদের ওপর ভেঙে পড়ল; (১৮) তখন আমরা সেই লোকদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং গুমরাহী ও দুষ্কৃতি হতে পরহেজ করছিল। (সূরা হা-মীম-সেজদা)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ - (قٓ : ١٢)

এদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আসহাবুর রাস এবং সামূদ, জাতির লোকেরাও অমান্য অস্বীকারকারী হয়েছে। (সূরা ক্বাফ ঃ ১৩)

وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادَا الْاُوْلٰى (٥٠) وَثَمُوْدَا فَمَآ اَبْقٰى (٥١) - (النجم)

(৫০) আর এই যে, প্রথম আ'দকে তিনিই ধ্বংস করেছেন (৫১) এবং সামূদকে এমনভাবে নির্মূল করেছেন যে, তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখেননি। (সূরা নাজম)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ (٢٣) فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ (٢٤) ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ (٢٥) سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ (٢٦) اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٢٧) وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ (٢٨) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ (٢٩) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ (٣٠) اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ (٣١) - (القمر)

(২৩) সামূদ (জাতি) সাবধান বাণী ও হুশিয়ারীসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে (২৪) এবং বলেছে ঃ যে ব্যক্তি আমাদেরই মধ্যকার একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, আমরা কি এখন তারই পেছনে চলতে শুরু করব ? তার অনুসরণ করতে শুরু করলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, আমরাই বিভ্রান্ত হয়ে গেছি এবং আমাদের বিবেক-বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে গেছে। (২৫) আমাদের মধ্যে শুধু এই এক ব্যক্তিই কি এমন ছিল যার প্রতি আল্লাহ্‌র বিধান নাযিল করা হয়েছে ?...... না, বরং এ ব্যক্তিই বড় মিথ্যাবাদী ও স্বতঃ বিভ্রান্ত। (২৬) (আমরা আমাদের নবীকে বললাম ঃ) শীঘ্রই এরা জানতে পারবে, কে বড় মিথ্যাবাদী ও স্বতঃ বিভ্রান্ত! (২৭) আমরা উষ্ট্রীকে তাদের জন্য 'একটা বড় বিপদের কারণ' বানিয়ে পাঠাচ্ছি। এখন খানিকটা ধৈর্য সহকারে দেখো ও লক্ষ্য করো যে, এ লোকদের কি পরিণামটা হয়। (২৮) এ লোকদেরকে জানিয়ে— সতর্ক করে দাও যে, পানি এদের ও উষ্ট্রীর মধ্যে বণ্টিত হবে এবং প্রত্যেকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণে পানি পান করতে আসবে। (২৯) শেষ পর্যন্ত সেই লোকেরা নিজেদের লোককে ডাকল, সে এই কাজের দায়িত্ব লইল এবং উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলল। (৩০) এর পর দেখো আমার আযাব কত ভয়ানক ছিল এবং আমার হুঁশিয়ার ছিল কত ভয়াবহ! (৩১) আমরা তাদের ওপর শুধু একটি মাত্র প্রচণ্ড ধ্বনি ছেড়েছি, ফলে তারা খোঁয়াড় মালিকদের নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল-পালার মতোই ভূষি হয়ে গেল। (সূরা কামার)

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ (١٨) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ (١٩) - (البرج)

(১৭-১৮) তোমরা কি সৈন্যদের খবর জানতে পেরেছ ? ফিরাউন ও সামূদের (সৈন্যদের) ? (১৯) কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা তো সদা অমান্যতায় নিয়োজিত। (সূরা বুরুজ)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوْا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩)

(৬) তুমি কি দেখোনি, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সুউচ্চ স্তম্ভ নির্মাণকারী আ'দের সাথে কি ব্যবহারটা করেছেন, (৯) আর সামূদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় প্রস্তর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল ? (সূরা ফজর)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا (١١) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقٰهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا (١٣)

فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۙ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا (١٥) - (الشمس)

(১১) সামূদ জাতি নিজের সীমালঙ্ঘনের ভিত্তিতে অমান্য করল। (১২-১৩) সে জাতির সর্বাপেক্ষা দুষ্ট পাষাণ-হৃদয় ও হতভাগ্য ব্যক্তি যখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে বলল ঃ সাবধান! আল্লাহ্‌র উষ্ট্রীকে (স্পর্শ করো না) এবং তাকে পানি পান করতে (বাধা দান করো না)। (১৪) কিন্তু সে লোকেরা তার কথাকে অগ্রাহ্য করল এবং উষ্ট্রীকে মেরে ফেলল। শেষ পর্যন্ত তাদের গুনাহের দরুন তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু তাদের ওপর এক ভয়ঙ্কর বিপদ চাপিয়ে দিয়ে সকলকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেললেন। (১৫) আর তিনি (তার এ কাজের) কোনোরূপ খারাপ পরিণতির ভয়ই পোষণ করেন না। (সূরা শামস)

## ১৫. হযরত লোকমান (আ)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ (١٢) وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (١٣)- (القمان)

(১২) আমরা লুকমানকে সূক্ষ্ম জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম এ উপদেশসহ যে, আল্লাহ্‌র শোকর আদায়কারী হও। যে কেউ শোকর করবে, তার শোকর তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যে কুফরী করে, (তার জানা উচিত) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী এবং স্বতই প্রশংসিত। (১৩) স্মরণ করো, লুকমান যখন নিজের পুত্রকে নসীহত করছিল, তখন সে বলল ঃ "হে পুত্র! আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক করো না। সত্য কথা এই যে, শির্‌ক অতি বড় জুলুমের কাজ।" (সূরা লোকমান)

يٰبُنَىَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ (١٦) يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ (١٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ (١٨) وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ (١٩) - (القمن)

(১৬) (আর লুকমান বলেছিল) "হে পুত্র! কোনো জিনিস রেণু-কণার মতোও যদি হয় এবং তা কোনো প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে কিংবা আকাশমণ্ডলে বা জমিনের কোথাও লুকায়িত থাকে, আল্লাহ্ তাকেও বের করে আনবেন। তিনি তো সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত। (১৭) হে পুত্র! নামায কায়েম করো, 'নেক কাজের আদেশ দাও খারাপ কাজ হতে নিষেধ করো আর যে বিপদই আসুক না কেন, সে জন্য ধৈর্য ধারণ করো। এই কথাগুলো এমন, যে বিষয়ে খুবই তাগিদ করা হয়েছে। (১৮) আর লোকদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে কথা বলো না— না জমিনের ওপর অহংকারের সাথে চলাফেরা করবে। আল্লাহ্ কোনো আত্মগর্বী ও দাম্ভিক মানুষকে পছন্দ করেন না। (১৯) আর নিজের চাল চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং নিজের আওয়াজকে (কণ্ঠস্বর) কিছুটা নীচু রাখো। সব আওয়াযের মধ্যে গর্দভের আওয়াযই হচ্ছে সব চেয়ে কর্কশ।" (সূরা লুকমান ঃ ১৬-১৯)

لَمْ يَكُنْ لُقْمَانَ نَبِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ عَبْدًا كَبِيْرَ التَّفَكُّر اَحَبَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَاَحَبَّهٗ فَمَنَّ عَلَيْهِ بِالْحِكْمَةِ وَخَيَّرَهٗ فِىْ اَنْ يَّجْعَلَهٗ خَلِيْفَةً يَحْكُمُ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَبِّ اِنْ خَيَّرْتَنِى قَبِلْتُ الْعَافِيَةَ وَتَرَكْتُ الْبَلَاءَ وَالفَزْ مَتَ عَلَى سَعَا وَطَعَةً فَاِنَّكَ سَتَعْصِمُنِىْ -

'আতিয়া সূত্রে বর্ণিত, ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স) বলেতে শুনেছি ঃ লুকমান নবী ছিলেন না, তবে তিনি ছিলেন অতি চিন্তাশীল ও দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী এক বান্দাহ। তিনি

আল্লাহকে ভালোবাসলে আল্লাহও তাঁকে ভালোবাসলেন এবং হেকমত দান করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং ন্যায়বিচার পরিচালনার জন্য তাঁকে খলীফা মনোনীত করবার ব্যাপারে তাঁকে এখতিয়ার প্রদান করিলেন। লুকমান বললেন, হে প্রতিপালক! যদি আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেন তবে আমি নিরাপত্তাকে কবুল করেলাম এবং বিপদকে বর্জন করলাম। আর যদি এ আপনার প্রত্যক্ষ আদেশ হয় তবে বিনাবাক্যে ও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করব। কেননা, সে ক্ষেত্রে আপনিই আমাকে হেফাজত করবেন।" (তিরমিযী)

## ১৬. হযরত ইসমাঈল (আ)

وَإِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٨٦) وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ج وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٨٧)- (الانعام)

(৮৬) তারই পরিবার থেকে ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি) এদের প্রত্যেককে আমরা সমগ্র বিশ্বের লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য দান করেছি। (৮৭) উপরন্তু তাদের পিতা-মাতা, তাদের সন্তান এবং তাদের ভাই-বন্ধুদের মধ্য থেকে বহু লোককে আমরা সম্মানিত করেছি, তাদেরকে নিজের খেদমতে মনোনীত করে নিয়েছি এবং সঠিক-সোজা পথের দিকে পরিচালিত করেছি। (সূরা আন'আম)

وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ (ص:٣٨)

আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুলকিফ্ল-এর কথা স্মরণ করো। এরা সকলেই নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সূরা সোয়াদ ঃ ৪৮)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ إِسْمٰعِيْلَ ز إِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا (٥٤) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا (٥٥)- (مريم)

(৫৪) এ কিতাবে ইসমাঈলের কথাও স্মরণ করো। সে ছিল ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠা। আর ছিল নবী-রাসূলও। (৫৫) সে তার ঘরের লোকদেরকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিত। সর্বোপরি নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছে ছিল পছন্দনীয় ব্যক্তি সে। (সূরা মারইয়াম)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ، وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ، وَعَهِدْنَآ إِلٰى إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (١٢٥) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيْلُ ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٢٧) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ لا إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ ، قَالُوْا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ اٰبَائِكَ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا ج وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (١٣٣) - (البقرة)

(১২৫) আর এ কথাও স্মরণ করো, আমরা এ (কা'বা) ঘরকে জনগণের জন্যে কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম এবং লোকদের এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, ইবরাহীম

যেখানে এবাদতের জন্য দাঁড়ায়, সে স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ করো। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাগিদ করে বলেছিলাম, আমার এ ঘরকে তাওয়াফ, ইতিকাফ ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করে রাখো। (১২৭) স্মরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ (কা'বা) ঘরের প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তখন উভয়েই দো'আ করছিল ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের এ কাজ তুমি কবুল করো; তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু শুনতে পাও এবং সব কিছু জানো। (১৩৩) ইয়াকুব যখন এ পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে ? মৃত্যুর সময় সে তার পুত্রদের নিকট জিজ্ঞেস করেছিল ঃ "হে পুত্রগণ! আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার এবাদত করবে ?" তারা সকলেই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল ঃ "আমরা সেই এক আল্লাহ্‌রই ইবাদত করব, যাকে আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহরূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম) হয়ে থাকব।" (সূরা বাকারা)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ (١٠٢) فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ (١٠٣) وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (١٠٥) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰۤؤُا الْمُبِيْنُ (١٠٦) وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (١٠٧) - (الصّٰفّٰت)

(১০২) সে পুত্রটি যখন তার সাথে দৌড়ঝাঁপ করবার বয়স পর্যন্ত পৌঁছল, তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বলল ঃ "পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি যে আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি বলো তোমার অভিমত কি ?" সে বললঃ "হে পিতা! আপনাকে যা কিছু হুকুম দেয়া হচ্ছে, তা আপনি পালন করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের একজন পাবেন।" (১০৩) শেষ পর্যন্ত যখন এ দু'জনই আনুগত্যের মাথা নোয়ায়ে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুর করে শোয়ায়ে দিল (১০৪) এবং আমরা আওয়াজ দিলাম ঃ "হে ইবরাহীম! (১০৫) তুমি তো স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করে দেখালে! আমরা সৎকর্মশীলদেরকে এরূপ প্রতিফলই দান করে থাকি। (১০৬) নিঃসন্দেহে এটি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষার ব্যাপার ছিল।" (১০৭) অবশেষে আমরা একটি বড় কুরবানীর বিনিময়ে সে পুত্রটিকে ছাড়িয়ে নিলাম। (সূরা সাফফাত)

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَوْمٍ مِنْ اَسْلَمَ يَتَنَا ضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ فَقَالَ ارْمُوْا بَنِىْ سْمَعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَاَنَا مَعَ بَنِىْ فُلَانٍ لِاَحَدِ الْفَرِ يْقَيْنِ فَاَمْسَكُوْا بِاَيْدِيْهِمْ فَقَالَ مَالَهُمْ فَالُوْا وَكَيْفَ نَرْمِىْ وَاَنْتَ مَعَ بَنِىْ فُلَانٍ قَالَ ارْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ -

হযরত সালেমা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আসলাম গোত্রের কিছু লোক একটি বাজারে তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন, হে ইসমাঈলের বংশধর! তোমরা তীর নিক্ষেপ করো। কেননা তোমাদের পিতা [ইসমাঈ ইবনে ইবরাহীম (আ) ] তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন। আর আমি অমুকের পুত্রেদের পক্ষে থাকলাম। একথা শুনে প্রতিযোগি দু'দলের একটি দল তাদের

হাত গুটিয়ে নিল। অর্থাৎ তীর নিক্ষেপে বিরত থাকল। সালামা বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলল, তোমাদের কী হলো ? (তীর নিক্ষেপ করছ না কেন ?) তারা বলল, আপনি অমুকের পুত্রদের পক্ষে থাকলে আমরা কিভাবে তীর নিক্ষেপ করতে পারি ? নবী (স) বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করো। আমি তোমাদের সবার সঙ্গে আছি।

## ১৭. আকীদার কারণে নিপীড়ন

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ
يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - (البقرة: ١١٤)

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্থানসমূহে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা বিধ্বস্ত করতে চেষ্টানুবর্তী হয়, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে ? এ ধরনের লোক কোনো দিক দিয়েই এ ইবাদত-স্থলসমূহে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার যোগ্য নয়। আর তারা যদি সেখানে একান্তই প্রবেশ করে, তবে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়ই প্রবেশ করতে পারে। বস্তুত এদের জন্য এ পৃথিবীতে চরম লাঞ্ছনা রয়েছে এবং পরকালে রয়েছে কঠিন ও বিরাট শাস্তি।

لَتُبْلَوُنَّ فِىْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا
اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ (١٨٦)........ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا
وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥) (اٰل عمرٰن)

(১৮৬) (মুসলমানগণ!) তোমাদেরকে জান ও মাল উভয় দিক দিয়েই পরীক্ষা করা হবে এবং তোমরা আহলি কিতাব ও মুশরিকদের কাছে থেকে অসংখ্য কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। এই ধরনের অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো ও আল্লাহকে ভয় করে চলতে পারো, তবে নিঃসন্দেহে তা হবে অত্যন্ত উঁচু দরের সাহসিকতার ব্যাপার। (১৯৫) ...... কাজেই যারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করছে, আমারই পথে নিজেদের ঘর-বাড়ি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং আমারই জন্য লড়াই করছে ও নিহত হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই আমি মাফ করে দেব এবং তাদেরকে আমি এমন বাগীচায় স্থান দেব, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা সদা প্রবাহিত হবে। আল্লাহ্‌র কাছে এটাই হচ্ছে তাদের প্রতিফল আর উত্তম প্রতিফল তো একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই পাওয়া যেতে পারে"।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ
وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا - (النساء: ٦٩)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে সেসব লোকের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন; তারা হচ্ছে আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ। যারা এদের সঙ্গী-সাথী হবে, তাদের পক্ষে এরা কতই না উত্তম সাথী! (নিসা ঃ ৬৯)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُودٍ (٣) قُتِلَ أَصْحٰبُ الْأُخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّآ أَنْ يُّؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) الَّذِي لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ، وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠)- (البروج)

(১-২) শপথ সুদৃঢ় দুর্গবিশিষ্ট আকাশমণ্ডলের এবং সেই দিনের যার ওয়াদা করা হয়েছে, (৩) শপথ যে দর্শন করে তার এবং সেই জিনিসের যা পরিদৃষ্ট হয়। (৪-৫) ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা, যে গর্তে দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুন ছিল, (৬) যখন তারা সেই গর্তের কিনারায় উপবিষ্ট ছিল, (৭) আর তারা ঈমানদার লোকদের সাথে যা কিছু করছিল তা দেখছিল। (৮) ঐ ঈমানদার লোকদের সাথে তাদের শত্রুতা ছিল কেবলমাত্র এ কারণে যে, তারা সেই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং নিজ সত্তায় স্ব-প্রশংসিত, (৯) যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর গোটা সাম্রাজ্যের অধিকারী। আর সেই আল্লাহ্ সব কিছু দেখছেন। (১০) যেসব লোক ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ওপর জুলুম-পীড়ন চালিয়েছে এবং অতঃপর তা থেকে তওবা করেনি, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব আর রয়েছে ভস্ম হওয়ার শাস্তি। (সূরা বুরুজ)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَلَأَجْرُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٤١) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٤٢) - (النحل)

(৪১-৪২) যেসব লোক জুলুম সহ্য করার পর আল্লাহ্‌র জন্য হিজরত করেছে তাদেরকে আমরা দুনিয়ায়ই উত্তম ঠিকানায় আবাস দান করব! আর আখেরাতের প্রতিফল তো অনেক বড়। হায়! যে নির্যাতিত লোকেরা সবর করেছে এবং যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে কাজ করছে তারা যদি জানত (যে, কত ভালো পরিণামই না তাদের অপেক্ষায় রয়েছে)।

إِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِينَ اٰمَنُوا ، إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (٣٨) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ، وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَنْ يَّقُولُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ، وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ، إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ، وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ (٥٨) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ ، وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (٥٩) - (الحج)

(৩৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ (দুশমনদের) প্রতিরোধ করেন সে লোকদের তরফ থেকে, যারা ঈমান এনেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক নেয়ামত অস্বীকারকারীকে পছন্দ করেন না। (৩৯) তাদেরকে অনুমতি দেয়া হলো যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, কেননা তারা নির্যাতিত। আল্লাহ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। (৪০) এরা সে লোক, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিল শুধু এটুকু যে, তারা বলত ঃ আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো আল্লাহ। আল্লাহ্ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করতে না থাকতেন, তাহলে যে খানকা, আশ্রম, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদে আল্লাহ্‌র নাম বিপুলভাবে যিকির করা হয়— সে সবই চুরমার করে দেয়া হতো। আল্লাহ্ অবশ্যই সে লোকদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় পরাক্রান্ত। (৫৮) আর যেসব লোক আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করেছে, তারপর নিহত হয়েছে বা মরে গেছে, আল্লাহ তাদেরকে উৎকৃষ্ট রিযিক দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই উৎকৃষ্টতম রিযিকদাতা। (৫৯) তিনি তাদেরকে এমন স্থানে পৌছাবেন, যেখানে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। সত্যই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও অতীব ধৈর্যশীল।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْأَرْضِ ۚ قَالُوْٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۚ فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا (٩٧) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا (٩٨)–(النسآء)

(৯৭) যারা নিজেদের আত্মার ওপর জুলুম করছিল এই অবস্থায় ফেরেশতাগণ যখন তাদের জান কবজ করল, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত ছিলে ? জবাবে তারা বললঃ আমরা দুনিয়ায় দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ফেরেশতাগণ বললঃ আল্লাহ্‌র জমিন কি প্রশস্ত ছিল না— তোমরা কি অন্য স্থানে হিজরত করে যেতে পারতে না ? এসব লোকের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাপ জায়গা। (৯৮) তবে যেসব পুরুষ নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় এবং যাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার কোনো পথ— কোনো উপায় ছিল না। (সূরা নিসা)

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّ أَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ– (العنكبوت :٥٦)

হে আমার বান্দাহগণ, যারা ঈমান এনেছ, আমার পৃথিবী তো বিশাল বিস্তীর্ণ; অতএব, তোমরা আমারই বন্দেগীর আদর্শ গ্রহণ করো। (সূরা আনকাবুত ঃ ৫৬)

أَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلّٰى (١٠) أَرَءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوٰى (١٢) أَرَءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى (١٣) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰى (١٤) كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦) فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا ۚ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩) – (العلق)

(৯-১০) তুমি কি দেখেছ সেই লোকটিকে, যে একজন বান্দাকে নিষেধ করে যখন সে নামায আদায় করতে থাকে ? (১১-১২) তুমি কি মনে করো, সে (বান্দাহ্) যদি সঠিক পথে থাকে কিংবা সতর্কতার নির্দেশ দান করে ? (১৩) তোমার কি ধারণা, যদি এই (নিষেধকারী সত্যকে) অমান্য করে ও মুখ ফিরিয়ে লয় ? (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখছেন ? (১৫) কক্ষনোই নয়, সে যদি বিরত না হয়, তাহলে আমি তার মাথার সম্মুখের চুল ধরে তাকে টানব— (১৬) সেই মাথার সম্মুখ ভাগ যা মিথ্যুক ও অত্যন্ত অপরাধকারী। (১৭) সে ডেকে নিক নিজের সমর্থক দলকে। (১৮) আমিও আযাবের ফেরেশতাদেরকে ডেকে নেব। (১৯) কক্ষনোই নয়, এর কথা শুনিও না। আর সিজদা করো এবং (তোমার মা'বুদের) নৈকট্য লাভ করো। (সিজদা) (সূরা আলাক)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَرَّادٍ الْاَ شْعَرِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَ انِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنِىْ بُرَيْدٌ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ اِلَيْهِ اَنَا وَاَخَوَانِ لِىْ اَنَا اَصْغَرُهُمَا اَحَدُهُمَا اَبُوْ بُرْدَةَ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ رُهْمٍ اِمَّا قَالَ بِضْعًا وَاِمَّا قَالَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِيْنَ اَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِىْ قَالَ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَاَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِىِّ بِالْحَبْشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنَا هٰهُنَا وَاَمَرَنَا بِالْاِقَامَةِ فَاَقِيْمُوْا مَعَنَا فَاَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا جَمِيْعًا قَالَ فَوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاَسْهَمَ لَنَا اَوْ قَالَ اَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لِاَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا اِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ اِلَّا لِاَصْحَابِ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَاَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ قَالَ فَكَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَقُوْلُوْنَ لَنَا يَعْنِىْ لِاَهْلِ السَّفِيْنَةِ نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ قَالَ فَدَخَلَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِىَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلٰى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ اِلَى النَّجَاشِىِّ فِيْمَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلٰى حَفْصَةَ وَاَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِيْنَ رَاٰى اَسْمَاءَ مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هٰذِهِ اَلْبَحْرِيَّةُ هٰذِهِ فَقَالَتْ اَسْمَاءُ نَعَمْ فَقَالَ عُمَرُ سَبَقْنَاكُمْ بِلْهِجْرَةِ فَنَحْنُ اَحَقُّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلِمَةً كَذَبْتَ يَاعُمَرُ كَلَّا وَاللّٰهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِىْ دَارٍ اَوْفِىْ اَرْضِ الْبُعْدَاءِ الْبُغْضَاءِ فِى الْحَبْشَةِ وَذٰلِكَ فِىْ اللّٰهِ وَفِىْ رَسُوْلِهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَا اَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا اَشْرَبُ شَرَابًا حَتّٰى اَذْكُرَ مَاقُلْتَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذٰى وَنُخَافُ وَسَاَذْكُرُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَسْاَلُهُ وَ وَاللّٰهِ لَا اَكْذِبُ وَلَا اَزِيْغُ وَلَا اَزِيْدُ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَتْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِاَحَقَّ بِىْ مِنْكُمْ وَلَهُ

وَلِاَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ اَنْتُمْ اَهْلَ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَاَيْتُ اَبَا مُوْسٰى وَاَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ يَاتُوْنِىْ اَرْسَالاً يَسْاَلُوْنِىْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَامِنَ الدُّنْيَا شَئٌ هُمْ بِهِ اَفْرَحُ وَلَا اَعْظَمُ فِىْ اَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ فَقَالَتْ اَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَاَيْتُ اَبَا مُوْسٰى وَاِنَّهُ لَيَسْتَعِيْدُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنِّىْ .

আবদুল্লাহ ইবনে বাররাদ আশ'আবী ও মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা আল-হামদানী (রহ) তিনি আবু উসামা তিনি বুরাইদা তিনি আবু বুরাইদা আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমাদের কাছে হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরতের খবর পৌঁছল তখন আমরা ইয়ামানে ছিলাম। এরপর আমি ও আমার দুই ভাই তাঁর কাছে হিজরত করার জন্য রওনা হলাম। আমি ছিলাম সে দু'জনের ছোট। তাঁদের একজনের নাম ছিল আবূ বুরদাহ (রা) অপরজন ছিলেন আবূ রুহ্‌ম (রা)। তিনি হয়ত বলেছেন, তখন তিপ্পান্ন জন কিংবা বায়ান্ন জন লোক আমাদের গোত্রে ছিল। আমরা একটি নৌকায় আরোহণ করলাম। নৌকাটি আমাদের নিয়ে আবিসিনিয়ায় গিয়ে উপনীত হলো, যেখানের বাদশাহ ছিলেন নাজ্জাশী। তখন আমরা তাঁর কাছে জাফর ইবনে আবূ তালিব (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের দেখা পেলাম। এরপর জাফর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন এবং এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আপনারা আমাদের সঙ্গে অবস্থান করুন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে থাকতে লাগলাম, অবশেষে আমরা সবাই একত্রে মদীনা ফিরে এলাম। তিনি বলেন, এরপর খায়বর বিজয়ের প্রাককালে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। তিনি আমাদেরও গনীমতের মালের অংশ দিলেন অথবা তিনি বলেছেন, তিনি তা থেকে আমাদেরও দান করেছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে যারা যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে গণীমতের হিস্সা দেননি। তবে জাফর ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে আমাদের নৌকায় আরোহী সাথীদেরও তাঁদের সঙ্গে হিস্সা প্রদান করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, লোকদের কেউ কেউ আমাদের অর্থাৎ নৌকা আরোহীদের বলে বেড়াত যে, আমরা অগ্রগামী হিজরতকারী। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমাদের নৌকায় সফর সঙ্গিনী আসমা বিনত উমায়স (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিনী হাফসা (রা)-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য গমন করেন। যাঁরা নাজ্জাশীর কাছে হিজরত করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইত্যবসরে উমর (রা) হাফসার কাছে এলেন। আসমা বিনত উমায়স (রা) তখন তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তখন উমর (রা) আসমাকে দেখে বললেন, ইনি কে? হাফসা (রা) বললেন, ইনি আসমা বিন্ত উমায়স। اَلْحَبَشِيَّةُ هٰذِهِ الْبَحْرِيَّةُ هٰذِهِ -এই কি হাবশায় হিজরতকারিণী, নৌকায় আরোহণকারিণী? তখন আসমা (রা) বললেন, জ্বি হ্যাঁ। উমর (রা) বললেন, হিজরতের দৃষ্টিকোণে আমরা তোমাদের চাইতে অগ্রগামী। সুতরাং তোমাদের তুলনায় আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যাপারে অধিকতর হক্‌দার। তখন আসমা (রা) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, হে উমর! কথাটি সঠিক নয়। কখনো সঠিক হতে পারে না। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্যে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তদের আহার দান করতেন, জ্ঞানহীনদের জ্ঞানের আলো বিলাতেন। আর আমরা আবিসিনিয়ায় প্রবাসে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করছিলাম। এটা ছিল কেবল আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলে সন্তুষ্টির জন্যই। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি যা বলেছ তা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আলোচনা না করা পর্যন্ত আমি কোনো আহার গ্রহণ করব না এবং পানীয় দ্রব্য স্পর্শ করব না। আমরা (বিদেশ বিভুঁইয়ে) সারাক্ষণ বিপদ ও ভয়ভীতির মধ্যে থাকতাম। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পেশ করব এবং জিজ্ঞাসা করব। আল্লাহ্‌র কসম! আমি মিথ্যা বলব না, কোনো কিছু বিকৃত করব না এবং প্রকৃত ঘটনার চাইতে বাড়িয়ে বলব না। বর্ণনাকারী বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (স) আসলেন তখন আসমা (রা) বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! উমর (রা) এই এই বলেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আমার প্রতি তোমাদের চেয়ে তার হক বেশি নেই। কেননা, তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য রয়েছে একটি মাত্র হিজরত। আর তোমাদের নৌকা আরোহীদের জন্য রয়েছে দু'টি হিজরত। আসমা (রা) বলেন, আমি আবূ মূসা (রা) ও নৌকা আরোহীদের দলে দলে এসে আমার কাছে এই হাদীসখানি জিজ্ঞাসা করতে দেখেছি। তাঁদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ যা বলেছেন তাঁদের কাছে এর চাইতে অধিকতর আনন্দদায়ক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোনো বিষয় দুনিয়াতে ছিল না। আবূ বুরদাহ (রা) বলেন যে, আসমা (রা) বলেছেন, আমি আবূ মূসা (রা)-কে দেখেছি, তিনি আমার কাছ থেকে এই হাদীসখানি বারংবার দোহরাতেন। (মুসলিম)

## ১৮. মাসীহ (আ)

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ - (الانعام: ٥)

এভাবে এখন যে সত্য তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, তাকেই মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছে। যাই হোক, তারা আজ পর্যন্ত যেসব জিনিসকে বিদ্রূপ করছিল, অতি শীঘ্রই সে সম্পর্কে তাদের নিকট কিছু খবর পৌঁছবে। (সূরা আন'আম ঃ ৫)

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا (١٥٧) بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (١٥٨) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا (١٧٢) - (النساء)

১৫৭) তারা নিজেরাই বললঃ আমরা মরিয়ম পুত্র আল্লাহ্‌র রাসূল ঈসা মসীহ-কে হত্যা করেছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে না তারা তাকে (ঈসাকে) হত্যা করেছে, না শূলে বিদ্ধ করেছে; বরং গোটা ব্যাপারটাকেই তাদের কাছে গোলকধাঁধাঁয় পরিণত করে দেয়া হয়েছে। আর যারা এই বিষয়ে মতভেদ করেছে, তারাও মূলত সন্দেহে পড়ে গেছে। তাদের কাছে এই বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নেই, আছে শুধু অমূলক ধারণার অন্ধ অনুসরণ, নিশ্চয়ই তারা মসীহকে হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ বিরাট শক্তিসম্পন্ন ও মহাজ্ঞানী। (১৭২) (ঈসা) মসীহ আল্লাহ্‌র বান্দাহ হওয়ার ব্যাপারে কখনো বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেনি। আর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও তাকে নিজেদের জন্য কোনো লজ্জার কারণ মনে করেনি। কেউ যদি আল্লাহ্‌র বন্দেগীকে নিজের জন্য লজ্জার ব্যাপার মনে করে ও গৌরব-অহঙ্কার করতে থাকে, তবে এমন এক সময় আসবে, যখন আল্লাহ সকলকে পরিবেষ্টন করে নিজের সম্মুখে উপস্থিত করবেন। (সূরা নিসা)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (٧٢) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٧٣) اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٧٤) مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ (٧٥) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (١٧) - (المائدة)

(৭২) নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। অথচ মসীহ তো বলেছিল– "হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহ্র বন্দেগী করো, যিনি আমারও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক।" বস্তুত যে লোক আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকেও শরীক করেছে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এসব জালিমের কেউ সাহায্যকারী নেই। (৭৩) নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে ঃ আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। এই লোকেরা যদি তাদের এসব কথা হতে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদান করা হবে। (৭৪) তারা কি আল্লাহ্র কাছে তওবা করবে না, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে না ? বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু। (৭৫) মরিয়ম পুত্র মসীহ কিছুই ছিল না— একজন রাসূল ছাড়া। তার পূর্বে আরও অনেক রাসূলই অতীত হয়ে গেছে। তার মাতা এক পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ মহিলা ছিল। তারা দু'জনই স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য গ্রহণ করতো। লক্ষ্য করো, তাদের সম্মুখে সত্যের নিদর্শনসমূহ আমরা কিভাবে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছি। তারপর এটাও লক্ষ্য করো যে, তারা কিভাবে বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে। (১৭) নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে ঃ মরিয়ম-পুত্র মসীহ্ খোদা। হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো যে, আল্লাহ যদি মরিয়ম-পুত্র মসীহ্কে এবং তার মা ও সমস্ত পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করতে চান তবে তাঁর এই ইচ্ছা হতে তাঁকে বিরত রাখার মতো শক্তি কার আছে ? আল্লাহ তো আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিসেরই মালিক; তিনি যা কিছু চান, তাই পয়দা করেন। তাঁর শক্তি প্রতিটি জিনিসেরই ওপর পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ - (الحديد : ٢٧)

এরপর আমরা পর-পর আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম আর এ সবের পর মরিয়ামপুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে ঈঞ্জীল দান করেছি। যারা তা মেনে চলেছে তাদের হৃদয়ে আমরা দয়া-মায়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছি। আর 'রাহবানিহত' (বৈরাগ্যবাদ) তারা নিজেরা রচনা ও উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমরা তা তাদের প্রতি ফরয করে দেইনি। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তোষ সন্ধানে তারা নিজেরাই এ বিদয়াত বানিয়েছে। আর তা যথার্থভাবে পালন করার যে কর্তব্য ছিল তারা তাও করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সুফল আমরা দান করেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোকই ফাসিক। (সূরা হাদীদ-২৭)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَمْحُوا الصَّلِيْبَ وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلٰوةَ وَيُعْطِى الْمَالَ حَتّٰى لَا يُقْبَلُ وَيَضَعَ الْخَرَاجَ وَيَنْزِلُ الرَّوْحَاءَ فَيَحُجَّ مِنْهَا، اَوْ يَعْتَمِرَ، اَوْ يَجْمَعُهَا - (مسند احمد)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, ঈসা ইবনে মরিয়াম অবতীর্ণ হবেন। পরে তিনি শূকর হত্যা করেবেন ও ক্রুশকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। তাঁর জন্য নামাযের জামায়াত কায়েম করা হবে এবং তিনি এত পরিমাণ ধন-সম্পদ বণ্টন করবেন যে, তা গ্রহণ করার কোনো লোক থাকবে না। তিনি খারাজ বাতিল করবেন। আর 'রাওহা' নামক স্থানে মনযিল বানিয়ে সেখান হতে হজ্জ্ব বা উমরা করবেন। কিংবা উভয়ই একত্রে সম্পন্ন করবেন। [ বর্ণনাকারীর মনে সন্দেহ হয়েছে, রাসূলে করীম (স) এই দু'টি কথার কোনটি বলেছেন তা নির্দিষ্ট করে বলেতে পারেন নাই ] (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ وَمَعَاذُ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِقَالَ يَامُعَاذِ قَالَ لَبَيكَ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ وَسَعدِيْكَ قَالَ يَامَعَاذُ قَالَ لَبَّكَ يَارَسُوْلُ اللّٰهُ وَسَعَدَ يَكَ قَالَ يَامَعَا قَالَ لبيكَ ثَلثًا قَالَ مَامن احَدَ نَشْهَدُ اَنَّ لَاالَهُ اَلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ اَلَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ افَلَا اُخْبِرُ بِهِ النَّاسُ فَيَسْتَبْشِرُ وَاقَالَ اِذَا يَتَّكِلُوْا وَفَاخْبَرَ بِهَا مُعَاذٍ عِنْدَ مَوْتِهِ تَاثِمًا

(ولى الدين المطب، مشكوة المصابيح : ١٢٤)

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) একটি বাহনে আরোহী ছিলেন, আর মুআয (রা) তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি ডাকলেন ঃ মু'আয! তিনি উত্তর দিলেন, লাব্বায়ক ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আমি প্রস্তুত। হযরত রাসূলুল্লাহ (স) এভাবে তিনবার ডাকলেন এবং মু'আয (রা) তিনবার এরূপ উত্তর দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তিই সত্যভাবে অন্তর হতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেবে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। মু'আয (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ! আমি কি এর সংবাদ লোকজনকে জানিয়ে দেব না যাতে তারা সুসংবাদ লাভ করে ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তা হলে তারা এর উপর আস্থা করে বসে থাকবে। অতঃপর মু'আয (রা) এ সংবাদ তার মৃত্যুর সময় (হাদীস না পৌছানোর) গুনাহের ভয়ে জানিয়ে যান।"

## ১৯. কালেমা

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ........ (٢٥) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦) -(ابرٰهيم)

(২৪) তোমরা কি দেখো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন জিনিসের সাথে কালেমায়ে তাইয়্যেবার তুলনা করছ ? এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, যেন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিক হয়ে আছে এবং শাখাগুলো আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। (২৫) প্রতি মুহূর্ত তা ফল দান করেছে .....। (২৬) আর অপবিত্র কালেমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ একটি খারাপ জাতের গাছের মতো, যা মাটির উপরিভাগ থেকে উপড়িয়ে ফেলা যায়, এর কোনো দৃঢ়তা নেই।

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ..... (حم السجدة :٢١)

তারা তাদের দেহের চামড়াকে বলবে ঃ "তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে ?" এরা জবাবে বলবে ঃ আমাদেরকে সে আল্লাহ্ই কথা বলবার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব জিনিসকেই বাকশক্তি দান করেছেন .....। (সূরা হা-মীম-সেজদা ঃ ২১)

## ২০. বধির ও বোবা

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٢) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣)- (الانفال)

(২২) নিশ্চিতই আল্লাহ্র কাছে নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেসব বধির ও বোবা লোক যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। (২৩) আল্লাহ্ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কোনোরূপ কল্যাণ নিহিত আছে, তবে তিনি অবশ্যই তাদেরকে শুনবার তওফীক দিতেন; (কিন্তু এই কল্যাণ ব্যতীত) তিনি যদি তাদেরকে শুনতে দিতেন, তবে তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চলে যেত। (সূরা আনফাল)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۙ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (النحل : ٧٦)

আল্লাহ্ আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঃ দু'জন লোকের, একজন বোবা; বধির; সে কোনো কাজ করতে পারেনি, নিজের মনিবের ওপর এক বোঝা হয়ে আছে। যে দিকেই সে তাকে পাঠায় কোনো একটি ভালো কাজ তার দ্বারা হয় না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যে ইনসাফের নির্দেশ দেয় এবং নিজেও সঠিক ও সুদৃঢ় পথে মজবুত হয়ে আছে। বলো এ দু'জন কি একই রকম ?

(সূরা নহল ঃ ৭৬)

চতুর্থ অধ্যায়

# বনি ইসরাঈল (তাদের সামগ্রিক চরিত্র)

## ১. সাধারণ বিষয়সমূহ

يٰبَنِيْٓ اِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٤٧،١٢٢) (البقرة)

হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের প্রতি আমার দেয়া নেয়ামত স্মরণ করো। এ কথাও স্মরণ করো যে, আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিসমূহের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।

(সূরা বাকারা ঃ ৪৭ ও ১২২)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (١٦) وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْ ۢ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (١٧)- (الجاثية)

(১৬) ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈলকে আমরা কিতাব, হুকুম ও নবুয়্যত দান করেছিলাম। তাদেরকে আমরা উত্তম জীবন-উপকরণ দিয়ে ধন্য করেছিলাম, সারা দুনিয়ার মানুষের ওপর তাদেরকে অধিক মর্যাদা দিয়েছিলাম। (১৭) এবং দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে সুস্পষ্ট হেদায়েত দান করেছিলাম। অতপর তাদের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, (তা অজ্ঞতার কারণে নয় বরং) নির্ভুল জ্ঞান লাভের পর হয়েছিল, এবং এ কারণে হয়েছিল যে, তারা পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল। তারা যেসব বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করছিল আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন সে সব ব্যাপারেই ফয়সালা দান করবেন। (সূরা জাসিয়া)

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (٥) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٦) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٧) قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٨)- (الجمعة)

(৫) যেসব লোককে তওরাতের ধারক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা সেই বোঝা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গর্দভের ন্যায়, যার পৃষ্ঠে বহু কিতাব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ থেকেও নিকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হলো সেসব লোকেরা যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করে অমান্য করেছে। এ ধরনের জালিম লোককে আল্লাহ হেদায়েত দান করেন না। (৬) এই লোকদেরকে বলো ঃ "হে ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকেরা! তোমাদের যদি এ অহংকার থেকে থাকে যে, অন্যান্য সব লোককে বাদ দিয়ে কেবল তোমরাই আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র, তাহলে তোমরা মৃত্যুর কামনা

করো, যদি তোমরা তোমাদের এই আত্মবিশ্বাসে সত্য হয়ে থাকো।" (৭) কিন্তু আসলে তারা যেসব কার্যকলাপ করেছে সে কারণে তারা কক্ষনোই এরূপ কামনা করবে না। আর আল্লাহ্ এ জালিম লোকদেরকে খুব ভালো করেই জানেন। (৮) এদেরকে বলো ঃ "যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাচ্ছ তা তো তোমাদের কাছে আসবেই। অতঃপর তোমরা সেই মহান সত্তার কাছে উপস্থিত হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। আর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন সেই সবই যা তোমরা করছিলে।" (সূরা জুম'আ)

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۗ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ (١٢)- (المائدة)

আল্লাহ বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে হতে পাকা ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বার জন 'নকীব' নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে তিনি বলেছিলেনঃ "আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। তোমরা যদি নামায কায়েম রাখো, যাকাত দাও এবং আমার নবীগণকে মান্য করো, তাদের সাহায্য ও শক্তিবৃদ্ধি করো ও আল্লাহকে ভাল ঋণ দান করতে থাকো, তবে নিশ্চিত বিশ্বাস রেখো— আমি তোমাদের অন্যায় কাজ ও দোষত্রুটি দূরীভূত করে দেব এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগিচায় বসবাস করাব, যেগুলোর নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলোম্বন করেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে সত্য-সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে।" (সূরা মায়েদা ঃ ১২)

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۗ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۗ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ - (الاعراف :١٦٠)

আর আমরা এই জাতিকে বারটি পরিবারে ভাগ করে তাদেরকে স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছিলাম। মূসার জাতির লোকেরা যখন মূসার কাছে পানি চাইল তখন আমরা তাকে ইশারা করলাম যে, অমুক প্রস্তরময় ভূমির ওপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো। ফলে অচিরেই সে প্রস্তরময় ভূমির বুক হতে বারটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হলো এবং প্রতিটি দল পানি নেয়ার জন্য জায়গা ঠিক করে নিল। আমরা তাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিলাম এবং তাদের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করলাম আর বললাম খাও সে পাক জিনিসসমূহ— যা আমরা তোমাদেরকে দান করেছি। কিন্তু এরপর তারা যা কিছু করেছে, এর দরুন আমার ওপর জুলুম করেনি; বরং তারা নিজেদের ওপরই নিজেরা জুলুম করেছিল। (সূরা আরাফ ঃ ১৬০)

وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - (يونس :٩٣)

আমরা বনী ইসরাঈলীদেরকে বড় ভালো স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছি আর জীবন যাপনের অতি উত্তম উপাদান তাদেরকে দান করেছি। অতঃপর তারা মতবিরোধ করে না— কেবল তখনই করেছে, যখন প্রকৃত ইলম তাদের কাছে এসে পৌঁছল। নিশ্চয়ই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যকার মতবিরোধের বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ يَعْنِىْ لَوْ لَا بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْ لَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا -

হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (স) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ নবী করীম (স) বলেছেন, যদি বনী ইসরাঈল না হতো, তাহলে গোশতে পচন ধরত না। আর (মা) হাওয়া যদি না হতেন, তাহলে কোনো নারীই তার স্বামীর খেয়ানত করত না। (বুখারী)

حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُوْ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ اَخْبَرَنَا هُمَّامٌ عَنْ اِسْحٰقَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَ نِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ ثَلَاثَةً فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَبْرَصَ وَ اَقْرَعَ وَ اَعْمٰى بَدَا اللّٰهُ اَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاَتَى الْاَبْرَصَ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِىَ النَّاسُ، قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، فَاُعْطِىَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، فَقَالَ اَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ فَقَالَ الْاِبِلُ اَوْ قَالَ الْبَقَرُ هُوْ شَكٌّ فِىْ ذٰلِكَ اِنَّ الْاَبْرَصَ اَوِ الْاَقْرَعَ قَالَ اَحَدُهُمَا الْاِبِلُ، وَقَالَ الْاٰخَرُ الْبَقَرُ، فَاُعْطِىَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا قَالَ وَ اَتَى الْاَقْرَعَ فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ : شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّى هٰذَا قَدْ قَذِرَنِىَ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَاُعْطِىَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ، قَالَ فَاَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا، وَاَتَى الْاَعْمٰى فَقَالَ اَىُّ شَىْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ يَرُدُّ اللّٰهُ اِلَىَّ بَصَرِى فَاَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ فَاَىُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ ؟ قَالَ اَلْغَنَمَ فَاَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَاَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْاِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنْ بَقَرٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اِنَّهُ اَتَى الْاَبْرَصَ فِىْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ تَقَطَّعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ اِ اِلَّابِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ، اَسْاَلُكَ بِالَّذِىْ اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِىْ سَفَرِىْ، فَقَالَ لَهُ اِنَّ الْحُقُوْقَ كَثِيْرَةٌ، فَقَالَ لَهُ كَاَنِى اَعْرِفُكَ اَلَمْ تَكُنْ اَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا، فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ،

فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَبِرٍ عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَبَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَاكُنْتَ، وَ اَتَى الْاَقْرَعَ فِىْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَاقَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَارَدَّ عَلَيْهِ هٰذَا فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَاكَ اللّٰهُ اِلٰى مَاكُنْتَ وَاَتَى الْاَعْمٰى فِىْ صُوْرَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ السَّبِيْلِ وَتَقَطَّعَتْ بِىَ الْجِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ اِلَّابِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْاَلُكَ بِالَّذِىْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِىْ سَفَرِىْ، وَقَالَ كُنْتَ اَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ بَصَرَى وَفَقِيْرًا فَاَغْنَانِىْ، فَخُذْ مَاشِئْتَ فَوَاللّٰهِ لَا اَحْمَدْتَ الْيَوْمَ بِشَىْءٍ اَخَذْتَهُ لِلّٰهِ، فَقَالَ اَمْسِكْ مَالَكَ فَاِنَّمَا اُبْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْكَ، وَسَخِطَا عَلٰى صَاحِبَيْكَ .

আহমদ ইবন ইসহাক ও মুহাম্মদ (রা) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিন জন লোক ছিল। একজন শ্বেতীরোগী, একজন মাথায় টাকওয়াল আর একজন অন্ধ। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কাজেই, তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে শ্বেতী রোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কোন জিনিস বেশি প্রিয় ? সে জবাব দিল, সুন্দর রং ও সুন্দর চামড়া। কেননা, মানুষ অমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার শরীরের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ সেরে গেল। তাকে সুন্দর রং এবং সুন্দর চামড়া দান করা হলো। তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন ধরনের সম্পদ তোমার কাছে বেশি প্রিয় ? সে জবাব দিল, 'উট' অথবা সে বলল, 'গরু'। এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে, শ্বেতীরোগী না টাকওয়ালা দু'জনের একজন বলেছিল 'উট' আর অপরজন বলেছিল 'গরু'। অতএব তাকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হলো। তখন ফেরেশতা বললেন, "এতে তোমার জন্য বরকত হোক"। বর্ণনাকারী বলেন, ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে গেলেন এবং বললেন, তোমার কাছে কি জিনিস পছন্দনীয় ? সে বলল, সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এ রোগ চলে যায়, মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। বর্ণনাকারী বলেন, ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মাথার টাক চলে গেল। তাকে (তার মাথায়) সুন্দর চুল দেয়া হলো। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয় ? সে জবাব দিল, 'গরু'। তারপর তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দান করলেন এবং ফেরেশতা দো'আ করলেন, এতে তোমাকে বরকত দান করা হোক। তারপর ফেরেশতা অন্ধের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা কললেন, কোন জিনিস তোমার কাছে বেশি প্রিয় ? সে বলল আল্লাহ যেন আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দেন যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। নবী (স) বললেন, তখন ফেরেশতা তার চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, কোন সম্পদ তোমার কাছে অধিক প্রিয় ? সে জবাব দিল 'ছাগল', তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন। ওপরে উল্লেখিত লোকদের পশুগুলো বাচ্চা দিল। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আর একজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল। এরপর ঐ ফেরেশতা তাঁর পূর্ববর্তী আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেন, আমি একজন নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সকল (সম্বল) শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্য

স্থানে পৌঁছার আল্লাহ্‌র ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমি তোমার কাছে ঐ সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং, কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর ওপর সাওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌঁছাব। তখন লোকটি তাকে বলল, আমার ওপর বহু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। (কাজেই আমার পক্ষে দান করা সম্ভব নয়) তখন ফেরেশতা তাকে বললেন, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি এক সময় শ্বেতরোগী ছিলে না ? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকীর ছিলে না ? এরপর আল্লাহ তা'আলা তোমাকে (প্রচুর সম্পদ) দান করেছেন। তখন সে বলল, আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছি। ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে সেরূপ করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। তারপর ফেরেশতা মাথায় টাকওয়ালার কাছে তাঁর সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তদ্রূপই বললেন, যেরূপ তিনি শ্বেতী রোগীকে বলেছিলেন। এও তাকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল যেমন জবাব দিয়েছিল শ্বেতীরোগী। তখন ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাকে তেমন অবস্থায় করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। শেষে ফেরেশতা অন্ধ লোকটির কাছে তার আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব লোক, মুসাফির মানুষ, আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌঁছার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কোনো গতি নেই। তাই আমি তোমার কাছে সেই সত্তার নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমি এ ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ি পৌঁছতে পারব। সে বলল, বাস্তবিকই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকীর ছিলাম। আল্লাহ আমাকে ধনী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহ্‌র কসম। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তুমি যা কিছু নেবে, তার জন্যে আজ আমি তোমার কাছে কোনো প্রশংসাই দাবি করব না। তখন ফেরেশতা বললেন, তোমার মাল তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিন জনকে পরীক্ষা করা হলো মাত্র। আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথী দু'জনের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (বুখারী)

## ২. তাদের চরিত্র

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٤) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٦٦) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۚ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٣) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا....... (١٠٢) - (البقرة)

(৬৩) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা তূর পর্বতকে তোমাদের ওপর উত্তোলিত করে তোমাদের কাছ থেকে পাকা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম; আর বলেছিলাম ঃ "আমরা তোমাদেরকে যে কিতাব দান করছি তা মজবুত করে ধারণ করো এবং তাতে যেসব আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ-বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে, তা স্মরণ করে রাখো। বস্তুত এরই সাহায্যে আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করতে পারবে।" (৬৪) কিন্তু এরপর তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে গেলে। এ সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেনি, অন্যথায় তোমরা বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেতে। (৬৫) আর তোমাদের স্বজাতির সে সব লোকদের ঘটনা তো জানাই আছে, যারা 'শনিবারের' নিয়ম লঙ্ঘন করেছিল। আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে, বানর হয়ে যাও এবং এমন অবস্থায় দিন যাপন করো যে, চতুর্দিক হতে তোমাদের ওপর ধিক্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হবে। (৬৬) এভাবে আমরা তাদের পরিণতিকে তৎকালীন লোকদের এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিক্ষাপ্রদ এবং আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জন্য মহান উপদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। (৯৩) অতঃপর সে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করো, যা তোমাদের ওপর তূর পাহাড় উঠিয়ে তোমাদের কাছ থেকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম। তাতে আমরা তাগিদ করেছিলাম যে, যে পথনির্দেশ আমরা দিচ্ছি তা বিশেষ দৃঢ়তার সাথে কাজে পরিণত করো এবং মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করো। তোমাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষেরা বলেছিল ঃ "আমরা শুনেছি বটে; কিন্তু মানবো না।" বাতিল ও অন্যায়ের প্রতি তারা এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মানস পটে বাছুরেরই প্রভাব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। বলে দাও ঃ "তোমরা যদি প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারই হও, তবে যে ঈমান এ ধরনের পাপ কাজের প্রেরণা দেয়, তা বড়ই আশ্চর্যজনক।" (১০০) সাধারণত এটাই কি হয়নি যে, তারা যখন কোনো কিছুর প্রতিশ্রুতি দান করেছে, তখন তাদের একটি না একটি উপদল নিশ্চিতরূপেই তা উপেক্ষা করেছে ? বরং সত্য কথা এই যে, তাদের মধ্যকার অনেক লোক আন্তরিক নিষ্ঠা সহকারে ঈমানই আনেনি। (১০১) যখনই তাদের কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোনো রাসূল তাদের কাছে (পূর্ব হতে) মওজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করেছে তখনই এ কিতাবধারীদের মধ্য থেকে একটি উপদল আল্লাহ্‌র কিতাবকে এমনভাবে পিছনে ফেলে রেখেছে, যেন তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। (১০২) অথচ এমন সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করল, শয়তান যা সুলায়মানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সুলায়মান কখনোই কুফরী অবলম্বন করেনি। কুফরীতো অবলম্বন করেছে সেই শয়তানরা ....... (সূরা বাকারা)

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ۚ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (١٦١) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٦٢) وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ۙ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ ۚ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (١٦٣) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ

يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ (١٦٦) وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٦٧) وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ؗ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (١٦٨) فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (١٦٩) وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ (١٧٠) وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٧١) وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ (١٧٢) اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ (١٧٣) وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (١٧٤) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (١٧٦) سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ (١٧٧)- (الاعراف)

(১৬১) সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, “এই জনপদে গিয়ে বসবাস করতে থাকো, সেখানকার উৎপাদন থেকে নিজেদের ইচ্ছা ও রুচী অনুসারে রুযী হাসিল করো। সে সঙ্গে ‘হিত্তাতুন’–হিত্তাতুন’ বলতে থাকো এবং নগরের দ্বার-পথে সিজদায় অবনত হয়ে প্রবেশ করো। আমরা তোমাদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেব এবং নেক আচরণসম্পন্ন লোকদেরকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ দানে ভূষিত করব।” (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জালিম ছিল, তারা তাদেরকে বলা কথাকে বদলিয়ে ফেলল। এর ফল হলো এই যে, আমরা তাদের জুলুমের প্রতিশোধ হিসেবে তাদের ওপর আসমান থেকে আযাব পাঠিয়ে দিলাম। (১৬৩) আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থাটাও খানিকটা জিজ্ঞেস করো, যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও সে ঘটনার বিষয় যে, সেখানকার লোকেরা শনিবারের দিন আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের বরখেলাফ কাজ করত। ওদিকে মাছের দল শনিবার দিনই উচ্ছলিত হয়ে উপরিভাগে তাদের সম্মুখে আসত, শনিবার দিন ছাড়া অন্য কোনো দিনই তারা আসত না। এরূপ হতো এ কারণে যে, আমরা তাদের নাফরমানীর কারণে

তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলছিলাম। (১৬৪) তাদেরকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দাও যে, যখন তাদের একটি দল অপর দলকে বলেছিল ঃ "তোমরা এমন লোকদেরকে কেন নসীহত করো যাদেরকে আল্লাহই ধ্বংস করবেন কিংবা কঠিন শাস্তি দেবেন ? তারা জবাব দিল ঃ আমরা এসব তোমাদের আল্লাহ্র দরবারে নিজেদের ওযর পেশ করার উদ্দেশ্যে করছি; এই আশায় করছি যে, হয়ত-বা এই লোকেরা তাঁর নাফরমানী থেকে ফিরে থাকবে।" (১৬৫) শেষ পর্যন্ত তারা যখন সে হেদায়েত সম্পূর্ণ ভুলে গেল— যা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল, তখন আমরা সে লোকদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম— যারা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকত আর বাকী লোকগুলোকে— যারা জালিম ছিল— তাদেরই নাফরমানীর কারণে কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম।(১৬৬) অতঃপর যখন তারা পূর্ণ ধৃষ্টতা সহকারে নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে থাকল, তখন আমরা বললাম যে, লাঞ্ছিত-অবমানিত।(১৬৭) আরো স্মরণ করো, যখন তোমাদের আল্লাহ্ ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত সব সময় বনী ইসরাঈলীদের ওপর এমন সব লোককে প্রভাবশালী করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্টতম নির্যাতনে পীড়িত করবে। নিশ্চিতই তোমার আল্লাহ্ শাস্তিদানে ক্ষীপ্রহস্ত এবং নিশ্চিতই তিনি ক্ষমা ও দয়া-অনুগ্রহও করে থাকেন। (১৬৮) আমরা তাদেরকে দুনিয়ায় খণ্ড খণ্ড করে অসংখ্য জাতির মধ্যে বিভক্ত করে দিয়েছি। তাদের মধ্যে কিছু লোক সদাচারী ছিল আর কিছু লোক তা থেকে ভিন্নতর। আর আমরা তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে পরীক্ষা করতে থাকি এই আশায় যে, হয়তবা তারা ফিরে আসবে। (১৬৯) কিন্তু তাদের পরে এমন সব অযোগ্য লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়, যারা আল্লাহ্র কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়ে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী করায়ত্ত করে আর বলে ঃ "আশা করা যায় যে, আমাদেরকে মাফ করে দেয়া হবে।" সে বৈষয়িক স্বার্থই আবার যদি তাদের সামনে এসে পড়ে, তাহলে অমনি চট্ করে তা হস্তগত করে। তাদের কাছ থেকে কি পূর্বে কিতাবের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়নি যে, আল্লাহ্র নামে তারা কেবল সে কথাই বলবে, যা সত্য ? —আর কিতাবে যাকিছু লেখা হয়েছে তা তারা নিজেরাই পড়েছে। পরকালের বাসস্থান তো আল্লাহ্ভীরু লোকদের জন্যই উত্তম হবে। এতটুকু কথাও কি তোমরা বুঝতে পারো না ? (১৭০) যারা কিতাব বিধান মেনে চলে আর যারা নামায কায়েম রেখেছে, এ ধরনের নেক চরিত্রের লোকদের কর্মফল আমরা নিশ্চয়ই নষ্ট করব না। (১৭১) তাদের কি সে সময়ের কথাও কিছুটা স্মরণ আছে, যখন আমরা পাহাড়কে টেনে কাত করে তাদের ওপর ছাতার মতো দাঁড় করিয়ে দিলাম; তারা তখন মনে করেছিল যে, তা তাদের ওপর পড়তে যাবে আর তখন আমরা তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমাদেরকে আমরা যে কিতাব দান করছি, তাকে দৃঢ়তা সহকারে ধরে রাখো আর যা কিছু তাতে লেখা আছে, তা স্মরণ রাখো। খুবই আশা করা যায় যে, তোমরা ভুল আচরণ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। (১৭২) এবং হে নবী! লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও সে সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব্ব বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরগণকে বের করল এবং স্বয়ং তাদেরকেই তাদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করল— "আমি কি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নই ?" তারা বললঃ "নিশ্চয়ই, আপনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। এটা আমরা করলাম এ জন্য যে, তোমরা কেয়ামতের দিন যেন না বলো যে, "আমরা তো একথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।"(১৭৩) কিংবা যেন বলতে শুরু না করো যে, "শির্ক তো আমাদের বাপ-দাদারাই আমাদের পূর্বে শুরু করেছিল; আমরা তো পরে তাদের বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। এখন কি আপনি ভ্রান্ত ও বাতিলপন্থী লোকদের কৃত অপরাধের দরুন

আমাদেরকে পাকড়াও করবেন ?" (১৭৪) লক্ষ্য করো, এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট করে থাকি —করি এই উদ্দেশ্যে, যেন তারা ফিরে আসে।(১৭৫) আর হে মুহাম্মদ! এদের সামনে সে ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করো, যাকে আমরা আমাদের আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলাম; কিন্তু সে সেই আয়াতসমূহ পালন করার দায়িত্ব এড়িয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত শয়তান তার পশ্চাতে ধাওয়া করল আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (১৭৬) আমরা চাইলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম; কিন্তু সে তো জমিনের দিকেই ঝুঁকে পড়ে থাকল এবং স্বীয় নফসের খাহেশ পূরণেই নিমগ্ন হলো। ফলে তার অবস্থা কুকুরের মতো হয়ে গেল; তুমি তার ওপর আক্রমণ করলেও সে জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে আর তাকে ছেড়ে দিলেও জিহ্বা ঝুলিয়ে রাখে। আমাদের আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা মনে করে অমান্য করে, তাদের দৃষ্টান্তও এটাই। তুমি এই কাহিনীসমূহ তাদেরকে শুনাতে থাকো; সম্ভবত তারা কিছু চিন্তা-ভাবনা করবে। (১৭৭) বড়ই খারাপ দৃষ্টান্ত হচ্ছে সে লোকদের যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করে চলেছে। (সূরা আরাফ)

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِۦ وَأَنْتُمْ ظَٰلِمُونَ (٩٢) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (٧٨) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ (٧٩) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِۦ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (٨٧) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) (البقرة)

(৯২) তোমাদের কাছে মূসা কিরূপ উজ্জ্বল নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিল! তা সত্ত্বেও তোমরা এমন জালিম হয়ে গিয়েছিলে যে, তার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমরা বাছুরকে উপাস্য দেবতা বানিয়েছিলে।(৭৮) তাদের মধ্যে আর একটি দল আছে, যারা উম্মী; আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে তো তাদের কোনো জ্ঞান নেই; কিন্তু নিজেদের ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা-বাসনাই তাদের একমাত্র সম্বল এবং অমূলক ধারণা-বিশ্বাস দ্বারা তারা পরিচালিত হয়। (৭৯) তাই সে সব লোকের ধ্বংস নিশ্চিত, যারা নিজেদের হাতে শরীয়তের বিধান রচনা করে এবং তারপর লোকদের বলে যে, এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিনিময়ে তারা সামান্য স্বার্থ লাভ করবে। বস্তুত তাদের হাতের এ লিখনও তাদের ধ্বংসের কারণ এবং এর সাহায্যে তারা যা কিছু উপার্জন করে, তাও তাদের ধ্বংসের উপকরণ। (৮৭) আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। অতঃপর পর্যায়ক্রমে রাসূল প্রেরণ করেছি। শেষ পর্যায়ে ঈসা ইবনে মরিয়মকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি সহকারে পাঠিয়েছি এবং পবিত্র-আত্মা দ্বারা তাকে সাহায্যও করেছি। অতঃপর তোমাদের এহেন আচরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় যে, যখনি কোনো নবী তোমাদের মনের লালসার বিপরীত কোনো জিনিস নিয়ে তোমাদের কাছে আগমন করেছে— তখনি তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ— কাউকে মিথ্যা প্রতিপাদন করেছ আর কাউকে করেছ হত্যা! (৮৮) তারা বলে ঃ আমাদের হৃদয় সুরক্ষিত; মোটেই না, আসল ব্যাপার এই যে, তাদের কুফরীর কারণে তাদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে; এ জন্য তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে। (সূরা বাকারা)

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ ۙ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (٧٠) وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٧١)- (المائدة)

(৭০) আমরা বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে পাক্কা ওয়াদা গ্রহণ করেছি এবং তাদের প্রতি বহু সংখ্য রাসূল পাঠিয়েছি; কিন্তু যখনই কোনো রাসূল তাদের কাছে তাদের কামনা-বাসনার বিপরীত কোনো জিনিস নিয়ে এসেছে, তখন কাউকে তারা আমান্য করেছে এবং কাউকেও হত্যা করেছে। (৭১) তারা নিজেরা ধারণা করেছে যে, এতে কোনো বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে না। এজন্য তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন। এর পরও তাদের অধিকাংশ লোক আরো বেশি করে অন্ধ ও বধির হয়ে যেতে থাকে। বস্তুত আল্লাহ তাদের এসব গতিবিধি ও অবস্থা খুব ভালো করেই লক্ষ্য করেছেন। (সূরা মায়েদা)

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوٓا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (٨٤) ثُمَّ أَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَٰرَىٰ تُفَٰدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤) أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَٰلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦)- (البقرة)

(৭৫) মুসলমানগণ! এ সব লোক সম্পর্কে তোমরা কি এখনো এ আশা পোষণ করো যে, তারা তোমাদের ইসলামী দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে ? অথচ তাদের মধ্যকার একটি দলের এটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনে এবং খুব ভালো করে জেনে বুঝে ইচ্ছাপূর্বক বিকৃত করেছে। (৭৬) তারা মুহাম্মদের প্রতি বিশ্বাসীদের সাথে মিলিত হলে বলে ঃ আমরাও তাকে মানি; কিন্তু নির্জনে তাদের পরস্পরে যখন কথাবার্তা হয়, তখন তারা বলেঃ তোমরা কি নির্বোধ হয়ে গিয়েছ ? এদেরকে তোমরা এমন সব কথা বলে দিচ্ছ, যা আল্লাহ্ একমাত্র তোমাদেরই কাছে প্রকাশ করেছেন। ফলে এরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে তোমাদেরই বিরুদ্ধে এ কথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। (৮৪) আরও স্মরণ করো,

আমরা তোমাদের কাছ থেকে এ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না ও পরস্পরকে ঘর থেকে বিতাড়িত করবে না, তোমরা সকলে এটা স্বীকার করেছিলে; তোমরা নিজেরাই এর সাক্ষী। (৮৫) কিন্তু আজ সে তোমরাই নিজেদের ভাই-বন্ধুদের হত্যা করছ, নিজেদের গোত্রের কিছু লোককে তোমরা ঘর-বাড়ি থেকে নির্বাসিত করছ, জুলুম ও বাড়াবাড়ি সহকারে তাদের বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছ এবং যখন তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়, তখন তাদের মুক্তির জন্য তোমরা 'বিনিময়ের' আদান-প্রদান করো। অথচ তাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে নির্বাসিত করাই ছিল তোমাদের প্রতি হারাম; তবে তোমরা কি আল্লাহ্র কিতাবের একাংশ বিশ্বাস করো এবং অপর অংশকে করো অবিশ্বাস ? জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ্র মোটেই অজ্ঞাত নয়; (১৭৪) প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহ্র কিতাবে নাযিলকৃত আদেশ-নিষেধ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য সেগুলো বিসর্জন দেয়, তারা মূলত নিজেদের পেট আগুনের দ্বারা ভর্তি করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ কখনোই তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র বলেও ঘোষণা করবেন না। বরং তাদের জন্য কঠিন ও পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (১৭৫) এরা হেদায়েতের পরিবর্তে গুমরাহী খরিদ করেছে এবং মার্জনার পরিবর্তে শাস্তি বরণ করে নিয়েছে। এদের সাহস কত-না বিস্ময়কর যে, এরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে! (১৭৬) এসব কিছু শুধু এ জন্যই হতে পারছে যে, আল্লাহ্ তো পুরোপুরি সত্যতা সহকারে কিতাব নাযিল করেছেন; কিন্তু কিতাবে যারা মত-বৈষম্য আবিষ্কার করেছে, তারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্কের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হতে বহুদূরে সরে গেছে।

اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٢٣) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ص وَّغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (٢٤) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ق فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ (١٨٧)- (اٰل عمرٰن)

(২৩) তুমি কি দেখনি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান থেকে কিছু দেয়া হয়েছে তাদের অবস্থা কি ? তাদেরকে যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান জানানো হয় তাদের পরস্পরের মধ্যে (তদানুযায়ী) ফয়সালা করার জন্য, তখন তাদের একটি দল পাশ কাটিয়ে চলে যায় এবং এই ফয়সালা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (২৪) তাদের এরূপ আচরণের কারণ এই যে, তারা বলে ঃ "জাহান্নামের আগুন তো আমাদেরকে স্পর্শ পর্যন্ত করবে না। আর জাহান্নামের শাস্তি যদি আমাদের একান্তই ভোগ করতে হয়, তবে তা মাত্র কয়েকদিনের জন্য (তার বেশি নয়)।" বস্তুত তাদের মনগড়া আকীদা তাদেরকে নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে বড়ই ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। (১৮৭) এসব আহলি কিতাবদেরকে সে ওয়াদাও স্মরণ করিয়ে দাও, যা আল্লাহ তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন তা এই যে, তোমাদেরকে কিতাবের শিক্ষা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে, তা গোপন করে রাখতে পারবে না। কিন্তু তারা কিতাবকে পিছনে ফেলে রেখেছে এবং সামান্য মূল্যে তাকে বিক্রি করেছে। তারা এই যা কিছু করছে, তা কতই না খারাপ কাজ! (সূরা আলে-ইমরান)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَٰبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ (٤٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا (٤٥) مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٤٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَٰبَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٤٧)- فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَٰتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء : ١٥٥)

(৪৪) তুমি কি সে সব লোককেও দেখেছ, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে; তারা নিজেরা মূর্খতা ও গুমরাহীর খরিদ্দার সেজে বসেছে এবং তোমাদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে চাচ্ছে। (৪৫) আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের খুব ভালো করেই জানেন। তোমাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (৪৬) যারা ইহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা শব্দগুলোকে এর মূল অর্থ হতে সরিয়ে দেয় এবং সত্য দ্বীনের— ইসলামের— বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশের জন্য নিজেদের জিহ্বা বাঁকা করে বলে- "সামে'না ওয়া আসাইনা" ও "ইসমা গাইরা মুসমাইন" এবং 'রায়েনা,' অথচ তারা যদি "সমে'না ওয়া আতা'না" এবং 'ইনমা' ও 'উন্‌জুরনা' বলত, তবে এটা তাদের পক্ষেই কল্যাণকর হতো, আর এটাই ছিল প্রকৃত সততার নীতি। কিন্তু তাদের ওপর তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্‌র অভিশাপ পড়েছে, এ জন্য তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে। (৪৭) হে কিতাবধারী লোকগণ! তোমরা সে কিতাব মেনে লও, যা আমি এখন নাযিল করেছি এবং যা তোমাদের কাছে পূর্ব থেকে মওজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করে। এর প্রতি ঈমান আনো—এই কঠিন বিপদের পূর্বে যে, আমি চেহারা বিকৃত করে পশ্চাদ্দিকে ঘুরিয়ে দেব অথবা 'শনিবার ওয়ালা'দের ন্যায় তাদেরকে অভিশপ্ত করে দেব। স্মরণ রেখো আল্লাহর হুকুম অবশ্যই কার্যকরী হয়ে থাকে। (১৫৫) কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কারণে এবং তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের ওপর মিথ্যা আরোপ করার দরুন, নবী-রাসূলগণকে অকারণ হত্যা করার জন্য এবং "আমাদের অন্তর আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত" তাদের এই উক্তির কারণে (তাদের ওপর গযব নাযিল হয়েছে) অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের বাতিল পূজার কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরের ওপর 'মোহর' লাগিয়ে দিয়েছেন আর এই কারণে তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে। (সূরা আন-নিসা)

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ لَعَنَّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَٰسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣) يَا أَهْلَ الْكِتَٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ

الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٦) يٰٓأَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۚ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَأْتُوْكَ ؕ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ؕ ...... (٤١) سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ أَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَإِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْئًا ؕ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (٤٢) وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَآ أُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ (٤٣) إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ (٤٤)- (المائدة)

(১৩) অতএব, তাদের আপন ওয়াদা ভংগ করার কারণেই আমরা তাদেরকে নিজের রহমত হতে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছি এবং তাদের অন্তর শক্ত করে দিয়েছি। এখন তাদের অবস্থা এই যে, (কিতাবের) শব্দ উলটপালট করে তারা মূল কথা পরিবর্তিত করে ফেলে। যে শিক্ষা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল এর অধিকাংশই তারা ভুলে গেছে এবং প্রায় প্রতিটি দিনই তাদের কোনো-না-কোনো খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার সন্ধান পাওয়া যায়; তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এই দোষ থেকে বেঁচে আছে (তারা যখন এই অবস্থায় পৌঁছে গেছে তখন যে দুষ্টামি আর শয়তানীই তারা করবে, এর কোনোটিই তাদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত নয়)। কাজেই তাদেরকে ক্ষমা করো ও তাদের কাজ-কর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরাও। যারা ক্ষমাশীলতার নীতি মেনে চলে, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন। (১৫) হে আহ্লি কিতাব! আমাদের রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে; সে আল্লাহ্র কিতাবের এমন অনেক কথাই তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেয়, যেগুলোকে তোমরা গোপন করে রেখেছিলে। আবার অনেক কথা সে বাদ দিয়েও দেয়। তোমাদের কাছে আল্লাহ্র কাছ থেকে রৌশনী এসেছে, সেই সঙ্গে এমন একখানি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাবও— (১৬) যার সাহায্যে আল্লাহ তা'আলা তার সন্তোষ-সন্ধানকারী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বলে দেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে যান ও সঠিক পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করেন। (৪১) হে রাসূল! সেসব লোক, যেন তোমার কোনো দুশ্চিন্তার কারণ না হয় যারা কুফরীর পথে খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। তারা সেসব লোক যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান গ্রহণ করেনি; কিংবা তারা এমন লোক যারা ইহুদী হয়ে গেছে তাদের অবস্থা এই যে, তারা মিথ্যার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে এবং যারা তোমার কাছে কখনো আসেনি সেসব লোকের জন্য কথা টুকিয়ে বেড়ায়, আল্লাহ্র কিতাবের শব্দসমূহকে এর আসল স্থান নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থ হতে সরিয়ে দেয় এবং লোকদেরকে বলে যে, তোমাদের এই আদেশ দেয়া হলে তা মানবে, অন্যথায় মানবে না।......... (৪২) এরা মিথ্যা

শ্রবণকারী ও হারাম মাল ভক্ষণকারী; কাজেই এরা যদি তোমার কাছে (নিজেদের মুকদ্দমা নিয়ে) আসে, তবে তোমার ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে তাদের বিচার করো, অন্যথায় অস্বীকার করো। অস্বীকার করলে এরা তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আর বিচার-ফয়সালা করলে ঠিক ইনসাফ মুতাবিকই করবে; কেননা আল্লাহ ইনসাফপরায়ণ লোকদেরকে পছন্দ করেন। (৪৩) এরা তোমাকে কিরূপে বিচারক মানে, যখন তাদের নিকট তওরাত বর্তমান রয়েছে এবং তাতেই আল্লাহ্‌র আইন ও বিধান লিখিত রয়েছে! কিন্তু এরা তা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। আসল কথা এই যে, এরা ঈমানদার লোকই নয়। (৪৪) আমরা তওরাত নাযিল করেছি, তাতে হেদায়েত ও আলো বর্তমান ছিল। সমস্ত নবী— যারা ছিল মুসলিম— তদনুযায়ী এই ইহুদী মতাবলম্বীদের যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা করত। রব্বানী এবং আহবারও (এর-ই ভিত্তিতে ফয়সালা করত); কেননা তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল করে দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। অতএব (হে ইহুদী সমাজ), তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতকে সামান্য-নগণ্য বিনিময় নিয়ে বিক্রি করো না; যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। (সূরা মায়েদা)

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ج وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ - (النحل : ١١٨)

আমরা ইহুদীদের জন্য বিশেষভাবে সে জিনিসগুলো হারাম করেছিলাম, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে আমরা তোমাদের কাছে করেছি। আর এটি তাদের প্রতি আমাদের কোনো জুলুম ছিল না; বরং তাদের নিজেদেরই জুলুম ছিল, যা তারা নিজেদের ওপর করেছিল। (সূরা নহল ঃ ১১৮)

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٩٤) وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٩٥) وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ج وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ج يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ج وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (٩٦)- (البقرة)

(৯৪) তাদের বলো, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে পরকালের ঘর সমগ্র মানুষকে বাদ দিয়ে কেবল তোমাদের জন্যই যদি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে, তবে তো তোমাদের মৃত্যু কামনা করাই বাঞ্ছনীয়, অবশ্য তোমরা যদি তোমাদের এ ধারণায় সত্যবাদী হয়ে থাকো। (৯৫) বিশ্বাস করো, এরা কখনই মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ নিজেদের হাতে উপার্জন করে তারা যা কিছু সেখানে পাঠিয়েছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে যাওয়ার কামনা না করাই স্বাভাবিক। আল্লাহ্ এ জালিমদের অবস্থা ভালো করেই জানেন। (৯৬) তোমরা তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোভী দেখতে পাবে। এমন কি এ ব্যাপারে তারা মুশরিকদের চেয়েও বেশি অগ্রসর। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কোনো-না-কোনোরূপে হাজার বছর বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করে। অথচ দীর্ঘ জীবন তাদেরকে আযাব থেকে কখনো দূরে রাখতে সমর্থ হবে না। তারা যেসব কাজকর্ম করছে, তা সবই আল্লাহ্ দেখছেন। (সূরা বাকারা)

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (٥٣) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا (٥٤) فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (٥٥) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)- (النساء)

(৫৩) রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তাদের কোনো অংশ আছে কি ? যদি তাই হতো, তবে এরা অন্য লোকদেরকে একটা কানা-কড়িও দান করত না। (৫৪) তবে কি এরা অন্যান্য লোকদের প্রতি শুধু এ জন্য হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন ? যদি তাই হয় তবে তারা যেন জেনে রাখে যে, আমরা তো ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি এবং বিরাট রাজ্য দিয়েছি। (৫৫) কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর প্রতি ঈমান এনেছে আর কেউ কেউ সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের জন্য জাহান্নামের দাউদাউ করা আগুনই যথেষ্ট।(১৬১) সুদ গ্রহণ করে— যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল— ও লোকদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, ইত্যাকার কারণে আমরা এমন অনেক পাক জিনিসই তাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছি, যা পূর্বে তাদের জন্য হালাল ছিল এবং তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্য আমি কষ্টদায়ক আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছি। (সূরা নিসা)

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤٠) وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤١) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢)- (البقرة)

(৪০) হে বনী ইসরাঈল! আমার প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, আমার সাথে তোমাদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা পূরণ করো তোমাদের জন্য, তাহলে আমিও তোমাদের প্রতি দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করব এবং তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করো। (৪১) এবং আমার প্রেরিত কিতাবের প্রতি তোমরা ঈমান আনো। এটা তোমাদের কাছে যে কিতাব রয়েছে তার সত্যতা প্রমাণকারী। অতএব সর্বপ্রথম তোমরাই এর অমান্যকারী হয়ো না এবং সামান্য মূল্যে আমার বাণী বিক্রয় করো না। আমার ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষা করো; (৪২) মিথ্যার আবরণে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করে ফেলো না আর জেনে শুনে তোমরা সত্যকে লুকাবার চেষ্টা করো না।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ (٩٨) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٩)......

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (١١٠) لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (١١١) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا

بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ (١١٢)-

(৯৮) বলো, হে আহলি কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহ্‌র কথা মানতে অস্বীকার করছ ? তোমরা যেসব কাজ-কর্ম করছ, তা সবই আল্লাহ প্রত্যক্ষ করছেন। (৯৯) বলো, হে আহলি কিতাব! তোমাদের এ কি আচরণ ? যারা আল্লাহ্‌র হুকুম মানে তাদেরকেও তোমরা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রাখছ এবং চাচ্ছ যে, তারাও যেন বাঁকা পথে চলে। অথচ তোমরা নিজেরাই (তাদের সত্যপথগামী হওয়া সম্পর্কে) সাক্ষী (প্রত্যক্ষদর্শী)। বস্তুত তোমাদের এসব কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বিন্দুমাত্র গাফিল নন। (১১০) ....... এই আহলি কিতাবরা যদি ঈমান আনত, তবে তা তাদেরই পক্ষে কল্যাণকর হতো, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান। (১১১) এরা তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, খুব বেশি কিছু করলেও হয়ত বা সামান্য কষ্ট দিতে পারে। এরা যদি তোমাদের সাথে লড়াই করে, তবে সম্মুখ যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হবে এবং এমনভাবে অসহায় হয়ে পড়বে যে, কোনোদিক থেকে একবিন্দু সাহায্যও তারা পাবে না। (১১২) এরা যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই এদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমানের মার পড়েছে। কোথাও আল্লাহ্‌র দায়িত্বে কিংবা মানুষের দায়িত্বে কিছু আশ্রয় লাভ করতে পারলে তা ভিন্ন কথা। আল্লাহ্‌র গযব এদেরকে একেবারে ঘিরে রেখেছে। এদের ওপর অভাব, দারিদ্র্য ও পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এই সবকিছু শুধু এ জন্য হয়েছে যে, এরা আল্লাহ্‌র আয়াত অমান্য করেছিল এবং পয়গাম্বরদের অন্যায়ভাবে, অকারণে হত্যা করেছে। বস্তুত এটা তাদের নাফরমানী ও বাড়াবাড়ির পরিণতি মাত্র। (সূরা আলে-ইমরান)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٥٧) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۚ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (٦٤) قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ (٧٧) لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ (٧٨) كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (٧٩) تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ (٨٠) وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا

مِنْهُمْ فٰسِقُوْنَ (٨١) لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (٨٢)- (المائدة)

(৫৭) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলি কিতাব হতে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে, তাদেরকে এবং অপরাপর কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিও না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (৬৪) ইহুদীরা বলে ঃ "আল্লাহ্‌র হাত বাঁধা রয়েছে"— বাঁধা হয়েছে তাদের হাত এবং তাদের এই সব প্রলাপোক্তির কারণে তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র হাত তো উদার— উন্মুক্ত: তিনি যেভাবে ইচ্ছা, ব্যয় করেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে যে কালাম তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে, তা উল্টাভাবে তাদের অনেক লোকেরই সীমালংঘন ও বাতিল তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হয়ে দঁড়িয়েছে এবং (এর শাস্তিস্বরূপ) আমরা তোমাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও দুশমনি সৃষ্টি করে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বিলত করে, আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। এরা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আদৌ পছন্দ করেন না। (৭৭) বলো, হে আহলি কিতাব! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং সে লোকদের খোশ-খেয়াল ও কল্পনার অনুসরণ করো না যারা তোমাদের পূর্বে গুমরাহ হয়ে গেছে ও অনেক লোককে গুমরাহ করেছে এবং 'সাওয়া উস্-সাবিল' হতে ভ্রষ্ট হয়েছে। (৭৮) বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যে সব লোক কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার মুখে অভিশাপ করা হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। (৭৯) তারা পরস্পরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল, অত্যন্ত খারাপ কর্মনীতি ছিল, যা তারা অবলম্বন করেছিল। (৮০) আজ তোমরা এমন বহু লোক দেখতে পাচ্ছ, যারা (ঈমানদার লোকদের বিপরীত) কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করতে ব্যতিব্যস্ত। নিশ্চয়ই অত্যন্ত খারাপ পরিণামই সম্মুখে রয়েছে, যার ব্যবস্থা তাদের প্রবৃত্তিসমূহ তাদের জন্য করেছে। আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা চিরস্থায়ী আযাবে নিমজ্জিত হবে। (৮১) তারা যদি বাস্তবিকই আল্লাহ, রাসূল এবং সে জিনিস মেনে নিতে প্রস্তুত হতো, যা নবীর প্রতি নাযিল হয়েছে, তবে তারা কখনোই (ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধে) কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধু রূপে গ্রহণ করত না; কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ লোক আল্লাহ্‌র আনুগত্যের সীমা লংঘন করে চলে গেছে। (৮২) তোমরা ঈমানদার লোকদের প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে ইহুদী ও মুশরিকদেরকে অধিক মজবুত পাবে এবং ঈমানদার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করার দিক দিয়ে সে লোকদেরকে অতি নিকটবর্তী পাবে, যারা বলেছিল যে, আমরা নাসারা। এটা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে ইবাদতকারী আলিম ও দুনিয়াত্যাগী ফকীর-দরবেশ বর্তমান আছে আর তাদের মধ্যে অহংকার ও অহমিকতা বোধ নেই। (সূরা মায়েদা)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (١٤) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۗ اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٥) اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً

فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (١٦) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (١٧) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ط اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ (١٨) اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٩) - (المجادلة)

(১৪) তুমি কি দেখোনি সেই লোকদেরকে যারা এমন লোকদেরকে বন্ধু বানিয়েছে যারা আল্লাহ্র অভিশপ্ত ? তারা না তোমাদের লোক, না তাদের। তারা জেনে বুঝে মিথ্যা কথার ওপর কসম খায়। (১৫) আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কঠোর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তারা যা কিছু করে, তা অতীব মন্দ কাজ। (১৬) তারা নিজেদের 'কসম'গুলোকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। এর সাহায্যে তারা লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ হতে ফিরে রাখে। এ কারণে তাদের জন্য অপমানজনক আযাব রয়েছে। (১৭) আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে বাঁচাবার জন্য না তাদের ধন-মাল কোনো কাজে আসবে, না তাদের সন্তানাদি। তারা দোজখের বাসিন্দা, সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে। (১৮) যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে জীবিত উঠাবেন, তারা তাঁর সম্মুখেও ঠিক সেই রকম কসম করবে, যেভাবে তারা (এখন) তোমাদের সামনে করছে। আর মনে মনে ভাববে যে, এ দ্বারা তাদের কিছুটা কাজ সমাধা হয়ে যাবে। ভালোভাবে জেনে লও, এরা সাংঘাতিক মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসেছে এবং সে তাদের অন্তর থেকে আল্লাহ্র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দলভুক্ত লোক। জেনে রাখো, শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুজাদিলাহ্)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ - (المائدة:٥١)

হে ঈমানদার লোকগণ! ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; এরা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জালিমদেরকে নিজের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করেন। (সূরা মায়েদা ঃ ৫১)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ لا وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ- (البقرة : ١١٣)

ইহুদীরা বলে ঃ খ্রিস্টানদের কাছে কিছুই নেই আর খ্রিস্টানরা বলে ঃ ইহুদীদের কাছে কোনো সত্যই নেই। অথচ উভয়েই 'কিতাব' পাঠ করে। আর যাদের কাছে কিতাবের কোনো জ্ঞান নেই, তারাও অনুরূপ দাবি পেশ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিনই তাদের এ মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন। (সূরা বাকারা ঃ ১১৩)

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দাও ঃ "হে আহলি কিতাব, তোমরা কোনোক্রমেই কোনো মৌলিক নীতির ওপর দণ্ডয়মান নও, যতক্ষণ পর্যন্ত তওরাত, ইন্‌জীল এবং তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর তরফ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল করা অন্যান্য কিতাবাদি কায়েম না করবে।" একথা অবশ্য সত্য যে, এই ফরমান— যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে— তাদের অধিকাংশ লোকের বিদ্রোহ ও অস্বীকৃতির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করে দেবে; কিন্তু অস্বীকার-অমান্যকারীদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই আফসোস করো না। (সূরা মায়েদা ঃ ৬৮)

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٣٥) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٦٢) - (البقرة)

(১৩৫) ইহুদীরা বলে ঃ ইহুদী হও, তবেই সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। খ্রিস্টানরা বলে ঃ খ্রিস্টান হও, তবেই সত্যের সন্ধান পাবে। তাদের সকলকেই বলে দাও যে, তারা কেউই ঠিক নয় বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পন্থা অবলম্বন করো। আর (এ কথা সর্বজনবিদিত যে) ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (৬২) নিশ্চয় জেনো শেষ নবীর প্রতি বিশ্বাসী হোক, কি ইহুদী, খ্রিস্টান কিংবা সাবীই— যে ব্যক্তিই আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে, তার পুরস্কার তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছে রয়েছে এবং তার জন্য কোনো প্রকার ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। (সূরা বাকারা)

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ - (ال عمران :١٩٩)

আহলি কিতাবদের মধ্যেও কিছুলোক এমন আছে, যারা আল্লাহকে মানে, তোমাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবকে বিশ্বাস করে এবং এর পূর্বে স্বয়ং তাদের প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, এর প্রতিও তারা বিশ্বাস রাখে। তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও অবনত এবং আল্লাহ্‌র আয়াতকে অতি নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে দেয় না। তাদের প্রতিফল তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছে (মওজুদ) রয়েছে। আর আল্লাহ হিসাব নিষ্পত্তি করতে দেরী করেন না।

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰٓى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ - (الاعراف :١٥٩)

মূসার জাতির মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল, যারা সত্য বিধান মুতাবিক হেদায়েত করত এবং সত্য বিধান অনুসারেই ইনসাফ করত। (সূরা আরাফ ঃ ১৫৯)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ز وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ -

ইহুদী ও নাসারাগণ বলে যে, আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ তাহলে তিনি তোমাদের পাপের কারণে তোমাদেরকে কেন শাস্তি দান করেন ? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরাও আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্ট মানুষের মতোই সমান মর্যাদার মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় সৃষ্টি তাঁরই মালিকানাধীন, সব কিছুকে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা মায়েদা ঃ ১৮)

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِىْ وَكِيْلًا (٢) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۗ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا (٣) وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا (٤) فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ اُوْلٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ۗ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا (٥) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا (٦) اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاِنْ اَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْۤءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا (٧) عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا (٨)- (بنى اسراءيل)

(২) আমরা ইতিপূর্বে মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়েতের মাধ্যম বানিয়েছিলাম— এই তাগিদ সহকারে যে, আমাকে ছাড়া কাউকেও নিজেদের নির্ভরযোগ্য নিয়ন্তা বানিও না। (৩) তোমরা তো সে লোকদের সন্তান, যাদেরকে আমরা নূহের সঙ্গে নৌকায় সওয়ার করিয়েছিলাম আর নূহ ছিল একজন শোকর গুযার বান্দাহ। (৪) অতপর আমরা আমাদের কিতাবে বনী-ইসরাঈলকে এ বিষয়েও সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, তোমরা দু' দু'বার পৃথিবীর বুকে মহা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে এবং খুব বেশি বিদ্রোহাত্মক কাজ করবে। (৫) শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে যখন প্রথম বিদ্রোহের সময় উপস্থিত হলো, তখন— হে বনী ইসরাঈল! আমরা তোমাদের মুকাবিলা করার জন্য আমাদের এমন সব বান্দাহকে সংগঠিত করে পাঠিয়েছিলাম, যারা অতীব শক্তিশালী ছিল। আর তারা তোমাদের দেশে প্রবেশ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এটি ছিল একটি ওয়াদা, যা অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। (৬) অতঃপর আমরা তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় লাভের সুযোগ করে দিয়েছি আর তোমাদেরকে বিপুল ধন-মাল ও সন্তানাদি দিয়ে সাহায্য করেছি এবং তোমাদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি করে দিয়েছি। (৭) লক্ষ্য করো, তোমরা যখন ভালো কাজ করলে তা তোমাদের নিজেদের জন্যই মংগলজনক ছিল আর যখন খারাপ কিছু করলে তাও তোমাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর হলো। অতপর যখন দ্বিতীয় ওয়াদার সময় এলো, তখন আমরা অপরাপর শত্রুদেরকে তোমাদের ওপর প্রভাবশালী করে দিলাম, যেন এরা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং মসজিদে (বায়তুল মাকদাসে) তেমনই ঢুকে পড়ে, যেমন পূর্বের শত্রুরা ঢুকেছিল আর যে জিনিসের ওপর তাদের হাত লাগবে তাকে যেন তারা ধ্বংস করে দেয়। (৮) তোমাদের রব্ব হয়ত এখন তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ববর্তী আচরণ আবার গ্রহণ করো, তাহলে আমরাও সে শাস্তি পুনঃ প্রবর্তিত করব। জেনে

রেখো, নেয়ামতের না-শোকরকারী লোকদের জন্য আমরা জাহান্নামকে কয়েদখানা বানিয়ে রেখেছি।

حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيْمَا كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُ فِىْ اُمَّتِىْ اَحَدٌ فَاِنَّهٗ عُمَرُ زَادَ زَكَرِيَّاءُ بْنَ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِىْ اِسْرَ ئِيْلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُوْنَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُوْنُوْا اَنْبِيَاءَ فَاِنْ يَكُوْنَ فِىْ اُمَّتِىْ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَعُمَرُ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ مِنْ نَبِىٍّ وَّلَا مُحَدَّثٍ .

ইয়াহইয়া ইবন কাযাআ (রহ) তিনি ইব্রাহীন বিন সাইদ থেকে তিনি আবি সালমাহ থেকে তিনি ধারাবাহিক সনদে বর্ণনা করেন আবু হুরায়রা (রা) থেকে, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে অনেক মুহাদ্দাস (যার অন্তরে সত্য কথা অবতীর্ণ হয়) ব্যক্তি ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ মুহাদ্দাস হন তবে সে ব্যক্তি উমর। যাকারিয়া (রহ) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন কতিপয় লোক ছিলেন যাঁরা নবী ছিলেন না বটে তবে ফেরেশতাগণ তাঁদের সাথে কথা বলতেন। আমার উম্মতে এমন কোনো লোক হলে সে হবে উমর (রা) ইবনে আব্বাস (রা) (কুরআনের আয়াতে) وَّلَامُحَدَّثٍ অতিরিক্ত বলেছেন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ اٰمَنَ بِىْ عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لَا مَنَ بِىَ الْيَهُوْدَ -

মুসলিম ইবনে ইবরাহীম (রহ) তিনি কুররা থেকে তিনি মুহাম্মাদ থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রা) তিনি নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি আমার ওপর দশজন ইহুদী ঈমান আনত তবে সমগ্র ইহুদী সম্প্রদায়ই ঈমান গ্রহণ করত। (বুখারী)

حَدَّثَنِىْ اَحْمَدُ اَوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغُدَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اُسَامَةَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَاِذَا اُنَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ يُعَظِّمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ وَيَصُوْمُوْنَهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِصَوْمِهٖ فَاَمَرَ بِصَوْمِهٖ -

হযরত আহমদ অথবা মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ আল-গুদানী (রহ) তিনি হাম্মাদ বিন উসামা থেকে তিনি আবু উমাইস থেকে তিনি কারেস বিন মুসলিম থেকে তিনি তারেক বিন শিহাব থেকে তিনি আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন ইহুদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক আশুরা দিবসকে অত্যন্ত সম্মান করত

এবং সেদিন তারা রোযা পালন করত। এতে নবী করীম (স) বললেন, ইহুদীদের অপেক্ষা ঐ দিন রোযা পালন করার আমরা অধিক হকদার। তারপর তিনি সকলকে রোযা পালন করার আদেশ দিলেন। (বুখারী)

حَدَّثَنِى زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ هُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّؤُهُ اَجْزَاءً فَاٰمَنُوْا بِبَعْضِهٖ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهٖ -

হযরত যিয়াদ ইবনে আইয়ুব (রহ) তিনি হুসাইম থেকে তিনি আবু বিশ্বর থেকে তিনি সাইদ ইবনে জুবাইর থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এরাই তো সেই আহলে কিতাব যারা (তাওরাত ও কুরআনকে) ভাগাভাগি করে ফেলেছে, কিছু অংশের ওপর ঈমান এনেছে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করেছে। (বুখারী)

পঞ্চম অধ্যায়

# তাওরাত

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ (٣) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ (٤٨) وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ قف فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (٥٠) يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْٓ
اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٦٥) كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىْٓ
اِسْرَآئِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - (اٰل عمرٰن)

(৩) তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন; যা সত্যের বাণী নিয়ে এসেছে এবং পূর্বে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। ইতঃপূর্বে তিনি মানুষের হেদায়েত ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তওরাত ইঞ্জীল নাযিল করেছেন । (৪৮) (ফেরেশতাগণ তাদের পূর্বোক্ত কথার জের টেনে বলল) ঃ এবং আল্লাহ তাকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দান করবেন, তওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। (৫০) এবং তওরাতের যে শিক্ষা ও পথনির্দেশনা (হেদায়েত) এখন আমার সম্মুখে বর্তমান আছে আমি এর সত্যতা প্রতিপন্নকারী হয়ে এসেছি। এ জন্যও এসেছি যে, তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে এমন কতিপয় জিনিস তোমাদের জন্য হালাল ঘোষণা করে দেব। জেনে রাখো, আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অতএব আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (৬৫) হে আহলি কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কেন ঝগড়া করো ? তওরাত ও ইঞ্জীল তো ইবরাহীমের পরই নাযিল হয়েছে। তবে কি তোমরা এটুকু কথাও বুঝ না ? (৯৩) সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যই (যা মুহাম্মদী শরীয়তে হালাল ঘোষিত হয়েছে) বনী ইসরাঈলের জন্যও হালাল ছিল। অবশ্য কোনো কোনো জিনিস এমন ছিল, যা তওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে বনী ইসরাঈল নিজেই নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছিল। তাদেরকে বলো যে, তোমরা যদি (তোমাদের আপত্তি বা প্রশ্নের ব্যাপারে) বাস্তবিকই সত্যবাদী হও, তবে তওরাত নিয়ে এসো এবং এর কোনো এবারত (ভাষণ) পেশ করো।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ط وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
(٤٣) اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ج يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا
وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ج فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ
وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ (٤٤) وَقَفَّيْنَا

عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ
وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (٤٦) وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ
سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ (٦٦) قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ
الْكٰفِرِيْنَ (٦٨) اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ
بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ
ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ
بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (١١٠) - (المائدة)

(৪৩) এরা তোমাকে কিরূপে বিচারক মানে, যখন তাদের কাছে তওরাত বর্তমান রয়েছে এবং তাতেই আল্লাহ্‌র আইন ও বিধান লিখিত রয়েছে! কিন্তু এরা তা হতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। আসল কথা এই যে, এরা ঈমানদার লোকই নয়। (৪৪) আমরা তওরাত নাযিল করেছি, তাতে হেদায়েত ও আলো বর্তমান ছিল। সমস্ত নবী— যারা ছিল মুসলিম— তদনুযায়ী এই ইহুদী মতাবলম্বীদের যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা করত। রব্বানী এবং আহবারও (এর-ই ভিত্তিতে ফয়সালা করত); কেননা তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল করে দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। অতএব (হে ইহুদী সমাজ), তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতকে সামান্য-নগণ্য বিনিময় নিয়ে বিক্রি করো না; যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। (৪৬) এই পয়গাম্বরদের পরে আবার আমরা মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তওরাতের মধ্য হতে যা কিছু তার সম্মুখে ছিল, সে ছিল এরই সত্যতা প্রমাণকারী এবং আমরা তাকে ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে ছিল হেদায়েত ও আলো এবং তাও তওরাতের যা কিছু তার সম্মুখে ছিল, এরই সত্যতা প্রমাণকারী ছিল এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত ও নসীহত ছিল। (৬৬) হায়, কতই না ভালো হতো যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর তরফ হতে তাদের প্রতি নাযিল-করা অন্যান্য কিতাবসমূহকে কায়েম করত! এরূপ করলে তাদের জন্য উপরের দিক হতে রিযিক বর্ষিত হতো ও নিম্ন দেশ হতেও তা তা উপচিয়ে পড়ত। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ন্যায়বাদী এবং সত্যপন্থীও রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সাংঘাতিকভাবে খারাপ আমলকারী। (৬৮) সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দাও ঃ "হে আহলি কিতাব, তোমরা কোনোক্রমেই কোনো মৌলিক নীতির ওপর দণ্ডয়মান নও, যতক্ষণ পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জীল এবং তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর তরফ হতে তোমাদের প্রতি নাযিল-করা অন্যান্য কিতাবাদি কায়েম না করবে।"

একথা সত্য অবশ্য যে, এই ফরমান— যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে— তাদের অধিকাংশ লোকেরা বিদ্রোহ ও অস্বীকৃতির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করে দেবে; কিন্তু অস্বীকার-অমান্যকারীদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই আফসোস করো না। (১১০) সে সময়ের কথা চিন্তা করো, যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাকে ও তোমর মা-কে দান করেছিলাম। আমি পাক রূহ দিয়ে তোমায় সাহায্য করেছি, তুমি দোলনায় থেকেও লোকদের সাথে কথা বলছিলে এবং বড় বয়সে পৌঁছিয়েও। আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইন্‌জীলের জ্ঞান দান করেছি। তুমি আমার হুকুমে মাটি দিয়ে পাখির আকৃতির পুতুল তৈরী করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে আর তা আমার আদেশক্রমে পাখি হতো। তুমি আমারই আদেশক্রমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী নিরাময় করে দিতে। তুমি আমারই আদেশে মৃত লোকদেরকে বের করে আনতে। পরে তুমি যখন বনী ইসরাঈলের কাছে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত নিদর্শনসমূহ নিয়ে পৌঁছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অমান্যকারী ছিল, তারা বলল যে, এই নিদর্শনগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (তখন) বনী ইসরাঈলকে তোমার কাছ থেকে আমিই ফিরিয়ে রেখেছিলাম। (সূরা মায়েদা)

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (الاعراف : ١٥٧)

(অতএব আজ এ রহমত তাদেরই প্রাপ্য)— যারা এই উম্মী নবী-রাসূলের পায়রবী অবলম্বন করবে; যার উল্লেখ তাদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জীলে দেখতে পাবে। সে তাদেরকে নেক কাজের আদেশ করে, বদ কাজ হতে বিরত রাখে। তাদের জন্য পাক জিনিসসমূহ হালাল ও না-পাক জিনিসগুলোকে হারাম করে। আর তাদের ওপর হতে সে বোঝা সরিয়ে দেয় যা তাদের ওপর চাপানো ছিল এবং সে বাধা ও বন্ধনসমূহ খুলে দেয়, যাতে তারা বন্দী হয়ে ছিল। অতএব যেসব লোক তার প্রতি ঈমান আনবে, তার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সে আলোর অনুসরণ করবে যা তার সঙ্গে নাযিল করা হয়েছে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ؕ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -(التوبة : ١١١)

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের মন-প্রাণ এবং তাদের ধন-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি (জান্নাত দানের ব্যাপারে) আল্লাহ্র যিম্মায় একটি পাকা-পোক্ত ওয়াদা রয়েছে তওরাত , ইঞ্জীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্র অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশি পূরণকারী আর কে আছে ? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের দরুন, যা তোমরা আল্লাহ্র সাথে সম্পন্ন করেছ; এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা তওবা ঃ ১১১)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٤٣) فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى ، اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ، قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ (٤٨) -القصص)

(৪৩) অতীত বংশধরদের ধ্বংস করে দেয়ার পর আমরা মূসাকে কিতাব দান করেছি, লোকদের জন্য অন্তর্দৃষ্টি লাভের সামগ্রীরূপে এবং হেদায়েত ও রহমত হিসাবে, যেন লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (৪৮) কিন্তু আমাদের কাছ থেকে সত্য যখন তাদের কাছে এসে গেল, তখন তারা বলতে লাগল ঃ "মূসাকে যাকিছু দেয়া হয়েছিল তাকে সে সব কেন দেয়া হলো না ? " ইতিপূর্বে মূসাকে যাকিছু দেয়া হয়েছিল, তা কি তারা অস্বীকার করেনি ? তারা বলল ঃ "দু'টিই জাদু, এদের একটি অপরটিকে সাহায্য করে।" আর বলল ঃ 'আমরা কোনোটিই মানি না।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ، ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ج كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ، وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا - (الفتح : ٢٩)

মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নিজেরা পরস্পর দয়াশীল। তোমরা তাদেরকে রুকূতে, সিজদায় ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে আত্মনিমগ্ন দেখতে পাবে। তাদের মুখাবয়বে সিজদার চিহ্ন ভাস্বর হয়ে আছে, যার দ্বারা তারা স্বাতন্ত্র্য সহকারে পরিচিত হয়। তাদের এ গুণ-পরিচিতি তওরাতে উল্লিখিত রয়েছে আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, যেন একটা শস্যক্ষেত; প্রথমে তা অংকুর বের করে, তারপর তাকে শক্তি যোগান হয়। অতঃপর তা মোটা ও শক্ত হয়ে ওঠে। এরপর তা স্বীয় কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। তা চাষকারীদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয়, যেন কাফেররা এসবের ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়ার দরুন (হিংসায়) জ্বলতে থাকে। এ দলের লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা ও অতি বড় শুভ ফলের ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাতহ ঃ ২৯)

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا ۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ، فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ -

আর স্মরণ করো মরিয়ম পুত্র ঈসার সেই কথা, যা সে বলেছিল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পাঠানো রাসূল। আমি সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের, যা আমার পূর্বে এসেছে আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের, যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহমাদ। কিন্তু কার্যত সে যখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট (অকাট্য) নিদর্শনাদি নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন তারা বললো ঃ এ তো সুস্পষ্ট প্রতারণা মাত্র। (সূরা সফ ঃ ৬)

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ء بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ء وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ - (الجمعة : ٥)

যেসব লোককে তওরাতের ধারক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা সেই বোঝা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গর্দভের ন্যায়, যার পৃষ্ঠে বহু কিতাব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ থেকেও নিকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হলো সেসব লোকেরা যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করে অমান্য করেছে। এ ধরনের জালিম লোককে আল্লাহ্ হেদায়েত দান করেন না। (সূরা জুম'আ ঃ ৫)

## ১. সামগ্রিক বিষয়াদি

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ (٤٨) الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ (٤٩) وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ ء اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ (٥٠) - (الانبياء)

(৪৮) পূর্বে আমরা মূসা ও হারুনকে ফুরকান, আলো ও 'যিকির' দান করেছি সে মুত্তাকী লোকদের কল্যাণের জন্য, (৪৯) যারা না দেখেই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করে আর যারা (হিসেব-নিকেশের) সে সময়ের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। (৫০) এখন এই বরকতওয়ালা 'যিকির' (কুরআন) আমরা (তোমাদের জন্য) নাযিল করেছি। তৎসত্ত্বেও কি তোমরা একে মেনে নিতে অস্বীকার করবে ? (সূরা আম্বিয়া)

حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَاَةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ بِمَنْ زَنٰى مِنْكُمْ قَالُوْا نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا فَقَالَ لَا تَجِدُوْنَ فِىْ التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوْا لَا نَجِدُ فِيْهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الذِىْ يُدْرِسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلٰى اٰيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَاُ مَا دُوْنَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلَايَقْرَاُ اٰيَةَ الرَّجْمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ اٰيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَاهٰذِهِ فَلَمَّا رَاَوْاذٰلِكَ قَالُوْا فِىْ اٰيَةَ الرَّجْمِ فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ يَجْنَاُ الْمَسْجِدِ، فَرَاَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنَاُ عَلَيْهَا يَتِيْهَا الْحِجَارَةَ -

ইবরাহীম ইবনে মুনযির তিনি আবু সারমাতা থেকে তিনি মুসা বিন আকবাতা থেকে তিনি নাকে থেকে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে এমন দু'জন পুরুষ ও মহিলা নিয়ে ইহুদীগণ নবী করীম (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলো। নবী করীম (স) তাদের বললেন, তোমাদের ব্যভিচারীদেরকে তোমরা কিভাবে শাস্তি দাও ? তারা বলল, আমরা তাদের চেহারা কালিমালিপ্ত করি এবং তাদের প্রহার করি। রাসূল (স) বললেন, তোমরা তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপের বিধান পাও না ? তারা বলল, আমরা তাতে এতদসম্পর্কিত কোনো

কিছু পাই না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। তাওরাত আনো এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তা পাঠ করো। এরপর তাওরাত পাঠের সময় তাদের পণ্ডিত-পাঠক প্রস্তর নিক্ষেপ বিধির আয়াতের ওপর স্বীয় হস্ত রেখে তা থেকে কেবল পূর্ব ও পরের অংশ পড়তে লাগল। রজমের আয়াত পড়ছিল না। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) তার হাতটি তুলে ফেলে বললেন, এটা কি ? যখন তারা পরিস্থিতি বেগতিক দেখল তখন বলল, এটি রজমের আয়াত। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে রজম করার নির্দেশ দিলেন এবং মসজিদের পার্শ্বে জানাযাহের নিকটে উভয়কে 'রজম' করা হলো।

## ২. হযরত হারুন (আ)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (١٦٣)

(হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে নূহ এবং তার পরবর্তী পয়গাম্বরগণের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুব-বংশধর, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি ওহী পাঠিয়েছি। আমরা দাউদকে জবুর দিয়েছি। (সূরা নিসা ঃ ১৬৩)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (٣٥) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (٣٦) - (الفرقان)

(৩৫) আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দিয়েছিলাম। (৩৬) আর তাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা দু'জন যাও সে জাতির লোকদের কাছে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা সে লোকদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। (সূরা ফুরক্বান)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - (البقرة : ٢٤٨)

সেই সঙ্গে তাদের নবী এ কথাও তাদেরকে বলে দিল যে, আল্লাহ্র তরফ হতে তার বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন এই যে, তার (বাদশাহী) আমলে সে সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে, যাতে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের মনের সান্ত্বনার সামগ্রী রয়েছে। যাতে মূসা ও হারুনের উত্তরাধিকারীদের অবশিষ্ট বরকতপূর্ণ জিনিসগুলো রয়েছে এবং যা এখন ফেরেশতাগণ ধারণ করে আছে। বস্তুত তোমরা ঈমানদার হলে এর মধ্যে তোমাদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৮)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ - (الانعام : ٨٤)

অতঃপর আমরা ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুব-এর মতো সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই সঠিক পথ দেখিয়েছি। (সে সঠিক পথ, যা) ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম এবং তারই বংশ হতে আমরা দাঊদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে (হেদায়েত দান করেছি)। এভাবেই আমরা নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দেই। (সূরা আন'আম-৪৮)

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (١٢٢) وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ج وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ (١٤٢) -

(১২২) যিনি মূসা ও হারুনের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। (১৪২) আমরা মূসাকে ত্রিশ রাত ও দিনের জন্য (সিনাই পর্বতের ওপর) ডাকলাম। পরে আরো দশ দিন বাড়িয়ে দিলাম। এভাবে তার রব্ব-এর নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়ে গেল। রওয়ানা হওয়ার সময় সে তার ভাই হারুনকে বললো ঃ "আমার অনুপস্থিতির সময় তুমি আমার লোকজনের ওপর আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, ভালোভাবে কাজ করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের রীতিনীতি অনুসারে কাজ করবে না"। (সূরা আরাফ)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ -

অতঃপর আমরা মূসা ও হারুনকে আমাদের নিদর্শনাদি সঙ্গে দিয়ে ফিরাউন ও তার সমকালীন সরদার-মাতুব্বর লোকদের প্রতি পাঠাই। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ করল। আর তারা তো ছিল অপরাধী জনগোষ্ঠী । (সূরা ইউনুস ঃ ৭৫)

يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا - (مريم : ٢٨)

হে হারুনের বোন, তোমার পিতা তো কোনো খারাপ লোক ছিল না, তোমার মা-ও ছিল না কোনো চরিত্রহীনা নারী।" (সূরা মারইয়াম ঃ ২৮)

هٰرُوْنَ اَخِىْ (٣٠) فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى (٧٠) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ج وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ (٩٠)

(৩০) আর আমার ভাই হারুনকে। (৭০) শেষ পর্যন্ত এই হলো যে, সমস্ত জাদুকরকে সিজদায় নত করে দেয়া হলো। তারা চিৎকার করে বলে উঠল ঃ আমরা মেনে নিলাম মূসা ও হারুনের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে। (৯০) হারুন (মূসার আসার) পূর্বেই তাদেরকে বলেছিল যে, "হে লোকেরা, তোমরা এর কারণে ফেত্‌নায় পড়ে গেছ। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো পরম দয়াবান। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ করো আর আমার কথা শোনো।" (সূরা ত্বহা)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاۤءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ - (الانبياء : ٤٨)

পূর্বে আমরা মূসা ও হারুনকে ফুরকান, আলো ও 'যিকির' দান করেছি সে মুত্তাকী লোকদের কল্যাণের জন্য। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৮)

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ لا بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ - (المؤمنون : ٤٥)

অতপর আমরা মূসা এবং তার ভাই হারুনকে নিজের নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট সনদ সহকারে পাঠালাম। (সূরা মুমিনুন ঃ ৪৫)

وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ - (السعراء : ١٣)

আমার অন্তর কুণ্ঠিত ও সংকুচিত হচ্ছে, আমার জিহ্বাও সঞ্চালিত হচ্ছে না। আপনি হারুনকে রিসালাত দান করুন। (সূরা শু'আরা ঃ ১৩)

وَاَخِىْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِىْٓ ز اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ -

আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে অধিক বাকপটু। তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসাবে পাঠাও, যেন সে আমাকে সমর্থন দেয়। আমি আশঙ্কা বোধ করছি যে, এই লোকেরা আমাকে অমান্য করবে।" (সূরা কাসাস ঃ ৩৪)

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (١١٤) سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (١٢٠) - (الصّٰفّٰت)

(১১৪) আর আমরা মূসা ও হারুনের প্রতি অনুগ্রহ করেছি। (১২০) মূসা ও হারুনের প্রতি সালাম। (সূরা সফ্ফাত)

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ بِهٖ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاِذَا هَارُوْنُ قَالَ هٰذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ، ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ تَابَعَهُ ثَابِتٌ وَعَبَّادُ بْنُ اَبِىْ عَلِىٍّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

হুদবা ইবনে খালিদ (রহ) তিনি হুমাম থেকে তিনি কাতাদা থেকে তিনি আনাস বিন মালেক থেকে তিনি মালিক ইবনে সা'সাআ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) মিরাজ রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁদের কাছে এও বলেন, তিনি যখন পঞ্চম আকাশে এসে পৌছলেন, তখন হঠাৎ সেখানে হারুন (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি হারুন (আ), তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, মারহাবা পূণ্যবান ভাই ও পূণ্যবান নবী। সাবিত এবং আব্বাদ ইবনে আবূ আলী (রা) আনাস (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনায় কাতাদা (রহ)-এর অনুসরণ করেছেন। (বুখারী)

## ৩. হাবীল ও কাবীল (কাবীল)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ م اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ، قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ، قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (٢٧) لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ج اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ (٢٨) اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ

فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ج وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ (٢٩) فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٣٠) فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ط قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ج فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ (٣١) مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.... (٣٢) (المآئدة)

(২৭) এবং তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের কাহিনীটিও পুরোপুরি শুনিয়ে দাও। তারা দু'জনই যখন কুরবানী করল, তখন তাদের মধ্যে একজনের কুরবানী কবুল করা হলো ও অপর জনেরটা করা হলো না। সে বলল ঃ আমি তোমাকে হত্যা করব। উত্তরে সে বলল ঃ "আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদেরই মানত কবুল করে থাকেন। (২৮) তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত উত্তোলন করো তবে আমি তোমাকে হত্যার জন্য কখনো হাত তুলব না। আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি। (২৯) আমি চাই, আমার এবং তোমার নিজের গুনাহ্ তুমি একাই নিজের মাথায় বহন করো ও দোযখী হয়ে থাকো। জালিমদের জুলুমের এটাই উপযুক্ত প্রতিফল"। (৩০) শেষ পর্যন্ত তার নফস্ নিজ ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডকে তার জন্য সহজসাধ্য করে দিল এবং সে তাকে খুন করে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (৩১) এরপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, সে জমিন খুড়তে লাগল; এবং নিজ ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকাবে, এর পন্থা দেখিয়ে দিল। এটা দেখ সে বলল ঃ আমার প্রতি ধিক! আমি এই কাকটির মতোও হতে পারলাম না, নিজ ভাইয়ের লাশ লুকাবার পন্থাও বের করতে পারলাম না! শেষ পর্যন্ত সে নিজের কৃতকর্মে জন্য খুবই অনুতপ্ত হলো। (৩২) এই কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি আমরা এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ কোনো খুনের পরিবর্তে কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো কারণে কাউকেও হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কেউ কাউকেও জীবন দান করে, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল; ......... (সূরা মায়িদা)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ .

উমর ইবনে হাফস ইবনে গিয়াস (রহ) থেকে আমার পিতা তার থেকে তিনি আমা থেকে তিনি আবদুল্লাহ বিন মুররা থেকে তিনি মাছরুক থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হলে, তার এ খুনের পাপের একাংশ আদম (আ)-এর প্রথম ছেলে কাবিলের ওপর বর্তায়। কারণ সে সর্বপ্রথম হত্যার প্রচলন করেছে। (বুখারী)

## ৪. হযরত ইবরাহীম (আ)

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ (٢٦) اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٢٨) (الزخرف)

(২৬) স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার জাতির লোকদেরকে বলেছিল ঃ 'তোমরা যাদের বন্দেগী করো, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। (২৭) আমার সম্পর্ক কেবলমাত্র তাঁর সাথে যিনি আমাকে পয়দা করেছেন। তিনিই আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন'। (২৮) আর ইবরাহীম এ কথাটি তার পরে তার সন্তানদের মাঝে রেখে গিয়েছিল, যেন তারা সে দিকেই ফিরে আসে। (সূরা যুখরুফ)

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٧٤) وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ (٧٥) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ (٧٦) فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ (٧٧) فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (٧٨) اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٧٩) وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ۚ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ۚ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (٨٠) وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۚ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٨١) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ (٨٢) وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (٨٣) وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (٨٥) وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٨٦) وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٨٧) ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٨٨) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ (٨٩) - (الانعام)

(৭৪) ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ করো, যখন সে আপন পিতা আজরকে বলেছিলঃ "তুমি কি মূর্তিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করছ ? আমি তো তোমাকে ও তোমার দলের লোকজনকে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি।" (৭৫) ইবরাহীমকে আমরা এমনি ভাবেই জমিন ও আসমানের সাম্রাজ্য-ব্যবস্থা দেখাচ্ছিলাম এবং এই জন্য যে, সে যেন নিঃসন্দেহে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। (৭৬) অতঃপর যখন তার ওপর রাত আচ্ছন্ন হয়ে এল তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বললঃ এই আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ? কিন্তু পরে তা যখন অস্তমিত হয়ে গেল, তখন বলল ঃ অস্ত হয়ে যাওয়া জিনিসের প্রতি আমি কিছুমাত্র অনুরাগী নই। (৭৭) পরে যখন উজ্জ্বল চাদ দেখতে পেল তখন বলল ঃ এটা আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ? কিন্তু তাও যখন অস্তগমন করল, তখন বলল ঃ আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই যদি আমাকে পথ না দেখান তবে আমিও গুমরাহ লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ব।(৭৮) এরপর যখন সূর্যকে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত দেখতে পেল, তখন বলল ঃ এ-ই হচ্ছে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। এটা সর্বাপেক্ষা বড়। কিন্তু পরে এটিও যখন অস্তমিত হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম চীৎকার করে বলে উঠল ঃ হে লোকজন! তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌র শরীক বানাচ্ছ, আমি সে সব হতে মুক্ত। (৭৯) "আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সে মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করেছি, যিনি জমিন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কস্মিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।" (৮০) তার জাতি তার সাথে ঝগড়া শুরু করলে সে তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর আমি তোমাদের বানানো শরীকদেরকে ভয় করি না। তবে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যদি কিছু চান, তবে অবশ্যই তা হতে পারে। আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের জ্ঞান সকল জিনিস সম্পর্কে ব্যাপক। এখন তোমাদের কি আদৌ হুঁশ হবে না? (৮১) তোমাদের বানানো শরীকদের আমি কি করে ভয় করতে পারি, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন সব জিনিসকে শরীক বানাতে ভয় করো না, যাদের সম্পর্কে তিনি তোমাদের কাছে কোনো সনদ নাযিল করেননি ? আমাদের দুই পক্ষের মধ্যে কে অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী ? বলো, যদি তোমাদের কোনো কিছু জানা থাকে। (৮২) প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তা তাদেরই জন্য— সঠিক পথে তারাই পরিচালিত, যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি। (৮৩) এটাই ছিল আমাদের সে যুক্তি-প্রমাণ, যা আমরা ইবরাহীমকে তার জাতির মুকাবিলায় দান করেছি। আমরা যাকে চাই উচ্চতর মর্যাদা দান করি। বস্তুত তোমাদের রব্ব্ মহাজ্ঞানী ও অতীব সুবিজ্ঞ। (৮৪) অতঃপর আমরা ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুব-এর মতো সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই সঠিক পথ দেখিয়েছি। (সে সঠিক পথ, যা) ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম এবং তারই বংশ হতে আমরা দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে (হেদায়েত দান করেছি)। এভাবেই আমরা নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দেই। (৮৫) (তাদেরই বংশধর হতে) জাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্যপথের পথিক বানিয়েছি)। তাদের প্রত্যেকেই নেককার ছিল। (৮৬) তারই পরিবার হতে ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি) এদের প্রত্যেককে আমরা সমগ্র বিশ্বের লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য দান করেছি। (৮৭) ওপরন্তু তাদের পিতা-মাতা, তাদের সন্তান এবং তাদের ভাই-বন্ধুদের মধ্য হতে বহু লোককে আমরা সম্মানিত করেছি, তাদেরকে নিজের খেদমতে মনোনীত করে নিয়েছি এবং সঠিক-সোজা পথের দিকে পরিচালিত করেছি। (৮৮) এটা আল্লাহ্‌র হেদায়েত, তাঁর বান্দাহদের মধ্যে তিনি যাকে চান, এই পথে

পরিচালিত করেন। কিন্তু তারা যদি শিরক করে থাকত তবে তাদের সমস্ত কৃতকর্মই বিনষ্ট হয়ে যেত। (৮৯) এরাই ছিল সে লোক, যাদেরকে আমরা কিতাব, হুকুম ও নবুয়্যত দান করেছি। এখন তারা যদি এটা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তবে (করতে পারে, কোনো পরোয়া নেই,) আমরা অন্য কিছু লোককে এই নেয়ামত সোপর্দ করেছি, যারা এর অস্বীকারকারী নয়।

(সূরা আন'আম)

........ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - (ال عمران :٩٥)

.... ..... অতএব, তোমাদের সকলেরই একমুখী হয়ে ইবরাহীমের পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য। আর (এ কথা সুস্পষ্ট যে) ইবরাহীম কখনও শির্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاۤجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ۗ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ - (البقرة : ٢٥٨)

তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করোনি, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সাথে তর্ক করেছিল? তর্ক হয়েছিল এই কথা নিয়ে যে, ইবরাহীমের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কে? এবং তা হয়েছিল এজন্য যে, আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল ঃ আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তিনি, জীবন ও মৃত্যু যার ইখতিয়ারভুক্ত। তখন সে উত্তর দিল ঃ জীবন ও মৃত্যু তো আমার ইখতিয়ারে রয়েছে। ইবরাহীম বলল ঃ তাই যদি সত্য হয়, তবে আল্লাহ্ তো সূর্য পূর্ব দিক হতে উদয় করেন, তুমি একবার তাকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করে দেখাও। এ কথা শুনে সত্যের দুশমন নিরুত্তর ও বিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ্ জালিমকে কখনো সঠিক পথ দেখান না।

(সূরা বাকারা ঃ ২৫৮)

يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاۤجُّوْنَ فِىْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمَاۤ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٦٥) هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَاۤءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاۤجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٦٦) مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٦٧) اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ (٦٨)- (ال عمران)

(৬৫) হে আহলি কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কেন ঝগড়া করো? তওরাত ও ইনজীল তো ইবরাহীমের পরই নাযিল হয়েছে। তবে কি তোমরা এটুকু কথাও বুঝ না? (৬৬) তোমরা যেসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখো সেসব বিষয় নিয়ে তো যথেষ্ট বিতর্ক করলে। এখন যেসব বিষয়ে তোমাদের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নেই তা নিয়ে কেন বিতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছ? প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র রয়েছে, তোমরা তো কিছুই জানো না। (৬৭) সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম না ছিল ইহুদী আর না ছিল খ্রিস্টান; বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম, সে কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামি (৬৮) ইবরাহীমের সাথে সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে

বেশি অধিকার রয়েছে তাদের, যারা তার অনুসরণ করছে। আর এখন এই সম্পর্ক রাখার বেশি অধিকারী হচ্ছে এই নবী এবং তার অনুসারী ঈমানদার লোকেরা। বস্তুত আল্লাহ্ কেবল তাদেরই সহায়ক ও সাহায্যকারী, যারা ঈমানদার। (সূরা আলে-ইমরান)

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ أَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ - (التوبة : ١١٤)

ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে মাগফেরাতের দো'আ করেছিল, তা ছিল সে ওয়াদার কারণে, যা সে তার পিতার কাছে করেছিল। কিন্তু যখন তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন সে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম বড়ই নম্র-হৃদয়, আল্লাহ্ ভীরু ও পরম ধৈর্যশীল লোক ছিল। (সূরা তওবা ঃ ১১৪)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ إِبْرٰهِيْمَ ۚ إِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا (٤١) إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ يٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا (٤٢) يٰٓأَبَتِ إِنِّيْ قَدْ جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْٓ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٣) يٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۖ إِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا (٤٤) يٰٓأَبَتِ إِنِّيْٓ أَخَافُ أَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا (٤٥) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓإِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا (٤٦) قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۖ إِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا (٤٧) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَأَدْعُوْا رَبِّيْ ۖ عَسٰٓى أَلَّآ أَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ شَقِيًّا (٤٨) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗٓ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (٤٩) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (٥٠) - (مريم)

(৪১) হে নবী! আর এই কিতাবে ইবরাহীমের কাহিনী বর্ণনা করো। সে নিঃসন্দেহে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ ও একজন নবী ছিল। (৪২) (এই লোকদেরকে খানিকটা সে সময়কার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দাও) যখন সে তার পিতাকে বলেছিল ঃ "আব্বাজান! আপনি কেন সেসব জিনিসের ইবাদত করেন, যা না শুনতে পারে, না দেখতে পারে আর না আপনার কোনো কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম ? (৪৩) আব্বাজান! আমার কাছে এমন এক ইল্‌ম এসেছে, যা আপনার কাছে আসেনি। আপনি আমাকে অনুসরণ করে চলুন, আমি আপনাকে সঠিক পথ দেখাব। (৪৪) পিতা! আপনি শয়তানের বন্দেগী করবেন না। শয়তান তো রহমানের (দয়াময়ের) নাফরমান। (৪৫) আব্বাজান! আমার ভয় হচ্ছে, আপনি রহমানের আযাবে নিমজ্জিত হয়ে না পড়েন আর শয়তানের সাথী হয়ে না বসেন।" (৪৬) পিতা বলল ঃ ইবরাহীম! তুই কি আমার মা'বুদদের প্রতি বিমুখ হয়ে গিয়েছিস ? তুই যদি বিরত না হস, তবে আমি তোকে পাথর নিক্ষেপে ধ্বংস করে দেব। তুই চিরদিনের তরে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যা।"(৪৭) ইবরাহীম বলল ঃ "আপনার প্রতি সালাম! আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দো'আ করি, তিনি যেন আপনাকে মাফ করে দেন! আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। (৪৮) আমি আপনাদেরকেও ছেড়ে যাচ্ছি আর সে সত্তাগুলোকেও, যাদেরকে

আপনারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে ডেকে থাকেন। আমি তো আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককেই ডাকব। আশা করি, আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুকে ডেকে ব্যর্থকাম হব না।"(৪৯) অতঃপর যখন সে সেই লোকদের এবং আল্লাহ ব্যাতীত তারা আর যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল, তখন আমরা তাকে ইস্হাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দান করলাম এবং প্রত্যেককে নবী বানালাম। (৫০) আর তাদেরকে স্বীয় রহমতে ধন্য করলাম এবং তাদেরকে সত্যিকার সুনাম-সুখ্যাতি দান করলাম। (সূরা মারইয়াম)

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (٥٢) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (٥٣) قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٥٤) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (٥٥) قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ز وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ (٥٦) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (٥٧) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (٥٨) قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٥٩) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (٦٠) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (٦١) قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (٦٢) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ق كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ (٦٣) فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ (٦٤) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ع لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ (٦٥) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (٦٦) أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٧) قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (٦٨) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٦٩) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (٧٠) وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (٧١) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ۖ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (٧٢) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ع وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (٧٣) – (الانبياء)

(৫১) এরও পূর্বে আমরা ইবরাহীমকে তার সতর্ক বুদ্ধি ও সত্যের জ্ঞান দান করেছিলাম। আর আমরা তাকে খুব ভালোভাবে জানতাম। (৫২) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন সে তার পিতা ও নিজ জাতির লোকজনকে বলেছিল ঃ "এই মূর্তিগুলো কি রকম, যেগুলোর জন্য তোমরা পাগল-প্রায় হয়ে আছ ?" (৫৩) তারা জবাবে বলল ঃ "আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এগুলোর ইবাদত করতে দেখেছি।" (৫৪) সে বলল ঃ "তোমরাও গুমরাহ্ আর তোমাদের বাপ-দাদারাও সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে পড়েছিল।" (৫৫) তারা বলল ঃ "তুমি কি আমাদের সম্মুখে তোমার আসল চিন্তা-বিশ্বাস পেশ করছ, না ঠাট্টা করছ ?" (৫৬) সে বলল ঃ "না, বরং প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তিনিই, যিনি জমিন ও আসমানের সৃষ্টিকর্তা-মালিক এবং এগুলোর সৃষ্টিকর্তা। এ বিষয়ে আমি তোমাদের সম্মুখে সাক্ষ্য দিচ্ছি। (৫৭) আর আল্লাহ্‌র

কসম, আমি তোমাদের অনুপস্থিতির সময়ে অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোর খবর নেব।" (৫৮) এরপর সে সেগুলোকে টুকরা টুকরা করে ফেলল আর তাদের কেবল বড় মূর্তিটিকে (অক্ষত) রেখে দিল, যেন তারা এর প্রতি লক্ষ্য আরোপ করে। (৫৯) (তারা ফিরে এসে যখন মূর্তিগুলোর এ অবস্থা দেখতে পেল, তখন) বলতে লাগল ঃ "আমাদের 'উপাস্য'গুলোর এরূপ অবস্থা কে করেছে ? সে তো বড়ই জালিম।" (৬০) (কেউ কেউ) বলল ঃ "আমরা এক যুবককে এগুলোর কথা বলতে শুনেছি, যার নাম ইবরাহীম।" (৬১) তারা বলল ঃ "তাহলে তাকে ধরে আনো সকলের সম্মুখে, যেন লোকেরা দেখতে পায় (তাকে কিরূপ শাস্তি দেয়া হয়)।" (৬২) (ইবরাহীম এসে পৌঁছলে পর) তারা জিজ্ঞেস করল ঃ "হে ইবরাহীম, তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছ ?" (৬৩) সে বলল ঃ "বরং এসব কিছু এগুলোর মধ্যেকার এ সরদারই করেছে। এই উপাস্যকেই জিজ্ঞেস করো, যদি এরা কথা বলতে পারে।" (৬৪) এ কথা শুনে তারা নিজেদের মনের দিকে ফিরে তাকাল এবং (মনে মনে) বলতে লাগল ঃ "আসলে তোমরা নিজেরাই তো জালিম।" (৬৫) কিন্তু পরে আবার তাদের মত বদল গেল এবং বলল ঃ "তুমি তো জানো যে, এরা কথা বলে না।" (৬৬) ইবরাহীম বলল ঃ তাহলে তোমরা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে সে সব জিনিসের পূজা করো, যারা তোমাদের না কোনো উপকার করতে পারে, না কোনো ক্ষতি ? (৬৭) ধিক্‌, তোমাদের জন্য আর তোমাদের এ উপাস্যগুলোর জন্য, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা যেগুলোর পূজা করছ! তোমাদের কি কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি নেই ? (৬৮) তারা বলল ঃ "একে আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেল। আর (এর সাহায্যে) তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো— যদি কিছু করতেই হয়।" (৬৯) আমরা বললাম ঃ "হে আগুন, ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং শান্তিময় হয়ে যাও ইবরাহীমের প্রতি।" (৭০) তারা ইবরাহীমের সাথে অন্যায় আচরণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকে নিকৃষ্টভাবে ব্যর্থ করে দিলাম। (৭১) আর আমরা তাকে ও লুতকে বাঁচিয়ে সে অঞ্চলের দিকে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমরা দুনিয়াবাসীর জন্য বিপুল বরকত রেখে দিয়েছিলাম। (৭২) অতপর আমরা তাকে দান করেছি পুত্র ইস্‌হাককে এবং এর ওপর অতিরিক্ত ইয়াকুবকে, এবং প্রত্যেককে আমরা নেককার বানিয়েছি। (৭৩) আর আমরা তাদেরকে ইমাম বানিয়ে দিয়েছি, তারা আমাদের হুকুম অনুসারে লোকদেরকে পথ-নির্দেশ করছিল এবং আমরা তাদেরকে ওহীর সাহায্যে সর্বপ্রকার নেক কাজ করার এবং নামায কায়েম করা ও যাকাত দেয়ার হেদায়েত দান করেছি। আর তারা নিজেরা ছিল আমাদের ইবাদতকারী। (সূরা আম্বিয়া)

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَإِبْرٰهِيْمَ (٨٣) إِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (٨٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ (٨٥) أَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٨٧) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّيْ سَقِيْمٌ (٨٩) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ (٩٠) فَرَاغَ إِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُوْنَ (٩١) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ (٩٢) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ (٩٣) فَأَقْبَلُوْٓا إِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ (٩٤) قَالَ أَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ (٩٥) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ (٩٦) قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَأَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ (٩٧) فَأَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ (٩٨) وَقَالَ إِنِّيْ ذَاهِبٌ إِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ (٩٩)- (الصّٰفّٰت)

(৮৩) আর নূহেরেই পন্থানুসারী ছিল ইবরাহীম। (৮৪) সে যখন তার রব্ব-এর সমীপে প্রশান্ত ও বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে এল, (৮৫) সে যখন তার পিতা ও তার জাতিকে বলল : "তোমরা যেগুলোর ইবাদত করছ, সেগুলো কি ? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে মিথ্যামিথ্য বানোয়াট মা'বুদ পেতে চাও ? (৮৭) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে তোমরা কি মনে করো ?" (৮৮) তারপর সে তারকারাজির ওপর দৃষ্টি ফেলল (৮৯) আর বলল : "আমি অসুস্থ।" (৯০) ফলে লোকেরা তাকে রেখে চলে গেল। (৯১) তাদের অনুপস্থিতিতে সে চুপি চুপি তাদের উপাস্যদের মন্দিরে ঢুকে পড়ল আর জিজ্ঞেস করল : "আপনারা খাচ্ছেন না কেন ? (৯২) কি হলো, আপনারা তো কথাও বলছেন না ?" (৯৩) এরপর সে সেগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর ডান হাতে খুব করে আঘাত হানল। (৯৪) সে লোকেরা (ফিরে এসে) দ্রুতবেগে তার কাছে উপস্থিত হলো। (৯৫) সে বলল : "তোমরা কি নিজেদেরই বানানো জিনিসের পূজা-উপাসনা করো ? (৯৬) অথচ আল্লাহই তোমাদেরকেও পয়দা করেছেন আর তোমরা যে জিনিসগুলো বানিয়ে থাকো সেগুলোকেও।" (৯৭) তারা পরস্পর বলাবলি করল : "এর জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড বানাও এবং তাকে সে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করো।" (৯৮) তারা তার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল; কিন্তু আমরা তাদেরকেই হেয় প্রতিপন্ন করে ছাড়লাম। (৯৯) ইবরাহীম বললো : "আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর দিকে যাচ্ছি। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। (সূরা সফফাত)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ (٦٩) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ (٧٠) قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ (٧٢) اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ (٧٣) قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ (٧٤) قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ (٧٥) اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ (٧٦) فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ (٧٧) الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ (٧٨) وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ (٧٩) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ (٨٠) وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ (٨١) وَالَّذِيْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ (٨٢) رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ (٨٣) وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ (٨٤) وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ (٨٥) وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ (٨٦) وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ (٨٧) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ (٨٨) اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (٨٩) وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (٩٠) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ (٩١) وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ (٩٢) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ (٩٣) فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ (٩٤) وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ (٩٥) قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ (٩٦) تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٩٧) اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٩٨) وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ (٩٩) فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ (١٠٠) وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ (١٠١) فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠٢) - (الشعراء)

(৬৯) আর তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শোনাও, (৭০) যখন সে তার পিতা ও তার জাতিকে জিজ্ঞেস করছিল ঃ "তোমরা এগুলো কিসের পূজা করছ ?" (৭১) তারা জবাব দিল ঃ " আমরা কিছুসংখ্যক মূর্তির পূজা করি, তাদেরই সেবায় আমরা আত্মোৎসর্গ করে আছি।" (৭২-৭৩) সে জিজ্ঞেস করল ঃ "এরা কি তোমাদের ডাক শুনতে পায়, যখন তোমরা এদের ডাকো ? কিংবা এরা কি তোমাদের কোনো উপকার বা অপকার করে ?" (৭৪) তারা উত্তরে বলল ঃ "না, আমরা বরং আমাদের বাপ-দাদাকে এরূপই করতে দেখেছি।" (৭৫-৭৬) একথা শুনে ইবরাহীম বলল ঃ "তোমরা কি কখনো ( চোখ মেলে) এ জিনিসগুলোকে দেখেছ, যেগুলোর বন্দেগী তোমরা ও তোমাদের অতীত পূর্ব-পুরুষরা করে আসছে ? (৭৭) এরা তো সকলেই আমার দুশমন, কেবল রাব্বুল আলামীন ছাড়া, (৭৮) যিনি আমাকে পয়দা করেছেন, এবং তারপর আমাকে পথ-প্রদর্শন করেছেন, (৭৯) যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান (৮০) আর যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি, তখন আমাকে আরোগ্য দান করেন, (৮১) যিনি আমাকে মৃত্যু দেবেন এবং পুনরায় আমাকে জীবন দান করবেন। (৮২) আর যার কাছে আমি আশা পোষণ করি যে, বিচার দিবসে তিনি আমার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন।" (৮৩) (অতপর ইবরাহীম দো'আ করল ঃ) "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাকে 'হুকুম' (জ্ঞান-বুদ্ধি) দান করো আর আমাকে নেককার লোকদের সাথে মিলিত করো। (৮৪) আর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে আমাকে সত্যিকার খ্যাতি দান করো। (৮৫) এবং আমাকে নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শামিল করো। (৮৬) আরও নিবেদন এই যে, আমার পিতাকে মাফ করে দাও, নিশ্চয়ই তিনি গুমরাহ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (৮৭) এবং সে দিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না, যেদিন সব মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠানো হবে; (৮৮) যেদিন না ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে, না সন্তান-সন্ততি; (৮৯) তবে যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিবেদিত অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হবে তার কথা স্বতন্ত্র। (৯০) (সে দিন) জান্নাতকে মুত্তাকী (পরহেযগার) লোকদের কাছে নিয়ে আসা হবে। (৯১) আর দোযখকে উন্মুক্ত করে ধরা হবে বিভ্রান্ত লোকদের সামনে, (৯২) আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করতে এখন তারা কোথায় ? (৯৩) তারা কি তোমাদের কোনো সাহায্য করছে কিংবা নিজেরা আত্মরক্ষা করতে পারে ?" (৯৪-৯৫) অতপর সে উপাস্য ও এই পথভ্রষ্টদেরকে আর ইবলীসের সৈন্য-বাহিনীর সকলকেই এর মধ্যে উপুর করে নিক্ষেপ করা হবে। (৯৬) সেখানে তারা সকলেই পরস্পর ঝগড়া করবে! আর পথভ্রষ্টরা (নিজেদের উপাস্যদেরকে) বলবেঃ (৯৭) "আল্লাহ্‌র নামে শপথ। আমরা তো সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলাম, (৯৮) যখন তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের সমান মর্যাদা দিচ্ছিলাম। (৯৯) আর এ অপরাধীরাই আমাদেরকে এই গুমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। (১০০) এখন না আমাদের জন্য কোনো সুপারিশকারী আছে (১০১) আর না আছে কোনো দরদী বন্ধু। (১০২) হায়! আমাদেরকে যদি আবার একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হতো, তবে আমরা মুমিন হয়ে যেতাম।" (সূরা শু'আরা)

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ (١٢٤) وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (١٢٥)

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهٗٓ إِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٢٦) وَإِذْ يَرْفَعُ
إِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٢٧) رَبَّنَا
وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
الرَّحِيْمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١٢٩) وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ إِبْرٰهٖمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ
اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١٣٠) إِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ أَسْلِمْ ۙ قَالَ أَسْلَمْتُ
لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٣١) وَوَصّٰى بِهَآ إِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (١٣٢) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ
بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ اٰبَآئِكَ إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ
(١٣٣) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٣٤) -

(১২৪) স্মরণ করো, যখন ইবরাহীমকে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে যাচাই করল এবং সে ঐ সব ব্যাপারেই উত্তীর্ণ হলো, তখন তিনি বলল ঃ "আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা করতে চাই।" ইবরাহীম বলল ঃ "আমার সন্তানদের প্রতিও কি এই প্রতিশ্রুতি?" তিনি উত্তরে বলল ঃ "আমার এ প্রতিশ্রুতি জালিমদের সম্পর্কে নয়।" (১২৫) আর এ কথাও স্মরণ করো, আমরা এ (কা'বা) ঘরকে জনগণের জন্যে কেন্দ্র, শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে নির্দিষ্ট করেছিলাম এবং লোকদের এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, ইবরাহীম যেখানে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায়, সে স্থানকে স্থায়ীভাবে নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ করো। আর ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাগিদ করে বলেছিলাম, আমার এ ঘরকে তাওয়াফ, ইতিকাফ ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করে রাখো। (১২৬) এ-ও স্মরণ করো যে, ইবরাহীম দো'আ করেছিলঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, এ শহরকে শান্তি ও নিরাপত্তার নগর বানিয়ে দাও এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালকে মানে তাদেরকে সকল প্রকার ফলের রিযিক দান করো।" উত্তরে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু বলেছেন— "আর যে মানবে না, কয়েক দিনের এ জৈব-জীবনের সামগ্রী তাকেও দেব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব এবং এটি নিকৃষ্টতম স্থান।" (১২৭) স্মরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ (কা'বা) ঘরের প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তখন উভয়েই দো'আ করছিল ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ! আমাদের এ কাজ তুমি কবুল করো; তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু শুনতে পাও এবং সব কিছু জানো। (১২৮) হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের উভয়কেই তোমার ফরমানের অনুগত (মুসলিম) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির উত্থান করো যারা তোমার অনুগত হবে। তুমি আমাদেরকে তোমার ইবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষ-ক্রটি ক্ষমা করো। এমি নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও সবিশেষ অনুগ্রহকারী।

(১২৯) হে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ! এ জাতির প্রতি এদের মধ্য থেকে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করো, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ ও সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলবে। তুমি নিশ্চয়ই বড় শক্তিমান ও মহা বিজ্ঞ।"(১৩০) এখন কে ইবরাহীমের জীবন-পন্থাকে ঘৃণা করবে ? বস্তুত যে ব্যক্তি নিজেকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত করেছে, সে ব্যতীত আর কে এরূপ ধৃষ্টতা দেখাতে পারে ? ইবরাহীম তো সে ব্যক্তি যাকে আমি পৃথিবীতে আমার কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাছাই করে নিয়েছিলাম এবং পরকালে সে নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবে। (১৩১) তার অবস্থা এই ছিল যে, তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যখন তাকে বলল ঃ "অবনত ও অনুগত হও" তখনি সে বলল ঃ "আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম।" (১৩২) এ পন্থায়ই চলবার জন্য সে আপন সন্তানদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিল। ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে। সে বলেছিল ঃ "হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)-ই মনোনীত করেছেন। কাজেই মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা 'মুসলিম' (অনুগত) হয়েই থাকবে।" (১৩৩) ইয়াকুব যখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে ? মৃত্যুর সময় সে তার পুত্রদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ "হে পুত্রগণ! আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার ইবাদত করবে ?" তারা সকলেই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল ঃ "আমরা সেই এক আল্লাহ্রই ইবাদত করব, যাকে আপনি ও আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক ইলাহরূপে মেনে নিয়েছিলেন এবং আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম) হয়ে থাকব।" (১৩৪) এরা ছিল একটি জনগোষ্ঠী যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কিছু অর্জন করেছে, তা তাদেরই জন্য আর তোমরা যা কিছু অর্জন করবে এর ফল তোমরাই ভোগ করবে। তারা কি করছিল তা তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে না। (সূরা বাকারা)

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ إِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٣٣) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٣٤) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ (٩٦)

(৩৩) আল্লাহ্ আদম ও নূহ এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরগণকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন এবং (নিজের নবুয়্যত ও রিসালাতের জন্য) মনোনীত করেছেন। (৩৪) এরা সকলে একই সূত্রে গাঁথা ছিল, একজন অপর জনের বংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। (৯৬) এ কথা নিঃসন্দেহ যে, মক্কায় অবস্থিত গৃহখানাকেই মানুষের ইবাদত কেন্দ্র হিসেবে সর্বপ্রথম তৈরী করা হয়েছে; তাকে কল্যাণ ও মঙ্গলময় করে দেয়া হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত লাভের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ - (الحج :٢٦)

স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা ইবরাহীমের জন্য এ ঘরের (কা'বার) জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম (এ হেদায়েত সহকারে) যে, আমার সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করো না আর আমার ঘরের তওয়াফকারী ও রুকূ-সিজদাকারী লোকদের জন্য একে পাক রাখো।

(সূরা হজ্জ)

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا – (النساء:١٢٥)

বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে মস্তক অবনত করে দিয়েছে ও নিজের জীবনযাত্রায় সততা অবলম্বন করেছে এবং সম্পূর্ণ একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পন্থা অনুসরণ করছে— সে ইবরাহীমের পন্থা— যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন— তার অপেক্ষা উত্তম জীবন যাপন পদ্ধতি আর কার হতে পারে? ( সূরা নিসা ঃ ১২৫)

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ (٣٥) رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٣٦) رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ (٣٧) رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ (٣٨) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ (٣٩) رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ (٤٠) – (ابرٰهيم)

(৩৫) স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন ইবরাহীম দো'আ করেছিল ঃ "পরওয়ারদেগার! এই শহরকে শান্তির শহর বানিয়ে দাও আর আমাকে ও আমার সন্তানকে মূর্তি পূজার পংকিলতা হতে বাঁচাও। (৩৬) হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! এই মূর্তিগুলো বহু সংখ্যক মানুষকে চরম গুমরাহীর কবলে নিক্ষেপ করেছে। (সম্ভবত এরা আমার সন্তানদেরকেও গুমরাহ করে দেবে, কাজেই তাদের মধ্য হতে) যে আমার পথ ও আদর্শ অনুসরণ করবে, সে আমার আর যে আমার বিরুদ্ধ পন্থা অনুসরণ করবে তোদের ব্যাপারে তুমি নিশ্চিয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াবান। (৩৭) হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমি পানি ও তরুলতাশূন্য এক মহা প্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশকে তোমার মহাসম্মানিত ঘরের কাছে এনে পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এটা আমি এ জন্য করেছি যে, এরা এখানে নামায কায়েম করবে। অতএব লোকদের হৃদয়কে এদের প্রতি অনুরক্ত বানিয়ে দাও এবং খাওয়ার জন্য তাদেরকে ফল দান করো সম্ভব এরা শোকরগুযার হবে। (৩৮) 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-মালিক! তুমি জানো, যা আমরা গোপন করি আর যা প্রকাশ করি' আর বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র নিকট হতে কিছুই গোপন নেই, না জমিনে না আসমানে—(৩৯) শোকর সে আল্লাহ্‌র, যিনি আমাকে এই বার্ধক্যাবস্থায় ইসমাঈল ও ইসহাকের মতো পুত্র সন্তান দান করেছেন। আসল কথা এই যে, আমার রব্ব অবশ্যই দো'আ শ্রবণ করেন। (৪০) হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও আর আমার সন্তানদের মধ্যে হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করো, যারা এই কাজ করবে)। হে পরোয়ারদেগার! আমার দো'আ কবুল করো। (সূরা ইবরাহীম)

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرٰهِيمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ (٦٩) فَلَمَّا رَاٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۚ قَالُوْا لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ (٧٠) وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِإِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ (٧١) قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ۖ إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ (٧٢) قَالُوْٓا أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (٧٣) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ (٧٤) إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ (٧٥) يٰٓإِبْرٰهِيْمُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ (٧٦)- (هود)

(৬৯) আর শোনো! ইবরাহীমের কাছে আমাদের ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছল। বলল ঃ "তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক।" ইবরাহীম জবাব দিল ঃ "তোমাদের ওপরও সালাম বর্ষিত হোক।" এর অল্পক্ষণ পরই ইবরাহীম একটি ভাজা বাছুর (তাদের মেহমানদারীর জন্য) নিয়ে এল। (৭০) কিন্তু যখন দেখল যে, খাওয়ার দিকে তাদের হাত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সে সন্ধিগ্ন হলো এবং মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগল। তারা বলল ঃ "ভয় পেও না। আমরা লূত জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছি।" (৭১) ইবরাহীমের স্ত্রীও কাছে দাঁড়িয়েছিল। সে এ কথা শুনে হেসে ফেলল। অতঃপর আমরা তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। (৭২) সে (স্ত্রী) বললঃ "কি দুর্ভাগ্য আমার! এখন কি আর আমার সন্তান হবে, যখন আমি থুড়থুড়ে বৃদ্ধা হয়ে গেছি আর আমার স্বামীও হয়েছে অতিশয় বৃদ্ধ ! এটা তো বড়ই আশ্চর্যের কথা।" (৭৩) ফেরেশতাগণ বলল ঃ "আল্লাহ্‌র হুকুমের ওপর আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো ? ইবরাহীমের গৃহবাসীরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত এবং তাঁর বরকত রয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় প্রশংসার্হ এবং বড়ই মহিমান্বিত।" (৭৪) পরে যখন ইবরাহীম-এর আতংক দূরীভূত হলো এবং (সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে) তার মন খুশীতে ভরে গেল, তখন সে লূত জাতির ব্যাপারে আমাদের সাথে তর্কাতর্কি করতে শুরু করল। (৭৫) আসলে ইবরাহীম বড়ই ধৈর্যশীল ও নরম দিলের মানুষ ছিল আর সকল অবস্থায় আমাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করত। (৭৬) (শেষ পর্যন্ত আমাদের ফেরেশতারা তাকে বললঃ) হে ইবরাহীম! এ থেকে তুমি বিরত থাকো। তোমার রব্ব-এর হুকুম হয়ে গেছে। এখন তাদের ওপর সে আযাব অবশ্যই আসবে; তাতে কারো বাধাদানে ফিরানো যাবে না। (সূরা হুদ)

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ (٥١) إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۖ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ (٥٢) قَالُوْا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ (٥٣) قَالَ أَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى أَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ (٥٤) قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ (٥٥) قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ إِلَّا الضَّآلُّوْنَ (٥٦)- (الحجر)

(৫১) আর এই লোকদেরকে খানিকটা ইবরাহীমের মেহমানদের কাহিনী শোনাও। (৫২) তারা যখন তার কাছে এল এবং বলল ঃ 'তোমার প্রতি সালাম', তখন সে বলল ঃ 'তোমাদের দেখে আমাদের ভয় হচ্ছে'। (৫৩) তারা জবাব দিল ঃ 'ভয় পেয়ো না, আমরা তোমাকে এক বড়

জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ দিচ্ছি'। (৫৪) ইবরাহীম বলল ঃ "তোমরা আমার বৃদ্ধ বয়সে আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছে ? একটু চিন্তা করেই দেখো না, তোমরা আমাকে কি ধরনের সুসংবাদ দিচ্ছে!' (৫৫) তারা জবাব দিল, "আমরা তোমাকে ঠিক সত্য সুসংবাদই দিচ্ছি, তুমি নিরাশ হয়ো না"। (৫৬) ইবরাহীম বলল ঃ "নিজের মাবুদের রহমত হতে তো কেবল গুমরাহ লোকেরাই নিরাশ হয়ে থাকে"। (সূরা হিজর)

هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ (٢٥) فَرَاغَ إِلٰى أَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ (٢٦) فَقَرَّبَهٗٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُوْنَ (٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۖ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ (٢٩) قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ (٣٠) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ (٣١) قَالُوْٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ (٣٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ (٣٣) مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ (٣٤) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٣٦) وَتَرَكْنَا فِيْهَآ أٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ (٣٧) - (الذّٰرِيٰت)

(২৪) হে নবী, ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী তোমার কাছে পৌছিয়েছে কি ? (২৫) তারা যখন তার কাছে এল, বলল ঃ আপনার প্রতি সালাম। সে বলল, আপনাদেরকেও সালাম— কিছুটা অপরিচিত লোক যেন এরা। (২৬-২৭) অতঃপর সে চুপচাপ তার ঘরের লোকদের কাছে চলে গেল এবং একটা মোটাতাজা বাছুর এনে মেহমানদের সম্মুখে পেশ করল। সে বলল ঃ আপনারা খাচ্ছেন না ? (২৮) তারপর সে নিজ মনে এদের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল ঃ ভয় পাবেন না যেন এবং তাকে একজন জ্ঞানবান পুত্র জন্মের সুসংবাদ দিল। (২৯) এ কথা শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে অগ্রসর হয়ে এল। সে নিজের মুখের ওপর আঘাত করতে থাকল এবং বলল ঃ এই বৃদ্ধা, বন্ধ্যার। (৩০) তারা বলল ঃ এ কথাই বলেছেন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। তিনি মহাবিজ্ঞানী ও সব বিষয়ে অবহিত। (৩১) ইবরাহীম বলল ঃ হে আল্লাহ-প্রেরিত দূতগণ, আপনাদের সম্মুখে কোন গুরুতর অভিযান রয়েছে ? (৩২) তারা বলল ঃ আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি, (৩৩) যেন তাদের ওপর পাকানো মাটির পাথর বর্ষণ করি, (৩৪) যা আপনার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে সীমা-লংঘনকারী লোকদের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে—(৩৫) অতঃপর আমরা সেসব লোককেই বের করে নিলাম যারা এ জনপদে মুমিন ছিল (৩৬) এবং আমরা সেখানে একটি পরিবার ছাড়া মুসলমানদের আর কোনো পরিবার পেলাম না। (সূরা যারিয়াত)

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١٠٠) فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ (١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ إِنِّيْٓ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْٓ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰٓأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِيْٓ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ (١٠٢) فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ (١٠٣) وَنَادَيْنٰهُ أَنْ يّٰٓإِبْرٰهِيْمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (١٠٥) إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ (١٠٦) وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ (١٠٧) وَتَرَكْنَا

عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ (١٠٨) سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ (١٠٩) كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (١١٠) اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ (١١١) وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (١١٢) وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اِسْحٰقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ (١١٣) - (الصّٰفّٰت)

(১০০) হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করো, যে সচ্চরিত্রদের মধ্যে একজন হবে।" (১০১) (এ দো'আর জবাবে) আমরা তাকে একটি অতীব ধৈর্যশীল পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম। (১০২) সে পুত্রটি যখন তার সাথে দৌড়ঝাঁপ করবার বয়স পর্যন্ত পৌছল, তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বলল ঃ "পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি যে আমি তোমাকে যবেহ্ করছি। এখন তুমি বলো তোমার অভিমত কি ?" সে বললঃ "হে পিতা! আপনাকে যা কিছু হুকুম দেয়া হচ্ছে, তা আপনি পালন করুন। আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের একজন পাবেন।" (১০৩) শেষ পর্যন্ত যখন এ দু'জনই আনুগত্যের মাথা নোয়ায়ে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে উপুর করে শোয়ায়ে দিল (১০৪) এবং আমরা আওয়াজ দিলাম ঃ "হে ইবরাহীম! (১০৫) তুমি তো স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করে দেখালে! আমরা সৎকর্মশীলদেরকে এরূপ প্রতিফলই দান করে থাকি। (১০৬) নিঃসন্দেহে এটি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষার ব্যাপার ছিল।" (১০৭) অবশেষে আমরা একটি বড় কুরবানীর বিনিময়ে সে পুত্রটিকে ছাড়িয়ে নিলাম। (১০৮) আর তার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত রাখলাম। (১০৯) শান্তি বর্ষিত হোক ইবরাহীমের প্রতি। (১১০) সৎ কর্মশীলদেরকে আমরা এরূপ প্রতিফলই দিয়ে থাকি। (১১১) নিশ্চয়ই সে আমাদের মুমিন বান্দাহদের মধ্যকার একজন ছিল। (১১২) আর আমরা তাকে ইসহাক সম্পর্কেও সুসংবাদ দিলাম। সে ছিল নেক আমলকারী লোকদের মধ্য থেকে একজন নবী। (১১৩) এবং বরকত দিলাম তাকে ও ইসহাককে। এখন এ দু'জনের বংশধরদের মধ্যে কতক তো নেককার আর কতক নিজেদের ওপর সুস্পষ্ট জুলুমকারী।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى ۚ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۚ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ۚ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - (البقرة : ٢٦٠)

সে ঘটনাও স্মরণে রেখো, যখন ইবরাহীম বলেছিল ঃ 'হে আমার রব্ব! আমাকে দেখিয়ে দাও, তুমি মৃতকে কেমন করে পুনরুজ্জীবিত করো ? আল্লাহ্ বলল ঃ তুমি কি তা বিশ্বাস করো না ? সে আরয করল, বিশ্বাস তো করি, কিন্তু শুধু মনের সান্ত্বনা প্রয়োজন। আল্লাহ্ বলল ঃ তবে তুমি চারটি পাখি ধরো এবং ঐগুলোকে নিজের সাথে সুপরিচিত করে লও। তারপর ওদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে দাও এবং অতঃপর ওদের ডাক; ওরা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে। ভালো করে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও অতিশয় কুশলী। (সূরা বাকারা ঃ ২৬০)

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۚ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٢٠) شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ۚ اِجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٢١) وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١٢٢) ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٢٣) - (النحل)

(১২০) আসল কথা এই যে, ইবরাহীম নিজস্বভাবেই একটি পূর্ণাঙ্গ উম্মতের প্রতীক ছিল, —ছিল আল্লাহ্‌র আদেশানুগত এবং একমুখী—একনিষ্ঠ। সে কখনোই মুশরিক ছিল না। (১২১) সে আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহের শোকর আদায়কারী ছিল। আল্লাহ্ তাকে বাছাই ও পছন্দ করে নিয়েছেন এবং সঠিক ও সোজা পথ দেখিয়েছেন (১২২) আমরা দুনিয়ায় তাকে কল্যাণ দিয়েছি এবং পরকালেও সে নিঃসন্দেহে নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবে। (১২৩) (হে নবী!) অতপর আমরা তোমার প্রতি এই ওহী পাঠিয়েছি যে, একমুখী ও একনিষ্ঠা হয়ে ইবরাহীমের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে চলো। আর সে মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত ছিল না। (সূরা নহল)

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

(হে মুহাম্মদ!) বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নিঃসন্দেহেই আমাকে সঠিক-নির্ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন,— সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে নির্ভুল দ্বীন, যাতে বক্রতার কোনো স্থান নেই। এই ইবরাহীমের অবলম্বিত পথ ও পন্থা, যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একমুখিতার সাথে গ্রহণ করেছিল এবং সে মুশরিকদের মধ্যে ছিল না। (সূরা আন'আম ঃ ১৬১)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ج اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ زكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ط رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - (الممتحنة : ٤)

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে একটা উত্তম আদর্শ রয়েছে। সে তার জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিল ঃ "আমি তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মা'বুদদের তোমরা পূজা-উপাসনা করো তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরাগভাজন। আমরা তোমাদের সাথে তাবৎ সম্পর্ক অমান্য করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা স্থাপিত হয়েছে ও বিরোধ-ব্যবধান শুরু হয়ে গেছে— যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনবে"। তবে ইবরাহীমের তার পিতাকে এ কথা বলা (এ হতে স্বতন্ত্র ব্যাপার) যে, "আমি আপনার জন্য মাগফিরাত চেয়ে অবশ্যই আবেদন করব। তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আপনার জন্য কিছু আদায় করে লওয়া আমার সাধ্যের বাইরে"। (আর ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রার্থনা ছিল এই ঃ) "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তোমার ওপরই আমরা ভরসা ও নির্ভরতা রেখেছি, তোমার কাছেই আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা মুমতাহান ঃ ৪)

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ (٤٥) اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦) وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ - (ص : ٤٧)

(৪৫) আর আমাদের বান্দাহ্ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা স্মরণ করো। তারা ছিল বড়ই কর্মক্ষমতার অধিকারী ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন লোক। (৪৬) আমরা তাদেরকে এক নির্ভেজাল গুণের কারণে মর্যাদাবান করেছিলাম আর তা ছিল পরকালের স্মরণ। (৪৭) নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে তারা বাছাই-করা নেক লোক হিসেবে গণ্য। (সূরা সোয়াদ)

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (٣٦) وَإِبْرَٰهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ (٣٧) - (النجم)

(৩৬) তার কাছে কি মূসার সহীফাসমূহের বিষয়ে কোনো তথ্য পৌছেনি (৩৭) এবং ওয়াদা পালন ও আত্মদানের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে যে ইব্রাহীম, তার সহীফাসমূহের বিষয়েও কোনো খবর পৌছেনি? (সূরা নজম)

وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٦) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٧) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٤) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

(১৬) আর ইবরাহীমকেও পাঠিয়েছি, যখন সে তার জাতির লোকদেরকে বলল ঃ "আল্লাহ্র বন্দেগী করো এবং তাকে ভয় করো। এটি তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো ও বোঝ। (১৭) তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে আর যাদের পূজা করছ, তারা তো শুধু মূর্তি। আর তোমরা একটি মিথ্যা রচনা করছ। আসলে আল্লাহ ছাড়া যাদের পূজা-উপাসনা তোমরা করছ, তারা তোমাদেরকে কোনো রিযিক দেয়ার ক্ষমতাও রাখে না। আল্লাহ্র কাছে রিযিক চাও, তাঁরই বন্দেগী করে চলো এবং তাঁর শোকর করো, তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। (২৪) অতপর তার জাতির লোকদের জবাব এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলল ঃ "তাকে হত্যা করো কিংবা জ্বালিয়ে ভস্ম করো।" শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁকে আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা ঈমান আনবে। (২৭) আর আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো সন্তান) দান করেছি এবং তার বংশে রেখে দিয়েছি নবুয়্যত ও কিতাব আর তাকে দুনিয়ায় এর প্রতিফল দান করেছি এবং পরকালে সে নিঃসন্দেহে নেককার লোকদের মধ্যে পরিগণিত হবে। (সূরা আনকাবুত)

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٦) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧) صِبْغَةَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (١٣٨) قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٣٩) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٠) - (البقرة)

(১৩৫) ইহুদীরা বলে ঃ ইহুদী হও, তবেই সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। খ্রিস্টানরা বলে ঃ খ্রিস্টান হও, তবেই সত্যের সন্ধান পাবে। তাদের সকলকেই বলে দাও যে, তারা কেউই ঠিক নয় বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পন্থা অবলম্বন করো। আর (এ কথা সর্বজনবিদিত যে) ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৩৬) মুসলমানগণ! তোমরা বলো ঃ "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি, আমাদের জন্য যে জীবন ব্যবস্থা নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে আর যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীকে তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ হতে দেয়া হয়েছে, এর প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই অনুগত।" (১৩৭) এখন তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছ, তারাও যদি ঠিক সেরূপ ঈমান আনে তবে তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে। আর তা হতে যদি তারা অন্যদিকে মুখ ফিরায়, তবে তারা যে কঠিন গোঁড়ামিতে লিপ্ত হয়েছে, তা সুস্পষ্ট। অতএব তাদের মুকাবিলায় তোমাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট, এ কথা জেনে নিশ্চিত থাকো। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শুনেন এবং সবকিছুই জানেন। (১৩৮) লোকদের বলো ঃ আল্লাহ্‌র রঙ ধারণ করো, তাঁর রঙ হতে আর কার রঙ উৎকৃষ্ট হতে পারে" ? (এবং বল) আমরা তাঁরই দাসত্ব করে থাকি। (১৩৯) "হে নবী! তাদের বলোঃ "তোমরা কি সম্পর্কে আমাদের সাথে ঝগড়া করছ ? অথচ তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আর তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। আমাদের কাজ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করে থাকি"। (১৪০) অথবা তোমরা কি বলতে চাও যে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধর— সকলেই ইহুদী ছিলেন কিংবা খ্রিস্টান ? হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা বেশি জানো না আল্লাহ্ বেশি জানেন ? যার কাছে আল্লাহ্‌র তরফ হতে কোনো সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তাকে গোপন করে, তবে তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে ? জেনে রাখো, তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই গাফিল নন; এরা কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন, যারা আজ অতীত হয়ে গেছে। (সূরা বাকারা)

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ج فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا (٥٤) اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ج وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ج وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا (١٦٣) - (النساء)

(৫৪) তবে কি এরা অন্যান্য লোকদের প্রতি শুধু এ জন্য হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন ? যদি তাই হয় তবে তারা যেন জেনে রাখে যে, আমরা তো ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছি এবং বিরাট রাজ্য দিয়েছি। (১৬৩) (হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে নূহ এবং তার পরবর্তী পয়গাম্বরগণের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুব-বংশধর, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি ওহী পাঠিয়েছি। আমরা দাউদকে জবুর দিয়েছি। (সূরা নিসা)

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ - (التوبة : ٧٠)

এই লোকদের কাছে কি এদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌছায়নি ? নূহের লোকজন, আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সময়কার লোক, মাদইয়ানবাসী আর যেসব জনপদ উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে । তাদের রাসূল তাদের কাছে স্পষ্টতর নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। অতঃপর এটা আল্লাহ্‌রই কাজ ছিল না যে, তিনি তাদের ওপর জুলুম করবেন; তারা নিজেরাই বরং নিজেদের ওপর জুলুমকারী হয়েছিল। (সূরা তওবাহ ঃ ৭০)

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ - (آل عمران : ٩٧)

তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে, ইবরাহীমের ইবাদতের জন্য দাঁড়াবার জায়গাও রয়েছে এবং এর অবস্থা এই যে, তাতে যে-ই প্রবেশ করল, সে-ই নিরাপদ হলো। লোকদের ওপর আল্লাহ্‌র এই অধিকার রয়েছে যে, যার এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে সে যেন এর হজ্জ সম্পন্ন করে। আর যে এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ দুনিয়াবাসীর প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৯৭)

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧) لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)

(২৭) আর লোকদেরকে হজ্জ করার জন্য সাধারণ অনুমতি দান করো; তারা তোমাদের কাছে দূর-দূরান্ত স্থান হতে পায়ে হেঁটে ও উটের ওপর সওয়ার হয়ে আসবে, (২৮) যেন তাদের জন্য এখানে রাখা কল্যাণসমূহ তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে সে জন্তু-জানোয়ারের ওপর তারা আল্লাহ্‌র নাম নেয়, যা তিনি তাদেরকে দান করেছেন; (তা) তারা নিজেরাও খাবে এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদেরকেও খাওয়াবে। (২৯) অতপর তারা নিজেদের ময়লা-কালিমা দূর করবে এবং নিজেদের মানতসমূহ পূর্ণ করবে ও এ প্রাচীনতম ঘরের তওয়াফ করবে। (সূরা হজ্জ)

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِيَ اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ طَوِيْلٍ لَا اَكَادُ اَرٰى رَاْسَه طُوْلًا وَ اِنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দু'জন লোক এলেন। তখন (এ দু'জনসহ) আমরা এক দীর্ঘদেহী ব্যক্তির নিকট গেলাম। খুব লম্বা হওয়ার কারণে আমি তাঁর মাথা দেখতে পারছিলাম না। আসলে তিনি ছিলেন ইবরাহীম (আ)। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ اِبْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ -

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) ইরশাদ করেছেন, নবী ইবরাহীম (আ) স্বয়ং নিজ হাতে কুঠার জাতীয় অস্ত্র (যেমন বাইস) দ্বারা নিজের খাতনা করেছিলেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَلْقٰى اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ اٰزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلٰى وَجْهِ اٰزَرَ قَتَرَةٌ غَبْرَةٌ فَيَقُوْلُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِىْ فَيَقُوْلُ اَبُوْهُ فَالْيَوْمَ لَااَعْصِيْكَ فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ يَارَبِّ اِنَّكَ وَعَدْ تَنِىْ اَنْ لَا تُخْزِيْنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ فَاَىُّ خِزْيٍ اَخْزٰىْ مِنْ اَبِىْ الْاَبْعَدِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اِبْرَاهِيْمُ مَاتَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِيْخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقٰى فِىْ النَّارِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন, ইবরাহীম কেয়ামতের দিন তাঁর আযরের দেখা পাবেন। তখন আযরের চেহারা কালিমাযুক্ত ও ধুলা-বালি মাখা থাকবে। ইবরাহীম তাকে বললেন, আমি আপনাকে (দুনিয়া) বলিনি যে, আমার নাফরমানী করবেন না ? তখন তাঁর পিতা বলবেন, আজ আর তোমার কথা অমান্য করব না। অতপর ইবরাহীম (আল্লাহ্‌র নিকট) ফরিয়াদ করবেন, হে প্রভু, আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। (আপনার রহমত থেকে বঞ্চিত) আমার পিতার অপমানের চাইতে অধিক অপমান আমার জন্য আজ আর কি হতে পারে ? আল্লাহ তখন বলবেন, আমি চিরতরে কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইবরাহীম তোমার পদতলে কি ? তখন তিনি নীচের দিকে তাকাবেন, হঠাৎ দেখতে পাবেন সেখানে (তার পিতার স্থানে) সর্বশরীরে ঘৃণা রক্তমাখা একটি মুর্দার খোর জানোয়ার পড়ে রয়েছে। তার চার পাশ বেধে জাহান্নামে ছুড়ে মারা হবে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ اِلَّا ثَلَاثًا وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلَّا ثَلَاثَ كَذَابَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ اِنِّىْ سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَا ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ اِذَا اَتٰىَ عَلٰى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا مَعَهُ اِمْرَاَةٌ مِنَ اَحْسَنِ النَّاسِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَاَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ اُخْتِىْ فَاَتٰى سَارَةَ قَالَ يَاسَرَةُ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ وَاِنَّ هٰذَا سَاَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّكِ اُخْتِىْ فَلَا تُكَذِّبِيْنِىْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَاُخِذَ فَقَالَ اُدْعِىَ اللّٰهَ لِىْ وَلَا اَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللّٰهَ فَاُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَاُخِذَ مِثْلَهَا اَوْ اَشَدَّ

فَقَالَ اَدْعِيَ اللّٰهُ لِيْ وَلَا اَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَاطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتَهِ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَمْ تَاتُوْنِي بِاِنْسَانٍ اِنَّمَا اَتَيْتُمُوْنِيْ بِشَيْطَانٍ فَاَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَاَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَاَوْمَا بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ اَوِ الْفَاجِرِ فِيْ نَحْرِهِ وَاَخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ تِلْكَ اُمُّكُمْ يَابَنِيْ مَاءِ السَّمَاءِ

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) কখনও মিথ্যা বলেননি, তবে তিনবার। (অন্য বর্ণনায় আছে) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ) তিনবার মাত্র মিথ্যা বলেছেন। এর মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ব্যাপারে। যেমন তিনি বলেছিলেন, 'আমি পীড়িত', এবং তাঁর অপর কথাটি ছিল "বরং তাদের এই বড় মূর্তিটিই তো করেছে।" বর্ণনাকারী বলেন, একদা ইবরাহীম (আ) ও (তাঁর পত্নী) সারা এক জালিম শাসনকর্তার এলাকায় (মিসরে) এসে পৌছলেন। শাসনকর্তাকে খবর দেয়া হলো যে, এই এলাকায় একজন বিদেশী লোক এসেছে। তার সাথে আছে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা এক রমণী। রাজা তখন ইবরাহীম (আ) এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন। সে তাঁকে রমনীটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, এই রমণীটি কে ? ইবরাহীম (আ) জবাব দিলেন, আমার বোন। অতপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, আমি এবং তুমি ছাড়া জমিনের ওপর আর কোনো মুমিন নেই। এই লোকটি আমাকে (তোমার সম্বন্ধে) জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তাকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। সুতরাং আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। তারপর রাজা সারার নিকট (তাঁকে আনার জন্য) লোক পাঠাল। সারা যখন রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়াল তখনই সে (আল্লাহ্‌র গযবে) পাকড়াও হলো। জালিম (অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে) বলল, আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করো, আমি তোমাকে কোনো কষ্ট দেব না। তখন সারা আল্লাহ্‌র কাছে (তার জন্য) দো'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। জালিম আবার তাঁর দিকে হাত বাড়াল তখনই পূর্বের অনুরূপ কিংবা আরো ভয়ঙ্কর গযবে পতিত হলো। এবারও বলল, আমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করো। আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দো'আ করলেন এবং সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতপর রাজা তার কোনো একজন দারওয়ানকে ডাকল এবং বলল, তোমরা আমার কাছে কোনো মানুষকে আননি, এনেছ একজন শয়তানকে। পরে রাজা সারার খেদমতের জন্য হাজেরা নামে এক রমণীকে দান করল। তারপর সারা ইবরাহীম (আ) কাছে এসে গেল। তখন তিনি দাড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। (নামাযের অবস্থায়) হাতের ইশরায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটল ? সারা বলল, আল্লাহ্ জালিম কাফেরের চক্রান্ত তারই বক্ষে উল্টো নিক্ষেপ করেছেন, অর্থাৎ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আর রাজা হাজেরাকে আমার খেদমতের জন্য দান করেছেন। (বুখারী)

### ৫. হযরত আদম (আ)

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٣٣) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - (اٰل عمران: ٣٤)

(৩৩) আল্লাহ্ আদম ও নূহ এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরগণকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন এবং (নিজের নবুয়্যত ও রিসালাতের জন্য)

মনোনীত করেছেন। (৩৪) এরা সকলে একই সূত্রে গাঁথা ছিল, একজন অপর জনের বংশ থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। (সূরা আলে-ইমরান)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ؕ أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ –

অতঃপর আমরা যখন ফেরেশতাদের আদেশ করলাম, আদমের সম্মুখে নত হও তখন সকলেই অবনত হলো কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। সে তার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠল এবং নাফরমানদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (সূরা বাকারা ঃ ৩৪)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ إِنِّيْٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٣٠) وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْۢبِئُوْنِيْ بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٣١) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (٣٢) قَالَ يٰٓاٰدَمُ أَنْۢبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ أَنْۢبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّيْٓ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۙ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (٣٣) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ؕ أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (٣٤) وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٣٥) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ (٣٦) فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ – (البقرة)

(৩০) আর সে সময়ের কথাও একটু কল্পনা করে দেখ, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন ঃ "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।" তারা বলল ঃ "আপনি কি পৃথিবীতে কাউকে নিযুক্ত করবেন, যে এর নিয়ম-শৃঙ্খলা নষ্ট করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? আপনার প্রশংসা ও স্তুতি সহকারে তসবীহ পাঠ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজ তো আমরাই করছি।" উত্তরে আল্লাহ্ বললেন ঃ "আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না"। (৩১) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন এবং তা সবই ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন। তারপর বললেনঃ "তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয় (যে, কাউকে খলীফা নিযুক্ত করলে বিপর্যয় দেখা দেবে) তবে তোমরা এসব জিনিসের নাম একবার বলে দাও তো।" (৩২) তারা বলল ঃ "সকল দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত একমাত্র আপনিই; আমরা তো শুধু ততটুকুই জানি, যতটুকু আপনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা আপনি ব্যতীত আর কেই নেই।" (৩৩) অতঃপর আল্লাহ্ বললেন ঃ "হে আদম! তুমি এ জিনিসগুলোর নাম এদের বলে দাও"। আদম যখন তাদেরকে সকল নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ "তোমাদের কি বলিনি যে, আমি আকাশ ও পৃথিবীর সে সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব জানি, যা তোমাদের অজ্ঞাত। বস্তুত তোমরা যা প্রকাশ করো, আমি তাও জানি আর যা গোপন করো তাও আমার জ্ঞাত।" (৩৪) অতঃপর আমরা যখন ফেরেশতাদের আদেশ

করলাম, আদমের সম্মুখে নত হও তখন সকলেই অবনত হলো কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। সে তার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠল এবং নাফরমানদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (৩৫) অতঃপর আমি আদমকে বললাম ঃ "তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়েই বেহেশতে বসবাস করতে থাকো এবং এখানে যাই চাও পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে খেতে থাকো, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেও না; অন্যথায় জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।" (৩৬) শেষ পর্যন্ত শয়তান উভয়কেই সে গাছ সম্পর্কে প্রলোভিত করে আমার নির্দেশ অমান্য করতে প্রবৃত্ত করল এবং তারা যে অবস্থায় ছিল, তা হতে তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করে ছাড়ল। আমি আদেশ করলাম ঃ "এখন তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন; একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে পৃথিবীতে থাকতে এবং সেখানেই জীবন যাপন করতে হবে।" (৩৭) তখন আদম তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করল, তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু তার এ তওবা কবুল করলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা বাকারা)

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ - (آل عمرٰن : ٥٩)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মতো; এরূপে যে, আল্লাহ তাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, হও আর সে হয়ে গেল। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫৯)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ط قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ - (المائدة : ٢٧)

এবং তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের কাহিনীটিও পুরোপুরি শুনিয়ে দাও। তারা দু'জনই যখন কুরবানী করল, তখন তাদের মধ্যে একজনের কুরবানী কবুল করা হলো ও অপর জনেরটা করা হলো না। সে বলল ঃ আমি তোমাকে হত্যা করব। উত্তরে সে বলল ঃ "আল্লাহ তো মুত্তাকীদেরই মানত কবুল করে থাকেন। (সূরা মায়েদা ঃ ২৭)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦١) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠) - (بنى اسراءيل)

(৬১) আর স্মরণ করো, আমরা যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, আদমকে সিজদা করো, তখন সকলেই সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস করল না! সে বলল ঃ আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে তুমি মাটি দ্বারা বানিয়েছ ? (৭০) আদম সন্তানকে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য দান করেছি, তাদেরকে স্থল ও জলপথে যানবাহন দান করেছি এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র জিনিস দ্বারা রিযিক দিয়েছি— আমাদের বহুসংখ্যক সৃষ্টির ওপর তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান করেছি, এসব আমারই একান্ত দয়া ও অনুগ্রহ। (সূরা বনী ইসরাঈল)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ز وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ ز وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا - (السجدة)

এরা সে সব নবী-পয়গাম্বর, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নেয়ামত দান করেছিলেন আদম সন্তানদের মধ্য হতে আর যাদেরকে আমরা নূহ্-এর সাথে কিশ্তীতে সওয়ার করিয়েছিলাম এদের বংশধর। ইবরাহীমের বংশধর হতে, ইসরাঈলের বংশধর হতে আর এরা ছিল সে লোকদের মধ্য হতে, যাদেরকে আমরা সঠিক পথনির্দশ দান করেছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম। এদের অবস্থা এই ছিল যে, রহমানের আয়াত যখন তাদেরকে শুনানো হতো, তখন কাঁদতে কাঁদতে তারা সিজদায় পড়ে যেত। (সিজদা) (সূরা মারইয়াম ঃ ৫৮)

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا (١١٥) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ؕ أَبٰى (١١٦) فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ
فَتَشْقٰى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى (١١٩)
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى (١٢٠) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ
لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؗ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ص (١٢١) ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ
فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى (١٢٢) -(طٰه)

(১১৫) আমরা ইতিপূর্বে আদমকে একটি হুকুম দিয়েছিলাম। কিন্তু সে তা ভুলে গেলো আর আমরা তার মধ্যে কোনো দৃঢ় সংকল্প পাইনি। (১১৬) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো। তারা সকলে তো সিজদায় পড়ে গেলো, কিন্তু শুধু ইবলীস অমান্য করে বসল। (১১৭) তখন আমরা আদমকে বললাম ঃ দেখো, এ কিন্তু তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুশমন। এমন যেন না হয় যে, এ তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে দেবে আর তোমরা বিপদে পড়ে যাবে। (১১৮) এখানে তো তুমি মহা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছ— না অভুক্ত উলংগ থাকছ, (১১৯) না পিপাসা ও রৌদ্রতাপে কষ্ট পাচ্ছ। (১২০) কিন্তু শয়তান তাকে প্রলোভিত করল। অতঃপর বলতে লাগল ঃ "হে আদম! তোমাকে সে গাছটি দেখাব কি, যার দ্বারা চিরন্তন জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব লাভ করা যায়? (১২১) শেষ পর্যন্ত উভয়ই (স্বামী-স্ত্রী) সে গাছের ফল খেলো। পরিণাম এই হলো যে, সহসাই তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের সম্মুখে অনাবৃত হয়ে পড়ল। আর দু'জনই নিজে নিজেকে জান্নাতের পাতা দ্বারা ঢাকতে লাগল। (এভাবে) আদম তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাফরমানী করল এবং সত্য-সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। (১২২) অতপর তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাকে বাছাই করে সম্মানিত করল ও তার তওবা কবুল করল এবং তাকে হেদায়েত দান করল। (সূরা ত্বোয়া-হা)

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
(١٩) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ
الشَّجَرَةِ إِلَّآ أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ (٢١)
فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ
وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَّكُمَآ إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٢٢) قَالَا رَبَّنَا

ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٢٣) قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ (٢٤) قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ (٢٥) - (الاعراف)

(১৯) আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়ই এই জান্নাতে বসবাস করো, এখানে তোমাদের মন যা চায় তা খাও; কিন্তু এই বৃক্ষের কাছে ভুলক্রমেও যাবে না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।" (২০) অতঃপর শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করল, যেন তাদের লজ্জাস্থানসমূহ যা পরস্পরের কাছে গোপনীয় করা হয়েছিল, তা তাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেয়। সে তাদেরকে বলল ঃ তোমাদের আল্লাহ্ যে তোমাদেরকে এই বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, এর কারণ এটা ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, তোমরা যেন ফেরেশতা হয়ে না যাও কিংবা তোমরা যেন চিরন্তন জীবন লাভ করে না বসো। (২১) আর সে শপথ করে তাদের বলল, "আমি তোমাদের সত্যিকারের কল্যাণকামী"। (২২) এভাবে সে ধোঁকা দিয়ে সে দু'জনকে ক্রমান্বয়ে নিজের চক্রান্ত জালে বন্দী করে নিলো। শেষ পর্যন্ত তারা দু'জন যখন এই বৃক্ষের স্বাদ আস্বাদন করল, তখন তাদের গোপনীয় স্থান পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তাঁরা জান্নাতের পত্র-পল্লব দ্বারা নিজেদের শরীর ঢাকতে লাগল। তখন তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করিনি ? আর বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন ?" (২৩) তারা উভয়ই বলে উঠল ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। এখন তুমিই যদি আমাদের ক্ষমা না করো আর আমাদের প্রতি রহম না করো, তাহলে আমরা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাব। (২৪) তিনি বললেন ঃ তোমরা নেমে যাও; তোমরা পরস্পরের দুশমন। আর তোমাদের জন্য এক বিশেষ সময়-কাল পর্যন্ত জমিনেই বসবাসের জায়গা ও জীবনের সামগ্রী রয়েছে। (২৫) আরো বললেন ঃ "সেখানেই তোমাদের বাঁচতে হবে, সেখানেই তোমাদের মরতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত সেখান থেকেই তোমাদের বের করা হবে।" (সূরা আরাফ)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۗ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۗ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا - (الكهف : ٥٠)

তখনকার কথা স্মরণ করো, আমরা যখন ফেরেশতাগণকে বললাম যে, আদমকে সিজদা করো। তখন তারা তো সিজদা করল; কিন্তু ইবলীস তা করল না। সে ছিল জ্বিনদের একজন। এ জন্য সে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর আদেশ মেনে নেয়ার বন্ধন হতে বের হয়ে গেল। এখন কি তোমরা আমাকে ছেড়ে তাকে এবং তার বংশধরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিচ্ছ অথচ তারা তোমাদের দুশমন। বড়ই খারাপ বিনিময়, যা জালিম লোকেরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছে। (সূরা কাহাফ ঃ ৫০)

حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ وَابْنِ دِيْنَارٍ) قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ

طَاؤُسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى يَاٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا عِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ اَنْتَ مُوْسٰى اِصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ اَتَلُوْمُنِىْ عَلَى اَمْرٍ قَدَّرَهُ اللّٰهُ عَلَى قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَنِىْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ عُمَرَ وَ ابْنَ عَبْدَةَ قَالَ اَحَدُهُمَا خَطَّ وَقَالَ الْاٰخَرُ كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ -

মুহাম্মদ ইবনে হাতিম, ইবরাহীম ইবনে দীনার, ইবনে আবু উমর মাক্কী ও আহমাদ ইবনে আবাদা দাবিয়্য ও তাউস (রহ) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল করীম (স) বলেছেন, আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর মধ্যে বিতর্ক হয়। মূসা (আ) বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে আমাদের বের করে দিয়েছেন। তখন আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি তো মূসা (আ)। আল্লাহ্র তা'আলা আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে মনোনীত (সম্মানিত) করেছেন এবং আপনাকে লিখিত কিতাব (তাওরাত) দিয়েছেন। আপনি কি এমন বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করছেন যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন ? রাসূল করীম (স) বলেন, আদম (আ) মূসা (আ)- এর ওপর তর্কে বিজয়ী হলেন। আর ইবনে আবূ উমর ও ইবনে আবাদাহ বর্ণিত হাদীসে তাদের একজন বলেছেন, লিখে দিয়েছেন। অন্যজন বলেছেন, তিনি তাঁর হাতে তোমার জন্য তাওরাত লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ فِيْمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَ عَنْ عْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَحَاجَّ اٰدمُ وَمُوْسٰى فَحَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِىْ اَغْوَيْتَ النَّاسَ وَاَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ اٰدَمُ اَنْتَ الَّذِىْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ عِلْمَ كُلَّ شَىْءٍ وَاصْطَفَاهُ عَلٰى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَلُوْمُنِىْ عَلٰى اَمْرٍ قَدَّرْ عَلَىَّ قَبْلَ اَنْ اُخْلَقَ

কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ আদম (আ) ও মূসা (আ) পরস্পরে বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি তো সেই আদম (আ) যিনি লোকদের গোমরাহ করেছেন এবং জান্নাত থেকে তাদের বহিষ্কার করেছেন। তখন আদম (আ) বললেন, আপনি তো সেই ব্যক্তি (নবী) যাকে আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে ইল্ম দান করেছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। মুসা (আ) বললেন, হাঁ। আদম (আ) বললেন, আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে অভিযুক্ত করেছেন, যা আমার সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্র আমার ওপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَهَرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ

قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ فَقَالَ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْاَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوْهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيْهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ اَلْخَمِيْسِ وَخَلَقَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِىْ اٰخِرِ الْخَلْقِ فِىْ اٰخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ اِلَى اللَّيْلِ ۞ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا الْبِسْطَامِىُّ (وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى) وَسَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ بِنْتِ حَفْصٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ حَجَّاجٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

সুরায়জ ইবনে ইউনুস ও হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেন। রোববার দিন তিনি এতে পর্বত সৃষ্টি করেন সোমবার দিন তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার দিন তিনি আপদ-বিপদ সৃষ্টি করেন। বুধবার দিন তিনি নূর সৃষ্টি করেন। বৃহস্পতিবার দিন তিনি পৃথিবীতে পশু-পাখি ছড়িয়ে দেন এবং জুমু'আর দিন আসরের পর তিনি আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জুমু'আর দিনের সময় সমূহের শেষ মুহূর্তে সর্বশেষ মাখলুক আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম)

## ৬. কারুন

اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ ص وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ ق اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ (٧٦) وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (٧٧) قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ط اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ (٧٨) فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ لا اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ (٧٩) وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج وَلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ (٨٠) فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ قف فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ق وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ (٨١) وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ج لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ط وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ (٨٢) تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (٨٣) - (القصص)

(৭৬) একথা সত্য যে, কারুন ছিল মূসার জাতিরই এক ব্যক্তি। পরবর্তীকালে সে নিজ জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে গেল। আর আমরা তাকে এত বেশি ধন-সম্পদ দিয়েছিলাম যে, একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও এর চাবিগুলো বহন করা কষ্টকর হতো। একবার যখন তার জাতির লোকেরা তাকে বলল ঃ "আনন্দে আত্মহারা হয়োনা, যারা আনন্দে আত্মহারা হয়, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না। (৭৭) আল্লাহ তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা দ্বারা পরকালের ঘর বানাবার চিন্তা করো; অবশ্য দুনিয়া হতেও নিজের অংশ গ্রহণ করতে ভুলো না। তুমি অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না; আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।" (৭৮) তখন জবাবে সে বলেছিল ঃ এসব কিছু তো আমাকে আমার নিজস্ব ইলমের কারণে দান করা হয়েছে।"—সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে এমন অনেক লোককেই ধ্বংস করেছেন, যারা তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিমত্তা ও জনবলের অধিকারী ছিল ? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয় না! (৭৯) একদিন সে খুব জাঁকজমক সহকারে তার জাতির সামনে বের হলো। যারা দুনিয়ার জীবনের জন্য লালায়িত ছিল, তারা তাকে দেখে বলতে লাগল ঃ "হায়, কারুনকে যা দেয়া হয়েছে, আমরাও যদি তা পেতাম! লোকটি তো বড়ই ভাগ্যবান।" (৮০) কিন্তু যারা প্রকৃত ইলমের অধিকারী ছিল, তারা বললঃ "তোমাদের অবস্থার জন্য দুঃখ হয়! আল্লাহ্‌র সওয়াব তার জন্য উত্তম যে ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আর এ সম্পদ ধৈর্যশীল লোক ছাড়া আর কেউই পেতে পারেনা।" (৮১) শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে পুতে ফেললাম। তখন আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তার সাহায্যে এগিয়ে আসার মতো তার সাহায্যকারী আর কেউই ছিল না, আর সে নিজেও নিজের কোনো সাহায্য করতে পারলনা। (৮২) এখন সে লোকেরাই, যারা কাল পর্যন্ত তারই মতো মর্যাদা কামনা করছিল, বলতে লাগল ঃ বড়ই আফসোসের বিষয়! আমরা এ কথা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তা পরিমিত মাত্রায় দেন। আল্লাহ যদি আমাদের ওপর অনুগ্রহ না করত, তাহলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে ধসিয়ে দিতেন। কাফেররা যে কল্যাণ পেতে পারেনি, দুঃখের বিষয়, তা আমাদের স্মরণেই ছিল না।" (৮৩) পরকালের ঘর তো আমরা সে সব লোকের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেব, যারা দুনিয়ার বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও ইচ্ছুক নয় আর শুভ পরিণাম ও চূড়ান্ত কল্যাণ রয়েছে কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যই। (সূরা কাসাস)

## ৭. হযরত দাউদ (আ)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٢٤٩) وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٢٥٠) فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ

اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَاۤءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٢٥١) - (البقرة :٢٥١)

(২৪৯) অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলো, তখন সে বলল ঃ "একটি নদীকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা ও যাচাই করব; যে এর পানি পান করবে সে আমার সঙ্গী নয়। আমার সাথী কেবল সে-ই হবে, যে তা হতে পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। অবশ্য কেউ দুই এক অঞ্জলি পান করলে স্বতন্ত্র কথা।" কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া আর সকলেই তা থেকে আকণ্ঠ পান করে পরিতৃপ্ত হলো। এরপর তালুত এবং তার সহযাত্রী ঈমানদারগণ যখন নদী পার হয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলো, তখন তারা তালুতকে বলল ঃ আজ জালুত এবং তার সৈন্যবাহিনীর সাথে মুকাবিলা করার কোনো শক্তিই আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যারা মনে করত যে, তাদেরকে একদিন আল্লাহ্র সাথে নিশ্চয়ই সাক্ষাত করতে হবে, তারা বলল ঃ "অনেকবারই দেখা গিয়েছে যে, এক ক্ষুদ্রতম দল আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে একটি বৃহত্তর দলের ওপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।" (২৫০) যখন তারা জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো, তখন তারা দো'আ করল ঃ 'হে আমাদের রব্ব, আমাদের ধৈর্য দান করো, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করো এবং এই কাফের দলের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করো।' (২৫১) শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই তারা কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও বিচক্ষণতা দিয়ে ভূষিত করল এবং তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দান করল। আল্লাহ্ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করত, তবে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহ্র বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (যে, তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)। (সূরা বাকারা)

........ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا - (النساء : ١٦٣)

....... আমরা দাউদকে জবুর দিয়েছি। (সূরা নিসা)

......... وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا - (بنى اسراءيل :٥٥)

...... আমরা কোনো কোনো নবী-পয়গম্বরকে অপর নবী-পয়গম্বরের ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছি আর আমরাই দাউদকে যাবুর (কিতাব) দিয়েছি। (সূরা বনী -ইসরাঈল ঃ ৫৫)

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ (٧٨) كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (٧٩)- (المائدة)

(৭৮) বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যে সব লোক কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার মুখে অভিশাপ করা হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। (৭৯) তারা পরস্পরকে পাপ কাজ হতে বিরত রাখা পরিহার করেছিল, অত্যন্ত খারাপ কর্মনীতি ছিল, যা তারা অবলোম্বন করেছিল। (সূরা মায়েদা)

....... وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ –

....... এবং তারই বংশ হতে আমরা দাঊদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে (হেদায়েত দান করেছি)। এভাবেই আমরা নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দেই। (সূরা আন'আম ঃ ৮৪)

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ (٧٨) فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ز وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ؕ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ (٧٩) وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ (٨٠)– (الانبياء)

(৭৮) আর এ নেয়ামত দিয়ে আমরা দাঊদ ও সুলাইমানকেও ধন্য করেছি। স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তারা উভয়ই একটি ক্ষেতের মামলায় ফয়সালা দান করছিল, যেখানে অপর লোকদের ছাগলগুলো রাতেরবেলা ছড়িয়ে পড়ছিল, আর আমরা তাদের বিচারকে নিজেরাই পর্যবেক্ষণ করছিলাম। (৭৯) তখন আমরা সুলাইমানকে সঠিক ফয়সালা বুঝিয়ে দিলাম। অথচ হুকুম ও ইল্‌ম আমরা দু'জনকেই দিয়েছিলাম। দাঊদের সঙ্গে আমরা পর্বতমালা ও পাখিদেরকেও নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত করে দিয়েছিলাম। তারা তস্‌বীহ্ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এ কাজের কর্তা আমরাই ছিলাম। (৮০) আর আমরা তাকে তোমাদের কল্যাণের জন্যই বর্ম বানাবার শিল্প শিক্ষা দিয়েছিলাম, যেন তোমাদেরকে পরস্পরের আঘাত হতে রক্ষা করতে পারে। তাহলে কি তোমরা শোকরগুযার হবে ? (সূরা আম্বিয়া)

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ (١٧) اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ (١٨) وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ (١٩) وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (٢٠) وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١) اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَاۤ اِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ (٢٢) اِنَّ هٰذَاۤ اَخِىْ ۫ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۫ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ؕ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ (السجدة) (٢٤) فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ (٢٥) يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ (٢٦)– (صٓ)

(১৭) হে নবী! ধৈর্য ধারণ করো এই লোকদের কথাবার্তার ব্যাপারে আর এদের সামনে আমাদের বান্দাহ দাঊদের কাহিনী বর্ণনা করো, যে ছিল বড় শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী, এবং

প্রতিটি ব্যাপারে ছিল আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (১৮) আমরা পাহাড়সমূহকে তার সাথে অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে রেখেছিলাম, সকাল-সন্ধ্যা এরা তার সাথে আমাদের পবিত্রতা ও মহিমা প্রচার করত। (১৯) পাখিগুলো সমবেত হতো আর সকলেই তাঁর তাসবীহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করত। (২০) আমরা তার রাজত্ব সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম, তাকে বুদ্ধি-জ্ঞান ও বিচক্ষণতা দান করেছিলাম এবং সিদ্ধান্তকর কথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলাম। (২১) আর তুমি কি সে মামলাকারীদের কোনো খবর জানতে পেরেছ, যারা দেয়াল টপকিয়ে তার বালাখানায় প্রবেশ করেছিল ? (২২) তারা যখন দাউদের কাছে পৌছল তখন সে তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেল। তারা বলল ঃ "ভয় পাবেন না! আমরা মামলার দুই পক্ষ। আমাদের একপক্ষ অপর পক্ষের ওপর সীমালংঘন করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে যথাযথ সত্য সহকারে ফয়সালা করে দিন, অবিচার করব না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন। (২৩) এ আমার ভাই। এর কাছে নিরানব্বইটি দুম্বী আছে, আর আমার কাছে মাত্র একটি। সে আমাকে বলল ঃ "এ একটি দুম্বীও আমারই হাওয়ালা করে দাও। আর সে কথাবার্তায় আমাকে দাবিয়ে দিল।" (২৪) দাউদ জবাব দিল ঃ "এই ব্যক্তি নিজের দুম্বীর সাথে তোমার দুম্বী শামিল করার দাবি জানিয়ে নিঃসন্দেহে তোমার ওপর জুলুম করেছে। আর সত্য কথা এই যে, একত্রে পাশাপাশি বসবাসকারী লোকেরা পরস্পরের প্রতি প্রায়শ বাড়াবাড়ি করে থাকে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে কেবল তারাই এ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আর এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম।" (এ কথা বলতে বলতে) দাউদ বুঝতে পারল যে, আসলে আমরা তো তাকে পরীক্ষা করেছি। তখন সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছে ক্ষমা চাইল ও সিজদায় পড়ে গেল এবং তার দিকে ফিরে এল। (সিজদা) (২৫) তখন আমরা তার সে অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম আর নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে রয়েছে তার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম পরিণাম। (২৬) (আমরা তাকে বললাম ঃ) "হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সত্য সহকারে শাসন প্রশাসন চালাও এবং প্রবৃত্তির কামনার পায়রবী করো না। অন্যথায় তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। যারা আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যায়, নিশ্চয়ই তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে এ জন্য যে, তারা হিসেব-নিকেশের দিনকে ভুলে গেছে।" (সূরা সোয়াদ)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ- (الانبياء:١٠٥)

আর 'যাবূর' কিতাবে নসীহতের পর আমরা লিখে দিয়েছি যে, আমাদের নেক বান্দাগণই জমিনের উত্তরাধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৫)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ج وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

(অপর দিকে) আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে ইলম দান করলাম। তারা বলল ঃ "শোক্‌র সে আল্লাহ্‌র যিনি তাঁর বহু সংখ্যক মুমিন বান্দাহ্‌র ওপর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।
(সূরা নমল ঃ ১৫)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ط يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ج وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ (١٠) اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (١١) - (سبا)

(১০) আমরা দাউদকে আমাদের কাছে থেকে বিপুল অনুগ্রহ দান করেছিলাম। (আমরা হুকুম দিলাম যে,) হে পাহাড়-পবর্ত! তার সাথে একাত্ম হও। (আর এ হুকুমটি আমরা) পখিদেরকেও দিয়েছিলাম। আমরা লোহাকে তার জন্য নরম ও দ্রবীভূত করে দিলাম, (১১) এ নির্দেশ সহকারের যে, বর্মগুলো নির্মাণ করো এবং এর আকার পরিমাণ মতো রাখো। (হে দাউদের বংশধর!) নেক আমল করো। তোমরা যা কিছু করো, সবই আমি দেখতে পাচ্ছি। (সূরা সাবা)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْاٰنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَاءُ الْقُرْاٰنَ قَبْلَ اَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَ لَا يَاْكُلُ اِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، رَوَاهُ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (রহ) থেকে তিনি আবদুর রাজ্জাক হতে তিনি মামার হতে তিনি হাম্মাম হতে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, দাউদ (আ) এর পক্ষে কুরআন (যাবুর) তিলাওয়াত সহজ করে দেয়া হয়েছিল। তিনি তার যানবাহনের পশুর ওপর গদি বাঁধার আদেশ করতেন, তখন তার ওপর গদি বাঁধা হতো। তারপর তাঁর যানবাহনের পশুটির ওপর গদি বাঁধার পূর্বেই তিনি যাবুর তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করেই খেতেন। মূসা ইবনে উকবা (রা) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ الثَّقَفِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍ وَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَاَحَبُّ الصَّلَاةِ اِلَى اللّٰهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ -

কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহ) সুফিয়ান (রা) তিনি আমর ইবনে দিনার তিনি আমর ইবনে আওছিন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম আমাকে বলেছেন, আল্লাহ্র নিকট অধিক পছন্দনীয় রোযা হলো দাউদ (আ)-এর পদ্ধতিতে রোযা পালন করা। তিনি একদিন সাওম (রোযা) পালন করতেন আর একদিন বিরত দিতেন। আল্লাহ কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় সালাত (নামায) হলো দাউদ (আ)এর পদ্ধতিতে (নফল) সালাত আদায় করা। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন, রাতের এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে (নফল) সালাত (নামায) আদায় করতেন আর বাকী ষষ্ঠাংশ আবার ঘুমাতেন। (বুখারী)

عَنِ الْمِقْدَامِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاِنَّ نَّبِىَّ اللّٰهِ دَاوٗدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ .

মিকদাম (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন, "স্বহস্তে বা স্বশ্রমে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেহ আহার করে নাই। আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (রা) স্বহস্তে বা স্বশ্রমে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহী করতেন" (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ)

## ৮. হযরত ইলিয়াস (আ)

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَإِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ - (الانعام: ٨٥)

(তাদেরই বংশধর থেকে) জাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্যপথের পথিক বানিয়েছি)। তাদের প্রত্যেকেই নেককার ছিল। (সূরা আন'আম ঃ ৮৫)

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (١٢٣) اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَلَا تَتَّقُوْنَ (١٢٤) اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخٰلِقِيْنَ (١٢٥) اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ (١٢٦) فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ (١٢٧) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ (١٢٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ (١٢٩) سَلٰمٌ عَلٰۤى اِلْ يَاسِيْنَ (١٣٠) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (١٣١) اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ (١٣٢) - (الصّٰفّٰت: ١٣٢)

(১২৩) আর ইলিয়াসও নিঃসন্দেহে রাসূলগণের একজন ছিল। (১২৪) স্মরণ করো, যখন সে তার জাতিকে বলেছিল ঃ "তোমরা কি ভয় করো না ? (১২৫-১২৬) তোমরা কি 'বা'আল'-কে ডাকো আর পরিত্যাগ করো সর্বোত্তম সৃষ্টিকারী আল্লাহ্‌কে, যিনি তোমাদের ও তোমাদের আগের ও পেছনের বাপ-দাদার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ?" (১২৭) কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল। অতএব এখন নিশ্চিত রূপেই তাদেরকে শাস্তির জন্য পেশ করা হবে। (১২৮) —আল্লাহ্‌র সে সব বান্দাহদের ছাড়া, যাদেরকে খালেস করে নেয়া হয়েছিল। (১২৯) আর ইলিয়াসের সুনাম ও সুখ্যাতিকে আমরা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অবশিষ্ট রেখেছি। (১৩০) ইলিয়াসের প্রতি সালাম। (১৩১) নেক আমলকারীদের আমরা এ রকম প্রতিফলই দিয়ে থাকি। (১৩২) বাস্তবিকই সে আমাদের মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সূরা সফফাত)

## ৯. হযরত ইয়াসআ (আ)

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ - (الانعام: ٨٦)

তারই পরিবার থেকে ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি) এদের প্রত্যেককে আমরা সমগ্র বিশ্বের লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য দান করেছি।

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ - (ص: ٤٨)

আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা' ও যুলকিফ্‌ল-এর কথা স্মরণ করো। এরা সকলেই নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সূরা সোয়াদ ঃ ৪৮)

## ১০. হযরত ইদরীস (আ)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا (٥٦) وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا - (٥٧) (مريم)

(৫৬) ইদ্‌রীসের কথাও বর্ণনা করো এ কিতাবে। সে এক সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং নবী ছিল। (৫৭) আর আমরা তাকে উচ্চতর স্থানে উন্নীত করেছিলাম। (সূরা মারইয়াম)

## ১১. হযরত উজাইর (আ)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ .... قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ج اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ - (التوبة :٣٠)

ইহুদীরা বলে, উজাইর আল্লাহ্‌র পুত্র ........ আল্লাহ্‌র মার পড়ুক এদের ওপর! এরা কোথা থেকে ধোঁকায় পড়ছে! (সূরা তওবা ঃ ৩০)

## ১২. হযরত ইসরাঈল (আ)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ق وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ز وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ز وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ط اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا (السجدة)

(٥٨) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) (مريم)

(৫৮) এরা সে সব নবী-পয়গাম্বর, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নেয়ামত দান করেছিলেন আদম সন্তানদের মধ্য থেকে আর যাদেরকে আমরা নূহ্-এর সাথে কিশ্‌তীতে সওয়ার করিয়েছিলাম এদের বংশধর। ইবরাহীমের বংশধর থেকে, ইসরাঈলের বংশধর থেকে আর এরা ছিল সে লোকদের মধ্য থেকে, যাদেরকে আমরা সঠিক পথনির্দশ দান করেছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম। এদের অবস্থা এই ছিল যে, রহমানের আয়াত যখন তাদেরকে শুনানো হতো, তখন কাঁদতে কাঁদতে তারা সিজদায় পড়ে যেত। (৫৯) পরন্তু এদের পর সেই অযোগ্য ও অবাঞ্ছিত লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা নামাযকে বিনষ্ট করল আর প্রবৃত্তির লালসা-বাসনার অনুসরণ করল। অতএব সেদিন খুব নিকটেই, যখন তারা গুমরাহীর পরিণামের মুখোমুখি হবে। (সূরা মারইয়াম)

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٤٤) يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٤٧) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ (٤٨) وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (٤٩) وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (٥٠) وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٥٢) وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (٥٣) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ

لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۚ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥٤) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ
حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (٥٦) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَمَا
ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٧) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) فَبَدَّلَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (٥٩)
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ
أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ
نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا
وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ۗ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٦١) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٧) قَالُوا
ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا
تُؤْمَرُونَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ
لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ
اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا
شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (٧١) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ
وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (٧٢) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ
الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ
اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ
اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٠) بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً

وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٨١) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٨٢) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا
تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٨٣) وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ لا وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا
كَفَرُوْا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٨٩) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا
اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ
(٩٠) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ق وَهُوَ
الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ط قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٩١) - البقرة)

(৪৪) তোমরা অন্য লোকদেরকে তো ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বলো, কিন্তু নিজদেরকে ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করে থাকো, তোমরা কি বুদ্ধিকে কোনো কাজেই লাগাও না ? (৪৭) হে বনী ইসরাঈল! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। এ কথাও স্মরণ করো যে, আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিসমূহের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, (৪৮) এবং সে দিনের ভয় করো, যে দিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না, কারো সম্পর্কে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না; কোনো কিছুর বিনিময়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং পাপীদেরও কোনো দিক হতে সাহায্য করা হবে না। (৪৯) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা তোমাদেরকে ফিরাউনী বংশের দাসত্ব হতে মুক্তিদান করেছিলাম– তারা তোমাদেরকে কঠিন যাতনায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের যবেহ করত এবং কন্যা-সন্তানদের জীবিত রেখে দিত। বস্তুত এ অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের সম্মুখে এক কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল। (৫০) সে সময়ের কথাও স্মরণ করো, যখন আমরা সমুদ্র বিদীর্ণ করে তোমাদের জন্য পথ বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং এর মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে নিরাপদে অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সেখানে তোমাদের চোখের সম্মুখেই ফিরাউনী দলকে নিমজ্জিত করে দিলাম। (৫১) স্মরণ করো, আমরা যখন মূসাকে চল্লিশ দিন ও রাত্রির নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ডেকেছিলাম, তখন তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। বস্তুত তখন তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে; (৫২) কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম– এজন্য যে, অতঃপর তোমরা সম্ভবত কৃতজ্ঞ হবে। (৫৩) স্মরণ করো, (তোমরা যখন এ জুলুম করছিলে ঠিক তখনই) আমরা মূসাকে কিতাব এবং 'ফুরকান' দান করেছি। সম্ভবত এর সাহায্যে তোমরা সহজ ও সত্য পথ লাভ করতে পারবে। (৫৪) স্মরণ করো, মূসা যখন (আল্লাহ্র এ দান নিয়ে ফিরে এসে) তার জাতিকে লক্ষ্য করে বলল ঃ "হে মানুষ! তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিজেদের ওপর বড় জুলুম করছ, কাজেই তোমরা আপন স্রষ্টার কাছে তওবা করো এবং নিজদেরকে ধ্বংস করো। বস্তুত এর ফলে তোমাদের জন্য

তোমাদের স্রষ্টার কাছে কল্যাণ রয়েছে।" তখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (৫৫) স্মরণ করো, তোমরা মূসাকে বলেছিলে ঃ "আমরা আল্লাহকে নিজ চোখে প্রকাশ্যভাবে (তোমার সাথে কথোপকথন করতে) দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তোমার কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না।" এ সময় দেখতে দেখতে এক প্রচণ্ড বজ্র এসে তোমাদের ওপর পড়ল, তোমরা প্রাণহীন হয়ে পড়ে গেলে। (৫৬) কিন্তু পুনরায় আমরা তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করলাম। আশা ছিল, এ অনুগ্রহের পর তোমরা কৃতজ্ঞ হবে। (৫৭) আমরা তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম, তোমাদেরকে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নামক খাদ্য সরবরাহ করলাম। এবং তোমাদের বললাম ঃ "আমরা তোমাদেরকে যে পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী দিয়েছি, তা খাও আর তোমাদের পূর্বপুরুষগণ যা কিছু করেছে, তা দ্বারা আমাদের ওপর জুলুম করা হয়নি; বরং তারা নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে"। (৫৮) আরো স্মরণ করো, যখন আমরা বলেছিলাম ঃ "তোমাদের সম্মুখস্থ 'এ জনপদে' প্রবেশ করো, এর উৎপন্ন দ্রব্যাদি যেরূপ ইচ্ছা আনন্দের সাথে আহার করো। মনে রেখো, জনপদের দ্বারপথে সিজদায় অবনত হয়ে প্রবেশ করবে এবং 'হিত্তাতুন'বলতে থাকবে। আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং পুণ্যবানদেরকে অধিকতর অনুগ্রহ দান করব"। (৫৯) কিন্তু যা বলা হয়েছিল জালিমগণ এর বদলে অন্য কিছু করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত আমরা জালিমদের ওপর আকাশ হতে আযাব নাযিল করলাম; বস্তুত এ ছিল তাদেরই অবাধ্যতার শাস্তি। (৬০) স্মরণ করো, মূসা যখন নিজ জাতির লোকদের জন্য পানি প্রার্থনা করল, তখন আমরা বললাম ঃ "অমুক কংকরময় ভূমির ওপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো"। এর ফলে উক্ত স্থান হতে বারটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো এবং প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিলো। তখনই এ উপদেশ দেয়া হলো ঃ "আল্লাহ্ প্রদত্ত 'রিযিক' খাও, পান করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না"। (৬১) স্মরণ করো, তোমরা যখন বলেছিলে ঃ "হে মূসা! আমরা একই প্রকারের খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের জন্য জমির ফসল– শাক-সব্জি, গম-রসুন, পিঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি উৎপাদন করেন।" তখন মূসা বলল ঃ "একটি উত্তম জিনিসের পরিবর্তে তোমরা কি একটি সামান্য জিনিস গ্রহণ করতে চাও ? তাহলে কোনো শহরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করো। তোমরা যা কিছু চাও, তা সেখানে পাওয়া যাবে।" শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই দাঁড়াল যে, অপমান, লাঞ্ছনা, অধঃপতন ও দুরবস্থা তাদের ওপর চেপে বসল এবং তারা আল্লাহ্‌র গযবে পরিবেষ্টিত হলো। এরূপ পরিণতির কারণ এই ছিল যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অমান্য করতে শুরু করছিল এবং পয়গাম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যা করছিল আর এটাও ছিল তাদের নাফরমানী এবং শরীয়তের সীমা লংঘন করার পরিণতি। (৬৭) এরপর সে ঘটনাও স্মরণ করো, যখন মূসা তার জাতিকে বললেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা বলল ঃ "তুমি কি আমাদের সাথে বিদ্রূপ করছ ?" মূসা বললেন ঃ "আমি মূর্খদের ন্যায় কথা বলার নির্বুদ্ধিতা হতে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাই।" (৬৮) তারা বলল ঃ "তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে আলোচ্য গাভী সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত জানাতে বলো।" মূসা বললেন ঃ আল্লাহ্ বলছেন, তা এমন একটি গাভী হবে, যা বৃদ্ধাও নয়, একেবারে বাছুরও নহে, বরং মধ্যম বয়সের হবে। অতএব যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তা পালন করো।" (৬৯) এর পরও তারা বলতে লাগলঃ "তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে এটাও জিজ্ঞাসা করে লও যে, এর বর্ণ কি হবে ?" মূসা বললেন ঃ "তিনি

বলছেন, গাভীটিকে অবশ্যই হলুদ বর্ণের হতে হবে– এর বর্ণ এতখানি চাকচিক্যপূর্ণ হবে যে, তা দেখে লোকেরা সন্তুষ্ট হতে পারবে।" (৭০) তারা আবার বলল ঃ "সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞেস করে বলো, গাভীটি কিরূপ হওয়া চাই। কেননা তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের সংশয় হচ্ছে। আল্লাহ্ চাইলে আমরা এর সন্ধান করে নিতে পারব।" (৭১) জবাবে মূসা বললেন ঃ "সেটি এমন গাভী হবে, যা কোনো কাজে ব্যবহৃত হয়নি, জমি চাষের কাজেও না, পানি সেচের কাজেও না; যা নিখুঁত ও নিষ্কলঙ্ক। এ কথা শুনেই তারা বলে উঠল ঃ 'হ্যা, এবার তুমি সঠিক সন্ধান দিয়েছ।" অতঃপর তারা এরূপ গাভীই যবেহ্ করল; অন্যথায় তারা এ কাজ করতো বলে মনে হয় না। (৭২) সে ঘটনাও তোমাদের স্মরণ আছে, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর সে সম্পর্কে তোমরা ঝগড়া-ঝাঁটি ও একে অপরের ওপর হত্যার দোষারোপ করতে শুরু করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ্ এ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, তোমরা যা গোপন করবে, তিনি তা প্রকাশ করে দেবেন। (৭৩) তখন আমরা এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, নিহত ব্যক্তির লাশের ওপর এর একাংশ দ্বারা আঘাত করো। বস্তুত এরূপেই আল্লাহ্ তা'আলা মৃতদের জীবন দান করেন এবং তোমাদেরকে আপন নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন— যেন তোমরা অনুধাবন করতে পারো। (৭৪) কিন্তু এরূপ নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মন কঠিন হয়ে গেছে; বরং তা অপেক্ষাও কঠিনতম। কারণ, কোনো কোনো পাথর এমনও আছে, যা হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কোনো কোনোটি দীর্ণ হয়ে যায় এবং এর মধ্য হতে পানি উৎসারিত হয়। আর কোনো কোনোটি আল্লাহ্র ভয়ে কম্পিত হয়ে ভূপাতিতও হয়। আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে মোটেই অনবহিত নন। (৮০) তারা বলে ঃ দোযখের আগুন আমাদেরকে কখনই স্পর্শ করতে পারবে না, অবশ্য কয়েক দিনের শাস্তি ভুগতে হতে পারে। তাদের জিজ্ঞেস করো ঃ "তোমরা কি আল্লাহ্র কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি লাভ করেছ, যার বিরোধিতা তিনি কখনও করবেন না ? কিংবা তোমরাই এসব কথা আল্লাহ্র ওপর চাপিয়ে দিচ্ছ, যে সম্পর্কে তিনি কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কিনা তা তোমরা কিছুই জানো না ? দোযখের আগুন তোমাদের কেন স্পর্শ করবে না ? (৮১) বস্তুত যে ব্যক্তিই পাপজালে জড়িয়ে পড়বে সে-ই জাহান্নামী হবে এবং জাহান্নামেই চিরদিন থাকবে। (৮২) পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তারা বেহেশতী হবে এবং বেহেশতে চিরদিন বসবাস করবে। (৮৩) স্মরণ করো, ইসরাইল-সন্তানদের কাছ থেকে আমরা এ পাকা-পোক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো এবাদত করবে না। পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতিম ও মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভালো কথাবার্তা বলবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া তোমরা সকলেই এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ এবং এখন পর্যন্ত সে অবস্থায়ই রয়েছ। (৮৯) আর এখন আল্লাহ্র কাছ থেকে যে কিতাব তাদের কাছে এসেছে, এর সাথে তারা কিরূপ আচরণ করেছে ? যদিও তা পূর্ব হতে তাদের কাছে মওজুদ গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করত, যদিও এর আগমনের পূর্বে তারা নিজেরা কাফেরদের মুকাবিলায় বিজয় ও সাহায্য লাভের জন্য প্রার্থনা করত; কিন্তু যখন সে জিনিস এসে গেল এবং যাকে তারা চিনতেও পারল— তখন তারা তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করল। এ সমস্ত অবিশ্বাসীর ওপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত! (৯০) এরা যে জিনিসের সাহায্যে মনের সান্ত্বনা লাভ করে, তা কতোই না নিকৃষ্ট! তা এই যে, তারা শুধু এ জিদের বশবর্তী হয়েই আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে নিজ মনোনীত একজনকে আপন অনুগ্রহ

(অহী ও নবুয়্যাত) দানে ভূষিত করেছেন । অতএব তারা আল্লাহ্‌র দ্বিগুণ গযবের উপযুক্ত হয়েছে। বস্তুত এ সমস্ত কাফেরদের জন্য কঠিন অপমানকর শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (৯১) যখনই তাদের বলা হয় ঃ আল্লাহ্‌ যা কিছু নাযিল করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনো, তখন তারা বলে ঃ "আমরা তো শুধু সে জিনিসের প্রতি ঈমান এনে থাকি, যা আমাদের (ইসরাঈল বংশের) প্রতি নাযিল হয়েছে।" এ পরিসীমার বাহিরে যা কিছুই অবতীর্ণ হয়েছে, তা মানতে তারা অস্বীকার করছে, অথচ যা মানতে তারা অস্বীকার করছে, তা সত্য এবং তাদের নিকট পূর্ব হতে যে (আদর্শের) শিক্ষা বর্তমান ছিল, তা এর সত্যতা স্বীকার করে ও এর সমর্থন করে। যাই হোক, তাদের জিজ্ঞেস করো ঃ "তোমাদের কাছে অবতীর্ণ আদর্শের প্রতি যদি তোমরা বিশ্বাসীই হয়ে থাকো, তবে ইতঃপূর্বে (স্বয়ং বনী ইসরাঈল বংশে আগত) আল্লাহ্‌র সে নবীদের কেন হত্যা করেছিলে ?" (সূরা বাকারা)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اِذْ جَاۗءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ
يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا (۱۰۱) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَاۗءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَاۗىِٕرَ ۚ وَاِنِّىْ
لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا (۱۰۲) فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا (۱۰۳) وَّقُلْنَا مِنْۢ
بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاۗءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا (۱۰۴) - (بنى اسراءيل)

(১০১) আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলাম, যা সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন তোমরা নিজেরাই বনী-ইসরাঈলের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো, যখন সেগুলো সম্মুখে এল, তখন ফিরাউন তো এ-ই বলেছিল যে, হে মূসা! আমি মনে করি যে, তুমি অবশ্যই একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। (১০২) মূসা এর জবাবে বলল ঃ তুমি ভালোভাবেই জানো যে, এই জ্ঞান-গর্ভ নিদর্শনসমূহ আসমান জমিনের আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নাযিল করেনি। আর আমার ধারণা এই যে, হে ফিরাউন, তুমি অবশ্যই একজন হতভাগ্য ব্যক্তি। (১০৩) শেষ পর্যন্ত ফিরাউন মূসা ও বনী-ইসরাঈলকে সমূলে উৎখাত করে ফেলার সংকল্প গ্রহণ করল। কিন্তু আমরা তাকে এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে একত্রে নিমজ্জিত করলাম। (১০৪) এবং অতঃপর বনী-ইসরাঈলকে বললাম ঃ এখন তোমরা জমিনে বসবাস করো। তারপর যখন পরকালের ওয়াদা পূরণের সময় এসে পৌঁছবে তখন আমরা সকলকে একত্রে এনে উপস্থিত করব।

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (۷۸) وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى (۷۹) يٰبَنِيْٓ
اِسْرَاۗءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى (۸۰)
كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى
(۸۱) وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى (۸۲) وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى
(۸۳) قَالَ هُمْ اُولَاۗءِ عَلٰٓى اَثَرِيْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى (۸۴) قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ
بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (۸۵) فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ
وَعْدًا حَسَنًا ۥ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِيْ (۸۶)

قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِيُّ (٨٧) فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۥ فَنَسِيَ (٨٨) اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا (٨٩) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ (٩٠) قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى (٩١) قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا (٩٢) اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۚ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ (٩٣) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ ۚ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ (٩٤) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ (٩٥) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ (٩٦) قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (٩٧) - (طٰهٰ)

(৭৮) পিছন হতে ফিরাউন তার লোক-লস্কর নিয়ে পৌঁছল এবং তারপরই সমুদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেল— যেমন করে ছেয়ে যাওয়া উচিত ছিল। (৭৯) ফিরাউন তার জাতির জনগণকে গুমরাহ-ই তো করেছিল, কোনো সঠিক ও নির্ভুল পথ-প্রদর্শন তো করেনিই। (৮০) হে বনী-ইসরাঈল! আমরা তোমাদের শত্রু-বাহিনীর (অধীনতা ও চক্রান্ত) হতে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছি। আর 'তূর' পাহাড়ের ডান পার্শ্বে তোমাদের উপস্থিত হওয়ার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না ও সালওয়া' নাযিল করেছি। (৮১) খাও আমাদের দেয়া পাবিত্র রিযিক এবং তা খেয়ে আল্লাহদ্রোহিতা করো না। নতুবা তোমাদের ওপর আমার গযব ভেঙে পড়বে আর যার ওপর আমার গযব পড়বে, তার অধঃপতন হতেই থাকবে। (৮২) অবশ্য যে তওবা করবে, ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে এবং তারপর সঠিক-সোজা পথে চলতে থাকবে, তার জন্য আমি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেবো। (৮৩) আর কোন জিনিসটি তোমাকে তোমার নিজের জনগণের পূর্বেই নিয়ে এল হে মূসা ? (৮৪) সে বলল ঃ "তারা তো আমার পিছনে পিছনে এসেই যাচ্ছে। আমি খুব তাড়াহুড়া করে তোমার দরবারে এসে গেছি হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, যেন তুমি আমার প্রতি খুশি হও।" (৮৫) তিনি বলল ঃ "আচ্ছা, তাহলে শোনো। আমরা তোমার পিছনে তোমার জাতিকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি এবং সামেরী তাদেরকে গুমরাহ করেছে।"(৮৬) মূসা বড় ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত অবস্থায় নিজের লোকজনের কাছে ফিরে এল। এসে সে বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কি তোমাদের সাথে ভালো ভালো ওয়াদা করেননি ?" তোমাদের কি সে দিনগুলো দীর্ঘতর মনে হয়েছিল কিংবা তোমরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের গযবই নিজেদের ওপর চাপিয়ে নিতে চাইছিলে, যে কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদা খেলাফী করলে ?" (৮৭) তারা জবাব দিল ঃ আমরা নিজেদের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে আপনার সাথে ওয়াদাখেলাফী করিনি। ব্যাপার এই দাঁড়িয়েছিল যে, আমরা লোকদের অলংকারের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই

আমরা শুধু সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম— তারপর এমনিভাবে সামেরীও কিছু ছুঁড়ে ফেলল। (৮৮) এবং তাদের জন্য একটি গো-বৎসের মূর্তি বানিয়ে নিয়ে এল। এর মধ্য হতে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। লোকেরা চীৎকার করে উঠল ঃ "এ-ই তোমাদের ইলাহ ও মূসার ইলাহ! মূসা একে ভুলে গেছে।" (৮৯) তারা কি দেখতে পাচ্ছিল না যে, সে না তাদের কথার জবাব দেয় আর না তাদের লাভ-ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা রাখে ? (৯০) হারুন (মূসার আসার) পূর্বেই তাদেরকে বলেছিল যে, "হে লোকেরা, তোমরা এর কারণে ফেত্‌নায় পড়ে গেছ। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো পরম দয়াবান। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ করো আর আমার কথা শোনো।" (৯১) কিন্তু তারা তাকে বলে দিল ঃ আমরা তো এরই পূজা করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত মূসা ফিরে না আসে। (৯২) মূসা (তাঁর জনগণকে শাসানের পর হারুনের প্রতি ফিরে) বলল ঃ "হারুন! তুমি যখন দেখতে পেলে যে, এরা গুমরাহ হয়ে যাচ্ছে, তখন কোন জিনিস তোমাকে নিবৃত্ত করছিল (৯৩) আমার নীতি অনুযায়ী কাজ করা হতে ? তুমি কি আমার হুকুমের বিরুদ্ধতা করেছ" ? (৯৪) হারুন জবাব দিল ঃ "হে আমার জননী পুত্র, আমার দাড়ি ধরো না, আমার মাথার চুল টেনো না। আমার ভয় ছিল যে, তুমি এসে বলবে ঃ তুমি বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আর আমার কথার কোনো মূল্য দাওনি!" (৯৫) মূসা বলল ঃ "আর হে সামেরী! তোমার কি ব্যাপার ?" (৯৬) সে জবাব দিল ঃ আমি সে জিনিস দেখেছি, যা এই লোকেরা দেখতে পায়নি। অতএব, আমি রাসূলের পায়ের চিহ্ন হতে এক মুষ্টি মাটি তুলে নিলাম এবং তারপর তাকে ছুড়ে মারলাম। আমার মন আমাকে এ রকমেরই কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।" (৯৭) মূসা বলল ঃ "আচ্ছা তুমি দূর হয়ে যাও। এখন হতে সারা জীবন তুমি এই বলেই চীৎকার করতে থাকবে— 'আমাকে স্পর্শ করো না'। আর তোমার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, যা কখনো তোমা হতে দূরে চলে যাবে না। আর তাকিয়ে দেখো তোমার এই 'ইলাহ্'র প্রতি যার পূজায় তুমি ব্যস্ত রয়েছ। এখন আমরা ওকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে ফেলব এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নদীতে ভাসিয়ে দেবো। (৯৮) হে লোকেরা! তোমাদের 'ইলাহ' তো একমাত্র আল্লাহ্ই। তিনি ছাড়া আর কেউই ইলাহ নয়। সমস্ত জিনিস তাঁর জ্ঞান-পরিবেষ্টিত। (সূরা তায়া-হা)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ (٢٣) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ﺌ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ (٢٤) - (السجدة)

(২৩) এর পূর্বে আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। অতএব, সে বস্তুই পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের মনে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এ কিতাবকে আমরা বনী-ইসরাঈলের জন্য হেদায়েতের বিধান বানিয়েছিলাম। (২৪) আর তারা যখন ধৈর্যধারণ (সবর) করে এবং আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় আনতে শুরু করে, তখন তাদের মধ্যে আমরা এমন সব অগ্রনেতা পয়দা করলাম, যারা আমাদেরই নির্দেশ মতো (লোকদেরকে) হেদায়েত দান করত।

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ (٣٠) مِنْ فِرْعَوْنَ ط اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ (٣١)- (الدخان)

(৩০) এভাবে বনী ইসরাঈলকে আমরা কঠিন অপমান ও লাঞ্ছনার আযাব— (৩১) ফিরাউন হতে মুক্তিদান করলাম। নিশ্চয়ই সে সীমালংঘনকারীদের মধ্যে খুবই উচ্চ পর্যায়ের মানুষ ছিল।

فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ (٦٣) وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ (٦٤) وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ (٦٥)-(الشعراء)

(৬৩) আমরা মূসাকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলাম ঃ 'সমূদ্রের ওপর তোমার লাঠি মারো।' সহসা সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং এর প্রতিটি অংশ এক একটি বিরাট পর্বতের আকার ধারণ করল। (৬৪) ঠিক সেখানে আমরা অপর দলটিকেও কাছাকাছি উপস্থিত করলাম। (৬৫) তারপর মূসা ও তার সঙ্গী লোকদেরকে আমরা বাঁচিয়ে নিলাম। (সূরা শু'আরা)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٤٨) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٢٤٩) وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٢٥٠) فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٢٥١) -

(২৪৬) অনন্তর সে ব্যাপারটি সম্পর্কেও তোমরা চিন্তা করে দেখেছ কি, যা মূসার পরে এই বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ঘটেছিল ? তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল ঃ আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দাও, যেন আমরা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করতে পারি। নবী জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের প্রতি লড়াই করার নির্দেশ দিলে পরে তোমরা লড়াই করতে অস্বীকার করবে না তো ? তারা বলল ঃ এটা কিরূপে হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব

না। বিশেষত আমাদেরকে যখন আমাদের ঘর-বাড়ি হতে বহিষ্কার করা হয়েছে আর আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু (কার্যত) যখন তাদেরকে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন অতি অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া তারা সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল— আল্লাহ তাদের প্রতিটি জালিমকে জানেন ও চিনেন। (২৪৭) তাদের নবী তাদেরকে বলল ঃ আল্লাহ্ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ্ নিযুক্ত করেছেন। এটা শুনে তারা বলল ঃ আমাদের ওপর বাদশাহ হয়ে বসার তার কী অধিকার আছে? বাদশাহ হওয়ার অধিকারী তার অপেক্ষা আমরাই বেশি। সে তো কোনো বড় ধনী ব্যক্তি নয়। নবী উত্তরে বলল ঃ আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকেই শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকারের প্রচুর যোগ্যতা দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহ যাকে চান, তাকেই তাঁর রাজ্য দানের ইখতিয়ার রয়েছে। আল্লাহ কোথাও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে লিপ্ত নন এবং সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত। (২৪৮) সেই সঙ্গে তাদের নবী এ কথাও তাদেরকে বলে দিল যে, আল্লাহ্র তরফ হতে তার বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন এই যে, তার (বাদশাহী) আমলে সে সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে, যাতে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের মনের সান্ত্বনার সামগ্রী রয়েছে। যাতে মূসা ও হারুনের উত্তরাধিকারীদের অবশিষ্ট বরকতপূর্ণ জিনিসগুলো রয়েছে এবং যা এখন ফেরেশতাগণ ধারণ করে আছে। বস্তুত তোমরা ঈমানদার হলে এর মধ্যে তোমাদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। (২৪৯) অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলো, তখন সে বলল ঃ "একটি নদীকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তোমাদের পরীক্ষা ও যাচাই করবেন; যে এর পানি পান করবে সে আমার সঙ্গী নয়। আমার সাথী কেবল সে-ই হবে, যে তা হতে পিপাসা নিবৃত্ত করবে না। অবশ্য কেউ দুই এক অঞ্জলি পান করলে স্বতন্ত্র কথা।" কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দল ছাড়া আর সকলেই তা থেকে আকণ্ঠ পান করে পরিতৃপ্ত হলো। এরপর তালুত এবং তার সহযাত্রী ঈমানদারগণ যখন নদী পার হয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলো, তখন তারা তালুতকে বলল ঃ আজ জালুত এবং তার সৈন্যবাহিনীর সাথে মুকাবিলা করার কোনো শক্তিই আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু যারা মনে করতো যে, তাদেরকে একদিন আল্লাহ্র সাথে নিশ্চয়ই সাক্ষাত করতে হবে, তারা বলল ঃ "অনেকবারই দেখা গিয়েছে যে, এক ক্ষুদ্রতম দল আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে একটি বৃহত্তর দলের ওপর জয়ী হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।" (২৫০) যখন তারা জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো, তখন তারা দো'আ করল ঃ 'হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য দান করো, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় করো এবং এই কাফের দলের ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করো।' (২৫১) শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র অনুমতিক্রমেই তারা কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও বিচক্ষণতা দিয়ে ভূষিত করলেন এবং তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দান করলেন। আল্লাহ্ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহ্র বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (যে, তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)। (সূরা বাকারাহ)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ق وَءَاتَىٰكُم مَّا
لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ (٢٠) يَٰقَوْمِ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِى كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا۟
عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ (٢١) قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ق وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ

يَخْرُجُوْا مِنْهَا ج فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ (٢٢) قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا

ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ج فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ج وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٣)

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ (٢٤) -

(২০) স্মরণ করো, যখন মূসা তার জাতির লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ হে আমার জাতির লোকগণ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রেখো (নেয়ামতের কথা স্মরণ করো)। তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে শাসক বানিয়েছেন, তোমাদেরকে এমন আরো অনেক কিছু দান করেছেন, যা দুনিয়ার আর কাউকেও দেননি। (২১) হে জাতির ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যে পবিত্র এলাকা লিখে দিয়েছেন তাতে প্রবেশ করো এবং পিছনে হটো না; অন্যথায় ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রতাবর্তন করবে। (২২) উত্তরে তারা বললঃ হে মূসা, সেখানে তো বড় বড় শক্তিমান ও প্রবল পরাক্রমশালী লোকেরা বাস করে। সেখানে আমরা কিছুতেই যাবো না যতক্ষণ না তারা সেখান হতে বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে আমরা সেখানে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছি। (২৩) এই ভয়-পাওয়া লোকদের মধ্যে দু' ব্যক্তি এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্ নিজে অনুগৃহীত করেছিলেন। তারা বললঃ "এই পরাক্রমশালী লোকদের মুকাবিলা করেই উক্ত শহরের দ্বারে প্রবেশ করো। তোমরা যখন ভিতরে পৌঁছে যাবে, তখন তোমরাই নিশ্চিতরূপে জয়ী হবে। আল্লাহ্রই ওপর ভরসা রাখো, যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (২৪) কিন্তু তারা আবার সে কথা বলল ঃ "হে মূসা! আমরা তো তথায় কখনো যাবো না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব তুমি ও তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক উভয়ই যাও এবং লড়াই করো। আমরা এখানেই বসে পড়লাম। (সূরা মায়েদা)

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٣) اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا

شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ (٤)-

(৩) আমরা মূসা ও ফিরাউনের কিছু কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে তোমাকে শুনাচ্ছি, এমন লোকদের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে, যারা ঈমান আনে। (৪) প্রকৃত ঘটনা এই যে, ফিরাউন পৃথিবীতে সীমালংঘন ও বিদ্রোহ করছিল এবং এর অধিবাসী জনসাধারণকে দলে উপদলে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তন্মধ্যে একদলকে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছিল। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করতো এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত থাকতে দিত। আসলে সে ছিল অত্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের অন্যতম। (সূরা কাসাস)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ

ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِى الْمَهْدِ اِلَّا ثَلَاثَةٌ عِيْسٰى وَكَانَ فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ

يُصَلِّىْ جَاءَتْهُ اُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ اُجِيْبُهَا اَوْ اُصَلِّىْ. فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتّٰى تُرِيَهُ وُجُوْهَ

الْمُوْمِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيْجٌ فِىْ صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَاَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَاَبٰى فَاَتَتْ رَاعِيًا فَاَمْكَنَتْهُ

مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقِيلَ لَهَا مِمَّنْ فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوْهُ وَسَبُّوْهُ، فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوْكَ يَاغُلَامُ ؟ فَقَالَ الرَّاعِيْ، قَالُوْا نَبْنِيْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ ؟ قَالَ لَا اِلَّا مِنْ طِيْنٍ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تَرْضِعُ اِبْنًا لَهَا مِنْ بَنِيْ اِسْرَئِيْلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُوْشَارَةٍ، فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ اجْعَلِ اِبْنِيْ مِثْلَهُ فَتَرَاكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِيْ مِثْلَهُ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ اُصْبُعَهُ ثُمَّ مُرَّ بِاَمَةٍ فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلِ اِبْنِيْ مِثْلَ هٰذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا، فَقَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِثْلَهَا، فَقَالَتْ لِمَ ذٰلِكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَهٰذِهِ الْاَمَةَ يَقُوْلُوْنَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ -

মুসলিম ইবনে ইবরাহীম (রহ) যুবায়র ইবনে হাযেম তিন মুহাম্মদ ইবনে শিরিন তিনি আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন, তিন জন শিশু ব্যতীত আর কেউ দোলনায় থেকে কথা বলেনি। বনী ইসলাঈলের এক ব্যক্তি যাকে 'জুরাইজ' বলে ডাকা হতো। একদা ইবাদতে রত থাকা অবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাকল। সে ভাবল, আমি কি তার ডাকে সাড়া দেব, না নামায আদায় করতে থাকব। (জবাব না পেয়ে) তার মা বলল, ইয়া আল্লাহ্! ব্যভিচারিনীর চেহারা না দেখা পর্যন্ত তুমি তাকে মৃত্যু দিও না। জুরাইজ তার ইবাদত খানায় থাকত। একবার তার কাছে একটি মহিলা আসল। সে (অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য) তার সাথে কথা বলল। কিন্তু জুরাইজ তা অস্বীকার করল। তারপর মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে মনোবাসনা পুরণ করল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো। এটি কার থেকে ? স্ত্রী লোকটি বলল, জুরাইজ থেকে। লোকেরা তার কাছে আসল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে দিল। আর তাকে নীচে নামিয়ে আনল ও তাকে গালি-গালাজ করল। তখন জুরাইজ অযু সেরে ইবাদত করল। এরপর নবজাত শিশুটির নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল। হে শিশু! তোমার পিতা কে ? সে জবাব দিল— সেই রাখাল। তারা (বনী ইসরাঈলেরা) বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানাটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দিচ্ছি। সে বলল, না। তবে মাটি দিয়ে (করতে পার)। বনী ইসরাঈলের একজন মহিলা তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে একজন সুদর্শন পুরুষ আরোহী চলে গেল। মহিলাটি দো'আ করল, ইয়া আল্লাহ্! আমার ছেলেটি তার মতো বানাও। শিশুটি তখনই তার মায়ের স্তন ছেড়ে দিল। এবং আরোহীটির দিকে মুখ ফিরাল। আর বলল, ইয়া আল্লাহ! আমাকে তার মতো করোনা। এরপর মুখ ফিরিয়ে দুধ পান করতে লাগল। আবূ হুরায়ারা (রা) বললেন, নবী করীম (স)-কে দেখতে পাচ্ছি তিনি আঙ্গুল চুষছেন। এরপর সেই মাহিলাটির পাশ দিয়ে একটি দাসী চলে গেল। মহিলাটি বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার শিশুটিকে এর মত করোনা। শিশুটি তৎক্ষণাৎ তার মায়ের দুধ চেড়ে দিল। আর বলল ? ইয়া আল্লাহ আমাকে তার মতো করো। তার মা জিজ্ঞাসা করল, তা কেন ? শিশুটি জবাব দিলো, সেই আরোহীটি ছিল জালিমদের একজন আর এ দাসীটি। লোকে বলেছে, তুমি চুরি করেছ, জিনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি। (বুখারী)

## ১৩. হযরত আইয়ুব (আ)

...... وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ -

...... এবং তারই বংশ থেকে আমরা দাঊদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে (হেদায়েত দান করেছি)। এভাবেই আমরা নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দেই। (সূরা আন‘আম ঃ ৮৪)

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ (٨٤) - (الانبياء)

(৮৩) আর এ একই (বুদ্ধিমত্তা, হুকুম ও ইলমের নেয়ামত) আমরা আইয়ূবকে দিয়েছিলাম। স্মরণ করো, যখন সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুকে ডেকেছিল ঃ "আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছি আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।" (৮৪) আমরা তার দো'আ কবুল করে নিলাম, তার যে কষ্ট ছিল, তা দূর করে দিলাম আর তাকে কেবল তার পরিবার-পরিজনই দেইনি; বরং তাদের সঙ্গে অনুরূপ সংখ্যক আরো দিলাম— নিজের বিশেষ রহমত হিসেবে আর এ জন্য যে, এটি ইবাদাতকারী লোকদের জন্য একটি শিক্ষা ও স্মারক হবে। (সূরা আম্বিয়া)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ (٤١) اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ (٤٢) وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ (٤٣) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ۗ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۗ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ (٤٤) - (ص)

(৪১) আর আমাদের বান্দাহ আইউবের কথা স্মরণ করো। সে যখন তার রব্বকে ডাকল এই বলে যে, শয়তান আমাকে খুব কষ্ট ও আযাবে ফেলেছে। (৪২) (আমরা তাকে হুকুম দিলামঃ) তুমি নিজের পা দিয়ে জমিনের ওপর আঘাত করো। এ হলো ঠাণ্ডা পানি গোসল করবার জন্য এবং পান করার জন্য। (৪৩) আমরা তার পরিবারবর্গকে তার কাছে ফিরিয়ে দিলাম ঃ আর সে সঙ্গে তাদের অনুরূপ আরো, নিজের তরফ থেকে রহমত স্বরূপ আর চিন্তাশীল ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষণীয় হিসেবে। (৪৪) (আর আমরা তাকে বললাম ঃ) এক আটি শলাকা গ্রহণ করো এবং এর দ্বারা আঘাত করো আর নিজের কসম ভেঙ না। আমরা তাকে ধৈর্যশীল পেলাম, অতি উত্তম বান্দাহ ছিল সে, নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (সূরা সোয়াদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا اَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِىْ فِىْ ثَوْبِهٖ فَنَادٰى رَبُّهٗ يَا اَيُّوْبُ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى قَالَ بَلٰى يَارَبِّ وَلٰكِنْ لَاغِنٰى لِىْ عَنْ بَرَكَتِكَ .

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন, একদিন আইউব (আ) নগ্নদেহে গোসল করছিলেন, এমনি অবস্থায় তাঁর ওপর সোনার অসংখ্যা পঙ্গপাল পতিত হলো। তিনি

(সেগুলোকে) দ্রুত হাতে ধরে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর প্রভু তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইউব! তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে আমি কি তোমার মুখাপেক্ষীহীন করে দেইনি ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ প্রভু। কিন্তু আপনার বরকত ও কল্যাণময়তা থেকে তো আর মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না। (বুখারী)

## ১৪. হযরত ইউনুস (আ)

وَإِسْمَٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَٰلَمِينَ (٨٦) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَاجْتَبَيْنَٰهُمْ وَهَدَيْنَٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٨٧)- (الانعام)

(৮৬) তারই পরিবার থেকে ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি) এদের প্রত্যেককে আমরা সমগ্র বিশ্বের লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য দান করেছি। (৮৭) উপরন্তু তাদের পিতা-মাতা, তাদের সন্তান এবং তাদের ভাই-বন্ধুদের মধ্য থেকে বহু লোককে আমরা সম্মানিত করেছি, তাদেরকে নিজের খেদমতে মনোনীত করে নিয়েছি এবং সঠিক-সোজা পথের দিকে পরিচালিত করেছি। (সূরা আন'আম)

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَٰنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ - (اليونس : ٩٨)

এমন কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি যে, একটি জনপদ আযাব দেখে ঈমান এনেছে আর তার ঈমান তার জন্য কল্যাণকর হয়েছে ? —একমাত্র ইউনুসের জাতি ছাড়া (এর অপর কোনো দৃষ্টান্ত নেই)। সে জাতির লোকেরা যখন ঈমান এনেছিল, তখন অবশ্য তাদের ওপর হতে দুনিয়ার জীবনে আমরা আযাবকে দূর করে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে একটি মেয়াদ পর্যন্ত জীবন ভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৮)

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) فَنَبَذْنَٰهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٥) وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (١٤٨)- (الصّٰفّٰت)

(১৩৯) আর ইউনুসও নিঃসন্দেহে রাসূলগণের একজন ছিল। (১৪০) স্মরণ করো, সে যখন একটি ভরা নৌকার দিকে পালিয়ে যেতে লাগল, (১৪১) পরে লটারীতে শরীক হলো এবং তাতে ধরা পড়ে গেল। (১৪২) শেষ পর্যন্ত মাছ এসে তাকে গিলে ফেলল এবং সে ছিল তিরস্কৃত। (১৪৩) এখন যদি সে তসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো, (১৪৪) তাহলে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে বাধ্য হতো। (১৪৫) শেষে আমরা তাকে বড় ক্লান্ত অবস্থায় এক মরু জমিনে নিক্ষেপ করলাম (১৪৬) এবং তার ওপর একটি লতা-পাতাযুক্ত গাছ সৃষ্টি করে দিলাম। (১৪৭) এরপর আমরা তাকে এক লক্ষ কিংবা

ততোধিক লোকদের প্রতি পাঠালাম। (১৪৮) তারা ঈমান আনল এবং একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদেরকে সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী করে রাখলাম। (সূরা সফফাত)

وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ ق إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٨٧) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ لا وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ، وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ (٨٨)

(৮৭) আর মাছওয়ালাকেও আমরা ধন্য করেছি। স্মরণ করো, সে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল আর মনে করছিল যে, আমরা বুঝি তাকে ধরতে সক্ষম হবো না। শেষ পর্যন্ত সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে উঠলঃ "তুমি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, পবিত্র মহান তোমার সত্তা। আমি অবশ্যই অপরাধী"। (৮৮) তখন আমরা তার দো'আ কবুল করে নিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্তি দিলাম। আর আমরা মুমিনদেরকে এমনি করেই রক্ষা করে থাকি। (সূরা আম্বিয়া)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ م إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ (٤٨) لَوْلَآ أَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ (٤٩) - (القلم)

(৪৮) অতএব তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে থাকো এবং মাছওয়ালা [ ইউনুস (আ)] এর মতো হয়োনা, স্মরণ করো, সে যখন ডাক দিয়েছিল চিন্তায়-দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায়। (৪৯) তার রব্ব-এর অনুগ্রহ তার প্রতি বর্ষিত না হলে সে পরিত্যক্ত প্রত্যাখ্যত অবস্থায় ধুঁধুঁ বালুকাময় প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতো। (সূরা কলম)

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ع وَأَوْحَيْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَأَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ع وَآتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا - (النساء : ١٦٣)

হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে নূহ এবং তার পরবর্তী পয়গাম্বরগণের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুব-বংশধর, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি ওহী পাঠিয়েছি। আমরা দাঊদকে জবুর দিয়েছি। (সূরা নিসা ঃ ১৬৩)

فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ - (القلم : ٥٠)

শেষ পর্যন্ত তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাকে নেক বান্দাহদের মধ্যে শামিল করে নিলেন। (সূরা ক্বলম ঃ ৫০)

حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَا يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَنَسَبَهُ إِلٰى أَبِيْهِ وَذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهٖ فَقَالَ مُوْسٰى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهٗ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَقَالَ عِيْسٰى جَعْدٌ مَرْبُوْعٌ وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَذَكَرَ الدَّجَّالَ .

মুহাম্মদ ইবনে বাশশার (রহ) গুনদারুন তিনি শুউবাতু ইবনে কাতাদাতা বলেন আবুল আলিয়া ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, কোনো ব্যক্তির একথা বলা উচিত হবেনা যে, আমি (নবী) ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম। নবী করীম (স) একথা বলতে গিয়ে ইউনুস (আ)-এর পিতার নাম উল্লেখ করেছেন। আর নবী করীম (স) মিরাজের রজনীর কথাও উল্লেখ করেছন এবং বলেছেন, মূসা (আ) বাদামী রং বিশিষ্ট দীর্ঘদেহী ছিলেন। যেন তিনি শানুআ গোত্রের একজন লোক। তিনি আরো বলেছে যে, ঈসা (আ) ছিলেন মধ্যমদেহী কোঁকড়ানো চুলওয়ালা ব্যক্তি। আর তিনি দোযখের দারোগা মালিক এবং দাজ্জালের কথাও উল্লেখ করেছেন। (বুখারী)

وَعَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِدَ عَنْ اَبِيْهِ عِنْدَ سَعِد بْنُ اَبِىْ وقال سَمِعْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَوَةُ ذِىْ النون اذَا دعا وهو فِى بَطْنِ الحُرتِ لَااِلٰـهَ اِلَّا آنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ فَالَهُ لَم يَدْعُ بِهَا رَجُلُ مُسْلِمُ فِىْ شَىْءٍ قَطُ اِسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهُ .

সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল করীম (স)-কে বলিতে শুনেছি, "ইউনুস মাছের পেটে অবস্থানকালে যে দো'আটি পাঠ করেছিলেন, তা হচ্ছে ঃ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ যখনই কোনো মুসলিম ইহা পাঠ করে দো'আ করবে, আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই কবুল করবেন" (তিরিমিযী)

## ১৫. হযরত ইউসুফ (আ)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ق وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ (٣) اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ (٤) قَالَ يٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٥) وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَاۤ اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٦) لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّاۤئِلِيْنَ (٧) اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰۤى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ (٨) اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ (٩) قَالَ قَاۤئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ (١٠) قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَالَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ (١١) اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (١٢) قَالَ اِنِّىْ لَيَحْزُنُنِىْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ (١٣) قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّاۤ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ (١٤) فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْۤا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ

فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ج وَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (١٥) وَجَآءُوْۤ اَبَاهُمْ عِشَآءً
يَّبْكُوْنَ (١٦) قَالُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ج وَمَاۤ اَنْتَ
بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ (١٧) وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ط قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ط
فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ (١٨) وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ط
قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ط وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ
مَعْدُوْدَةٍ ج وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ (٢٠) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖۤ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰۤى اَنْ
يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ط وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ز وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ط وَاللّٰهُ
غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٢١) وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط وَكَذٰلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ (٢٢) وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ط
قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْۤ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا ج لَوْلَاۤ اَنْ
رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ط كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ط اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ (٢٤) وَاسْتَبَقَا
الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ط قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّاۤ
اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٢٥) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ كَانَ
قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٢٦) وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ (٢٧) فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ط اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ (٢٨) يُوْسُفُ اَعْرِضْ
عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ج اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ (٢٩) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ
الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ج قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ط اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٣٠) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ
اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ج فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ
اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ز وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ط اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ (٣١) قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ
الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ط وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ط وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ
الصّٰغِرِيْنَ (٣٢) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ج وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ
اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٣٤)
ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ (٣٥) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ط قَالَ اَحَدُهُمَاۤ

إِنِّيْٓ أَرٰىنِيْٓ أَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ إِنِّيْٓ أَرٰىنِيْٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِيْ خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا
بِتَأْوِيْلِهٖ ۚ إِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (٣٦) قَالَ لَا يَأْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيْلِهٖ قَبْلَ أَنْ
يَّأْتِيَكُمَا ۖ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ۖ إِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (٣٧)
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۖ مَا كَانَ لَنَآ أَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ ذٰلِكَ مِنْ
فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ (٣٨) يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ
مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩) مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ
أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ۖ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٤٠) يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ
فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّأْسِهٖ ۖ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ (٤١) وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ أَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ
عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَأَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ (٤٢) وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيْٓ أَرٰى سَبْعَ
بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّأُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۖ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ
إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ (٤٣) قَالُوْٓا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْأَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ (٤٤) وَقَالَ
الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهٖ فَأَرْسِلُوْنِ (٤٥) يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا فِيْ
سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّأُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَأَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا
تَأْكُلُوْنَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ (٤٨)
ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ (٤٩) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا
جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۖ إِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ
عَلِيْمٌ (٥٠) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ۖ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ۖ قَالَتِ
امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ أَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَإِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٥١) ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ
أَنِّيْ لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ (٥٢) وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ إِنَّ النَّفْسَ
لَأَمَّارَةٌ ۢ بِالسُّوْٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ۖ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٥٣) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ
ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ أَمِيْنٌ (٥٤) قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّيْ حَفِيْظٌ

عَلِيْمٌ (٥٥) وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا
نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٦) وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (٥٧) وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ
فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ (٥٨) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ
اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (٥٩) فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا
تَقْرَبُوْنِ (٦٠) قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ (٦١) وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٦٢) فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ
مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (٦٣) قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى
اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۖ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (٦٤) وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ
رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ۚ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ۚ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ
كَيْلَ بَعِيْرٍ ۚ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ (٦٥) قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ
يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ (٦٦) وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ
وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۚ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (٦٧) وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ۚ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ
مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ۚ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُوْنَ (٦٨) وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ (٦٩) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ
لَسٰرِقُوْنَ (٧٠) قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ (٧١) قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ
بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ (٧٢) قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ (٧٣)
قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ (٧٤) قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ۚ كَذٰلِكَ نَجْزِي
الظّٰلِمِيْنَ (٧٥) فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ۚ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ۚ مَا
كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ
عَلِيْمٌ (٧٦) قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ
اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ (٧٧) قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا

مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (٧٨) قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا
لَّظٰلِمُوْنَ (٧٩) فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ
مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ
لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ (٨٠) اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا
عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ (٨١) وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۖ وَاِنَّا
لَصٰدِقُوْنَ (٨٢) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۖ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۖ
اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (٨٣) وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ
كَظِيْمٌ (٨٤) قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ (٨٥) قَالَ اِنَّمَاۤ
اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٨٦) يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ
وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۖ اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ (٨٧) فَلَمَّا دَخَلُوْا
عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۖ اِنَّ
اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ (٨٨) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ (٨٩) قَالُوْۤا
ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۖ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَاۤ اَخِيْ ز قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۖ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا
يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (٩٠) قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ (٩١) قَالَ لَا تَثْرِيْبَ
عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ز وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (٩٢) اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ
يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ (٩٣) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْ
لَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ (٩٤) قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ (٩٥) فَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى
وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٩٦) قَالُوْا يٰۤاَبَانَا
اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ (٩٧) قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (٩٨)
فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ (٩٩) وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى
الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ز قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۖ وَقَدْ اَحْسَنَ
بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۖ اِنَّ
رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (١٠٠) رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ

الْأَحَادِيْثِ ج فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قف أَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ (١٠١) ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ج وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوْا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ (١٠٢) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ (١٠٣) وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ط إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (١٠٤)- (يوسف)

(৩) (হে মুহাম্মদ!) আমরা এ কুরআনকে তোমার প্রতি ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়ে অতি উত্তম ভঙ্গীতে ঘটনা ও প্রকৃত ব্যাপারসমূহ তোমার কাছে বর্ণনা করছি। নতুবা এর পূর্বে (এসব বিষয়ে) তুমি সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলে। (৪) এটা সে সময়ের কথা, যখন ইউসুফ তার পিতার কাছে বললঃ আব্বাজান, আমি স্বপ্নে দেখেছি, এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে।" (৫) জবাবে তার পিতা বলল ঃ "হে পুত্র! তোমার এই স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বলবে না। অন্যথায় তারা তোমার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করতে থাকবে। আসল কথা এই যে, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) আর এরূপ হবে (যেমন তুমি স্বপ্নে দেখেছ যে,) তোমার আল্লাহ্ তোমাকে (নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নেবেন এবং তোমাকে প্রতিটি কথার মর্মমূলে পৌঁছানোর নিয়ম শেখাবেন। আর তোমার প্রতি ও ইয়াকুব বংশধরদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত তেমনিভাবে পূর্ণ করবেন, যেভাবে এর পূর্বে তিনি তোমার পূর্ব-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক-এর ওপর করেছেন। নিশ্চিতই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সর্বজ্ঞ ও কুশলী।" (৭) সত্য কথা এই যে, ইউসূফ এবং তার ভাইদের কাহিনীতে এসব প্রশ্নকারীর জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। (৮) কাহিনীর সূচনা হয়েছে এভাবে যে, তার ভাইয়েরা নিজেরা বলাবলি করল ঃ "এই ইউসূফ এবং তার ভাই দু'জনই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতেও বেশি প্রিয়। অথচ আমরা পুরোদস্তুর একটি সংঘবদ্ধ দল। আসল কথা এই যে, আমাদের পিতা একেবারেই দিশাহারা হয়ে গেছেন। (৯) চলো, ইউসূফকে হত্যা করে ফেলো অথবা তাকে কোথাও নিক্ষেপ করো, যেন তোমাদের পিতার লক্ষ্য কেবল তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়। এই কাজ করার পর তোমরা সদাচারী হয়ে থাকবে।" (১০) এতে তাদের একজন বলল ঃ "ইউসূফকে হত্যা করো না। কিছু যদি করতেই হয়, তবে তাকে কোনো অন্ধ কূপে ফেলে দাও। আসা-যাওয়ার পথে কোনো কাফেলা (হয়ত) তাকে বের করে নিয়ে যাবে।" (১১) এই প্রস্তাবক্রমে তারা তাদের পিতার নিকট গিয়ে বলল ঃ "আব্বাজান! কি ব্যাপার, ইউসূফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না ? অথচ আমরা তার সত্যিকার কল্যাণকামী। (১২) কাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সেও কিছুটা বেড়িয়ে ও খেলাধুলা করে মনকে চাঙ্গা করবে। আমরা তার পূর্ণ হেফাযতের কাজে মওজুদ থাকব।" (১৩) পিতা বলল ঃ "তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এটা আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক। আমার ভয় হয়, তোমরা যখন তার সম্পর্কে বে-খেয়াল হয়ে পড়বে তখন তাকে কোনো নেকড়ে বাঘ না খেয়ে ফেলে।" (১৪) তারা জবাব দিল ঃ "আমরা একটি সংগঠিত দল উপস্থিত থাকতে যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে তাহলে আমরা আর কোন কাজের হব!" (১৫) এভাবে বার বার পীড়াপীড়ি করে তারা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তারা এক অন্ধ কূপে তাকে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করল, তখন আমরা ইউসূফকে ওহী পাঠালাম ঃ "একটা সময় আসবে, তখন তুমি ভাইদের এ কাজ সম্পর্কে তাদেরকে বলতে পারবে। এরা তো নিজেদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে একেবারে বে-খবর।" (১৬) সন্ধ্যা রাতে তারা কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। (১৭) বলল ঃ "আব্বাজান! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আর ইউসূফকে আমরা আমাদের জিনিস-পত্রের কাছে

রেখে গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে গেল। আপনি হয়ত আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না— আমরা সত্যবাদী হলেও।" (১৮) তারা ইউসূফের জামায় মিথ্যা রক্ত মেখে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে পিতা বলল ঃ "বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য একটা বড় কাজকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি ধৈর্যধারণ করব আর ভালোভাবেই ধৈর্যধারণ করতে থাকব। তোমরা যে কথা বানিয়ে বলছ, সে বিষয়ে কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।" (১৯) এদিকে একটি কাফেলা এল। কাফেলার পানি সংগ্রাহককে পানি আনতে পাঠাল। সে কূপে বালতি ফেলা মাত্রই (ইউসূফকে দেখে) চীৎকার করে উঠল ঃ "কী খুশীর ব্যাপার! এখানে তো একটি বালক!" কাফেলার লোকেরা তাকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে লুকিয়ে রাখল (২০) অতঃপর তারা তাকে সামান্যতম মূল্যে— কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে— বিক্রি করে দিল। তার মূল্যের ব্যাপারে তারা খুব বেশি একটা আশাবাদী ছিল না। (২১) মিশরে যে ব্যক্তি তাকে খরীদ করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল ঃ একে খুব ভালোভাবে রাখতে হবে। অসম্ভব নয় যে, সে আমাদের পক্ষে উপকারী হবে কিংবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেব। এভাবে আমরা ইউসূফের জন্য এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপায় বের করে দিলাম এবং তাকে সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করার উপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলাম। আল্লাহ নিজের কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (২২) আর সে যখন তার পূর্ণ যৌবনকালে পৌঁছল, তখন আমরা তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করলাম। মূলত নেক লোকদেরকে আমরা এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (২৩) যে মহিলার ঘরে সে অবস্থান করছিল, সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করতে লাগল। একদা সে ঘরের দরজা বন্ধ করে বলল ঃ 'এবার তুমি এস'। ইউসূফ বলল ঃ আমি আল্লাহ্‌র পানাহ চাই। আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো আমাকে উত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন (আমি কি এ কাজ করতে পারি!)। এ ধরনের জালিম লোক কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না। (২৪) সে (স্ত্রীলোকটি) তার দিকে অগ্রসর হলো। আর ইউসূফও তার দিকে এগিয়ে যেত যদি না সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পেত। এরূপই হলো, যেন আমরা তা থেকে অকল্যাণ ও নির্লজ্জতাকে বিদূরিত করে দেই। আসলে সে ছিল আমাদের মনোনীত বান্দাহদের একজন। (২৫) শেষ পর্যন্ত ইউসূফ ও সে আগে-পিছে দরজার দিকে দৌড়ালো। আর সে পিছন হতে ইউসূফের জামা টেনে ছিঁড়ে দিল। দরজায় দু'জনই তার স্বামীকে দেখেতে পেল। তাকে দেখই মহিলাটি বলতে লাগল ঃ "যেই লোক তোমার গৃহিণীর প্রতি অসৎ ইচ্ছা পোষণ করে তার কি শাস্তি হতে পারে ? তাকে কয়েদ করা অথবা কঠিন শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কি শাস্তিই হতে পারে? (২৬) ইউসূফ বলল ঃ "সেই আমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করছিল।" স্ত্রীলোকটির নিজ পরিবারবর্গের এক ব্যক্তি (ইঙ্গিতসূচক) সাক্ষ্য পেশ করল। বলল ঃ "ইউসূফের জামা যদি সামনের দিকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীলোকটি সত্যবাদিনী আর সে মিথ্যুক। (২৭) আর তার জামা যদি পিছন হতে ছেঁড়া হয়, তাহলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যুক ও সে সত্যবাদী। (২৮) স্বামী যখন দেখল যে, ইউসূফের জামা পিছন থেকে ছেঁড়া, তখন সে বলল ঃ "এতো তোমাদের স্ত্রীলোকদের ছলনা। আর তোমাদের ছলনা ও কৌশল অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়ে থাকে। (২৯) হে ইউসূফ! তুমি এ ব্যাপারটিকে ভুলে যাও। আর হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের ক্ষমা চাও, আসলে তুমিই ছিলে অপরাধিনী।" (৩০) শহরের নারী সমাজ পরস্পর বলাবলি করতে লাগল ঃ "আযীযের স্ত্রী তার যুবক ক্রীতদাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রেম-ভালোবাসা তাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। আমাদের মতে সে সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে পড়েছে।" (৩১) সে যখন তাদের এই প্রতারণামূলক কথাবার্তা শুনতে পেল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার ব্যবস্থা করল। খাওয়ার মজলিসে প্রত্যেকের

সামনে একখানা করে ছুড়ি রেখে দিল। (অতঃপর ঠিক সে মুহূর্তে, যখন তারা ফল কেটে খাচ্ছিল) সে ইউসূফকে তাদের সামনে বের হয়ে আসতে ইশারা করল। যখন সেই স্ত্রীলোকদের দৃষ্টি তার ওপর পড়ল, তখন তারা বিস্ময় অভিভুত হলো এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা স্বতঃই উচ্চৈস্বরে বলে উঠল ঃ "আল্লাহ্‌র কসম, এ ব্যক্তি মানুষ নয়। একে তো কোনো সম্মানিত ফেরেশতা মনে হয়।" (৩২) আযীযের স্ত্রী বলল ঃ "তোমরা তো দেখলে! এই হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করছিলে। নিশ্চয়ই আমি তাকে ভুলাতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু সে আত্মরক্ষা করে নিষ্পাপ রয়েছে। এ যদি আমার কথা না শোনে, তাহলে তাকে কয়েদ করা হবে এবং খুব লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে।" (৩৩) ইউসূফ বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ! এরা আমার কাছ থেকে যে কাজ পেতে চায় এর তুলনায় কয়েদ হওয়া আমি বেশি পছন্দ করি। তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলো আমা হতে দূরে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রজালে জড়িয়ে পড়ব ও জাহিলদের মধ্যে গণ্য হব।" (৩৪) তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তার দো'আ কবুল করল এবং সে স্ত্রীলোকদের কূটকৌশলকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। নিশ্চিতই তিনি সকলের কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন। (৩৫) অতঃপর সেখানকার লোকেরা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে কয়েদ করে রাখার কথা ভাবল। অথচ (তার চরিত্রের পবিত্রতা এবং নিজেদের নারী সমাজের অসদাচরণের) সুস্পষ্ট নিদর্শন তারা ইতিপূর্বেই দেখতে পেয়েছিল। (৩৬) জেলখানায় তার সাথে আরো দু'জন গোলাম প্রবেশ করল। একদিন তাদের একজন তাকে বলল ঃ "আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি মদ্য প্রস্তুত করছি।" অপরজন বলল ঃ "আমি দেখেছি যে, আমার মাথার ওপর রুটি রাখা আছে আর পাখি তা খাচ্ছে।" উভয়ই বলল ঃ "এর ব্যাখ্যা আমাদেরকে বলুন। আমরা দেখছি, আপনি একজন সদাচারী লোক।" (৩৭) ইউসুফ বলল ঃ "এখানে তোমরা যে খাবার পাও, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদের এই স্বপ্নগুলো ব্যাখ্যা বলে দেব। আমার রব্ব আমাকে যে জ্ঞান-ভাণ্ডার দান করেছেন, এটা সে জ্ঞানেরই অংশ-বিশেষ। আসল কথা এই যে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না ও পরকালকে অস্বীকার করে, আমি তাদের নিয়ম-নীতি পরিত্যাগ করেছি। (৩৮) আর আমার পূর্ব-পুরুষ ইবরাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুব প্রমুখের আদর্শ গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক করা আমাদের কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি ও সমগ্র মানবতার প্রতি এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (যে তিনি আমাদেরকে তার নিজের ছাড়া আর কারোরই দাস বানাননি)। কিন্তু অধিকাংশ লোকই শোকর করে না। (৩৯) হে কারাগারের বন্ধুরা আমার! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব্ব ভালো, না সে এক আল্লাহ্, যিনি সবকিছুরই ওপর বিজয়ী— মহাপরাক্রমশালী। (৪০) তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগী করো, তারা কয়েকটি নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ। আল্লাহ্ এগুলোর জন্য কোনোই সনদ নাযিল করেননি। বস্তুত সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্যই নয়। তাঁর নির্দেশ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা আর কারোরই দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এটিই সঠিক ও খাঁটি জীবন যাপন পন্থা; কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না। (৪১) হে কারাগারের বন্ধুরা! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমাদের একজন নিজের প্রভু (মিশরাধিপতি)-কে শরাব পান করাবে। আর অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে! আর পাখি তার মগজ ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে খাবে। তোমরা যে-বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলে, এর ফয়সালা হয়ে গেছে।" (৪২) অতঃপর তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে মনে করা হয়েছিল, তাকে ইউসূফ বলল ঃ "তোমার প্রভুর (মিশরের বাদশাহ্‌র ) কাছে আমার কথা উল্লেখ করো।" কিন্তু শয়তান তাকে এমন ভ্রান্তিতে ফেলে দিল যে, সে আপন প্রভুর (মিশরপতি) কাছে তার কথা উল্লেখ করতে ভুল গেল। ফলে ইউসূফ বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত

কারাগারে আটক রয়ে গেল। (৪৩) একদিন বাদশাহ বলল ঃ "আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, সাতটি মোটসোটা গাভী অপর সাতটি ক্ষীণকায় গাভী ভক্ষণ করেছে আর সাতটি শস্য গুচ্ছ তরতাজা ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে দরবারের লোকেরা! তোমরা যদি স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারো তবে আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও।" (৪৪) লোকেরা বলল ঃ "এটা তো অস্পষ্ট স্বপ্নের কথা। আমরা এ ধরনের স্বপ্নের কোনোই তাৎপর্য বুঝি না।" (৪৫) সে দু'জন কয়েদীর মধ্যে যে ব্যক্তি বেঁচেছিল, এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্বের কথা তার স্মরণ হলো এবং সে বলল ঃ "আমি আপনাদেরকে এর তাৎপর্য জানাব। আমাকে কিছু সময়ের জন্য (জেলখানায় ইউসূফের কাছে) পাঠিয়ে দিন।" (৪৬) সে গিয়ে বলল ঃ "হে সত্যপরায়ণতার মহা প্রতীক ইউসূফ! আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যে, সাতটি মোটাসোটা গাভীকে অপর সাতটি ক্ষীণকায় গাভী খাচ্ছে আর সাতটি শস্য-গুচ্ছ সবুজ সতেজ এবং অপর সাতটি শুষ্ক। সম্ভবত আমি সে লোকদের কাছে ফিরে যাব আর সম্ভবত তারা জানতে পারবে। (৪৭) ইউসূফ বলল ঃ "তোমরা সাতটি বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে চাষাবাদ করতে থাকবে। এ সময় যেসব ফসল তোমরা কাটবে, তা থেকে সামান্য অংশ— যা তোমাদের খোরাকীর জন্য প্রয়োজনীয়— বের করবে আর বাকি সব অংশ এর গুচ্ছের মধ্যেই রেখে দেবে। (৪৮) এরপর সাতটি বছর খুব কঠিন। এ সময়ের জন্য তোমরা যেসব শস্য সঞ্চয় করে রাখবে, তা সবই তখন খেয়ে ফেলা হবে। যদি কিছু বেঁচে যায়, তবে শুধু তাই, যা তোমরা সংরক্ষিত করে রাখবে। (৪৯) এরপর একটি বছর আবার এমন আসবে, যখন রহমতের বর্ষণ দ্বারা লোকদের ফরিয়াদ শোনা হবে আর তারা রস নিঙড়াবে। (৫০) বাদশাহ বলল ঃ "তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।" কিন্তু বাদশাহ্র পাঠানো লোক যখন ইউসূফের কাছে পৌছল, সে বলল ঃ "তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো যে, সে মহিলাদের ব্যাপারটি কি, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলছিল ? আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু কিন্তু তাদের এসব কূট-কৌশল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন।" (৫১) এরপর বাদশাহ সে মহিলাদের কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ "তোমরা যখন ইউসূফকে ভুলাতে চেষ্টা করছিলে, তোমারদের সে সময়কার অভিজ্ঞতা কি ?" সকলেই এক বাক্যে বলে উঠল ঃ "আল্লাহ্ মহান ও পবিত্র! আমরা তো তার মধ্যে অন্যায়ের লেশ মাত্র দেখতে পাইনি।" আযীযের স্ত্রী বলে উঠল ঃ "এখন সত্য উন্মোচিত হয়েছে। আমিই তাকে ভুলাতে চেষ্টা করেছিলাম। নিঃসন্দেহে সে অত্যন্ত সাচ্চা ও খাঁটি লোক। (৫২) (ইউসূফ বলল ঃ) "এরূপ কথার মূলে আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, (আযীয) যেন জানতে পারে, আমি পর্দার আড়ালে থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর মূলত যারা খেয়ানত করে তাদের কর্ম-কৌশলকে আল্লাহ তা'আলা সাফল্য মণ্ডিত করেন না।" (৫৩) "আমি আপন নফসের নির্দোষিতার কথা কিছুই বলছি না। নফস তো অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করেই থাকে। অবশ্য কারো ওপর যদি আমার সৃষ্টিকর্তা-মালিকের রহমত হয়, তবে ভিন্ন কথা। আমার সৃষ্টিকর্তা-মালিক নিঃসন্দেহে বড়ই ক্ষমাশীল ও সুবিপুল দয়াময়"। (৫৪) বাদশাহ বলল ঃ "তাকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাকে নিজের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে নেব।" ইউসূফ যখন তার সাথে কথাবার্তা বলল, সে বলল ঃ "এখন আপনি আমাদের কাছে বড়ই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। আপনার বিশ্বস্ততার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। (৫৫) ইউসূফ বলল ঃ "দেশের অর্থভাণ্ডার আমার কাছে সোপর্দ করুন। আমি এর সংরক্ষক এবং সর্ববিষয়ে আমার অবহিতিও আছে।" (৫৬) এভাবে আমরা সে দেশের ওপর ইউসূফের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিলাম। সে দেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজের বসবাসের স্থান বানাবার তার পূর্ণ ইখতিয়ার ছিল। বস্তুত আমরা আমাদের রহমতের সাহায্যে যাকেই চাই ধন্য করি। সদাচারী লোকদের কর্মফল আমাদের কাছে কখনো নষ্ট হয় না। (৫৭) আর যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে

থাকে পরকালের কর্মফল তাদের জন্য অধিক কল্যাণময়। (৫৮) ইউসূফের ভাইয়েরা মিশরে এল ও তার কাছে উপস্থিত হলো। সে তাদের চিনতে পারল; কিন্তু তারা তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে গেল। (৫৯) তারপর যখন সে তাদের মাল-সামান প্রস্তুত করিয়ে দিল, তখন যাওয়ার সময় তাদেরকে বলল ঃ "তোমাদের সৎ ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। দেখো না, আমি কিভাবে পাত্র ভরে দেই আর কি উত্তমভাবে মেহমানদারী রক্ষা করি। (৬০) তোমরা যদি তাকে নিয়ে না আসো তবে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো শস্য নেই; বরং তোমরা আমার কাছেও আসবে না।" (৬১) তারা বলল ঃ "আমরা চেষ্টা করব, যদি পিতা তাকে পাঠাতে রাজি হন। আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।" (৬২) ইউসূফ তার খাদেমদেরকে ইঙ্গিত করল ঃ "ওরা শস্যের বিনিময়ে যে অর্থ দিয়েছে, তা গোপনে তাদের মাল-সামানের মধ্যেই রেখে দাও।" ইউসূফ এটা এই আশায় করল যে, বাড়িতে পৌঁছে তারা নিজেদের ফেরত পাওয়া অর্থ চিনতে পারবে (অথবা এই দানশীলতার কারণে তারা কৃতজ্ঞ হবে) এবং তাদের ফিরে আশাও আশ্চর্যের কিছু নয়। (৬৩) তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল তখন বলল ঃ "আব্বাজান! আগামীতে আমাদের খাদ্যশস্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন— যেন আমরা শস্য নিয়ে আসতে পারি। আর আমরা নিশ্চয়ই তার হেফাজতের যিম্মাদার।" (৬৪) পিতা জবাব দিলেন ঃ আমি তার ব্যাপারেও কি তোমাদের ওপর তেমনি ভরসা করব, যেরূপ ইতিপূর্বে এর ভাই সম্পর্কে করেছিলাম ? মূলত আল্লাহ্‌ই উত্তম সংরক্ষক এবং তিনিই সবচেয়ে বেশি অনুগ্রহকারী।" (৬৫) তারঃপর যখন তারা নিজেদের মাল-সামান খুলল তখন দেখল যে, তাদের অর্থও তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এটা দেখে তারা চীৎকার করে উঠল ঃ "হে পিতা, আমাদের আর কি চাই! এই দেখুন, আমাদের ধন-মালও আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। বৎস, এখন আমরা যাব আর নিজেদের পরিবার-পরিজনের জন্য রসদ নিয়ে আসব। আমাদের ভাইয়ের হেফাজতও করব আর বাড়তি এক উট বোঝাই মালও বেশি নিয়ে আসব। এত পরিমাণ বেশি শস্য অতি সহজেই লাভ করা যাবে।" (৬৬) তাদের পিতা বলল ঃ "আমি তাকে কিছুতেই তোমাদের সাথে পাঠাব না— যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌র নামে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দেবে যে, তোমরা অবশ্যই তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। অবশ্য তোমাদেরকে ঘিরে ফেলা হলে অন্য কথা।" যখন তারা প্রত্যেকেই তাকে প্রতিশ্রুতি দিল, তখন সে বলল ঃ "দেখো, আল্লাহ্‌ই আমাদের এই কথার সংরক্ষক।" (৬৭) অতঃপর সে বলল ঃ "হে আমার পুত্রগণ, মিশরের রাজধানীতে তোমরা সকলেই এক দ্বারপথে প্রবেশ করবে না। বরং ভিন্ন ভিন্ন দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারব না। তাঁর হুকুম ব্যতীত আর কারো হুকুম চলে না। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি আর ভরসা যদি কারো করতে হয় তবে তাঁরই ওপর করা উচিত।" (৬৮) আর ঘটনাও এরূপ ঘটলো যে, তারা যখন (তাদের পিতার নির্দেশ মুতাবেক শহরের বিভিন্ন দ্বারপথে) প্রবেশ করল, তখন তার এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মুকাবিলায় কোনো কাজেই এল না। অবশ্য ইয়াকুবের মনে যে একটা খটকা ছিল, তা দূর করার জন্য সে নিজের সামর্থানুসারে চেষ্টা করল। নিঃসন্দেহে সে আমাদের দেয়া শিক্ষার ফলেই জ্ঞানবান ছিল। কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রকৃত ব্যাপার জানেই না। (৬৯) এই লোকেরা ইউসূফের কাছে উপস্থিত হলে সে তার ভাইকে নিজের নিকট আলাদাভাবে ডেকে নিল এবং তাকে বলে দিল ঃ "আমি তোমার সে ভাই (যে হারিয়ে গিয়েছিল)। এখন তুমি সেসব বিষয়ে আর চিন্তা করবে না, যা এ লোকেরা আজ পর্যন্ত করে আসছে।" (৭০) যখন ইউসূফ তার ভাইদের মাল সামান বোঝাই করছিল, তখন সে তার ভাইয়ের মাল-সামানের মধ্যে নিজের পাত্রটি রেখে দিল। তারপর একজন ঘোষক উচ্চৈস্বরে

বলল ঃ "হে কাফেলার লোকেরা! তোমরা তো চোর।" (৭১) তারা পিছন দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল ঃ তোমাদের কি জিনিস হারিয়ে গেছে ? (৭২) সরকারী কর্মচারীটি বলল ঃ "আমরা বাদশাহ্র পান করার পাত্রটি পাচ্ছি না।" (আর তাদের জমাদ্দার বলল ঃ) "যে ব্যক্তি সেটি এনে দেবে, তাকে এক উষ্ট্র বোঝাই মাল পুরস্কার দেয়া হবে। আমি এর দায়িত্ব নিচ্ছি।" (৭৩) এই ভাইয়েরা বলল ঃ "আল্লাহ্র শপথ! তোমরা খুব ভালো করে জানো যে, আমরা এ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি আর আমরা চোরও নই।" (৭৪) তারা বলল ঃ "আচ্ছা, তোমাদের কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে চোরের কি শাস্তি হবে ?" (৭৫) তারা বলল ঃ "তার শাস্তি ? যার মালের মধ্যে এই জিনিসটি পাওয়া যাবে, তাকেই নিজের শাস্তির দরুন ধরে রাখা হবে। আমাদের কাছে এ ধরনের জালিমদের শাস্তি দেয়ার এটাই নিয়ম। (৭৬) তখন ইউসূফ নিজের ভাইয়ের পূর্বে অন্যান্য ভাইদের বস্তাগুলো তালাশ করতে শুরু করল। পরে তার ভাইয়ের বস্তা হতে হারানো জিনিসটি বের করে নিল। —এভাবে আমরা আমাদের কর্ম-কৌশল দ্বারা ইউসূফের সহযোগিতা করলাম। বাদশাহ্র দ্বীন (অর্থাৎ মিশরের রাজকীয় আইনের) দ্বারা নিজের ভাইকে ধরে রাখা তার কাজ ছিল না— অবশ্য যদি আল্লাহই তা চান। আমরা যার ইচ্ছা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেই আর একজন বিচক্ষণ এমন আছে, যে সকল জ্ঞানবানের উর্ধ্বে। (৭৭) এই ভাইয়েরা বলল ঃ "এ লোকটি চুরি করলে তা কোনো আশ্চর্য কথাও নয়। ইতিপূর্বে এর ভাই (ইউসূফ)-ও চুরি করেছে।" ইউসূফ তাদের এই উক্তি শুনে হযম করল, প্রকৃত ব্যাপার তাদের সামনে প্রকাশ করল না। শুধু (নিঃশব্দে) এটুকু বলল ঃ "তোমরা তো বড়ই খারাপ লোক (আমার মুখের ওপর আমার সম্পর্কে) যে অভিযোগ তোমরা করছ, আল্লাহ এর প্রকৃত রহস্য খুব ভালোভাবে জানেন।" (৭৮) তারা বলল ঃ "হে ক্ষমতাবান সর্দার (আযীয)! এর পিতা বড় বয়োবৃদ্ধ মানুষ। এর পরিবর্তে আপনি আমাদের কাউকে রেখে দিন। আমরা আপনাকে বড়ই নির্মল প্রকৃতির লোক হিসেবে দেখছি।" (৭৯) ইউসূফ বললঃ "আল্লাহ্র পানাহ, অপর কোনো ব্যক্তিকে আমরা কিরূপে রাখতে পারি! আমরা যার কাছে হারানো মাল পেয়েছি, তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একজনকে ধরে রাখলে তো আমরা জালিম হয়ে পড়ব।" (৮০) তারা যখন ইউসূফের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন এক কোণায় বসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে বয়সে সবচাইতে বড় ছিল সে বলল ঃ "তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্র নামে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন ? আর ইতিপূর্বে ইউসূফের ব্যাপারে তোমরা যে বাড়াবাড়ির কাজ করেছ তা-ও তোমাদের জানা আছে। এখন আমি তো এখান থেকে কখনোই যাব না, যতক্ষণ আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেবেন অথবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোনো ফয়সালা করে দেবেন; কেননা তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী। (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে গিয়ে বলো যে, আব্বাজান! আপনার ছেলে চুরি করেছিল, আমরা (অবশ্য) তাকে চুরি করতে দেখিনি। আমাদের যা জানা আছে তাই শুধু বলছি। গায়েবের রক্ষণাবেক্ষণ করার তো আমাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। (৮২) আমরা যে জনবসতিতে ছিলাম আপনি সেখানকার লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করুন। এবং যে কাফেলার সাথে আমরা এসেছি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করুন। আমরা আমাদের বর্ণনায় পূর্ণ সত্যবাদী।" (৮৩) পিতা এ কাহিনী শুনে বলল ঃ "আসলে তোমাদের প্রবৃত্তি (নফস) তোমাদের জন্য আর একটি বড় কাজকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে। যাই হোক, এতেও আমি সবরই করব আর উত্তমভাবেই করব। আল্লাহ খুব সম্ভব এই সকলকেই আমার সাথে একত্রিত করে দেবেন। তিনি সবকিছুই জানেন এবং তার সব কাজই যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।" (৮৪) তারপর সে তাদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে বসল এবং বলতে লাগল, 'হায় ইউসূফ'! সে অন্তরে অন্তরে দুঃখে ভারাক্রান্ত হচ্ছিল এবং তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেলে। (৮৫) —ছেলেরা বলল ঃ

"আল্লাহ্র কসম। আপনি তো কেবল ইউসূফের স্মরণেই ক্ষয়িত হচ্ছেন। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, তার চিন্তায়ই আপনি নিজেকে শেষ করে দেবেন অথবা নিজের জীবন ধ্বংস করে ফেলবেন।" (৮৬) সে বলল ঃ "আমি আমার দুঃখ ও ব্যথার ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে করছি না। আর আল্লাহ্রত কাছ থেকে যা আমার জানা আছে, তা তোমাদের জানা নেই। (৮৭) হে আমার ছেলেরা! তোমরা গিয়ে ইউসূফের এবং তার ভাইয়ের খোঁজ-খবর নেও। আল্লাহ্র রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। তার রহমত হতে নিরাশ হয় তো শুধু কাফেররাই।" (৮৮) এরা যখন মিশরে গিয়ে ইউসূফের দরবারে উপস্থিত হলো তখন তারা আবেদন করল ঃ "হে ক্ষমতাবান শাসক! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ বড়ই বিপদে পড়েছি আর আমরা খুব সামান্য পরিমাণ পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে পাত্রভর্তি শস্য দান করুন এবং আমাদেরকে (উদার হস্তে) দান করুন। আল্লাহ্ দানশীলদেরকে ভালো পুরস্কার দেন।" (৮৯) (এই কথা শুনে ইউসূফ আর সহ্য করতে পারল না) সে বলল ঃ "তোমরা যখন অজ্ঞ-মূর্খ ছিলে তখন ইউসূফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছ, তা কি তোমাদের কিছু জানা আছে ? (৯০) তারা হতচকিত হয়ে বলে উঠিল ঃ "হায়, তুমিই কি ইউসূফ ?" সে বলল ঃ "হাঁ, আমিই ইউসূফ। আর এই আমার ভাই। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আসল কথা এই যে, যদি কেউ বাস্তবিকই তাকওয়া এবং সবর অবলম্বন করতে পারে, তাহলে আল্লাহ্র কাছে এ ধরনের সৎ লোকদের পুরস্কার কখনো নষ্ট হয় না। (৯১) তারা বলল ঃ "আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন আর আমরা সত্যই বড় অপরাধী!" (৯২) সে বলল ঃ "আজ তোমাদের কোনোই অপরাধ ধরব না; আল্লাহ্ই তোমাদের মাফ করুন; তিনিই সবচেয়ে অনুগ্রহকারী। (৯৩) তোমরা যাও। আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার মুখমণ্ডলের ওপর এটা রেখে দাও, তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের সব পরিবারবর্গকে আমার কাছে নিয়ে এস।" (৯৪) এই কাফেলা (মিশর হতে) যখন রওয়ানা হলো, তখন তাদের পিতা (কেনানে বসে) বলল ঃ "আমি ইউসূফের সুবাস অনুভব করছি। তোমরা যেন বলে না বসো যে আমি বার্ধক্যে দিশাহারা হয়ে পড়েছি।" (৯৫) ঘরের লোকেরা বলল ঃ "আল্লাহ্র কসম! আপনি এখনো আপনার সে পুরাতন ভ্রমেই ডুবে রয়েছেন। (৯৬) তারপর যখন সুসংবাদ বহনকারী এসে পৌঁছল, তখন সে ইউসূফের জামা ইয়াকুবের মুখের ওপর রাখল আর সহসাই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। তখন সে বলল ঃ "আমি না তোমাদেরকে বলেছিলাম ? আমি আল্লাহ্র কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানোনা।" (৯৭) সকলেই বলে উঠল ঃ "আব্বাজান! আপনি আমাদের গুনাহ মার্জনার জন্য দো'আ করুন। আমরা সত্যই অপরাধী।" (৯৮) সে বলল ঃ "আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে তোমাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করব। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (৯৯) অতপর যখন তারা সকলে ইউসূফের কাছে পৌঁছল তখন সে তার পিতা-মাতাকে নিজের সঙ্গে বসাল এবং (নিজের পরিবারের লোকদেরকে) বলল ঃ "চলো, এখন আমরা শহরে যাই। আল্লাহ্ চাইলে নিরাপদে ও সুখে-শান্তিতে থাকবে।" (১০০) (শহরে প্রবেশ করার পর) সে তার পিতা-মাতাকে তুলে নিজের কাছে সিংহাসনে বসাল এবং সকলে তার উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিজদায় ঝুঁকে পড়ল। ইউসূফ বলল ঃ "আব্বাজান! এ হচ্ছে আমার সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম। আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক একে বাস্তব সত্যে পরিণত করেছেন। আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে তিনি আমাকে কয়েদখানা থেকে বাইরে এনেছেন এবং আপনাদেরকে মরুভূমি থেকে এনে আমার সাথে মিলিত করেছেন। অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে চরম বিরোধের সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আসল কথা এই যে, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অতীব সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য পন্থায় স্বীয় ইচ্ছা পূরণ করে থাকেন।

তিনি নিঃসন্দেহে বড় জ্ঞানবান ও বিচক্ষণ। (১০১) হে আমার রব্ব! তুমি আমাকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দান করেছ আর আমাকে সব বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবন করা শিখিয়েছ। আসমান ও জমিনের হে স্রষ্টা! তুমিই ইহকাল ও পরকালে আমার পৃষ্ঠপোষক। ইসলামের আদর্শের ওপরই আমার সমাপ্তি করো এবং পরিণামে আমাকে নেককার লোকদের সাথে মিলিত করো।" (১০২) হে মুহাম্মদ! এই কাহিনী অদৃশ্য জগতের খবর। যা আমি তোমাকে ওহীর মারফতে জানাচ্ছি। নতুবা তুমি তখন উপস্থিত ছিলে না যখন ইউসূফের ভাইয়েরা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। (১০৩) কিন্তু তুমি যতই চাও, এদের অধিকাংশ লোকই মেনে নিতে প্রস্তুত হবে না। (১০৪) অথচ তুমি এই মহান কাজের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কোনো মজুরীও কামনা করো না। বস্তুত এটা নির্বিশেষে দুনিয়াবাসী সকলের জন্য একটি সাধারণ উপদেশ মাত্র।

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهٖ ، حَتّٰى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ، كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ - (المؤمن : ٣٤)

(৩৪) ইতিপূর্বে ইউসুফ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তোমরা তার আনীত শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকলে। পরে যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন তোমরা বললে ঃ এখন আর আল্লাহ কোনো রাসূল পাঠাবেন না। এমনিভাবে আল্লাহ সে সব লোককে গুমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা সীমালংঘন করে, যারা সন্দেহপ্রবণ হয়। (সূরা মুমিন)

ইবনে মারদাওয়ায়হ ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রের হাদীসরূপে নবী করীম (স) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ

عَجِبْتَ لِصَبْرِ اَخِي يُوْسُفَ وَكَرَّمَهُ اللّٰهُ يَغْفِرَلَهُ حَيْثُ اَرْسَلَ اِلَيْهِ لِيَسْتَفْتِيَ فِي الرُّؤْيَا وَلُوْكُنْتُ اِنَّا لَمْ افعل حتى اخرج وعجبت لصبره وكرمه والله يغفرله اتى ليخرج فلم يخرج حتى اخبرهم يعذره ولو كُنْت اِنَّا لِبَادَرَتِ الْبَابَ وَلَوْلَا الْكَلِمَةُ لِمَا لَبِثَ فِي السِّجْنَ حَيْثُ يَبْتَغِي الفُرج مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَ .

আমার ভাই ইউসুফ (আ)-এর সবর অভিজাত্য দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। আল্লাহ তাঁকে মাফ করুন (তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন) যখন স্বপ্নের তাবীরের জন্য তাঁর কাছে দূত পাঠানো হয়েছিল, আমি হলে বের না হওয়া পর্যন্ত (তাবীর প্রদান) করতাম না। আমি অভিভূত হই তাঁর সবর ও বদান্যতা দেখে! আল্লাহ তাঁকে মাফ করুন। তাঁর নিকট কারাগার হতে বের হওয়ার পয়গাম এল, কিন্তু তিনি তাঁর নির্দোষিতা প্রতিষ্ঠিত না করে বেরে হলেন না। আমি হলে তো কারা তোরণের দিকে ছুটে যেতাম। আর সেই কথাটি না হলে— তিনি যে মহান মহিয়ান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সংকটমুক্তি অন্বেষণ করেছিলেন— কারাগারে থাকতে হতো না।" (মাজহারী)

'ইকরিমা (রা) হতে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত হয়াছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَقَدْ عَجَبْتَ مِنْ يُوْسُفَ وَبَرِهُ وَكَرَمَهُ واللّٰهَ يَغْفِرُ لَهُ حِبْنَ سَئِلَ عَنِ الْبَقَرَاتِ العجَافُ وَالسَمَانَ وَلُو كُنْتُ مَكَانَهُ مَا اَجْبَتَهُمْ حَتّٰى اِشْتَرَطُ اَنْ يَخْرُجُوْنِي وَلَقَدْ عَجِبْتَ مِنْ يُوْسُفَ وَصَبَرَهُ وَكَرمَهَ واللّٰه

يَغْفِرُلَهُ حِيْنَ اَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ وَلَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ (وَلَبِثْتُ فِى السِّجْنِ مَالَبِثَ) لاَسْرَعْتُ الاِجَابَةَ لِبَادَرِتِهِم الْبَابَ وَلٰكِنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ الْعُذْرِ (وَلَمَّا ابْتَغَيْتُ الْعُذْرَ اِنْ كَانَ لِحَلِيْمًا ذَا اَنَاهُ)

আমি অভিভূত হয়ে যাই ইউসুফ (আ) এবং তাঁর বদান্যতা ও সবর দেখে। আল্লাহ তাঁকে মাফ করুন— যখন তাঁকে দুর্বল ও সবল গরু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। আমি তাঁর স্থানে থাকলে পূর্বে আমাকে বেরে করে আনবার শর্ত আরোপ করতাম। আমি পুনরায় অভিভূত হই ইউসুফ (আ) এবং তাঁর সবর ও মর্যাদায় যখন (রাজকীয়) দূত তাঁর নিকট এল তখন তিনি বললেন, তোমার মালিকের নিকট ফিরে যাও। আমি তার স্থানে থাকলে (এবং তাঁর মতো কারাভোগ করলে) দ্রুত সাড়া দিতাম এবং দরজার দিকে ছুটে যেতাম, কিন্তু তিনি নিজের আপত্তি প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলেন (আমি অবশ্যই আপত্তি করতাম না; তিনি ছিলেন সহনশীল ও স্থৈর্যবান)। ( মুখতাসার ইবন কাছীর, ২খ. ২৫৩; মাজহারী, ৫খ. ১৬৯)

حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ، قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْئَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ، قَالُوْا، لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ، قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْاَلُوْنِّىَ النَّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا -

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি উত্তর দিলেন, তাদের মধ্যে যে আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। তারা বললেন, আমরা আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তাহলে, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন, আল্লাহ্র নবী ইউসুফ ইবনে, আল্লাহ্র নবী (ইয়াকুব) ইবনে, আল্লাহ নবী (ইসহাক) ইবনে, আল্লাহ্র খলিল (ইবরাহীম) (আ)। তাঁরা বললেন, আমরা আপনাকে এ বিষয়েও জিজ্ঞাসা করিনি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আমার কাছে আরবের খনি অর্থাৎ গোত্রগুলোর সম্পর্কে সিজ্ঞাসা করেছ ? (তহলে শোন) মানুষ খনি বিশেষ, জাহিলিয়াতের যুগে যারা তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তারা সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তারা ইসলামী জ্ঞান লাভ করে। (বুখারী)

## ১৬. হযরত লূত (আ)

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (٨٠) اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ (٨٢) فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ (٨٣) وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ (٨٤) - (الاعراف)

(৮০) আর 'লূত'কে আমরা পয়গাম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছি। অতঃপর স্মরণ করো যখন সে নিজ জাতির লোকদেরকে বলল ঃ তোমরা কি এতদূর নির্লজ্জ হয়ে গেছ যে, তোমরা এমন সব নির্লজ্জতার কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়ায় কেউ করেনি ? (৮১) তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের যৌন-ইচ্ছা পূরণ করে নিচ্ছ; প্রকৃতপক্ষে তোমরা একেবারেই সীমালংঘনকারী লোক। (৮২) কিন্তু তার জাতির লোকদের জবাব এতদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না যে, বহিষ্কার করো এই লোকদেরকে তাদের নিজেদের জনপদ থেকে; এরা নিজেদের বড় পবিত্র বলে জাহির করেছে ! (৮৩) শেষ পর্যন্ত আমরা 'লূত' ও তার ঘরের লোকদেরকে— তার স্ত্রীকে ছাড়া, যে পিছনের লোকদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল— বাঁচিয়ে বের করে নিলাম, (৮৪) এবং সে জাতির লোকদের ওপর এক প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। এরপর দেখো, সে অপরাধী লোকগুলোর কি পরিণাম হলো! (সূরা আরাফ)

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ (٥٤) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ
النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ (٥٥) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ إِلَّآ أَنْ قَالُوْٓا أَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ
ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ (٥٦) فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَهْلَهٗٓ إِلَّا امْرَأَتَهٗ ز قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ (٥٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
مَّطَرًا ۚ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ (٥٨) (النمل)

(৫৪) আর লূত কে আমরা পাঠালাম। স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন সে আপন জাতির লোকদেরকে বলল ঃ "তোমরা কি জেনে বুঝে এ কুকাজ করছ ? (৫৫) তোমাদের আচরণ কি এই যে, স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে তোমরা পুরুষদের নিকট গমন করো যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্যে ? আসল কথা এই যে, তোমরা বড়ই মূর্খতাব্যঞ্জক কাজ করছ।" (৫৬) কিন্তু তার জাতির জবাব এছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা বলল ঃ "লূতের পরিবারবর্গকে নিজেদের লোকালয় থেকে বহিষ্কার করো। এরা বড় পূত-পবিত্র চরিত্রের লোক সেজেছে"। (৫৭) শেষ পর্যন্ত আমরা বাঁচিয়ে নিলাম তাকে ও তার পরিবারবর্গকে তার স্ত্রীকে ছাড়া; কেননা তার পেছনে পড়ে থাকা আমরাই সাব্যস্ত করে দিয়েছিলাম। (৫৮) আর তাদের ওপর বর্ষণ করলাম এক ধরনের বর্ষণ; তা ছিল বড়ই খারাপ বর্ষণ তাদের জন্য, যাদেরকে পূর্বেই সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। (সূরা নমল)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ (٧٧) وَجَاءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ
إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۖ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا
تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ (٧٨) قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ع
وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ (٧٩) قَالَ لَوْ أَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ اٰوِيْٓ إِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ (٨٠) قَالُوْا يٰلُوْطُ إِنَّا
رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهٗ
مُصِيْبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۖ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۖ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ (٨١) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا

سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُوْدٍ (٨٢) مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
بِبَعِيْدٍ (٨٣)- (هود)

(৭৭) আর যখন আমাদের ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌছল, তখন তাদের আগমনে সে ঘাবড়িয়ে গেল, ভয়ে তার মন ছোট হয়ে গেল এবং সে বলতে লাগল যে, আজ বড়ই বিপদের দিন। (৭৮) (এই মেহমানরা এসে পৌছতেই) তার জাতির লোকেরা স্বতস্ফুর্তভাবে তার ঘরের দিকে দৌড়িয়ে আসতে লাগল। পূর্ব হতেই তারা এই রকম অসৎ কাজে অভ্যস্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললঃ "ভাইয়েরা, এই আমার কন্যারা রয়েছে। এরা তোমাদের জন্য অতিশয় পবিত্র। আল্লাহ্‌কে কিছু না কিছু ভয় করো আর আমার মেহমানের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করোনা। তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ কি কেউ নেই?" (৭৯) তারা জবাব দিল ঃ "তোমার তো জানাই আছে যে, তোমার কন্যাদের দিয়ে আমাদের কোনো কাজ নেই। আর তুমি এটাও জানো যে, আমরা কি চাচ্ছি।" (৮০) লূত বললঃ "হায়, আমার যদি এতখানি শক্তি থাকত যে, তোমাদের সোজা করে দিতে পারতাম। অথবা কোনো মজবুত আশ্রয় থাকত, যেখানে আশ্রয় নিতাম!" (৮১) তখন ফেরেশতাগণ তাকে বললঃ "হে লূত। আমরা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা তোমার কিছুই করতে পারবে না। ব্যস, তুমি কিছুটা রাত থাকতে নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে বের হয়ে যাও আর দেখো, তোমাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী (সাথে যাবে না;) কেননা, তার ওপরও তাই ঘটবে, যা এদের ওপর ঘটবার রয়েছে। এদের ধ্বংসের জন্য সকাল বেলাটা নির্দিষ্ট রয়েছে। সকাল হতে আর দেরীই-বা কতটুকু। (৮২) অতঃপর আমাদের ফয়সালার সময় যখন এসে গেল, তখন আমরা সে জনপদকে নীচের দিক থেকে ওপর দিকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে দিলাম এবং এর ওপর পরিপক্ক মাটির প্রস্তর অবিশ্রান্তভাবে বর্ষণ করলাম, (৮৩) যার প্রতিটি প্রস্তর খণ্ডই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। আর জালিমদের ব্যাপারে এই শাস্তি কিছুমাত্র দূরের জিনিস নয়। (সূরা হুদ)

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٢٦) وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ
وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (٢٧)
وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (٢٨) اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ
الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا
بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٢٩) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ (٣٠) وَلَمَّا جَاۤءَتْ
رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ (٣١) قَالَ اِنَّ
فِيْهَا لُوْطًا ۖ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۫ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ (٣٢) وَلَمَّاۤ
اَنْ جَاۤءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ
اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ (٣٣) اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰۤى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاۤءِ بِمَا كَانُوْا
يَفْسُقُوْنَ (٣٤) وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَاۤ اٰيَةً ۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٣٥)- (العنكبوت)

(২৬) তখন লূত তাকে মেনে নিল। ইবরাহীম বলল ঃ আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে হিজরত করছি। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। (২৭) আর আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো সন্তান) দান করেছি এবং তার বংশে রেখে দিয়েছি নবুয়্যত ও কিতাব আর তাকে দুনিয়ায় এর প্রতিফল দান করেছি এবং পরকালে সে নিঃসন্দেহে নেককার লোকদের মধ্যে পরিগণিত হবে। (২৮) আর আমরা লূতকে পাঠালাম, যখন সে তার জাতির লোকদেরকে বলল ঃ "তোমরা তো এমন অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ করো, যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়াবাসীর কেউই করেনি। (২৯) তোমাদের অবস্থা কি এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তোমরা পুরুষদের কাছে যাও, রাহাজানি করো এবং নিজেদের মজলিসসমূহে খারাপ কাজ করো।" অতপর তার জাতির কাছে এটি বলা ছাড়া আর কোনো জবাব ছিল না যে, তারা বলল ঃ "নিয়ে এস তোমার আল্লাহ্‌র আযাব, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (৩০) লূত বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এই বিপর্যয়কারী লোকদের মুকাবিলায় তুমি আমাকে সাহায্য করো।"(৩১) আর আমার প্রেরিতরা যখন ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছল; তখন তারা তাকে বলল ঃ "আমরা এ জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেব; এখানকার অধিবাসীরা বড়ই জালিম হয়ে গেছে।" (৩২) ইবরাহীম বলল ঃ 'সেখানে তো লূতও বাস করে।' তারা বলল ঃ "আমরা ভালো করেই জানি, সেখানে কে কে আছে। আমরা তার স্ত্রী ছাড়া তাকে এবং পরিবারের অন্যান্য সকলকে বাঁচিয়ে নেব।" তার স্ত্রী ছিল পিছনে পড়ে থাকা লোকদের অন্তর্ভুক্ত। (৩৩) অতপর আমার প্রেরিতরা যখন লূত-এর কাছে পৌঁছল, তখন তাদের আগমনে সে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল এবং অস্থির বিব্রত ও সঙ্কুচিত বোধ করল। তারা বলল ঃ "ভয় পেও না এবং দুশ্চিন্তাও করো না; আমরা তোমাকে ও তোমার ঘরের লোকজনকে বাঁচাব— তোমার স্ত্রীকে ছাড়া, সে পিছনে পরে থাকা লোকদের মধ্যে গণ্য। (৩৪) আমরা এ জনপদের ওপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করতে যাচ্ছি সে ফাসিকী ও পাপাচারের কারণে, যা এরা করে।" (৩৫) আর আমরা এ জনপদটিকে একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ্য নিদর্শন হিসেবে রেখে দিয়েছি সে লোকদের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেককে কাজে লাগায়। (সূরা আনকাবুত)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ۨ الْمُرْسَلِيْنَ (١٦٠) اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ (١٦١) اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (١٦٣) وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٦٤) اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ (١٦٥) وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ (١٦٦) قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ (١٦٧) قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ (١٦٨) رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ (١٦٩) فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ (١٧٠) اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ (١٧١) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ (١٧٢) وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ (١٧٣) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٧٤) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (١٧٥)- (الشعراء)

(১৬০) লূত নবীর জাতিও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। (১৬১) স্মরণ করো, যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিল ঃ "তোমরা কি ভয় করো না ? (১৬২) আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত (আমানতদার) রাসূল। (১৬৩) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও আমার

আনুগত্য করো। (১৬৪) আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছি না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র জিম্মায় রয়েছে। (১৬৫) তোমরা কি গোটা দুনিয়ার সৃষ্টির মধ্যে কেবল পুরুষদের কাছে গমন করো, (১৬৬) আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা কিছু পয়দা করেছেন, তা পরিহার করছ ? বরং তোমরা তো সীমাই লংঘন করে গেছে। (১৬৭) তারা বলল ঃ "হে লূত! তুমি যদি এসব কথা থেকে বিরত না হও, তাহলে যারা আমাদের লোকালয়গুলো থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, তোমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। (১৬৮) সে বলল ঃ "তোমাদের এসব কার্যকলাপে যারা বীতশ্রদ্ধ আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। (১৬৯) হে পরোয়ারদেগার! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে এ লোকদের অপকর্ম থেকে মুক্তি দাও। (১৭০) শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়া নিলাম, (১৭১) —সে বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পিছনে পড়ে থাকা লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১৭২) তারপর অবশিষ্ট সব লোককেই আমরা ধ্বংস করে দিলাম, (১৭৩) এবং তাদের ওপর এক প্রবল বৃষ্টিধারা বর্ষণ করলাম। যাদেরকে এই ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের ওপর বর্ষিত এ বৃষ্টি ছিল খুব খারাপ। (১৭৪) নিশ্চিতই এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা মানতে প্রস্তুত নয়। (১৭৫) অথচ প্রকৃত বাপার এই যে, তোমার রব্ব মহাপরাক্রমশালী ও এবং অতীব দয়াশীলও। (সূরা শু'আরা)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ (٥٧) قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ (٥٨) اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٥٩) اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ (٦٠) فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ۨالْمُرْسَلُوْنَ (٦١) قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ (٦٢) قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ (٦٣) وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (٦٤) فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ (٦٥) وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ (٦٦) وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ (٦٧) قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنَ (٦٨) وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ (٦٩) قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (٧٠) قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ (٧١) لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (٧٢) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ (٧٣) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ (٧٤) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ (٧٥) وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ (٧٦) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (٧٧)- (الحجر)

(৫৭) পরে ইবরাহীম জিজ্ঞেস করল ঃ হে আল্লাহ প্রেরিত লোকেরা! কোন অভিযানে আপনারা আগমন করেছেন ? (৫৮) তারা বললঃ "আমরা এক অপরাধী জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৫৯) কেবল মাত্র লূত-এর পরিবারের লোকেরাই এ থেকে রক্ষা পাবে, তাদেরকে আমরা রক্ষা করব; (৬০) তবে তার স্ত্রী ছাড়া, যার জন্য (আল্লাহ তা'আলা বলেন,) আমরা তকদীর ঠিক করে দিয়েছি যে, সে পিছনে অবস্থানকারী লোকদের মধ্যে শামিল থাকবে। (৬১) অতপর যখন এই প্রেরিতরা ফেরেশতারা লূত-এর কাছে পৌছল, (৬২) তখন সে বলল ঃ 'আপনাদেরকে তো অপরিচতি মনে হচ্ছে'। (৬৩) তারা জবাবে বলল ঃ "না, আমরা সে জিনিসই নিয়ে এসেছি,

যার আগমন সম্পর্কে এই লোকেরা সন্দেহ পোষণ করছিল"।(৬৪) আমরা তোমাকে সত্য বলছি যে, আমরা তোমার নিকট সত্য সহকারে এসেছি। (৬৫) কাজেই এখন তুমি কিছু রাত থাকতেই নিজের ঘরের লোকদের নিয়ে বের হয়ে যাবে এবং নিজে তাদের পেছনে পেছনে চলতে থাকবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনের দিকে চেয়ে না দেখে। সোজা চলে যাবে যেদিকে যাওয়ার জন্য তোমাদেরকে হুকুম দেয়া হচ্ছে"। (৬৬) আর তার কাছে আমরা এই ফয়সালা পৌঁছিয়ে দিয়েছি যে, সকাল হতে না হতেই এই লোকদের মূল উৎপাটন করে ফেলতে হবে। (৬৭) ইতিমধ্যে শহরের লোকেরা খুশীতে আপ্লুত হয়ে লূত-এর বাড়ির ওপর চড়াও হলো। (৬৮) লূত বলল ঃ "ভাইয়েরা! এরা আমার অতিথি, আমাকে অপমানিত করো না; (৬৯) আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আমাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করো না"। (৭০) লোকেরা বলল ঃ "আমরা কি তোমাকে বার বার নিষেধ করিনিই যে, দুনিয়ার সব কিছুর ঠিকাদার হয়ো না"। (৭১) লূত কাতর হয়ে বলল ঃ "তোমাদের যদি কিছু করতেই হয়, তাহলে এই যে আমার কন্যারা বর্তমান রয়েছে। (৭২) তোমার প্রাণের শপথ হে নবী! সে সময় তাদের ওপর যেন একটি মারাত্মক নেশা চেপে বসেছিল, যাতে তারা আত্মহারা হয়ে যাচ্ছিল। (৭৩) শেষ পর্যন্ত পূর্বদিগন্ত আলোকিত হতেই তাদেরকে এক প্রচণ্ড ও ভয়াবহ ধ্বনি এসে ঘিরে ধরল। (৭৪) আর আমরা সে জনপদটিকে সমূলে উল্টিয়ে ফেললাম এবং তাদের ওপর সুপক্ক মাটির প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। (৭৫) এ ঘটনার বিরাট নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা বিচক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। (৭৬) আর সে অঞ্চলটি (যেখানে এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল) সাধারণ লোক চলাচলের পথের পাশে অবস্থিত। (৭৭) এতে বিরাট শিক্ষার উপাদান রয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমানদার লোক। (সূরা হিজর)

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣) إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ (١٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِى الْغَٰبِرِينَ (١٣٥) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْءَاخَرِينَ (١٣٦) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِالَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨)-

(১৩৪) স্মরণ করো, আমরা যখন তাকে এবং তার পরিবারের সব লোককে মুক্তি দান করলাম (১৩৫) —এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের একজন ছিল। (১৩৬) অবশিষ্ট সকলকেই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। (১৩৭-১৩৮) এখন তোমরা দিন-রাত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চলের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে থাকো। তোমাদের কি জ্ঞানোদয় হয় না ? (সূরা সফফাত)

وَإِسْمَٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَٰلَمِينَ - (الانعام: ٨٦)

তারই পরিবার হতে ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি) এদের প্রত্যেককে আমরা সমগ্র বিশ্বের লোকদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য দান করেছি।

وَلُوطًا ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍ فَٰسِقِينَ (٧٤) وَأَدْخَلْنَٰهُ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُۥ مِنَ الصَّٰلِحِينَ (٧٥) - (الانبياء:)

(৭৪) আর লূতকে আমরা 'হুকুম' ও 'ইলম' দান করলাম আর তাকে সে জনবসতি থেকে বের করে আনলাম, যার অধিবাসীরা কদর্য ধরনের কাজ করছিল— প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল অতিশয় খারাপ, ফাসিক জাতি। (৭৫) —আর লূতকে আমরা আমাদের নিজেদের রহমতের মধ্যে শামিল করে নিলাম। সে নেককার লোকদের মধ্যকার একজন ছিল। (সূরা আম্বিয়া)

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (٤٢) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (٤٣) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۖ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٤) -(الحج)

(৪২-৪৪) হে নবী! তারা যদি তোমাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করে থাকে, তবে (এতে দুঃখ করার কিছু নেই) তাদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আদ, সামূদ এবং ইবরাহীমের জাতি, লূতের জনগণ ও মাদইয়ানবাসীও মিথ্যা আরোপ করেছিল। আর মূসাকেও অমান্য করা হয়েছিল। সত্য অমান্যকারী এসব লোককে আমি পূর্বেও অবকাশ দিয়েছিলাম। কিন্তু এর পরে পরেই তাদেরকে পাকড়াও করেছি। এখন দেখো, আমার দেয়া শাস্তি কি রকম ছিল। (সূরা হজ্জ)

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (١٤) (ق)

(১৩-১৪) আদ, ফিরাউন ও লূত-এর ভাই আর আইকাবাসী ও তুব্বা'র জাতির লোকেরাও অস্বীকারকারী হয়েছে। প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আর শেষ পর্যন্ত আমার আযাবের সংকেত তাদের ওপর কার্যকর হলো। (সূরা ক্বাফ)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (٣٥) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (٣٦) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (٣٨) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٩) (القمر)

(৩৩) 'লূত' জাতির লোকেরা সমস্ত সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারীকে মিথ্যা মনে করেছে। (৩৪-৩৫) আমরা প্রস্তর নিক্ষেপকারী প্রবল বাতাস তাদের ওপর পাঠিয়ে দিয়েছি। কেবলমাত্র 'লূত'-এর পরিবারবর্গই তা হতে রক্ষা পেয়ে গেছে; তাদেরকে আমরা নিজেরই অনুগ্রহে রাত্রির শেষ প্রহরে বাঁচিয়ে বের করে দিয়েছি। এরূপ প্রতিফল আমরা এমন প্রত্যেককেই দিয়ে থাকি, যে কৃতজ্ঞ হয়। (৩৬) 'লূত' নিজের জাতির লোকদেরকে আমাদের পাকড়াও সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল; কিন্তু তারা সমস্ত সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারীকে সংশয়পূর্ণ মনে করে কথায় কথায় তা উড়িয়ে দিল। (৩৭) পরে তারা তাকে লূতকে তার অতিথিদের রক্ষণা-বেক্ষণ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের চোখ নিষ্প্রভ করে দিলাম যে, এখন আমার আযাবের এবং আমার সাবধানবাণী ও হুঁশিয়ারীর স্বাদ গ্রহণ করো। (৩৮) অতি প্রত্যুষেই একটি অমোঘ ও অপ্রতিরোধ্য আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করে লইল। (৩৯) এখন আস্বাদন করো আমার আযাবের ও হুঁশিয়ারীর স্বাদ। (সূরা ক্বামার)

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ -

কিন্তু যখন দেখল যে, খাওয়ার দিকে তাদের হাত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সে সন্দিগ্ন হলো এবং মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগল। তারা বলল ঃ "ভয় পেয়ো না। আমরা লুত জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছি।" (সূরা হুদ ঃ ৭০)

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ - (الانبياء : ٧١)

আর আমরা তাকে ও লূতকে বাঁচিয়ে সে অঞ্চলের দিকে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমরা দুনিয়াবাসীর জন্য বিপুল বরকত রেখে দিয়েছিলাম। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭১)

وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ ؕ اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ - (ص : ١٣)

এদের পূর্বে সামূদ, লূতের জাতি এবং আইকাবাসী অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। আসলে এরাই তো ছিল বিরাট বাহিনী! (সূরা সোয়াদ ঃ ১৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلُوْطٍ اِنْ كَانَ لَيَاْوِىْ اِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন ঃ আল্লাহ লূত (আ)-কে ক্ষমা করুন। তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। (বুখারী)

সুনান ইবন মাজায় হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিতঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَا رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِ يْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِيْ السَّجْنِ طُوْلَ مَالَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّعِىَ .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ইবরাহীম (আ)-এর তুলানায় আমরাই সন্দেহ পোষণের অধিক উপযুক্ত যখন তিনি বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো (তা) আমাকে দেখাও। তিনি বললেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস করো না ? সে বলল, কেন করব না, তবে এ কেবল আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য" (২ ঃ ২৬০)। আল্লাহ লূত (আ)-কে অনুগ্রহ করুন। তিনি এক শক্তিশালী স্তম্ভের আশ্রয় চেয়েছিলেন। আমি ইয়ুসুফ (আ)-এর মতো ততকাল জেলখানায় বন্দী থাকলে অবশ্যই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম" (কিতাবুল ফিতান, বাবুস সাব্‌র আলাল বালা দেওবন্দ সং পৃ. ২৯১ বৈরূত সং ২য় পৃ. ১৩৩৫-৬, ৪০২৬)

ইমাম ইবনে কাছীর (রহ) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে (১খ. পৃ. ১৮০) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যা হতে "শক্তিশালীস্তম্ভ" এর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঃ

رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى لُوْطٍ لَقَدْ كَانَ يَاْوِىْ اِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ يَعْنِىْ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا بَعَثَ اللّٰهُ بَعْدَهُ مِنْ نَبِىٍّ اِلَّا مِنْ فِىْ ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِهِ.

"লূত (আ)-এর ওপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। তিনি একটি সুদৃঢ় স্তম্ভের অর্থাৎ মহামহিম আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পর হতে যে কোনো জাতির নিকট তাদের মধ্যকার প্রভাবশালী বংশ হতেই নবী পাঠিয়েছেন" হাদীসটি আল-মুসতাদরাক গ্রন্থেও সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ বর্ণিত হয়েছে (২খ. পৃ. ৫৬১)।

## ১৭. হযরত মূসা (আ)

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٣) اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا
شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ (٤) وَنُرِيْدُ اَنْ
نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ (٥) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى
الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ (٦) وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ
اَرْضِعِيْهِ ج فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ ج اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ (٧) فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ط اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا
خٰطِئِيْنَ (٨) وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ ط لَا تَقْتُلُوْهُ ق عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ
وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (٩) وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ط اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا
لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠) وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ ز فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (١١) وَحَرَّمْنَا
عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ (١٢) فَرَدَدْنٰهُ
اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٣) وَلَمَّا بَلَغَ
اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰٓى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (١٤) وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ
مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ز هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ج فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى
الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ لا فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ز قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ (١٥)
قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (١٦) قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ
فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ (١٧) فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ
يَسْتَصْرِخُهٗ ط قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ (١٨) فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا لا
قَالَ يٰمُوْسٰٓى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ
وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ (١٩) وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ز قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ
يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ (٢٠) فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ز قَالَ رَبِّ
نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٢١) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ
(٢٢) وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ز وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ج قَالَ
مَا خَطْبُكُمَا ط قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ (٢٣) فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰٓى اِلَى الظِّلِّ

فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ز قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ط فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لا قَالَ لَا تَخَفْ قف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢٥) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ز إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ط أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ط وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٨) فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ج قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٣٠) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ط فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ط يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ قف إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (٣١) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ز وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ط إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٣٢) قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٣) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ز إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (٣٤) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ج بِآيَاتِنَا ج أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (٣٥) فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (٣٦) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ط إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٣٧) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ج فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى لا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٨) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (٣٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ج فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٤٠) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ج وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ (٤١) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ج وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (٤٢) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٣) - (القصص)

(৩) আমরা মূসা ও ফিরাউনের কিছু কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে তোমাকে শুনাচ্ছি, এমন লোকদের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে, যারা ঈমান আনে। (৪) প্রকৃত ঘটনা এই যে, ফিরাউন পৃথিবীতে সীমালংঘন ও বিদ্রোহ করছিল এবং এর অধিবাসী জনসাধারণকে দলে উপদলে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তন্মধ্যে একদলকে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছিল। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত থাকতে দিত। আসলে সে ছিল অত্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের অন্যতম। (৫) আর আমরা অভিপ্রায় করছিলাম যে, পৃথিবীতে যারা নির্যাতিত, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করব। তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাব তাদেরকেই উত্তরাধিকারী বানাব (৬) এবং পৃথিবীতে তাদেরকেই ক্ষমতাসীন করব আর তাদের মাধ্যমে ফিরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সামন্তকে সে সব কিছু দেখব, যাকে তারা ভয় করত। (৭) আমরা মূসার মাকে ইংগিত করলামঃ "একে দুধ পান করাও, তারপর যখন তার জীবন সম্পর্কে তোমার মনে আশংকা জাগবে, তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেবে এবং কোনোরূপ ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা করবে না। আমরা তাকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে আনব এবং তাকে নবী-পয়গাম্বরদের মধ্যে শামিল করব।" (৮) শেষ পর্যন্ত ফিরাউনের ঘরের লোকেরা (তাকে) নদী হতে তুলে আনল, যেন সে তাদের দুশমন হয় এবং তাদের পক্ষে চিন্তা-ভাবনার কারণ হয়। বাস্তবিকই ফিরাউন, হামান এবং তাদের সৈন-সামন্ত নিজেদের (কলা-কৌশল ও নীতি-ভঙ্গিতে) বড়ই ভ্রান্ত ছিল। (৯) ফেরাউনের স্ত্রী (তাকে) বলল ঃ এ বালক আমার ও তোমার জন্য চোখ শীতলকারী। একে হত্যা করো না। আশ্চর্যের কি আছে, এ বালক হয়ত আমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে কিংবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নিতে পারি, অথচ তারা (পরিণাম সম্পর্কে) ছিল সম্পূর্ণ বেখবর। (১০) এদিকে মূসার মা'র অন্তর বিচলিত হয়ে উঠছিল। আমরা যদি তার অন্তরকে সুদৃঢ় করে না দিতাম, তাহলে সে তার গোপন কথা প্রকাশ করে বসত, যেন সে (আমাদের ওয়াদার প্রতি) ঈমানদার হয়। (১১) সে শিশুর ভগ্নীকে বলল, এর পেছনে পেছনে যাও। এই অনুসারে সে দূরে থেকে তাকে এমনভাবে দেখতে লাগল যে, (শত্রুরা) তা টেরও পেল না। (১২) আমরা ইতিপূর্বেই শিশুর জন্য স্তন্য দানকারিণীদের স্তন হারাম করে দিয়েছিলাম। (এ অবস্থা দেখে) এই সে মেয়েটি তাদেরকে বলল ঃ "আমি তোমাদেরকে এমন গৃহ সন্ধান করে দেব, যার লোকেরা এর লালন পালনের দায়িত্ব নিতে পারে এবং কল্যাণ কামনা সহকারে একে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে ? (১৩) এভাবে আমরা মুসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম, যেন তার চোখ শীতল হয়, সে চিন্তায় কাতর হয়ে না পড়ে এবং জেনে নেয় যে, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য ছিল; কিন্তু অনেক লোক এ কথা জানেনা। (১৪) মূসা যখন পূর্ণ যৌবনে পৌছল এবং তার লালন-পালন সম্পূর্ণ হলো, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা (হুকুম) ও জ্ঞান দান করলাম। সচ্চরিত্রের লোকদেরকে আমরা এ ধরনেরই পুরস্কার দিয়ে থাকি। (১৫) (একদিন) সে এমন সময় শহরে প্রবেশ করল, যখন শহরবাসী অসতর্ক অবস্থায় ছিল। সেখানে সে দেখিল দু'জন লোক মারামারি করছে। একজন ছিল তার নিজের জাতির আর অপরজন ছিল তার শত্রু জাতির লোক। তার নিজ জাতির লোকটি শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য তাকে ডাকল। মূসা তাকে একটি ঘুষি মারল এবং এতেই তার কর্ম সাঙ্গ হয়ে গেল। (এ কার্য সংঘটিত হতেই) মূসা বলল ঃ এটি শয়তানের কাণ্ড আর সে ভয়ঙ্কর শত্রু ও প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী। (১৬) তারপর সে বলতে লাগলঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমি আমার নিজের ওপর জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করো।" আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিলেন; তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১৭) মূসা শপথ করে

বলল ঃ হে আমার রব্ব! তুমি আমার প্রতি এই যে অনুগ্রহ করলে, অতঃপর আমি আর কখনো পাপী লোকদের সাহায্যকারী হব না। (১৮) পরদিন খুব সকাল বেলা সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ও চারিদিকের শংকা বোধ করে শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সহসা দেখতে পেল, সে ব্যক্তিই— যে গতকাল তাকে সাহায্যের জন্য ডেকেছিল— আজ আবার তাকে ডাকেছে। মূসা বলল ঃ "তুমি তো দেখছি বড়ই বিভ্রান্ত ব্যক্তি। (১৯) তারপর মূসা যখন দুশমন ব্যক্তির ওপর হামলা করার ইচ্ছা করল, তখন সে চীৎকার করে উঠল, বলল ঃ "হে মূসা! তুমি কি আজ আমাকে তেমনিভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ, যেভাবে গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ ? তুমি কি এ দেশে অত্যাচারী হয়ে বসবাস করতে চাও, সংশোধনকামী হতে চাও না ?" (২০) এরপর শহরের দূর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল এবং বলল ঃ "মূসা! কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যে পরামর্শ হয়েছে তোমাকে হত্যা করার বিষয়ে, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। আমি তোমার একজন মংগলকামী।" (২১) এ সংবাদ শোনা মাত্রই মূসা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বের হলো এবং সে দো'আ করল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমাকে জালিমদের কবল থেকে রক্ষা করো।"(২২) (মিসর হতে বের হয়ে) মূসা যখন মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলো, তখন সে বলল ঃ "আশা করি আমার রব্ব আমাকে ঠিক পথে পরিচালিত করব।" (২৩) যখন সে মাদইয়ানের পানির কূপের কাছে পৌছল তখন সে দেখল যে, বহু সংখ্যক লোক নিজেদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। তাদের কাছে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একদিকে দু'জন স্ত্রীলোক নিজেদের জন্তুগুলোকে আটক করে রেখেছে। মূসা এই স্ত্রীলোক দু'জনকে জিজ্ঞেস করল ঃ "তোমাদের কি অসুবিধা ?" তারা বলল ঃ "আমরা আমাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাতে পারছি না, যতক্ষণ এই রাখালেরা নিজেদের জন্তুগুলোকে নিয়ে চলে না যায়। আর আমাদের পিতা একজন অতি বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি।" (২৪) এ কথা শুনে মূসা তাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিল। তারপর সে এক ছায়াচ্ছন্ন স্থানে গিয়ে বসল এবং বলল ঃ "পরওয়ারদেগার! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণই নাযিল করবে, আমি তারই মুখপেক্ষী।" (২৫) (অল্প কিছুক্ষণ পরই) এ দু'জন স্ত্রীলোকের একজন লজ্জা ও শালীনতা সহকারে তার কাছে এসে বলতে লাগল ঃ "আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন; আপনি আমাদের জন্য জন্তুগুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন, তিনি আপনাকে এর প্রতিদান দেবেন।" মূসা যখন তার কাছে পৌছল এবং নিজের সমস্ত কাহিনী তাকে শুনাল, তখন সে বলল ঃ "ভয় করো না, এখন তুমি জালিমদের হাত থেকে বেঁচে গেছ।" (২৬) এ দু'জন স্ত্রীলোকের একজন তার পিতাকে বলল ঃ "আব্বাজান! এ ব্যক্তিকে কর্মচারী হিসেবে রেখে দিন, সর্বাপেক্ষা ভালো কর্মচারী সে-ই হতে পারে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।" (২৭) তার পিতা (মূসাকে) বলল ঃ "আমি চাই, আমার এ দু' কন্যার মধ্যে একজনের বিয়ে তোমার সাথে সম্পন্ন করে দেই। তবে এ শর্তে যে, তুমি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকরী করবে। আর যদি দশ বছর পূর্ণ করে দাও, তবে তা তোমার মর্জী। আমি তোমার প্রতি কোনো কষ্ট চাপাতে চাই না, তুমি ইনশা-আল্লাহ আমাকে সৎলোক হিসেবেই দেখতে পাবে।" (২৮) মূসা জবাব দিল ঃ "আমার ও আপনার মধ্যে একথা স্থিরীকৃত হয়ে গেল। এ দু'টি মেয়াদের মধ্যে আমি যেটাই পূর্ণ করব, এরপর আমার প্রতি আর কিছু বৃদ্ধি হতে পারবে না। আর যেসব বিষয় আমরা স্থির করছি, আল্লাহ সে বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক। (২৯) মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করে দিল এবং সে তার পরিবারবর্গকে সাথে নিয়ে যেতে লাগল, তখন 'তূর' পাহাড়ের দিকে সে একটি আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল ঃ "তোমরা থাম, আমি একটি আগুন দেখছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে কোনো খবর নিয়ে আসব কিংবা

এই আগুন হতে কোনো অংগারই নিয়ে আসব, যা থেকে তোমরা তাপ গ্রহণ করতে পারবে।" (৩০) সেখানে পৌঁছার পর প্রান্তরের ডান দিকে অবস্থিত পবিত্র ভূখণ্ডের একটি গাছের আড়াল থেকে আওয়ায এল ঃ "হে মূসা! আমিই আল্লাহ, সমগ্র বিশ্বের মালিক।" (৩১) এবং (নির্দেশ দেয়া হলো যে,) তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ করো। যখনই মূসা দেখলো যে লাঠিটি সাপের মতো হামাগুড়ি দিয়ে চলছে, তখন সে পিঠ ফিরে দেখতে লাগল এবং একবার মুখ ফিরিয়েও দেখল না। (ইরশাদ হলোঃ) "মূসা! ফিরে এস, ভয় পেয়োনা, তুমি সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ। (৩২) তুমি তোমার হাত তোমার বক্ষস্থলে ঢুকাও, কোনোরূপ কষ্ট ব্যতীতই তা আলোকে উজ্জ্বল হয়ে বের হবে। আর ভয় হতে বাঁচবার জন্য তোমার হাত বুকের মধ্যে চেপে ধরো। এ দু'টি উজ্জ্বল নিদর্শন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ফিরাউন এবং তার সভাসদবৃন্দের সামনে পেশ করার জন্য, তারা বড়ই নাফরমান। (৩৩) মূসা আরয করল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমি তো তাদের একটি লোককে হত্যা করেছি। ভয় করছি, এরা আমাকে মেরে ফেলবে। (৩৪) আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে অধিক বাকপটু। তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে পাঠাও, যেন সে আমাকে সমর্থন দেয়। আমি আশংকা বোধ করছি যে, এই লোকেরা আমাকে অমান্য করবে।" (৩৫) বলল ঃ "আমরা তোমার ভাইয়ের সাহায্যে তোমার হস্তকে মজবুত করব এবং তোমাদের দু'জনকে এমন প্রতিপত্তি দান করব যে, এরা তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। আমাদের দেয়া নিদর্শনসমূহের বলে তোমরা ও তোমাদের অনুসরণকারীরাই বিজয়ী হবে। (৩৬) অতপর মূসা যখন সে লোকদের কাছে আমাদের প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে পৌঁছল, তখন তারা বলল, এ তো কিছুই নয়, শুধু কৃত্রিম জাদু মাত্র। আর এসব কথাবার্তা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদার কাল থেকে কখনো শুনতে পাইনি। (৩৭) মূসা জবাব দিল ঃ "আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সে ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে ওয়াকিফহাল, যে ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে হেদায়েত নিয়ে এসেছে এবং শেষ পরিণাম কার ভালো হবে, তা তিনিই ভালো জানেন।" বস্তুত জালিম কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। (৩৮) আর ফিরাউন বলল ঃ "হে সভাসদবৃন্দ! আমি তো নিজেকে ছাড়া তোমাদের আর কোনো রব্বকে জানি না। ওহে হামান! আমার জন্য ইট তৈরী করে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করে দাও তো! সম্ভবত আমি তাতে আরোহণ করে মূসার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে দেখতে পাব, আমি তো তাঁকে মিথ্যা মনে করি।" (৩৯) সে এবং তার সৈন্য-সামন্ত পৃথিবীতে কোনোরূপ অধিকার ছাড়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করে বসল। মনে করল যে, তাদেরকে আমার কাছে কখনো ফিরে আসতে হবে না। (৪০) শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার সৈন্য সামন্তকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। এখন দেখো, এই জালিমদের পরিণাম কি হয়েছে। (৪১) আমরা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী নেতা বানিয়ে দিয়েছিলাম। কেয়ামতের দিন তারা কোথাও থেকে কোনোরূপ সাহায্য লাভ করতে পারবে না। (৪২) আমরা এ দুনিয়ায় তাঁদের পিছনে অভিশাপ লাগিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিন তারা বড়ই ধিকৃত ও নিন্দিত অবস্থায় পতিত হবে। (৪৩) অতীত বংশধরদের ধ্বংস করে দেয়ার পর আমরা মূসাকে কিতাব দান করেছি, লোকদের জন্য অন্তর্দৃষ্টি লাভের সামগ্রীরূপে এবং হেদায়েত ও রহমত হিসেবে, যেন লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (সূরা কাসাস)

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ (٩) اِذْ رَاٰنَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (١٠) فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰىٓ (١١) اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٢) وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى (١٣) اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ

لا وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ (١٤) اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا تَسْعٰى (١٥) فَلَا
يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ فَتَرْدٰى (١٦) وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى (١٧) قَالَ هِىَ عَصَاىَ
ج اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى (١٨) قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى (١٩) فَاَلْقٰهَا
فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى (٢٠) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سكتة سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى (٢١) وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى
جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاۤءَ مِنْ غَيْرِ سُوْۤءٍ اٰيَةً اُخْرٰى (٢٢) لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى (٢٣) اِذْهَبْ اِلٰى
فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى (٢٤) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ (٢٥) وَيَسِّرْ لِىْۤ اَمْرِىْ (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ
لِّسَانِىْ (٢٧) يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ (٢٨) وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ (٢٩) هٰرُوْنَ اَخِىْ (٣٠) اشْدُدْ بِهٖۤ
اَزْرِىْ (٣١) وَاَشْرِكْهُ فِىْۤ اَمْرِىْ (٣٢) كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا (٣٣) وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا (٣٤) اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا
بَصِيْرًا (٣٥) قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى (٣٦) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰۤى (٣٧) اِذْ اَوْحَيْنَاۤ
اِلٰۤى اُمِّكَ مَا يُوْحٰۤى (٣٨) اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ
عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ج وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ (٣٩) اِذْ تَمْشِىْۤ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ
هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰۤى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ؕ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ
الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا سكتة فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْۤ اَهْلِ مَدْيَنَ لا ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى (٤٠) وَاصْطَنَعْتُكَ
لِنَفْسِىْ (٤١) اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَلَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ (٤٢) اِذْهَبَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ
طَغٰى (٤٣) فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى (٤٤) قَالَا رَبَّنَاۤ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَاۤ اَوْ
اَنْ يَّطْغٰى (٤٥) قَالَ لَا تَخَافَاۤ اِنَّنِىْ مَعَكُمَاۤ اَسْمَعُ وَاَرٰى (٤٦) فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَاۤ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ
مَعَنَا بَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ لا وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ؕ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى (٤٧) اِنَّا
قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَاۤ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى (٤٨) قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى (٤٩) قَالَ رَبُّنَا
الَّذِىْۤ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى (٥٠) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى (٥١) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ
فِىْ كِتٰبٍ ج لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى (٥٢) الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا
وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ؕ فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى (٥٣) كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى ع (٥٤) مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (٥٥)
وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى (٥٦) قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى (٥٧)
فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَاۤ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى (٥٨) قَالَ

مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (٥٩) فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى (٦٠) قَالَ
لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى (٦١)
فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى (٦٢) قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ
اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى (٦٣) فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ
مَنِ اسْتَعْلٰى (٦٤) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى (٦٥) قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ
فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى (٦٦) فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى (٦٧)
قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى (٦٨) وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۗ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ۗ
وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى(٦٩) فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى (٧٠) قَالَ
اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۗ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ
خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ؗ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى (٧١) قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ
عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ۗ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
(٧٢) اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى (٧٣) وَلَقَدْ اَوْ
حَيْنَا اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى
(٧٧) فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (٧٨) وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى
(٧٩) يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوٰى (٨٠) كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ
غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى (٨١) وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى (٨٢) وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ
قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى (٨٣) قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِيْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى (٨٤) قَالَ فَاِنَّا قَدْ
فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٨٥) فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ
يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۗ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ
مَّوْعِدِيْ (٨٦) قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ
اَلْقَى السَّامِرِيُّ (٨٧) فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۙ فَنَسِيَ
(٨٨) اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا (٨٩) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ

قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِىْ (٩٠) قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ
عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى (٩١) قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا (٩٢) اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ
اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ (٩٣) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَلَا بِرَاْسِىْ ۚ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ
بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ (٩٤) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِىُّ (٩٥) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا
بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ (٩٦) قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى
الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَامِسَاسَ ۖ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ
عَاكِفًا ۖ لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا (٩٧) اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ
شَىْءٍ عِلْمًا (٩٨) كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا (٩٩) مَنْ
اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ل (١٠٠) خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا (١٠١)-

(৯) তুমি মূসার খবর কিছু পেয়েছ কি ? (১০) যখন সে এক আগুন দেখতে পেল এবং নিজের পরিবারবর্গকে বলল ঃ "একটু অপেক্ষা করো, সম্ভবত তোমাদের জন্য এক-আধটি অংগার নিয়ে আসব; কিংবা এ আগুনের কাছ থেকে আমি কোনো পথের দিশা লাভ করব।" (১১-১২) সেখানে পৌঁছলে তাকে ডাক দিয়ে বলা হলো ঃ "হে মূসা! আমিই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। জুতা খুলে ফেল। তুমি তো 'তুওয়া' নামক পবিত্র প্রান্তরে সমুপস্থিত।" (১৩) আর আমি তোমাকে বাছাই করে— পছন্দ করে নিয়েছি। তুমি শোনো, (তোমার প্রতি) যা কিছু ওহী করা হয়। (১৪) আমিই আল্লাহ্— আমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ্ নেই। অতএব তুমি আমার বন্দেগী করো এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করো। (১৫) কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে। আমি সে নির্দিষ্ট সময়টা গোপন রাখতে চাই, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় চেষ্টা-সাধনা অনুসারে প্রতিফল পেতে পারে। (১৬) কাজেই যে ব্যক্তি এর প্রতি ঈমান আনে না এবং আপন প্রবৃত্তির বাসনা-লালসার দাস হয়ে গেছে, সে যেন তোমাকে সে নির্দিষ্ট সময়ের চিন্তা-ভাবনা হতে বিমুখ করে না দেয়। অন্যথায় তুমি ধ্বংসের কবলে পতিত হবে। (১৭) আর হে মূসা! তোমার হাতে ওটা কি।" (১৮) মূসা জবাব দিল ঃ এটি আমার লাঠি। আমি এর ওপর ভর করে চলি, এর দ্বারা আমার ছাগলগুলোর জন্য পাতা পাড়ি। আরও বহু কাজ আমি এ দ্বারা সম্পাদন করে থাকি। (১৯) বলল ঃ " একে নিক্ষেপ করো হে মূসা!" (২০) সে নিক্ষেপ করল আর অমনি তা একটি সাপ হলো যা দৌড়াতে লাগল। (২১) বলল ঃ "ওকে ধরে ফেল এবং ভয় পেও না। আমরা ওকে আবার তেমনই বানিয়ে দেব, যেমন সে ছিল। (২২) আর তোমার হাতখানি একটু বগলের মধ্যে চেপে ধরো, তা কোনো প্রকার কষ্ট-দুঃখ ছাড়াই উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। এটি দ্বিতীয় নিদর্শন। (২৩) কেননা আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখাব। (২৪) এখন তুমি ফিরাউনের কাছে যাও। সে বড় অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।" (২৫-২৮) মূসা নিবেদন করল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-মালিক! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার মুখের আড়ষ্টতা দূর করে দাও, যেন লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯-৩০) আর আমার জন্য আমার নিজের

পরিবারের মধ্য থেকে সহকর্মী হিসেবে নির্দিষ্ট করে দাও আমার ভাই হারুনকে। (৩১-৩৪) তার সহায়তায় আমার হাত মজবুত করো এবং তাকে আমার কাজে শরীক বানিয়ে দাও, যেন আমরা খুব বেশি করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি, তোমার কথা খুব বেশি পরিমাণে চর্চা, আলোচনা ও স্মরণ করি। (৩৫) তুমি তো সব সময়ই আমাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছ।" (৩৬) বলল ঃ হে মূসা! তুমি যাকিছু চেয়েছ তা দেয়া হলো। (৩৭) আমরা আবার একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলাম। (৩৮-৩৯) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা তোমার মাকে ইংগিত করেছিলাম— এমন ইংগিত যা ওহীর সাহায্যেই করা হয়— যে, এ শিশুকে বাক্সের মধ্যে রেখে দাও এবং বাক্সটিকে নদীতে ভাসিয়ে দাও। নদী তাকে কিনারার দিকে ঠেলে দেবে এবং তাকে আমার শত্রু ও এ শিশুটির শত্রু তুলে নেবে। আমি নিজের দিক হতে তোমার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করে দিলাম যে, তুমি আমারই রক্ষণাবেক্ষণে লালিত-পালিত হবে। (৪০) স্মরণ করো, যখন তোমার বোন চলছিল, তারপর গিয়ে বলল, 'আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির খোঁজ দেব যে এ শিশুর লালন-পালন ভালোভাবেই করবে ?' এভাবে আমরা তোমাকে পুনরায় তোমার মায়ের কাছে পৌঁছে দিলাম, যেন তার চোখ শীতল থাকে এবং সে দুঃখ-ভারাক্রান্ত না হয়। আর (এ কথাও স্মরণ করো) তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। আমরাই তোমাকে এ ফাঁদ হতে মুক্তি দিয়েছি এবং তোমাকে নানা পরীক্ষা-নিরাক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করেছি। আর তুমি মাদ্ইয়ানবাসীর মধ্যে কয়েক বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিলে এবং তারপর এখন তুমি ঠিক সময়মতই এসে পৌঁছিয়েছ হে মূসা! (৪১) আমি তোমাকে আমার কাজের যোগ্য বানিয়ে নিয়েছি। (৪২) যাও, তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনগুলোসহ আর মনে রেখো, তোমরা দু'জনে আমার স্মরণে কোনোরূপ ত্রুটি করো না। (৪৩) তোমরা দু'জনেই ফিরাউনের কাছে যাও; কেননা সে অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে গেছে। (৪৪) তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে; সম্ভবত সে নসীহত কবুল করতে কিংবা ভয় পেতে পারে। (৪৫) উভয়েই নিবেদন করল ঃ "হে আমাদের রব্ব! আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, সে আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে কিংবা সীমালংঘনকারী আচরণ করবে।" (৪৬) বলল ঃ "ভয় পেও না, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি, সবকিছুই শুনছি এবং দেখছি। (৪৭) যাও তার নিকট আরো বলো যে, আমরা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর তরফ থেকে প্রেরিত, বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না। আমরা তোমার কাছে তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালকের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। শান্তি ও নিরাপত্তা তার জন্য যে সঠিক পথের অনুসরণ করে চলবে। (৪৮) আমাদেরকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য নির্দিষ্ট যে মিথ্যা আরোপ করবে ও মুখ ফিরিয়ে নেবে।" (৪৯) ফিরাউন বলল ঃ "আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দু'জনের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু কে হে মূসা ?" (৫০) মূসা জবাব দিল ঃ "আমাদের রব্ব তিনি, যিনি প্রতিটি জিনিসকে মূল আকৃতি ও সৃষ্টি-কাঠামো দান করেছেন এবং তারপর তাকে পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন।" (৫১) ফিরাউন বলল ঃ "তাহলে পূর্বে যেসব বংশের লোক অতীত হয়ে গেছে, তাদের অবস্থা কি ছিল ?" (৫২) মূসা বলল ঃ সে সম্পর্কিত জ্ঞান আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে একটি গ্রন্থে সুরক্ষিত রয়েছে। আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক না বিভ্রান্ত হন, না ভুলে যান। (৫৩) —তিনিই, তোমাদের জন্য জমিনের বুকে শয্যা বিছিয়ে দিয়েছেন। এবং তাতে তোমাদের চলার পথ করে দিয়েছেন, ঊর্ধ্ব থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তারপর এর সাহায্যে আমরা নানাপ্রকার উদ্ভিদ উৎপাদন করেছি। (৫৪) খাও এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারকেও বিচরণ করাও। নিশ্চয়ই

এতে বহুসংখ্যক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য। (৫৫) এ জমিন থেকেই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এর মধ্যে আমরা তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব এবং এ থেকেই তোমাদেরকে পূনর্বার বের করব। (৫৬) আমরা ফিরাউনকে আমাদের সব নিদর্শনই দেখিয়েছি; কিন্তু সে মিথ্য আরোপ করেই চলল এবং মেনে নিল না। (৫৭) বলতে লাগল ঃ "হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, তুমি তোমার জাদু-শক্তি বলে আমাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করবে ? (৫৮) ঠিক আছে, আমরাও তোমার মুকাবিলায় অনুরূপ জাদু দেখাব। ঠিক করো, কখন এবং কোথায় এ মুকাবিলা হবে। না আমরা এ প্রস্তাব হতে ফিরে যাব, না তুমি ফিরে যাবে। খোলা ময়দানে সামনা-সামনি মুকাবিলায় এস।" (৫৯) মূসা বলল ঃ উৎসবের দিন স্থিরীকৃত হলো, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনতাও সমবেত হবে। (৬০) ফিরাউন ফিরে গিয়ে তার সমস্ত কলা-কৌশল একত্রিত করলো এবং মুকাবিলার জন্য উপস্থিত হলো। (৬১) মূসা (প্রত্যক্ষ মুকাবিলার সময় প্রতিপক্ষের লোকদেরকে সম্বোধন করে) বলল, "হে ভাগ্যাহত লোকেরা! আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করো না। নতুবা তিনি এক কঠিন আযাব দ্বারা তোমাদের সর্বনাশ করে দেবেন। মিথ্যা যে-ই রচনা করবে, সে-ই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে যাবে।" (৬২) এ কথা শুনে তাদের মধ্যে মতোবিরোধ দেখা দিল এবং তারা চুপি চুপি পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল। (৬৩) শেষ পর্যন্ত কিছু লোক বলল ঃ এ দু'জন তো নিছক জাদুকর। এদের উদ্দেশ্য এই যে, এরা নিজেদের জাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে দেবে এবং তোমাদের আদর্শ জীবন পদ্ধতিকে ধ্বংস করে দেবে। (৬৪) তোমরা নিজেদের সমস্ত কলা-কৌশলকে আজ একত্রিত করে নাও এবং একত্রিত হয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়। মনে রেখো, আজ যে প্রাধান্য বিস্তার করবে, জয় তারই হবে। (৬৫) জাদুকররা বলল ঃ "মূসা! তুমি আগে ছাড়বে, না আমরা অগ্রে নিক্ষেপ করব ?" (৬৬) সহসা তাদের রশিগুলো এবং তাদের লাঠিগুলো তাদের জাদুর জোরে দৌড়াচ্ছে বলে মূসার মনে হলো। (৬৭) এতে মূসার নিজের মনে ভয় হলো। (৬৮) আমরা বললাম ঃ "ভয় পেয়ো না, তুমিই জয়ী হবে। (৬৯) নিক্ষেপ করো যা কিছু তোমার হাতে আছে। তা এখনই তাদের বানোয়াট জিনিসগুলোকে গিলে ফেলবে। এরা যা কিছু বানিয়ে এনেছে, এতো জাদুকরের প্রতারণা। আর জাদুকর কখনো সফল হতে পারেনা— তা যত জাঁক-জমক করেই এসুক না কেন।" (৭০) শেষ পর্যন্ত এই হলো যে, সমস্ত জাদুকরকে সিজদায় নত করে দেয়া হলো। তারা চিৎকার করে বলে উঠল ঃ আমরা মেনে নিলাম মূসা ও হারুনের রব্বকে। (৭১) ফিরাউন বলল ঃ তোমরা ঈমান আনলে আমার অনুমতি দেয়ার আগেই ? বোঝা গেল, এরা তোমাদের গুরু, যারা তোমাদেরকে জাদুবিদ্যা শিখিয়েছে। ঠিক আছে, এখন আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেব এবং খেজুর গাছের ওপর তোমাদেরকে শুলে বসাব। এরপরই তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমাদের দু'জনের মধ্যে কার শাস্তি তুলনায় বেশি কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী (অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে বেশি শাস্তি দিতে পারি, না মূসা)। (৭২) জাদুকররা জবাব দিল ঃ "কসম সে মহান সত্তার, যিনি আমাদেরকে পয়দা করেছেন। এটি হতেই পারেনা যে, আমরা উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার পরও (মহাসত্যের ওপর) তোমাকে অগ্রাধিকার দেব। তুমি যাকিছু করতে চাও, তা করো। তুমি বেশি কিছু করলেও শুধু এই দুনিয়ার জীবনেরই ফয়সালা করতে পার। (৭৩) আমরা তো আমাদের রব্ব-এর প্রতি ঈমান এনেছি, যেন তিনি আমাদের দোষ-ক্রটিগুলো ক্ষমা করে দেন আর এই জাদুগিরী—যা করতে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলে— মার্জনা করেন। আল্লাহ্ই উত্তম— কল্যাণময় এবং

তিনিই চিরস্থায়ী।" (৭৭) আমরা মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম (এই বলে) যে, এখন রাতারাতি আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে চলতে শুরু করো এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য হতে শুষ্ক পথ বানিয়ে লও। পিছন থেকে কেউ তোমাদের তালাশ করবে, সে আশংকা করো না আর (সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে কোনো) ভয়ও পেয়ো না। (৭৮) পিছন হতে ফিরাউন তার লোক-লস্কর নিয়ে পৌঁছল এবং তারপরই সমুদ্র তাদের ওপর ছেয়ে গেল— যেমন করে ছেয়ে যাওয়া উচিত ছিল। (৭৯) ফিরাউন তার জাতির জনগণকে গুমরাহ-ই তো করেছিল, কোনো সঠিক ও নির্ভুল পথ-প্রদর্শন তো করেনি। (৮০) হে বনী-ইসরাঈল! আমরা তোমাদের শত্রু-বাহিনীর (অধীনতা ও চক্রান্ত) থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছি। আর 'তূর' পাহাড়ের ডান পার্শ্বে তোমাদের উপস্থিত হওয়ার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না ও সালওয়া' নাযিল করেছি। (৮১)—খাও আমাদের দেয়া পাবিত্র রিযিক এবং তা খেয়ে আল্লাহদ্রোহিতা করো না। নতুবা তোমাদের ওপর আমার গযব ভেঙে পড়বে আর যার ওপর আমার গযব পড়বে, তার অধঃপতন হতেই থাকবে। (৮২) অবশ্য যে তওবা করবে, ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে এবং তারপর সঠিক-সোজা পথে চলতে থাকবে, তার জন্য আমি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেব। (৮৩) আর কোন জিনিসটি তোমাকে তোমার নিজের জনগণের পূর্বেই নিয়ে এল হে মূসা? (৮৪) সে বলল ঃ "তারা তো আমার পিছনে পিছনে এসেই যাচ্ছে। আমি খুব তাড়াহুড়া করে তোমার দরবারে এসে গেছি হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু, যেন তুমি আমার প্রতি খুশি হও।" (৮৫) তিনি বলল ঃ "আচ্ছা, তাহলে শোনো। আমরা তোমার পিছনে তোমার জাতিকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি এবং সামেরী তাদেরকে গুমরাহ করেছে।"(৮৬) মূসা বড় ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত অবস্থায় নিজের লোকজনের কাছে ফিরে এল। এসে সে বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কি তোমাদের সাথে ভালো ভালো ওয়াদা করেননি?" তোমাদের কি সে দিনগুলো দীর্ঘতর মনে হয়েছিল কিংবা তোমরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালকের গযবই নিজেদের ওপর চাপিয়ে নিতে চাইছিলে, যে কারণে তোমরা আমার সাথে ওয়াদা খেলাফী করলে ?" (৮৭) তারা জবাব দিল ঃ আমরা নিজেদের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে আপনার সাথে ওয়াদাখেলাফী করিনি। ব্যাপার এই দাঁড়িয়েছিল যে, আমরা লোকদের অলংকারের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই আমরা শুধু সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম— তারপর এমনিভাবে সামেরীও কিছু ছুঁড়ে ফেলল। (৮৮) এবং তাদের জন্য একটি গো-বৎসের মূর্তি বানিয়ে নিয়ে এল। এর মধ্য হতে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। লোকেরা চীৎকার করে উঠল ঃ "এ-ই তোমাদের ইলাহ ও মূসার ইলাহ! মূসা একে ভুলে গেছে।" (৮৯) তারা কি দেখতে পাচ্ছিল না যে, সে না তাদের কথার জবাব দেয় আর না তাদের লাভ-ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা রাখে ? (৯০) হারুন (মূসার আসার) পূর্বেই তাদেরকে বলেছিল যে, "হে লোকেরা, তোমরা এর কারণে ফিত্নায় পড়ে গেছ। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু তো পরম দয়াবান। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ করো আর আমার কথা শোনো।" (৯১) কিন্তু তারা তাকে বলে দিল ঃ আমরা তো এরই পূজা করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত মূসা ফিরে না আসে। (৯২-৯৩) মূসা (তাঁর জনগণকে শাসানের পর হারুনের প্রতি ফিরে) বলল ঃ "হারুন! তুমি যখন দেখতে পেলে যে, এরা গুমরাহ হয়ে যাচ্ছে, তখন কোন জিনিস তোমাকে নিবৃত্ত করছিল আমার নীতি অনুযায়ী কাজ করা হতে ? তুমি কি আমার হুকুমের বিরুদ্ধতা করেছ" ? (৯৪) হারুন জবাব দিল ঃ "হে আমার জননী পুত্র, আমার দাড়ি ধরো না, আমার মাথার চুল টেনো না। আমার ভয় ছিল যে, তুমি এসে বলবে ঃ তুমি বনী-ইসরাঈলের মধ্যে

বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আর আমার কথার কোনো মূল্য দাওনি!" (৯৫) মূসা বলল ঃ "আর হে সামেরী! তোমার কি ব্যাপার ?" (৯৬) সে জবাব দিল ঃ আমি সে জিনিস দেখেছি, যা এই লোকেরা দেখতে পায়নি। অতএব, আমি রাসূলের পায়ের চিহ্ন হতে এক মুষ্টি মাটি তুলে নিলাম এবং তারপর তাকে ছুড়ে মারলাম। আমার মন আমাকে এ রকমেরই কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।" (৯৭) মূসা বলল ঃ "আচ্ছা তুমি দূর হয়ে যাও। এখন থেকে সারা জীবন তুমি এই বলেই চীৎকার করতে থাকবে— 'আমাকে স্পর্শ করো না'। আর তোমার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, যা কখনো তোমা থেকে দূরে চলে যাবে না। আর তাকিয়ে দেখো তোমার এই 'ইলাহ্'র প্রতি যার পূজায় তুমি ব্যস্ত রয়েছ। এখন আমরা ওকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে ফেলব এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নদীতে ভাসিয়ে দেব। (৯৮) হে লোকেরা! তোমাদের 'ইলাহ' তো একমাত্র আল্লাহ্ই। তিনি ছাড়া আর কেউই ইলাহ নয়। সমস্ত জিনিস তাঁর জ্ঞান-পরিবেষ্টিত। (৯৯) "হে মুহাম্মদ!"এভাবে আমরা অতীতের ঘটনাবলীর খবর তোমাকে জানাচ্ছি। আর আমরা একান্তভাবে আমাদের কাছ থেকে তোমাকে একটি 'যিকির' (নসীহত মালা) দান করেছি। (১০০) যে কেউ এটি হতে মুখ ফেরাবে সে কেয়ামতের দিন গুনাহের কঠিন দুর্বহ বোঝা বহন করবে। (১০১) আর এ ধরনের সব লোকই চিরদিন তাঁর অসন্তোষে নিমজ্জিত থাকবে। কেয়ামতের দিন তাদের জন্য (এই অপরাধের দায়িত্বের বোঝা) বড়ই দুর্বহ ও কষ্টদায়ক বোঝা হবে। (সূরা তোয়াহা)

وَإِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (١٠) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ أَلَا يَتَّقُوْنَ (١١) قَالَ رَبِّ إِنِّيْٓ أَخَافُ أَنْ يُّكَذِّبُوْنِ (١٢) وَيَضِيْقُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَأَرْسِلْ إِلٰى هٰرُوْنَ (١٣) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْۢبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُوْنِ (١٤) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ (١٥) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ إِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٦) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ (١٧) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ (١٨) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (١٩) قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ (٢٠) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٢١) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ (٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ أَلَا تَسْتَمِعُوْنَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ (٢٦) قَالَ إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ (٢٧) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ (٢٨) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلٰهًا غَيْرِيْ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ (٢٩) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ (٣٠) قَالَ فَأْتِ بِهٖٓ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٣١) فَأَلْقٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ (٣٢) وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ (٣٣) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهٗٓ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ (٣٤) يُّرِيْدُ أَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ (٣٥) قَالُوْٓا أَرْجِهْ

وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ (٣٦) يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ (٣٧) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ
يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ (٣٨) وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ (٣٩) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ
(٤٠) فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ (٤١) قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا
لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (٤٢) قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ (٤٣) فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ
فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ (٤٤) فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ (٤٥) فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ
سٰجِدِيْنَ (٤٦) قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٤٧) رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (٤٨) قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ
لَكُمْ ج اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ
وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ (٤٩) قَالُوْا لَا ضَيْرَ ز اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ (٥٠) اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا
خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٥١) وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ (٥٢) فَاَرْسَلَ
فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ (٥٣) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ (٥٤) وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ (٥٥) وَاِنَّا
لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ (٥٦) فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ (٥٧) وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ (٥٨) كَذٰلِكَ ۚ وَاَوْرَثْنٰهَا
بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ (٥٩) فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ (٦٠) فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ (٦١)
قَالَ كَلَّا ج اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ (٦٢) فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۚ فَانْفَلَقَ فَكَانَ
كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ (٦٣) وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ (٦٤) وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ (٦٥)
ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ (٦٦) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٦٧) وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ
الرَّحِيْمُ (٦٨)- (الشعراء)

(১০-১১) (হে মুহাম্মদ! তাদেরকে সে সময়ের কাহিনী শুনাও) যখন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক মূসাকে ডাকলেন, "জালিম জাতির কাছে যাও— ফিরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে— তারা কি ভয় করে না ?" (১২) সে আরয করল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু আমার ভয় হচ্ছে যে, সে আমাকে মিথ্যা ভেবে অমান্য করবে। (১৩) আমার অন্তর কুণ্ঠিত ও সংকুচিত হচ্ছে, আমার জিহ্বাও সঞ্চালিত হচ্ছে না। আপনি হারুনকে রিসালাত দান করুন। (১৪) আর আমার বিরুদ্ধে তো তাদের একটি গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। এ কারণে আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।" (১৫) তিনি বলল ঃ "কক্ষণও নয়, তোমরা দু'জনই যাও আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে, আমরা তোমাদের সাথে থেকে সব কিছু শুনতে থাকব। (১৬-১৭) অতএব, ফিরাউনের কাছে যাও এবং তাকে বলো ঃ আমাদেরকে রাব্বুল আলামীন এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যে, তুমি বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দেবে।" (১৮) ফিরাউন বলল ঃ "আমরা কি তোমাকে আমাদের ঘরে বাল্যাবস্থায় লালন-পালন করিনি। তুমি তোমার জীবনের ক'টি বছর আমাদের এখানে কাটিয়েছ। (১৯) তারপর তুমি যা করেছ তা তো

করেছই, তুমি বড়ই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি।" (২০) মূসা জবাব দিল ঃ "সে সময় আমি অজ্ঞতাবশত সে কাজ করেছিলাম। (২১) তারপর আমি তোমাদের ভয়ে পালিয়ে গেলাম। অতপর আমার রব্ব আমাকে 'হুকুম' দান করলেন এবং আমাকে নবী-রাসূলগণের মধ্যে শামিল করে নিলেন। (২২) আর তুমি আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের দোহাই দিয়েছ, এর নিগূঢ় তাৎপর্য এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছিলে।" (২৩) ফিরাউন জিজ্ঞেস করল ঃ "এই রাব্বুল আলামীনটা কে ?" (২৪) মূসা জবাব দিল ঃ "আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তিনি। আর সে সব জিনিসেরও তিনি সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, যাকিছু আসমান ও জমিনের মধ্যে রয়েছে,—যদি তোমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী হও।" (২৫) ফিরাউন তার চারপার্শের লোকদেরকে বলল ঃ 'তোমরা শুনছ তো ?' (২৬) মূসা বলল ঃ "তিনি তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এবং তোমাদের সে বাপ-দাদাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যারা চলে গেছে।" (২৭) ফিরাউন (উপস্থিত লোকদেরকে) বলল ঃ তোমাদের কাছে প্রেরিত "তোমাদের এই রাসূল সাহেবকে একেবারেই পাগল বলে মনে হয়।" (২৮) মূসা বলল ঃ "পূর্ব ও পশ্চিম আর যাকিছু এ দু'য়ের মধ্যে রয়েছে সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তিনি, যদি তোমাদের কোনো বুদ্ধি-জ্ঞান থেকে থাকে।" (২৯) ফিরাউন বললঃ "তুমি যদি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকেও মা'বুদ হিসেবে মেনে লও, তবে যারা কয়েদখানায় বন্দী হয়ে পঁচছে তোমাকেও সে-লোকদের মধ্যে গণ্য করব। (৩০) মূসা বলল ঃ "আমি যদি তোমার সামনে একটি সুস্পষ্ট জিনিস নিয়ে আসি, তবুও ?" (৩১) ফিরাউন বলল ঃ "আচ্ছা, তাহলে তুমি নিয়ে আস, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (৩২) (তার মুখ হতে এ কথা বের হতেই) মূসা নিজের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই সেটি একটি সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হলো। (৩৩) অতপর সে নিজের হাত (বগলের নীচ হতে) টেনে বের করল; তা সব দর্শকের সামনে ঝক্‌মক্ করছিল। (৩৪) ফিরাউন তার চারপার্শে অবস্থিত সরদারদেরকে বলল ঃ "এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন দক্ষ জাদুকর। (৩৫) সে নিজের জাদুর জোরে তোমাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিতে চায়। এখন বলো তোমরা কি নির্দেশ দিচ্ছ ?" (৩৬-৩৭) তারা বলল ঃ "তাকে এবং তার ভাইকে আটক করে রাখুন; আর শহর-নগরে সংগ্রহকারী লোক পাঠিয়ে দিন, তারা সব দক্ষ জাদুকরকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে। (৩৮) তদনুযায়ী একদিন নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদের একত্রিত করা হলো। (৩৯) আর লোকদেরকে বলা হলো ঃ "তোমরা কি সম্মেলনে যাবে ? (৪০) সম্ভবত আমরা জাদুকরদের ধর্মের ওপরই থেকে যাব— যদি তারা জয়ী হয়।" (৪১) জাদুকররা যখন ময়দানে এল তখন তারা ফিরাউনকে বলল ঃ "আমাদেরকে পুরস্কার দেয়া হবে তো, যদি আমরা জয়ী হই ?" (৪২) সে বলল ঃ "হ্যাঁ, আর তখন তো তোমরা নিকটবর্তীদের মধ্যে গণ্য হবে।" (৪৩) মূসা বলল ঃ তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো। (৪৪) অমনি তারা নিজেদের রশি ও লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করল আর বলল ঃ "ফিরাউনের সৌভাগ্যের দোহাই! আমরাই জয়ী থাকব।" (৪৫) অতপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, তখন সহসাই তা তাদের মিথ্যা কৃতিত্বকে গিলে ফেলতে লাগল। (৪৬—৪৮) এ দেখে সব জাদুকরই স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় পড়ে গেল এবং বলে উঠল ঃ "মেনে নিলাম আমরা রাব্বুল আলামীনকে— মূসা ও হারুনের রব্বকে।" (৪৯) ফিরাউন বলল ঃ "তোমরা মূসার কথা মেনে নিলে আমার অনুমতি দেয়ার আগেই! নিশ্চয়ই এ তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। আচ্ছা! এখনই তোমরা জানতে পারবে! আমি তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং তোমাদের সকলকে শুলবিদ্ধ করব।" (৫০) তারা জবাব দিল ঃ

"কোনো পরোয়া নেই, আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে পৌঁছে যাব। (৫১) আর আমাদের আশা আছে যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। কেননা আমরা সর্বপ্রথমে ঈমান এনেছি।" (৫২) আর আমরা মূসাকে এ মর্মে ওহী পাঠালাম যে ঃ "রাতের মধ্যেই আমার বান্দাহদের নিয়ে বের হয়ে যাও। তোমাদের কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।" (৫৩-৫৪) এতে ফিরাউন (সৈন্যদের একত্রিত করবার উদ্দেশ্যে) শহরে-নগরে নকীব প্রেরণ করল এবং (বলে পাঠাল যে,) "এরা অতি অল্প সংখ্যক লোক, (৫৫) এবং এরা আমাদেরকে বহু অসন্তুষ্ট করেছে। (৫৬) আর আমরা এমন একটি দল, সদাসতর্ক থাকাই যার স্থায়ী রীতি।" (৫৭-৫৮) এভাবে আমরা তাদেরকে তাদের বাগ-বাগিচা, ঝর্ণাধারা, ধন-ভাণ্ডার এবং তাদের সুরম্য ঘর-বাড়ি হতে বের করে আনলাম। (৫৯) এসব ঘটেছে তাদের সাথে আর (অপরদিকে) আমরা বনী ইসরাঈলকে এসব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম। (৬০) ভোর থেকে এই লোকেরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (৬১) তারপর উভয় দল যখন মুখামুখী হলো তখন মূসার সঙ্গী-সাথীরা চিৎকার করে বলে উঠল ঃ "আমরা তো ঘেরাও হয়ে গেলাম!" (৬২) মূসা বলল ঃ "কক্ষনোও নয়, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। তিনি অবশ্যই আমাকে পথ-প্রদর্শন করবে।" (৬৩) আমরা মূসাকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলাম ঃ 'সমূদ্রের ওপর তোমার লাঠি মারো।' সহসা সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং এর প্রতিটি অংশ এক একটি বিরাট পর্বতের আকার ধারণ করল। (৬৪) ঠিক সেখানে আমরা অপর দলটিকেও কাছাকাছি উপস্থিত করলাম। (৬৫-৬৬) তারপর মূসা ও তার সঙ্গী লোকদেরকে আমরা বাঁচিয়ে নিলাম এবং অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম। (৬৭) এ ঘটনায় একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই তা মানতে প্রস্তুত নয়। (৬৮) আর সত্য কথা এই যে, তোমার রব্ব মহা পরাক্রমশালী, অসীম করুণাময়ও। (সূরা শু'আরা)

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (١٠٠) تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (١٠١) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (١٠٢) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٠٣) وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (١٠٥) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠٦) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (١٠٨) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (١٠٩) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (١١٠) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (١١١) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (١١٢) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ

تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوْا ج فَلَمَّآ أَلْقَوْا سَحَرُوْٓا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ
وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ (١١٦) وَأَوْحَيْنَآ إِلٰى مُوْسٰٓى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ج فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ (١١٧)
فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١١٨) فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ (١١٩) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ
سٰجِدِيْنَ (١٢٠) قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٢١) رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (١٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ
أَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ج إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ أَهْلَهَا ج فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (١٢٣)
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيْنَ (١٢٤) قَالُوْٓا إِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ
(١٢٥) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ط رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ
(١٢٦) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ط قَالَ
سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ج وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ (١٢٧) قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ
وَاصْبِرُوْا ج إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ لا يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٢٨) قَالُوْٓا أُوْذِيْنَا مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (١٢٩) وَلَقَدْ أَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (١٣٠)
فَإِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ج وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ط أَلَآ إِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٣١) وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا لا فَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِيْنَ (١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ قف
فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ (١٣٣) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عِنْدَكَ ج لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ
الرِّجْزَ إِلٰٓى أَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ (١٣٥) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ (١٣٦) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ لا بِمَا صَبَرُوْا ط وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ
يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ (١٣٧) وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ
عَلٰٓى أَصْنَامٍ لَّهُمْ ج قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ إِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ط قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ (١٣٨) إِنَّ
هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٣٩) قَالَ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِيْكُمْ إِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى

الْعٰلَمِيْنَ (١٤٠) وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ج يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (١٤١) وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ
فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ج وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ
الْمُفْسِدِيْنَ (١٤٢) وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ لا قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ط قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ
وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ج فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى
صَعِقًا ج فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٤٣) قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ
عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ ز فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهٗ فِي الْاَلْوَاحِ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ج فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ط سَاُورِيْكُمْ
دَارَ الْفٰسِقِيْنَ (١٤٥) سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ
لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ط
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ (١٤٦) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ ط هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٤٧) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا
جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ط اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا م اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ (١٤٨) وَلَمَّا
سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا لا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
(١٤٩) وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا لا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ج اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ
رَبِّكُمْ ج وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ط قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا
يَقْتُلُوْنَنِيْ ز فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (١٥٠) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ
وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ز وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (١٥١) اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ (١٥٢) وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا
مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ز اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٥٣) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ
الْاَلْوَاحَ ج وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ (١٥٤) وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ
رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ج فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ط اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
السُّفَهَآءُ مِنَّا ج اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ط تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ط اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ (١٥٥) وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِىْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ (١٥٦)- (الاعراف)

(১০০) যারা পূর্ববর্তী দুনিয়াবাসীর পরে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয়, তাদেরকে কি এই বাস্তব ব্যাপারটি কোনো শিক্ষাই দেয় না যে, আমরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাদের অপরাধের জন্য পাকড়াও করতে পারি ? (কিন্তু তারা শিক্ষাপ্রদ ঘটনা ও তত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে) আর আমরা তাদের হৃদয়ের ওপর মোহর লাগিয়ে দেই, ফলে তারা কিছুই শুনে না। (১০১) এই জাতিসমূহ— যাদের কাহিনী আমরা তোমাদের শুনাচ্ছি— তোমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে বর্তমান) তাদের নবী ও রাসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন নিয়ে এসেছে; কিন্তু যে জিনিসকে তারা একবার মিথ্যা বলে অমান্য করেছে পরবর্তীকালে তা আর তারা মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। লক্ষ্য করো, এমনিভাবেই আমরা সত্য অমান্যকারীদের হৃদয়ের ওপর 'মোহর' লাগিয়ে দেই। (১০২) আমরা এদের মধ্যে অধিকাংশকেই ওয়াদার প্রতি গুরুত্ব দানকারীরূপে পাইনি; বরং অধিকাংশকে ফাসিক রূপেই পেয়েছি। (১০৩) অতঃপর এই জাতিসমূহের পরে (ওপরে যাদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে) আমরা মূসাকে আমাদের আয়াত ও নিদর্শনাদির সহকারে ফিরাউন ও এই জাতির সরদার-মাতব্বরদের কাছে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারাও আমাদের আয়াত ও নিদর্শনাদির প্রতি জুলুম করেছে। এখন দেখো, এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছে! (১০৪) মূসা বললঃ "হে ফিরাউন! আমি বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রেরিত হয়ে এসেছি।" (১০৫) আমার পদ-মর্যদাই এই যে, আল্লাহ্‌র নামে আমি প্রকৃত হক ছাড়া অন্য কোনো কথাই বলব না। আমি তোমাদের কাছে তোমাদের রব্ব-এর তরফ থেকে সুস্পষ্ট নিয়োগ-প্রমাণ নিয়ে এসেছি। অতএব তুমি বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। (১০৬) ফিরাউন বলল ঃ "তুমি যদি কোনো চিহ্ন-নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো এবং তোমার এ দাবিতে তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে তা পেশ করো"। (১০৭) মূসা তার নিজের লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই তা এক জীবন্ত অজগরে পরিণত হলো। (১০৮) সে নিজের হাত টেনে বের করল আর সব দৃষ্টিমান লোকের সম্মুখে সেটি ঝকমক করতে লাগল। (১০৯) এদৃশ্য দেখে ফিরাউন কওমের সরদারগণ পরস্পরের নিকট বলল ঃ নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি বড় সুবিজ্ঞ জাদুকর। (১১০) তোমাদেরকে সে তোমাদের জমি-জায়গা থেকে বেদখল করতে চায়। এখন কি বলবে বলো! (১১১) পরে তারা সকলে ফিরাউনকে পরামর্শ দিল যে, তাকে এবং তার ভাইকে অপেক্ষায় ফেলে রাখো। এই সময়ের মধ্যে সব শহরে-নগরে প্রচারক ও সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও। (১১২) সকল দক্ষ জাদুকরকে এখানে নিয়ে এস। (১১৩) এই (পরিকল্পনা) অনুযায়ী জাদুকররা ফিরাউনের নিকট এল। তারা বলল ঃ জয়ী হলে আমরা এর পুরস্কার ও পারিশ্রমিক পাব তো ? (১১৪) ফিরাউন জবাব দিলোঃ হ্যাঁ, আর তোমরাই হবে দরবারের নিকটতম ব্যক্তি। (১১৫) অতঃপর তারা মূসাকে বলল ঃ তুমি নিক্ষেপ করবে, না আমরা নিক্ষেপ করব ? (১১৬) মূসা বলল ঃ তোমরা-ই নিক্ষেপ করো। তারা যে জাদুর 'বান' ছাড়ল, তা লোকদের দৃষ্টিকে জাদু করল ও তাদের হৃদয়কে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিল। এক কথায়, তারা খুব সাংঘাতিক জাদু দেখাল। (১১৭) আমরা মূসাকে বললাম ঃ তোমার লাঠি নিক্ষেপ করো। তা নিক্ষিপ্ত হয়েই সহসা তাদের এই মিথ্যা 'তেলেসমাত'কে গিলে ফেলতে লাগল। (১১৮)

এভাবে যা হক ছিল, তাই হক প্রমাণিত হলো। আর তারা যা কিছু বানিয়ে রেখেছিল, তা সবই বাতিল হয়ে গেল। (১১৯) ফিরাউন এবং তার সাথীরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং (বিজয়ী হওয়ার পরিবর্তে) লাঞ্ছিত হলো। (১২০) জাদুকরদের অবস্থা এই হলো যে, কোনো কিছু যেন ভিতর হতেই তাদের মাথাকে সিজদাবনত করে দিল। (১২১) তারা বলতে লাগল ঃ আমরা রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনলাম, (১২২) যিনি মূসা ও হারুনের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। (১২৩) ফিরাউন বলল ঃ তোমরা এর প্রতি ঈমান আনলে আমার অনুমতি লওয়ার পূর্বেই ? নিশ্চয়ই এটা কোনো ষড়যন্ত্র ছিল, যা তোমরা এই রাজধানীতে বসে করেছ— এই উদ্দেশ্যে যে, এর মালিকদেরকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করে দেবে। আচ্ছা, এখনই এর পরিণাম তোমরা জানতে পারবে। (১২৪) আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং অতঃপর তোমাদেরকে শুলে চড়াব। (১২৫) তারা জবাব দিলঃ যাই হোক, আমাদেরকে তো আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকে রদিকেই ফিরে যেতে হবে। (১২৬) তুমি যে কারণে আমাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাও, তা এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ যখন আমাদের সম্মুখে এল, তখন আমরা তা মেনে নিলাম। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের গুণ দান করো আর আমাদেরকে দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় উঠিয়ে নাও, যখন আমরা তোমারই অনুগত। (১২৭) ফিরাউনকে তাঁর জাতির সরদাররা বলল ঃ তুমি কি মূসা এবং তার লোকজনকে দেশে অশান্তি সৃষ্টির জন্য এমনভাবে খোলা ছেড়ে দেবে ? আর তারা তোমার ও মা'বুদদের বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে রেহাই পেয়ে যাবে ? ফিরাউন বলল ঃ আমি তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করব এবং তাদের স্ত্রীদেরকে জীবিত থাকতে দেব। তাদের ওপর আমাদের ক্ষমতা এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। (১২৮) মূসা তার জাতির লোকজনকে বলল ঃ "আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও আর ধৈর্য ধারণ করো। এ জমিন আল্লাহ্‌র। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে চান, এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ সাফল্য তাদের জন্যই নির্দিষ্ট, যারা তাঁকে ভয় করে কাজ করে।" (১২৯) তার জাতির লোকেরা বলল ঃ তোমার আগমনের পূর্বে আমরা নির্যাতিত হচ্ছিলাম, এখন তোমার আসার পরেও আমরা নির্যাতিত হচ্ছি। সে জবাব দিলঃ সে সময় দূরে নয়, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাদের দুশমনদের ধ্বংস করে দেবেন এবং জমিনে তোমাদেরকে খলীফা বানাবেন; অতঃপর তোমরা কি রকম কাজ করো, তা তিনি দেখব। (১৩০) আমরা ফিরাউনের লোকজনকে ক্রমাগত কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ফসলের উৎপাদন ঘাটতির মধ্যে নিমজ্জিত রাখলাম এ উদ্দেশ্যে যে, সম্ভবত তাদের চেতনা ফিরে আসবে। (১৩১) কিন্তু তাদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন ভালো সময় আসত তখন বলত ঃ এরূপ হওয়াই আমাদের অধিকার। আর যখন অসময় দেখা দিত, তখন মূসা এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে নিজেদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে গণ্য করত। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের মন্দ ভাগ্যের কারণ তো আল্লাহ্‌র কাছেই নিহিত ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল জ্ঞানশূন্য। (১৩২) তারা মূসাকে বলল ঃ তুমি আমাদেরকে জাদু প্রভাবিত করার জন্য যত নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন, আমরা তোমার কথা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। (১৩৩) শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের ওপর তুফান পাঠালাম, ফড়িং ছেড়ে দিলাম, উকুন ছেড়ে দিলাম, ব্যাঙের উপদ্রব বাড়িয়ে দিলাম আর রক্তপাত করালাম। এই নিদর্শনসমূহ আলাদা আলাদা করে দেখালাম; কিন্তু তারা অহংকারে মেতেই রইল। প্রকৃতপক্ষে তারা বড় অপরাধপ্রবণ লোক ছিল। (১৩৪) যখন তাদের ওপর কোনো বালা-মুসীবত নাযিল হতো তখন তারা বলত ঃ "হে মূসা!

তোমাকে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছে থেকে যে পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে এর বদৌলতে তুমি আমাদের জন্য দো'আ করো। এবার যদি তুমি আমাদের ওপর থেকে এই বিপদ দূর করে দিতে পারো, তাহলে আমরা তোমার কথা মেনে নেব এবং বনী-ইসরাঈলীদেরকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেব"। (১৩৫) কিন্তু আমরা যখন তাদের ওপর থেকে আযাব একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তকার জন্য— যে পর্যন্ত তারা অবশ্যই পৌঁছত— সরিয়ে নিতাম, তখন সহসাই তারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। (১৩৬) তখন আমরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কেননা, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছিল এবং সে ব্যাপারে তারা একবারেই বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। (১৩৭) আর তাদের স্থলে আমরা দুর্বল বানিয়ে রাখা লোকদেরকে সে অঞ্চলের— পূর্বের ও পশ্চিমের— উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম, যাকে আমরা বরকতে কানায় কানায় ভরে দিয়েছিলাম। এভাবে বনী ইসরাঈলের ভাগ্যে তোমার পরোয়ারদেগারের কল্যাণময় ওয়াদা পূর্ণ হয়ে গেল। কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফিরাউন ও তার লোকজনের সে সবকিছুই বরবাদ করে দেয়া হলো, যা তারা বানাচ্ছিল এবং উঁচ্চ করেছিল। (১৩৮) বনী ইসরাঈলকে আমরা সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। তারা চলতে চলতে পথে এমন একটি জাতির কাছে এসে পৌঁছল, যারা নিজেদের মূর্তির জন্য পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। তারা বলতে লাগল ঃ হে মূসা! আমাদের জন্যও এমন কোনো মা'বুদ বানিয়ে দাও যেমন এদের মা'বুদ রয়েছে। মূসা বলল ঃ "তোমরা বড় মূর্খ লোকদের মতো কথাবার্তা বলছ। (১৩৯) এই লোকেরা যে নীতি অনুসরণ করে চলে, তা তো বরবাদ হয়ে যাবে আর যে আমল তারা করে, তা পুরাপুরি বাতিল।" (১৪০) এর পর মূসা বলল ঃ আমি কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমাদের জন্য আর একজন মা'বুদ তালাশ করব ? অথচ তিনি আল্লাহ্‌ই, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিগুলো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (১৪১) আর (আল্লাহ বলেন) সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আমরা ফিরাউনের লোকজন থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা তোমাদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত করে রাখত, তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মহিলাদেরকে জীবিত থাকতে দিত। আর এতে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে তোমাদের বড় পরীক্ষা নিহিত ছিল। (১৪২) আমরা মূসাকে ত্রিশ রাত ও দিনের জন্য (সিনাই পর্বতের ওপর) ডাকলাম। পরে আরো দশ দিন বাড়িয়ে দিলাম। এভাবে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়ে গেল। রওয়ানা হওয়ার সময় সে তার ভাই হারুনকে বলল ঃ "আমার অনুপস্থিতির সময় তুমি আমার লোকজনের ওপর আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, ভালোভাবে কাজ করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের রীতিনীতি অনুসারে কাজ করবে না"। (১৪৩) সে যখন আমার নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছল এবং তার রব্ব তার সাথে কথা বলল, তখন সে নিবেদন করল ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে অনুমতি দাও, আমি তোমাকে দেখব।" তিনি বলল ঃ "তুমি আমাকে দেখতে পারো না। তবে হ্যাঁ, সামনের এই পাহাড়টির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, যদি সেটি নিজ স্থানে স্থির দঁড়িয়ে থাকতে পারো, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।" এভাবে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু পাহাড়ের ওপর আলোকসম্পাৎ করল এবং পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল আর মূসা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল। যখন তার হুঁশ হলো, তখন বলল ঃ "পবিত্র তোমার সত্ত্বা হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তওবা করছি আর সর্বপ্রথম আমিই ঈমান আনছি।" (১৪৪) তিনি বলল ঃ "হে মূসা ! আমি সব লোকের মধ্য থেকে তোমাকে বাছাই করে নিয়েছি আমার নবুয়্যত প্রদানের জন্য এবং আমার

সাথে কথা বলবার জন্য। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দেই, তা গ্রহণ করো এবং শোকর আদায় করো।" (১৪৫) অতঃপর আমরা মূসাকে জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে উপদেশ ও সর্ববিষয়ে সুস্পষ্ট হেদায়েত 'তখতি'র ওপর লিখে দিলাম এবং তাকে বললাম ঃ "এই হেদায়েতসমূহকে মজবুত হাতে শক্ত করে ধরো এবং তোমার লোকজনকে আদেশ করো, এর উত্তম তাৎপর্য মেনে চলবে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে ফাসিকদের ঘর দেখব। (১৪৬) আমি সে লোকদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে দেব, যারা কোনো অধিকার ব্যতীতই জমিনের বুকে বড়-মানুষি করে বেড়ায়। তারা যে নিদর্শনই দেখুক না কেন, এর প্রতি কখনো ঈমান আনবে না। সঠিক-সরল পথ তাদের সম্মুখে এলেও তারা তা গ্রহণ করবে না। বাঁকা পথ দেখা দিলে তাকেই বরং পথরূপে গ্রহণ করে চলবে। কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে এবং কিছুমাত্র পরোয়া করেনি। (১৪৭) বস্তুত আমাদের নিদর্শনসমূহকে যে কে মিথ্যা মনে করবে এবং পরকালে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে অস্বীকার করবে, তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। লোকেরা "যেমন করবে, তেমন ফলই পাবে"— এ ছাড়া আর কি প্রতিফল পেতে পারে ? (১৪৮) মূসার চলে যাওয়ার পর তার জাতির লোকেরা নিজেদের অলংকারের দ্বারা একটি বাছুরের মূর্তি তৈরী করল। তা হতে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। তারা কি দেখতে পেল না যে, সেটি না তাদের সাথে কথা বলে, না কোনো ব্যাপারে তাদেরকে পথের সন্ধান দিতে পারে ?— কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা সেটিকেই মা'বুদ বানিয়ে নিল; মূলত তারা ছিল বড়ই জালিম। (১৪৯) অতঃপর তাদের ধোঁকার গোলকধাঁধাঁ যখন ভেঙ্গে গেল এবং তারা দেখতে পেল যে, প্রকৃতপক্ষে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে; তখন বলতে লাগল, "আমাদের সৃষ্টিকর্তা-মালিক যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন এবং আমাদেরকে মাফ না করেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।" (১৫০) ওদিকে মূসা ক্রোধে ও দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে এসেই বলল ঃ "আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা খুব নিকৃষ্টভাবে আমার প্রতিনিধিত্ব করেছ। তোমরা কি তোমাদের আল্লাহ্‌র ফরমান পাওয়ার অপেক্ষায় এতটুকুও ধৈর্য ধারণ করতে পারলে না ?" অতএব সে তখতিসমূহ ফেলে দিয়ে ও নিজের ভাই (হারুন)-এর মাথার চুল ধরে তাকে নিজের দিকে টানল। হারুন বলল ঃ "হে আমার সহোদর ভাই, এ লোকগুলো আমাকে পরাভূত করে নিয়েছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। অতএব তুমি শত্রুদেরকে আমার ওপর হাস্যরস করার সুযোগ দিও না এবং এই জালিম লোকদের মধ্যে আমাকে গণ্য করো না। (১৫১) তখন মূসা বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে মাফ করো এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করো— তুমিই সবচেয়ে বড় দয়াবান।"(১৫২) (জবাবে বলা হলো ঃ) "যে লোকেরা গো-বৎসকে মা'বুদ বানিয়েছে, তারা অবশ্যই নিজেদের পরোয়ারদেগারের রোষে পড়বেই— আর দুনিয়ার জীবনেও লাঞ্ছিত হবে। মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমরা এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা খারাপ কাজ করবে, এরপর তওবা করবে ও ঈমান আনবে— নিশ্চিতই এই তওবা ও ঈমানের পরে তোমার রব্ব ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (১৫৪) পরে যখন মূসার ক্রোধ ঠাণ্ডা হলো, তখন সে সেই তখতিসমূহ উঠিয়ে নিল, যাতে হেদায়েত ও রহমত লেখা ছিল সে লোকদের জন্য— যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করে। (১৫৫) অতঃপর সে নিজ জাতির লোকদের মধ্য হতে সত্তর জন লোক বাছাই করে নিল যেন তারা (তার সঙ্গে) আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হয়। যখন এই লোকগুলোকে একটি কঠিন ভূকম্পনে পেয়ে বসল তখন মূসা বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-মালিক! আপনি ইচ্ছা

করলে পূর্বেই এদেরকে ও আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন! আপনি কি সে অপরাধের দরুন— যা আমাদের মধ্যে কয়েকজন নির্বোধ লোক করেছে আমাদের সকলকে ধ্বংস করে দেবেন? এটি তো আপনারই পেশ করা একটি পরীক্ষা ছিল, যা দ্বারা আপনি যাকে চন গুমরাহীতে জড়িয়ে ফেলেন আর যাকে চান হেদায়েত দান করেন। আমাদের পৃষ্ঠপোষক তো আপনিই; অতএব আমাদেরকে মাফ করে দিন— আপনিই সবচেয়ে বেশি ক্ষমাশালী। (১৫৬) অতএব আমাদের জন্য এই দুনিয়ার কল্যাণও লিখে দিন আর পরকালেরও। আমরা আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি।" জবাবে বলা হয়েছে ঃ শাস্তি তো আমি যাকে ইচ্ছা দেই; কিন্তু আমার রহমত সকল জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। আর তা আমি সে লোকদের জন্য লিখে দেব যারা নাফরমানী হতে দূরে থাকবে, যাকাত দান করবে এবং আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আরাফ)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ (٧٥) فَلَمَّا جَاۤءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ (٧٦) قَالَ مُوْسٰى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ (٧٧) قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۤءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاۤءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ (٧٨) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ (٧٩) فَلَمَّا جَاۤءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ (٨٠) فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ (٨١) وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ (٨٢) فَمَاۤ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ (٨٣) وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ (٨٤) فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٨٦) وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (٨٧) وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ (٨٨) قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰۤنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (٨٩) وَجٰوَزْنَا بِبَنِىْۤ اِسْرَاۤءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَاۤءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٩٠) آٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ (٩١) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ (٩٢)- (يونس)

(৭৫) অতঃপর আমরা মূসা ও হারুনকে আমাদের নিদর্শনাদি সঙ্গে দিয়ে ফিরাউন ও তার সমকালীন সরদার-মাতুব্বর লোকদের প্রতি পাঠাই। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ করল। আর তারা তো ছিল অপরাধী জনগোষ্ঠী । (৭৬) অতএব আমাদের কাছ থেকে যখন প্রকৃত সত্য তাদের সামনে এল তখন তারা বলল, এ তো সুস্পষ্ট জাদু। (৭৭) মূসা বলল ঃ তোমরা প্রকৃত সত্যকে এ সব কথা বলছ, অথচ তা তোমাদের সম্মুখে এসে পড়েছে। এ কি জাদু ? অথচ জাদুকররা কখনো কল্যাণ পেতে পারে না। (৭৮) তারা জবাবে বলল ঃ "তোমরা কি এই জন্য এসেছ যে, তোমরা আমাদেরকে সে পথ ও পন্থা হতে ফিরিয়ে নেবে, যার ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি আর জমিনে তোমাদের দু'জনের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে যাবে ? তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে পারি না।" (৭৯) ফিরাউন (নিজের লোকদেরকে) বলল ঃ প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকরকে আমার কাছে উপস্থিত করো। (৮০) জাদুকররা এসে পৌছল; তখন মূসা তাদেরকে বলল ঃ "তোমাদের যা কিছু নিক্ষেপ করার, তা নিক্ষেপ করো।" (৮১) পরে যখন তারা নিজেদের জাদু নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল ঃ তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করেছ, তা জাদু। আল্লাহ্ এখনই একে ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদকারী লোকদের কাজকে আল্লাহ্ শোধরাতে দেন না। (৮২) আল্লাহ্ তার ফরমান দ্বারা হককে হক করে দেখিয়ে থাকেন; অপরাধী লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন। (৮৩) (অতঃপর দেখো) মূসাকে তার জাতির লোকদের মধ্যে কয়েকজন যুবক ছাড়া কেউ মেনে নিল না, ফিরাউনের ভয়ে এবং স্বয়ং নিজ জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের ভয় ছিল যে) ফিরাউন তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করবে। আর ব্যাপার এই যে, ফিরাউন দুনিয়ায় শক্তিমান ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সে ছিল এমন লোকদের অন্যতম, যারা কোনো সীমাই মানত না। (৮৪) মূসা তার জাতির লোকজনকে বলল ঃ হে লোকেরা! তোমরা যদি সত্যই আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো, তাহলে তাঁরই ওপর ভরসা করো— যদি মুসলিম হয়ে থাকো (৮৫) তারা জবাব দিল, "আমরা আল্লাহ্রই ওপর ভরসা করেছি। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম লোকদের জন্য ফেতনা বানিও না, (৮৬) এবং তোমার নিজের রহমত দ্বারা আমাদেরকে কাফের লোকদের কবল থেকে মুক্তিদান করো। (৮৭) আর আমরা মূসা ও তার ভাইকে ইশারা করলাম, মিশরে কয়েকখানা ঘর প্রস্তুত করো এবং নিজেদের এই ঘর কয়খানাকে কিবলা বানিয়ে লও। আর নামায কায়েম করো এবং ঈমানদার লোকদেরকে সুসংবাদ দাও। (৮৮) মূসা দো'আ করল ঃ "হে আমাদের খোদা! তুমি ফিরাউন ও তার সরদার লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনে চাকচিক্য ও ধন-মাল দিয়ে ধন্য করেছ। হে সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! এটা কি এই জন্য যে, তারা লোকদেরকে তোমার পথ থেকে গুমরাহ করে অন্য দিকে নিয়ে যাবে ? হে আমাদের রব্ব! এদের ধন-ঐশ্বর্য ধ্বংস করে দাও এবং তাদের মনের ওপর এমন 'মোহর' করে দাও, যেন তারা ঈমান আনতে না পারে— যতক্ষণ না পীড়াদায়ক আযাব দেখতে পায়। (৮৯) আল্লাহ্ তা'আলা জবাবে বলল ঃ তোমাদের দু'জনেরই দো'আ কবুল করা হয়েছে। দৃঢ় মজবুত হয়ে থাকো এবং তাদের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করো না, যারা কিছুই জানে না। (৯০) আর আমরা বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম! ঐদিকে ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার জন্য তাদের পিছনে ছুটে চলল; শেষ পর্যন্ত ফিরাউন যখন ডুবে যেতে লাগল, তখন বলে উঠল ঃ 'আমি মানছি যে, প্রকৃত ইলাহ তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যার প্রতি বনী ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে আর আমিও আনুগত্যের মস্তক নতকারীদের মধ্যে একজন। (৯১) (জবাব দেয়া হলো ঃ) "এখন ঈমান

আনছ, অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে আর বিপর্যয়কারীদের একজন ছিলে। (৯২) এখন তো আমরা কেবল তোমার লাশকেই রক্ষা করব, যেন তুমি পরবর্তী বংশধরদের জন্য উপদেশ লাভের প্রতীক হয়ে থাকো। যদিও অনেক লোকই এমন, যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি চরম গাফিলতির আচরণ দেখাচ্ছে। (সূরা ইউনুস)

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۚ سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
(٧) فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨) يَا مُوسَىٰ
إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٩) وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ
يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (١٠) إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي
غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (١٢) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (١٣) وَجَحَدُوا
بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٤)- (النمل)

(৭) (এ লোকদেরকে সে সময়ের কাহিনী শুনাও) যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলল ঃ "আমি আগুনের মতো কিছু একটা দেখতে পেয়েছি। আমি এখনই হয় সেখান থেকে কোনো খবর নিয়ে আসছি কিংবা কোনো অংগার আহরণ করে আনছি, যেন তোমরা তাপ গ্রহণ করতে পারো।" (৮) সে সেখানে পৌঁছামাত্রই আওয়ায এল ঃ "মুবারক সে সত্তা যে এ আগুনের মধ্যে রয়েছে আর এর চারপাশে রয়েছে। মহান ও পবিত্র আল্লাহ— সকল বিশ্ববাসীর পরোয়ারদেগার। (৯) হে মূসা! এ আর কিছু নয়, আমি আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী। (১০) তোমার লাঠিটা একটু নিক্ষেপ করো তো দেখি!" যখনই মূসা দেখল লাঠি সাপের মতো হামাগুড়ি দিচ্ছে, তখনই সে পিছন ফিরে পালাতে লাগল এবং পিছন দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না। "হে মূসা! ভয় পেও না, আমার সমীপে নবী-রাসূলগণ ভয় পায় না কখনো। (১১) তবে কেউ কোনো ভুল-ত্রুটি করে থাকলে অন্য কথা। অতপর সে যদি অন্যায় কাজের পর ন্যায় ও সুন্দর কাজ দ্বারা (নিজের কর্মকে) বদলিয়ে নেয়, তাহলে আমি অতীব ক্ষমাশীল ও অশেষ মেহেরবান। (১২) আর তোমার হাতখানা একটু তোমার বক্ষস্থলে ঢুকাও তো, তা চিকমিক করতে করতে বের হয়ে আসবে কোনোরূপ অনিষ্টতা ছাড়াই। (এ দু'টি নিদর্শন) ঐ নয়টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত, ফিরাঊন ও তার জাতির কাছে (নিয়ে যাওয়ার জন্য)। তারা বড়ই দুষ্কর্মপরায়ণ ও পাপিষ্ট।" (১৩) কিন্তু যখন আমাদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ সে লোকদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তখন তারা বলল ঃ 'এ তো সুস্পষ্ট জাদু'! (১৪) তারা নিতান্ত জুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এ নিদর্শনগুলো অস্বীকার করল; অথচ তাদের হৃদয় এগুলোর সত্যতা মেনে নিয়েছিল। এখন লক্ষ্য করো, এ বিপর্যয়কারীদের পরিণাম কি হয়েছিল ? (সূরা নমল)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (١٥) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (١٦) اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ
(١٧) فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ (١٨) وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ (١٩) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ (٢٠)

فَكَذَّبَ وَعَصٰى (٢١) ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى (٢٢) فَحَشَرَ فَنَادٰى (٢٣) فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (٢٤) فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى (٢٥) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى (٢٦)- (النّٰزِعٰت)

(১৫) তোমার কাছে কি মূসার ঘটনার খবর পৌছিয়েছে ? (১৬) যখন তার সৃষ্টিকর্তা-মালিক তাকে পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় ডেকেছিলেন ? (১৭) (বলেছিলেন,) ফিরাউনের কাছে যাও, সে সীমা লংঘনকারী হয়ে গেছে। (১৮) তাকে জিজ্ঞেস করো ঃ তুমি কি পবিত্রতা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক ? (১৯) এবং আমি কি তোমাকে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাব, যেন (এর ফলে) তুমি তাঁকে ভয় করতে থাকো ? (২০) অতঃপর মূসা (ফিরাউনের কাছে গিয়ে) তাকে বিরাট নিদর্শন দেখাল। (২১) কিন্তু সে (তাকে) অবিশ্বাস ও অমান্য করল। (২২) অতঃপর চালবাজি করার মতলবে পিছনে ফিরে গেল (২৩-২৪) এবং লোকদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে সম্বোধন করল এবং বলল ঃ আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা-প্রভু। (২৫) পরিশেষে আল্লাহ্ তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করল। (২৬) বস্তুত ভয় করে এমন প্রতিটি লোকের জন্য এর মধ্যেই বড় উপদেশ রয়েছে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (٩٦) اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ج وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ (٩٧) يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ط وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ (٩٨) وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ (٩٩) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ (١٠٠) وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ط وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ (١٠١) - (هود)

(৯৬-৯৭) আর মূসাকে আমরা নিজস্ব নিদর্শনাবলী ও নবুয়্যতের সুস্পষ্ট সনদ ও দলীলসহ ফিরাউন ও তার রাজন্যবর্গেকর কাছে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা ফিরাউনের হুকুমই মেনে নিল। অথচ ফিরাউনের হুকুম সত্য-নির্ভর ছিল না। (৮৯) কিয়ামতের দিন সে নিজ জাতির লোকদের আগে-ভাগে থাকবে এবং নিজের নেতৃত্বেই তাদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাবে। কতইনা নিকৃষ্ট স্থান এটি, যেখানে কেউ পৌছতে পারে! (৯৯) আর এদের ওপর দুনিয়ায়ও অভিশাপ পড়েছে আর কেয়ামতের দিনও পড়বে। কতইনা খারাপ পুরস্কার, যা কেউ লাভ করতে পারে! (১০০) কয়েকটি জন-বসতির কাহিনী, যা আমরা তোমাদের শুনাচ্ছি। এদের মধ্যে কোনো-কোনোটি এখন পর্যন্ত দঁড়িয়ে আছে আর কোনো কোনোটির ফসল ইতিপূর্বেই কর্তিত হয়েছে। (১০১) আমরা তাদের ওপর কোনো জুলুম করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। আর যখন আল্লাহ্র নির্দেশ এসে পৌছল, তখন তাদের সেসব মা'বুদ— আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে ডাকছিল— তাদের কোনো কাজেই এল না আর তারা ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া তাদের কোনো উপকারই করতে পারল না। (সূরা হূদ)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ لا وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (٥) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ

فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (٦) وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ (٧) وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ (٨) - (ابراهيم)

(৫) আমরা এর পূর্বে মূসাকেও স্বীয় নিদর্শনাদিসহ পাঠিয়েছিলাম। তাকেও আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তোমার নিজের জাতির লোকদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে এস এবং তাদেরকে খোদায়ী ইতিহাসের শিক্ষাপ্রদ ঘটনাবলী শুনিয়ে উপদেশ দাও। এতে বহু বড় বড় নিদর্শন বর্তমান রয়েছে এমন সব ব্যক্তির জন্য, যারা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। (৬) স্মরণ করো, মূসা যখন তার জাতির লোকদেরকে বলল ঃ "আল্লাহ্র সে অনুগ্রহকে স্মরণে রেখো, যা তিনি তোমাদের প্রতি দান করেছেন। তিনি তোমাদেরকে ফিরাউনীদের কবল থেকে মুক্ত করেছেন, যারা তোমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে কষ্ট দিত, তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। এর মধ্যে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর তরফ থেকে তোমাদের জন্য বড় কঠিন পরীক্ষা নিহিত ছিল। (৭) আর স্মরণ রেখো, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি শোকর গুযার হও, তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বেশি দান করব আর যদি নিয়ামত অস্বীকার করো তাহলে জেনো, আমার শাস্তি বড়ই কঠিন ও কঠোর। (৮) আর মূসা বলেছিল ঃ "তোমরা যদি কুফরী করো এবং জমিনের অধিবাসী সব লোকও যদি কাফের হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ পরমুখাপেক্ষীহীন এবং নিজ সত্তায় নিজেই প্রশংসিত। (সূরা ইবরাহীম)

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (٤٥) اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ (٤٦) فَقَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ (٤٧) فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ (٤٨) - (المؤمنون)

(৪৫-৪৬) অতপর আমরা মূসা এবং তার ভাই হারুনকে নিজের নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট সনদ সহকারে ফিরাউন ও তার রাজণ্যবর্গের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করল আর তারা খুব বড়মানুষিতে লিপ্ত হলো। (৪৭) তারা বলতে লাগল ঃ "আমরা কি আমাদেরই মতো দু' ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনব ? আর তারা তো সে লোক, যাদের জাতি আমাদেরই দাস। (৪৮) অতএব তারা দু'জনকেই মিথ্যা মনে করে অমান্য করল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সাথে মিলিত হলো। (সূরা মুমিনুন)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا (١٠٢) فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا (١٠٣) وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا (١٠٤) - (بنى اسرائيل)

(১০১) আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলাম, যা সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন তোমরা নিজেরাই বনী-ইসরাঈলের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো, যখন সেগুলো সম্মুখে এল, তখন ফিরাউন তো এ-ই বলেছিল যে, হে মূসা! আমি মনে করি যে, তুমি অবশ্যই একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি। (১০২) মূসা এর জবাবে বলল ঃ তুমি ভালোভাবেই জানো যে, এই জ্ঞান-গর্ভ নিদর্শনসমূহ আসমান জমিনের আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নাযিল করেনি। আর আমার ধারণা এই যে, হে ফিরাউন, তুমি অবশ্যই একজন হতভাগ্য ব্যক্তি। (১০৩) শেষ পর্যন্ত ফিরাউন মূসা ও বনী-ইসরাঈলকে সমূলে উৎখাত করে ফেলার সংকল্প গ্রহণ করল। কিন্তু আমরা তাকে এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে একত্রে নিমজ্জিত করলাম। (১০৪) এবং অতঃপর বনী-ইসরাঈলকে বললাম ঃ এখন তোমরা জমিনে বসবাস করো। তারপর যখন পরকালের ওয়াদা পূরণের সময় এসে পৌঁছবে তখন আমরা সকলকে একত্রে এনে উপস্থিত করব। (সূরা বনী ইসরাঈল)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٤٦) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ (٤٧) وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ز وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٤٨) وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ج اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ (٤٩) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ (٥٠) وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ ج اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (٥١) اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ٧ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ (٥٢) فَلَوْلَآ اُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْجَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ (٥٣) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (٥٤) فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٥٥) فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ (٥٦) - (الزخرف)

(৪৬) আমরা মূসাকে আমাদের নিদর্শনাদি সহ ফিরাউন ও তার রাজণ্যবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে গিয়ে তাদেরকে বলল ঃ আমি রাব্বুল আলামীনের রাসূল। (৪৭) অতপর সে যখন আমার নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে পেশ করল, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। (৪৮) আমরা তাদের সামনে একের পর এক নিদর্শন পেশ করতে থাকলাম, যার প্রতিটি পূর্বটির চেয়ে অধিক তেজস্বী ও জোরদার ছিল। আর আমরা তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করে নিলাম, যেন তারা নিজেদের আচরণ থেকে বিরত হয়। (৪৯) প্রতিটি আযাবের সময়ই তারা বলত ঃ 'হে জাদুকর! তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছ থেকে যে পদমর্যাদা তুমি লাভ করেছ এর জোরে তুমি আমাদের জন্য তাঁর কাছে দো'আ করো; আমরা নিশ্চয়ই হেদায়েতপ্রাপ্ত হব'। (৫০) কিন্তু যখনি আমরা তাদের ওপর থেকে আযাব দূর করে দিতাম, তারা নিজেদের ওয়াদা ভঙ্গ করত। (৫১) একদিন ফিরাউন নিজ জাতির লোকদের মাঝে চিৎকার করে বলল ঃ 'হে জনগণ! মিশরের বাদশাহী কি আমার জন্য নির্দিষ্ট নয় ? আর এ নদনদীগুলো কি আমারই অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না ? তোমরা কি তা দেখতে পাও না ? (৫২) আমি উত্তম মানুষ, না এই ব্যক্তি যে হীন ও নগণ্য ? যে নিজের কথাটিও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম নয় ? (৫৩) তার ওপর স্বর্ণের কাঁকন পাঠানো হয়নি কেন ? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী তার পাহারাদারীতে এল না কেন ? (৫৪) সে নিজ জাতির লোকদেরকে সামান্য ও তুচ্ছ জ্ঞান

করেছে আর তারাও তার কথাই মেনে নিয়েছে। আসলে তারা ছিল ফাসিক লোক। (৫৫) শেষ পর্যন্ত তারা যখন আমাদেরকে ক্রুদ্ধ করল, তখন আমরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সকলকে একসঙ্গে ডুবিয়ে মারলাম; (৫৬) এভাবে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য তাদেরকে আমরা অগ্রগামী ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখলাম। (সূরা যুখরুফ)

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ (٣٨) فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٣٩)
فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (٤٠) - (الذّٰرِيٰت)

(৩৮) আর (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) মূসার কাহিনীতে। আমরা যখন তাকে সুস্পষ্ট সনদ সহকারে ফিরাউনের কাছে পাঠালাম, (৩৯) তখন সে নিজের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল ঃ এ লোক জাদুকর কিংবা জ্বিন-আশ্রিত। (৪০) শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার সৈন্য-সামন্তকে পাকড়াও করলাম এবং সকলকেই সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর সে তিরস্কৃত ও নিন্দিত হয়ে থাকল। (সূরা যারিয়াত)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (١٧) أَنْ أَدُّوٓا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ (١٨) وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّيٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ (١٩) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن
تَرْجُمُونِ (٢٠) وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (٢١) فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ (٢٢) فَأَسْرِ
بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ (٢٣) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ (٢٤) كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّٰتٍ
وَعُيُونٍ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٦) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَٰكِهِينَ (٢٧) كَذَٰلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَٰهَا قَوْمًا
ءَاخَرِينَ (٢٨) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (٢٩) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (٣٠) مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ (٣١) وَلَقَدِ اخْتَرْنَٰهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ
عَلَى الْعَٰلَمِينَ (٣٢) وَءَاتَيْنَٰهُم مِّنَ الْءَايَٰتِ مَا فِيهِ بَلَٰٓؤٌا مُّبِينٌ (٣٣) - (الدّخان)

(১৭) আমরা এদের পূর্বে ফিরাউনের জাতিকে এ পরীক্ষায়ই নিক্ষেপ করেছিলাম। তাদের কাছে একজন অতীব ভদ্র রাসূল এসেছিল। (১৮) সে বললঃ 'আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দেরকে আমার হাতে সঁপে দাও; আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। (১৯) আল্লাহ্‌র ওপর নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করতে যেও না। আমি তোমাদের সামনে (আমার রাসূল হওয়ার) অকাট্য ও সুস্পষ্ট সনদ পেশ করছি। (২০) তোমরা আমার ওপর আক্রমণ করবে এ ব্যাপারে আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ও তোমাদের রব্বের আশ্রয় নিয়েছি। (২১) আর তোমরা যদি আমার কথা না-ই মান, তাহলে অন্তত তোমরা আমাকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো। (২২) শেষ পর্যন্ত সে তার রব্ব-কে ডেকে বলল যে, এ লোকেরা অপরাধী। (২৩) (জবাব দেয়া হলো ঃ) 'বেশ, তাহলে তুমি রাতের মধ্যে আমার বান্দাহ্‌গণকে নিয়ে বের হয়ে পড়ো। তোমাদেরকে পিছু ধাওয়া করা হবে। (২৪) সমুদ্রকে এর নিজ অবস্থায় প্রবহমান ছেড়ে দাও। এই সমগ্র বাহিনীই নিমজ্জিত হবে।' (২৫-২৬) কত না বাগ-বাগিচা, ঝর্ণাধারা, ক্ষেত-ফসল ও সুরম্য প্রাসাদরাজি তারা পেছনে রেখে গেছে। (২৭) কতই না বিলাস সামগ্রী— যা নিয়ে তারা আনন্দ

করছিল— তাদের পিছনে পড়ে রইল (২৮) এই হলো তাদের পরিণাম আর আমরা অন্য লোকদেরকে এ সব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানালাম। (২৯) অতপর না আসমান তাদের জন্য কাঁদল, না জমিন। তাদেরকে সামান্যতম অবসরও দেয়া হলো না। (৩০-৩১) এভাবে বনী ইসরাঈলকে আমরা কঠিন অপমান ও লাঞ্ছনার আযাব— ফিরাউন থেকে মুক্তিদান করলাম। নিশ্চয়ই সে সীমালংঘনকারীদের মধ্যে খুবই উচ্চ পর্যায়ের মানুষ ছিল। (৩২) তাদের অবস্থা জেনে বুঝেই তাদেরকে আমরা দুনিয়ার অন্যান্য জাতির ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছিলাম। (৩৩) তাদেরকে এমন সব নিদর্শন দেখিয়েছিলাম যার মধ্যে সুস্পষ্ট পরীক্ষা নিহিত ছিল। (সূরা দোখান)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (٢٣) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٢٤) فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (٢٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (٢٦) وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (٢٧) وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (٢٨) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (٢٩) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (٣٠) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (٣١) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (٣٢) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ (٣٤) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٥) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٣٨) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠)

وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ (٤١) تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ز وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ (٤٢) لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ (٤٣) فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ط وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ ۢ بِالْعِبَادِ (٤٤) فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ (٤٥) اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ع وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ قف اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦)- (المؤمن)

(২৩-২৪) আমরা মূসাকে ফিরাউন ও হামান এবং কারূনের প্রতি আমার নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট আদেশ পত্র সহকারে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা বলল ঃ "জাদুকর, মিথ্যাবাদী।" (২৫) অতপর সে যখন আমাদের তরফ থেকে প্রকৃত সত্য তাদের সামনে নিয়ে এল, তখন তারা বলল ঃ "যারা ঈমান এনে তাদের সাথে শামিল হয়েছে তাদের সকলের পুত্র-সন্তানকে হত্যা করো এবং মেয়ে সন্তানগুলোকে জীবন্ত রাখো।" কিন্তু কাফিরদের গৃহীত অপকৌশল নিষ্ফল হয়ে গেল। একদিন ফিরাউন তার দরবারের লোকদেরকে বলল ঃ (২৬) "আমাকে ছাড়, আমি এ মূসাকে হত্যা করে ফেলব। সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের দ্বীনকে বদলিয়ে ফেলবে কিংবা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে।" (২৭) মূসা বলল ঃ বিচার-দিনের প্রতি ঈমান রাখে না এমন প্রত্যেক অহংকারীর মুকাবিলায় আমি আমার ও তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। (২৮) এই সময় ফিরাউনের দরবারের এক মুমিন ব্যক্তি— যে তার ঈমান গোপন রেখেছিল— বলে উঠল ঃ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার রব্ব হচ্ছেন আল্লাহ ? অথচ সে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর তরফ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে। সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার মিথ্যা স্বয়ং তার ওপরই ফিরে আপতিত হবে। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে যে ভয়াবহ পরিণতির ভয় সে তোমাদেরকে দেখাচ্ছে, এর কিছু অংশ তো তোমার ওপর অবশ্যই আপতিত হবে। আল্লাহ্ কোনো সীমালঘংনকারী ও মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে হেদায়েত করেন না। (২৯) হে আমার জাতির লোকেরা! আজ তোমরাই বাদশাহী ও কর্তৃত্বের অধিকারী, এ জমিনে তোমরাই বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব যদি আমাদের ওপর এসে পড়েই, তাহলে কে আছে এমন যে আমাদেরকে সাহায্য করবে ? ফিরাউন বলল ঃ আমি তো তোমাদের সম্মুখে সে মত-ই ব্যক্ত করছি যা আমার দৃষ্টিতে সমীচীন আর আমি সে পথই তেমাদেরকে দেখাচ্ছি যা সত্য ও সঠিক। (৩০) যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, সে বলল ঃ হে আমার জাতির লোকেরা! আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের ওপর যেন সে দিনটি না আসে যা ইতিপূর্বে বহু জন-সমাজের ওপর এসেছে; (৩১) যেমন দিন এসেছিল নূহের জাতি এবং আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের ওপর। আর সত্য কথা এই যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ওপর জুলুম করার কোনো ইচ্ছা পোষণ করেন না। (৩২) হে জাতির লোকেরা! আমি ভয় করছি, তোমাদের ওপর যেন চিৎকার ফরিয়াদ ও কান্নাকাটির দিন না এসে পড়ে, (৩৩) যখন তোমরা একজন অপর জনকে ডাকবে আর ছুটে পালাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তখন আল্লাহ্‌র কবল থেকে বাঁচাবার কেউই থাকবে না। সত্য কথা এই যে, আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করে দেন

তাকে পথ দেখাবার কেউই থাকে না। (৩৪) ইতিপূর্বে ইউসুফ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তোমরা তার আনীত শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকলে। পরে যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন তোমরা বললে ঃ এখন আর আল্লাহ কোনো রাসূল পাঠাবেন না। এমনিভাবে আল্লাহ সে সব লোককে গুমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন যারা সীমালংঘন করে, যারা সন্দেহপ্রবণ হয়। (৩৫) এবং যারা আল্লাহ্র আয়াত নিয়ে ঝগড়া করে— এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো সনদ বা দলীল না আসা সত্ত্বেও। আল্লাহ এবং ঈমানদার লোকদের কাছে এ নীতি ও আচরণ অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারীর মনের ওপর মোহর মেরে দেন। (৩৬) ফিরাউন বলল ঃ "হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারত বানাও, যেন আমি (ঊর্ধলোকের) পথসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি, (৩৭) —আকাশমণ্ডলের পথসমূহ পর্যন্ত এবং মূসার ইলাহকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। আমার চোখে তো এ মূসাকে মিথ্যাবাদীই মনে হয়" —এভাবে ফিরাউনের জন্য তার কুকর্মগুলোকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হলো এবং তাকে সঠিক পথ অবলম্বন হতে বিরত রাখা হলো। ফিরউনের সমস্ত চালবাজি (তার নিজের) ধ্বংসের আয়োজনেই ব্যয়িত হলো। (৩৮) যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! আমার কথা মেনে লও, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ-নির্দেশ করছি। (৩৯) হে জাতি! এ দুনিয়ার জীবন তো মাত্র কয়েক দিনের জন্য। চিরকাল অবস্থান করার স্থল তো হলো পরকাল। (৪০) যে ব্যক্তি অন্যায় করবে, তাকে ততখানিই প্রতিফল দেয়া হবে যতখানি অন্যায় সে করেছে। আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে সে পুরুষই হোক কিংবা স্ত্রীলোক— যদি সে মুমিন হয়— এরূপ সব মানুষই জান্নাতে দাখিল হবে। সেখানে তাদেরকে বে-হিসেব রিযিক দেয়া হবে। (৪১) হে জাতি! এ কেমন ব্যাপার যে, আমি তো তোমাদেরকে নাজাতের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি আর তোমরা আমাকে ডাকছ জাহান্নামের দিকে! (৪২) তোমরা আমাকে আহবান জানাচ্ছ যেন আমি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করি এবং তাঁর সাথে সেসব সত্তাকে শরীক বানাই, যাদেরকে আমি জানি না, চিনিও না। অথচ আমি তোমাদেরকে সে মহাপরাক্রান্ত ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে ডাকছি। (৪৩) না, সত্য হচ্ছে এই যে, যার দিকে তোমরা আমাকে ডাকছ তার জন্য না দুনিয়ায় কোনো আবেদন আছে, না পরকালে কোনো আহবান। আমাদের সকলকে ফিরতে হবে আল্লাহ্রই দিকে আর সীমা-লংঘনকারী লোকেরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (৪৪) আজ আমি তোমাদেরকে যা কিছু বলছি, অতি শীঘ্র সে সময় আসবে যখন তোমরা তা স্মরণ করবে। আমার নিজের ব্যাপারটা আমি আল্লাহ্র ওপর সোপর্দ করেছি। তিনি তাঁর বান্দাগণের ওপর দৃষ্টি রাখেন। (৪৫) শেষ পর্যন্ত সে লোকেরা এই মুমিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেসব নিকৃষ্টতম, অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল, আল্লাহ সে সব হতেই সে ব্যক্তিকে বাঁচালেন আর ফিরাউনের সঙ্গী-সাথীরা নিকৃষ্টতম আযাবের চক্রে পড়ে গেল। (৪৬) দোযখের আগুন, যার ওপর সকাল ও সন্ধ্যা তাদেরকে উপস্থাপন করা হয়। আর যখন কেয়ামতের মুহূর্ত এসে দাঁড়াবে, তখন হুকুম দেয়া হবে যে, ফিরাউনী দল-বলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ করো। (সূরা মুমিন)

وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَـٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٦) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ....... (٥٧) وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ، كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٦٠) وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ، قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ، اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ، ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ (٦١) يٰبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٤٧) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ (٤٨) وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ، وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (٤٩) وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (٥٠) وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٥٢) وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (٥٣) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (٥٤) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ، خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (٦٣) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ، قَالُوْٓا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ، قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٦٧) قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِىَ ، قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ، عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ، فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ (٦٨) قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ، قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ لا فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِىَ لا اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ (٧٠) قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ ج مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ، قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ، فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ (٧١) وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ، وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (٧٢) فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ، كَذٰلِكَ يُحْىِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (٧٣) وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (٩٢) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ، خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ، قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ق وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ، قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٩٣) - (البقرة)

(৫৫) স্মরণ করো, তোমরা মূসাকে বলেছিলে ঃ "আমরা আল্লাহকে নিজ চোখে প্রকাশ্যভাবে (তোমার সাথে কথোপকথন করতে) দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তোমার কথায় আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না।" এ সময় দেখতে দেখতে এক প্রচণ্ড বজ্র এসে তোমাদের ওপর পড়ল, তোমরা প্রাণহীন হয়ে পড়ে গেলে। (৫৬) কিন্তু পুনরায় আমরা তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করলাম। আশা ছিল, এ অনুগ্রহের পর তোমরা কৃতজ্ঞ হবে। (৫৭) আমরা তোমাদের ওপর মেঘমালার ছায়া দান করলাম, তোমাদেরকে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নামক খাদ্য সরবরাহ করলাম.....। (৬০) স্মরণ করো, মূসা যখন নিজ জাতির লোকদের জন্য পানি প্রার্থনা করল, তখন আমরা বললাম ঃ "অমুক কংকরময় ভূমির ওপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো"। এর ফলে উক্ত স্থান হতে বারটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো এবং প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিল। তখনই এ উপদেশ দেয়া হলো ঃ "আল্লাহ্ প্রদত্ত 'রিযিক' খাও, পান করো এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না"। (৬১) স্মরণ করো, তোমরা যখন বলেছিলে ঃ "হে মূসা! আমরা একই প্রকারের খাদ্যে ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের জন্য জমির ফসল— শাক-সব্জি, গম-রসুন, পিঁয়াজ, ডাল ইত্যাদি উৎপাদন করেন।" তখন মূসা বলল ঃ "একটি উত্তম জিনিসের পরিবর্তে তোমরা কি একটি সামান্য জিনিস গ্রহণ করতে চাও ? তাহলে কোনো শহরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করো। তোমরা যা কিছু চাও, তা সেখানে পাওয়া যাবে।" শেষ পর্যন্ত অবস্থা এই দাঁড়াল যে, অপমান, লাঞ্ছনা, অধঃপতন ও দুরবস্থা তাদের ওপর চেপে বসল এবং তারা আল্লাহ্র গযবে পরিবেষ্টিত হলো। এরূপ পরিণতির কারণ এই ছিল যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতকে অমান্য করতে শুরু করছিল এবং পয়গাম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যা করছিল আর এটাও ছিল তাদের নাফরমানী এবং শরীয়তের সীমা লংঘন করার পরিণতি। (৪৭) হে বনী ইসরাঈল! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। এ কথাও স্মরণ করো যে, আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার জাতিসমূহের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, (৪৮) এবং সে দিনের ভয় করো, যে দিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না, কারো সম্পর্কে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না; কোনো কিছুর বিনিময়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া হবে না এবং পাপীদেরও কোনো দিক থেকে সাহায্য করা হবে না। (৪৯) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা তোমাদেরকে ফিরাউনী বংশের দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করেছিলাম— তারা তোমাদেরকে কঠিন যাতনায় নিমজ্জিত করে রেখেছিল, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের যবেহ করত এবং কন্যা-সন্তানদের জীবিত রেখে দিত। বস্তুত এ অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক পক্ষ থেকে তোমাদের সম্মুখে এক কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল। (৫০) সে সময়ের কথাও স্মরণ করো, যখন আমরা সমুদ্র বিদীর্ণ করে তোমাদের জন্য পথ বানিয়ে দিয়েছিলাম এবং এর মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে নিরাপদে অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং সেখানে তোমাদের চোখের সম্মুখেই ফিরাউনী দলকে নিমজ্জিত করে দিলাম। (৫১) স্মরণ করো, আমরা যখন মূসাকে চল্লিশ দিন ও রাত্রির নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ডেকেছিলাম, তখন তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। বস্তুত তখন তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে; (৫২) কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম— এজন্য যে, অতঃপর তোমরা সম্ভবত কৃতজ্ঞ হবে। (৫৩) স্মরণ করো, (তোমরা যখন এ জুলুম করছিলে ঠিক তখনই) আমরা মূসাকে কিতাব এবং 'ফুরকান' দান করেছি। সম্ভবত এর সাহায্যে তোমরা সহজ ও সত্য পথ লাভ করতে পারবে। (৫৪) স্মরণ করো, মূসা যখন (আল্লাহ্র এ দান নিয়ে

ফিরে এসে) তার জাতিকে লক্ষ্য করে বলল ঃ "হে মানুষ! তোমরা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিজেদের ওপর বড় জুলুম করছ, কাজেই তোমরা আপন স্রষ্টার কাছে তওবা করো এবং নিজদেরকে ধ্বংস করো। বস্তুত এর ফলে তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার কাছে কল্যাণ রয়েছে।" তখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (৬৩) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা তূর পর্বতকে তোমাদের ওপর উত্তোলিত করে তোমাদের কাছ থেকে পাকা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম; আর বলেছিলাম ঃ "আমরা তোমাদেরকে যে কিতাব দান করেছি তা মজবুত করে ধারণ করো এবং তাতে যেসব আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ-বাণী সন্নিবেশিত রয়েছে, তা স্মরণ করে রাখো। বস্তুত এরই সাহায্যে আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়ার পথ অনুসরণ করতে পারবে।" (৬৭) এরপর সে ঘটনাও স্মরণ করো, যখন মূসা তার জাতিকে বলল ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা বলল ঃ "তুমি কি আমাদের সাথে বিদ্রূপ করছ ?" মূসা বলল ঃ "আমি মূর্খদের ন্যায় কথা বলার নির্বুদ্ধিতা হতে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাই।" (৬৮) তারা বলল ঃ "তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে আলোচ্য গাভী সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত জানাতে বলো।" মূসা বলল ঃ আল্লাহ্ বলছেন, তা এমন একটি গাভী হবে, যা বৃদ্ধাও নয়, একেবারে বাছুরও নহে, বরং মধ্যম বয়সের হবে। অতএব যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তা পালন করো।" (৬৯) এর পরও তারা বলতে লাগলঃ "তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে এটাও জিজ্ঞাসা করে লও যে, এর বর্ণ কি হবে ?" মূসা বলল ঃ "তিনি বলছেন, গাভীটিকে অবশ্যই হলুদ বর্ণের হতে হবে— এর বর্ণ এতখানি চাকচিক্যপূর্ণ হবে যে, তা দেখে লোকেরা সন্তুষ্ট হতে পারবে।" (৭০) তারা আবার বলল ঃ "তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞেস করে বলো, গাভীটি কিরূপ হওয়া চাই। কেননা তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের সংশয় হচ্ছে। আল্লাহ্ চাইলে আমরা এর সন্ধান করে নিতে পারব।" (৭১) জবাবে মূসা বলল ঃ "সেটি এমন গাভী হবে, যা কোনো কাজে ব্যবহৃত হয়নি, জমি চাষের কাজেও না, পানি সেচের কাজেও না; যা নিখুঁত ও নিষ্কলঙ্ক। এ কথা শুনেই তারা বলে উঠল ঃ 'হ্যা, এবার তুমি সঠিক সন্ধান দিয়েছ।" অতঃপর তারা এরূপ গাভীই যবেহ করল; অন্যথায় তারা এ কাজ করত বলে মনে হয় না। (৭২) সে ঘটনাও তোমাদের স্মরণ আছে, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর সে সম্পর্কে তোমরা ঝগড়া-ঝাঁটি ও একে অপরের ওপর হত্যার দোষারোপ করতে শুরু করেছিলে, কিন্তু আল্লাহ্ এ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, তোমরা যা গোপন করবে, তিনি তা প্রকাশ করে দেবেন। (৭৩) তখন আমরা এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, নিহত ব্যক্তির লাশের ওপর এর একাংশ দ্বারা আঘাত করো। বস্তুত এরূপেই আল্লাহ্ তা'আলা মৃতদের জীবন দান করেন এবং তোমাদেরকে আপন নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন— যেন তোমরা অনুধাবন করতে পারো। (৯২) তোমাদের কাছে মূসা কিরূপ উজ্জ্বল নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছিল! তা সত্ত্বেও তোমরা এমন জালিম হয়ে গিয়েছিলে যে, তার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমরা বাছুরকে উপাস্য দেবতা বানিয়েছিলে। (৯৩) অতঃপর সে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করো, যা তোমাদের ওপর তূর পাহাড় উঠিয়ে তোমাদের কাছে থেকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম। তাতে আমরা তাগিদ করেছিলাম যে, যে পথনির্দেশ আমরা দিচ্ছি তা বিশেষ দৃঢ়তার সাথে কাজে পরিণত করো এবং মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করো। তোমাদের উর্ধ্বতন পুরুষেরা বলেছিল ঃ "আমরা শুনেছি বটে; কিন্তু মানব না।" বাতিল ও অন্যায়ের প্রতি তারা এতই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মানস পটে বাছুরেরই প্রভাব

দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়েছিল। বলে দাও ঃ "তোমরা যদি প্রকৃতপক্ষে ঈমানদারই হও, তবে যে ঈমান এ ধরনের পাপ কাজের প্রেরণা দেয়, তা বড়ই আশ্চর্যজনক।" (সূরা বাকারা)

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَاۤءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰۤى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْۤا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا (١٥٣) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا (١٥٤) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَاۤءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (١٥٥) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا (١٦٤) - (النساۤء)

(১৫৩) এই আহলি কিতাব লোকেরা যদি আজ তোমার কাছে এ দাবি করে যে, তুমি আসমান হতে কোনো লিখিত দলীল তাদের প্রতি নাযিল করাও, তবে (জেনে রাখো) এটা থেকেও অনেক বড় ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবি ইতঃপূর্বে তারা মূসা নবীর কাছে পেশ করেছিল। তার কাছে তারা এতদূর দাবি করেছিল যে, আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে আমাদের দেখাও। এই আল্লাহ্‌দ্রোহিতার দরুন সহসাই তাদের ওপর বিদ্যুৎ আপতিত হয়েছিল। এরপর তারা বাছুরকে নিজেদের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছিল, অথচ তারা সুস্পষ্ট নিশানাসমূহ দেখতে পেয়েছিল। এ সত্ত্বেও আমরা তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছি। আমরা মূসাকে সুস্পষ্ট ফরমান দান করেছি। (১৫৪) এবং এই লোকগুলোর ওপর 'তূর' পাহাড় উঠিয়ে ধরে তাদের কাছ থেকে এই ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি। আমরা তাদেরকে আদেশ করলাম যে, দ্বার পথে সিজদাবনত অবস্থায় প্রবেশ করো। আমরা তাদেরকে বললাম ঃ সাবতের— শনিবারের— আইন ভঙ্গ করো না। এই সম্পর্কেও তাদের কাছ থেকে পাকা-পোক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম। (১৫৫) কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কারণে এবং তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের ওপর মিথ্যা আরোপ করার দরুন, নবী-রাসূলগণকে অকারণ হত্যা করার জন্য এবং "আমাদের অন্তর আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত" তাদের এই উক্তির কারণে (তাদের ওপর গযব নাযিল হয়েছে) অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের বাতিল পূজার কারণে আল্লাহ তাদের অন্তরের ওপর 'মোহর' লাগিয়ে দিয়েছেন আর এই কারণে তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে। (১৬৪) এর পূর্বে আমরা সে রাসূলগণের প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যাদের কথা তোমার কাছে উল্লেখ করেছি আর সে রাসূলগণের প্রতিও ওহী পাঠিয়েছি, যাদের কথা তোমার কাছে উল্লেখ করিনি। আমরা মূসার সাথে কথা বলেছি, যেমন করে কথা বলা হয়ে থাকে। (সূরা নিসা)

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَاۤءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (٢٠) يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ (٢١) قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى

يَخْرُجُوْا مِنْهَا ج فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ (٢٢) قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ج فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ج وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْآ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٣) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّادَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ (٢٤) قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ (٢٥) قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ج يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ (٢٦)- (المائدة)

(২০) স্মরণ করো, যখন মূসা তার জাতির লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ হে আমার জাতির লোকগণ! আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছেন সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রেখো (নিয়ামতের কথা স্মরণ করো)। তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে শাসক বানিয়েছেন, তোমাদেরকে এমন আরো অনেক কিছু দান করেছেন, যা দুনিয়ার আর কাউকেও দেননি। (২১) হে জাতির ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র এলাকা লিখে দিয়েছেন তাতে প্রবেশ করো এবং পিছনে হটো না; অন্যথায় ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রতাবর্তন করবে। (২২) উত্তরে তারা বললঃ হে মূসা, সেখানে তো বড় বড় শক্তিমান ও প্রবল পরাক্রমশালী লোকেরা বাস করে। সেখানে আমরা কিছুতেই যাবো না যতক্ষণ না তারা সেখান হতে বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি তারা বের হয়ে যায়, তবে আমরা সেখানে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছি। (২৩) এই ভয়-পাওয়া লোকদের মধ্যে দু' ব্যক্তি এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্ নিজে অনুগৃহীত করেছিলেন। তারা বললঃ "এই পরাক্রমশালী লোকদের মুকাবিলা করেই উক্ত শহরের দ্বারে প্রবেশ করো। তোমরা যখন ভিতরে পৌঁছে যাবে, তখন তোমরাই নিশ্চিতরূপে জয়ী হবে। আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা রাখো, যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (২৪) কিন্তু তারা আবার সে কথা বলল ঃ "হে মূসা! আমরা তো তথায় কখনো যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব তুমি ও তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক উভয়ই যাও এবং লড়াই করো। আমরা এখানেই বসে পড়লাম।" (২৫) এটা শুনে মূসা বললঃ "হে রব্ব! আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো ওপর আমার কোনো ইখতিয়ার চলে না। কাজেই তুমি এই নাফরমান লোকদের সংস্পর্শ হতে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করে দাও।" (২৬) আল্লাহ্ উত্তরে বলল ঃ ঠিক আছে, ঐ দেশটি চল্লিশ বছরের জন্য এদের প্রতি হারাম (করে দেয়া হলো); এরা দুনিয়ায় নিরুদ্দেশ ঘুরে-ফিরে ও হাতড়ে মরবে। অতএব এই নাফরমান লোকদের অবস্থার প্রতি কোনো দয়া বা সহানুভূতি প্রদর্শন করো না। (সূরা মায়েদা)

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ط وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ج فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ط وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ط كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْآ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ- (الاعراف:١٦٠)

আর আমরা এই জাতিকে বারটি পরিবারে ভাগ করে তাদেরকে স্বতন্ত্র দলে পরিণত করে দিয়েছিলাম। মূসার জাতির লোকেরা যখন মূসার কাছে পানি চাইল তখন আমরা তাকে ইশারা করলাম যে, অমুক প্রস্তরময় ভূমির ওপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো। ফলে অচিরেই সে প্রস্তরময় ভূমির বুক হতে বারটি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হলো এবং প্রতিটি দল পানি নেয়ার জন্য

জায়গা ঠিক করে নিল। আমরা তাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিলাম এবং তাদের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করলাম আর বললাম খাও সে পাক জিনিসসমূহ— যা আমরা তোমাদেরকে দান করেছি। কিন্তু এরপর তারা যা কিছু করেছে, এর দরুন আমার ওপর জুলুম করেনি; বরং তারা নিজেদের ওপরই নিজেরা জুলুম করেছিল। (সূরা আরাফ ঃ ১৬০)

وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا (٦٠) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا
نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا (٦١) فَلَمَّا جَوَزَا قَالَ لِفَتٰهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا زلَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا
هٰذَا نَصَبًا (٦٢) قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ زوَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ
اَنْ اَذْكُرَهٗ ج وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ق عَجَبًا (٦٣) قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا
(٦٤) فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا (٦٥) قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ
اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (٦٦) قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا (٦٧) وَكَيْفَ تَصْبِرُ
عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا (٦٨) قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا (٦٩) قَالَ فَاِنِ
اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْئَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٧٠) فَانْطَلَقَا قف حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِى
السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ط قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ج لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا (٧١) قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٢) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا (٧٣) فَانْطَلَقَا قف
حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ لا قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ط لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا (٧٤) قَالَ اَلَمْ
اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٥) قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ج قَدْ بَلَغْتَ
مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا (٧٦) فَانْطَلَقَا قف حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ اِۨسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا
فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا (٧٧) قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ
وَبَيْنِكَ ج سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا (٧٨) اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى
الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا (٧٩) وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ
مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا (٨٠) فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا
(٨١) وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ج
فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ق رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ج وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ط ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ
مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا (٨٢)– (الكهف)

(৬০) (এই লোকদেরকে মূসা সংক্রান্ত সে ঘটনার বিবরণ শুনিয়ে দাও,) যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল যে, "আমি আমার সফর শেষ করব না, যতক্ষণ না দুই দরিয়ার সংগমস্থলে পৌছব। অন্যথায় আমি এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতেই থাকব। (৬১) অতঃপর যখন তারা দু'টি দরিয়ার সংগমস্থলে পৌছল, তখন তারা তাদের মাছের ব্যাপারে বে-খেয়াল হয়ে গেল। আর সেটি ছুটে গিয়ে সুরঙ্গের মতো পথ ধরে দরিয়ার মাঝে চলে গেল। (৬২) আরো সম্মুখে গিয়ে মূসা তার খাদেমকে বলল ঃ আমাদের নাস্‌তা পেশ করো; আজকের সফরে আমরা ভয়ানকভাবে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছি"। (৬৩) খাদেম বলল ঃ "আমরা যখন সে প্রস্তর ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটনা ঘটেছিল তা কি আপনি লক্ষ্য করেননি ? মাছের প্রতি আমার কোনো লক্ষ্য ছিল না আর শয়তান আমাকে এমনভাবে বে-খেয়াল বানিয়ে দিয়েছিল যে, আমি (আপনার কাছে) এর উল্লেখ করতেও ভুলে গিয়েছিলাম। মাছ তো আর্শ্চয রকমভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গেছে"। (৬৪) মূসা বলল ঃ "আমরা তো এ-ই চেয়েছিলাম"। অতপর তারা দু'জনই নিজেদের পায়ের চিহ্ন দেখে পুনরায় ফিরে এল। (৬৫) আর সেখানে তারা আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে একজন বান্দাহকে পেল, যাকে আমরা আপন রহমত দিয়ে ধন্য করেছিলাম এবং নিজেদের তরফ থেকে এক বিশেষ ইলমও দান করেছিলাম। (৬৬) মূসা তাকে বলল ঃ "আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি, যেন আপনি আমাকেও সে জ্ঞান শিক্ষা দেন, যা আপনাকে শিখানো হয়েছে"। (৬৭) সে জবাব দিল ঃ "আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৮) আর যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যইবা ধারণ করতে পারবেন কিভাবে" ? (৬৯) মূসা বলল ঃ "আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। আর কোনো ব্যাপারেই আমি আপনার হুকুমের বরখেলাফ করব না"। (৭০) সে বলল ঃ "আচ্ছা, ঠিক আছে; আপনি যদি আমার সাথে চলতে থাকেন, তাহলে আপনি আমার কাছে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না যতক্ষণ না আমি নিজে সে বিষয়ে আপনার নিকট বলি"। (৭১) এবার তারা দু'জন রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে তারা যখন একটি নৌকায় আরোহণ করল, তখন সে লোকটি নৌকায় ছিদ্র করে দিল। মূসা বলল ঃ "আপনি কি নৌকার সকল আরোহীকেই ডুবিয়ে মারার জন্যই এতে ছিদ্র করে দিলেন ? আপনার এই কাজটি তো বড়ই মারাত্মক" ? (৭২) সে বলল ঃ "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না" ? (৭৩) মূসা বলল ঃ "ভুল হলে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারে আপনি অতটা কড়াকড়িও করবেন না"। (৭৪) অতপর সে দু'জন আবার চলতে লাগল। পথিমধ্যে তারা একটি বালককে দেখতে পেল এবং সে ব্যক্তি তাকে হত্যা করল। মূসা বলল ঃ "আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করলেন, অথচ সে তো কাউকেও হত্যা করেনি ? আপনি তো একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছেন"! (৭৫) সে বলল ঃ "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে চলতে পারবে না ? (৭৬) মূসা বলল ঃ "এর পর আমি যদি আর কিছু আপনার কাছে জিজ্ঞেস করি, তাহলে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না। এখন তো আমার দিক থেকে আপনি ওযর পেলেন"। (৭৭) অতপর তারা সম্মুখের দিকে চলল; চলতে চলতে একটি জন-বসতিতে গিয়ে পৌছল আর সেখানকার লোকদের কাছে খাবার চাইল। কিন্তু তারা এ দু'জনের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখতে পেল, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সে ব্যক্তি একে দাঁড় করে দিল। মূসা বলল ঃ "আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের মজুরী

গ্রহণ করতে পারতেন"। (৭৮) সে বলল ঃ "ব্যস, এখানেই তোমার ও আমার সহযাত্রা শেষ হয়ে গেল। এখন আমি তোমাকে সে সব বিষয়ের তাৎপর্য বলব, যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারোনি। (৭৯) সে নৌকাটির ব্যাপার এই ছিল যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, তারা শ্রম-মজদুরী করত। আমি সেটিকে দোষযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কেননা সম্মুখে রয়েছে এমন এক বাদশাহর অঞ্চল যে প্রতিটি নৌকাকে জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে যায়। (৮০) অতপর সে ছেলেটির কথা। এর পিতা মাতা ছিল মুমিন। আমরা আশংকা বোধ করলাম যে, এই ছেলেটি তার নাফরমানী ও বিদ্রোহমূলক চরিত্র দ্বারা তাদেরকে কষ্ট দেবে। (৮১) এই কারণে আমরা চাইলাম যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তার পরিবর্তে তাদেরকে এমন সন্তান দেন, যে চরিত্রেও তার তুলনায় উত্তম হবে আর যার কাছ থেকে 'সেলায়ে রেহমী' (সদয় আচরণও) অধিক আশা করা যাবে। (৮২) আর সেই দেয়ালটির ব্যাপার এই যে, সেটি দু'জন ইয়াতীম ছেলের মালিকানা; তারা এ শহরেই বাস করে। এ দেয়ালের নীচে ছেলে দু'টির জন্য সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে এবং তাদের পিতা ছিল এক নেককার ব্যক্তি। এ কারণে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক চাইলেন যে, এ দু'টি ছেলে বালেগ হয়ে তাদের জন্য গচ্ছিত সম্পদ তারা বের করে নেবে। এটি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমতের কারণে করা হয়েছে। আমি নিজের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারে এর কোনোটিই করিনি। এ-ই হচ্ছে সে সব বিষয়ের তাৎপর্য, যে জন্য তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারোনি। (সূরা কাহাফ)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ.......... (البقرة : ٨٧)

আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। অতঃপর পর্যায়ক্রমে রাসূল প্রেরণ করেছি ......

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ (٩١) ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ (١٥٤)- (الانعام)

(৯১) সে লোকেরা আল্লাহ সম্পর্কে নিতান্ত ভুল অনুমান করে নিয়েছে, যখন তারা বলেছে যে, আল্লাহ কোনো মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো ঃ তাহলে সে কিতাব— যা মূসা নিয়ে এসেছিল, যা সমগ্র মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা ও হেদায়েত ছিল, যাকে তোমরা টুকরা টুকরা করে রেখেছ— কিছু অংশ দেখাও আর অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখো এবং যার সাহায্যে তোমাদেরকে সে জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা না তোমাদের জানা ছিল, না তোমাদের বাপ-দাদাদের— সে কিতাব কে নাযিল করেছিল ? শুধু এইটুকু বলে দাও যে, আল্লাহ। অতঃপর তাদেরকে নিজেদের যুক্তি তর্কের খেলায় মত্ত হওয়ার জন্য ছেড়ে দাও। (১৫৪) অতপর আমরা মূসাকে কিতাব দান করেছি, যা মংগলজনক নীতি গ্রহণকারী মানুষের প্রতি ছিল নেয়ামতের পূর্ণতা বিধায়ক ও সকল জরুরী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা এবং পরিপূর্ণ হেদায়েত ও রহমতস্বরূপ। (এবং বনী ইসরাঈলকে এই উদ্দেশ্যে তা দেয়া হয়েছিল যে,) হয়ত তারা নিজেদের রব্ব-এর সাথে সাক্ষাত হওয়ার প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আন'আম)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا (٥١) وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا (٥٢) وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَآ اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا (٥٣) - (مريم)

(৫১) হে নবী! এ কিতাবে আরো উল্লেখ করো মূসার কাহিনী। সে ছিল এক নিষ্ঠাবান ও মনোনীত ব্যক্তি আর রাসূলও ছিল সে। (৫২) আমরা তাকে তুর-এর ডান দিক হতে ডাকলাম এবং গোপন কথাবার্তা দ্বারা তাকে নৈকট্য দান করলাম। (৫৩) আর নিজের অনুগ্রহে তার ভাই হারুনকে নবী বানিয়ে তাকে (সাহায্যকারী হিসেবে) দিলাম। (সূরা মারইয়াম)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ - (الانبياء:٤٨)

পূর্বে আমরা মূসা ও হারুনকে ফুরকান, আলো ও 'যিকির' দান করেছি সে মুত্তাকী লোকদের কল্যাণের জন্য। (সূরা আম্বিয়া)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ - (المؤمنون:٤٩)

আর মূসাকে আমরা কিতাব দিলাম, যেন লোকেরা এর ভিত্তিতে হেদায়েত লাভ করতে পারে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ- ( السجدة: ٢٣)

এর পূর্বে আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। অতএব, সে বস্তুই পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের মনে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। এ কিতাবকে আমরা বনী-ইসরাঈলের জন্য হেদায়েতের বিধান বানিয়েছিলাম। (সূরা সাজদা ঃ ২৩)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ (٥٣) هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ (٥٤) - (المؤمن)

(৫৩) আর দেখো না, আমরা মূসাকে পথ প্রদর্শন করেছি আর বনী ইসরাঈলকে এ কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি, (৫৪) যা ছিল বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য হেদায়েত ও নসীহত স্বরূপ। (সূরা মুমিন)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ (حم السجدة: ٤٥)

ইতিপূর্বে আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। তখন সে কিতাবের ব্যাপারেও এ রকমেরই মতভেদ হয়েছিল। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু যদি প্রথমেই একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করে না দিতেন, তাহলে এ মতভেদকারীদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হতো। আর সত্য কথা এই যে, এ লোকেরা সে ব্যাপারে কঠিন বিপর্যয়কর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত রয়েছে। (সূরা হা-মী-সিজদা)

...... وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ - (الحج: ٤٤)

..... আর মূসাকেও অমান্য করা হয়েছিল। সত্য অমান্যকারী এসব লোককে আমি পূর্বেও অবকাশ দিয়েছিলাম। কিন্তু এর পরে পরেই তাদেরকে পাকড়াও করেছি। এখন দেখো, আমার দেয়া শাস্তি কি রকম ছিল। (সূরা হজ্জ)

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ – (الصف: ٥)

তোমরা স্মরণ করো মূসার সেই কথাটি যা সে নিজ জাতির লোকজনকে বলেছিল ঃ হে আমার জাতির জনগণ! তোমরা কেন আমাকে উৎপীড়িত করো ? অথচ তোমরা ভালোভাবেই জানো যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহও তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। বস্তুত আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে হেদায়েত দান করেন না। (সূরা সফ)

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (١١٤) وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ (١١٥) وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ (١١٦) وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ (١١٧) وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (١١٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى الْاٰخِرِيْنَ (١١٩) سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ (١٢٠) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (١٢١) اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ (١٢٢) – (الصّٰفّٰت)

(১১৪) আর আমরা মূসা ও হারুনের প্রতি অনুগ্রহ করেছি। (১১৫) এবং তাদেরকে ও তাদের জাতিকে মহা কষ্ট-ক্লেশ থেকে উদ্ধার করেছি। (১১৬) তাদেরকে সাহায্য দান করেছি, যে কারণে তারাই বিজয়ী হয়েছে। (১১৭) তাদেরকে অতীব সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছি, (১১৮) তাদের উভয়কে নির্ভুল ও সঠিক পথ দেখিয়েছি (১১৯) এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তাদের সুনাম ও সুখ্যাতিকে জারি রেখেছি। (১২০) মূসা ও হারুনের প্রতি সালাম। (১২১) নেক আমলকারীদেরকে আমরা এরূপ প্রতিফলই দিয়ে থাকি। (১২২) তারা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের মুমিন বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সূরা সফফাত)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ........ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ........ (٢٤٧) ........ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٤٨) – (البقرة)

(২৪৬) অনন্তর সে ব্যাপারটি সম্পর্কেও তোমরা চিন্তা করে দেখেছ কি, যা মূসার পরে এই বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ঘটেছিল ? তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল ঃ আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দাও, যেন আমরা আল্লাহ্র পথে লড়াই করতে পারি ......। (২৪৭) তাদের নবী তাদেরকে বলল ঃ আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন ....। (২৪৮) ..... আল্লাহ্র তরফ থেকে তার বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন এই যে, তার (বাদশাহী) আমলে সে সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে, যাতে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে থেকে তোমাদের মনের সান্ত্বনার সামগ্রী রয়েছে। যাতে মূসা ও হারুনের উত্তরাধিকারীদের অবশিষ্ট বরকতপূর্ণ জিনিসগুলো রয়েছে এবং যা এখন ফেরেশতাগণ ধারণ করে আছে। বস্তুত তোমরা ঈমানদার হলে এর মধ্যে তোমাদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ـ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ (٣٩) فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٤٠)-

(৩৯) আর কারূন, ফিরাউন এবং হামানকেও আমরা ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা পৃথিবীর বুকে অহঙ্কার করছিল, অথচ তারা অগ্রগমনে সক্ষম ছিল না। (৪০) শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককেই আমরা তার গুনাহের দরুন পাকড়াও করেছি। অতপর তাদের মধ্যে কারো ওপর আমরা পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠিয়েছি, আর কাউকেও পাকড়াও করেছে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ, কাউকেও আমরা জমিনে ধসিয়ে দিয়েছি এবং কাউকেও ডুবিয়ে মেরেছি। তাদের ওপর আল্লাহ্ জুলুম করেননি; তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল। (সূরা আনকাবুত)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيُكَسِّرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْحَرْبَ وَيَفِيْضُ الْمَالَ حَتّٰى لَايَقْبَلُهٗ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا - (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, সেই মহান আল্লাহ্ কসম, যাঁর মুষ্টিতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই অবতীর্ণ হবেন ইবনে মরিয়ম, সুবিচারক হুকুমদাতা হিসেবে। তিনি ক্রুশ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন। শুকরকে হত্যা ও ধ্বংস করেবেন এবং যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। অপর এক বর্ণনায় এখানে যুদ্ধ জিযিয়া শব্দটি রয়েছে— অর্থাৎ জিযিয়া খতম করে দেবেন। তখন ধন-সম্পদের এতই বিপুলতা দেখা দেবে যে, তা গ্রহণ করার কোনো লোক থাকবে না। (আর অবস্থা এই হবে যে, লোকদের মতে আল্লাহ্র জন্য) একটি সিজদা করা দুনিয়া ও দুনিয়া সব কিছুর তুলনায় উত্তম বিবেচিত হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ اِبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاَمَامُكُمْ مِنْكُمْ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, 'তোমাদের মাঝে যখন ইবনে মরিয়ম অবতরণ করবেন এবং তোমাদের ইমাম যখন স্বয়ং তোমাদের নিজেদের মধ্যে হতেই হবে তখন তোমরা কেমন হবে? (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদের আহমদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ عِيْسٰى اِبْنُ مَرْيَمَ فَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَمْحُوْا الصَّلِيْبَ وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلٰوةَ وَيُعْطِى الْمَالَ حَتّٰى لَا يُقْبَلُ وَيُضَعِ الْخَرَاجَ وَيَنْزِلُ الرَّوْحَاءَ فَيَحَجُّ مِنْهَا، اَوْ يَعْتَمِرَ اَوْ يُجَمِّعُهَا (مسند احمد، بسلسلة - مرويات ابى هريرة- مسلم كتاب الحج ، باب حواز التمتع فى الحج والقران)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, ঈসা ইবনে মরিয়ম নাযিল হবেন। পরে তিনি শূকর হত্যা করবেন ও ক্রুশকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। তাঁর জন্য নামাযের

জামায়াত কায়েম করা হবে এবং তিনি এত পরিমাণ ধন-সম্পদ বন্টন করবেন যে, তা গ্রহণ করার কোনো লোক থাকবে না। তিনি খারাজ বাতিল করবেন। আর রাওহা নামক স্থানে মনযিল বানিয়ে সেখান হতে হজ্জ বা উমরা করবেন। কিংবা উভয়ই একত্রে সম্পন্ন করবেন। (বর্ণনাকারীর মনে সন্দেহ হয়েছে, রাসূলে করীম (স)-এর এই দুটি কথার কোনটি বলিয়াছেন তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারে নাই।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَهُمْ يَصُوْمُوْنَ يَوْمًا يَعْنِيْ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَ اَغْرَقَ اٰلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوْسٰى شُكْرًا لِلّٰهِ، فَقَالَ اَنَا اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهٖ -

আলী ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) (হিজরত করে) মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি মদীনাবাসীকে এমনভাবে পেলেন যে, তারা একদিন সাওম পালন করে অর্থাৎ সে দিনটি হলো আশুরার দিন। (জিজ্ঞাসা করার পর) তারা বলল, এটি একটি মহান দিবস। এ এমন দিন, যে দিনে আল্লাহ মুসা (আ)-কে নাজাত দিয়েছেন এবং ফিরাউনের সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এরপর মূসা (আ) শুকরিয়া হিসেবে এদিন সাওম পালন করেছেন। তখন নবী করীম (স) বললেন, তাদের তুলনায় আমি হযরত মূসা (আ)-এর অধিক ঘনিষ্ট। কাজেই তিনি নিজেও এদিন সওম পালন করেছেন এবং (সবাইকে) একদিন সওম পালনের আদেশ দিয়েছেন। (বুখারী)

## ১৮. হযরত নূহ (আ)

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ - (ال عمرن : ٣٣)

আল্লাহ্ আদম ও নূহ এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরগণকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন এবং (নিজের নবুয়্যত ও রিসালাতের জন্য) মনোনীত করেছেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩৩)

اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ...... (النساء : ١٦٣)

হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে নূহ এবং তার পরবর্তী পয়গাম্বরগণের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। ..... (সূরা নিসা ঃ ১৬৩)

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ....... (الانعام : ٨٤)

অতঃপর আমরা ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুব-এর মতো সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই সঠিক পথ দেখিয়েছি। (সে সঠিক পথ, যা) ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম .......

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (٥٩) قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٦٠) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ

رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٦١) اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ (٦٢) اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاۤءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٦٣) فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ (٦٤)

(৫৯) আমরা নূহকে তার সময়কার লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি । সে বলল ঃ হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবুল করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ ইলাহ্ নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করি। (৬০) জবাবে তার জাতির সরদারগণ বলল ঃ আমরা তো দেখছি যে, তুমি সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত রয়েছ। (৬১) নূহ বলল ঃ হে জনগণ! আমি কোনো প্রকার গুমরাহীতে লিপ্ত নই, আমি তো রাব্বুল আলামীনের রাসূল। (৬২) আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র পয়গামসমূহ পৌঁছিয়ে থাকি— আমি তোমাদের কল্যাণকামী। আমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সেসব বিষয় জানি, যা তোমাদের জানা নেই। (৬৩) তোমরা কি এ জন্য আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ছ যে, তোমাদের প্রতি তোমাদেরই জাতির মধ্যকার এক ব্যক্তির মাধ্যমে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে স্মারক এসেছে, যেন সে তোমাদেরকে সাবধান করে দেয় এবং তোমরা ভুল পথে চলা থেকে রক্ষা পেতে পারো আর যেন তোমাদের ওপর রহমত নাযিল হয়। (৬৪) কিন্তু তারা তাকে (মিথ্যাবাদী মনে করে) অমান্য করল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে এক নৌকায় (আরোহণ করিয়ে) রক্ষা করলাম এবং সেই লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম, যারা আমার আয়াতসমূহকে (মিথ্যা মনে করে) অমান্য করেছিল। বস্তুত তারা ছিল অন্ধ লোক।
(সূরা আরাফ)

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاۤءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنَ (٧١) فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٧٢) فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰۤئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ (٧٣)- (يونس)

(৭১) তাদেরকে নূহের কাহিনী শুনাও। সে সময়ের কাহিনী, যখন সে তার জনগণকে বলেছিল, “হে সমাজের ভাইসব! তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্‌র আয়াত শুনিয়ে তোমাদেরকে সজাগ ও সচেতন করে তোলা তোমাদের পক্ষে যদি অসহ্য হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমার ভরসা তো কেবল এক আল্লাহ্‌রই ওপর রয়েছে। তোমরা নিজেদের বানানো শরীকদের সাথে নিয়ে একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করে নাও। আর যে পরিকল্পনাই তোমাদের সামনে রয়েছে, তা খুব ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করে দেখো। যেন এর কোনো একটি দিকও তোমাদের চোখের আড়ালে পড়ে না থাকে। অতঃপর আমার বিরুদ্ধে তাকে কাজে পরিণত করো আর আমাকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দিও না। (৭২) তোমরা আমার উপদেশ-নসীহত কবুল না করলে (আমার কোনো ক্ষতিই করবে না), আমি তোমাদের কাছে থেকে কোনো মজুরী পেতে চাইনি। আমার মজুরী তো আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে আর আমাকে আদেশ করা হয়েছে

যে, (কেউ মেনে নেক, আর না-ই নেক) আমি নিজে তো মুসলিম হয়ে থাকব"। (৭৩) তারা তাকে মিথ্যা বলে অমান্য করল। ফল এই হলো যে, আমরা তাকে ও তার সঙ্গে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং তাদেরকেই জমিনে অবশিষ্ট রাখলাম। আর যারাই আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল তাদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম। এখন দেখো, যাদেরকে সাবধান ও সর্তক করেছিলাম (আর তৎসত্ত্বেও যারা মেনে নিতে রাজি হলো না) তাদের কি পরিণাম হয়েছে। (সূরা ইউনুস)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٥) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (٢٦) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (٢٧) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (٢٨) وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٩) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣٠) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٣١) قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣٢) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٣٣) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣٤) وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (٣٧) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٣٩) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٤٠) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (٤١) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (٤٢) قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (٤٣) وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى

الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٣٤) وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ
وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ (٤٥) قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ج اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ق
فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٤٦) قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ
اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ط وَاِلَّا تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ (٤٧) قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ
بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ط وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٤٨) تِلْكَ
مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ج مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ط فَاصْبِرْ ط اِنَّ الْعَاقِبَةَ
لِلْمُتَّقِيْنَ (٤٩)- (هود)

(২৫) (আর এরূপ অবস্থা ছিল যখন) আমরা নূহকে তার জনগণের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (সে বলল ঃ ) "আমি তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করে দিচ্ছি (২৬) যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না। অন্যথায় আমার আশংকা বোধ হচ্ছে, তোমাদের ওপর একদিন পীড়াদায়ক আযাব আসবে।" (২৭) জবাবে তার জনগণের সরদারগণ— যারা তার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল— বললঃ "আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদেরই মতো একজন মানুষ ছাড়া আর তো কিছু নও। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের লোকদের মধ্যকার কেবল হীন-নীচ লোকেরাই না বুঝে-শুনে তোমার পথ অবলম্বন করছে। আর আমরা এমন কোনো জিনিসই দেখতে পাইনি, যাতে তোমরা আমাদের চেয়ে কিছুমাত্র অগ্রসর; বরং আমরা তো তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।" (২৮) সে বলল ঃ "হে আমার জনগণ! একটু চিন্তা-বিবেচনা করে দেখো, আমি যদি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছ থেকে প্রাপ্ত এক সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি আর এরপর তিনি আমাকে তার বিশেষ অনুগ্রহ দানে ধন্যও করে থাকেন; কিন্তু তা তোমরা দেখতে পেলে না— এমতাবস্থায় আমার কি উপায় আছে, যা দ্বারা তোমরা মেনে নিতে না চাইলেও আমরা তোমাদের ওপর তা জবরদস্তি চাপিয়ে দিতে পারি ? (২৯) হে জাতির লোকেরা! আমি এই কাজে তোমাদের কাছে কোনো ধন-সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌রই যিম্মায় রয়েছে। আমার কথা যারা মেনে নিয়েছে, আমি তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে প্রস্তুত নই। তারা নিজেরাই তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে উপস্থিত হবে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা মূর্খ-জনোচিত কাজ করছ। (৩০) আর হে জনগণ! আমি যদি এই লোকদেরকে তাড়িয়ে দেই, তাহলে আল্লাহ্‌র পাকড়াও হতে কে আমাকে বাঁচাতে আসবে ? তোমরা কি এটুকু কথাও বুঝতে পারো না ? (৩১) আমি তোমাদেরকে একথাও বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধন-সম্পদের ভাণ্ডার রয়েছে আর এ কথাও বলি না যে, আমি গায়েব জানি! ফেরেশ্‌তা হওয়ার দাবিও আমি করি না। আমি এও বলতে পারি না যে, তোমাদের চোখ যেসব লোককে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ তাদেরকে কোনো কল্যাণই দেননি। তাদের মনের অবস্থা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। যদি আমি এ ধরনের কথা বলি, তাহলে আমি তো জালিম হব। (৩২) শেষ পর্যন্ত সে লোকেরা বলল ঃ "হে নূহ! তুমি তো আমাদের সাথে ঝগড়া করেছ আর ঝগড়া করেছ খুব বেশি মাত্রায়। যদি সত্যবাদী হও তবে এখন সে আযাবটাই নিয়ে এস, তুমি আমাদেরকে যার

ধমক দিচ্ছ!" (৩৩) নূহ জবাব দিল ঃ "তাতো আল্লাহই আনবেন, যদি তিনি চান। তবে তোমাদের এতখানি শক্তিসামর্থ নেই যে, এর প্রতিরোধ করবে। (৩৪) এখন আমি যদি তোমাদের কোনো কল্যাণ সাধন করতে চাইও, তবুও আমার কল্যাণ কামনা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না, যেহেতু আল্লাহ্ই তোমাদের পথ ভুলিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেছেন। তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, তার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (৩৬) নূহের প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠানো হলো যে, তোমার জাতির যেসব লোক ঈমান এনেছে তো এনেছে। এখন আর কেউ ঈমান আনবার নেই। এদের কার্যকলাপে দুঃখিত হওয়ার মনোভাব পরিহর করো; (৩৭) বরং আমাদের তত্ত্বাবধানে ও আমাদের ওহী অনুসারে একখানি নৌকা তৈরীর কাজ শুরু করো। আর মনে রেখো, যারা জুলুম করেছে তাদের অনুকূলে তুমি আমাদের কাছে কোনো সুপারিশ করবেনা। এরা সকলেই এখন নিমজ্জিত হবে। (৩৮) নূহ কিশতী নির্মাণ করছিল আর তার জনগণের সর্দারগণের মধ্যে যে-ই এর কাছ দিয়ে যাতায়াত করছিল, সে-ই এর ওপর বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করছিল। সে বলল ঃ "তোমরা যদি আমাদেরকে বিদ্রূপ করো তাহলে আমরাও তোমাদেরকে বিদ্রূপ করব। (৩৯) খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কার প্রতি অপমানকর আযাব আসে আর কার ওপর আসে স্থায়ী আযাব।" (৪০) এভাবে যখন আমাদের আদেশ এল আর সে চুলাটা উথলিয়ে উঠল তখন আমরা বললাম ঃ "প্রত্যেক ধরনের জন্তু-জানোয়ার এক-এক জোড়া নৌকায় তুলে নেও। তোমার পরিবারের লোকদেরকেও— অবশ্য তাদের ছাড়া যাদেরকে পূর্বেই চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে— এতে তুলে নেও। আর সে লোকদেরকেও এতে বসাও যারা ঈমান এনেছে।" তবে নূহের সাথে ঈমান এনেছে এমন লোকের সংখ্যা ছিল খুবই স্বল্প। (৪১) নূহ বলল ঃ "তোমরা এতে চড়ে বসো; আল্লাহ্র নামেই এটা গতিমান হবে, এবং স্থিতি লাভ করবে। আমার রব্ব বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (৪২) কিশতী এই লোকদের নিয়ে চলছিল আর একটি একটি ঢেউ পাহাড়ের সমান হয়ে আসছিল। নূহের পুত্র দূরবর্তী স্থানে দঁড়িয়েছিল। নূহ ডেকে বলল ঃ "হে আমার পুত্র, আমাদের সঙ্গে আরোহন করো, কাফেরদের সঙ্গে থেক না।" (৪৩) সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ঃ "আমি এখনি একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসব, তা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে।" নূহ বলল ঃ "আজ কোনো জিনিসই আল্লাহ্র হুকুম থেকে রক্ষা করতে পারবে না; তবে আল্লাহ কারো প্রতি রহম করলে অন্য কথা।" ইতোমধ্যে একটি ঢেউ উভয়ের মাঝখানে আড়াল করে দাঁড়াল আর সে-ও নিমজ্জিতদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (৪৪) নির্দেশ হলো ঃ "হে জমিন তোমার সব পানি গিলে ফেলো আর হে আকাশ থেমে যাও। অতঃপর পানি জমিনে বিলিন হয়ে গেল; ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেল। কিশতী জুদী পর্বতগাত্রে এসে ভিড়ল, অতঃপর বলে দেয়া হলো যে, জালিম লোকেরা দূর হয়ে গেল! (৪৫) নূহ তার রব্বকে ডাকল অতপর বলল ঃ "হে রব্ব! আমার পুত্র তো আমারই ঘরের লোকদের একজন। ওদিকে তোমার ওয়াদাও সত্য। আর তুমি সব বিচারক অপেক্ষা বড় ও উত্তম বিচারক।" (৪৬) জবাবে বলা হলো ঃ "হে নূহ! সে তোমার ঘরের লোকদের একজন নয়। সে তো এক বিকৃতি ও দুষ্কৃতির প্রতীক। কাজেই তুমি সে বিষয়ে আমার কাছে দরখাস্ত করো না, যার মূল ব্যাপার তোমার অজানা। আমি তোমাকে নসীহত করি, নিজেকে জাহিলদের মতো বানিও না।" (৪৭) নূহ সঙ্গে সঙ্গে আরয করল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! যে বিষয় আমার জানা নেই, সে বিষয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করা থেকে আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো ও দয়া না করো, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।" (৪৮) নির্দেশ হলো ঃ "হে নূহ নেমে পড়ো। আমাদের কাছ থেকে শান্তি ও

বরকত তোমার প্রতি আর সে লোকদের প্রতি, যারা তোমার সাথে আছে। আর কিছু লোক এমন রয়েছে, যাদেরকে আমরা কিছুকাল জীবন-সামগ্রী দান করব। অতঃপর তাদের ওপর আমাদের কাছ থেকে মর্মান্তিক আযাব আসবে।" (৪৯) হে মুহাম্মদ! এ সবই গায়েবী খবর। যা আমরা তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে পাঠাচ্ছি। এর পূর্বে না তুমি এসব কথা জানতে, না তোমার জাতির লোকেরা। অতএব ধৈর্য ধারণ করো। শুভ পরিণতি মুত্তাকী লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। (সূরা হূদ)

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (٧٧) - (الانبياء)

(৭৬) আর এ একই নেয়ামত আমরা নূহকেও দিয়েছিলাম। স্মরণ করো, এ সবের পূর্বে সে যখন আমাদেরকে ডেকেছিল। আমরা তার দো'আ কবুল করে নিলাম এবং তাকে ও তার ঘরের লোকদেরকে মহা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দান করলাম। (৭৭) আর আমরা সে লোকদের মুকাবিলায় তাকে সাহায্য করেছি, যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তারা খুবই খারাপ লোক ছিল। ফলে আমরা তাদের সকলকেই ডুবিয়ে দিলাম।

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا -

নূহের জাতির লোকদেরও এ অবস্থাই দেখা দিল যখন তারা নবী-রাসূলদেরকে অমান্য করল। আমরা তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম এবং দুনিয়ার লোকদের জন্য এক উপদেশ সামগ্রী বানিয়ে দিলাম। এ জালিমদের জন্য মর্মন্তুদ আযাব আমাদের কাছে প্রস্তুত রয়েছে। (সূরা ফুরক্বান ঃ ৩৭)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٠٥) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٨) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٠) قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١١٥) قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (١١٦) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (١١٧) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١١٩) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (١٢٠) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (١٢١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٢٢)- (الشعراء)

(১০৫) নূহের জাতি নবী-রাসূলগণের ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে। (১০৬) স্মরণ করো, যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিল ঃ "তোমরা কি ভয় করো না? (১০৭) আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত (আমানতদার) রাসূল। (১০৮) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করে চলো। (১০৯) আমি এ কাজে তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদানের দাবিদার নই। আমার প্রতিদান তো রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে। (১১০)

অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং (নিঃশঙ্ক চিত্তে) আমার আনুগত্য করো।"(১১১) তারা জবাব দিল ঃ "আমরা কি তোমাকে মেনে নেব ? অথচ নিকৃষ্টতম লোকেরাই তোমার আনুগত্য গ্রহণ করেছে।" (১১২) নূহ বলল ঃ "আমি কি জানি, তাদের আমল কি রকম ? (১১৩) তাদের হিসেব নেয়ার দায়িত্ব তো আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ওপর ন্যস্ত। হায়, তোমরা যদি কিছুটা চিন্তা-চেতনা প্রয়োগ করে কাজ করতে! (১১৪) যারা ঈমান আনে, তাদেরকে বিতাড়িত করা আমার কাজ নয়। (১১৫) আমি তো কেবল সুস্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র।" (১১৬) তারা বলল ঃ "হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও, তাহলে অবশ্যই ভাগ্য-বিপর্যস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (১১৭) নূহ দো'আ করল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমার জাতির লোকেরা আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে। (১১৮) এখন আমার ও তাদের মধ্যে তুমি চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী-সাথী মুমিনদেরকে মুক্তি দান করো।" (১১৯) শেষ পর্যন্ত আমরা তাকে ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে একটি বোঝাই করা জাহাজে তুলে বাঁচিয়ে দিলাম। (১২০) এবং এরপর অবশিষ্ট লোকদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। (১২১) নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। (১২২) আর আসল কথা এই যে, তোমার রব্ব মহা পরাক্রান্ত এবং অশেষ দয়াবানও। (সূরা শু'আরা)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ (١٤) فَأَنْجَيْنٰهُ وَأَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (١٥) - (العنكبوت)

(১৪) আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের কাছে পাঠিয়েছি এবং সে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছরকাল তাদের মধ্যে অবস্থান করেছে। শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে ঘিরে ফেলল এমন অবস্থায় যে, তারা ছিল জালিম। (১৫) অতপর নূহকে ও নৌকার আরোহীদেরকে আমরা বাঁচিয়ে দিলাম এবং একে (ঐ নৌকাটিকে) দুনিয়াবাসীর জন্য একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন বানিয়ে দিলাম। (সূরা আনকাবুত)

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِيْنَ (٧١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ (٧٢) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ (٧٣) إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ (٧٤) وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ (٧٥) وَنَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ (٧٦) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ (٧٧) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ (٧٨) سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ (٧٩) إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ (٨٠) إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ (٨١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ (٨٢) وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَإِبْرٰهِيْمَ (٨٣) - (الصّٰفّٰت)

(৭১) অথচ তাদেরও পূর্বে বহু লোকই গুমরাহ হয়েছিল। (৭২) আর আমরা তাদের মধ্যে সতর্ককারী রাসূল পাঠিয়েছিলাম। (৭৩) এখন দেখো, এই সতর্ক করে দেয়া লোকদের পরিণাম কি হয়েছে! (৭৪) এ খারাপ পরিণাম হতে আল্লাহ্র কেবল সে সব বান্দাহই রক্ষা পেয়েছে, যাদেরকে তিনি নিজের জন্য খালেস ও খাঁটি বানিয়ে নিয়েছেন। (৭৫) (ইতিপূর্বে) নূহ আমাদেরকে ডেকেছিল; তোমরা লক্ষ্য করো, আমরা কতো উত্তম জবাবদাতা ছিলাম। (৭৬) আমরা তাকে ও তার পরিবারের লোকদেরকে ভয়াবহ যন্ত্রণা ও পীড়ন হতে রক্ষা করলাম (৭৭)

এবং তারই বংশধরকে বাঁচিয়ে রাখলাম। (৭৮) আর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার ধারা অবশিষ্ট রাখলাম। (৭৯) নূহের প্রতি সালাম সারা দুনিয়াবাসীর মধ্যে। (৮০) নেক আমলকারীদেরকে আমরা এমনই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৮১) আসলে সে ছিল আমাদের মুমিন বান্দাদের একজন। (৮২) তারপর অন্যদেরকে আমরা ডুবিয়ে ফেললাম। (৮৩) আর নূহেরই পন্থানুসারী ছিল ইব্রাহীম। (সূরা সফফাত)

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١) قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٣) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا (٦) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (٧) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (٨) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (٩) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (١٤) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٨) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (٢٠) قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (٢١) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (٢٢) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ۙ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٣) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (٢٤) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (٢٥) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (٢٨)- (نوح)

(১) আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের প্রতি পাঠিয়েছি (এ নির্দেশ সহকারে) যে, এক ভয়ানক উৎপীড়ক আযাব আসার পূর্বেই তুমি তোমার জাতির লোকদেরকে সাবধান করে দাও। (২) সে বলল ঃ হে আমার জাতির লোকেরা! আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী (নবী)। (৩) (আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি যে,) তোমরা সকলে এক আল্লাহ্‌র দাসত্ব করো, তাঁকে ভয় করে চলো ও আমার আনুগত্য করে কাজ করো। (৪) আল্লাহ তোমাদের গুণাহ-খাতা মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবেন। সত্য কথা এই যে, আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সময় যখন আসে তখন আর তাকে রোধ করা

যায় না। তোমরা যদি জানতে, তবে কতই না ভালো হতো! (৫) সে নিবেদন করল ঃ হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমি আমার জাতির লোকদেরকে দিন-রাত ডেকেছি; (৬) কিন্তু আমার ডাক তাদের দূরে সরে যাওয়ার মাত্রা শুধু বৃদ্ধিই করে দিয়েছে। (৭) আর যখনই আমি তাদেরকে ডেকেছি— যেন তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও, তারা তাদের কানে অংগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে নিয়েছে, নিজেদের আচরণে তারা অনমনীয়তা দেখিয়েছে এবং খুব বেশি অহংকার করেছে। (৮) অতঃপর তাদেরকে আমি উচ্চস্বরে ডেকেছি, (৯) তারপর আমি প্রকাশ্যভাবেও তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছি; এমনকি গোপনে-গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি। (১০) আমি বলেছি তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও; নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। (১১) এরূপ করলে তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করব। (১২) তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে ধন্য করে দেবেন। তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করব আর তোমাদের জন্য ঝর্ণা ও খাল প্রবাহিত করব। (১৩) তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য কোনোরূপ মান-মর্যাদার ধারণা পোষণ করো না ? (১৪) অথচ তিনি তো নানা পর্যায়ে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ কিভাবে সাত আসমান স্তরে স্তরে নির্মাণ করেছেন ? (১৬) আর তাতে চন্দ্রকে আলো ও সূর্যকে প্রদীপ বানিয়েছেন ? (১৭) আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভূ-তল থেকে বিস্ময়করভাবে উৎপন্ন করেছেন। (১৮) অতঃপর তিনি এ মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন আর (শেষ পর্যন্ত) সকস্মা মাটি থেকে সহসাই তোমাদেরকে বের করে আনবেন। (১৯) বস্তুত আল্লাহ ভূ-তলকে তোমাদের জন্য শয্যার ন্যায় সমতল করে বিছিয়ে দিয়েছেন, (২০) যেন তোমরা এর উন্মুক্ত পথ-ঘাট দিয়ে চলাচল করতে পারো। (২১) নূহ বললঃ হে আমার রব্ব! এরা আমার কথা প্রত্যাখ্যান করেছে ও সেসব (সমাজ প্রধান)-দের আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে যারা ধন-মাল ও সন্তানাদি পেয়ে আরো অধিক ব্যর্থকাম হয়েছে। (২২) এ লোকেরা বড় সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছে। (২৩) তারা বলল ঃ তোমরা কিছুতেই নিজেদের উপাস্যদের ত্যাগ করবে না, ছাড়বে না আদ্‌ এবং সূয়াকে। ইয়াগুস, ইয়াউক ও নসরকেও নয়। (২৪) তারা বিপুল সংখ্যক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তুমিও এই জালিম লোকদেরকে গুমরাহী ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়ে উন্নতি দেবে না। (২৫) তাদের নিজেদের অপরাধের দরুনই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে এবং অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও রক্ষাকারী সাহায্যকারীরূপ পেল না। (২৬) আর নূহ বলল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এই কাফেরদের মধ্য থেকে ভূপৃষ্টে বসবাসকারী একজনকেও ছোড়ে দিওনা। (২৭) তুমি যদি এদেরকে এখানে ছেড়ে দাও, তাহলে এরা তোমার বান্দাহদেরকে গুমরাহ করে দেবে। আর এদের বংশে যারাই জন্মিবে দূরাচারী ও কট্টর কাফেরই হবে। (২৮) হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং আমার ঘরে মুমিনরূপে প্রভিষ্ট হয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে, আর সব ম'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলাদের ক্ষমা করে দাও। আর জালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধি দান করো না। (সূরা নূহ)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (٩) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (١٠)

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (١١) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢)

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ (١٣) تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤) وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (١٥) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ (١٦) - (القمر)

(৯) ইতিপূর্বে নূহের জাতিগোষ্ঠীও মিথ্যা আরোপ করেছে। তারা আমাদের বান্দাহকে অসত্য মনে করে নিয়েছিল আর বলেছিল, এ তো দিগভ্রান্ত— পাগল! তদুপরি সে তীব্রভাবে তিরস্কৃত ও উপেক্ষিতও হয়েছে। (১০) শেষ পর্যন্ত সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ডেকেছে এই বলে ঃ "আমি পরাভূত ও বিজিত হয়েছি, এখন তুমিই এদের ওপর প্রতিশোধ লও।" (১১) তখন আমরা আকাশের দুয়ারসমূহ খুলে দিয়ে মুষল ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১২) এবং জমিন দীর্ণ করে ঝর্ণাধারায় পরিণত করে দিয়েছি। আর এ সমস্ত পানিই সেই কাজটি পূর্ণ করার কাজে লেগে গেল, যা পূর্ব থেকে সুনির্দিষ্ট হয়েছিল। (১৩) আর নূহকে আমরা কাষ্ঠফলক ও লৌহপেরেক সম্বলিত বাহনের ওপর সওয়ার করে দিলাম (১৪) যা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন চলছিল। এ ছিল সে ব্যক্তির নিমিত্ত প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার, অমান্য ও উপেক্ষা করা হয়েছিল। (১৫) সে নৌকাটিকে আমরা নিদর্শন বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। এরূপ অবস্থায় উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী কেউ আছে কি (১৬) আমার দেয়া আযাবটা কি রকম ছিল এবং ভীতি প্রদর্শনটাই বা কত ভয়াবহ ছিল তা একবার লক্ষ্য করো। (সূরা বাকারা)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ (٢٣) فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ۚ مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ (٢٤) اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ (٢٥) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ (٢٦) فَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ (٢٧) فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٢٨) وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (٢٩) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ (٣٠) ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ (٣١)-

(২৩) আমরা নূহকে তার জাতির লোকদের কাছে পাঠিয়েছি। সে বলল ঃ "হে আমার জাতির লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো; তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কেউ মা'বুদ নেই। তোমরা কি ভয় করো না ? (২৪) তার জাতির যে সরদাররা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা বলতে লাগল ঃ এ, ব্যক্তি কিছুই নয়, নেহায়েত তোমাদের মতোই একজন মানুষ মাত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে, সে তোমাদের ওপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। আল্লাহ্‌ই যদি (কাউকেও) পাঠিয়ে থাকতেন, তবে ফেরেশতা পাঠাতেন। এ ধরনের কথা তো আমরা আমাদের বাপ-দাদার সময় হতে কখনো শুনেনি (যে, মানুষ রাসূল হয়ে এসেছে)। (২৫) আসলে কিছু নয়, লোকটিকে কিছুটা পাগলামিতে পেয়েছে। কিছু কাল আরো দেখে লও (হয়ত ভালো হয়ে যেতে পারে)। (২৬) নূহ বলল ঃ "হে পরোয়ারদেগার! এই লোকেরা যে আমাকে

অমান্য করেছে, এ ব্যাপারে এখন তুমিই আমাকে সাহায্য দান করো।" (২৭) অতপর আমরা তার প্রতি ওহী পাঠালাম ঃ "আমাদের সংরক্ষণে ও আমাদের ওহী অনুসারে নৌকা তৈরী করো। তারপর আমার হুকুম যখন আসবে ও চুলা পানিতে উথলিয়ে উঠবে, তখন সকল প্রকারের জীব ও জন্তু হতে এক এক জোড়া সঙ্গে নিয়ে তাতে আরোহণ করবে। তোমার পরিবার পরিজনকেও সাথে রাখবে; কেবল সে লোকদের নয় যাদের বিরুদ্ধে পূর্বেই ফয়সালা করা হয়েছে। আর জালিমদের ব্যাপারে আমার কাছে কিছুই বলবে না। এখন তারা ডুবে মরবে। (২৮) অতপর তুমি যখন তোমার সঙ্গী-সাথী নিয়ে নৌকায় সওয়ার হয়ে বসবে তখন বলবে ঃ শোকর সে আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে জালিমদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (২৯) আর বলো, হে পরোয়ারদেগার! আমাকে বরকতপূর্ণ স্থানে অবতরণ করাও, তুমিই সর্বোত্তম স্থানে অবতারণকারীও।" (৩০) এ কাহিনীতে বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে। আর পরীক্ষা তো আমরা করতেই থাকি। (৩১) এদের পর আমরা অপর এক পর্যায়ের জাতির উত্থান ঘটালাম।

(সূরা মুমিনুন)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ص وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَأْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ قف فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٥) وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ النَّارِ (٦) - (المومن)

(৫) এদের পূর্বে নূহের জাতিও অমান্য করেছে এবং এর পরও আরো অনেক জন-সমাজ এ কাজ করেছে। প্রত্যেক জাতিই তার রাসূলের ওপর হামলা চালিয়েছে, যেন তাকে পাকড়াও করতে পারে। তারা সকলেই বাতিলের হাতিয়ারগুলো দ্বারা সত্য দ্বীনকে হীন প্রমাণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অতপর দেখো, আমার শাস্তি কত কঠোর ছিল। (৬) এমনিভাবে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের এ ফয়সালাও সে সব লোকের ওপর কার্যকর হয়েছে, যারা কুফর করেছে। তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। (সূরা মুমিন)

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ط أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ج فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ - (التوبة : ٧٠)

এই লোকদের কাছে কি এদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌঁছায়নি? নূহের লোকজন, আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সময়কার লোক, মাদইয়ানবাসী আর যেসব জনপদ উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে। তাদের রাসূল তাদের কাছে স্পষ্টতর নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। অতঃপর এটা আল্লাহ্‌রই কাজ ছিল না যে, তিনি তাদের ওপর জুলুম করবেন; তারা নিজেরাই বরং নিজেদের ওপর জুলুমকারী হয়েছিল। (সূরা তওবা)

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ط وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ط لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّٰهُ ط جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْا أَيْدِيَهُمْ فِيْ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ - (ابرهيم : ٩)

তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত জাতিসমূহের অবস্থার বিবরণ পৌঁছায়নি, — নূহের জাতি, আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তী কালের বহু সংখ্যক জাতি, যাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না ? তাদের নবী-রাসূলগণ যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট কথা ও প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ নিয়ে এল, তখন তারা নিজেদের মুখে হাত চেপে ধরল এবং বলল "যে পয়গামসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানি না আর তোমরা যে জিনিসের দাওয়াত আমাদেরকে দিচ্ছ, সে সম্পর্কে আমরা বড়ই কুণ্ঠাপূর্ণ সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছি।"

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ، إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا (٣) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ ، وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا (١٧) - (بنى اسراءيل)

(৩) তোমরা তো সে লোকদের সন্তান, যাদেরকে আমরা নূহের সঙ্গে নৌকায় সওয়ার করিয়েছিলাম আর নূহ ছিল একজন শোকর গুযার বান্দাহ। (১৭) চেয়ে দেখো, নূহের পরে এ ধরনের কত শত বংশধারা আমাদের হুকুমে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাঁর বান্দাহদের গুনাহ-খাতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল, আর তিনি সবকিছুই দেখছেন।

وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ - (الحج : ٤٢)

হে নবী! তারা যদি তোমাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করে থাকে, তবে (এতে দুঃখ করার কিছু নেই) তাদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আদ, সামূদ মিথ্যা আরোপ করেছিল।(সূরা হজ্জ)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ - (ص)

এদের পূর্বে নূহের জাতি, আদ, স্তম্ভধারী ফিরাউন অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। (সূরা সোয়াদ)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ، اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ - (الشّورى : ١٣)

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার নির্দেশ আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে ইতিপূর্বে দিয়েছিলাম— এই তাগিদ সহকারে যে, কায়েম করো এ দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেয়ো না। এ কথাটিই এ মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ, যার দিকে (হে মুহাম্মদ!) তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন বানিয়ে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন যে তাঁর দিকে রুজু করে। (সূরা শু'আরা ঃ ১৩)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ - (ق : ١٢)

এদের পূর্বে নূহ-এর জাতি, আসহাবুর রাস এবং সামুদ জাতির লোকেরাও অস্বীকারকারী হয়েছে। (সূরা ক্বাফ ঃ ১২)

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ، اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ - (الذّٰريٰت : ٤٦)

আর এ সকলের পূর্বে আমরা নূহের 'সময়কার জনগণ'কে ধ্বংস করেছি কেননা তারা ছিল ফাসিক লোক। (সূরা যারিয়াত ঃ ৪৬)

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ، اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى - (النجم : ٥٢)

আর তাদের পূর্বে নূহের জাতি-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন। কেননা তারা আসলেই বড় কঠিন অত্যাচারী ও সীমালংঘণকারী দুর্বিনীত লোক ছিল। (সূরা নজম)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ -

আমরা নূহ ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছিলাম এবং এ দু'জনের বংশে নবুয়্যত ও কিতাবের ব্যবস্থা করেছিলাম। উত্তরকালে তাদের সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ হেদায়েত গ্রহণ করেছে আর অনেক লোকই ফাসিক হয়ে গেছে। (সূরা হাদীদ ঃ ২৬)

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ وَقَالَ اَبْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : اِنِّىْ لَاُ نْذِرُكُمُوْهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا اَنْذَرَ قَوْمَهُ، لَقَدْ اَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهُ، وَلٰكِنِّىْ اَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ، وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ -

আবদান (রহ) তিনি আবদুল্লাহ থেকে তিনি ইউনুস থেকে তিনি যুহরী থেকে সালেম থেকে আর ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) একদা জনসমাবেশে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, তারপর দাজ্জালে উল্লেখ করে বললেন, আমি তোমাদেরকে তার থেকে সতর্ক করছি আর প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে এ দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন। নূহ (আ)-ও নিজ সম্প্রদায়কে দাজ্জাল থেকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে এমন একটা কথা বলছি, যা কোনো নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি। তা হল তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয়ই দাজ্জাল কানা আর আল্লাহ্ কানা নন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَاحَدَّثَ بِهِ نَبِىٌّ قَوْمَهُ : اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّهُ يَجِىْءُ مَعَهُ بِتِمْثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِىْ يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ هِىَ النَّارُ وَاِنِّىْ اُنْذِرُكُمْ بِهِ كَمَا اَنْذَرَ بِهِ نُوْحٌ قَوْمَهُ .

হযরত নুআঈম (রা) তিনি শায়বান থেকে তিনি ইয়াহ্ইয়া থেকে তিনি আবু কালমা থেকে তিনি আবু হুরারা (রা) থেকে শুনেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলে দেব না, যা কোনো নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি ? তা হলো, নিশ্চয়ই সে হবেন কানা, সে সাথে করে

জান্নাত এবং জাহান্নামের দু'টি কৃত্রিম ছবি নিয়ে আসবে। অতএব যাকে সে বলবে যে, এটি জান্নাত প্রকৃতপক্ষে সেটি হবে জাহান্নাম। আর আমি তার সম্পর্কে তোমাদের ঠিক তেমনি সতর্ক করছি, যেমনি নূহ (আ) তার সম্প্রদায়কে সে সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِىءُ نُوْحٌ وَاُمَّتُهُ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ فَيَقُوْلُ لِاُمَّتِهِ : هَلْ بَلَّغَكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ لَا، مَاجَاءَنَا مِنْ نَبِىٍّ، فَيَقُوْلُ لِنُوْحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ، فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ .

মূসা ইবনে ইসমাঈল (রহ) তিনি আবদুল ওয়াহীদ বিন বিয়াদ থেকে তিনি আমাশ থেকে তিনি আবি সাহে থেকে আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (হাশরের দিন) নূহ এবং তাঁর উম্মত (আল্লাহ্‌র দরবারে) হাজির হবেন। তখন আল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি (আমার বাণী) পৌঁছিয়েছ ? তিনি বলবেন, হাঁ, হে আমার রব্ব! তখন আল্লাহ তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করবেন, নূহ কি তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌছিয়েছেন। তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোনো বনীই আসেন নি। তখন আল্লাহ নূহকে বলবেন, তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর উম্মত। [রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ] তখন আমরা সাক্ষ্য দেব। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়েছেন। আর এটিই হলো আল্লাহ্‌র বাণী ঃ আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা মানব জাতির ওপর সাক্ষী হও। (২ঃ১৩৪) (বুখারী)

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ دَعْوَةٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَ قَالَ اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُوْنَ بِمَا يَجْمَعُ اللّٰهُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِىْ وَتَدْنُوْ مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَلَا تَرَوْنَ اِلٰى مَا اَنْتُمْ فِيْهِ اِلٰى مَا بَلَغَكُمْ، اَلَاتَنْظُرُوْنَ اِلٰى مَنْ يَنْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ، فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَبُوْكُمْ اٰدَمُ فَيَاْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْ الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَ اَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ وَاَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ اَلَاتَشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُوْلُ رَبِّىْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَايَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَنَهَانِىْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْ اِلٰى غَيْرِى، اِذْهَبُوا اِلٰى نُوْحٍ فَيَاْتُوْنَ نُوْحًا فَيَقُوْلُوْنَ يَا نُوْحُ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُوْرًا اَمَا تَرٰى اِلٰى مَانَحْنُ فِيْهِ اَلَا

تَرَى اِلٰى مَا بَلَغَنَا، اَلَاتَشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ، فَيَقُوْلُ رَبِّىْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَايَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِىْ نَفْسِى اِئْتُوْا النَّبِىَّ ﷺ فَيَأْتُوْنِّىْ فَاَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَيُقَالُ يَامُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، وَسَلْ تُعْطَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لَا اَحْفَظُ سَائِرَهُ -

ইসহাক ইবনে নাসর (রহ) তিনি মুহাম্মদ বিন উনায়দা তিনি আবু হাইয়ান তিনি আবু যার আতা তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন বলেন, আমরা নবী করীম (স)-এর সাথে এক যিয়াফতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে (রান্না করা) ছাগলের বাহু পেশ করা হলো, এটা তাঁর কাছে পছন্দীয় ছিল। তিনি সেখান থেকে এক টুকুরা খেলেন এবং বললেন, আমি কেয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতির সরদার হব। তোমরা কি জান ? আল্লাহ কিভাবে (কেয়ামতের দিন) একই সমতলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একত্রিত করবেন ? যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং একজন আহবানকারীর ডাক সবার কাছে পৌঁছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোনো কোনো মানুষ বলবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনি, তোমরা কি অবস্থায় আছ এবং কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করবে না, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন? তখন কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম (আ) আছেন। (চল তাঁর কাছে যাই)। তখন সকলে তার কাছে যাবে এবং বলবে, হে আদম! আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকেছেন। তিনি ফেরেশতাদেরকে (আপনার সম্মানের) নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী সকলে আপনাকে সিজদাও করেছেন এবং তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন না ? আপনি দেখেন না, আমরা কি অবস্থায় আছি এবং কি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি ? তখন তিনি বলবেন, আমার রব্ব আজ এমন রাগান্বিত হয়েছেন, এর পূর্বে এমন রাগান্বিত হয়নি আর পরেও এমন রাগান্বিত হবেন না। আর তিনি আমাকে বৃক্ষটি থেকে (ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। তখন আমি ভুল করেছি। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। তোমরা আমি ব্যতীত অন্যের কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে চলে যাও। তোমরা নূহের কাছে চলে যাও। তখন তারা নূহ (আ) এর কাছে আসবে এবং বলবে, হে নূহ! পৃথিবীবাসীদের নিকট আপনিই প্রথম রাসূল এবং আল্লাহ আপনার নাম রেখেছেন কৃতজ্ঞ বান্দা। আপনি কি লক্ষ্য করছেন না, আমরা কি ভয়াবহ অবস্থায় পড়ে আছি ? আপনি দেখছেন না আমরা কতইনা দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়ে আছি ? আপনি কি আমাদের জন্য আপনার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন না? তখন তিনি বলবেন, আমার রব্ব আজ এমন রাগান্বিত হয়ে আছে, যা ইতিপূর্বে হন নাই এবং এমন রাগান্বিত পরেও হবেন না। এখন আমি নিজের চিন্তায়ই ব্যস্ত। তোমরা নবী [মুহাম্মদ (স)] এর কাছে চলে যাও। তখন তারা আমার কাছে আসবে আর আমি আরশের নীচে সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা উঠান এবং সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে আর আপনি যা চান, আপনাকে তাই দেয়া হবে। মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ (রা) বলেন, হাদীসের সকল অংশ আমি মুখস্থ করতে পারিনি। (বুখারী)

## ১৯. হযরত সুলাইমান (আ)

......... وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ............(الانعام :٨٤)

.... .... (সে সঠিক পথ, যা) ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম এবং তারই বংশ হতে আমরা দাঊদ, সুলাইমান, (হেদায়েত দান করেছি) ........। (সূরা আন'আম ঃ ৮৪)

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (٨١) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (٨٢) - (الانبياء)

(৮১) আর সুলাইমানের জন্য আমরা তীব্র বায়ুকে অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম। যা তার হুকুমে সে দেশের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল, যে দেশে আমরা বিপুল বরকত দান করেছি। আমরা সব বিষয়েই পুরোপুরি অবহিত। (৮২) আর শয়তানগুলোর মধ্য থেকে আমরা এমন অনেককে তার অনুগত ও অধীন বানিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত। এছাড়া আরো অনেক কাজ তার হুকুমে করত। এই আমরাই ছিলাম এদের সকলের সংরক্ষণকারী।

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ۚ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (١٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (١٤)- (سباء)

(১২) আর সুলাইমানের জন্য আমরা বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত করে দিয়েছি, সকালবেলা তার একমাসের পথ অতিক্রম করা এবং সন্ধ্যাকালে তার একমাসের পথ অতিক্রম করা। আমরা তার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি এবং এমন সব জ্বিনকে তার অধীন ও অনুগত করে দিয়েছি, যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুমে তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্য থেকে যে আমার হুকুম অমান্য করত তাকে আমরা জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাতাম। (১৩) তারা তার জন্য তাই বানাত যা সে চাইত; উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি-প্রতিকৃতি, বড় বড় পুকুরের মতো থালা এবং নিজ স্থানে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় ডেগসমূহ। —হে দাউদের বংশধর! শোকর করার নিয়মে কাজ করতে থাকো। আমার বান্দাদের মধ্যে শোকর-গুযার খুবই কম। (১৪) অতপর সুলাইমানের জন্য যখন আমরা মৃত্যুর ফয়সালা জারি করলাম, তখন জ্বিনদেরকে তার মৃত্যুর খবর জানাবার জন্য সে 'ঘুণ' ছাড়া আর কোনো জিনিসই ছিল না, যা তার লাঠিকে খেয়ে ফেলছিল। এভাবে সুলাইমান যখন পড়ে গেল তখন জ্বিনদের কাছে এ রহস্য উদঘাটিত হলো যে, তারা যদি গায়েব জানত, তাহলে এ লাঞ্ছনার আযাবে তারা আবদ্ধ থাকত না। (সূরা সাবা)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ

الْمُبِيْنُ (١٦) وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ (١٧) حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى
وَادِ النَّمْلِ لا قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ج لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ لا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ
(١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ (١٩) وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ
اَرَى الْهُدْهُدَ ز اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ (٢٠) لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ
مُّبِيْنٍ (٢١) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ (٢٢) اِنِّيْ
وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ (٢٣) وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ (٢٤) اَلَّا
يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ (٢٥) اَللّٰهُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (السجدة) (٢٦) قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٢٧)
اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ (٢٨) قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ
اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ (٢٩) اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٣٠) اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ
وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ (٣١) قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ ج مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ
(٣٢) قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ لا وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ (٣٣) قَالَتْ
اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ج وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ (٣٤) وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ
اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ (٣٥) فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ ز فَمَآ اٰتٰنِيَ اللّٰهُ
خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ ج بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ (٣٦) اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا
وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ (٣٧) قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ
مُسْلِمِيْنَ (٣٨) قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ج وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ
اَمِيْنٌ (٣٩) قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ط فَلَمَّا رَاٰهُ
مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ قف لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ط وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ
فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ (٤٠) قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْٓ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ (٤١)
فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ط قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ (٤٢) وَصَدَّهَا
مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ (٤٣) قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ج فَلَمَّا رَاَتْهُ

حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۚ قَالَتْ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٤٤) - (النمل)

(১৫) (অপর দিকে) আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে ইলম দান করলাম। তারা বলল ঃ "শোক্র সে আল্লাহ্র যিনি তাঁর বহু সংখ্যক মুমিন বান্দাহ্র ওপর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" (১৬) আর দাউদের উত্তরাধিকারী হলো সুলাইমান। সে বলল ঃ "হে লোকেরা! আমাদেরকে পাখির ভাষা শিখানো হয়েছে এবং আমাদেরকে সব রকমের জিনিসই দেয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ (আল্লাহ্র) সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।" (১৭) আর সুলাইমানের জন্য জ্বিন, মানুষ ও পাখিকুলের সেনাবাহিনী একত্রিত করা হয়েছিল, এবং তাদের সকলকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো! (১৮) (একবার সে তাদের নিয়ে পথ চলছিল) শেষ পর্যন্ত যখন এরা সকলে মিলে পিপীলিকার প্রান্তরে পৌছল তখন একটি পিপীলিকা বলল ঃ "হে পিপীলিকার দল! নিজ নিজ গর্তে ঢুকে পড়ো; এমন যেন না হয় যে, সুলাইমান ও তার সৈন্য-সামন্ত তোমাদেরকে পিষে মেরে ফেলবে আর তারা তা টেরও পাবে না।" (১৯) সুলাইমান এ কথায় মৃদু হেসে বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখো, তুমি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ, আমি যেন এর শোকর আদায় করি এবং এমন নেক আমল করি, যা তোমার পছন্দ হবে। আর নিজ রহমতে আমাকে তোমার নেক বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত করো।" (২০) (ভিন্ন এক উপলক্ষে) সুলাইমান পাখিকুলের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিল এবং বলল ঃ 'ব্যাপার কি! আমি অমুক হুদহুদকে দেখতে পাই না কেন, সে কি কোথাও উধাও হয়ে গিয়েছে? (২১) আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব কিংবা যবেহ করব। নতুবা তাকে আমার কাছে যুক্তিসংগত কারণ দর্শাতে হবে। (২২) কিছু সময় অতিবাহিত হতেই সে এসে বলল ঃ "আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি, যা আপনার জানা নেই। আমি 'সাবা' সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য নিয়ে এসেছি। (২৩) আমি সেখানে একজন মহিলা দেখেছি, সে এ জাতির শাসনকর্ত্রী। তাকে সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম দেয়া হয়েছে আর তার সিংহাসন বড়ই মর্যাদাসম্পন্ন। (২৪) আমি দেখলাম যে, সে এবং তার জাতির লোকেরা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যের সামনে সিজদায় অবনত হয়।" —শয়তান তাদের কাজ-কর্মকে তাদের জন্য চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে প্রকৃত রাজপথ হতে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। এ কারণে তারা সোজা পথটি পায় না। (২৫) (শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে যেন) যাতে তারা সে আল্লাহকে সিজদা না করে যিনি আসমান ও জমিনের গুপ্ত জিনিসগুলোকে বের করেন আর তিনি সবকিছুই জানেন, যা তোমরা গোপন করো এবং প্রকাশ করো। (২৬) আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য অধিকারী নেই, যিনি মহান আরশের অধিপতি। (২৭) সুলাইমান বলল ঃ "আমি এখনই (পরীক্ষা করে) দেখব, তুই সত্য বলেছিস, না মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত! (২৮) আমার এ চিঠি নিয়ে যা এবং একে সে লোকদের কাছে নিক্ষেপ কর; তারপর আলাদা হয়ে সরে দাঁড়া এবং লক্ষ্য কর, তারা কিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।" (২৯) সম্রাজ্ঞী বলল ঃ "হে সভাসদবৃন্দ! আমার কাছে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পৌছেছে। (৩০) এটি সুলাইমানের কাছ থেকে এসেছে এবং দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্র নামে শুরু করা হয়েছে। (৩১) এতে বলা হয়েছে ঃ "আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না এবং মুসলিম হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও। (৩২) (চিঠি শুনিয়ে) সম্রাজ্ঞী বলল ঃ "হে জাতির সরদারগণ! এ সমস্যাটির ব্যাপারে আমাকে

পরামর্শ দাও; আমি তো তোমাদের সাথে পরামর্শ না করে কোনো ব্যাপারেই ফয়সালা গ্রহণ করিনা।" (৩৩) তারা জবাব দিল ঃ "আমরা বড়ই শক্তিশালী এবং লড়াই-সংগ্রামে বিশেষ সুদক্ষ। এখন ফায়সালা গ্রহণের ব্যাপারটি আপনার ওপরই নির্ভরশীল; এ ব্যাপারে কি আদেশ দান করব, তা আপনিই ভেবে দেখুন!" (৩৪) সম্রাজ্ঞী বলল ঃ "বাদশাহ যখন কোনো দেশে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত এবং এর সম্মানিত লোকদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে; তারা এরূপই করে থাকে। (৩৫) আমি এ লোকদের জন্য একটি উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, তারপর লক্ষ্য করব, আমার দূত কি জবাব নিয়ে ফিরে আসে।" (৩৬) যখন সে (সম্রাজ্ঞীর দূত) সুলাইমানের কাছে পৌঁছল তখন সে বলল ঃ "তোমরা কি ধন-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও ? আল্লাহ আমাকে যা কিছু দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে দেয়া পরিমাণের তুলনায় অনেক অনেক বেশি ও উত্তম। তোমাদের দেয়া উপঢৌকন তোমাদেরকেই ধন্য করুক। (৩৭) (হে দূত!) যারা তোমাকে পাঠিয়েছে, তাদের কাছে ফিরে যাও; আমরা তাদের ওপর এমন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবো যার সাথে মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না এবং আমরা তাদেরকে সেখান থেকে এমন লাঞ্ছনা সহকারে বহিষ্কার করব যে, তারা অপদস্থ থেকে বাধ্য হবে।" (৩৮) সুলাইমান বলল ঃ "হে সভাসদবৃন্দ! তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসনখানি আমার সামনে এনে দিতে পারে ?" (৩৯) এক বিরাটকায় জিন নিবেদন করল ঃ "আপনি এ স্থান হতে উঠে যাওয়ার আগেই আমি তা হাজির করব। এ করার শক্তি ও ক্ষমতা আমার আছে আর সেই সঙ্গে আমি বিশ্বস্ত ও আমানতদারও।" (৪০) কিতাবের জ্ঞানে সমৃদ্ধ এক ব্যক্তি বলল ঃ "আমি আপনার চোখের পলকের মধ্যেই তা এনে দিচ্ছি।" যখনই সুলাইমান সে সিংহাসনটি নিজের সন্নিকটে রক্ষিত দেখতে পেল, এমনি চীৎকার করে বলে উঠল ঃ "এটি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ, তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান যে, আমি (এর জন্য) শোকর আদায় করি, না নেয়ামত অস্বীকারকারী হয়ে যাই। আর যে ব্যক্তি শোকরগুজারী করে, তার শোকর তার নিজের পক্ষেই কল্যাণকর হয়ে থাকে। নতুবা কেউ না-শুক্‌রি করলে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো মুখাপেক্ষীহীন এবং স্বতই তিনি মহীয়ান। (৪১) সুলাইমান বলল ঃ "খুব সন্তর্পনে তার সিংহাসনটি তারই সম্মুখে রেখে দাও; আমরা দেখব, সে সঠিক ব্যাপারটি বুঝতে পারে কিনা অথবা সে এমন লোকদের মধ্যে গণ্য হয়, যারা হেদায়েত পায় না।" (৪২) সম্রাজ্ঞী যখন হাজির হলো, তাকে বলা হলো ঃ "তোমার সিংহাসন কি এই রকমই ?" সে বলতে লাগল ঃ "এ তো যেন সেটিই। আমরা তো পূর্বেই জানতে পেরেছিলাম এবং আমরা আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছিলাম (কিংবা আমরা মুসলিম হয়ে গিয়েছিলাম)।" (৪৩) তাকে (ঈমান আনা হতে) যে জিনিস বিরত রেখেছিল, তা ছিল সে সব উপাস্যদের পূজা-উপাসনা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে সে যাদের আরাধনা করত। কেননা সে ছিল একটি কাফের জাতির সদস্য।

(সূরা নমল)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ

طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (١٥) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ

خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (١٦) ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (١٧) وَجَعَلْنَا

بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ

(١٨) فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (١٩) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ۚ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ (٢١)- (سباء)

(১৫) 'সাবা'র জন্য তাদের নিজেদের আবাস স্থলেই একটি নিদর্শন বর্তমান ছিল, দু'টি বাগান ডানে ও বামে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া রিযিক থেকে খাও এবং তাঁর শোকর গুযারী করো। দেশটি খুবই উত্তম ও পরিচ্ছন্ন এবং পরোয়ারদেগার অতীব ক্ষমাশীল। (১৬) কিন্তু তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের ওপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা পাঠিয়ে দিলাম এবং তাদের পূর্বেকার দু'টি বাগানের পরিবর্তে অপর দু'টি বাগান তাদেরকে দিলাম, যেখানে ছিল তিক্ত-কটু ফল ও ঝাউগাছ এবং কিছু পরিমাণ বরই। (১৭) এটি ছিল তাদের কুফরীর প্রতিদান যা আমরা তাদেরকে দিলাম। আর অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়া এমন প্রতিদান আমরা আর কাউকেও দেই না। (১৮) আর আমরা অদের ও তাদের বসতিসমূহের মাঝে— যেগুলোকে আমরা বরকত দান করেছিলাম— দৃশ্যমান বসতি স্থাপন করে দিয়েছিলাম এবং তাদের মধ্যবর্তী স্থানে সফরের দূরত্ব একটি পরিমাণ মতো রেখে দিয়েছিলাম। চলাফেরা করো এইসব পথে রাত-দিন পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে। (১৯) কিন্তু তারা বলল ঃ হে আমাদের রব্ব! আমাদের সফরের দূরত্ব দীর্ঘ করে দাও। তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করল। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে 'কল্প-কাহিনী' বানিয়ে রাখলাম এবং তাদেরকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে অতি বড় ধৈর্যশীল ও শোকর আদায়কারী। (২০) তাদের ব্যাপারে ইবলীস নিজের ধারণাকে নির্ভুল পেলে এবং অল্প সংখ্যক মুমিন লোক ছাড়া অবশিষ্ট সকলে তারই অনুসরণ করল। (২১) তাদের ওপর ইবলীসের কোনো কর্তৃত্ব ও আধিপত্য ছিল না। কিন্তু যা কিছু হয়েছে তা এ জন্য হয়েছে যে, কে পরকাল মানে আর কে এই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তা আমরা কার্যত দেখতে চেয়েছিলাম। তোমার রব্ব সব জিনিসেরই সংরক্ষক। (সূরা সাবা)

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۚ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۚ........ (البقرة : ١٠٢)

অথচ এমন সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করল, শয়তান যা সুলায়মানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সুলায়মান কখনোই কুফরী অবলম্বন করেনি। কুফরীতো অবলম্বন করেছে সেই শয়তানরা যারা লোকদেরকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। বেবিলনের হারূত ও মারূত এই দুই ফেরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তারা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এ জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই এ কথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত, "দেখো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ো না।" ....... (সূরা বাকারা ঃ ১২০)

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٣٠) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ (٣١) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٢) رُدُّوهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (٣٣) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٣٤) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٣٥) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيٰطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَآبٍ (٤٠) - (ص)

(৩০) আর দাউদকে আমরা সুলাইমান (এর মতো) সন্তান দান করেছিলাম, অতি উত্তম বান্দাহ, বার বার আপন রব্ব-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (৩১) উল্লিখযোগ্য সে সময়ের কথা, যখন সন্ধ্যাকালে তার সামনে খুব সুসজ্জিত দ্রুতগামী ঘোড়া পেশ করা হলো, (৩২) তখন সে বলল ঃ "আমি এই ধন-সম্পদ ভালোবাসি আমার সৃষ্টিকর্তা-মালিকের স্মরণের কারণে।" এমন কি সে ঘোড়াটি যখন চোখের আড়ালে চলে গেল (৩৩) তখন (সে হুকুম দিল) তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দাও এবং তারপর সে এর পায়ের গোছায় ও গলায় হাত বুলাতে লাগল। (৩৪) আর (দেখো), সুলাইমানকেও আমরা পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনের ওপর একটি দেহ এনে রেখেছি। তারপর সে ফিরে এল। (৩৫) এবং বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমাকে ক্ষমা করো, আর আমাকে এমন বাদশাহী দাও, যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভনীয় হবে না। নিঃসন্দেহে তুমিই প্রকৃত দাতা।" (৩৬) তখন আমরা বাতাসকে তার জন্য নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত বানিয়ে দিলাম, তা তার হুকুমে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো যেদিকে সে চাইত। (৩৭-৩৮) আর শয়তানগুলোকে অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রিত করে দিলাম, সব রকমের নির্মাতা, ডুবুরী ও অন্যান্য যারা শৃংখলাবদ্ধ ছিল। (৩৯) (আমরা তাকে বললাম ঃ) "এ আমাদের দান, তোমার ইখতিয়ার রয়েছে, যাকে ইচ্ছা দিতে পার, যার কাছ থেকে ইচ্ছা ফিরিয়ে নিতে পার: কোনো হিসেব নেই।" (৪০) নিশ্চয়ই তার জন্য আমাদের কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম পরিণাম।

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ إِذْ يَحْكُمٰنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِينَ (٧٨) فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فٰعِلِينَ (٧٩) - الانبياء)

(৭৮) আর এ নেয়ামত দিয়ে আমরা দাউদ ও সুলাইমানকেও ধন্য করেছি। স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তারা উভয়ই একটি ক্ষেতের মামলায় ফয়সালা দান করছিল, যেখানে অপর লোকদের ছাগলগুলো রাতেরবেলা ছড়িয়ে পড়ছিল, আর আমরা তাদের বিচারকে নিজেরাই পর্যবেক্ষণ করছিলাম। (৭৯) তখন আমরা সুলাইমানকে সঠিক ফয়সালা বুঝিয়ে দিলাম। অথচ হুকুম ও ইল্‌ম আমরা দু'জনকেই দিয়েছিলাম। দাউদের সঙ্গে আমরা পর্বতমালা ও

পাখিদেরকেও নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত করে দিয়েছিলাম। তারা তস্‌বীহ্ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো। এ কাজের কর্তা আমরাই ছিলাম। (সূরা আম্বিয়া)

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لَا طُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى سَبْعِيْنَ امْرَاَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَاَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ فَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا اِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا اَحَدُ شِقَّيْهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۞ قَالَ شُعَيْبُ وَابْنُ اَبِىْ الزِّنَادِ تِسْعِيْنَ وَهُوَ اَصَحُّ .

হযরত খালিদ ইবনে মাখলাদ (রা) তিনি মুগিরা ইবনে আবদুর রহমান তিনি আবু জিনাদ তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, বনী করীম (স) বলেছেন, সুলায়মান ইবনে দাউদ (আ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি আমার সত্তর জন্য স্ত্রীর নিকট যাব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বরোহী যোদ্ধা গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন তাঁর সাথী বললেন, ইন্‌শা আল্লাহ (বলুন)। কিন্তু তিনি মুখে তা বলেন নি। এরপর একজন স্ত্রী ব্যতীত কেউ গর্ভধারণ করলেন না, সে যাও এক (পুত্র) সন্তান প্রসব করলেন। তাও তার এক অঙ্গ ছিল না। নবী করীম (স) বললেন, তিনি যদি ইন্‌শা আল্লাহ মুখে বলতেন, তা হলে (সবগুলো সন্তানই জন্ম নিত এবং) আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করত। শু'আয়ব এবং ইবন আবূ যিনাদ (রা) এখানে নব্বই জন্য স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন আর এটাই সঠিক বর্ণনা। (বুখারী)

قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَوْ خَيْبَرَ وَفِىْ سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتِ الرِّيْحُ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِّعَائِشَةَ لُعَبُ فَقَالَ مَاهٰذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِىْ وَرَاٰى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهٗ جَنَحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هٰذَا الَّذِىْ اَرٰى وَسَطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هٰذَا الَّذِىْ عَلَيْهِ قُلْتُ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهٗ جَنَاحَانِ قَالَتْ اَمَا سَمِعْتَ اَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا اَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى رَاَيْتُ نَوَاجِذَهٗ .

রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক অথবা খায়বার-এর যুদ্ধ শেষে ফিরে এলেন। আমার হুজরার তাকে (বা দেয়ালের গর্তে) পর্দা ঝুলান ছিল। বায়ু প্রবাহিত হলে কাপড়ের তৈরী আমার খেলনা পুতুলগুলো হতে পর্দা অপসারিত হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আয়শা! ইটা কি? তিনি বললেন, আমার পুতুল। তিনি ঐগুলির মধ্যখানে কাপড়ের দুই পাখাবিশিষ্ট একটি ঘোড়ার পুতুল দেখেতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, এগুলোর মধ্যখানে যা দেখছি তা কি? তিনি বলেন, একটি ঘোড়া। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এর ওপর কি? আমি বলিলাম, দু একটি পাখা। তিনি বললেন, দুই পাখাবিশিষ্ট ঘোড়া। আমি বলিলাম, আপনি কি শুনেন নাই যে, সুলায়মান (আ)-এর কয়েকটি পক্ষবিশিষ্ট ঘোড়া ছিল। আমি বলিলাম, আপনি কি শুনেন নাই যে, সুলায়মান (আ) এমন হাসি দিলেন যে, আমি তাঁহার সামনের পাটির দাঁত দেখতে পাইলাম" (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمْكَنَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَنْظُرُوْا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِيْ سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيْ، فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا عِفْرِيْتٌ مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ مِثْلَ زِبْنِيَةٍ جَمَاعَتُهَا زَبَانِيَةٌ -

মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্শার (রা) তিনি মুহাম্মদ ইবনে জাফর তিনি মুহাম্মদ ইবনে জিয়াদ তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেছেন, একটি অবাধ্য জ্বিন এক রাতে আমার নাযাতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমার নিকট এল। আল্লাহ আমাকে তার ওপর ক্ষমতা প্রদান করলেন। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং মসজিদের একটি খুটির সঙ্গে বেঁধে রাখার মনস্থ করলাম, যাতে তোমরা সবাই সচক্ষে তাকে দেখতে পাও। তখনই আমার ভাই সুলায়মান (আ)-এর এ দু'টি আমার মনে পড়ল। হে আমার রব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমার পরে আমি ছাড়া কেউ না হয়। (৩৮ঃ৩৫) এরপর আমি জ্বিনটিকে ব্যর্থ এবং অপমানিত করে ছেড়ে দিলাম। জ্বিন অথবা ইনসানের অত্যন্ত পিশাচ ব্যক্তিকে ইফ্রীত বলা । ইফ্রীত ও ইফ্রীয়াতুন যিব্নীয়াতুন-এর ন্যায় এক বচর— যার বহু বচন যাবানিয়াতুন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلِيْ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِيْ النَّارِ، وَقَالَ كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْاَخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوٗدَ فَقَضٰى بِهٖ لِلْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِيْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لَاتَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهٖ لِلصُّغْرٰى قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ اِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُوْلُ اِلَّا الْمُدْيَةُ -

আবুল ইয়ামান (রা) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (রা) কে বলতে শুনেছেন যে, আমার ও অন্যান্য মানুষের উপমা হলো এমন যেমন কোনো এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল এবং তাতে পতঙ্গ এবং কীটগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে পড়তে লাগল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, দু'জন মহিলা ছিল। তাদের সঙ্গে দুটি সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের ছেলে নিয়ে গেল। সাথে একজন মহিলা বলল, "তোমার ছেলেটিই বাঘে নিয়ে গেছে।" অপর মহিলাটি বলল, "না, বাঘে তোমার ছেলেটি নিয়ে গেছে।" তারপর উভয় মহিলাই দাউদ (আ)-এর নিকট এ বিরোধ মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হলো। তখন তিনি ছেলেটির বিষয়ে

বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। তারপর তারা উভয়ে (বিচারালয় থেকে) বেরিয়ে দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর কাছ দিয়ে যেতে লাগল এবং তারা উভয়ে তাঁকে ঘটনাটি জানালেন। তখন তিনি লোকদের বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা ছোরা আনয়ন করো। আমি ছেলেটিকে দু-টুকরা করে তাদের উভয়ের মধ্যে ভাগ করে দেই। একথা শুনে অল্প বয়স্ক মহিলাটি বলে উঠল, তা করবেন না, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। ছেলেটি তবেই (এটা আমি মেনে নিচ্ছি) তখন তিনি ছেলেটির ব্যাপারে অল্প বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রখে দিয়ে দিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম। ছোরা অর্থে শব্দটি আমি ঐ দিন শুনেছি। আর না হয় আমরা তো ছোরাকে مُدْيَةٌ -ই বলতাম। (বুখারী)

৬ষ্ঠ অধ্যায়

# খ্রিস্টান প্রসঙ্গ

## ১. সামগ্রিক বিষয়াদি

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ص وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ لا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ، كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١١٣) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥) - (البقرة)

(৬২) নিশ্চয় জেনো শেষ নবীর প্রতি বিশ্বাসী হোক, কি ইহুদী, খ্রিস্টান কিংবা সাবীই— যে ব্যক্তিই আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে, তার পুরস্কার তার রব্ব-এর কাছে রয়েছে এবং তার জন্য কোনো প্রকার ভয় ও চিন্তার কারণ নেই। (১১৩) ইহুদীরা বলে ঃ খ্রিস্টানদের কাছে কিছুই নেই আর খ্রিস্টানরা বলে ঃ ইহুদীদের কাছে কোনো সত্যই নেই। অথচ উভয়েই 'কিতাব' পাঠ করে। আর যাদের কাছে কিতাবের কোনো জ্ঞান নেই, তারাও অনুরূপ দাবি পেশ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিনই তাদের এ মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন। (১৩৫) ইহুদীরা বলে ঃ ইহুদী হও, তবেই সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। খ্রিস্টানরা বলে ঃ খ্রিস্টান হও, তবেই সত্যের সন্ধান পাবে। তাদের সকলকেই বলে দাও যে, তারা কেউই ঠিক নয় বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পন্থা অবলম্বন করো। আর (এ কথা সর্বজনবিদিত যে) ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٦٤) لَيْسُوا سَوَاءً ، مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٤) وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩٩)- (ال عمرن)

(৬৪) বলো, "হে আহলি কিতাব, এস একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান; তা এই যে, আমরা (উভয়ই) আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করব না, তার

সাথে কাউকে শরীক করব না এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও নিজেদের রব্ব বলে গ্রহণ করব না।" এই দাওয়াত কবুল করতে তারা যদি প্রস্তুত না হয় তবে পরিষ্কার বলে দাও, "তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা তো মুসলিম (কেবলমাত্র এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও আনুগত্যে নিজদেরকে সোপর্দ করে দিয়েছি)। (১১৩) কিন্তু সমস্ত আহলি কিতাব একই ধরনের লোক নয়। এদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা সত্য-সঠিক পথে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে; রাত্রিবেলা (তারা) আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করে এবং তাঁর সম্মুখে সিজদায় অবনত হয়। (১১৪) আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তারা ঈমান রাখে, নেক ও সৎকাজের আদেশ করে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজসমূহে তারা তৎপর ও সচেষ্ট থাকে। এরা সৎ ও নেক লোক। (১৯৯) আহলি কিতাবদের মধ্যেও কিছুলোক এমন আছে, যারা আল্লাহকে মানে, তোমাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবকে বিশ্বাস করে এবং এর পূর্বে স্বয়ং তাদের প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, এর প্রতিও তারা বিশ্বাস রাখে। তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও অবনত এবং আল্লাহ্‌র আয়াতকে অতি নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে দেয় না। তাদের প্রতিফল তাদের রব্ব-এর কাছে (মওজুদ) রয়েছে। আর আল্লাহ হিসাব নিষ্পত্তি করতে দেরী করেন না। (সূরা আলে-ইমরান)

……… وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ …… (৫) وَمِنَ
الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ص فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ط وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (١٤) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا
اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ ط قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَّشَاۤءُ ط وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ز وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (١٨) وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى
ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ص وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ لا وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (٤٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ م
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (٥١) يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاۤءَ …… (٥٧) قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ
اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ لا وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ (٥٩) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (٦٥) وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ
لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ط مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ط وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاۤءَ مَا يَعْمَلُوْنَ (٦٦) قُلْ يٰٓاَهْلَ
الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا

مِّنْهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٦٨) لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ
النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ
قَالُوْا إِنَّا نَصٰرٰى ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (٨٢) وَإِذَا سَمِعُوْا مَا أُنْزِلَ
إِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشّٰهِدِيْنَ (٨٣) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ أَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ
الصّٰلِحِيْنَ (٨٤) فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ..... (٨٥)

(৫)........ এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্য হালাল— তারা ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে হোক কিংবা তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে হোক। ...... (১৪) এভাবে তাদের কাছ থেকেও আমরা পাকা-পোখ্ত ওয়াদা নিয়েছিলাম, যারা বলেছিল যে, আমরা 'নাসারা'; কিন্তু তাদেরকেও যে সবক স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল, এর একটি বিরাট অংশ তারা ভুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের মধ্যে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত পারস্পরিক দুশমনি ও হিংসা-বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছি। এমন একটি সময় নিশ্চয়ই আসবে, যখন তারা এই দুনিয়ায় কি করেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। (১৮) ইহুদী ও নাসারারা বলে যে, আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ তাহলে তিনি তোমাদের পাপের কারণে তোমাদেরকে কেন শাস্তি দান করেন? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরাও আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্ট মানুষের মতোই সমান মর্যাদার মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় সৃষ্টি তাঁরই মালিকানাধীন, সব কিছুকে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে। (৪৬) এই পয়গাম্বরদের পরে আবার আমরা মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তওরাতের মধ্য থেকে যা কিছু তার সামনে ছিল, সে ছিল এরই সত্যতা প্রমাণকারী এবং আমরা তাকে ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে ছিল হেদায়েত ও আলো এবং তাও তওরাতের যা কিছু তার সামনে ছিল, এরই সত্যতা প্রমাণকারী ছিল এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত ও নসীহত ছিল। (৫১) হে ঈমানদার লোকগণ! ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; এরা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জালিমদেরকে নিজের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করেন। (৫৭) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলি কিতাব থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে, তাদেরকে এবং অপরাপর কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিও না....। (৫৯) তাদেরকে বলোঃ "হে আহলি কিতাবগণ, তোমরা যে কারণে আমাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছ, তা এতদ্ব্যতীত আর কি হতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং আমাদের প্রতি অবতীর্ণ দ্বীনের (মূল শিক্ষার) প্রতি ও পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি? বস্তুত তোমাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক।" (৬৬) হায়, কতই না ভালো হতো যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে তাদের প্রতি নাযিল-করা অন্যান্য কিতাবসমূহকে কায়েম করত। এরূপ করলে তাদের জন্য উপরের দিক থেকে রিযিক বর্ষিত হতো ও নিম্ন দেশ থেকেও

তা উপচিয়ে পড়ত। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ন্যায়বাদী এবং সত্যপন্থীও রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সাংঘাতিকভাবে খারাপ আমলকারী। (৬৭) হে রাসূল! তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। তুমি যদি এটা না করো তাহলে তাঁর পয়গাম্বরীর হক তুমি আদায় করলে না। লোকদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। বিশ্বাস করো, আল্লাহ কাফেরদেরকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) সাফল্যের পথ কক্ষনোও দেখাবেন না। (৮২) তোমরা ঈমানদার লোকদের প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে ইহুদী ও মুশরিকদেরকে অধিক মজবুত পাবে এবং ঈমানদার লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করার দিক দিয়ে সে লোকদেরকে অতি নিকটবর্তী পাবে, যারা বলেছিল যে, আমরা নাসারা। এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে ইবাদতকারী আলিম ও দুনিয়াত্যাগী ফকীর-দরবেশ বর্তমান আছে আর তাদের মধ্যে অহংকার ও অহমিকতা বোধ নেই। (৮৩) যখন তারা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ কালাম শুনতে পায় তখন তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যকে জানা ও চেনার প্রভাবে তাদের চোখগুলো অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে যায়। তারা বলে ওঠেঃ 'হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে লও।" (৮৪) তারা আরও বলেঃ "আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনব না কেন, এবং যে মহান সত্য আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তাকে মেনে নেব না কেন ? যখন আমরা বাসনা রাখি যে, আমাদের রব্ব্ আমাদেরকে নেক লোকদের মধ্যে শামিল করে নেবেন।" (৮৫) তাদের এসব উক্তির কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে এমন বেহেশত দান করবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে।.... (সূরা মায়েদা)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ، ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ج يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ج أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠) اِتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلٰهًا وَّاحِدًا ج لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١) يُرِيدُونَ أَنْ يُّطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّآ أَنْ يُّتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ (٣٢) هُوَ الَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ٧ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣)- (التوبة)

(৩০) ইহুদীরা বলে, উজাইর আল্লাহ্র পুত্র আর ঈসায়ীরা বলে, মসীহ আল্লাহ্র পুত্র। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অমূলক কথা, যা তারা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে সে লোকদের দেখাদেখি, যারা তাদের পূর্বে কুফরিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। আল্লাহ্র মার পড়ুক এদের ওপর! এরা কোথা থেকে ধোঁকায় পড়ছে! (৩১) এরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের রব্ব বানিয়ে নিয়েছে আর এভাবে মরিয়াম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক খোদা ছাড়া আর কাউকে বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সে আল্লাহ যিনি ছাড়া অপর কেউ বন্দেগী পাবার অধিকারী নয়। তিনি পাক-পবিত্র এসব মুশরিকী কথাবার্তা থেকে, যা তারা বলে। (৩২) এই লোকেরা চায় যে, আল্লাহ্র জ্যোতিকে তারা নিজেদের ফুঁৎকার দ্বারা নিভিয়ে দেবে। কিন্তু আল্লাহ্ তার জ্যোতিকে পূর্ণতা দান না করে কিছুতেই ছাড়বেন না, কাফের লোকদের পক্ষে তা যতই দুঃসহ হোক না কেন! (৩৩) তিনি

আল্লাহই, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে দ্বীন জাতীয় সব জিনিসের ওপরই বিজয়ী করে দেন; মুশরিকদের পক্ষে তা যতই অসহ্য ব্যাপারই হোক না কেন। (সূরা তওবা)

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ - (الحديد : ٢٧)

এরপর আমরা পর-পর আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম আর এ সবের পর মরিয়ামপুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে ইঞ্জীল দান করেছি। যারা তা মেনে চলেছে তাদের হৃদয়ে আমরা দয়া-মায়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছি। আর 'রাহ্বানিহত' (বৈরাগ্যবাদ) তারা নিজেরা রচনা ও উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমরা তা তাদের প্রতি ফরয করে দেইনি। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তোষ সন্ধানে তারা নিজেরাই এ বিদয়াত বানিয়েছে। আর তা যথার্থভাবে পালন করার যে কর্তব্য ছিল তারা তাও করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সুফল আমরা দান করেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোকই ফাসেক। (সূরা হাদীদ ঃ ২৭)

غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ ....... (٥) - (الروم)

(২—৫) রোমানরা নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে এবং নিজেদের এ পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যেই তারা বিজয়ী হবে। ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আল্লাহ্রই রয়েছে— পূর্বেও এবং পরেও। আর সে দিনটি হবে এমন দিন, যেদিন আল্লাহ্র দেয়া বিজয়ে মুমিনরা আনন্দিত হবে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সাহায্য দান করেন .......। (সূরা রূম)

حَدَّثَنِيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ زَيْدُبْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ لَوْدَخَلُوْ فِىْ جُحْرِضَبٍ لَاتَّبَعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ -

সুওয়াদ ইবনে সাঈদ (রা) আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিতইতনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের নীতি পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করবে, এক বিঘত এক বিঘতের সাথে ও হাত হাতের সাথে এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলেও তোমরা তাদের অনুসরন করবে, আমরা আরজ করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) এরা কি ইহুদী ও নাসারী ? তিনি বললেন, আর কারা। (বুখারী, মুসলিম)

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلٰى كِسْرٰى، مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ -

ইসহাক (রা) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রা)-কে তাঁর পত্রসহ কিসরার কাছে প্রেরণ করেন। নবী করীম (স) তাকে এ নির্দেশ দেন যে, সে যেন পত্রখানা প্রথমে বাহরাইনের গভর্নরের কাছে দেয় এবং পরে বাহরাইনের গভর্নর যেন কিসরার হাতে পত্রটি পৌছিয়ে দেয়। কিসরা যখন নবী (স)-এর পত্রখানা পড়ল, তখন তা ছিড়ে টুকরা করে ফেলল। (রাবী বলেন) আমার যতটদূর মনে পড়ে ইবনুল মুযায়্যাব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাদের প্রতি এ বলে বদদো'আ করেন, আল্লাহ তাদেরকেও সম্পূর্ণরূপে টুকরো করে দিন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِيْ عُمَرَ وَمُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ ابْنُ رَافِعٍ وَابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاٰخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ مَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ مِنْ فِيْهِ إِلٰى فِيْهِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْجِيُ بِكِتَابٍ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ يَعْنِيْ عَظِيْمَ الرُّوْمِ قَالَ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ بُصْرٰى إِلٰى هِرَقْلَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هٰهُنَا أَحَدٌ مِّنْ قَوْمِ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُوْنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَجْلَسُوْا أَصْحَابِيْ خَلْفِيْ ثُمَّ دَعَابِتَرْ جُمَانِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُمْ إِنِّيْ سَائِلُ هٰذَا عَنِ الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِيْ فَكَذِّبُوْهُ قَالَ فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانْ وَ أَيْمُ اللّٰهِ لَوْلَامَخَافَةُ أَنْ يُؤْثِرُ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيْكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْحَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِن اٰبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ وَمَنْ يَّتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَا ؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ أَيَزِيْدُوْنَ أَمْ يَنْقُصُوْنَ قَالَ قُلْتُ لَابَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَاقَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِيْ مُدَّةٍ لَانَدْرِيْ مَاهُوَ صَانِعٌ فِيْهَا قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا أَمْكَنَنِيْ مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلَ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هٰذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ إِنِّيْ سَأَلْتُكَ عَنْ

حَسَبِهِ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْ حَسَبٍ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِىْ اَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَاَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِىْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ اَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْكَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ اٰبَائِهِ وَسَاَلْتُكَ عَنْ اَتْبَاعِهِ اَضُعَفَاؤُهُمْ اَمْ اَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَاقَالَ فَزَعَمْتَ اَنْ لَا فَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَهُ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ اَنْ لَا وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ اِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوْبِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ اِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوْبِ وَسَاَلْتُكَ هُمْ يَزِيْدُوْنَ اَوْيَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ فَزَعَمْتَ اَنَّكُمْ قَدْقَاتَلْتُمُوْهُ فَتَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُوْنَ مِنْهُ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَ سَاَلْتُكَ هَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ اَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ اَئْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَاْمُرُكُمْ قُلْتُ يَاْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْعَفَافِ قَالَ اِنْ يَكُنْ مَا تَقُوْلُ فِيْهِ حَقًّا فَاِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ اَنِّىْ اَعْلَمُ اَنِّىْ اَخْلُصُ اِلَيْهِ لَاَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَىَّ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَهُ فَاِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ وَ اَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدَ اِلَّااللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ ا للَّغْطُ وَاَمَرَ بِنَافَاُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِاَصْحَابِىْ حِيْنَ خَرَجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِىْ كَبْشَةَ اِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِى الْاَصْفَرِ قَالَ فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا بِاَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى اَدْخَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ الْاِسْلَامَ .

ইসহাক ইবনে ইবরাহীম হানযালী, ইবনে আবূ উমার, মুহাম্মদ ইবনে রাফি, ও আবদ আবিনে হুমায়দ (রা) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁকে সামনাসামনি খবর দিয়েছেন, আমি তথায় (শাম দেশে) যাত্রা করলাম। যখন আমার মধ্যে এবং রাসূল করীম

(স) এর মধ্যে (হুদায়বিয়ার) সন্ধির সময়কাল কার্যকর ছিল (ষষ্ঠ হিজরীতে)। যখন আমি শাম দেশে উপস্থিত হলাম, তখন রাসূল করীম (স) এর প্রেরিত একটি পত্র হিরাকল (হিরাকলিয়াস) বাদশাহর নিকট পৌছল। দেহইয়াতুল কালবী (রা) (দূত) এই পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সেই পত্র বসরার এক নেতাকে প্রদান করেন। এরপর বসরার সেই নেতা, হিরাকল বাদশাহর নিকট পত্রটি হস্তান্তর করেন। তখন হিরাক্ল বাদশাহ্ বললেন, এখানে ঐ লোকটির [মুহাম্মদ (স)-এর] সম্প্রদায়ের কোনো লোক আছে কি, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন ? তারা বলল, হাঁ। তখন কুরাইশের এক দল লোকের সঙ্গে আমাকেও ডাকা হলো। এপর আমরা হিরাকল বাদশাহর দরবারে প্রবেম করলাম। আমাদেরকে তার সম্মুখেই বসান হল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যিনি নবী দাবি করছেন তাঁর সাথে আত্মীয়তার দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী? তখন আবূ সুফিয়ান বললেন, আমি। তখন তাঁরা আমাকে বাদশাহর সামনেই বসালেন এবং আমার সঙ্গীদেরকে আমার পিছনে বসালেন। এরপর তিনি তাঁর দোভাষীকে ডাকালেন এবং তাকে বললেন, "আপনি তাদেরকে আমার পক্ষ হতে বলে দিন যে, আমি তাঁকে (আবূ সুফিয়ানকে) ঐ লোকটি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব, যিনি নিজকে নবী বলে দাবি করছেন। যদি তিনি (আবূ সুফিয়ান) আমার নিকট মিথ্যা কথা বলেন, তবে আপনারাও তাকে মিথ্যাবাদী বলে ঘোষণা দেবেন। তখন আবূ সুফিয়ান বললেন, আল্লাহ্ শপথ! যদি আমার এই ভয় না হতো যে, মিথ্যা বললে তা আমার বরাতে বর্ণিত হতে থাকবে তবে নিশ্চয়ই (তাঁর সম্পর্কে) মিথ্যা কথা বলতাম। অতঃপর বাদশাহ্ তাঁর দোভাষীকে বললেন, আপনি তাঁকে (আবূ সুফিয়ানকে) জিজ্ঞাসা করুন, আপনাদের মাঝে ঐ লোকটির বংশ পরিচয় কেমন ? আমি প্রতি উত্তরে বললাম, তিনি আমাদের মাঝে সম্ভ্রান্ত বংশীয়। এরপর জিজ্ঞাস করলেন, তাঁর পিতৃ পুরুষদের মধ্যে কি কেউ কখনো বাদশাহ্ ছিলেন ? আমি বললাম, না। এরপর তিনি জিজ্ঞাস করলেন, আপনারা কি কখনো তাকে একথা বলার পূর্বে, যা তিনি বলেছেন, মিথ্যা বলার অভিযোগ করেছেন ? আমি বললাম, না। তিনি আবার জিজ্ঞাস করলেন, সমাজের কোন শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসরণ করে ? সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালীরা, না দুর্বলেরা ? আমি বলালম, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নয়; বরং দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর অনুগামীর সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাচ্ছে, না কমছে ? আমি বললাম, কমছ্ না বরং দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যে সব লোক তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে তারা কি পরবর্তীতে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছে ? আমি বললাম, না। এরপর তিনি বললেন, আপনারা কি কখনো তাঁর সাথে কোনো যুদ্ধ করেছেন ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের এবং তাঁর মাঝে সংঘটিত যুদ্ধে ফলাফল কিরূপ ? আমি বললাম, আমাদের এবং তাঁর মাঝে যুদ্ধের অবস্থা পালাবদল হচ্ছে। কখনও তিনি বিজয়ী হন এবং কখনও বা আমরা বিজয়ী হই। সম্রাট হিরাক্ল আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি কখনও সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছেন ? আমি বলালম, না। কিন্তু আমরা বর্তমানে তাঁর সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। আমরা জানি না যে, পিরিশেষে তিনি তাতে কি করেন। আবূ সুফিয়ান বললেন, আল্লাহ্র শপথ! প্রশ্ন উত্তরে আমার পক্ষ হতে একথাটি ছাড়া অন্য কোনো অতিরিক্ত কথা সংযোগ করা সম্ভব হয়নি। এরপর সম্রাট হিরাক্ল বললেন, (আপনাদের দেশে) তাঁর নবুয়্যত দাবির পূর্বে কি কোনো ব্যক্তি কখনো এরূপ দাবি করেছে ? আমি বললাম, না। এরপর সম্রাট হিরাক্ল তাঁর দোভাষীকে বললেন, আপনি তাকে (আবূ সুফিয়ানকে) বলে দিন যে, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর [মুহাম্মদ

(স)-এর] বংশ পরিচয় সম্পর্কে। আপনি তখন উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। এমনিভাবে রাসূলগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের উত্তম বংশে প্রেরিত হয়ে থাকেন। এরপরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর পিতৃপুরুষগণের মধ্যে কি কেউ বাদশাহ্ ছিলেন ? আপনি প্রীতি উত্তরে বলেছিলেন, না। আমি একথা বলেছিলাম এই কারণে যে, যদি তাঁর পিতৃপুরুষগণের মধ্যে হতে কেউ বাদশাহ্ থাকতেন, তবে আমি মনে করতাম যে, হয়তবা তিনি তাঁর পিতৃপুরুষগণের রাজত্ব পুনরুদ্ধার চান। তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর অনুসারীগণ কি সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোক, না সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক ? আপনি উত্তরে বলেছিলেন, দুর্বল শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসারী হয়ে থাকে। এরপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে তিনি (নবুওয়্যতের) যে কথা বলছেন এর পূর্বে কি আপনারা তাঁকে কখনো মিথ্যার অভিযোগে ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলেন না, তিনি কি কারণে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করতে যাবেন ? এরপর আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে, কোনো ব্যক্তি কি তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ধর্ম পরিত্যাগ করেছে ? আপনি উত্তরে বলেছিলেন, না। ঈমানের প্রকৃত অবস্থা এটাই। যখন অন্তরের অন্তস্থলে একবার তা প্রবেশ করে তখন সেখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা কি দিন দিন বাড়ছে, না কমছে ? প্রতি উত্তরে আপনি বলেছিলেন, তারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটাই হল ঈমানের প্রকৃত অবস্থা। তা বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে পূর্ণত্ব লাভ করে।

এরপর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনারা কি তাঁর সঙ্গে কোনো যুদ্ধ করেছেন? উত্তরে আপনি বলেছিলেন, হাঁ, আপনারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছেন। তবে আপনাদের মাঝে এবং তাঁর মাঝে যুদ্ধের অবস্থা হলো পালাবদলের মতো। কখনো তিনি বিজয়ী হন, আবার কখনো আপনারা বিজয়ী হন। এভাবে রাসূলগণকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। পরিণামে তাঁরাই বিজয়ী হয়ে থাকেন। এরপর আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি কি কখনো কোনো সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করেছেন ? প্রতি উত্তরে আপনি বলেছিলেন, তিনি কোনো চুক্তিভঙ্গ করেন নি! এভাবে রাসূগণ কখনো কোনো চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তাঁর এই কথা (নবুওয়্যতের কথা) বলার পূর্বে কি কোন ব্যক্তি অনুরূপ কথা বলেছেন ? আপনি বলেছিলেন যে, না। আমি তা এ কারণে জিজ্ঞাস করেছিলাম যে, যদি তাঁর পূর্বে কেউ এরূপ দাবি করে থাকত, তবে আমি মনে করতাম যে, সে ব্যক্তি তার পূর্বে যে কথা বলা হয়েছিল তার অনুকরণ করেছে। রাবী বলেন, এরপর হিরাক্ল জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি আমাদেরকে নামায আদায় করতে, যাকাত দিতে, নিকট আত্মীয় ও হকদার ব্যক্তিদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে এবং অবৈধ ও অসৌজন্যমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। বাদশাহ্ হিরাক্ল বললেন, আপনি তাঁর সম্পর্কে যা বললেন তাঁর অবস্থা যদি ঠিক তাই হয় তবে তিনি অবশ্যই নবী। আমি জানতাম যে, একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু আমি ধারণা করিনি যে, তিনি আপনাদের থেকে হবেন। যদি আমি জানতাম যে, আমি তাঁর নিকট নির্বিঘ্নে পৌছতে পারব ? তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁর মুবারক পদদ্বয় ধুয়ে দিতাম। (জেনে রেখো) নিশ্চয়ই তাঁর রাজত্ব আমার দু'পায়ের নীচ পর্যন্ত পৌছবে। এরপর তিনি রাসূল করীম (স)-এর চিঠিটি তলব করলেন এবং তা পাঠ করলেন। এতে ছিল ঃ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম! এটা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে রোমের মহান ব্যক্তি হিরাকল এর প্রতি। সালাম সেই ব্যক্তির ওপর, যিনি সঠিক পথ অনুসরণ করেন।

অতঃপর, নিশ্চয় আমি আপনাকে ইসলামের আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপত্তা লাভ করুন। আপনি মুসলমান হউন, আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। আর যদি আপনি (ইসলাম থেকে) বিমুখ থাকেন, তবে নিশ্চয় প্রজাদের অপরাধ আপনার ওপর আরোপিত হবে। "হে আহলে কিতাব! তোমরা এস সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত না করি, কোনো কিছুকেই তাঁর শরীক না করি.... তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম" পর্যন্ত।

এরপর তিনি পত্র পাঠ শেষ করলে তাঁর নিকটে শোরগোল এবং অযথা কথাবার্তা হতে লাগল। এদিকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হলো। আমরা বেরিয়ে এলাম। আবূ সুফিয়ান বলেন, আমরা যখন বেরিয়ে এলাম তখন আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, আবূ বাকাশার পুত্রের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নবী আসফার বাদশাহ্ও তাঁকে ভয় করছে। তিনি আরও বলেন, সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যাপারে আমার দৃঢ় প্রত্যায় হলো যে, নিশ্চয় তিনি বিজয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দিলেন। (মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْن اَنْ أُمِ حَبِيْبَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرْتَا كَنِيْسَه رَاَيْنَهَا بِالْحُبْشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْر فَذَكَرْ تَاللنَّبِيِّ ﷺ فقَال انَّ أُوْلَئِكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بنواعلَى قَبْرَهُ مَسْجِدًا وَصُوِّرُوْا فِيْهِ لَكَ الصُّوَر فَأُوْلَئِكَ شَرَارُالخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ القِيَمَةِ .

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উম্মে হাবীবা ও হযরত উম্মে সালমা (রা) আবিসিনিয়া একটি গির্জা দেখতে পেয়েছিলেন, যাতে ছবি রক্ষিত ছিল। তাঁরা দুজন এ ব্যাপারটির কথা নবী করীম (স)-এর কাছে বললেন। তখন নবী করীম (স) বললেন, এ লোকদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের সমাজের যখন কোনো নেকার ব্যক্তি হবে, তার মৃত্যুর পর তারা তাদের কবরের ওপর ইবাদতের একটি ঘর বানিয়ে দিত এবং তার ওপর ছবি বনিয়ে রাখত। এগুলি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ নিকট নিকৃষ্টতম সৃষ্টি রূপে গণ্য হবে। (বুখারী)

## ২. হযরত ইয়াহইয়া

وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ (٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ز وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ (٩٠)

(৮৯) আর জাকারিয়ার কথা (স্মরণ করো)— যখন সে তার রব্বকে ডেকে বলেছিল : "হে আমার পরোয়ারদেগার! আমাকে একাকী ছেড়ে দিও না, সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী তো তুমিই।" (৯০) অতঃপর আমরা তার দো'আ কবুল করলাম আর তাকে দিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার স্ত্রীকে এর জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম। এ লোকেরা পূণ্যের কাজে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। আমাকে তারা আগ্রহ ও ভয় সহকারে ডাকত এবং আমাদের সম্মুখে ছিল বিনয়বনত। (সূরা আম্বিয়া)

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ج قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ (٣٨) فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ لا اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا' بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا

وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (٣٩) قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ (٤٠) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ (٤١)- (ال عمرن)

(৩৮) এই অবস্থা দেখে জাকারিয়া তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ডাকল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপাল তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে সৎ-সন্তান দান করো। প্রকৃতপক্ষে তুমিই দো'আ-প্রার্থনা শ্রবণকারী। (৩৯) উত্তরে ফেরেশতাগণ আওয়াজ দিল— যখন সে মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল— 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে আল্লাহর তরফ থেকে একটি ফরমানের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে আসবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সততার বৈশিষ্ট্য থাকবে, পূর্ণমাত্রায় নিয়মানুবর্তিতা থাকবে, নবুয়্যতের সম্মানে ভূষিত হবে এবং সৎ লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।" (৪০) জাকারিয়া বলল, 'হে সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমার পুত্র-সন্তান হবে কিরূপে ? আমি তো বৃদ্ধ হয়েছি আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা।" উত্তর এল ঃ "এটাই হবে; আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন।" (৪১) সে নিবেদন করল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! তা হলে আমার জন্য কোনো নিদর্শন ঠিক করে দাও।" তিনি বলল, "নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকদের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কোনো কথাবার্তা বলবে না (অথবা বলতে পারবে না)। এই সময়ের মধ্যে তোমার রব্বকে খুব বেশি করে স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর 'তসবীহ' করতে থাকবে।" (সূরা আলে-ইমরান)

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا (٢) اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا (٣) قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤) وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ ۨ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧) قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (٨) قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (٩) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (١٠) فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا (١١) يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ؕ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (١٢) وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ؕ وَكَانَ تَقِيًّا (١٣) وَّبَرًّاۢ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (١٤) وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (١٥)- (مريم)

(২) (হে মুহাম্মদ!) এটি সেই রহমতের বিবরণ, যা তোমার রব্ব তাঁর বান্দাহ্ জাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন, (৩) যখন সে তার রব্বকে চুপে চুপে ডেকেছিল। (৪) সে নিবেদন করল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমার অস্থি-মজ্জা পর্যন্ত গলে গেছে আর মাথা বার্ধক্য-চিহ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হে পরোয়ারদেগার! আমি তোমার কাছে দো'আ করে কখনো ব্যর্থকাম হইনি। (৫) আমি আমার পরে আমার ভাই-বন্ধুদের দুষ্কৃতির ভয় পোষণ করি। আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এক উত্তরাধিকারী দান করো, (৬) যে আমার

উত্তরাধিকারীও হবে আর ইয়াকুব বংশের মীরাসও লাভ করবে। আর হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ! তাকে একজন পছন্দসই মানুষ বানাও"। (৭) (এর জবাবে বলা হলো) "হে জাকারিয়া! আমরা তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। আমরা এ নামের কোনো লোক ইতিপূর্বে পয়দা করিনি।" (৮) সে বললঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমার ঘরে পুত্র সন্তান হবে কি করে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা আর আমি বৃদ্ধ হয়ে শুকিয়ে গেছি?" (৯) জবাব এল ঃ "এ রকমই হবে। তোমার রব্ব বলেন, এটি তো আমার পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার। এর পূর্বে আমি তোমাকেও তো পয়দা করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না"। (১০) জাকারিয়া বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমার জন্য কোনো নিদর্শন ঠিক করে দাও।" বলল ঃ "তোমার জন্য নিদর্শন এই যে, তুমি ক্রমাগত তিন দিন পর্যন্ত লোকদের সাথে কথা বলতে পারবে না।" (১১) অতঃপর সে মেহরাব থেকে বের হয়ে তার লোকজনের কাছে এল এবং ইংগিতে তাদেরকে বলল যে, তোমরা সকাল ও সন্ধ্যা তাস্বীহ্ করো। (১২) হে ইয়াহ্ইয়া! আল্লাহ্র কিতাবকে শক্ত করে ধারণ করো। আমরা তাকে বাল্যকাল থেকেই 'হুকুম' দ্বারা ধন্য করেছি। (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে কোমল হৃদয় ও পবিত্রতা দান করেছি আর সে বড় পরহেযগার (১৪) এবং আপন পিতা-মাতার অধিকার রক্ষাকারী ছিল। সে না ছিল দাম্ভিক ও অহংকারী না নাফরমান। (১৫) তার প্রতি সালাম, যে দিন সে পয়দা হয়েছে, যে দিন সে মৃতুবরণ করবে এবং যে দিন সে জীবিত রূপে উত্থিত হবে। (সূরা মারইয়াম)

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَإِلْيَاسَ ، كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ - (الانعام : ٨٥)

(তাদেরই বংশধর হতে) জাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্যপথের পথিক বানিয়েছি)। তাদের প্রত্যেকেই নেককার ছিল। (সূরা আন'আম ঃ ৮৫)

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ ثُمَّ صَعِدَ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَهُمَا اِبْنَا خَالَةٍ، قَالَ هٰذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ .

হুদাবা ইবনে খালিদ (রা) থেকে হুম্মাম ইবনে ইয়াহইয়া কাতাদাহ আনাস ইবনে মালিক ইবনে সা'সাআ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) সাহাবাগণের কাছে মিরাজের রাত্রি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, অনন্তর তিনি (জিবরাঈল) আমাকের নিয়ে উপরে চললেন, এমনকি দ্বিতীয় আকাশে এসে পৌছলেন এবং দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, কে ? উত্তর দিলেন, আমি জিবরাঈল। প্রশ্ন করা হলো। আপনার সাথে কে ? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ (স)। জিজ্ঞাসা করা হলো। তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? উত্তর দিলেন, হাঁ। এরপর আমরা যখন সেখানে পৌছলাম তখন সেখানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)-কে দেখলাম। তাঁরা উভয়ে খালাত ভাই ছিলেন। জিবরাঈল বললেন, এরা হলেন ইয়াহ্ইয়া এবং ঈসা (আ)। তাদেরকে

সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরাও সালামের জবাব দিলেন। তারপর তারা বললেন, নেক ভাই এবং নেক নবীর প্রতি মারহাবা। (বুখারী)

আবু উমামা (রা) সূত্রে তবানীর বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

أَربعة اعنوا فى الدنيا والاخرة وامنت الملائكة رجل جعله اللّٰه تعالى ذكرا فانثى نفسه فتشبه بالنساء وامرأة جعلها اللّٰه تعالى انثى فنذ كرت وتشبهت بالرجال والذى يصل الاعمى ورجل حصور ولم يجعل اللّٰه تعالى حصورالا يحيى بن ذكريا -

চার ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখেরাতে অভিসম্পাৎ দেয়া হয়েছে এবং ফেরেশতগণ তাতে আমিন বলেছেন, (১) কোনো পুরুষ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ বানিয়েছেন, অতপর সে নিজকে নারী বানায় এবং নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে, (২) কোন নারী যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নারী বানিয়েছেন, অতপর সে নিজকে পুরুষ বানায় এবং পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে, (৩) যে ব্যক্তি অন্ধকে বিপথগামী করে এবং (৪) যে স্ত্রী বিরাগী (হাসূর) হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাকারিয়া (আ) ব্যতীত কাউকেও হাসূর করেন নাই। (রুহুল মা'আনী ৩/১খ)

হাদীস গ্রন্থসমূহে ইয়াহইয়া (আ)-এর তা'লীম ও দ্বীন প্রচারের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা প্রভৃতি গ্রন্থে হারিস আশাআরী (আ) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়েছেন ঃ

ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يحمل بهن وان يأمر بنى اسرائيل ان يعملوا بهن وكاذ ان يبطى فقال له عيسى عليه السلام انك قد امرت بخمس كلمات ان تعمل بهن وتأمرينى اسرائيل ان يعملوا بهن - فاما ان تبلغهن واما ان ابلغهن - فقال يا اخى انى اخشى ان سبقتنى ان اعذب و يخسف بى قال فجمع يحيى بنى اسرائيل فى بيت المقدس حتى امتلا المسجد فقعد على الشرف فمحمد اللّٰه واثنى عليه وقال ان اللّٰه عزوجل امرنى بخمس كلمات ان اعمل بهن وامركم انْ تعملوا بهن . واّولهن ان تعبدوا اللّٰه لا تشركوابه شيئا فان مثل ذالك مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق اوذهب فجعل يعمل وفؤدى غلته لى غير سيده فايكم يسره ان يكون عبده كذالك وان اللّٰه خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. (الثانى) وامركم بالصلاة فان الله ينصب وجهه قبل عبده مالم يلتفت فاذا صلبتم فلا تلتفتوا. (الثالث) وامر كم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فى عصابه كلهم يجد ريح المسك وان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. (الرابع) وامركم بالصدقة فان مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فشدوا يده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال هل لكم ان افتدى نفسى منكم فجعل يفتدى نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. (الخامس) وامركم بذكر الله عزوجل كثيرا فان مثل ذلك كمثل

رجل طلبه العدو سراعا في اثره فاتى حصنا حصينا فتحصن فيه وان العبد احصن ما يكون من الشيطان اذا كان في ذكر الله عز وجل .

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকরিয়্যা (আ)-কে পাঁচটি বাক্য দ্বারা আদেশ করলেন, যেন তিনি নিজে সেগুলি অনুসারে আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও তদনুসারে আমল করবার আদেশ দেন। কিন্তু (কোনো কারণে) ইতে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর বিলম্ব হয়ে যায়। তখন ঈসমাইল তাঁকে বললেন, (ভ্রাতা) আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আপনি তা আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকে তদনুসারে আমল করার আদশে প্রদান করেন। সুতরাং আপনি নিজে বনী ইসরাঈলকে কথাগুলি জানিয়ে দেবেন অথবা (আপনি সংগত মনে করলে) আমি সেগুলি তাদেরকে জানিয়ে দেব। ইয়াহ্ইয়া (আ) বললেন, ভ্রাত! আমার ভয় হচ্ছে যে, আপনি আমার পূর্বে সেগুলি প্রচার করিলে আমাকে শাস্তি দেয়া হবে অথবা ভূমিতে ধ্বসাইয়া দেয়া হবে। সুতরাং আমিই আমার দায়িত্ব পালন করছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ইয়াহইয়া (আ) সমস্ত বনী ইসরাইলকে বায়তুল মুকাদ্দাসে সমবেত করলেন। মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেলে তিনি উচু স্থানে বসলেন এবং আল্লাহ্ হামদ ও ছানা পাঠ করবার পর বললেন, "মহান আল্লাহ আমাকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করেছেন যেন আমি নিজে তদনুসারে আমল করি এবং তোমাদেরকেও তদনুসারে আমল করতে বলি (১) তোমরা এক আল্লাহ্র এবাদত করবে। তাঁর সাথে কাকেও শরীক করবে না। কেননা শিরক-এর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তার নিজস্ব সম্পদ স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা একটি গোলাম খরিদ করল। কিন্তু সে গোলাম কাজকর্ম করে উপার্জন করতে লাগল এবং তার উপার্জন তার মনিব ব্যতীত অন্য কাকেও দিতে থাকিল। এখন বলো, তোমাদের কেহ কি তাহার গোলামের এরূপ আচরণ পছন্দ করবে ? সুতরাং যে আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে খাদ্য দান করেছেন তোমরা শুধু তাঁরই এবাদত কর এবং অন্য কাকেও তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করো না (২) তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা সালাত আদায় কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর 'মুখ' (রহমত ও সন্তুষ্টি) বান্দার অভিমুখী করে রাখেন, যতক্ষণ না বান্দা অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করে (মনোযোগ দেয়) সুতরাং সালাত আদায়কালে অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। (৩) তোমাদেরকে সিয়াম পালনের আদেশ প্রদান করেছেন। কেননা সিয়াম পালনাকারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার নিকট মিশকের একটি থলে রয়েছে এবং সে একদল মানুষের মধ্যে বসে রয়েছে সকলেই তার নিকট হতে মিশকের সুগন্ধি আহরণ করে মাতোয়ারা হচ্ছে। মূলত রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিকটে মিশকের সুঘ্রাণ হতে পবিত্রতর। (৪)তিনি তোমাদেরকে দান-সাদাকা করেবার আদেশ করেছেন। কেননা সাদাকাকারীর দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে তার শত্রুরা (অতর্কিতে) বন্দী করেছে এবং ঘাড়ের সাথে তার হাত বেদে দিয়া তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে। এরূপ (নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে সে বলছে, তোমরা কি মুক্তি পণের বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দেবে ? পরে সে তার যাবতীয় সম্পদ মুক্তিপণরূপে প্রদান করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করল। তিনি তোমাদেরকে আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, (৫) তোমরা সর্বদা অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকির করতে থাকবে। কেননা যিকিরকারীর দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যার শত্রু দ্রুত গতিতে পশ্চাদ্ধাবন করছে। সে দৌড়িয়ে গিয়ে একটি সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেল এবং শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করিল। নিঃসন্দেহে মানুষ আল্লাহ যিকিরের (দুর্গে) আশ্রয় গ্রহণ করেই শয়তান শত্রুর আক্রমণ হতে সুরক্ষা অর্জন করতে পারে।

(বিদায় নিহায়া, ২খ, ৫২/৬২ বরাত, মুসনাদে আহমদে, ৪খ, ২০২ আবূ দাউদ তায়ালিসী, মুসনাদ, হাদীস নং ১১৬১ কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৬৭, ২৬৮; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৮৬, ২৮৭)।

### ৩. হযরত মরিয়ম

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٣٣) ذُرِّيَّةً ۢ بَعْضُهَا مِنْ ۢ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۚ (٣۴) اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٣۵) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (٣٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۗ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧) وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ (۴٢) يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (۴٣) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (۴۴) اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۙ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (۴۵) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (۴٦) قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (۴٧)- (اٰل عمران)

(৩৩) আল্লাহ্ আদম ও নূহ এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরগণকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন এবং (নিজের নবুয়্যত ও রিসালাতের জন্য) মনোনীত করেছেন। (৩৪) এরা সকলে একই সূত্রে গাঁথা ছিল, একজন অপর জনের বংশ থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। (৩৫) (তিনি তখনো শুনছিলেন) যখন ইমরানের মহিলা বলছিল যে, "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমার এই সন্তানকে— যে এখন আমার গর্ভে আছে— আমি তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি। সে তোমার কাজেই সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকবে। আমার পক্ষ থেকে এই নিবেদন তুমি কবুল করো। তুমি সবকিছুই শোন এবং সবকিছুই জানো।" (৩৬) অতঃপর সে যখন সে সন্তান প্রসব করল তখন বলল ঃ "প্রভু! আমার তো কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে— অথচ সে যা প্রসব করেছিল তা আল্লাহ্র জানাই ছিল— আর পুত্র-সন্তান কখনো কন্যা-সন্তানের মতো হতে পারে না। যা হোক, আমি এর নাম রাখলাম মরিয়ম এবং আমি তাকে ও তার ভবিষ্যত বংশধরকে মরদূদ শয়তানের ফেতনা থেকে রক্ষা করার জন্য তোমারই আশ্রয়ে সোপর্দ করেছি।" (৩৭)

শেষ পর্যন্ত তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এই কন্যা-সন্তানকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভালো কন্যা হিসেবে গড়ে তুললেন এবং জাকারিয়াকে তার পৃষ্ঠপোষক করে দিলেন। জাকারিয়া যখনই তার কাছে মেহরাবে যেত, তখনি তার কাছে কিছু-না-কিছু খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য দেখতে পেত। সে জিজ্ঞাসা করত ঃ মরিয়ম! এটা তুমি কোথায় পেলে ? উত্তর দিত, এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন বিপুল পরিমাণে দান করেন। (৪২) অতঃপর সে সময় উপস্থিত হলো, যখন মরিয়মকে ফেরেশতাগণ এসে বললঃ "হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে উচ্চতম সম্মানে ভূষিত করেছেন ও পবিত্রতা দান করেছেন এবং সমগ্র পৃথিবীর মহিলাদের ওপর তোমাকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করে নিজের খেদমতের জন্য মনোনীত করেছেন। (৪৩) হে মরিয়ম! তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আদেশের অনুগত ও অধীন হয়ে থাকো, তাঁর সামনে সিজদাবনত হও আর যে বান্দাহ্‌রা তাঁর সামনে অবনত হয়, তুমিও তাদের সাথে অবনত হও। (৪৪) (হে মুহাম্মদ!) এ সবই অদৃশ্য জগতের খবর; এ আমি ওহীর সাহায্যে তোমাকে বলে দিচ্ছি। অন্যথায় তুমি তো তখন সেখানে উপস্থিত ছিলে না, যখন হায়কালের সেবায়েতগণ মরিয়ামের পৃষ্ঠপোষক কে হবে, তা ঠিক করার জন্য নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করছিল। আর এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে যখন ঝগড়ার সৃষ্টি হয়েছিল তখনো তুমি সেখানে ছিলে না। (৪৫) যখন ফেরেশতাগণ বলল, "হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর নিজের এক 'বাণীর' সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম হবে মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম। ইহকাল ও পরকালের সর্বত্রই সে সম্মানিত হবে। তাকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী বান্দাহদের মধ্যে গণ্য করা হবে। (৪৬) সে লোকদের সাথে দোলনায় থেকেই কথা বলবে এবং বেশি বয়সে উপনীত হলেও। বস্তুত সে একজন কর্মশীল নেক পুরুষ হবে।" (৪৭) এ কথা শুনে মরিয়ম বলল, "সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমার গর্ভে সন্তান কিভাবে হবে ? আমাকে তো কোনো ব্যক্তি স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।" উত্তর এল ঃ এরূপই হবে। আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো কাজ করার ফয়সালা করেন তখন শুধু বলেন, "হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়।"

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا (النساء:١٥٦)

অতঃপর তারা কুফরিতে এতদূর এগিয়ে গেল যে, মরিয়মের ওপর গুরুতর মিথ্যা দোষারোপ করল। (সূরা নিসা ঃ ১৫৬)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٦) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا قف فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٧) قَالَتْ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (١٨) قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ق لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا (١٩) قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا (٢٠) قَالَ كَذٰلِكِ ج قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ج وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ج وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا (٢١) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢) فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ج قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا (٢٣) فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (٢٤) وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (٢٥) فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ج

فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا (٢٦) فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ؕ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧) يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَاكَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨) فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ؕ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا (٢٩) قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ؕ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا (٣٠) وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۪ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١) وَّبَرًّاۢ بِوَالِدَتِيْ ؗ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢) وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا (٣٣) ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ (٣٤)- (مريم)

(১৬) আর (হে মুহাম্মদ!) এই কিতাবে মরিয়মের অবস্থা বর্ণনা করো, যখন সে আপন লোকজন থেকে আলাদা হয়ে পূর্বপ্রান্তে নির্জনবাসী হয়েছিল (১৭) এবং পর্দা টাঙ্গিয়ে এর আড়ালে লুকিয়ে বসেছিল। এ অবস্থায় আমরা তার কাছে আপন রূহকে (অর্থাৎ ফেরেশতাকে) পাঠালাম আর সে তার সম্মুখে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মরিয়াম সহসা বলে উঠল ঃ "তুমি যদি সত্যই কোনো আল্লাহভীরু ব্যক্তি হয়ে থাকো, তবে আমি তোমা হতে রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি।" (১৯) সে বলল ঃ "আমি তো তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছ থেকে প্রেরিত আর এ জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করব।"(২০) মরিয়ম বললঃ আমার পুত্র হবে কেমন করে, যখন আমাকে কোনো মানুষ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি আর আমি কোনো চরিত্রহীনা নারীও নই। (২১) ফেরেশতা বলল ঃ "এভাবেই হবে। তোমার রব্ব বলেন, এরূপ করা আমার পক্ষে খুবই সহজ আর আমরা এটি করব এ উদ্দেশ্যে যে, এই পুত্রকে লোকদের জন্য একটি নিদর্শন আর নিজের তরফ থেকে একটি রহমত বানাব। এ কাজ অবশ্যই হবে।" (২২) মরিয়মের গর্ভে এ সন্তানের ভ্রূণ সঞ্চার হলো। আর সে এ গর্ভ বহন করে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। (২৩) পরে প্রসব যন্ত্রণা তাকে একটি খেজুর গাছের নীচে পৌঁছ দিল। সে বলতে লাগল ঃ "হায়! আমি যদি এর পূর্বেই মরে যেতাম আর আমার নাম-চিহ্ন পর্যন্তও অবশিষ্ট না থাকত! (২৪) ফেরেশতা পায়ের দিক থেকে তাকে ডেকে বললঃ "চিন্তা করো না, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমার নিম্নদেশ থেকে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। (২৫) এখন তুমি এ গাছটির কাণ্ড ধরে একটু নাড়া দাও, তোমার ওপর তরতাজা খেজুর টপ্ টপ্ করে ঝড়ে পড়বে। (২৬) তুমি তা খাও, পান করো আর তোমার চোখ ঠাণ্ডা করো। এ সময় তুমি যদি কোনো লোক দেখতে পাও, তবে তাকে বলো ঃ আমি রহমানের (করুণাময়ের) জন্য রোযার মানত মেনেছি। এ কারণে আমি আজ কারো সাথে কথা বলব না।" (২৭) অতঃপর সে তার সন্তানকে কোলে নিয়ে নিজ জাতির লোকদের কাছে এল। লোকেরা বলতে লাগল ঃ "হে মরিয়ম, তুমি তো বড়ই পাপের কাজ করে বসেছ। (২৮) হে হারুনের বোন, তোমার পিতা তো কোনো খারাপ লোক ছিল না, তোমার মা-ও ছিল না কোনো চরিত্রহীনা নারী।" (২৯) মরিয়ম শিশুটির দিকে ইশারা করল। লোকেরা বলল ঃ "আমরা এর সাথে কি কথা বলব, সে তো দোলনায় শায়িত একটি শিশু মাত্র!" (৩০) শিশুটি বলে উঠল ঃ "আমি আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন। (৩১) এবং আমাকে বরকতময় করেছেন— যেখানেই আমি থাকি না কেন। আর যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন আমাকে নামায ও যাকাত আদায়ের নিয়ম পালনের

হুকুম করেছেন। (৩২) এবং আপন মা'য়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন এবং তিনি আমাকে স্বেচ্ছাচারী ও খারাপ চরিত্রের বানাননি। (৩৩) সালাম আমার প্রতি যখন আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি, যখন আমি মরব আর যখন আমি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।" (৩৪) এই হলো মরিয়ম-পুত্র ঈসা আর এ-ই হলো তার সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য কথা— যে বিষয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করে।

وَالَّتِيٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ - (الانبياء : ٩١)

আর সে মহিলা, যে নিজের সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল, আমরা তার গর্ভে স্বীয় 'রূহ' ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে দুনিয়াবাসীর জন্য এক উজ্জ্বল নিদর্শন বানিয়ে দিলাম। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯১)

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ - (التحريم : ١٢)

আর ইমরানের কন্যা মরিয়মেরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যে স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছিল। অতপর আমরা তার ভিতরে নিজের পক্ষ হতে রূহ ফুঁকে দিলাম। সে তার রব্ব-এর বাক্যসমূহ এবং তাঁর কিতাবাদির সত্যতা প্রমাণ করল। আসলে সে অনুগত ও বিনীত লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল। (সূরা তাহরীম)

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۗ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۫ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۗ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۗ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا - (النساء : ١٧١)

হে আহ্লি কিতাব! তোমরা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্র প্রতি খালেস সত্য ছাড়া আর কিছু আরোপ করো না। মরিয়মপুত্র ঈসা মসীহ অন্য কিছুই ছিল না, ছিল আল্লাহ্র একজন রাসূল। সে ছিল আল্লাহ্র একটি 'ফরমান' যা আল্লাহ মরিয়মের প্রতি নাযিল করেছিলেন। সে ছিল আল্লাহ্র কাছ থেকে একটি রূহ (যা মরিয়মের গর্ভে সন্তানের আকার ধারণ করেছে)। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো এবং বলো না ঃ (আল্লাহ) তিনজন আছে। বিরত হও, এটা তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ্। কেউ তাঁর সন্তান হবে, এটা হতে তিনি পবিত্র। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন; সে সবের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট। (সূরা নিসা ঃ ১৭১)

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۗ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ - (المائدة : ٧٥)

মরিয়ম পুত্র মসীহ্ কিছুই ছিল না— একজন রাসূল ছাড়া। তার পূর্বে আরও অনেক রাসূলই অতীত হয়ে গেছে। তার মাতা এক পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ মহিলা ছিল। তারা দু'জনই স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য গ্রহণ করত। লক্ষ্য করো, তাদের সম্মুখে সত্যের নিদর্শনসমূহ আমরা কিভাবে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরেছি। তারপর এটাও লক্ষ্য করো যে, তারা কিভাবে বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে। (সূরা মায়েদা ঃ ৭৫)

حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ اِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَّسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاِنِّي اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

আবুল ইয়ামান (রা) থেকে শুয়াইব ইবনে জুহুরী সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোনো আদম সন্তান নেই, যাকে জন্মের সময় শয়তান সম্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মরিয়ম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা) (আ)-এর ব্যতিক্রম। তারপর আবূ হুরায়রা বলেন, (এর কারণ হলো মায়িামের মায়ের এ দু'আ "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী)

حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ -

আহমাদ ইবনে আবূ রাজা (রা) আলী (রা) বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, (ঐ সময়ের) সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারিয়াম হলেন সর্বোত্তম আর (এ সময়ে) নারীদের সেরা হলেন খাদীজা (রা) (বুখারী)

حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ، وَقَالَ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُبْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ اَحْنَاهُ عَلٰى طِفْلٍ، وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِيْ ذَاتِ يَدِهِ، يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلٰى اِثْرِ ذٰلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ ۞ تَابَعَهُ ابْنُ اَخِيْ الزُّهْرِيِّ وَاِسْحٰقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

আদম (রা) আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, সকল নারীর ওপর আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন সকল খাদ্য সামগ্রীর ওপর নারীদের মর্যাদা। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। (অতীত যুগে) কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্য মারিয়াম এবং ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া ব্যতীত কেউ কামালিয়াত অর্জন করতে পারেনি। ইবনে ওহাব (রা) আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, কুরাইশ বংশীয়া নারীরা উটে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম্রো শিশু সন্তানের ওপর অধিক স্নেহময়ী হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে। ইবনে আখী যুহরী ও ইসহাক কালবী (রা) যুহরী (রা) থেকে হাদীস বর্ণনায় ইউনুস (রা)-এর অনুসারণ করেছেন। (বুখারী)

اَخْبَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِلَّا مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ -

উমনু সালাম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ফাতিমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে জানিয়েছেন, আমি বেহেশতী নারীদের নেত্রী তবে মরইয়াম বিনতে ইমরান ব্যতীত। (তিরমিযী)

## ৪. হযরত ঈসা (আ)

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ م اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (١٦) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا تف فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (١٧) قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (١٨) قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ق لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا (١٩) قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا (٢٠) قَالَ كَذٰلِكِ ج قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ج وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ج وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا (٢١) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا (٢٢) فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ج قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا (٢٣) فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (٢٤) وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (٢٥) فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ج فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا لا فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا (٢٦) فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ط قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧) يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَاكَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨) فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ط قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا (٢٩) قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ ط اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا (٣٠) وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ص وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١) وَّبَرًّا بِوَالِدَتِىْ ز وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢) وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا (٣٣) ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ج قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ (٣٤)- (مريم)

(১৬) আর (হে মুহাম্মদ!) এই কিতাবে মরিয়মের অবস্থা বর্ণনা করো, যখন সে আপন লোকজন থেকে আলাদা হয়ে পূর্বপ্রান্তে নির্জনবাসী হয়েছিল (১৭) এবং পর্দা টাঙ্গিয়ে এর আড়ালে লুকিয়ে বসেছিল। এ অবস্থায় আমরা তার কাছে আপন রূহকে (অর্থাৎ ফেরেশতাকে) পাঠালাম আর সে তার সম্মুখে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মরিয়ম সহসা বলে উঠল ঃ "তুমি যদি সত্যই কোনো আল্লাহভীরু ব্যক্তি হয়ে থাকো, তবে আমি তোমা হতে রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি।" (১৯) সে বলল ঃ "আমি তো তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছ থেকে প্রেরিত আর এ জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করব।"(২০) মরিয়ম বললঃ আমার পুত্র হবে কেমন করে, যখন আমাকে কোনো মানুষ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি আর আমি কোনো চরিত্রহীনা নারীও নই। (২১) ফেরেশতা বলল ঃ "এভাবেই হবে। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু বলেন, এরূপ করা আমার পক্ষে খুবই সহজ আর আমরা এটি করব এ উদ্দেশ্যে যে, এই পুত্রকে লোকদের জন্য একটি নিদর্শন আর নিজের তরফ থেকে একটি রহমত বানাব। এ কাজ অবশ্যই হবে।" (২২) মরিয়মের গর্ভে এ সন্তানের ভ্রূণ সঞ্চার হলো। আর সে এ গর্ভ বহন করে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। (২৩) পরে প্রসব যন্ত্রণা তাকে একটি খেজুর গাছের নীচে পৌঁছে দিল। সে বলতে লাগল ঃ "হায়! আমি যদি এর পূর্বেই মরে যেতাম আর আমার নাম-চিহ্ন পর্যন্তও অবশিষ্ট না থাকত! (২৪) ফেরেশতা পায়ের দিক থেকে তাকে ডেকে বললঃ "চিন্তা করো না, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু তোমার নিম্নদেশ থেকে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিয়েছেন। (২৫) এখন তুমি এ গাছটির কাণ্ড ধরে একটু নাড়া দাও, তোমার ওপর তরতাজা খেজুর টপ্ টপ্ করে ঝড়ে পড়বে। (২৬) তুমি তা খাও, পান করো আর তোমার চোখ ঠাণ্ডা করো। এ সময় তুমি যদি কোনো লোক দেখতে পাও, তবে তাকে বলো ঃ আমি রহমানের (করুণাময়ের) জন্য রোযার মানত মেনেছি। এ কারণে আমি আজ কারো সাথে কথা বলব না।" (২৭) অতঃপর সে তার সন্তানকে কোলে নিয়ে নিজ জাতির লোকদের কাছে এল। লোকেরা বলতে লাগল ঃ "হে মরিয়ম, তুমি তো বড়ই পাপের কাজ করে বসেছ। (২৮) হে হারুনের বোন, তোমার পিতা তো কোনো খারাপ লোক ছিল না, তোমার মা-ও ছিল না কোনো চরিত্রহীনা নারী।" (২৯) মরিয়ম শিশুটির দিকে ইশারা করল। লোকেরা বলল ঃ "আমরা এর সাথে কি কথা বলব, সে তো দোলনায় শায়িত একটি শিশু মাত্র!" (৩০) শিশুটি বলে উঠল ঃ "আমি আল্লাহ্র বান্দাহ্, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী বানিয়েছেন। (৩১) এবং আমাকে বরকতময় করেছেন—যেখানেই আমি থাকি না কেন। আর যতদিন আমি জীবিত থাকব ততদিন আমাকে নামায ও যাকাত আদায়ের নিয়ম পালনের হুকুম করেছেন। (৩২) এবং আপন মা'য়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন এবং তিনি আমাকে স্বেচ্ছাচারী ও খারাপ চরিত্রের বানাননি। (৩৩) সালাম আমার প্রতি যখন আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি, যখন আমি মরব আর যখন আমি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।" (৩৪) এই হলো মরিয়াম-পুত্র ঈসা আর এ-ই হলো তার সম্পর্কে চূড়ান্ত সত্য কথা— যে বিষয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করে। (সূরা মারইয়াম)

........ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ........(البقرة:٨٧)

..... শেষ পর্যায়ে ঈসা ইবনে মরিয়মকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি সহকারে পাঠিয়েছি এবং পবিত্র-আত্মা দ্বারা তাকে সাহায্যও করেছি .... (সূরা বাকারা ঃ ৮৭)

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ق اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (٤٥) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (٤٦) قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى
يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ط قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ط إِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ
فَيَكُوْنُ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْإِنْجِيْلَ ج (٤٨) وَرَسُوْلًا إِلٰى بَنِىْٓ إِسْرَآئِيْلَ ق
أَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ج أَنِّىْٓ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ
اللّٰهِ ج وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتٰى بِإِذْنِ اللّٰهِ ج وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ق فِىْ
بُيُوْتِكُمْ ط إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٤٩) وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَلِأُحِلَّ
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ قف فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ (٥٠) إِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ
وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (٥١) فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِىْٓ إِلَى اللّٰهِ ط
قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ ج اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ج وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ (٥٢) رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ
وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ (٥٣) وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ (٥٤) إِذْ قَالَ
اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى إِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ج ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (٥٥) فَأَمَّا
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (٥٦) وَأَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (٥٧) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ
الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ (٥٨) إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ
فَيَكُوْنُ (٥٩) اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ (٦٠)- (ال عمرن)

(৪৫) যখন ফেরেশতাগণ বলল, “হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর নিজের এক ‘বাণীর’ সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম হবে মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম। ইহকাল ও পরকালের সর্বত্রই সে সম্মানিত হবে। তাকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী বান্দাহদের মধ্যে গণ্য করা হবে। (৪৬) সে লোকদের সাথে দোলনায় থেকেই কথা বলবে এবং বেশি বয়সে উপনীত হলেও। বস্তুত সে একজন কর্মশীল নেক পুরুষ হবে।” (৪৭) এ কথা শুনে মরিয়ম বলল, “হে প্রভু! আমার গর্ভে সন্তান কিভাবে হবে ? আমাকে তো কোনো ব্যক্তি স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।” উত্তর এল ঃ এরূপই হবে। আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো কাজ করার ফয়সালা করেন তখন শুধু বলেন, “হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়।” (৪৮) (ফেরেশতাগণ তাদের পূর্বোক্ত কথার জের টেনে বলল) ঃ এবং আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করবেন, তওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। (৪৯) এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি স্বীয় রাসূল হিসেবে নিযুক্ত

করব। (যখন সে রাসূল হিসেবে বনী ইসরাঈলদের কাছে উপস্থিত হলো, তখন বললঃ) "আমি তোমাদের রব্ব-এর তরফ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সম্মুখেই মাটি দ্বারা পাখির আকারে একটি প্রতিকৃতি বানাই এবং তাতে ফুৎকার প্রদান করি, তা আল্লাহ্‌র নির্দেশে পাখি হয়ে যায়। আমি আল্লাহ্‌র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভালো করে দেই এবং মৃতকে জীবন্ত করি। আমি তোমাদেরকে বলে দেই, তোমরা নিজেদের ঘরে কি খাও আর কি সঞ্চয় করে রাখো। এতে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে, অবশ্য যদি তোমরা ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়ে থাকো (৫০) এবং তওরাতের যে শিক্ষা ও পথনির্দেশনা (হেদায়েত) এখন আমার সম্মুখে বর্তমান আছে আমি এর সত্যতা প্রতিপন্নকারী হয়ে এসেছি। এ জন্যও এসেছি যে, তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে এমন কতিপয় জিনিস তোমাদের জন্য হালাল ঘোষণা করে দেব। জেনে রাখো, আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (৫১) আল্লাহ্ আমারও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কবুল করো। বস্তুত এটাই সঠিক ও সোজা পথ। (৫২) ঈসা যখন অনুভব করল যে, বনী ইসরাঈলরা কুফরী ও অস্বীকৃতির জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তখন সে বলল ঃ "আল্লাহ্‌র পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে ?" 'হাওয়ারীগণ' উত্তরে বলল ঃ "আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম— আল্লাহ্‌র আনুগত্যে আত্মসমর্পণকারী।" (৫৩) হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। "তুমি যে ফরমান নাযিল করেছ আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রাসূলের অনুসরণ করার পন্থা কবুল করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নিও।" (৫৪) অতঃপর বনী ইসরাঈলীরা (ঈসা মসীহ্‌র বিরুদ্ধে) গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। আল্লাহও তাঁর গোপন ব্যবস্থা সম্পন্ন করল। আর এ ধরনের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হয়ে থাকেন। (৫৫) (এটি আল্লাহ্‌রই এক গোপন ব্যবস্থাপনা ছিল) যখন তিনি বলেছিলেন, "হে ঈসা! এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব এবং তোমাকে আমার নিকট তুলে নেব। যারা তোমাকে মেনে নিতে অস্বীকার করছে তাদের (সংশ্রব, সাহচর্য ও পঙ্কিল পরিবেশ) থেকে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে, তোমাকে যারা অস্বীকার করছে তাদের ওপর কেয়ামত পর্যন্ত জয়ী করে রাখব। অবশেষে তোমাদের সকলকেই আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি সেসব বিষয়েরই মীমাংসা করে দেব যেসব বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। (৫৬) যারা কুফরী ও অস্বীকৃতির ভূমিকা অবলম্বন করছে তাদেরকে আমি ইহকাল-পরকাল সর্বত্রই কঠিন শাস্তি দান করব এবং তারা (এই শাস্তি থেকে বাঁচবার জন্য) কোনো সাহায্যকারী পাবে না। (৫৭) পক্ষান্তরে যারা ঈমান ও সৎকার্যের নীতি অবলম্বন করছে তাদেরকে তাদের প্রতিফল পুরোপুরি দান করা হবে। ভালো করে জেনে রাখো আল্লাহ জালিমকে মোটেই ভালোবাসেন না। (৫৮) এই যা কিছু আমি তোমাকে শুনাচ্ছি, এটা (আমার) আয়াত এবং যুক্তি ও জ্ঞানময় উপদেশ বিশেষ। (৫৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মতো; এরূপে যে, আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, হও আর সে হয়ে গেল। (৬০) এটিই প্রকৃত ও যথার্থ সত্য কথা, যা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু তরফ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে। অতএব তোমরা সেসব লোকের মধ্যে শামিল হয়ো না, যারা এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে। (সূরা আলে-ইমরান)

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (١٥٦) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ
اللَّهِ ج وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ
عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ج وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٨)
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ج وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (١٥٩) يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ
اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ج أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ز فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ س وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ
ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَكِيلًا (١٧١) لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ
عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٢) - (النساء)

(১৫৬) অতঃপর তারা কুফরিতে এতদূর এগিয়ে গেল যে, মরিয়মের ওপর গুরুতর মিথ্যা দোষারোপ করল। (১৫৭) তারা নিজেরাই বললঃ আমরা মরিয়ম পুত্র আল্লাহ্‌র রাসূল ঈসা মসীহ-কে হত্যা করেছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে না তারা তাকে (ঈসাকে) হত্যা করেছে, না শুলে বিদ্ধ করেছে; বরং গোটা ব্যাপারটাকেই তাদের কাছে গোলকধাঁধাঁয় পরিণত করে দেয়া হয়েছে। আর যারা এই বিষয়ে মতভেদ করেছে, তারাও মূলত সন্দেহে পড়ে গেছে। তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো জ্ঞানই নেই, আছে শুধু অমূলক ধারণার অন্ধ অনুসরণ, নিশ্চয়ই তারা মসীহকে হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ বিরাট শক্তিসম্পন্ন ও মহাজ্ঞানী। (১৫৯) আহলি কিতাবের মধ্যে এমন কেউ হবে না, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না এবং কেয়ামতের দিন সে তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে। (১৭১) হে আহ্‌লি কিতাব! তোমরা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি খালেস সত্য ছাড়া আর কিছু আরোপ করো না। মরিয়মপুত্র ঈসা মসীহ্ অন্য কিছুই ছিল না, ছিল আল্লাহ্‌র একজন রাসূল। সে ছিল আল্লাহ্‌র একটি 'ফরমান' যা আল্লাহ মরিয়মের প্রতি নাযিল করেছিলেন। সে ছিল আল্লাহ্‌র কাছে থেকে একটি রূহ (যা মরিয়মের গর্ভে সন্তানের আকার ধারণ করেছে)। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো এবং বলো না ঃ (আল্লাহ) তিনজন আছে। বিরত হও, এটা তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ্। কেউ তাঁর সন্তান হবে, এ থেকে তিনি পবিত্র। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন; সে সবের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট। (১৭২) (ঈসা) মসীহ আল্লাহ্‌র বান্দাহ হওয়ার ব্যাপারে কখনো বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেনি। আর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও তাকে নিজেদের জন্য কোনো লজ্জার কারণ মনে করেনি। কেউ যদি আল্লাহ্‌র বন্দেগীকে নিজের জন্য লজ্জার ব্যাপার মনে করে ও গৌরব-অহঙ্কার করতে থাকে, তবে এমন এক সময় আসবে, যখন আল্লাহ সকলকে পরিবেষ্টন করে নিজের সম্মুখে উপস্থিত করবেন। (সূরা নিসা)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ...... (١٧) وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٤٦) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٧٢) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ ........(٧٥) - (المائدة)

(১৭) নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে ঃ মরিয়ম-পুত্র মসীহ্ খোদা। (হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো যে, আল্লাহ যদি মরিয়ম-পুত্র মসীহ্‌কে এবং তার মা ও সমস্ত পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করতে চান তবে তাঁর এই ইচ্ছা হতে তাঁকে বিরত রাখার মতো শক্তি কার আছে ?...... (৪৬) এই পয়গাম্বরদের পরে আবার আমরা মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তওরাতের মধ্য হতে যা কিছু তার সামনে ছিল, সে ছিল এরই সত্যতা প্রমাণকারী এবং আমরা তাকে ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে ছিল হেদায়েত ও আলো এবং তাও তওরাতের যা কিছু তার সামনে ছিল, এরই সত্যতা প্রমাণকারী ছিল এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত ও নসীহত ছিল। (৭২) নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। অথচ মসীহ তো বলেছিল— "হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো, যিনি আমারও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক।" বস্তুত যে লোক আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকেও শরীক করেছে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এসব জালিমের কেউ সাহায্যকারী নেই। (৭৫) মরিয়ম পুত্র মসীহ কিছুই ছিল না— একজন রাসূল ছাড়া। তার পূর্বে আরও অনেক রাসূলই অতীত হয়ে গেছে। তার মাতা এক পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ মহিলা ছিল। .... (সূরা মায়েদা)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣١)- (التوبة)

(৩০) ইহুদীরা বলে, উজাইর আল্লাহ্‌র পুত্র আর ঈসায়ীরা বলে, মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অমূলক কথা, যা তারা নিজেদের মুখে উচ্চারণ করে সে লোকদের দেখাদেখি, যারা তাদের পূর্বে কুফরিতে নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ্‌র মার পড়ুক এদের ওপর! এরা কোথা থেকে ধোঁকায় পড়ছে! (৩১) এরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ

লোকদেরকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে আর এভাবে মরিয়াম পুত্র ঈসাকেও। অথচ তাদেরকে এক খোদা ছাড়া আর কাউকে বন্দেগী ও দাসত্ব করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সে আল্লাহ যিনি ছাড়া অপর কেউ বন্দেগী পাবার অধিকারী নয়। তিনি পাক-পবিত্র এসব মুশরিকী কথাবার্তা থেকে, যা তারা বলে। (সূরা তওবা)

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَّآوَيْنٰهُمَآ إِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ - (المومنون: ٥٠)

আর মরিয়াম-পুত্র ও তার মাতাকে আমরা একটি নিদর্শন বানালাম এবং তাদেরকে এক সুউচ্চ ভূমিতে স্থান দিলাম, যা ছিল শান্তি ও স্থিতির স্থান এবং সেখানে ছিল ঝর্ণাধারা প্রবহমান।
(সূরা মুমিনুন ঃ ৫০)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ (٥٧) وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ط مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ط بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ (٥٨) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ إِسْرَائِيْلَ (٥٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰئِكَةً فِى الْأَرْضِ يَخْلُفُوْنَ (٦٠) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (٦١) وَلَمَّا جَاءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ (٦٣) إِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (٦٤) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ج فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيْمٍ (٦٥)- (الزّخرف)

(৫৭) আর যখনি মরিয়াম-পুত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো, তোমার জাতির লোকেরা হট্টগোল শুরু করে দিল, (৫৮) এবং বলতে লাগল যে, আমাদের মা'বুদ উত্তম, না সে ? তারা শুধু বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তোমার সামনে এ দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। আসল কথা হলো এরা লোকই বড় ঝগড়াটে। (৫৯) মরিয়াম-পুত্র শুধু একজন বান্দাহ ছাড়া তো আর কিছুই ছিল না; তার প্রতি আমরা নেয়ামত দান করেছি এবং বনী-ইসরাঈলের জন্য স্বীয় কুদরতের এক বিশেষ নমুনা বানিয়েছি। (৬০) আমরা চাইলে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা পয়দা করে দিতে পারি; যারা জমিনের বুকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। (৬১) সে তো আসলে কেয়ামতের একটি নিদর্শন। অতএব, তোমরা তার বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করো না আর আমার কথা মেনে নাও; এটাই সঠিক ও নির্ভুল পথ। (৬৩) আর যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তখন সে বলেছিল ঃ 'আমি তোমাদের কাছে 'হিকমত' নিয়ে এসেছি এবং এই জন্য এসেছি যে, তোমরা যেসব বিষয়ে পরস্পর মতো-বিরোধ করছ সে সবের কিছু কথার তত্ত্ব তোমাদের সামনে উদঘাটিত করব। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও আমাকে মেনে চলো। (৬৪) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্‌ই আমার ও তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো, এটিই সঠিক ও সোজা পথ; (৬৫) কিন্তু (তার এ সুস্পষ্ট শিক্ষা সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল-উপদল পরস্পর মতোবিরোধ করল। অতএব যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ। (সূরা যুখরুফ)

وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ إِسْرَاءِيْلَ إِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (٦)
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ
اِلَى اللّٰهِ ...... (الصف : ١٤)

(৬) আর স্মরণ করো মরিয়ম পুত্র ঈসার সেই কথা, যা সে বলেছিল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পাঠানো রাসূল। আমি সত্যতা বিধানকারী সেই তওরাতের, যা আমার পূর্বে এসেছে আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের, যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহমাদ। কিন্তু কার্যত সে যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট (অকাট্য) নিদর্শনাদি নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন তারা বলল ঃ এ তো সুস্পষ্ট প্রতারণা মাত্র। (১৪) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী হও। ঠিক যেমন মরিয়ম পুত্র ঈসা হাওয়ারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিল ঃ 'কে আছ আল্লাহ্‌র দিকে (আহ্বান জানাবার কাজে) আমার সাহায্যকারী'? তখন হাওয়ারীরা জবাব দিয়েছিল ঃ আমরা আছি আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী .....।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۚ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (١٠٩) اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۣ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (١١٠) وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ (١١١) اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١١٢) قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ (١١٣) قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (١١٤) قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (١١٥) وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ ۗ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ۗ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِيْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَاَنْتَ

عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ (١١٧) اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١١٨) قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ط لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١١٩) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ط وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (١٢٠)- (المائدة)

(১০৯) যেদিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন যে, "তোমাদের কী জবাব দেয়া হয়েছে"? তখন তারা বলবে ঃ "আমরা কিছুই জানি না; তুমিই সকল গোপন সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব জানো।" (১১০) সে সময়ের কথা চিন্তা করো, যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা! আমার সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাকে ও তোমর মা-কে দান করেছিলাম। আমি পাক রূহ দিয়ে তোমায় সাহায্য করেছি, তুমি দোলনায় থেকেও লোকদের সাথে কথা বলছিলে এবং বড় বয়সে পৌঁছিয়েও। আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞান দান করেছি। তুমি আমার হুকুমে মাটি দিয়ে পাখির আকৃতির পুতুল তৈরী করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে আর তা আমার আদেশক্রমে পাখি হতো। তুমি আমারই আদেশক্রমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী নিরাময় করে দিতে। তুমি আমারই আদেশে মৃত লোকদেরকে বের করে আনতে। পরে তুমি যখন বনী ইসরাঈলের কাছে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত নিদর্শনসমূহ নিয়ে পৌঁছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অমান্যকারী ছিল, তারা বলল যে, এই নিদর্শনগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (তখন) বনী ইসরাঈলকে তোমার কাছ থেকে আমিই ফিরিয়ে রেখেছিলাম।(১১১) তখন আমিই তোমাকে তা থেকে বাঁচিয়েছি। আর আমি যখন হাওয়ারীদেরকে ইশারা করে বললাম যে, আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, তখন তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম আর সাক্ষী থেকো যে, আমরা মুসলিম। (১১২) হাওয়ারীদের প্রসংগে এ ঘটনাও স্মরণ রেখো যে, তারা যখন বলল ঃ হে মরিয়মপুত্র ঈসা! আপনার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আসমান থেকে খাদ্য-ভরা একখানি খাঞ্চা কি আমাদের জন্য নাযিল করতে পারেন ? তখন ঈসা বলল, আল্লাহ্‌কে ভয় করো যদি তোমরা মুমিন হও। (১১৩) তারা বলল ঃ আমরা শুধু এটাই চাই যে, সে খাঞ্চা থেকে আমরা খাবার খাবো এবং আমাদের অন্তর শান্ত ও পরিতৃপ্ত হবে। আর আমরা জানতে পারব যে, আপনি আমাদের কাছে যা কিছু বলেছেন, তা সত্য; আমরা এর সাক্ষী রয়েছি। (১১৪) এ সময় ঈসা ইবনে মরিয়ম দো'আ করল ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমাদের পরোয়ারদেগার! আমাদের প্রতি আসমান থেকে একটি খাদ্যভরা খাঞ্চা নাযিল করো, যা খুশী ও আনন্দের উপলক্ষ হবে এবং তোমার কাছ থেকে তা একটি নিদর্শন স্বরূপ হবে। আমাদেরকে রিযিক দাও, তুমিই সবচেয়ে উত্তম রিযিকদাতা।" (১১৫) আল্লাহ উত্তরে বলল ঃ আমি তোমাদের প্রতি তা নাযিল করব; কিন্তু অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে, তাকে আমি এমন শাস্তি দান করব, যা দুনিয়ার কাউকেও দেইনি।"(১১৬) যাই হোক, (এ সব দান অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে) আল্লাহ যখন বলবেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মা'কেও ইলাহ বানিয়ে লও ? তখন উত্তরে সে বলবে ঃ "মহান পবিত্র আল্লাহ, এমন কোনো কথা বলা আমার কাজ নয়, এটা বলার আমার কোনোই অধিকার ছিল না। এরূপ কথা যদি আমি বলে থাকতাম, তবে আপনি তা অবশ্যই জানতেন। আপনি জানেন আমার মনে যা কিছু আছে; কিন্তু আমি জানি না যা কিছু আপনার মনে রয়েছে; আপনি তো সকল গোপন তত্ত্ব কথাই জানেন। (১১৭) আমি তাদেরকে এ ছাড়া আর কিছুই বলিনি—

বলেছি শুধু তাই যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন। তা এই যে, (জনমণ্ডলী! তোমরা) আল্লাহ্র বন্দেগী করো, তিনি আমারও রব্ব্ তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। আমি সে সময় পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধায়ক-পরিচালক ছিলাম, যতক্ষণ তাদের মধ্যে অবস্থান করছিলাম। কিন্তু আপনিই যখন আমাকে ফেরত ডেকে পাঠালেন, তখন তো আপনি ছিলেন তাদের সংরক্ষক আর আপনি তো সমগ্র জিনিসের ওপর দৃষ্টিমান। (১১৮) এখন আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনার বান্দাহ আর যদি মাফ করে দেন, তবে আপনি তো সর্বজয়ী ও অতীব বুদ্ধিমান। (১১৯) তখন আল্লাহ বলবেন ঃ আজ সে দিন, যে দিনে সত্যপন্থীদেরকে তাদের সত্যনিষ্ঠা কল্যাণ দান করব। তাদের জন্য এমন বাগান সজ্জিত হবে, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন আর তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে; বস্তুত এটাই বিরাট সাফল্য। (১২০) আকাশ জগত ও পৃথিবী এবং সমগ্র সৃষ্টিলোকের বাদশাহী আল্লাহ্রই হাতে নিবদ্ধ এবং তিনি প্রতিটি জিনিসেরই ওপর পরাক্রমশালী। (সূরা মায়েদা)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ ..... (٢٦) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ، وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ج فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ج وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ (٢٧) - (الحديد)

(২৬) আমরা নূহ ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছিলাম ...... (২৭) এরপর আমরা পর-পর আমার রাসুলগণকে পাঠিয়েছিলাম আর এ সবের পর মরিয়মপুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে ইঞ্জীল দান করেছি। যারা তা মেনে চলেছে তাদের হৃদয়ে আমরা দয়া-মায়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছি। আর 'রাহবানিহত' (বৈরাগ্যবাদ) তারা নিজেরা রচনা ও উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমরা তা তাদের প্রতি ফরয করে দেইনি। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তোষ সন্ধানে তারা নিজেরাই এ বিদয়াত বানিয়েছে। আর তা যথার্থভাবে পালন করার যে কর্তব্য ছিল তারা তাও করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সুফল আমরা দান করেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোকই ফাসেক। (সূরা হাদীদ)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ نف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ، وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - (التوبة :١١١)

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের মন-প্রাণ এবং তাদের ধন-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি (জান্নাত দানের ব্যাপারে) আল্লাহ্র যিম্মায় একটি পাকা-পোক্ত ওয়াদা রয়েছে তওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্র অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশি পূরণকারী আর কে আছে ? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের দরুন, যা তোমরা আল্লাহ্র সাথে সম্পন্ন করেছ; এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা তওবা ঃ ১১১)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ز وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ (٨٧) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ م مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ط وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا قف وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ (٢٥٣) - (البقرة)

(৮৭) আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। অতঃপর পর্যায়ক্রমে রাসূল প্রেরণ করেছি। শেষ পর্যায়ে ঈসা ইবনে মরিয়মকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি সহকারে পাঠিয়েছি এবং পবিত্র-আত্মা দ্বারা তাকে সাহায্যও করেছি। অতঃপর তোমাদের এহেন আচরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় যে, যখনি কোনো নবী তোমাদের মনের লালসার বিপরীত কোনো জিনিস নিয়ে. তোমাদের কাছে আগমন করেছে— তখনি তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ— কাউকে মিথ্যা প্রতিপাদন করেছ আর কাউকে করেছ হত্যা! (২৫৩) এই রাসূলগণ (যারা আমার পক্ষ হতে মানুষকে হেদায়েত দানের জন্য নিযুক্ত রয়েছে) আমরা তাদের কাউকে অপরাপর নবীগণের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও ছিল, যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ্ কথাবার্তা বলেছেন, কাউকে আবার অন্যান্য দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং অবশেষে মরিয়াম পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। আল্লাহ্ চাইলে এ রাসূলগণের পর যারা উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল, তারা পরস্পরে লড়াই করত পারত না; কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে লোকদেরকে মতবিরোধ হতে বিরত রাখা আল্লাহ্র নিয়ম নয়, এ জন্য) তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছে। অতঃপর কেউ ঈমান এনেছে আবার কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ চাইলে তারা কখনই লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ্ যা চান তাই করেন। (সূরা বাকারা)

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ - (الانعام : ٨٥)

(তাদেরই বংশধর হতে) জাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্যপথের পথিক বানিয়েছি)। তাদের প্রত্যেকেই নেককার ছিল। (সূরা আন'আম ঃ ৮৫)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ (يعنى عيسى) وَاِنَّهُ نَازِلٌ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَاَنَّ رَاْسَهُ يَقْطُرُ وَاِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللّٰهُ فِيْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا اِلَّا الْاِسْلَامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفّٰى فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ -(ابوداؤد، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال مسند احمد، مرويات ابو هريرة)

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমার ও তাঁর (ঈসার) মাঝখানে কোনো নবী নেই আর তিনি অবশ্যই অবতীর্ণ হবেন। অতএব তোমরা যখন তাঁকে দেখবে তখন যেন চিনতে পার। তিনি মধ্যম আকৃতির মানুষ, লাল-সাদা মিশ্রবর্ণ, দুখানি হলুদ বর্ণের কাপড় পরিহিত হবেন। তাঁর মাথার চুল এমন মিচমিচে হবে যে, মনে হবে তা হতে পানি টপ টপ করে পড়ছে। অথচ তা ভিজা হবে না। ইসলামের জন্য তিনি লোকদের সাথে লড়াই করবেন, ক্রুশকে চূর্ণ করবেন, শূকর হত্যা করিবেন, জিযিয়া ব্যবস্থার অবসান ঘটাবেন। আর আল্লাহ্ তাঁর জামানায় ইসলাম ছাড়া অন্যসব মিল্লাতকেই খতম করে দেবেন। তিনিই মসীহ, দাজ্জালকে তিনি ধ্বংস করিবেন। পৃথিবীতে তিনি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করবেন। পরে তাঁর মৃত্যু হবে এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযা পড়বে। (বুখারী)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.... فَيَنْزِلُ عِيْسٰى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَقُوْلُ اَمِيْرُهُمْ تَعَالْ فَصَلِّ فَيَقُوْلُ لَاانَّ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ اُمَرَاءِ تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْاُمَّةَ (مسلم، بيان نزول عيسى ابن مريم -مسند احمد بسلسله مرويات جابر بن عبد الله)

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি........ অতপর ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবে, আসুন ইমামতি করুন। কিন্তু তিনি বলবেন ঃ না, তোমরা নিজেরাই পরস্পরের আমীর। আল্লাহ্ এই উম্মতকে যে সম্মান দিয়েছেন সেই দিকে লক্ষ্য করেই তিনি এই কথা বলবেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (فى قصّة الدجال) فَاِذَا هُمْ بِعِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتُقَام الصَّلٰواةُ فَيُقَالَ لَهُ تَقَدَّمْ يَا رُوْحَ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ لِيَتَقَدَّمْ اِمَامُكُمْ فَلْيُصَلِّ بِكُمْ فَاِذَا صَلّٰى صَلٰواةَ الصُّبْحِ خَرَجُوْا اِلَيْهِ قَالَ فَحِيْنَ يَرٰى الْكَذَّابَ يَنْمَاثُ كَمَا يَنْمَاثُ الْمِلَحُ فِىْ الْمَاءِ فَيَمْشِى اِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ حَتّٰى اِنَّ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ يُنَادِىْ يَارُوْحَ اللّٰهِ هٰذَا الْيَهُوْدِىٌّ فَلَا يَتْرُكَ مِمَّنْ كَانَ يَتْبَعُهُ اَحَدً اِلَّا قَتَلَهُ (مسند احمد، بسلسله روايات جابربن عبد الله)

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) (দাজ্জালের) কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ যখন সহসা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) মুসলমানদের মধ্যে এসে পৌছবেন। পরে নামাযে দাঁড়াবেন এবং তাঁকে বলা হবে ঃ হে আল্লাহ্‌র রূহ, আসুন। কিন্তু তিনি বলেবেন ঃ না তোমাদের ইমামেরই এগিয়ে আসা উচিত। সে-ই নামায আদায় করাবে। পরে ভোরের নামায হতে অবসর হলে মুসলমানরা দাজ্জালের সাথে মুকাবিলা করার জন্য বের হবে। বললেন ঃ সেই মিথ্যাবাদী যখন হযরত ঈসাকে দেখবে, তখন গলে যেতে শুরু করবে লবণ যেমন পানিতে গলে যায়। পরে তিনি তার দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাকে হত্যা করেবেন আর অবস্থা এই হবে যে, গাছ ও পাথর চিৎকার করে উঠবে যে, হে আল্লাহ্‌র রূহ, এই ইহুদীটা আমার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে। দাজ্জালের অনুসারীদের কেউই বাঁচবে না, সকলকেই তিনি [ঈসা (আ)] কতল করবেন।

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ (فى قصّة الدجال) فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذْبَعَثُ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ ابْنِ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَاةِ الْبَيْضَاءَ شَرْقِىْ دَمْشَقِ بَيْنَ مَهْرُوْذَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى اَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ اِذَا طَأْ رَأْسَهُ قَطَرَ وَاِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جَمَّانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيْحَ نَفْسِهِ اِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِىْ اِلٰى حَيْثُ يَنْتَهِىْ طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ -(مسلم، ذكر الدجال، ابو داؤد، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال- ترمذى-ابواب الفتن، باب فى فتنة الدجال- ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال)

হযরত নওয়াস ইবনে সাময়ান কালাবী (রা) (দাজ্জালের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে) বর্ণনা করেন ঃ দাজ্জাল যখন এসব কিছু করতে থাকবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মরিয়ম পুত্র মসীহকে পাঠিয়ে দেবেন। আর তিনি দেমাশকের পূর্ব অংশে সাদা মিনারার নিকটে হলুদ বর্ণের দুখানি কাপড় পরিহিত হয়ে দুজন ফেরেশতার বাহুর ওপর নিজের হাত রেখে অবতীর্ণ হবেন। তিনি যখন মাথা নত করবেন তখন মনে হবে, পানির ফোটা টপ টপ করে পড়ছে। আর যখন মাথা তুলবেন তখন মুক্তার মত ফোঁটা পড়েছে বলে মনে হবে। তাঁর শ্বাসবায়ু যে কাফেরকে স্পর্শ করবে—তা তাঁর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত পৌঁছিবে—সে আর বাঁচেবেনা। পরে ইবনে মরিয়ম দাজ্জালের পিছনে ধাওয়া করিবেন এবং 'লুদের' দ্বার পথে তাকে ধরবেন ও হত্যা করবেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِىْ اُمَّتِىْ فَيَمْكُثُ اَرْبَعِيْنَ (لَااَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْاَرْبَعِيْنَ عَامًا) فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ كَاَنَّهُ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُمُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسَ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ عَدَاوَةَ -

(مسلم، ذكر الدجال)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, দাজ্জাল আমার উম্মতের মধ্য হতে বের হবে এবং চল্লিশ দিন, মাস বা বৎসর কোন্‌টি তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারি না। পরে আল্লাহ্ ঈসা ইবনে মরিয়মকে পাঠাবেন। তাকে উরওয়া ইবনে মাসউদের (এক সাহাবী) মত দেখাবে। তিনি তার পিছনে ধাওয়া করেবেন ও তাকে ধ্বংস করবেন। পরে সাত বৎসর পর্যন্ত লোকেরা এমন অবস্থায় থাকবে যে, দুইজন লোকের মাঝেও কোন দুশমনী থাকবে না।

## ৫. ইনজীল

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ -

(২৫) এখন এ লোকেরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাহলে এদের পূর্বেকার লোকেরাও তো মিথ্যা আরোপ করেছিল। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ এসেছিল সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ, সহীফা ও উজ্জ্বল হেদায়েত দানকারী কিতাব নিয়ে। (সূরা ফাতির ঃ ২৫)

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ (٣) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْإِنْجِيلَ (٤٨) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٦٥) - (اٰل عمرٰن)

(৩) তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন; যা সত্যের বাণী নিয়ে এসেছে এবং পূর্বে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। ইতঃপূর্বে তিনি মানুষের হেদায়েত ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন। (৪৮) (ফেরেশতাগণ তাদের পূর্বোক্ত কথার জের টেনে বলল) ঃ এবং আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করবেন, তওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। (৬৫) হে আহলি কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কেন ঝগড়া করো ? তওরাত ও ইনজীল তো ইবরাহীমের পরই নাযিল হয়েছে। তবে কি তোমরা এটুকু কথাও বুঝ না ? (সূরা আলে-ইমরান)

وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (٤٦) وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٤٧) وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُوْنَ (٦٦) اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (١١٠) - (المائدة)

(৪৬) এই পয়গাম্বরদের পরে আবার আমরা মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তওরাতের মধ্য হতে যা কিছু তার সম্মুখে ছিল, সে ছিল এরই সত্যতা প্রমাণকারী এবং আমরা তাকে ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে ছিল হেদায়েত ও আলো এবং তাও তওরাতের যা কিছু তার সম্মুখে ছিল, এরই সত্যতা প্রমাণকারী ছিল এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত ও নসীহত ছিল। (৪৭) আমাদের নির্দেশ ছিল যে, ইঞ্জীল-বিশ্বাসীগণ তাতে আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করবে। আর যারাই আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে না, তারাই ফাসিক। (৬৬) হায়, কতই না ভালো হতো যদি তারা তওরাত, ইন্‌জীল এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে তাদের প্রতি নাযিল-করা অন্যান্য কিতাবসমূহকে কায়েম করত! এরূপ করলে তাদের জন্য উপরের দিক হতে রিযিক বর্ষিত হতো ও নিম্নদেশ হতেও তা তা উপচিয়ে পড়ত। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ন্যায়বাদী এবং সত্যপন্থীও রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সাংঘাতিকভাবে খারাপ আমলকারী। (১১০) সে সময়ের কথা চিন্তা করো, যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা!

আমার সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাকে ও তোমর মা-কে দান করেছিলাম। আমি পাক রূহ দিয়ে তোমায় সাহায্য করেছি, তুমি দোলনায় থেকেও লোকদের সাথে কথা বলছিলে এবং বড় বয়সে পৌঁছিয়েও। আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইন্‌জীলের জ্ঞান দান করেছি। তুমি আমার হুকুমে মাটি দিয়ে পাখির আকৃতির পুতুল তৈরী করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে আর তা আমার আদেশক্রমে পাখি হতো। তুমি আমারই আদেশক্রমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী নিরাময় করে দিতে। তুমি আমারই আদেশে মৃত লোকদেরকে বের করে আনতে। পরে তুমি যখন বনী ইসরাঈলের নিকট উজ্জ্বল উদ্ভাসিত নিদর্শনসমূহ নিয়ে পৌঁছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অমান্যকারী ছিল, তারা বলল যে, এই নিদর্শনগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (তখন) বনী ইসরাঈলকে তোমার কাছ থেকে আমিই ফিরিয়ে রেখেছিলাম।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (الاعراف : ١٥٧)

(অতএব আজ এ রহমত তাদেরই প্রাপ্য) যারা এই উম্মী নবী-রাসূলের পায়রবী অবলম্বন করবে; যার উল্লেখ তাদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইনজীলে দেখতে পাবে। সে তাদেরকে নেক কাজের আদেশ করে, বদ কাজ হতে বিরত রাখে। তাদের জন্য পাক জিনিসসমূহ হালাল ও না-পাক জিনিসগুলোকে হারাম করে। আর তাদের ওপর থেকে সে বোঝা সরিয়ে দেয় যা তাদের ওপর চাপানো ছিল এবং সে বাধা ও বন্ধনসমূহ খুলে দেয়, যাতে তারা বন্দী হয়ে ছিল। অতএব যেসব লোক তার প্রতি ঈমান আনবে, তার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সে আলোর অনুসরণ করবে যা তার সঙ্গে নাযিল করা হয়েছে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - (التوبة : ١١١)

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের কাছ থেকে তাদের মন-প্রাণ এবং তাদের ধন-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরীদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি (জান্নাত দানের ব্যাপারে) আল্লাহ্‌র যিম্মায় একটি পাকা-পোক্ত ওয়াদা রয়েছে তওরাত , ইঞ্জীল ও কুরআনে। আর আল্লাহ্‌র অপেক্ষা নিজের ওয়াদা বেশি পূরণকারী আর কে আছে ? অতএব তোমরা সন্তুষ্ট হও তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের দরুন, যা তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পন্ন করেছ; এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। (সূরা তওবা ঃ ১১১)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِي

الْإِنْجِيلِ ۚ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا - (الفتح : ٢٩)

মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নিজেরা পরস্পর দয়াশীল। তোমরা তাদেরকে রুকূতে, সিজদায় ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে আত্মনিমগ্ন দেখতে পাবে। তাদের মুখাবয়বে সিজদার চিহ্ন ভাস্বর হয়ে আছে, যার দ্বারা তারা স্বাতন্ত্র্য সহকারে পরিচিত হয়। তাদের এ গুণ-পরিচিতি তাওরাতে উল্লিখিত রয়েছে আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, যেন একটা শস্যক্ষেত; প্রথমে তা অংকুর বের করে, তারপর তাকে শক্তি যোগান হয়। অতঃপর তা মোটা ও শক্ত হয়ে ওঠে। এরপর তা স্বীয় কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। তা চাষকারীদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয়, যেন কাফেররা এসবের ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়ার দরুন (হিংসায়) জ্বলতে থাকে। এ দলের লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা ও অতি বড় শুভ ফলের ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাতহ ঃ ২৯)

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ
رِعَايَتِهَا ۖ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ -(الحديد : ٢٧)

এরপর আমরা পর-পর আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম আর এ সবের পর মরিয়ামপুত্র ঈসাকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে ঈঞ্জীল দান করেছি। যারা তা মেনে চলেছে তাদের হৃদয়ে আমরা দয়া-মায়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছি। আর 'রাহবানিহত' (বৈরাগ্যবাদ) তারা নিজেরা রচনা ও উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমরা তা তাদের প্রতি ফরয করে দেইনি। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তোষ সন্ধানে তারা নিজেরাই এ বিদয়াত বানিয়েছে। আর তা যথার্থভাবে পালন করার যে কর্তব্য ছিল তারা তাও করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সুফল আমরা দান করেছি। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক লোকই ফাসিক।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ বর্ণনা করেন ঃ

مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّهُ الَّذِي نَجِدُ فِي الْإِنْجِيلِ وَأَنَّهُ الَّذِي
بَشَّرَ بِهِ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ -

তোমাদের স্বাগত জানাই এবং তাকেও যাঁর নিকট থেকে তোমরা এসেছ। আমি সক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহ রাসূল। তিনি সে সত্তা যার উল্লেখ আমরা ইঞ্জীলে পাই এবং তিনিই সে নবী যার আগমন সম্পর্কে ঈসা ইবনে মরিয়মে আগমন সুসংবাদ দিয়েছেন। (মুসনদে আহম্মদ)

## ৬. ত্রিত্ববাদ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا

لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا - (النساء :١٧١)

হে আহ্লি কিতাব! তোমরা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্র প্রতি খালেস সত্য ছাড়া আর কিছু আরোপ করো না। মরিয়মপুত্র ঈসা মসীহ অন্য কিছুই ছিল না, ছিল আল্লাহ্র একজন রাসূল। সে ছিল আল্লাহ্র একটি 'ফরমান' যা আল্লাহ মরিয়মের প্রতি নাযিল করেছিলেন। সে ছিল আল্লাহ্র কাছ থেকে একটি রূহ (যা মরিয়মের গর্ভে সন্তানের আকার ধারণ করেছে)। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো এবং বলো না ঃ (আল্লাহ) তিনজন আছে। বিরত হও, এটা তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ্। কেউ তাঁর সন্তান হবে, এ থেকে তিনি পবিত্র। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন; সে সবের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট। (সূরা নিসা ঃ ১৭১)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - (المائدة :٧٣)

নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে ঃ আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। এই লোকেরা যদি তাদের এসব কথা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদান করা হবে। (সূরা মায়েদা ঃ ৭৩)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا...... (الانعام :١٥١)

(হে মুহাম্মদ!) এই লোকদেরকে বলো যে, তোমরা এস, আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে দেব তোমাদের রব্ব্ তোমাদের ওপর কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন.... (সূরা আন'আম ঃ ১৫১)

৭ম অধ্যায়

# অতি প্রাকৃতিক বিষয়াদি

## ১. রূহ বা নফস

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ ........ (السجدة :٩)

অতপর এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক-ঠাক করে দিয়েছেন এবং এর মধ্যে তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন.....। (সূরা সাজদা ঃ ৯)

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا - ( بنى اسرائيل :٨٥)

এই লোকেরা তোমাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো ঃ এই 'রূহ' আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুমে এসে থাকে। কিন্তু তোমরা সঠিক জ্ঞানের সামান্য অংশই পেয়েছ।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ........(١٤٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ ...... (١٨٥) (ال عمران)

(১৪৫) কোনো প্রাণীই আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্টভাবে লেখা আছে..... (১৮৫) অবশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরতে হবে। এবং তোমরা সকলে নিজ নিজ (কাজের) প্রতিফল পুরোপুরিই কেয়ামতের দিন পাবে.....। (সূরা আলে-ইমরান )

....... كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ - (الاعراف :٢٩)

...... তেমনিভাবে তোমাদেরকে আবার পয়দা করা হবে। (সূরা আরাফ ঃ ২৯)

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ؕ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ - ( الانبياء :٣٥)

প্রত্যেক জীবন্ত সত্তাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর আমরা ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের সকলের পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই আমাদের দিকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৫)

.... وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

....কোনো প্রাণীই জানে না আগামীকাল সে কি কামাই করবে— না কেউ জানে যে, তার মৃত্যু হবে কোন জমিনে। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব বিষয়েই ওয়াকিফহাল। (সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ - (العنكبوت :٥٧)

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তারপর তোমরা সকলে আমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আনকাবুত ঃ ৫৭)

......وَذَكِّرْ بِهٖ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ....... (الانعام:٧٠)

...তবে তাদেরকেও এই কুরআন শুনিয়ে নসীহত ও সতর্ক করতে থাকো ... (সূরা আন'আম-৭০)

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ (٨) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ لا فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتٰبِيَهْ (٢٥) يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (٢٧) (الحاقة)

(৮) এক্ষণে তাদের মধ্যে কেউ রক্ষা পেয়ে অবশিষ্ট আছে বলে কি তুমি দেখতে পাও ? (২৫) আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে ঃ হায়! আমার আমলনামা আমাকে যদি না-ই দেয়া হতো। (২৭) হায়! আমার (দুনিয়ায় হওয়া) মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো!

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥) - (الانفطر)

(১) যখন আকাশমণ্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, (২) যখন তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, (৩) যখন সমুদ্রগুলোকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করা হবে, (৪) আর যখন কবরগুলোকে খুলে দেয়া হবে, (৫) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের সব কৃতকর্ম জানতে পারবে।

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا (١) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰهَا (٢) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّٰهَا (٣) وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰهَا (٤) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا (٥) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا (٦) وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا(٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا - (الشمس :١٠)

(১) সূর্য ও এর রৌদ্রের শপথ। (২) চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। (৩) দিনের শপথ যখন তা (সূর্যকে) প্রকট করে তোলে (৪) এবং রাতের শপথ যখন তা (সূর্যকে) আচ্ছাদিত করে লয়। (৫) আকাশমণ্ডলের এবং সেই সত্তার শপথ যিনি তা সংস্থাপিত করেছেন। (৬) আর পৃথিবীর ও সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে বিছিয়ে দিয়েছেন। (৭) মানব-প্রকৃতির এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। (৮) অতঃপর এর পাপ ও এর তাকওয়া (সতর্কতা) তার প্রতি ইলহাম করেছেন। (৯) নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল (১০) এবং ব্যর্থ হলো সে, যে তাকে খর্ব ও গুপ্ত করল।

يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ ط إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ج أَلْقٰهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ قف وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ط إِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط سُبْحٰنَهٗ أَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ م لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا - (النساء : ١٧١)

(১৭১) হে আহ্‌লি কিতাব! তোমরা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি খালেস সত্য ছাড়া আর কিছু আরোপ করো না। মরিয়মপুত্র ঈসা মসীহ অন্য কিছুই ছিল না, ছিল আল্লাহ্‌র একজন রাসূল। সে ছিল আল্লাহ্‌র একটি 'ফরমান' যা আল্লাহ

মরিয়মের প্রতি নাযিল করেছিলেন। সে ছিল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একটি রূহ (যা মরিয়মের গর্ভে সন্তানের আকার ধারণ করেছে)। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো এবং বলো না ঃ (আল্লাহ) তিনজন আছে। বিরত হও, এটা তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ্। কেউ তাঁর সন্তান হবে, এটা হতে তিনি পবিত্র। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন; সে সবের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট। (সূরা নিসা ঃ ৭১)

وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَ ابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ - (الانبياء : ٩١)

আর সে মহিলা, যে নিজের সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল, আমরা তার গর্ভে স্বীয় 'রূহ' ফুঁকে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে দুনিয়াবাসীর জন্য এক উজ্জ্বল নিদর্শন বানিয়ে দিলাম।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ ز وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ (٨٧) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ م مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا قف وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ - (٢٥٣) - (البقرة)

(৮৭) আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। অতঃপর পর্যায়ক্রমে রাসূল প্রেরণ করেছি। শেষ পর্যায়ে ঈসা ইবনে মরিয়মকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি সহকারে পাঠিয়েছি এবং পবিত্র-আত্মা দ্বারা তাকে সাহায্যও করেছি। অতঃপর তোমাদের এহেন আচরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় যে, যখনি কোনো নবী তোমাদের মনের লালসার বিপরীত কোনো জিনিস নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছে– তখনি তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ— কাউকে মিথ্যা প্রতিপাদন করেছ আর কাউকে করেছ হত্যা! (২৫৩) এই রাসূলগণ (যারা আমার পক্ষ হতে মানুষকে হেদায়েত দানের জন্য নিযুক্ত রয়েছে) আমরা তাদের কাউকে অপরাপর নবীগণের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও ছিল, যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ্ কথাবার্তা বলেছেন, কাউকে আবার অন্যান্য দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং অবশেষে মরিয়াম পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। আল্লাহ্ চাইলে এ রাসূলগণের পর যারা উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল, তারা পরস্পরে লড়াই করতে পারত না; কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে লোকদেরকে মতবিরোধ হতে বিরত রাখা আল্লাহ্‌র নিয়ম নয়, এ জন্য) তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছে। অতঃপর কেউ ঈমান এনেছে আবার কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ চাইলে তারা কখনোই লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ্ যা চান তাই করেন। (সূরা বাকারা)

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ -

(হে নবী!) এদেরকে বলো ঃ একে তো 'রুহুল কুদুস' সঠিকভাবে আমার সৃষ্টিকর্তা-

প্রতিপালকের কাছ থেকে ক্রমাগতভাবে নাযিল করেছেন, যেন ঈমানদার লোকদের ঈমানকে তা পাকা-পোক্ত করে দেয় এবং অনুগত লোকদেরকে জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মহাকল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দেয়। (সূরা নহল ঃ ১০২)

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ - (الشعراء : ١٩٣)

একে নিয়ে তোমার হৃদয়ে আমানতদার (বিশ্বস্ত) 'রূহ' (জিবরাঈল) অবতরণ করেছে।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا ق لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا - (النبا : ٣٨)

যেদিন রূহ ও ফেরেশতারা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবে; কেউ কোনো কথা বলবে না– সে ব্যতীত, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন এবং সে যথাযথ কথা বলবে। (সূরা নাবা ঃ ৩৮)

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ

مِنَ الْقٰنِتِيْنَ (التحريم : ١٢)

আর ইমরানের কন্যা মরিয়মেরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যে স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছিল। অতপর আমরা তার ভিতরে নিজের পক্ষ হতে রূহ ফুঁকে দিলাম। সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের বাক্যসমূহ এবং তাঁর কিতাবাদির সত্যতা প্রমাণ করলো। আসলে সে অনুগত ও বিনীত লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল। (সূরা তাহরীম ঃ ১২)

بَابٌ اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ۞ وَقَالَ يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ بِهٰذَا -

পরিচ্ছেদ ঃ আত্মাসমূহ (রূহজগতে) একত্র ছিল। লায়স (রা) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, সমস্ত রূহ সেনাবাহিনীর ন্যায় একত্রিত ছিল। সেখানে তাদের যে সমস্ত রূহের পরস্পর পরিচয় ছিল, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর সম্প্রীতি থাকবে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হয়নি, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য ও মতবিরোধ থাকবে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়্যুব (রা) বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রা) আমাকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جُنَادَةُ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُوْلُهُ وَ اَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَ رَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ، قَالَ الْوَلِيْدُ فَحَدَّثَنِيْ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَ زَادَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ اَيُّهَا شَاءَ -

সাদাকা ইবনে ফায্ল (রা) হযরত উবাদা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই আর মুহাম্মদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল আর নিশ্চয়ই ঈসা (আ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর সেই কালিমা যা তিনি মরয়িমকে পৌছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ মাত্র, আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোক না কেন। ওলীদ (রা)... জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে জুনাদা বাড়িয়ে বলেছেন যে, জান্নাতের আট দরজার যেখান দিয়েই সে চাবে। (আল্লাহ তাকে জান্নাত প্রবেশ করাবেন)। (বুখারী)

عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ ثَلَاثٌ مَّنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْاِيْمَانَ اَلْاِنْصَافُ مِنْ نَّفْسِكَ وَ بَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْاِنْفَاقُ مِنَ الْاِقْطَارِ - (بخارى- ترجمة البا - ج - ا ص و)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই তিনটি কাজ এক সঙ্গে সম্পন্ন করল, সে যেন ঈমানকে সুসংবদ্ধ করে নিল। (তা হচ্ছে) নিজের নফসের সাথে ইনসাফ করা, সকলকে সালাম করা এবং দরিদ্র অবস্থায় অর্থ ব্যয় করা। (বুখারী, তরজামাতুল বাব, জিল্দ ১, পৃ. ৯)

حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِىْ مَعَ النَّبِىَ ﷺ فِىْ حَرْثٍ وَ هُوْ مُتَّكِىٌ عَلٰى عَسِيْبٍ اِذَ مَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ مِنْ الرُّوْحِ فَقَالُوْ مَارَابَكُمْ اِلَيْهِ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَىْءٍ تَكْرَهُوْ انَهُ فَقَلُوْ سَلُوْهُ فَقَامَ اِلَيْهِ بَعْضُهُمْ فَسَاَلَهُ عَنْ الرُّوْحِ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِىْ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَعَلِمْتُ اَنَّهُ يُوْحِىْ اِلَيْهِ قَالَ فَقُمْتُ مَكَانِىْ نَزَلَ الْرَحِىْ قَالَ وَيَسْاَلُنُوْ نَكَ عَنِ الرُّوْحُ قُلِ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا -

উমর ইবনে হাফস ইবনে গিয়াস (রা)... আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি নবী (স) এর সঙ্গে এক শস্য ক্ষেত্রে চলছিলাম। সে সময় তিনি একটি খেজুর মাখার ছড়ি ওপর ভর দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি কয়েকজন ইয়াহুদী পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তারা পরাস্পর বলাবলি করতে লাগল, রূহ সম্পর্কে তাঁকে অবশ্যই জিজ্ঞাস করো। অবশেষে তাদের মধ্যে কেউ উঠে গিয়ে তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন নবী (স) নীরব ছিলেন। তার কোনো জবাব দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম তাঁর ওপর ওহী নাযিল হচ্ছে। বর্ণনাকারী বললেন, আমি নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর হুদী নাযিল শেষ হলে তিনি বললেন, তোমাকে তার রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে বল রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে ঘটিত এবং তোমাদের যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তা অতি সামন্য। (মুসলিম)

## ২. মন (অন্তর সমূহ) এবং প্রকৃতি বা স্বভাগত প্রবণতা

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ - (النحل :٧٨)

(৭৮) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন এই অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন এবং চিন্তা করার মন দিয়েছেন; এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা শোকরগুযার হবে। (সূরা নহল ঃ ৭৮)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا اِلَى اَلْوَانِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمْ .

নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রূপ প্রতিকৃতি আর তোমাদের বর্ণ ও রঙের প্রতি দৃষ্টি দেন না। তিনি দেখেন তোমাদের হৃদয় ও আমলকে। (বুখারী)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ دِيْنَارٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ -

মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার ও ইবরাহীম ইবনে দীনার (রা) ... আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সন্দুর হোক, এ-ও কি অহংকার ? রাসূল (স) বললেন ঃ আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন। অহমিকা হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা। (মুসলিম শরীফ)

حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيُّ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ مُسْهِرٍ قَالَ مِنْجَابُ اَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنَ الْاِيْمَانِ وَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ -

মিনজাব ইবনে হারিস আত্-তামীমী ও সুয়ায়দ ইবনে সাঈদ (রা)... আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ যার অন্তরে সরিষার দানা

পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষার দানা পরিমাণ অহমিকা থাকবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম শরীফ)

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَإِيَّاكَ وَالشُّكْرَ فَإِنَّ أَنْفُسَا وَأَمْوَالَنَا وَ أَهْلَنَا مِنْ مَوَهِبِ اللّٰهِ الْهَنِيئَةِ وَعَوَنَ ارِيَةِ الْمُسْتَوْدَعَةِ -

রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, তুমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করবে। কেননা আমাদের জীবন আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার পরিজন সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার সুমধুর দান এবং আমাদের নিকট তার গচ্ছিত আমানত। (মুসলিম)

### ৩. প্রকৃতি বা স্বাভাবগত প্রবণতা

وَأَوْحٰى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ...... (٦٩) - (النحل)

(৬৮) আর লক্ষ্য করো, তোমাদের রব্ব মধু-মক্ষিকার প্রতি এ কথা ওহী করেছেন যে, পাহাড়-পর্বতে, গাছ-পালায় আর ওপরে ছড়ানো লতা-পাতায় নিজেদের গৃহ নির্মাণ করো। (৬৯) আর সব রকমের ফলের রস চুষে লও এবং তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্ধারিত পথে চলতে থাকো......... (সূরা নহল)

### ৪. প্রবৃত্তি

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ ......... فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ......

হে ঈমানদারগণ! ইনসাফের ধারক হও এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও .... অতএব নিজেদের নফসের খাহেশের অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিরত থেকো না। ..... (সূরা নিসা ঃ ১৩৫)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ....... (الروم: ٢٩)

কিন্তু এ জালিম লোকেরা না জেনে-বুঝে নিজেদের ধারণা-কল্পনার পেছনে ছুটে চলছে ......।

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .....(ص: ٢٦)

(২৬) (আমরা তাকে বললাম ঃ) "হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সত্য সহকারে শাসন প্রশাসন চালাও এবং প্রবৃত্তির কামনার পায়রবী করো না। অন্যথায় তা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে .... ....

...... وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۚ ..... (القصص: ٥٠)

..... আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হেদায়েত ব্যতীত শুধু নিজের লালসা-বাসনার অনুসরণ করে চলে তার চেয়ে অধিক গুমরাহ আর কে হবে!...... (সূরা কাসাস ঃ ৫০)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ اَبُوْ بَكْرَةَ اِلٰى اَبِيْهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ اَنْ لَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَ اَنْتَ غَضْبَانُ فَاِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَايَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ –

আবদুর রহমান ইবনু আবু বাকরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আর বাকরাহ তার পুত্রকে লিখে পাঠালেন তখন তিনি সিজিস্থানে অবস্থান করছিলেন, তুমি রাগম্বিত অবস্থায় দু'লোকের মাঝে বিচার ফয়সালা করবে না। কেননা আমি নবী করীম (স) বলতে শুনেছি, কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু'জনের মাঝে বিচার ফয়সালা না করে। (বুখারী)

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عَمْرِ وَبْنِ الْعَاصِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ، اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَ اَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا – (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই যারা ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করে আল্লাহ্র নিকট তারা নূরের মিম্বরে আসন গ্রহণ করবে। এরা হচ্ছে এমন সব লোক যারা তাদের বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে পরিবার পরিজনের ব্যাপারে এবং যেসব দায়দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয় সে সব নিষয়ে ন্যায়পরায়নতা ও সুবিচার করে। (মুসলিম)

وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ، اَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ، وَ رَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٰى وَ مُسْلِمٍ، وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْعِيَالٍ – (مسلم)

হযরত ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ জান্নাতের অধিকারী হবে তিনি শ্রেণীর লোক (১) ন্যায় বিচারক শাসক, যাকে তওফিক দান করা হয়েছে (দান-খয়রাত করার ও জনগণের কল্যাণ সাধন করার)। (২) দয়ার্দ্র হৃদয় ও রহম দিল ব্যক্তি যার অন্তর প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অতিশয়, কমল ও নরম এবং (৩) যে ব্যক্তি শরীর ও মনের দিক থেকে পূত পবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ও সন্তান বিষিষ্ট তথা সংসারী। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اَتَاهُ اللّٰهُ مَا لًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِىْ الْحَقِّ وَ اٰخَرُ اَتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا. (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ দু'টি (বিষয়) ছাড়া হিংসা (ঈর্শা) করতে নেই। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার জন্যে তৌফিক দিয়েছেন। (এ ক্ষেত্রে ঈর্ষা পোষন করা যায় যে, আমিও যেনো তার থেকে বেশী ধন-সম্পদের মালিক হই এবং তা বেশি বেশি সৎ পথে ব্যয় করি)। আর অপর ব্যক্তি আল্লাহ যাকে হিকমা (প্রজ্ঞা-বুদ্ধি) দান করেছেন। অতঃপর সে তার সাহায্যে বিচার-ফায়সালা করেও তা শিক্ষা দেয়। (এ ক্ষেত্রেও ঈষা পোষণ করা যায় যে, আল্লাহ যেনো আমাকে তার থেকে আরো বেশি জ্ঞান-বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা দান করেন এবং সে অনুযায়ী সঠিক বিচার-ফায়সালা এবং জ্ঞান বিতরণ করতে পারি।) (বুখারী)

## ৫. অন্তরাত্ম বা মনের গোপন অভিপ্রায়

....... وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبٰى....... (الانعام:١٥٢)

..... আর যখন কথা বলো, ইনসাফের কথা বলো; ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন ........ (সূরা আন'আম ঃ ১৫২)

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٠٠) إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ (٢٠١) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ (٢٠٢)

(২০০) শয়তান যদি তোমাদেরকে কখনো উস্কানি দেয়, তবে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ্ চাও; তিনি সব শুনেন, সব জানেন। (২০১) প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, শয়তানের প্ররোচনায় কোনো খারাপ ধারণা যদি তাদেরকে স্পর্শ করেও তবুও তারা সাথে সাথে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায় এবং তাদের জন্য সঠিকভাবে কল্যাণকর পথ ও পন্থা কি, তা তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। (২০২) তারপর তাদের (শয়তানের) ভাই-বন্ধুরা তো তাদেরকে বাঁকা-চোরা পথেই তীব্রভাবে টেনে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করবার ব্যাপারে চেষ্টার কোনো ত্রুটিই রাখে না। (সূরা আরাফ)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ – (ق: ١٦)

আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর তার মনে নিত্য জাগ্রত অসঅসাগুলো পর্যন্ত আমরা জানি। আমরা তার গলার শিরা থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (সূরা ক্বাফ ঃ ১৬)

إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ فَقِيْرٌ لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ وَلِيْ يَتِيْمٌ فَقَالَ كُلْ مِنْ مَّالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَّلَا مُبَادِرٍ وَّلَا مُتَأَثِّلٍ –

জনৈক এক ব্যক্তি রাসূল করীম (স) এর নিকট এসে আরজ করল, আমি একজন নিঃস্ব দরিদ্র মানুষ। আমার কোন সহায় সম্পত্তি নেই। আমার অধিনে একজন সম্পদশালী ইয়াতিম আছে। আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু খেতে পারি ? তিনি বললেন হ্যাঁ পারবে। তুমি তোমার অধীনস্ত ইয়াতিমের মাল এ শর্তে খরচ করতে পারবে যে তা অপব্যয় করবে না। (তা শেষ করার জন্য) তাড়াহুড়া করবে না এবং আত্মসাৎ করার চিন্তা করবে না। (আবদু দাউদ)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبٰوا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ –

হযরত আবু হুরায়ইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে দূরে থাকো। লোকেরা জিজ্ঞেস করল সেগুলো কি আল্লাহ্ রাসূল! তিনি বললেন, সেঘুলো হলো ঃ (১) আল্লাহ্‌র সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা

(২) যাদুকরা, (৩) আতেক আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জীব জন্তু হত্যা করা, (৪) সূদ খাওয়া (৫) ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা, (৬) জিহাদের মাঠ থেকে পালায়ন করা, (৭) সতী সাধবী মুসলিম নারীর ওপর ব্যভিচারের মিথ্য দোষারোপ করা। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَ اَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمْ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (রা) এরশাদ করেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকার আকৃতি ও ধন-দৌলতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না বরং তিনি লক্ষ্য করে থাকেন তোমাদের মনে অবস্থা ও কাজ কর্মের দিকে। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ইমানদার হতে পার না, যতক্ষনো না তার মন ও বাসনা লিপ্সা আমার উপহাতি আদর্শের অনুগত ও অনুগামী হবে। (শারহুস সুন্নাহ)

### ৬. উপার্জন ও ইচ্ছার স্বাধীনতা

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ..... (النساء : ١١١)

(১১১) কিন্তু যে পাপকার্য করবে, তার এই পাপকার্য তার জন্যই বিপদ হবে .......।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ....... (المائدة : ١٠٥)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদের সম্পর্কেই চিন্তা করো, অপর কারো পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথের পথিক হয়ে থাকতে পারো.......। (সূরা মায়েদা ঃ ১০৫)

.......وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ....... (الانعام : ٧٠)

..... তবে তাদেরকেও এই কুরআন শুনিয়ে নসীহত ও সতর্ক করতে থাকো: এই আশঙ্কায় যে, কেউ কোথাও নিজস্ব কীর্তিকলাপের দরুন খারাপ পরিণামে নিমজ্জিত হয়ে না যায় .....।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ....... (البقرة : ٩٠)

এরা যে জিনিসের সাহায্যে মনের সান্ত্বনা লাভ করে,..... (সূরা বাকারা ঃ ৯০)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٤٤) قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ ....... (١٠٨)
وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ (١٠٩)- (يونس)

(৪৪) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ লোকদের ওপর জুলুম করেন না, লোকেরা নিজেরাই বরং নিজেদের ওপর জুলুম করে। (১০৮) হে মুহাম্মাদ বলো ঃ "হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রকৃত সত্য এসে পৌছছে। এখন যে লোক সত্য-সোজা পথ অবলম্বন করবে, তার এই সত্য পথ অবলম্বন তারই জন্য কল্যাণকর হবে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হবে, তার গোমরাহী তার পক্ষেই হবে ক্ষতিকর। ...... (১০৯) আর হে নবী! তুমি এই হেদায়েত অনুসরণ করতে থাকো, যা তোমার কাছে অহীর সাহায্যে পাঠানো হয়েছে। আর অবিচল ধৈর্যধারণ করে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন; বস্তুত তিনিই অতি উত্তম ফয়সালাকারী। (সূরা ইউনুস)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (٢١) وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ.....(١٠١) (هود :١٠١)

(২১) এরা সে লোক, যারা নিজেরাই নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আর তারা যাকিছু রচনা করেছে, এর সবকিছু তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। (১০১) আমরা তাদের ওপর কোনো জুলুম করিনি, তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে ..... (সূরা হুদ)

...... اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ .... (الرعد :١١)

..... আল্লাহ কোনো জনগোষ্ঠীর অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না সে জনগোষ্ঠীর লোকেরাই নিজেদের গুণাবলী পরিবর্তিত করে... .... (সূরা রা'আদ ঃ ১১)

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا (١٥) وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا (١٦) وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ۚ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا (١٧) قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۚ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا (٨٤)-

(১৫) যে ব্যক্তিই সঠিক পথ গ্রহণ করে, তার এই হেদায়েত প্রাপ্তি তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যে গুমরাহ হয়ে যায়, তার এই গুমরাহীর খারাপ পরিণাম তারই ওপর বর্তাবে। কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না। আর আমরা আযাব দেই না, যতক্ষণ (লোকদেরকে হক ও বাতিল বুঝাবার জন্য) একজন পয়গামবাহক না পাঠাই। (১৬) আমরা যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করি, তখন এর সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে হুকুম দেই আর তারা সেখানে সর্বপ্রকারের নাফরমানী করতে শুরু করে; তখন আযাবের ফয়সালা এই জনপদের ভাগ্যলিপি হয়ে দাঁড়ায় আর আমরা তাকে বরবাদ করে দেই। (১৭) চেয়ে দেখো, নূহের পরে এ ধরনের কত শত বংশধারা আমাদের হুকুমে ধ্বংস হয়ে

গেছে। তোমার রব্ব তাঁর বান্দাহদের গুনাহ-খাতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল, আর তিনি সবকিছুই দেখছেন। (৮৪) (হে নবী!) এই লোকদেরকে বলো ঃ "প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থায় কাজ করে। এখন তোমার রব্বই ভালো জানেন যে, সঠিক হেদায়েতের পথে কে চলছে।"
(সূরা বনী-ইসরাঈল)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ......... (٢٩) وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ، ....... (٥٨) وَتِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا (٥٩)- (الكهف)

(২৯) স্পষ্টত বলে দাও, এ মহাসত্য এসেছে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে। এখন যার ইচ্ছা এটি মেনে নেবে আর যার ইচ্ছা অমান্য বা অস্বীকার করবে ......। (৫৮) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল —বড়ই দয়াবান। তিনি যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদেরকে পাকড়াও করতে চান, তাহলে খুব তাড়াতাড়িই আযাব পাঠিয়ে দিতেন .....। (৫৯) এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জন-বসতিগুলো তোমাদের সামনে রয়েছে। এরা যখন জুলুম করেছিল, তখন আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। আর তাদের প্রত্যেকের ধ্বংসের জন্য আমরা একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।
(সূরা কাহাফ)

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا .... ( المؤمنون :٦٢)

আমরা কাউকেও তার শক্তি-সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব দেই না.....।

....... لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰهَا ، سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا - ( الطلاق : ٧)

..... আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন, এর বেশি ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তার ওপর চাপিয়ে দেন না। এটি অসম্ভব নয় যে, অসচ্ছলতার পর আল্লাহ তাকে প্রাচুর্যও দান করবেন।

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ - ( العنكبوت :٣)

অথচ আমরা তো এদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী! (সূরা আনকাবুত ঃ ৩)

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ، وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ، وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - (المؤمن :٩)

এবং তাদেরকে বাঁচাও যাবতীয় অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে। কেয়ামতের দিন তুমি যাকে অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে দিলে, তুমি তার ওপর বড়ই রহমত করলে। বস্তুত এ-ই হলো বড় সফলতা।"
(সূরা মুমিন ঃ ৯)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ، وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ، وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ - (الشورى :٢٠)

যে ব্যক্তি পরকালীন ক্ষেত-ফসল চায়, তার ক্ষেত ফসলে আমরা প্রবৃদ্ধি দান করি। আর যে লোক দুনিয়ার ক্ষেত-ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া থেকেই তা দান করি; কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না। (সূরা শূরা ঃ ২০)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاۤءَ فَعَلَيْهَا ..... (١٥) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَاۤءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (٢١) وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ ۢ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (٢٢) - (الجاثية)

(১৫) যে কেউ নেক আমল করবে, সে নিজের জন্যই করবে। আর যে অন্যায় করবে, সে নিজেই এর পরিণতি ভোগ করবে ..... (২১) যেসব লোক অন্যায় ও পাপ কাজ করেছে তারা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে যে, আমরা তাদেরকে এবং ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারীদেরকে একই পর্যায়ভুক্ত করে দেব যে, তাদের জীবন ও মৃত্যু একই রকম হয়ে যাবে ? তারা এই যে ফয়সালা করেছে, তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (২২) আল্লাহ্ তো আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে সত্যের ওপর সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য করেছেন যে, প্রতিটি প্রাণী সত্তাকে যেন তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া যায়; তাদের ওপর কক্ষনোই জুলুম করা হবে না। (সূরা জাসিয়া)

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ - (الاحقاف :١٩)

উভয় গোষ্ঠীর মধ্য থেকে প্রত্যেকের মান-মর্যাদা তাদের আমল অনুযায়ী নিরূপিত হবে, যেন আল্লাহ্ তাদের কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেন। তাদের ওপর কক্ষনোই জুলুম করা হবে না। (সূরা আহক্বাফ ঃ ১৯)

...... لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى (٣١) اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (٣٨) وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى (٣٩) وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى (٤٠) ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَاۤءَ الْاَوْفٰى - (٤١) (النجم)

(৩১) ..... আল্লাহ তা'আলা অন্যায়কারীদেরকে তাদের আমলের প্রতিফল দেন এবং নেক ও ভালো আচরণ গ্রহণকারীদেরকে শুভ প্রতিফল দিয়ে ধন্য করেন। (৩৮) তা এই যে, কোনো বোঝা বহনকারী অন্য লোকের বোঝা বহন করবে না। (৩৯) আরো এই যে মানুষের জন্য কিছুই নেই, শুধু তা ছাড়া যার জন্য সে চেষ্টা করেছে। (৪০) এবং এই যে, তার চেষ্টা-সাধনা খুব শীঘ্রই দেখা যাবে (৪১) এবং এর পূর্ণ প্রতিফল তাকে দেয়া হবে। (সূরা নজম)

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ (البلد :١٠)

আর আমি কি তাকে দু'টি স্পষ্ট পথ দেখাইনি ? (সূরা বালাদ ঃ ১০)

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا (٧) فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا (٨) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا (١٠)

(৭) মানব-প্রকৃতির এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। (৮) অতঃপর এর পাপ ও এর তাকওয়া (সতর্কতা) তার প্রতি ইলহাম করেছেন। (৯) নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল (১০) এবং ব্যর্থ হলো সে, যে তাকে খর্ব ও গুপ্ত করল। (সূরা শাম্‌স)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَمَنْ تَزَكّٰى فَإِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ -(فاطر : ١٨)

কোনো বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। কোনো বোঝা বহনকারী যদি নিজের বোঝা বহনের জন্য ডাকে, তবে তার বোঝার এক সামান্য অংশও বহন করতে কেউ এগিয়ে আসবে না— সে নিকটবর্তী কোনো আত্মীয়ই হোক না কেন। (হে নবী!) তুমি কেবলমাত্র সে লোকদেরকেই সতর্ক করতে পারো, যারা না দেখেই নিজেদের রব্বকে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে ব্যক্তিই পবিত্রতা অবলম্বন করে, সে নিজেরই কল্যাণের জন্য করে আর সকলকে আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা ফাতির ঃ ১৮)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (حٰمٓ السجدة : ٤٦)

যে কেউ নেক কাজ করবে, সে নিজের জন্যই কল্যাণ করবে। আর যে কেউ দুষ্কর্ম করবে, এর মন্দ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। বস্তুত তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু তাঁর বান্দাহদের ওপর জালিম নন। (সূরা সাজদা ঃ ৪৬)

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١) الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ (٢) - (الملك)

(১) অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর মুষ্ঠির মধ্যে রয়েছে সমগ্র সৃষ্টিলোকের কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব। প্রতিটি জিনিসের ওপরই তাঁর কর্তৃত্ব সংস্থাপিত। (২) তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরখ করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি যেমন সর্বজয়ী শক্তিমান, তেমনি ক্ষমাশীলও।

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٧) وَإِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا (٨)- (الكهف)

(৭) আসল কথা হলো, জমিনে এই যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে, এগুলোকে আমরা জমিনের অলংকার বানিয়ে দিয়েছি, যেন এই লোকদেরকে পরীক্ষা করতে পারি যে, তাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী লোক কারা। (৮) শেষ পর্যন্ত এসব কিছুকে আমরা একটি প্রস্তরময় মরুভূমিতে পরিণত করে দেব। (সূরা কাহাফ)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (٣٨) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ (٥٥) - (المدثر)

(৩৮) প্রতিটি ব্যক্তি স্বীয় উপার্জনের বিনিময়ে রেহেন বন্দী, (৫৫) এখন যার ইচ্ছা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। (সূরা মুদ্‌দারসীর)

..... فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا (٢٩) وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (٣٠) يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَالظّٰلِمِيْنَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا (٣١)- (الدهر)

(২৯) ......যার ইচ্ছা নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে যাওয়ার পন্থা অবলম্বন করতে পারে। (৩০) আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ্ চাবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ, সুবিজ্ঞানী। (৩১) তিনি স্বীয় রহমতের মধ্যে যাকে চান গ্রহণ করেন আর জালিমদের জন্য তিনি বড় পীড়াদায়ক আযাব স্থির করে রেখেছেন।

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى ..... (المدثر:٥٦)

অবশ্য আল্লাহ্ই যদি না চান তবে এরা কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করবে না। তিনিই এর উপযুক্ত যে, তাঁর প্রতি তাকওয়া পোষণ করা হবে ........ (সূরা মুদ্দাসীর ঃ ৫৬)

وَمَا تَشَاۤءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٢٩)- (التكوير)

আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না— যতক্ষণ না আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন চান।

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى (١٢) وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى (١٣) - (الّيل)

(১২) পদপ্রদর্শন নিঃসন্দেহে আমাদেরই দায়িত্ব। (১৩) আর আখেরাত ও ইহকালের সত্যিকার মালিক তো আমরাই। (সূরা লাইল)

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِىْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ (١٧٢) اَوْ تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اَشْرَكَ اٰبَاۤؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ (١٧٣) - (الاعراف)

(১৭২) এবং হে নবী! লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও সে সময়ের কথা, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরগণকে বের করল এবং স্বয়ং তাদেরকেই তাদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করল— "আমি কি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নই ?" তারা বললঃ "নিশ্চয়ই, আপনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। এটা আমরা করলাম এ জন্য যে, তোমরা কেয়ামতের দিন যেন না বলো যে, "আমরা তো একথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।" (১৭৩) কিংবা যেন বলতে শুরু না করো যে, "শির্ক তো আমাদের বাপ-দাদারাই আমাদের পূর্বে শুরু করেছিল; আমরা তো পরে তাদের বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। এখন কি আপনি ভ্রান্ত ও বাতিলপন্থী লোকদের কৃত অপরাধের দরুন আমাদেরকে পাকড়াও করবেন ?" (সূরা আরাফ)

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا - (الاحزاب : ٧٢)

আমরা এ আমানতকে আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। কিন্তু এরা একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না; বরং এরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ একে নিজের স্কন্ধে তুলে নিলো। মানুষ যে বড় জালিম ও মূর্খ তাতে সন্দেহ নেই। (সূরা আহযাব ঃ ৭২)

—৪৮

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِرُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ -

রাল্লাহ রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নফসকে নিয়ন্ত্র করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে সে-ই প্রকৃত বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি নিজকে কুপ্রবৃত্তি গোলাম বানায় অথচ আল্লাহ কাছে প্রত্যাশা করে— সেই অক্ষম। (তিরমিযী)

مَنْ دَعَاالِى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِمِثْلَ اُجُوْرِ مَنِ تَّبَعَه لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِن اُجُوْرَهُمْ شَيْئًا وَمَنْ دعَالِى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مَثَلَ اثَامَ مَنِ تَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنَ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا -

যে ব্যক্তি সত্য ও হেদায়েতের পথে দাওয়াত দিয়েছে তাকে তার এ দাওয়াতের ফলে যারা হেদায়েতের পথে আসেছে তাদের সমান পুরস্কার দেয়া হবে তবে সে জন্য তাদের পুরস্কারে কোনো কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি গুমরাহীর দিকে দাওয়াত দিয়েছে তার গুনাহ হবে সে সব লোকের গুনাহের সমান যারা তার কথায় পড়ে সে কাজ করেছে তবে সেজন্য মূল আমলকারীদের গুনাহের মাত্রা কিছুমাত্র কমবে না। (মুসলিম)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهٖ قَالَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّاٰتِ ثُمَّ بَيْنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ بِهَا عِنْدَهٗ عَشْرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِ مِاةٍ ضِعْفٍ اِلٰى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَاِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ سَيِّئَةً وَاحِدَةً -

হযরত আব্বাস (রা) নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) তাঁর প্রতিপালকের বরাতে সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ ভালো এবং মন্দ লিখে দিয়েছেন আর সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজের ইচ্ছা করল অথচ কাজটা করল না, আল্লাহ তাকে একটি পূর্ণ সওয়াব দেবেন, আর যদি সেসব কাজের ইচ্ছা করল আর বাস্তবে তা করেও ফেলল, আল্লাহ তার জন্র দশ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত এমন কি এর চেয়েও অধিক মওয়াব লিখেছেন। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু বাস্তবে তা করলানা তবে আল্লাহ তাকে পূর্ণ সওয়াব দিবেন। পক্ষতরে সে যদি মন্দ কাজে ইচ্ছা করে এবং (তদানুযায়ী) কাজটা করে ফেলে তবে, আল্লাহ তার জন্য একটিই মাত্র গুনাহ লিখেন। (বুখারী)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلُ اللّٰهِ اَيُعْرَفُ اَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالَ : نَعَمْ قَالَ فَلِمَ يَعمَلُ الْعَامِلُوْنَ قَالَ كُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهٗ اَوْلِمَا يُسِّرَلَهُ - (بخارى)

ইমরান ইবনে ইসাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলর, হে আল্লাহ রাসূল! জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থেকে জান্নাতবাসীদের চিনতে পারা যাবে কি ? নবী করীম (স) বললেন, হ্যাঁ, লোকটি বলর, মানুষ তাহলে আমল করবে কেন ? তিনি বললেন, প্রতিটি লোক তাই করবে যার জন্য তাকে পয়দা করা হয়েছে অথবা তার জন্য যা সহজ করা হয়েছে।

## ৭. ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব

.... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ج.. (١٦٤) ... فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ط .....(١٠٤)

(১৬৪).... প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু অর্জন করে, এর জন্য দায়ী সে নিজেই। ...... (১০৪)...... এখন যে লোক নিজের দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে কাজ করবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে .......। (সূরা আন'আম)

وَمَنْ جٰهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ - (العنكبوت :٦)

যে কেউই সংগ্রাম সাধনা করবে, সে নিজেরই কল্যাণের জন্য করবে। আল্লাহ নিঃসন্দেহে বিশ্ব-জাহানের কারো মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আনকাবুত ঃ ৬)

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (٢٥) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ط وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ (٤٢)- (سبا)

(২৫) তাদেরকে বলো ঃ "আমরা যে অপরাধই করে থাকি, সে বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো কৈফিয়ত চাওয়া হবে না আর যা কিছু তোমরা করছ, সে জন্য আমাদের কাছে কোনো জবাব চাওয়া হবে না।" (৪২) তখন আমরা বলব যে, আজ তোমাদের কেউ অপর কারো না উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে। আর জালিম লোকদেরকে আমরা বলব যে, "এখন আস্বাদন করো এই জাহান্নামের আযাবের স্বাদ, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে— মিথ্যা বলতে। (সূরা সাবা)

...... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى......(الزمر:٧)

..... আর কোনো বোঝা বহনকারী অপর কারো (গুনাহের) বোঝা বহন করবে না।.....

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط ...... (المائدة:١٠٥)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা নিজেদের সম্পর্কেই চিন্তা করো, অপর কারো পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথের পথিক হয়ে থাকতে পারো .... .... (সূরা মায়েদা ঃ ১০৫)

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ...

যে ব্যক্তিই সঠিক পথ গ্রহণ করে, তার এই হেদায়েত প্রাপ্তি তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যে গুমরাহ হয়ে যায়, তার এই গুমরাহীর খারাপ পরিণাম তারই ওপর বর্তাবে। কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না ...... (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৫)

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (٧٤) وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (٧٥)- (النمل)

(৭৪) নিঃসন্দেহে তোমার রব্ব ভালোভাবেই জানেন যা কিছু তাদের বক্ষদেশে লুকিয়ে রাখে আর যাকিছু তারা প্রকাশ করে। (৭৫) আসমান ও জমিনের এমন কোনো গোপন জিনিসই নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত অবস্থায় বর্তমান নেই। (সূরা নমল)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، فَالْاِمَامُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ، وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ، وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ وَهِىَ مَسْؤُوْلَ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهٖ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ -

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা সাবধান হও! তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল। আর (কেয়ামাতের দিন) তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং জনগণের শাসকও একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আর তার দায়িত্ব সম্পর্কে (কেয়ামাতের দিন) জিজ্ঞেস করা হবে, আর পুরুষও তার পরিবারে একজন দায়িত্বশীল। (কেয়ামাতের দিন) তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীও তার স্বামীর পরিবার ও সন্তানের উপর দায়িত্বশীল। (কেয়ামাতের দিন) তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এমনকি কোন ব্যক্তি গোলাম বা দাস ও তার প্রভুর সম্পদের ব্যাপারে একজন দায়িত্বশীল (কেয়ামাতের দিন) তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব সাবধান। তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বমীল। আর তোমাদের এ দায়িত্ব সম্পর্কে (কেয়ামাতের দিন) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِىٍّ وَ لَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيْفَةٍ اِلَّا كَانَتْ لَهٗ بِطَانَتَانِ : بِطَانَةٌ تَاْمُرُهٗ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَحُضُّهٗ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَاْمُرُهٗ بِالشَّرِّ وَ تَحُضُّهٗ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ -

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেন ঃ আল্লাহ যাকেই নবী ও খলীফা বা প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন, তার জন্য দু'জন পরামর্শদাতা নির্ধারিত করে রেখেছেন। একজন পরামর্শদাতা তাঁকে (সর্বদা) ন্যায় ও সৎকাজ করার জন্য নির্দেশ দেয় এবং ন্যায় ও সৎ কাজের জন্য তাঁকে উপসাহিত করে। আর অপর জন তাঁকে অন্যায় ও অসৎ কাজের জন্য পরামর্শ দেয় এবং অন্যায় ও অসৎ কাজের জন্য তাকে উসাহিত করে। অতএব, নিষ্পাপ ও কলুষমুক্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে (এমন খারাপ পরামর্শদাতা থেকে) আল্লাহ রক্ষা ও হেফাযত করেন। (বুখারী)

عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَامِنْ وَّالٍ يَّلِىْ رَعِيَّةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ اِلَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ - (بخارى)

মাকাল ইবনুল ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল করীম (স) বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি মুসরিম জনগণের শাসক নিযুক্ত হয়, অতঃপর সে খেয়ানতকারীরূপে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ -

হযরত ইবনে মাসঊস (রা) নবী করীম (স) এর নিকট হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (কেয়ামতের দিন) মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে, (১) নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিক করেছেন? (২) যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে ? (৩) ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে ? (৪) কোথায় তা ব্যয় করেছে ? (৫) এবং সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে ? (তিরমিযী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللّٰهُ مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ وَ اَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِّلْمَوْتِ وَ اَكْثَرُ هُمْ اِسْتِعْدَادًا اُوْلٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرْفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বরেন, এক ব্যক্তি বলল হে আল্লাহ্র নবী করীম (স) বললেন, লোকদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে এবং উহার জন্য যে সবচেয়ে বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান ও হুঁশিয়ার লোক। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও পরকালের মর্যাদা উভয়ই লাভ করতে পারে।

(তিবরানী, মুজামুস-সগীর)

## ৮. নিয়তি ও ভাগ্য

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (٥١) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ (٥٢) وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ (٥٣) - (القمر)

(৫১) তোমাদের ন্যায় বহু 'কেউ-কেটা'কে আমরা ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছি। তাহলে আছে কেউ উপদেশ গ্রহণকারী ? (৫২) যাকিছু তারা করেছে তা সবই খাতা-পত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, (৫৩) আর সব ছোট-বড় কথাই তাতে লেখা আছে। (সূরা ক্বামার)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۔.....(١٤٥) ..... قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۔ يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۔ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۔ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۔...... (١٥٤) - (ال عمرٰن)

(১৪৫) কোনো প্রাণীই আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া মরতে পারে না। মৃত্যুর সময় তো (নির্দিষ্টভাবে) লেখা রয়েছে।..... (১৫৪) ........তাদেরকে বলো ঃ "(কারো কোনো অংশ নেই) এ কাজের সমস্ত ইখতিয়ারই আল্লাহ্র হাতে রয়েছে।" প্রকৃতপক্ষে এরা যে কথা নিজেদের মনে গোপন করে রেখেছে, তা তোমার কাছে প্রকাশ করছে না। এদের আসল বক্তব্য হলো ঃ "যদি

(কর্তৃত্বের) এখতিয়ারে আমাদেরও কোনো অংশ থাকত, তবে এখানে আমরা নিহত হতাম না।" তাদেরকে বলো, "তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও অবস্থান করতে তবুও যাদের মৃত্যু অবধারিত ছিল, তারা নিশ্চয়ই তাদের নিহত হওয়ার স্থানের দিকে বের হয়ে আসত।".....

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ (٢) وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ ........ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى ......(٣٥) - (الانعام)

(২) (অথচ) সে রব্ব-ই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জন্য জীবনের একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত অপর একটি মেয়াদও রয়েছে, যা তাঁর কাছে নির্ধারিত; কিন্তু তোমরা কেবল সন্দেহেই লিপ্ত হয়ে রয়েছে। (৩৫) তা সত্ত্বেও লোকদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা যদি সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হয়,..... আল্লাহ যদি চাইতেন তবে এসব লোককে তিনি একত্রিত করে হেদায়েত করতে পারতেন। ......

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ -(الاعراف : ٣٤)

প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। অতঃপর যখন কোনো জাতির মেয়াদ পূর্ণ হয়ে আসে তখন এক মুহূর্তও আগে কি পরে হয় না। (সূরা আরাফ ঃ ৩৪)

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ - (يونس : ٤٩)

বলো ঃ উপকার ও অপকার কিছুই আমার ইখতিয়ারভুক্ত নয়। সব কিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবকাশের একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে। এই মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন ক্ষণিকেরও অগ্র-পশ্চাত হয় না। (সূরা ইউনুস ঃ ৪৯)

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ. (هود : ٦)

জমিনে বিচরণশীল কোনো জীব এমন নেই, যার রিযিক দানের দায়িত্ব আল্লাহ্র ওপর ন্যস্ত নয় এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, কোথায় সে থাকে আর কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সবকিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা হুদ ঃ ৬)

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ (٤) مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ - (الحجر : ٥)

(৪) আমরা ইতিপূর্বে যে জনবসতিকেই ধ্বংস করেছি, এর জন্য কর্মের এক বিশেষ অবকাশকাল লিখে দেয়া হয়েছিল। (৫) কোনো জাতি না স্বীয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ধ্বংস হতে পারে, না এর পরে নিষ্কৃতি পেতে পারে। (সূরা হিজর)

وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا - (بنى اسرائيل : ٥٨)

আর এমন কোনো জনবসতি নেই, যাকে আমরা কেয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করব না কিংবা কঠিন আযাব দেব না। এটি আল্লাহ্‌র কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। (সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ৫৮)

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ - (المؤمنون : ٤٣)

কোনো জাতি না নিজের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শেষ হয়েছে আর না এর পরে টিকে থাকতে পেরেছে। (সূরা মুমিনুন ঃ ৪৩)

...... لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ - (سبا : ٣)

....... কোনো অণু পরিমাণ জিনিস তাঁর কাছ থেকে না আকাশমণ্ডলে লুক্কায়িত রয়েছে, না ভূমণ্ডলে, না তা থেকে বড় কোনো জিনিস, না তা থেকে ক্ষুদ্র। সব কিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে। (সূরা সাবা ঃ ৩)

...وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ ....

..... কোনো নারী গর্ভধারণ করলে বা সন্তান প্রসব করলে তা শুধু আল্লাহ্‌র জানা মতেই করে থাকে। কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বয়স লাভ করলে বা কারো বয়সে কোনো হ্রাস সাধিত হলে তা কেবল একটি কিতাবে লেখা থাকে ......। (সূরা ফাতির ঃ ১১)

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ، اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ - (الحديد : ٢٢)

এমন কোনো বিপদ নেই যা পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের ওপর আপতিত হয় আর আমরা তা সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাবে লিখে রাখিনি। এরূপ করা আল্লাহ্‌র পক্ষে খুবই সহজ কাজ। (সূরা হাদীদ ঃ ২২)

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ، وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (الحشر : ٣)

আল্লাহ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন লিখে না দিতেন তাহলে দুনিয়ায়ই তিনি তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করতেন আর পরকালে তো তাদের জন্য দোযখের আযাব রয়েছেই। (সূরা হাশর ঃ৩)

...... اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ، قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا - (الطلاق : ٣)

..... আল্লাহ তো নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য একটি তকদীর বা মাত্রা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (সূরা তালাক্ব ঃ ৩)

...... اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ..... (النوح : ٤)

..... সত্য কথা এই যে, আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সময় যখন আসে তখন আর তাকে রোধ করা যায় না। .... (সূরা নূহ ঃ ৪)

قُلْ اِنْ اَدْرِیْۤ اَقَرِیْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَهٗ رَبِّیْۤ اَمَدًا (٢٥) عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖۤ اَحَدًا (٢٦) اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ یَسْلُكُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا (٢٧) لِّیَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَیْهِمْ وَاَحْصٰی كُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا - (الجن : ٢٨)

(২৫) বলো ঃ আমি জানি না, যে জিনিসটির ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছে তা নিকটবর্তী, না আমার রব্ব এর জন্য কোনো দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করেছেন। (২৬) তিনি তো গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী; তিনি স্বীয় গায়েব সম্পর্কে কাউকেও অবহিত করেন না—(২৭) সেই রাসূল ভিন্ন, যাকে তিনি (গায়েব সংক্রান্ত জ্ঞান দেয়ার জন্য) পছন্দ করে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তার সম্মুখে ও পিছনে তিনি প্রহরী নিযুক্ত করেন, (২৮) যেন তিনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে, রাসূলগণ তাদের রব্ব-এর পয়গামসমূহ পৌছিয়ে দিয়েছেন; তিনি তাদের গোটা পরিমণ্ডলকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছেন এবং এক-একটি জিনিসকে তিনি গুনে রেখেছেন। (সূরা জ্বিন)

وَاِنَّ رَبَّكَ لَیَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا یُعْلِنُوْنَ (٧٤) وَمَا مِنْ غَآىِٕبَةٍ فِی السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ مُّبِیْنٍ (٧٥) - (النمل)

(৭৪) নিঃসন্দেহে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন যা কিছু তাদের বক্ষদেশে লুকিয়ে রাখে আর যাকিছু তারা প্রকাশ করে। (৭৫) আসমান ও জমিনের এমন কোনো গোপন জিনিসই নেই, যা এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত অবস্থায় বর্তমান নেই। (সূরা নমল)

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَاۤ اَشْیَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (٥١) وَكُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوْهُ فِی الزُّبُرِ (٥٢) وَكُلُّ صَغِیْرٍ وَّكَبِیْرٍ مُّسْتَطَرٌ (٥٣) - (القمر)

(৫১) তোমাদের ন্যায় বহু 'কেউ-কেটা'কে আমরা ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছি। তাহলে আছে কেউ উপদেশ গ্রহণকারী ? (৫২) যাকিছু তারা করেছে তা সবই খাতা-পত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, (৫৩) আর সব ছোট-বড় কথাই তাতে লেখা আছে। (সূরা ক্বামার)

مَنْ یَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِیْ ۚ وَمَنْ یُّضْلِلْ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٧٨) وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِیْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا یَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اَعْیُنٌ لَّا یُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا یَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓىِٕكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ (١٧٩) - (اعراف)

(১৭৮) আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, কেবল সে-ই সত্য পথ লাভ করে আর তিনি যাকে তাঁর পথ-প্রদর্শন থেকে বঞ্চিত করেন, সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। (১৭৯) এ কথা একান্তই সত্য যে, বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে, যাদেরকে আমরা জাহান্নামের জন্যই পয়দা করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু এর সাহায্যে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু এর দ্বারা তারা দেখে না। তাদের শ্রবণ-শক্তি রয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা তারা শুনতে পায় না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো; বরং তা হতেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফলতির মধ্যে নিমগ্ন। (সূরা আরাফ)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ - (النحل : ٣٦)

আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। আর তার মাধ্যমে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো এবং তাগূতের বন্দেগী হতে দূরে থাকো। এরপর তাদের মধ্য হতে কাউকেও আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন আর কারো ওপর গুমরাহী চেপে বসেছে। অনন্তর জমিনের ওপর একটু চলাফেরা করে দেখে নেও যে, মিথ্যা আরোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে। (সূরা নহল)

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ -

(জবাবে বলা হবে ঃ) "আমরা চাইলে তো পূর্বেই প্রতিটি প্রাণীকে এর হেদায়েত দান করতাম। কিন্তু আমার সে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে, যা আমি বলেছিলাম যে, আমি জ্বিন ও মানুষ দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবো। (সূরা সাজদা ঃ ১৩)

حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَنِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِيْ وَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ قَالُوْا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ فِيْ ذٰلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ فِيْ ذٰلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ فَوَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا -

আবূ বকর ইবনে আবু মায়বা (রা) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদিকুল মাসদূক (সত্যপরায়ণ ও সত্যনিষ্টরূপে প্রত্যায়িত) রাসূল করীম (স) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকর শক্র তার মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন জমাট থাকে। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এরপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে তা একটি গোশত পিণ্ডের রূপ নেয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে একজন ফেরেশতা পাঠানো হয়। সে তাতে রূহ ফুকে দেয়। আর তাঁকে চারটি বিষয় লিপিবন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর তা হল এই তার রিযিক, তার মৃত্যুক্ষণ, তার কর্ম, এবং তার বদকারও নেক্‌কার হওয়া। সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জান্নাতীদের

মতো আমল করতে থাকে। অবশেষে তার ও জান্নাতের মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লিখন তার ওপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের কাজ-কর্ম শুরু করে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ-কর্ম করতে থাকে। অবশেষে তারও জাহান্নামের মাঝখানে একহাত মাত্র ব্যবধান থাকে। এরপর এর ভাগ্য লিপি তাঁর ওপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতিদের ন্যায় আমল করে। অবশেষে সে জান্নাতে দাখিল হয়। (বুখারী, মুসলিম)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ يَاغُلَامُ اِنِّىْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ اِحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظُكَ اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ اِذَا اَسْئَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَ اَعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ .

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, একদা আমি নবী করীম (স) এর পশ্চাতে জন্তুযানে আরোহিত ছিলাম। তখন তিনি বললেন ঃ হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি (১) আল্লাহ্‌কে স্মরণ রেখ আল্লাহ তোমার রক্ষক হবেন, (২) আল্লাহ দ্বীনের হেফাজত কর তাহলে আল্লাহ্‌র রহমতকে তোমার সম্মুখে দেখতে পাবে (৩) যখন কোনো কিছুর জন্য প্রর্থনা করার প্রয়োজন বোধ কর, তখন এক আল্লাহ্‌র নিকট তা চেও। (৪) যখন কোনো সাহয্য পেতে চাও এখন তা আল্লাহ নিকট পেতে চেও (৫) এ কথা মনে রেখ যে, সমগ্র লোক যদি তোমার কোনো উপকার করার জন্য মিলিত ও একত্রিত হয়, তবু তারা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না অবশ্য শুধু ততটুকুই পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্দিস্ট করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে সকল লোক যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একযোগে পারবে যতটুকু আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। পক্ষন্তরে সকল লোক যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একযোগ উঠেপড়ে লেগে যায়, তবুও তারা তোমার ততটুকুই ক্ষতি করতে পারে যতটুকু আল্লাহ নিদিষ্ট রয়েছে তার বেশি নয়। (মুসনদে আহমদ, তিরমিযী)

حَدَّثَنِىْ اَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحدَرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكَرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَرَفَعَ الْحَدِيْثَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَالَكًا فَيَقُوْلُ اَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ اَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ اَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ فَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يُقْضِىَ خَلْقًا قَالَ قَالَ الْمَلَكُ اَىْ رَبِّ ذَكَرٌ اَوْ اُنْثٰى شَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ فَمَاالرِّزْقُ فَمَاالْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِىْ بُطْنِ اُمِّهِ -

আবু কামিল ফুবাইল ইবনে হুসাইন জাহদারী (রা) .... আনাস ইবনে মলিক (রা) থেকে কারফ সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রেহমে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তখন ফেরেশতা বলতে থাকেন হে আমার প্রতিপালক! এখন তো বির্য, হে আমার প্রতিপালক! এখনও জমাট রক্ত, হে আমার প্রতিপালক। এখনও গোশতের টুকরা। এরপর যখন আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করার ফয়সালা করেন তখন ফেরেশতা বলেন, হে আমার রব্ব! সেকি পুরুষ না

স্ত্রীলোক, বদকার না নেককার হবে ? তাঁর জীবিকা কি হবে ? তার আয়ু কী হবে ? এরপর নির্দেশ মুতাবেক তার মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই এ সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اَخْبَرَنَا حَمَّدُبْنُ زَيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْلِمُ اَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قِيْلَ فَبِمَا يَعْمَلُ الْعَا مِلُوْنَ قَالَ كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ .

ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (রা) ..... ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) জাহান্নামীদের থেকে জান্নাতীদের চিহ্নিত করা হয়ে গেছে কি ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, জিজ্ঞাসা করা হলো, তাহলে আমলকারী কিসের জন্য আমল করবে ? তিনি বললেন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই কাজ সহজ করে দেয়া হবে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (মুসলিম)

## ৯. আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٥) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٦) خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ، وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ز وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٧)......فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ (٦٤)...... وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ ، وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (١٠٥).... وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٢١٣)... وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ س وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٢٤٥).... وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ، وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا س وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ (٢٥٣)....... وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ....(٢٥٥) يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ .... (٢٦٩).... وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ..... (٢٧٢)

(৫) বস্তুত এ ধরনের লোকেরাই তাদের রব্ব-এর কাছ থেকে অবতীর্ণ জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী। (৬) যারা (পূর্বোক্ত কথাগুলো মানতে) অস্বীকার করেছে, তাদেরকে তুমি সতর্ক করো আর না-ই করো, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা কখনই ঈমান আনবে না। (৭) আল্লাহ্ তাদের মন ও শ্রবণ-শক্তির ওপর 'মোহর' অঙ্কিত করে দিয়েছেন। এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির ওপর আবরণ পড়েছে; বস্তুত তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। (৬৪) .....এ সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর রহমত তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেনি, অন্যথায় তোমরা বহু পূর্বেই ধ্বংস হয়ে যেতে।(১০৫) .... অথচ আল্লাহ্ যাকেই চান—নিজের রহমত দানের জন্য মনোনীত করে নেন। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহশীল।(২১৩) .... বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন সত্যের পথ দেখিয়ে দেন।(২৪৫) ..... হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই আল্লাহ্‌র হাতে নিবদ্ধ আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (২৫৩) ...... আল্লাহ্ চাইলে এ

রাসূলগণের পর যারা উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল, তারা পরস্পরে লড়াই করতে পারত না; কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে লোকদেরকে মতবিরোধ থেকে বিরত রাখা আল্লাহ্‌র নিয়ম নয়, এ জন্য) তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছে। অতঃপর কেউ ঈমান এনেছে আবার কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ চাইলে তারা কখনই লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ্ যা চান তাই করেন। (২৫৫) ...... তাঁর জ্ঞাত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে কানো জিনিসই তাদের (লোকদের) জ্ঞান-সীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে দান করতে চান (তবে অন্য কথা)।..... (২৬৯) তিনি যাকে চান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন ...... (২৭২) ..... হেদায়েত তো আল্লাহই যাকে চান দান করেন। .... (সূরা বাকারা)

.......... قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣) يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٧٤) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٢٩)- (ال عمرٰن)

(৭৩) ...... (হে নবী!) তাদের বলে দাও, "অনুগ্রহ ও মর্যাদা সবই আল্লাহ্‌র হাতে; তিনি যাকে চান দান করেন। তিনি ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ে অবহিত। (৭৪) তিনি নিজের অনুগ্রহের জন্য যাকে চান নির্দিষ্ট করে লন; আর তাঁর অনুগ্রহও অনেক বেশি এবং বিরাট। (১২৯) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, এর মালিক হলেন আল্লাহ, তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় অনুগ্রহকারী।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا (١٧٥) ..... وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا (٨٣) - (النسآء)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۗ ...... (الانعام : ٢٥)

(১৭৫) এখন যারা আল্লাহ্‌র কথা মেনে নেবে এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করবে, তাদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত, অনুগ্রহ ও করুণার আশ্রয়ে গ্রহণ করবেন এবং সঠিক-নির্ভুল পথে তাদেরকে পরিচালিত করবেন। (৮৩) ...... তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হলে তোমাদের (মধ্যে এতদূর দুর্বলতা ছিল যে,) মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকি সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে থাকত।

(২৫) তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা মনোনিবেশ সহকারে তোমার কথা শ্রবণ করে; কিন্তু অবস্থা এই যে, আমরা তাদের অন্তরের ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছি, যার কারণে তারা এটাকে কিছু মাত্র বুঝতে পারে না। তাদের কানে এমন কঠিন ভার রয়েছে যে, সব কিছু শুনার পরও কিছুই শুনে না, তারা কোনো নিদর্শন দেখতে পেলেও এর প্রতি ঈমান আনবে না ......।

...... فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ ..... (ابرٰهيم : ٤)

..... অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ভ্রান্ত করেন আর যাকে চান হেদায়েত দান করেন।.....

......نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ۭ ...... (٨٣) ..... يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ ...... ٨٨) وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ (١١١) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۭ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ ..... (١١٢) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ ۭ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٢٥) وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ (١٢٦) قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ (١٤٩)- (الانعام)

(৮৩) ..... আমরা যাকে চাই উচ্চতর মর্যাদা দান করি।..... (৮৮) ..... তাঁর বান্দাহদের মধ্যে তিনি যাকে চান, এই পথে পরিচালিত করেন। ...... (১১১) আমরা যদি তাদের প্রতি ফেরেশতাও নাযিল করতাম, মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকেও যদি তাদের চোখের সামনে একত্রিত করে দিতাম, তবুও এরা ঈমান আনত না। অবশ্য আল্লাহ্র ইচ্ছাই যদি এমন হয় যে, তারা ঈমান আনবে, তবে অন্য কথা। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে। (১১২) আর আমরা তো এভাবেই চিরদিন মানুষ শয়তান আর জ্বিন শয়তানকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে দিয়েছি; এরা পরস্পরের কাছে মনমুগ্ধকর কথা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে। তারা এরূপ করবে না— এটাই যদি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ইচ্ছা হতো, তবে তারা এরূপ কখনো করত না। অতএব তুমি তাদেরকে তাদের অবস্থায়ই রেখে দাও, .......। (১২৫) অতএব (এটা অকাট্য সত্য যে) আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে গুমরাহীতে নিমজ্জিত করবার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন, এমনভাবে সংকুচিত করে দেন যে, (ইসলামের ধারণা করা মাত্রই) মনে হয়, তার প্রাণ আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবেই আল্লাহ (সত্যকে পরিহার করে চলা ও সত্যের প্রতি ঘৃণা রাখার) অপবিত্রতা বেঈমান লোকদের ওপর প্রভাবশীল করে দেন। (১২৬) অথচ এ পথই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্দেশিত সোজা ও ঋজু পথ। নসীহত গ্রহণকারীদের জন্য এর চিহ্নসমূহ আমরা উজ্জ্বল করে দিয়েছি। (১৪৯) বলো, প্রকৃত সত্যভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণ তো কেবল আল্লাহ্র কাছেই বর্তমান। সন্দেহ নেই, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তবে তোমাদের সকলকে হেদায়েত দান করতেন। (সূরা আন'আম)

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۭ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ (٣٠) مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٧٨) مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ۭ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١٨٦) -(الاعراف)

(৩০) তিনি একদলকে তো সোজা পথ দেখিয়েছেন, কিন্তু অপর দলের ওপর ভ্রান্তি ও গোমরাহী চেপে বসেছে। কেননা তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে শয়তানগুলোকে নিজেদের

পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, তারা মনে করে যে, আমরা খুব সোজা ও সঠিক পথেই রয়েছি। (১৭৮) আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন, কেবল সে-ই সত্য পথ লাভ করে আর তিনি যাকে তাঁর পথ-প্রদর্শন থেকে বঞ্চিত করেন, সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। (১৮৬) —আল্লাহ যাকে তাঁর পথ-প্রদর্শন থেকে বঞ্চিত করে দেন, তার জন্য আর কোনো পথ-প্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকায়ই বিভ্রান্ত হওয়ার জন্য ছেড়ে দেন।

....... وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ........(التوبة : ٢٨)

...... তোমাদেরকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদশালী করে দেবেন।..... (সূরা তওবা ঃ ২৮)

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٥) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ ...... (٤٩) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (٩٦) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٩٧) وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٠) قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠١) ..... يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، ...... (يونس : ١٠٧)

(২৫) (তোমরা এই অস্থায়ী ও ভংগুর জীবনের ফেরেবে নিপতিত হয়ে রয়েছ), অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির কেন্দ্রভূমির দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন। (হেদায়েত দান একান্তভাবে আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত), যাকে তিনি চান সঠিক পথ দেখান। (৪৯) বলো ঃ উপকার ও অপকার কিছুই আমার ইখতিয়ারভুক্ত নয়। সব কিছুই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল ..... (৯৬-৯৭) প্রকৃত কথা এই যে, যাদের সম্পর্কে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, তাদের সামনে যে কোনো ধরনের নিদর্শনই আসুক না কেন, তারা কখনো ঈমান আনতে প্রস্তুত হবে না, যতক্ষণ না তারা পীড়াদায়ক আযাব সামনে আসতে দেখতে পাবে।(১০০) কোনো ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে ঈমান আনতে পারে না। আর আল্লাহ্‌র নিয়ম এই যে, যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগে কাজ করে না, তিনি তাদের ওপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন। (১০১) তাদেরকে বলো "জমিন ও আসমানে যা কিছু আছে, তা চোখ খুলে দেখ"। আর যারা ঈমান আনতে চায়ে না, তাদের জন্য নিদর্শন ও তাম্বীহ-তাকীদ কি-ইবা উপকার দিতে পারে। (১০৭)....... তিনি তার বান্দাহ্‌দের মধ্য থেকে যাকে চান, স্বীয় অনুগ্রহ দানে ভূষিত করেন ......। (সূরা ইউনুস)

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ج إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (٩) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ، وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩) - (هود)

(৯) কখনো যদি আমরা মানুষকে স্বীয় রহমতে ভূষিত করার পর তা থেকে তাকে বঞ্চিত করে দেই, তাহলে সে নিরাশ হয়ে যায় এবং অকৃতজ্ঞতা ও না-শোকরী করতে শুরু করে। (১১৮) এটা নিঃসন্দেহ যে, তোমার রব্ব যদি চাইতেন, তাহলে সমস্ত মানুষকে একই দলভুক্ত করে

দিতে পারতেন। কিন্তু এখন তো তারা বিভিন্ন পথেই চলতে থাকবে (১১৯) আর সে সব ভুল পথ ও পন্থা হতে রক্ষা পাবে কেবল সেসব লোক, যাদের প্রতি তোমার রব্ব-এর করুণা বর্ষিত হয়েছে। এ (বাছাই ও গ্রহণ করার স্বাধীনতার) উদ্দেশ্যেই তো তিনি তাদেরকে পয়দা করেছিলেন এবং (এর দ্বারা) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সে কথাই পূর্ণ হলো, (যেখানে) তিনি বলেছিলেন— "আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা ভরে দেব।" (সূরা হূদ)

..... فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ - (اليوسف :١١٠)

...... তারপর যখনই এরূপ অবস্থা হয়, তখন আমাদের নীতি এই যে, যাকে আমরা চাই, তাকে বাঁচিয়ে নেই। আর অপরাধী লোকদের ওপর থেকে তো আমাদের আযাব দূর করাই যায় না।

...... اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ..... (٣١) اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ .... (٢٦) ....... وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ (٣٣) - (الرعد)

(৩১) ...... তাহলে ঈমানদার লোকেরা কি (এখন পর্যন্ত কাফেরদের দাবি-দাওয়ার জবাবে কোনো নিদর্শন প্রকাশের আশায় উদগ্রীব হয়ে বসেছিল এবং তারা এ কথা জানতে পেরে) নিরাশ হয়ে যায়নি যে, আল্লাহ চাইলে সমস্ত মানুষকেই হেদায়েত দান করতেন ?....... (২৬) আল্লাহ যাকে চান, রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণে রিযিক দেন। ...... (৩৩)..... তাছাড়া আল্লাহ যাকে গুমাহীতে নিক্ষেপ করেন, তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই। (সূরা রা'আদ)

...... وَلَوْ شَاءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ - (النحل :٩)

.... তিনি যদি চাইতেন, তবে তোমাদের সকলকে সত্য-সঠিক পথে চালিত করতেন।

...... فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ....... (فاطر : ٨)

....... প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ যাকে চান গুমরাহীতে ডুবিয়ে দেন, আর যাকে চান হেদায়েতের পথ দেখান। ..... (সূরা ফাতির ঃ ৮)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ (١٠٨) لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٠٩) - (النحل)

(১০৮) এরা সে লোক, যাদের হৃদয়, কান ও চোখের ওপর আল্লাহ তা'আলা মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। এরা তো গাফিলতিতে ডুবে গেছে। (১০৯) অবশ্য অবশ্যই পরকালে এরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত থাকবে। (সূরা নহল)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا (١٨) وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا (١٩) كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَاءِ وَهٰٓؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا (٢٠) اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ

كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۢ بَصِيْرًا (٣٠) وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا (٤٥) وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ ..... (٤٦) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا (٨٦) اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا (٨٧)- (بنى اسرائيل)

(১৮) যে কেউ (এই দুনিয়ায়) নগদা-নগদী ফায়দা পেতে ইচ্ছুক, তাকে আমরা এখানেই দিয়ে দেই, যাকে যতটুকুই দিতে চাই। অতঃপর তার ভাগ্যে জাহান্নাম লিখে দেই, যা তাকে উত্তপ্ত করবে, সে হবে ভর্ৎসিত ও রহমত-বঞ্চিত। (১৯) আর যে ব্যক্তি পরকালের অভিলাষী এবং এর জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, যতখানি এর জন্য চেষ্টা-সাধনা করা দরকার, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা-সাধনাই সাদরে গৃহীত হবে। (২০) এদেরকেও আর তাদেরকেও (যারা দুনিয়া চায়) উভয় শ্রেণীর লোকদেরকেই আমরা (দুনিয়ার জীবনে) বাঁচার সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছি। এটি তো তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর দান বিশেষ আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর দানের প্রতিরোধকারী কেউই নেই। (৩০) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আর যার জন্য চান তা সংকীর্ণ করে দেন। তিনি তাঁর বান্দাহ্দের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন এবং তাদেরকে দেখছেন। (৪৫) তোমরা যখন কুরআন পাঠ করো, তখন আমরা তোমার ও পরকালের প্রতি ঈমান না-আনা লোকদের মাঝে পর্দার আড়াল করে দেই। (৪৬) এবং তাদের মনের ওপর এমন আবরণ চাপিয়ে দেই যে, তারা কিছুই বুঝে না আর তাদের কানেও বধিরতার সৃষ্টি করে দেই ..... (৮৬) (আর হে মুহাম্মদ!) আমরা চাইলে তোমার কাছ থেকে সে সব কিছুই কেড়ে নিতে পারি, যা আমরা ওহীর মাধ্যমে তোমাকে দান করেছি। অতঃপর তুমি আমাদের বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পাবে না, যে তা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারে। (৮৭) এই যা কিছু তুমি পেয়েছ, এটি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর একান্ত রহমতের ফলেই পেয়েছ। প্রকৃত কথা এই যে, তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অনেক বিরাট।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْۤا اِذًا اَبَدًا - (الكهف : ٥٧)

বস্তুত সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হয় আর সে তা থেকে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে এবং সে খারাপ পরিণতির কথা ভুলে যায়, যার ব্যবস্থাপনা সে নিজের জন্য নিজের হাতেই সম্পন্ন করে নিয়েছে? (যারাই এই কর্মনীতি অবলম্বন করেছে) তাদের অন্তরের ওপর আমরা আবরণ বসিয়ে দিয়েছি, যা তাদেরকে কুরআনের কথা বুঝতে দেয় না আর তাদের কানে আমরা বধিরতার সৃষ্টি করে দিয়েছি। তোমরা তাদেরকে হেদায়েতের দিকে যতই ডাকো না কেন, এই অবস্থায় তারা কোনো দিনই হেদায়েত পাবে না। (সূরা কাহাফ ঃ ৫৭)

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ..... (مريم: ٧٦)

পক্ষান্তরে যেসব লোক সঠিক ও নির্ভুল পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়েতের পথে অধিক অগ্রগতি ও তরক্কী দান করেন। ..... (সূরা মারইয়াম ঃ ৭৬)

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ - (الانبياء : ٩)

তারপর লক্ষ্য করো, শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছি এবং তাদেরকে যাকে যাকে আমরা চেয়েছি, বাঁচিয়ে আর সীমালংঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

...... وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ (١٦) ...... وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

(السجدة) - (الحج : ١٨)

(১৬)...... আর হেদায়েত তো আল্লাহ যাকে চান তাকে দান করেন। (১৮) ..... আর আল্লাহই যাকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করবেন, তাকে ইজ্জত দিতে পারে এমন কেউ নেই। আল্লাহ যা চান, তাই করেন। (সূরা হজ্জ)

..... وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ ....

(٢١)..... وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨) لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (نور : ٤٦)

(২১) .... আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর রহম-করম যদি তোমাদের প্রতি না থাকত, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই পাক-পবিত্র হতে পারত না; বরং আল্লাহই যাকে চান পাক-পবিত্র করেন ..... (৩৮) ..... আল্লাহ যাকে চান— বিনা হিসেবে দান করেন। (৪৬) আমরা সুস্পষ্ট ভাষায় মহাসত্য প্রকাশকারী আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। এখন আল্লাহ যাকে চাইবেন তাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে পথনির্দেশনা (হেদায়েত) দেবেন। (সূরা নুর)

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ .... (القصص :٥٦)

(হে নবী!) তুমি যাকে চাইবে, তাকেই হেদায়েত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে চান, তাকে হেদায়েত দান করেন......। (সূরা কাসাস ঃ ৫৬)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ .... (العنكبوت :٦٢)

আল্লাহ্ তো নিজের বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন আর যার ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন ......। (সূরা আনকাবুত ঃ ৬২)

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ (٣٦)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ؕ ..... (٣٦)- (الروم)

(৩৬) আমরা যখন লোকদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে আনন্দে ও গর্বে ফুলে উঠে। আর যখন তাদের কৃত কর্মের দরুন তাদের ওপর কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসে, তখন সহসাই তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) এরা কি দেখে না যে, আল্লাহই যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং সংকীর্ণ করে দেন (যার জন্য চান)? .... (সূরা রূম)

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ .... (سباء :٣٩)

(হে নবী!) এদেরকে বলো ঃ "আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান প্রশস্ত রিযিক দান করেন আর যাকে ইচ্ছা পরিমিত পরিমাণে দেন। .....

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَاصَرِيْخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُوْنَ (٤٣) اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ (٤٤)- (يٰسٓ)

(৪৩) আমরা চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন এদের ফরিয়াদ শুনবার কেউ থাকে না এবং এরা কোনোক্রমেই রক্ষা পেতে পারেনি। (৪৪) একমাত্র আমাদের রহমতই তাদেরকে কিনারায় পৌঁছে দেয় এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দান করে।

...... وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ هَادٍ – (الزمر : ٢٣)

....... আর আল্লাহই যাকে হেদায়েত দান করেন না, তার জন্য হেদায়েতকারী কেউ নেই।

.... اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ -(الشورى :١٣)

......... আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন বানিয়ে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন যে তাঁর দিকে রুজু করে। (সূরা শূরা ঃ ১৩)

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ، فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ ' بَعْدِ اللّٰهِ ، اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ – (الجاثية :٢٣)

তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিজের মা'বুদ (ইলাহ) বানিয়ে নিয়েছে এবং ইলম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে গুমরাহীতে ফেলে রেখেছেন, তার অন্তর ও কানের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর আবরণ সৃষ্টি করেছেন ? আল্লাহ ছাড়া তাকে হেদায়েত দেয়ার আর কেই-বা আছে ? তোমরা কি সবক গ্রহণ করবে না ? (সূরা জাসিয়া ঃ ২৩)

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰهُمْ - ( محمّد :١٧)

আর যারা হেদায়েত লাভ করেছে আল্লাহ তাদেরকে আরো বেশি হেদায়েত দান করেন এবং তাদেরকে তাদের অংশের তাকওয়াও দান করেন। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৭)

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ، لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ، اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ (٧) فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ،...... (الحجرٰت :٨)

(৭) খুব ভালো করে জেনে রাখো, তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রাসূল বর্তমান। সে যদি অধিক সংখ্যক ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে নিতে শুরু করে, তাহলে তোমরা নিজেরাই কঠিন অসুবিধার মধ্যে ফেঁসে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি মায়া-মমতা দিয়েছেন এবং তাকে তোমাদের জন্য মনঃপূত করে দিয়েছেন আর কুফরী, ফাসিকী ও নাফরমানীর প্রতি তোমাদেরকে ঘৃণা পোষণকারী বানিয়েছে। (৮) এ ধরনের লোকেরাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া-করুণার ফলে সঠিক পথের অনুগামী ......। (সূরা হুজরাত)

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ..... ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُوا الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (٢١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٨) لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (٢٩)- (الحديد)

(২১) দৌড়াও এবং একে অপর থেকে অগ্রসর হয়ে যেতে চেষ্টা করো তোমাদের রব্ব-এর ক্ষমা....... একান্তভাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিশেষ; এটি তিনি যাকে চান দান করেন। আর আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। (২৮) হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং তাঁর রাসূল [হযরত মুহাম্মদ (স)]-এর প্রতি ঈমান আনো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দান করবেন এবং তোমাদেরকে সেই 'নূর' দান করবেন যার সাহায্য তোমরা পথ চলবে এবং তোমাদের অপরাধ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (২৯) (তোমাদের এমন আচরণ অবলম্বন করা আবশ্যক) যেন আহ্‌লে কিতাবরা জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ওপর তাদের কোনো একচেটিয়া অধিকার নেই এবং এ কথাও যেন জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তাঁর নিজেরই ইচ্ছাধীন; যাকে তিনি চান তাকেই তা দান করেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল। (সূরা হাদীদ)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوْا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (١٩) لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۗ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ (٢٠) - (الحشر)

(১৯) তোমরা সে লোকদের মতো হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা বানিয়ে দিয়েছেন। এ লোকেরাই ফাসিক। (২০) জাহান্নামগামী লোকেরা ও জান্নাতগামী লোকেরা কখনো এক রকম হতে পারে না। জান্নাতগামী লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে সফল। (সূরা হাশর)

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ......... (الجمعة :٤)

এ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তা দান করেন ...... (সূরা জুম'আ ঃ ৪)

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ .... (التغابن :١١)

কোনো বিপদ কখনো আসে না, কিন্তু আসে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে আল্লাহ্ তার হৃদয়কে হেদায়েত দান করেন .......। (সূরা তাগাবুন ঃ ১১)

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۗ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ-

আল্লাহ যদি তাঁর সকল বান্দাহকে উন্মুক্ত রিযিক দান করতেন তা হলে তারা জমিনের বুকে বিদ্রোহের তুফান সৃষ্টি করে দিত। কিন্তু তিনি একটা পরিমাণ অনুসারে যতটা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাহদের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল; তিনি তাদের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখেন। (সূরা শুরা ঃ ২৭)

إِنَّ هٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (٢٧) نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (٢٨) إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلٰى رَبِّهِ سَبِيلًا (٢٩) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٠) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا - (الدهر: ٣١)

(২৭) এ লোকেরা তো দ্রুত অর্জিতব্য জিনিস (বৈষয়িক স্বার্থ) ভালোবাসে আর ভবিষ্যতে যে ভয়াবহ দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করে চলছে। (২৮) আমরাই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের প্রতিটি সন্ধিস্থল শক্ত করে দিয়েছি। আমরা যখনই চাব, তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলব। (২৯) এটি একটি নসীহত বিশেষ। এখন যার ইচ্ছা নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে যাওয়ার পন্থা অবলম্বন করতে পারে। (৩০) আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ চাবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ, সুবিজ্ঞানী। (৩১) তিনি স্বীয় রহমতের মধ্যে যাকে চান গ্রহণ করেন আর জালিমদের জন্য তিনি বড় পীড়াদায়ক আযাব স্থির করে রেখেছেন। (সূরা দাহর)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لَايَقْضِ اللّٰهُ لَهُ قَضَاءً اِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَالِكَ لِاَحَدٍ اِلَّاالْمُؤْمِنِ -

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মুমিন লোকের অবস্থা সত্যিই বিস্ময়কর, আল্লাহ তার জন্য যে ফয়সালাই করেন, তা তার জন্য ভালোই হয়, বিপদে পড়লে ধৈর্য অবলম্বন করে আর এটা তার জন্য ভালো হয়। স্বচ্ছলতা লাভ করলে শোকর আদায় করে তাও তার জন্য মঙ্গলজনক হয়ে থাকে। এরূপ অবস্থা মুমিন লোক ছাড়া আর কারো হয় না। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَنْ يَدْخِلَ اَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوْا : وَ لَا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : لَا وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِيْ اللّٰهُ بِفَضْلٍ وَّ رَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمْ كَاالْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَّ اِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ -

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোনো ব্যক্তির নেক আমল কখনও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবেনা। লোকজন বলল, হে আল্লাহ নবী! আপনাকেও না ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, না, আমিও না, যতক্ষণ আল্লাহর রহমত আমাকে ঘিরে না ফেলে। এ জন্য তোমরা মধ্যম পন্থা সিরাতুল মুস্তাকিম অবলম্বন কর এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের প্রয়াস চালিয়ে যাও। আর তোমাদের কেউ কখনো মৃত্যু কামনা করোন। (কেননা) সে ভালোলোক হলে, (বাঁচলে) সে বেশি বেশি নেক আমল করার সুযোগ পাবে এবং পাপী হলে সে তবাহ করার সুযোগ লাভ করবে। (বুখারী)

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَدِمَ عَلَىَّ النَّبِيِّ ﷺ سَبْىٌ فَاِذَا اِمْرَاَةٌ مِنَ السَّبْىِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيُهَا تَسْقِىْ اِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِىْ السَّبْىِ اَخَذَتْهُ - فَاَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَاَدْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ

اَتَرَوْنَ هٰذِهٖ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِى النَّارِ ؟ قُلْنَا لَا، وَهِىَ تَقْدِرُ عَلٰى اَنْ لَّا تَطْرَحَهُ فَقَالَ : اللّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا -

উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, একবার নবী করীম (স)-এর দরবারে কতিপয় যুদ্ধবন্দী আসল। এদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল। তার স্তন দুধে ভরা ছিল। যখন বন্ধীদের মাঝে সে কোনো শিশু দেখতে পেত, তাকে জড়িয়ে ধরত এবং বুকে তুলে নিয়ে দুধ পান করাতে থাকত। নবী করীম (স) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি ধারণা, এ মহিলাটি তার আপন সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে ? আমরা বললাম না, না ফেলার ক্ষমতা থাকলে সে কখনো ফেলবেনা। তখন নবী করীম (স) বললেন, এ মহিলাটি তার সন্তানের প্রতি যতটা অনুগ্রহশীল আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশি মেহেরবান। (বুখারী)

## ১০. ঘুম

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ - (الزمر : ٤٢)

আল্লাহই, মৃত্যুর সময় রূহগুলোকে কবজ করেন আর যে এখনো মরেনি, নিদ্রাকালে তার রূহ কবজ করে নেন। অতপর যার ওপরই তিনি মৃত্যুর ফয়সালা কার্যকর করেন, তাকে আটক করে রাখেন এবং অন্যদের রূহকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠিয়ে দেন। এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। (সূরা যুমার ঃ ৪২)

حَدَّثَنَا اِبْنُ سَلَامٍ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ حِيْنَ نَامُوْا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَ رَدَّهَا حِيْنَ شَاءَ فَقَضَوْا حَوَا ئِجَهُمْ وَتَوَضَّؤُا اِلٰى اَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلّٰى -

ইবনে সালাম (র) ..... আবু কাতাদা তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁর নামায থেকে ঘুমিয়ে ছিলেন তখন নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন তোমাদের রূহকে নিয়ে নেন আর যখন ইচ্ছে ফিরিয়ে দেন। এরপর তারা তাদের প্রয়োজন সেরে নিলেন এবং ওজু করলেন। এতে সূর্য উদিত হয়ে শ্বেতবর্ণ হয়ে গেল। নবী করীম (স) উঠলে, নামায আদায় করলেন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيَا وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

মুসলিম (রহ) ... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন আপন শয্যায় খেতেন, তখন এই বলে দো'আ করতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমরই নামে মৃত্যুবরণ

করি আবার তোমারই নামে জীবিত হই। আবার ভোর হলে বলতেন, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুম) পর জীবিত করেছেন এবং তারই কাছে আমাদের শেষ উত্থান। (বুখারী)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَاجَاءَ اَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَقُلْ بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِىْ، وَبِكَ اَرْفَعُهُ، اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ تَابَعَهُ يَحْيَى وَبِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَزَادَ زُهَيْرُ وَ اَبُوْ ضَمْرَةَ وَاِسْمَعِيْلُ بْنُ ذَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

আবদুল আযিয ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ........ আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা কেউ (ঘুমানোর উদ্দেশ্যে) শয্যায় গেলে তখন যেন সে তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে তা তিনবার ঝেড়ে নেয়। আর বলে, হে আমার প্রতিপালক! একমাত্র তোমারই নামে আমার শরীরের পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখলাম এবং তোমারই সাহায্যে আবার তা উঠে। তুমি যদি আমার জীবনটুকু আটকিয়ে রাখ, তাহলে তাকে মাফ করে দেবে। আর যদি তা ফিরেয়ে দাও তাহলে তোমার নিষ্ঠাবান বান্দাদেরকে যেভাবে হিফাযত কর, সেভাবে তাঁর হিফাযত করবে। এই হাদীসেরই অনুকরনে ইয়াহ্‌ইয়া ও বিশর ইবনে মুকাদ্দাল (রা) আবু হুররায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহার, আবূ যামরা, ইসমাঈল ইবনে যাকারিয়া (রা) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আজলান (রা) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী)

অধ্যায় অষ্টম

# তাওহীদ

## আল্লাহ্

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ط سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী। তাঁকে সুন্দর সুন্দর নামেই ডাকো। সে লোকদের কথা ছেড়ে দাও, যারা তাঁর নামকরণে বিপথগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার বদলা তারা অবশ্যই পাবে। (সূরা আরাফ)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ج وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا - (بنى اسراءيل : ١١٠)

হে নবী! এই লোকদেরকে বলো, আল্লাহ বলে ডাকো, কি রহমান বলে— যে নামেই ডাকো না কেন, তাঁর জন্য সব ভালো ভালো নামই নির্দিষ্ট। আর নিজের নামায না খুব উচ্চস্বরে পড়বে আর না খুব নিম্নস্বরে। এ দু'ধরনের মধ্যবর্তী মাত্রার ধ্বনিই অবলম্বন করো।

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ لا وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ - (طٰهٰ : ١٤)

আমিই আল্লাহ্— আমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ্ নেই। অতএব তুমি আমার বন্দেগী করো এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করো। (সূরা ত্বোয়াহা ঃ ১৪)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ق وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ (ق : ٣٨)

আমরা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে এবং এ দু'টির মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিসকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাতে কোনো ক্লান্তি আমাদের হয়নি। (সূরা ক্বাফ ঃ ৩৮)

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ص وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ -(البقرة : ١٦٤)

(এ সত্য অনুধাবন করার জন্য অন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে) যাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে, তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাতদিনের আবর্তন, মানুষের জন্য লাভজনক দ্রব্যাদি নিয়ে নদ-নদী ও সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানসমূহ, ওপর হতে আল্লাহ্ কর্তৃক বৃষ্টির ধারা বর্ষণ ও এর সাহায্যে মৃত্যুর পর পৃথিবীকে জীবন দান এবং তার এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণবান সৃষ্টির বিস্তার সাধন, বায়ুর গতি-প্রবাহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৪)

فَانْظُرْ إِلَى أثْرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ج وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - (الروم : ٥٠)

আল্লাহ্‌র এ রহমতের প্রভাব লক্ষ্য করো, মৃত পতিত জমিনকে তিনি (এর দ্বারা) কিভাবে জীবন্ত করে তোলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মৃতদের জীবন দানকারী এবং তিনি সকল বস্তুর ওপর শক্তিমান। (সূরা রূম ঃ ৫০)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ط وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثٰى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهٖ ط وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ إِلَّا فِي كِتٰبٍ ط إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ (١١) وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ق هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ط وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٢) يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ لا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) - (فاطر)

(১১) আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হতে পয়দা করেছেন, তারপর শুক্রকীট হতে। অতপর তোমাদেরকে জোড়া বানিয়ে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী)। কোনো নারী গর্ভধারণ করলে বা সন্তান প্রসব করলে তা শুধু আল্লাহ্‌র জানা মতেই করে থাকে। কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বয়স লাভ করলে বা কারো বয়সে কোনো হ্রাস সাধিত হলে তা কেবল একটি কিতাবে লেখা থাকে। আল্লাহ্‌র জন্য এসব খুবই সহজ কাজ। (১২) আর পানির দু'টি ধারা সমান নয়, একটি সুমিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী, পান করার উপযোগী সুস্বাদু আর অপর ধারাটি তীব্র লবণাক্ত, যা গলার ভিতর দেশের ছাল তুলে দেয়। কিন্তু এ উভয় ধারা হতে তোমরা টাটকা তরতাজা গোশ্‌ত (মাছ) লাভ করে থাকো, ব্যবহারের জন্য অলংকারের সামগ্রী বের করে আনো। আর এ পানিতেই তোমরা দেখছ– নৌযানগুলো এর বুক চিরে চলে যাচ্ছে, যেন তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ করো এবং তাঁর শোকর গোযার হও। (১৩) তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অধীন ও অনুগত বানিয়ে রেখেছেন। এসব কিছুই একটি নির্দিষ্ট সময়ের দিকে চলে যাচ্ছে। সে আল্লাহই (যিনি এসব কাজ করছেন) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক; বাদশাহী তাঁরই, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকো, তারা একটি তৃণখণ্ডেরও মালিক নয়। (সূরা ফাতির)

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ج أَحْيَيْنٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُوْنِ (٣٤) لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ لا وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ط أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ (٣٥) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ج نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ

يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ (٤٠) وَإِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُوْنَ (٤٣) إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنٍ (٤٤) - (يٰس)

(৩৩) এ লোকদের জন্য নিষ্প্রাণ জমিন একটি নিদর্শন বিশেষ। আমরা তাকে জীবন দান করেছি এবং তা থেকে ফসল উৎপাদন করেছি, যা এরা খেয়ে থাকে। (৩৪) আমরা তাতে খেজুর ও আংগুরের বাগান তৈরী করেছি এবং তার মধ্য হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি, (৩৫) যেন তারা এর ফল খেতে পারে। এসব কিছু তাদের নিজেদের হাতের বানানো নয়। তাহলে এরা কেন শোকর আদায় করে না? (৩৭) এদের জন্য আর একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত। আমরা এর ওপর হতে দিনকে সরিয়ে দেই, তখন এদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়। (৩৮) আর সূর্য, সে নিজের মঞ্জিলের দিকে চলে যাচ্ছে। এটি মহাপরাক্রান্ত জ্ঞানবান সত্তার নিয়ন্ত্রিত হিসাবে। (৩৯) আর চাঁদও, এর জন্য আমরা মঞ্জিলসমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। সে সেগুলো অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত খেজুরের শুষ্ক শাখার মতো থেকে যায়। (৪০) সূর্যের ক্ষমতা নেই যে, সে চাঁদকে ধরে ফেলে আর না রাত দিনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে। সবকিছুই নিজনিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটছে। (৪৩) আমরা চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন এদের ফরিয়াদ শুনবার কেউ থাকে না এবং এরা কোনোক্রমেই রক্ষা পেতে পারেনি। (৪৪) একমাত্র আমাদের রহমতই তাদেরকে কিনারায় পৌঁছে দেয় এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দান করে। (সূরা ইয়াসীন)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ط إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِأُولِي الْأَلْبَابِ - (الزمر : ٢١)

তোমরা কি দেখো না যে, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তাকে খাল-বিল ঝর্ণাধারা ও নদ-নদী রূপে জমিনের অভ্যন্তর ভাগে প্রবাহিত করেন? অতপর তিনি পানির সাহায্যে নানা প্রকারের ও নানা বর্ণের ফল-ফসল উৎপাদন করেন। তারপর সে ফসল পেকে শুষ্ক হয়ে যায়। অতপর তোমরা দেখো যে, তা হরিৎ বর্ণ ধারণ করে আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সেগুলোকে ভূষিতে পরিণত করেন? প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে এক বিরাট শিক্ষা রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য। (সূরা যুমার ঃ ২১)

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ - (القمر : ٥٠)

আর আমাদের সিদ্ধান্ত একটি একক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই হয়ে থাকে এবং নিমেষের মধ্যে তা কার্যকর হয়ে যায়। (সূরা ক্বামার ঃ ৫০)

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (٤) وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (٥) فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا (٦) - (الواقعة)

(৪) পৃথিবীটাকে তখন হঠাৎ করে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে দেয়া হবে। (৫) আর পাহাড়গুলোকে এমনভাবে বিন্দু বিন্দু করে দেয়া হবে (৬) যে, তা বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণায় পরিণত হবে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا

خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - (المجادلة : ٧)

তুমি কি জানো না যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের প্রতিটি জিনিসই আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতাভুক্ত? এমন কখনো হয় না যে, তিনজন লোকের মধ্যে কোনো কান-পরামর্শ হবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহ চতুর্থ হবেন না কিংবা পাঁচজনে গোপন পরামর্শ হবে আর তাদের মধ্যে ষষ্ঠ আল্লাহ্ হবেন না। গোপন পরামর্শকারীরা সংখ্যায় এর কম হোক কি বেশি— যেখানেই তারা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকবেন। তারপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা কি কি কাজ করেছে। আল্লাহ প্রতিটি জিনিস সম্পর্কেই অবহিত।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ - (الحشر : ٢١)

আমরা যদি এ কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপরও অবতীর্ণ করে দিতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে, তা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ্বসে যাচ্ছে ও দীর্ণ-বিদীর্ণ হচ্ছে। এ দৃষ্টান্তগুলো আমরা লোকদের সম্মুখে এ উদ্দেশ্যে পেশ করছি যে, তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) চিন্তা-বিবেচান করবে।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ -

আমরা তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে বড় বড় প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত ও সমুদ্ভাসিত করে দিয়েছি। শয়তানগুলোকে মেরে তাড়াবার জন্য এগুলোকেই উপায় ও মাধ্যম বানিয়েছি। এ শয়তানগুলোর জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড আমরাই প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা মুলক ঃ ৫)

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٢٩)
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا (٣٠) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣١) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (٣٢) مَتَاعًا لَّكُمْ
وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٣) -(النّٰزعٰت)

(২৭) তোমাদের সৃষ্টি কি অধিক শক্ত ও কঠিন কাজ কিংবা আসমান সৃষ্টি ? আল্লাহ্-ই তো তা নির্মাণ করেছেন। (২৮) এর ছাদ অনেক উচ্চে তলেছেন; অতঃপর তাতে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন, (২৯) এবং এর রাতকে আচ্ছন্ন করেছেন ও এর দিনকে প্রকাশ করেছেন। (৩০) অতঃপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। (৩১) এর ভিতর হতে এর পানি ও উদ্ভিদ বেরে করেছেন। (৩২-৩৩) এবং এর মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন— জীবিকার সামগ্রীরূপে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য। (সূরা নাযিয়াত)

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)
إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) - (الطارق)

(৫) অতএব, মানুষ এটুকুই লক্ষ্য করুক না যে, তাকে কি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৬)

এক বেগবান পানি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা' হয়েছে, (৭) যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিসমূহের মধ্য হতে নির্গত হয়। (৮) নিঃসন্দেহে তিনি (স্রষ্টা) তাকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। (৯-১০) যেদিন গোপন তত্ত্ব ও রহস্যগুলোর যাচাই-পরখ করা হবে। (সূরা তারেক)

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ – (العنكبوت : ٦٢)

আল্লাহ্ তো নিজের বান্দাহদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন আর যার ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন। (সূরা আনকাবুত ঃ ৬২)

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ط وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا – (بنى اسرائيل : ٢٠)

এদেরকেও আর তাদেরকেও (যারা দুনিয়া চায়) উভয় শ্রেণীর লোকদেরকেই আমরা (দুনিয়ার জীবনে) বাঁচার সামগ্রী দিয়ে যাচ্ছি। এটি তো তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দান বিশেষ আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দানের প্রতিরোধকারী কেউই নেই।

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا

হে মুহাম্মদ! বলো, সমুদ্রগুলো যদি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কথাসমূহ লেখার জন্য কালি হয়ে যায়, তাহলেও তা ফুরিয়ে যাবে কিন্তু আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কথা লেখা শেষ হবে না; বরং এ পরিমাণ কালি যদি আমরা আরো এনে লই, তবে তাও যথেষ্ট হবে না। (সূরা কাহ্ফ ঃ ১০৯)

وَمَا يَنْۢبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا – (مريم : ٩٢)

কাউকে পুত্র বানিয়ে নেয়া রহমানের জন্য শোভনীয় নয়। (সূরা মারইয়াম)

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا – (بنى اسرائيل : ٧٧)

এটি আমার স্থায়ী কর্মনীতি। তোমার পূর্বে আমি যেসব নবী-রাসূল পাঠিয়েছি, তাদের সকলের ব্যাপারেই আমরা এই কর্মনীতি প্রয়োগ করেছি। আর আমাদের কর্মনীতিতে তুমি কোনোরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৭)

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا – (الاحزاب : ٦٢)

এটি আল্লাহ্র স্থায়ী রীতি; এ ধরনের লোকদের সাথে পূর্ব হতেই এ ব্যবহার চলে এসেছে। আর তোমরা আল্লাহ্র সুন্নাতে কোনোরূপ পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ط وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ط فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ
الْاَوَّلِيْنَ ج فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ج وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا – (فاطر : ٤٣)

তারা পৃথিবীতে আরো বেশি অহংকার করতে লাগল আর নিকৃষ্টতম চাল চালতে শুরু করলো। অথচ খারাপ চাল যারা চালে, তা তাদেরকেই ধ্বংস করে। এখন কি তারা এর অপেক্ষা করছে যে, অতীত জাতিগুলোর প্রতি আল্লাহ্র যে রীতি ছিল তাদের প্রতিও তাই প্রয়োগ করা হবে? এ-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা আল্লাহ্র নিয়ম-নীতিতে কস্মিনকালেও কোনো পরিবর্তন

দেখতে পাবে না। আর আল্লাহ্‌র সুন্নাতকে এর নির্দিষ্ট পথ হতে কোনো শক্তিই ফিরাতে পারে, তাও তোমরা দেখবে না! (সূরা ফাতির ঃ ৪৩)

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ - (الاعراف : ١٤٣)

সে যখন আমার নির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছল এবং তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে নিবেদন করল ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে অনুমতি দাও, আমি তোমাকে দেখব।" তিনি বললেন ঃ "তুমি আমাকে দেখতে পারো না। তবে হ্যাঁ, সামনের এই পাহাড়টির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, যদি সেটি নিজ স্থানে স্থির দঁড়িয়ে থাকতে পারো, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।" এভাবে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক পাহাড়ের ওপর আলোকসম্পাৎ করল এবং পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো আর মূসা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল। যখন তার হুঁশ হলো, তখন বলল ঃ "পবিত্র তোমার সত্ত্বা হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তওবা করছি আর সর্বপ্রথম আমিই ঈমান আনছি।" (সূরা আরাফ ঃ ১৪৩)

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ - (فاطر : ٨)

যে ব্যক্তির জন্য তার খারাপ আমলকে চাকচিক্যপূর্ণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে তাকেই ভালো মনে করছে, (তার গুমরাহীর কোনো শেষ আছে কি ?) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্ যাকে চান গুমরাহীতে ডুবিয়ে দেন, আর যাকে চান হেদায়েতের পথ দেখান। কাজেই (হে নবী!) এ লোকদের জন্য অযথাই চিন্তা ও দুঃখে যেন তোমার প্রাণ ক্ষয় হতে না থাকে। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ্ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। (সূরা ফাতির ঃ ৮)

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

আর কি-ইবা ঘটত যদি এমন কুরআন নাযিল করা হতো, যার জোরে পাহাড় চলতে শুরু করত বা জমিন দীর্ণ হয়ে যেতো কিংবা মৃত ব্যক্তিরা কবর হতে বের হয়ে কথা বলতে শুরু করত ? (এ ধরনের নিদর্শন দেখানো মোটেই কঠিন নয়) বরং সমস্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার তো আল্লাহ্‌রই হস্তে নিবদ্ধ। তাহলে ঈমানদার লোকেরা কি (এখন পর্যন্ত কাফেরদের দাবি-দাওয়ার জবাবে কোনো নিদর্শন প্রকাশের আশায় উদগ্রীব হয়ে বসেছিল এবং তারা এ কথা জানতে পেরে) নিরাশ হয়ে যায়নি যে, আল্লাহ চাইলে সমস্ত মানুষকেই হেদায়েত দান করতেন ? যেসব লোক আল্লাহ্‌র সাথে কুফরীর আচরণ অবলম্বন করে চলেছে তাদের ওপর তাদের কার্যকলাপের দরুন কোনো-না কোনো বিপদ আসতেই থাকে কিংবা তাদের ঘরের কাছেই কোথাও তা

অবতীর্ণ হতেই থাকে। এই ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে —যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূর্ণ হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদার বিরুদ্ধতা করেন না। (সূরা রা'আদ ঃ ৩১)

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۚ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ - (البقرة : ٢٥٣)

এই রাসূলগণ (যারা আমার পক্ষ হতে মানুষকে হেদায়েত দানের জন্য নিযুক্ত রয়েছে) আমরা তাদের কাউকে অপরাপর নবীগণের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও ছিল, যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ্‌ কথাবার্তা বলেছেন, কাউকে আবার অন্যান্য দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং অবশেষে মরিয়াম পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। আল্লাহ্‌ চাইলে এ রাসূলগণের পর যারা উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল, তারা পরস্পরে লড়াই করতে পারত না; কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে লোকদেরকে মতবিরোধ হতে বিরত রাখা আল্লাহ্‌র নিয়ম নয়, এ জন্য) তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছে। অতঃপর কেউ ঈমান এনেছে আবার কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্‌ চাইলে তারা কখনোই লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ্‌ যা চান তাই করেন।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - (ابرهيم : ٤)

আমরা আমাদের বাণী পৌঁছাবার জন্য যখনই কোনো রাসূল পাঠিয়ছি, সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌঁছিয়েছে, যেন সে তাদেরকে খুব ভালোভাবেই খুলে বুঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ভ্রান্ত করেন আর যাকে চান হেদায়েত দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত এবং সুবিজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৪)

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ - (المائدة : ٤٨)

(হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, এটা সত্য বিধান নিয়েই অবতীর্ণ এবং এর পূর্ববর্তী আল-কিতাব-এর যা কিছু বর্তমান আছে, এর সত্যতা প্রমাণকারী—এর হিফাযতকারী ও সংরক্ষক। অতএব আল্লাহ্‌র নাযিল-করা আইন মুতাবিক লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়াদির ফয়সালা করো আর যে মহান সত্য তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছে, তা হতে বিরত থেকে তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। —আমরা তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়ত এবং কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করেছি। যদিও আল্লাহ চাইলে

তোমাদের সকলকেই এক উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি এটা এই জন্য করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। অতএব ভালো ও সৎকাজে তোমরা পরস্পরের অগ্রে চলে যেতে চেষ্টা করো। অবশেষে তোমাদের সকলকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, এর আসল সত্যটি তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। (সূরা মায়েদা ঃ ৪৮)

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ، وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

আল্লাহ্ যদি এ-ই চান (যে, তোমাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ হবে না) তবে তিনি তোমাদেরকে একটি উম্মতে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান, গুমরাহীতে নিক্ষেপ করেন আর যাকে চান সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। তোমাদের আমল সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা নহল ঃ ৯৩)

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ، وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ - (الانعام : ٣٥)

তা সত্ত্বেও লোকদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা যদি সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহলে তোমার শক্তি থাকলে জমিনে কোনো সুড়ংগ তালাশ করো অথবা আকাশে সিড়ি লাগিয়ে লও এবং তাদের সম্মুখে কোনো নিদর্শন পেশ করতে চেষ্টা করো। আল্লাহ যদি চাইতেন তবে এসব লোককে তিনি একত্রিত করে হেদায়েত করতে পারতেন। অতএব তুমি অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের একজন হয়ো না।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ، أُولٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ -

এ কথা একান্তই সত্য যে, বহু সংখ্যক জ্বিন ও মানুষ এমন আছে, যাদেরকে আমরা জাহান্নামের জন্যই পয়দা করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু এর সাহায্যে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু এর দ্বারা তারা দেখে না। তাদের শ্রবণ-শক্তি রয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা তারা শুনতে পায় না। তারা আসলে জন্তু-জানোয়ারের মতো; বরং তা হতেও অধিক বিভ্রান্ত। এরা চরম গাফলতির মধ্যে নিমগ্ন।

أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ - (الزّخرف : ٣٢)

(হে মুহাম্মদ!) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের রহমতের বণ্টনকার্য কি এরা সম্পন্ন করে? দুনিয়ার জীবনে এদের জীবন যাপনের উপকরণ তো আমরাই এদের মধ্যে বণ্টন করেছি আর এদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের ওপর আমরাই প্রাধান্য দিয়েছি, যেন এরা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা গ্রহণ করতে পারে। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ (রহমত) সেই ধন-সম্পদ হতে অধিক মূল্যবান যা (এদের নেতারা) দু' হাতে সংগ্রহ করেছে।

مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ زوَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ط وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا - (النساء : ٧٩)

হে মানুষ! তুমি যে কল্যাণই লাভ করে থাকো, তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই পেয়ে থাকো আর তোমার ওপর যে বিপদই আসে, তা তোমার নিজের অর্জন এবং কাজের ফলেই এসে থাকে। (হে মুহাম্মদ) আমরা তোমাকে লোকদের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, এ জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (সূরা নিসা ঃ ৭৯)

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا (٧) فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا (٨) - (الشمس)

(৭) মানব-প্রকৃতির এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। (৮) অতঃপর এর পাপ ও এর তাকওয়া (সতর্কতা) তার প্রতি ইলহাম করেছেন। (সূরা সাম্‌স)

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ لا وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ - (البقرة : ٢٥١)

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই তারা কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব ও বিচক্ষণতা দিয়ে ভূষিত করলেন এবং তাঁর নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন জিনিসের জ্ঞান দান করলেন। আল্লাহ্ যদি এভাবে মানুষের একটি দলকে অপর একটি দলের দ্বারা দমন না করতেন, তবে পৃথিবীর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (যে, তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)। (সূরা বাকারা ঃ ২৫১)

الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ -(الحج : ٤٠)

এরা সে লোক, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। অপরাধ ছিল শুধু এটুকু যে, তারা বলত ঃ আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো আল্লাহ। আল্লাহ্ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করতে না থাকতেন, তাহলে যে খানকা, আশ্রম, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদে আল্লাহ্‌র নাম বিপুলভাবে যিকির করা হয়– সে সবই চুরমার করে দেয়া হতো। আল্লাহ্ অবশ্যই সে লোকদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী এবং অতিশয় পরাক্রান্ত। (সূরা হজ্জ ঃ ৪০)

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (الممتحنة : ١٢)

(১২) হে নবী! তোমার কাছে মুমিন স্ত্রীলোকেরা যদি এ কথার ওপর 'বায়'আত' করার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, জ্বিনা-ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, আপন গর্ভজাত জারজ সন্তানকে স্বামীর সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না, এবং কোনো ভাল কাজের ব্যাপারে তোমার অবাধ্যতা করবে না তবে তুমি তাদের 'বায়'আত' গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগফেরাতের দো'আ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) - (المدثر)

(৩) আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্বের ঘোষণা করো। (৪) আর নিজের পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। (৫) আর মলিনতা ও অপবিত্রতা হতে দূরে থাকো।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

এই লোকেরা আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর নিজেরই পয়দা করা ক্ষেত-খামারের ফসল ও গৃহপালিত পশু হতে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে এবং বলে ঃ এটা আল্লাহ্‌র জন্য— এটা তাদের নিজস্ব ধারণা-কল্পনা মাত্র— আর এটা আমাদের বানানো শরীকদের জন্য। কিন্তু যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্য, তা কখনো আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, অথচ যা আল্লাহ্‌র জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের পর্যন্ত পৌঁছে যায়।...... কতই না খারাপ এই লোকদের ফয়সালা! (সূরা আন'আম ঃ ১৩৬)

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (٣٦) قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ۭ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ (٤٢)-

(৩৬) এ সত্য অমান্যকারীরা যখন তোমাকে দেখতে পায়, তখন তোমার প্রতি বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করে। বলে, এ কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের উপাস্যদের উল্লেখ করে থাকে ? আর তাদের নিজেদের অবস্থা এই যে, তারা রহমানের যিকিরের অস্বীকারকারী। মানুষকে দ্রুততা ও তাড়াহুড়ার প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৪২) (হে মুহাম্মদ!) এদেরকে বলো ঃ কে আছে এমন যে রাত ও দিনে তোমাদেরকে রহমান হতে রক্ষা করতে পারে ? কিন্তু এরা নিজেদের রব্ব-এর নসীহত হতে বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। (সূরা আম্বিয়া)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ ۚ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا (السجدة)

এই লোকদেরকে যখন বলা হয় যে, এই 'রহমান'কে সিজদা করো, তখন তারা বলে ঃ "রহমান আবার কে ? তুমি যাকে বলবে, কেবল তাকেই কি আমরা সিজদা করে বেড়াব ?" এ উপদেশটি উল্টা তাদের ঘৃণা ও বিরক্তি ভাব আরও বৃদ্ধি করে দেয়। (সূরা ফুরক্বান ঃ ৬০)

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ (١٧) اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ (١٨) - (الزخرف)

(১৭) অথচ অবস্থা এ যে, এহেন দয়াবান আল্লাহ্‌র সন্তান বলে এরা যাদেরকে বলে, তাদের জন্মের সুসংবাদ যখন স্বয়ং এই লোকদের মধ্যে কাউকেও দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডলে কালিমা ছেয়ে যায় আর মন দুঃখ ও বেদনায় ভরে যায়। (১৮) আল্লাহ্‌র ভাগে কি সেই সন্তানরা পড়ল যারা অলংকারাদির মধ্যে প্রতিপালিত হয় আর তর্ক-বিতর্কে ও যুক্তি পেশের ক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্যও পূর্ণ মাত্রায় স্পষ্ট করে বলতে পারে না। (সূরা যুখরুফ)

## ১. আল্লাহ্ তাঁর অস্তিত্ব

اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ (٢) وَهُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِیَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِی الَّيْلَ النَّهَارَ ط اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٣) وَفِی الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِی الْاُكُلِ ط اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٤)- (الرعد)

(২) তিনি আল্লাহ্‌ই, যিনি আকাশমণ্ডলকে দৃশ্যমান নির্ভর ব্যতিরেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতঃপর তিনি নিজের সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে একটি স্থায়ী নিয়মের অনুসারী বানিয়ে দিয়েছেন। এই গোটা ব্যবস্থার প্রতিটি জিনিসই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলছে। আর আল্লাহ্‌ই এ সমস্ত কাজের ব্যবস্থাপনা করেছেন। তিনি নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন; সম্ভবত তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর সাথে সাক্ষাতের কথা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবে। (৩) তিনিই এই ভূতলকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন; এতে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে রেখেছেন ও নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সব রকমের ফল-ফলাদির জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনের পর রাতকে আবর্তিত করেন। এ সমস্ত জিনিসের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তাশীল। (৪) আর লক্ষ্য করো, পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল রয়েছে, যা মূলত পরস্পর সংযুক্ত। আংগুরের বাগান রয়েছে, ক্ষেত-খামার আছে, খেজুরের গাছ আছে, যাদের কিছু এক কাণ্ডবিশিষ্ট এবং কিছু দ্বৈত কাণ্ডবিশিষ্ট। একই পানি সবাইকে সিক্ত করে; কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে আমরা কিছুকে খুব ভালো বানিয়ে দেই আর কিছুকে কম ভালো। এসব জিনিসেই অসংখ্য নিদর্শন বিরাজমান তাদের জন্য, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ.... (١٨) (السجدة) (الحج)

তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজদায় অবনত হয়ে রয়েছে সে সব কিছুই যারা আসমানে রয়েছে আর যারা জমিনে রয়েছে ? সূর্য, চন্দ্র, তারকা, পাহাড়, গাছ-পালা, জীব-জন্তু এবং বহুসংখ্যক মানুষ ..........। (সূরা হজ্জ ঃ ১৮)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ (٣٠) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۘ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۗ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ (١٩) - (الملك)

(৩০) এই লোকদেরকে বলো ঃ তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছ যে, তোমাদের কূপের পানি যদি জমিনে তলিয়ে যায়, তাহলে এই পানির প্রবহমান ধারাসমূহ তোমাদেরকে কে বের করে এনে দেবে ? (১৯) এ লোকেরা কি নিজেদের ওপরে উড়ন্ত পাখিগুলোকে পাখা বিস্তার করতে ও গুটিয়ে নিতে দেখে না ? একমাত্র রহমান ছাড়া তাদেরকে অন্য কেউ ধরে রাখে না। তিনিই সব জিনিসের সংরক্ষক। (সুরা মূলক)

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ۗ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ (٧٣) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٧٤) وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ (٧٥) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ (٧٦) فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ (٧٧) فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (٧٨) - (الانعام)

(৭৩) তিনিই আসমান ও জমিনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যে দিন তিনি বলবেন হাশর হও, সে দিনই হাশর হবে। তাঁর কথা সর্বাত্মকভাবে সত্য এবং যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন নিরংকুশ বাদশাহী তাঁরই হবে। গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই তার জানা; তিনি অত্যন্ত সুবিজ্ঞ, পুরাপুরি ওয়াকিফহাল। (৭৪) ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ করো, যখন সে আপন পিতা আজরকে বলেছিলঃ "তুমি কি মূর্তিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেছ ? আমি তো তোমাকে ও তোমার দলের লোকজনকে সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি।" (৭৫) ইবরাহীমকে আমরা এমনি ভাবেই জমিন ও আসমানের সাম্রাজ্য-ব্যবস্থা দেখাচ্ছিলাম এবং এ জন্য যে, সে যেন নিঃসন্দেহে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। (৭৬) অতঃপর যখন তার ওপর রাত্র আচ্ছন্ন হয়ে এল তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বললঃ এই আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ? কিন্তু পরে তা যখন অস্তমিত হয়ে গেল, তখন বলল ঃ অস্ত হয়ে যাওয়া জিনিসের প্রতি আমি কিছুমাত্র অনুরাগী নই। (৭৭) পরে যখন উজ্জ্বল চন্দ্র দেখতে পেল তখন বলল ঃ এটি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ? কিন্তু তাও যখন অস্তগমন করল, তখন বলল ঃ আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই যদি আমাকে পথ না দেখান তবে আমিও গুমরাহ লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ব। (৭৮) এরপর যখন সূর্যকে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত দেখতে পেল, তখন বললঃ এ-ই হচ্ছে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। এটি সর্বাপেক্ষা বড়। কিন্তু পরে এটিও যখন অস্তমিত হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম চীৎকার করে বলে উঠল ঃ হে লোকজন! তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানাচ্ছ, আমি সে সব থেকে মুক্ত। (সূরা আন'আম)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ج فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ (٦١)
وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ط
بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (٦٣) - (العنكبوت)

(৬১) তুমি যদি এদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, জমিন ও আসমানকে কে পয়দা করেছে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে ? তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে ঃ আল্লাহ্! তাহলে এরা কোন দিক দিয়ে ধোঁকায় পড়েছে ? (৬৩) আর তুমি যদি এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আসমান থেকে কে পানি বর্ষণ করেছেন এবং এর সাহায্যে মৃত পড়ে থাকা জমিনকে জীবন্ত করে তুলেছেন ? তবে এরা নিশ্চয়ই বলবে ঃ আল্লাহ! বলো সব প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য; কিন্তু অনেক লোকই তা বুঝে না। (সূরা আনকাবুত)

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ج لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١) هُوَ
الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ج وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (٣) يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا
تُعْلِنُوْنَ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (٤) (التغابن)

(১) আল্লাহ্‌র তসবীহ্ করেছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশ-জগতে রয়েছে এবং এমন প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীর বুকে রয়েছে। বাদশাহী তাঁরই এবং তারীফ-প্রশংসাও তাঁরই জন্য। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী। (২) তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। আর আল্লাহ সেই সব কিছুই দেখেন যা তোমরা করে থাকো। (৩) তিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের আকার-আকৃতি বানিয়েছেন এবং অতীব উত্তম রূপ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। (৪) পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের প্রতিটি বিষয় তিনি জনেন। তোমরা যা কিছু গোপন করো আর যা কিছু প্রকাশ করো, তা সবই তিনি জানেন। তিনি মানুষের হৃদয়সমূহের অবস্থাও জানেন।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى (١) الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى (٢) وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى (٣) وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى
(٤) فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى (٥) (الاعلى)

(১) (হে নবী)! তোমার মহান শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নামে তসবীহ্ করো। (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। (৩) যিনি তকদীর নির্দিষ্ট করেছেন। তারপর পথ দেখিয়েছেন। (৪) যিনি উদ্ভিদ উৎপাদন করেছেন। (৫) তারপর সেগুলোকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন। (সূরা 'আলা)

حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ مَخْلَدٍ قَالَ ا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَايَعْلَمُهَا اِلَّااللّٰهُ. لَايَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ اِلَّا اللّٰهُ.

وَلَايَعْلَمُ مَافِىْ غَدِ اللّٰهُ، وَلَايَعْلَمُ مَتٰى يَأْتِىْ الْمَطَرُ اَحَدَ اِلَّااللّٰهُ وَلَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ
تَمُوْتُ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا اللّٰهُ - (بخارى، مسلم)

ইবনে উমর (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ গায়েবের কুঞ্জি পাঁচটি যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। (১) মাতৃজঠরে কি গুপ্ত রয়েছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ, (২) আগামীকাল কি সংঘটিত হবে তাও জানেন একমাত্র আল্লাহ, (৩) বৃষ্টিপাত কখন হবে তাও একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানেনা, (৪) কে কোন ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। (৫) আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানেনা, কিয়ামত কখন হবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتّٰى يُقَالُ هٰذَا خَلَقَ اللّٰهُ
الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهُ ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه -

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ মানুষ নানা বিষয়ে পরস্পর আলোচনা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে বলে বসে আল্লাহ তা গোটা সৃষ্টি জগত সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্কে সৃষ্টি করেছে ? কেউ যখন এরূপ প্রশ্ন অনুভব করবে, তখনই সে যেনো বলে ওঠে, আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি, আর তাঁর রাসূলদের প্রতিও। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ اِنِّى عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ
عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَكَتَبَ فِىْ الذِّكْرِ كُلِّ شَىْءٍ -

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিবি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম .... তিনি বলেন, সর্বপ্রথম শুধু আল্লাহ ছিলেন, আর কিছু ছিলনা। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর স্থাপিত। অতঃপর তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন এবং লওহে মাহফুযে সব কিছু লিখে রাখলেন .. । (বুখারী)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عُمْرٍ وَعَنْ جِلْبِرِبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ
الْاٰيَةُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ فَقَالَ
ﷺ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ قَالَ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، فَقَالَ النَّبِىُّ٣٢اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْ جُلِكُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ
ﷺ هٰذَا اَلْيَسَرُ -

কুতায়বা ইবনে সাঈদ (রহ) ... জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আয়াতটি যখন নাযিল হলো ঃ "হে নবী আপনি বলেদিন তোমাদের উর্ধ্বদেশ থেকে তোমাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করতে তিনিই সক্ষম (৬ ঃ ৬৫) নবী করীম (স) বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার সত্তার সাহায্যে পানা চাচ্ছি। আল্লাহ তখন বললেন ঃ কিংবা তোমাদের পদতল থেকে, তখন নবী (স) বললেন, আমি আপনার সত্তার সাহায্যে পানা চাচ্ছি। আল্লাহ বললেন, তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে। তখন নবী করীম (স) বললেন ঃ এটি তুলনামলক সহজ। (বুখারী)

## ২. আল্লাহ্ তাঁর এককত্ব

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۙ سُبْحَانَهُ ۖ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ (١١٦) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (١١٧) وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (١٦٣) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٦٥) اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ...... (٢٥٥) - (البقرة)

(১১৬) তারা বলে, আল্লাহ্ কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন। মূলত এ কথার পঙ্কিলতা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র জিনিসই আল্লাহ্র মালিকানাধীন, সবই তাঁর আদেশানুগত। (১১৭) তিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যা কিছুরই সিদ্ধান্ত করেন, এর জন্য শুধু বলেন, 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়। (১৬৩) তোমাদের ইলাহ্ এক ও একক, সেই মেহেরবান ও দয়ালু ভিন্ন (বিশ্বভুবনে) আর কোনো ইলাহ নেই। (১৬৫) কিন্তু (আল্লাহর একত্ব প্রমাণকারী এসব সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও) কিছু লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অপর (শক্তি)কে আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্যরূপে গ্রহণ করে এবং তাকে ঠিক এরূপে ভালোবাসে যেরূপ ভালোবাসা উচিত একমাত্র আল্লাহকে। অথচ প্রকৃত ঈমানদার লোকগণ আল্লাহ্কে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে। কঠিন শাস্তিকে সম্মুখে দেখে যা কিছু অনুধাবন করবে, এ জালিমগণ তা যদি আজই অনুভব করতে পারত যে, সমগ্র শক্তি ও সকল প্রকার ক্ষমতা ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই করায়ত্ত এবং শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ অত্যন্ত কঠোর। (২৫৫) আল্লাহ্ সে চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্বচরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ....।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (٢) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٥) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨) - (ال عمران)

(২) আল্লাহ সে চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি বিশ্ব লোকের শৃঙ্খলা-গ্রন্থি দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে আছেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। (৫) আকাশ ও পৃথিবীর কোনো জিনিসই আল্লাহর কাছে গোপন নেই। (৬) তিনিই তো তোমাদের মায়েদের গর্ভে তোমাদের আকার-আকৃতি নিজের ইচ্ছামত বানিয়ে থাকেন। বাস্তবিকই এই প্রবল পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। (১৮) আল্লাহ নিজেই এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানবান লোকেরাও সততা ও ইনসাফের সাথে এই সাক্ষ্যই দিতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময় সত্তা ছাড়া আর কেউ মা'বুদ হতে পারে না। (সূরা আলে-ইমরান)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

(٤٨) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٤٩) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

(١١٦) -(النساء)

(৪৮) আল্লাহ্ কেবল শির্কের গুনাহ-ই মাফ করে দেন না। তা ব্যতীত আর যত গুনাহ্ আছে, তা— যার জন্য ইচ্ছা— মাফ করে দেন। যে লোক আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকেও শরীক করল, সে তো বড় মিথ্যা রচনা করল এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করল। (৪৯) তুমি সে লোকদেরও দেখেছ, যারা নিজেদের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির খুব গর্ব করে থাকে। অথচ প্রকৃত পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি তো আল্লাহ্ যাকে চান, দান করেন এবং (যারা এই পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি পায় না, প্রকৃতপক্ষে) তাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ জুলুম করা হয় না। (১১৬) আল্লাহ্র কাছে কেবল শিরকই ক্ষমা পেতে পারে না; এতদ্ব্যতীত অন্য সব পাপই মার্জনা লাভ করতে পারে, যাকে তিনি ক্ষমা করতে ইচ্ছা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে কাউকেও শরীক করল, সে তো গোমরাহীর পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। (সূরা নিসা)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ (٧٢) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٧٤) مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ .... (٧٥) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٧٦) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ (٧٧). (المائدة)

(১৭) নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে ঃ মরিয়ম-পুত্র মসীহ্ খোদা। (হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো যে, আল্লাহ যদি মরিয়ম-পুত্র মসীহ্কে এবং তার মা ও সমস্ত পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করতে চান তবে তাঁর এই ইচ্ছা থেকে তাঁকে বিরত রাখার মতো শক্তি কার আছে ? আল্লাহ তো আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিসেরই মালিক; তিনি যা কিছু চান, তাই পয়দা করেন। তাঁর শক্তি প্রতিটি জিনিসেরই ওপর পরিব্যাপ্ত রয়েছে। (৭২) নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। অথচ মসীহ তো বলেছিল— "হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহ্র বন্দেগী করো, যিনি আমারও সৃষ্টিকর্তা-প্রভু

তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রভু।" বস্তুত যে লোক আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকেও শরীক করেছে, আল্লাহ্‌ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এসব জালিমের কেউ সাহায্যকারী নেই। (৭৩) নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে ঃ আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্‌ নেই। এই লোকেরা যদি তাদের এসব কথা হতে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদান করা হবে। (৭৪) তারা কি আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করবে না, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে না ? বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু। (৭৫) মরিয়ম পুত্র মসীহ কিছুই ছিল না— একজন রাসূল ছাড়া। তার পূর্বে আরও অনেক রাসূলই অতীত হয়ে গেছে। তার মাতা এক পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ মহিলা ছিল। তারা দুজনই খাদ্য গ্রহণ করত ...... (৭৬) তাদেরকে বলো, "তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সে জিনিসের ইবাদত ও পূজা-উপাসনা করো, যা তোমাদের না কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোনো উপকার করার ?" অথচ সবকিছু শুনবার ও সবকিছু জানবার ক্ষমতাশালী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। (৭৭) বলো, হে আহলি কিতাব! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং সে লোকদের খোশ-খেয়াল ও কল্পনার অনুসরণ করো না যারা তোমাদের পূর্বে গুমরাহ হয়ে গেছে ও অনেক লোককে গুমরাহ করেছে এবং 'সাওয়া উস্-সাবিল' থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (٢١) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٢٢) ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٣) انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٤) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (٥٦) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۚ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۚ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٨٠) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٩٤) وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠٠) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠١) ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٠٢) لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٠٣) اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦) سَيَقُولُ

الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ، كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَأْسَنَا ، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ، اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ (١٤٨)- (الانعام)

(২১) তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হবে, যে আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ? এরূপ জালিম লোক কখনোই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে না। (২২) যেদিন আমি এই সবকেই একত্রিত করব এবং মুশরিকদের কাছে জিজ্ঞেস করব ঃ তোমাদের নির্দিষ্ট করা সে শরীকগণ এখন কোথায়, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক বলে মনে করতে ? (২৩) তখন তারা এই (মিথ্যা বিবৃতি দেয়া) ছাড়া আর কোনো ফিতনার সৃষ্টি করতে পারবে না যে, হে আমাদের মনিব মালিক! তোমার কসম করে বলি, আমরা কখনোই মুশরিক ছিলাম না। (২৪) দেখো, তখন তারা নিজেদের সম্পর্কে কি রকম মিথ্যা কথা রচনা করে নেবে। সেখানে তাদের সকল কৃত্রিম মা'বুদ হারিয়ে যাবে। (৫৬) (হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো, তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আর যাদেরই পূজা-উপাসনা করো, তাদের দাসত্ব করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলোঃ আমি তোমাদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করব না। এরূপ করলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব, সৎপথের পথিক এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের সাথে শামিল থাকতে পারব না। (৮০) তার জাতি তার সাথে ঝগড়া শুরু করলে সে তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর আমি তোমাদের বানানো শরীকদেরকে ভয় করি না। তবে আমার রব্ব্ যদি কিছু চান, তবে অবশ্যই তা হতে পারে। আমার রব্ব্-এর জ্ঞান সকল জিনিস সম্পর্কে ব্যাপক। এখন তোমাদের কি আদৌ হুঁশ হবে না? (৮১) তোমাদের বানানো শরীকদের আমি কি করে ভয় করতে পারি, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন সব জিনিসকে শরীক বানাতে ভয় করো না, যাদের সম্পর্কে তিনি তোমাদের কাছে কোনো সনদ নাযিল করেননি ? আমাদের দুই পক্ষের মধ্যে কে অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী ? বলো, যদি তোমাদের কোনো কিছু জানা থাকে। (৯৪) (এবং আল্লাহ বলবেন), নাও, এখন তোমরা ঠিক তেমনিভাবে একাকীই আমাদের সম্মুখে হাযির হয়েছ, যেমন আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার একাকী সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে আমরা দুনিয়ায় যা কিছু দিয়েছিলাম, তা সবই তোমরা পিছনে রেখে এসেছ। এখন আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের সেসব পরামর্শদাতাগণকেও তো দেখি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করছিলে যে, তোমাদের কার্যোদ্ধারের ব্যাপারে তাদেরও অংশ রয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা কিছু ধারণা করতে, তা সবই আজ তোমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। (১০০) এ সত্ত্বেও লোকেরা জ্বিনদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক বানিয়ে নিল; অথচ তিনিই (আল্লাহই) তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর না জেনে না বুঝে তারা তাঁর (আল্লাহ্‌র) জন্য পুত্র-কন্যা রচনা করে; অথচ তিনি তাদের এসব কথা থেকে পবিত্র ও মহান। (১০১) তিনি আসমান ও জমিনের অস্তিত্বদানকারী, তাঁর সন্তান হতে পারে কিরূপে যখন তাঁর জীবন-সঙ্গীনীই কেউ নেই। তিনিই তো প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে তিনিই জ্ঞানবান। (১০২) এ-ই হচ্ছেন আল্লাহ— তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু— তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই, সকল জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা। অতএব তোমরা তাঁরই দাসত্ব কবুল করো,

তিনিই সব জিনিসের ওপর দায়িত্বশীল। (১০৩) দৃষ্টিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ত করেন। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। (১০৬) (হে মুহাম্মদ!) তোমার প্রতি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে যে অহী নাযিল হয়েছে, তুমি এরই অনুসরণ করে চলো। কেননা, সে এক রব্ব ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং এই মুশরিকদের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। (১৪৮) এই মুশরিক (লোকেরা তোমার এসব কথার জবাবে) অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তাহলে না আমরা শিরক করতাম, না করত আমাদের বাপ-দাদারা। আর না আমরা কোনো জিনিসকে হারাম করে নিতাম। বস্তুত এ ধরনের কথা বলেই এদের পূর্বেকার লোকেরাও সত্যকে মিথ্যা নিরূপণ করেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমাদের দেয়া আযাবের স্বাদ তারা গ্রহণ করেছিল। এদেরকে বলোঃ তোমাদের কাছে কোনো প্রকৃত জ্ঞান আছে কি যা আমাদের সম্মুখে পেশ করতে পারো?......আসলে তোমরা তো শুধু ধারণা-অনুমানের ওপর (নির্ভর করে) চলছ আর শুধু ভিত্তিহীন ধারণা রচনা করেই চলছ। (সূরা আন'আম)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا –

হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ। মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এ বছরের পর তারা যেন 'মসজিদে হারামে'র কাছেও না আসতে পারে ....। (সূরা তওবা ঃ ২৮)

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (١٨) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ج فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ (٢٨) فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ (٢٩) هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (٣٠) قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ج فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ (٣١) فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ج فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ (٣٢) كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٣٣) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ (٣٤) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ ط قُلِ اللّٰهُ يَهْدِىْ لِلْحَقِّ ط اَفَمَنْ يَّهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّىْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ج فَمَا لَكُمْ قف كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ (٣٥) وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ط اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (٣٦) اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ ط وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ

وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ (٦٦) قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ، هُوَ الْغَنِيُّ ، لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ، اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ، اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٦٨) قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ (٦٩) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ (٧٠)- (يونس)

(১৮) এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব জিনিসের পূজা-উপাসনা-দাসত্ব করে, যা না তাদের ক্ষতি-লোকসান করতে পারে, না কোনো উপকার। তারা বলে যে, "এরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী।" হে মুহাম্মদ! এদের বলো, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন সব খবর দিচ্ছ, যা তিনি না আসমানে জানেন, না জমিনে। মহান পবিত্র তিনি। তিনি এই শিরক হতে বহু উর্ধ্বে, যা এ লোকেরা করে। (২৮) যেদিন আমরা এই সকলকে একত্রে (আমার বিচারালয়ে) উপস্থিত করব, তখন যারা দুনিয়ায় শিরক করেছে তাদেরকে আমরা বলবঃ থামো, তোমরা ও তোমাদের বানানো শরীক মা'বুদেরা সকলেই। অতঃপর আমরা তাদের পারস্পরিক অপরিচিতির আবরণ তুলে ফেলব। তখন তাদের শরীক মা'বুদেরা বলবে ঃ "তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না। (২৯) আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (তোমরা আমাদের ইবাদত করতে থাকলেও) আমরা তোমাদের এই ইবাদত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম"। (৩০) তখন প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মেকর স্বাদ গ্রহণ করবে। সকলেই তাদের প্রকৃত মালিকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং তাদের রচিত সমস্ত মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। (৩১) তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, আসমান ও জমিন থেকে তোমাদেরকে কে রিযিক দান করে ? এই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কার ইখতিয়ারাধীন ? নিষ্প্রাণ ও নির্জীব থেকে কে সজীব ও জীবন্তকে বের করে ? এই বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনা কে পরিচালনা করছে ? তারা জবাবে অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ। বলো ঃ তাহলে (এই মহাসত্যের বিপরীত আচরণ থেকে) তোমরা কেন বিরত থাকো না ? (৩২) তাহলে এই আল্লাহই তো তোমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। তাহলে মহাসত্যের পর সুস্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া আর কিইবা অবশিষ্ট থাকে ? অতঃপর তোমাদেরকে কোথায় কোনদিকে ঘুরিয়ে নেয়া হচ্ছে। (৩৩) (হে নবী! দেখো), এরূপ নাফরমানীর নীতি অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে তোমাদের আল্লাহ্‌র বাণীই সত্য প্রমাণিত হলো যে, তারা মোটেই ঈমান আনবে না— মেনে নেবে না। (৩৪) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমনও কি কেউ আছে, যে সৃষ্টির সূচনাও করে, এর পুনরাবর্তনও করে ? —বলো, তিনি কেবল আল্লাহ্‌ই যিনি সৃষ্টির সূচনাও করেন, এর পুনরাবর্তনও। তৎসত্ত্বেও তোমরা উল্টা পথে পরিচালিত হচ্ছ। (৩৫) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমনও কি কেউ আছে, যে মহাসত্যের দিকে পথ দেখায় ? বলো, কেবল আল্লাহ্‌ই এমন, যিনি মহান সত্যের দিকে পথ দেখান। তাহলে এখন বলো ঃ মহান সত্যের দিকে যিনি পথ দেখান তিনিই কি বেশি অধিকারী নন যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে ? না সে, যে নিজে কোনো পথ দেখাতে পারে না, বরং তাকেই পথ দেখাতে হয়। তোমাদের হলো কি ? কেমন করে তোমরা উল্টা রায় দিচ্ছ ? (৩৬) প্রকৃত কথা এই যে, তাদের অনেক লোকই শুধুমাত্র ধারণা-অনুমানের পিছনে ছুটে চলছে। অথচ ধারণা-অনুমান প্রকৃত সত্য জ্ঞান লাভের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পুরা করতে পারে না।

এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। (৬৬) জেনে রাখো! আসমানের বাসিন্দা হোক কি জমিনের, সকলে ও সবকিছুই আল্লাহ্র মালিকানাভুক্ত। যারা আল্লাহ্কে ছাড়া নিজেদের মনগড়া শরীকদেরকে ডাকে, তারা নিছক ধারণা ও অনুমানের অনুসারী আর শুধু কল্পনাই তারা করে। (৬৮) লোকেরা বলে, আল্লাহ একজনকে পুত্র বানিয়ে নিয়েছেন। মহান পবিত্র আল্লাহ! তিনি তো মুখাপেক্ষীহীন। আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, সবকিছু তাঁরই মালিকানা। তোমাদের নিকট এ কথার কি প্রমাণ আছে ? আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা এমন সব কথা বলো যা তোমাদের জানা নেই ? (৬৯) (হে মুহাম্মদ!) বলে দাও; যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ভিত্তিহীন কথা আরোপ করে, তারা কখনোই কল্যাণ পেতে পারে না। (৭০) দুনিয়ায় কয়েক দিনের জীবনের মজা ভোগ করো। পরে আমাদের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন আমরা তাদের করা এই কুফরীর বদলায় তাদেরকে কঠিন আযাবের স্বাদ ভোগ করাব।

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) لَّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ (٣٤) ... أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (١٦)- (الرعد)

(৩৩) তবে কি যিনি প্রতিটি প্রাণীরই উপার্জনের ওপর দৃষ্টি রাখেন, (তার মুকাবিলায় এ ধরনের দুঃসাহস করা হচ্ছে যে,) লোকেরা তাঁর কিছু শরীক নির্দিষ্ট করে রেখেছে ? (হে নবী।) এদেরকে বলো ঃ (তারা যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্র বানানো শরীক হয়ে থাকে, তবে) তাদের নাম করো, দেখি তারা কারা ? তোমরা কি আল্লাহকে এক নতুন কথার সংবাদ দিচ্ছ, যার অস্তিত্ব তিনি নিজের জমিনে আছে বলে জানেন না ? কিংবা তোমরা কেবল মুখে যা আসে তা-ই বলে ফেলছ ? প্রকৃত কথা এই যে, যেসব লোক সত্যের দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য তাদের কুট-কৌশল সমূহকে আকর্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে আর তাদেরকে সত্যের পথ থেকে নিবৃত্ত করে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ যাকে গুমাহীতে নিক্ষেপ করেন, তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই। (৩৪) এ ধরনের লোকদের জন্য দুনিয়ার জীবনেই আযাব রয়েছে আর পরকালীন আযাব তো এ চেয়েও কঠিন ও কঠোর। তাদেরকে আল্লাহ্র (আযাব) থেকে রক্ষা করবে এমন কেউ নেই। (১৬) .... .... তা যদি না-ই হয়, তবে এদের নির্দিষ্ট শরীকরাও কি আল্লাহ্র মতোই কিছু সৃষ্টি করেছে যে, সে কারণে এদেরও সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে বলে সন্দেহ হয়েছে ? —বলো ঃ প্রতিটি জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ। তিনি একক ও সর্বজয়ী। (সূরা রা'আদ)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٣٥) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ .... (٣٦) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا

يَشْتَهُوْنَ (৫৭) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۚ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ (٦٢) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ (٧٢) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ (٧٣)- (النحل)

(৩৫) এই মুশরিকরা বলে ঃ "আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে আমরা এবং আমাদের বাপ-দাদারা তাঁর ব্যতীত অপর কারো ইবাদত করতাম না আর তাঁর হুকুম ছাড়া কোনো জিনিসকে হারামও গণ্য করতাম না"। এ রকমের বাহানা এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও বানিয়েছিল। তাহলে কি নবী-রাসূলগণের ওপর স্পষ্ট কথা পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়াও আর কোনো দায়িত্ব আছে ? (৩৬) আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। আর তার মাধ্যমে সকলকে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র বন্দেগী করো এবং তাগুতের বন্দেগী থেকে দূরে থাকো ....। (৫৭) এরা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে। সুবহানাল্লাহ! —তিনি তো পবিত্র ও মহান; আর এরা নিজেদের জন্য তাই নির্ধারণ করে, যা নিজেরা চায়। (৬২) আজ এ লোকেরা আল্লাহ্‌র জন্য এমন সব জিনিসের প্রস্তাবনা করছে, যাকে তারা নিজেদের জন্য অপছন্দ করে। আর মিথ্যা বলে তাদের জিহ্বা যে, তাদের জন্য কেবল ভালোই নির্দিষ্ট। আসলে তাদের জন্য একটি জিনিসই রয়েছে আর তা হচ্ছে দোযখের আগুন। অবশ্যই তাদেরকে সকলের পূর্বে তাতে পৌঁছানো হবে। (৭২) আর তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের স্বশ্রেণী থেকে স্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন এবং এই স্ত্রীদের মাধ্যমেই তোমাদেরকে পুত্র-পৌত্র দান করেছেন আর উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি তোমাদেরকে খাওয়ার জন্য দিয়েছেন। অনন্তর এই লোকেরা (এসব দেখে এবং বুঝতে পেরেও) কি বাতিলকে মানছে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে অস্বীকার করছে। (৭৩) আর আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে তাদের পূজা করছে, যাদের হাতে না আসমান থেকে তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়, না জমিন থেকে আর না এই কাজ তারা করতে সমর্থ হতে পারে। (সূরা নহল)

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا (٢٢)..... وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا (٣٩) اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۚ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا (٤٠) قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا (٤٢) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا (٤٣) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا (٤٤) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا (١١١)

(২২) তুমি আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো মা'বুদ বানিয়ো না। অন্যথায় তিরস্কৃত ও সহায়-সাহায্যকারীহীন হয়ে পড়ে থাকবে। (৩৯) ...... আর লক্ষ্য করো, আল্লাহ্‌র সাথে অপর কাউকেও মা'বুদ বানিয়ে বসো না। অন্যথায় তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে— তিরস্কৃত

ও সব কল্যাণ হতে বঞ্চিত অবস্থায়। (৪০) —এ কি রকম আশ্চর্যের কথা, তোমাদের রব্ব তো তোমাদেরকে পুত্র সন্তান দান করে ধন্য করেছেন আর স্বয়ং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যা বানিয়ে নিয়েছেন ? একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা যা তোমরা মুখে উচ্চারণ করছ। (৪২) হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো, আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য ইলাহও যদি থাকত— যেমন এই লোকেরা বলে— তাহলে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছে যেতে অবশ্যই চেষ্টা করত। (৪৩) তিনি পবিত্র, এবং অনেক উচ্চতর ও শ্রেয়তর সে সব কথা হতে, যা এই লোকেরা বলছে। (৪৪) তাঁর পবিত্রতা তো সাত আসমান ও জমিন আর সে সমস্ত জিনিসই বর্ণনা করে যা আসমান ও জমিনের মাঝে রয়েছে। কোনো জিনিসই এমন নেই, যা তাঁর প্রশংসা করার সাথে সাথে তাঁর তসবীহ করছে না; কিন্তু তোমরা ঐসবের তসবীহ অনুধাবন করছ না। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ধৈর্যশীল, অতীব ক্ষমাশীল। (১১১) আর বলো ঃ প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র, যিনি না কাউকেও পুত্র বানিয়েছেন, না বাদশাহীর ব্যাপারে তাঁর কেউ শরীক রয়েছে। আর না তিনি দুর্বল ও অক্ষম যে, কেউ তাঁর পৃষ্ঠপোষক হবে। আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো— পূর্ণ মাত্রার শ্রেষ্ঠত্ব। (সূরা বনী ইসরাঈল)

مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ ؕ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (٣٥) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا (٨٩) تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا (٩١) - (مريم)

(৩৫) আল্লাহ কাউকেও নিজের পুত্র বানাবার কাজ করেন না। তিনি পাক ও পবিত্র সত্তা। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন বলেন ঃ হও, আর অমনি তা হয়ে যায়। (৮৮) তারা বলে ঃ রহমান কাউকে পুত্র বানিয়েছেন। (৮৯) এটি অতি সাংঘাতিক বেহুদা কথা, যা তোমরা রচনা করে নিয়েছ। (৯০) অসম্ভব নয় যে, আসমান ফেটে পড়বে —জমিন বিদীর্ণ হয়ে যাবে আর পাহাড়-পর্বত ধুলিস্মাৎ হবে। (৯১) —এই কারণে যে, লোকেরা রহমানের সন্তান হওয়ার দাবি করেছে! (সূরা মারইয়াম)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ (٢٦) لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ (٢٨) وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ (٢٩) ...... وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ (١٨) وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ (١٩) يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ (٢٠) اَمِ اتَّخَذُوْۤا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ (٢١) لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ (٢٢) لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ (٢٣) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ ۚ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٢٤) وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ (٢٥)- (الانبياء)

(২৬) এরা বলে ঃ "রহমান দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছে।" সুবহান আল্লাহ! তারা (ফেরেশতারা) তো বান্দাহ মাত্র; তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। (২৭) তাঁর সম্মুখে তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলে না: ব্যস, শুধু তাঁরই হুকুম মতো কাজ করে যায়। (২৮) যাকিছু তাদের সম্মুখে আছে তাও তিনি জানেন আর যাকিছু তাদের অজ্ঞাত, সে বিষয়েও তিনি অবহিত। তারা কারো পক্ষে সুপারিশ করে না, শুধু তাদের জন্য করে যার পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ সম্মত আর তাঁরা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। (২৯) তাদের মধ্য থেকে যদি কেউ বলে বসে যে, আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ, তাকে আমরা জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমাদের কাছে জালিমদের কর্মের প্রতিফল এ-ই। (১৮) ...... আর তোমাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত সে সব কারণে, যা তোমরা রচনা করছ। (১৯) জমিন ও আসমানে যে যে মাখলুকই আছে, তা সবই তাঁরই। আর যেসব (ফেরেশতা) তার কাছে রয়েছে তারা না নিজদেরকে বড় মনে করে তাঁর বন্দেগী করতে অলসতা করে আর না পরিশ্রান্ত হয়; (২০) তারা রাত দিন তাঁরই তাসবীহ করতে ব্যস্ত থাকে এবং একবিন্দুও ক্লান্ত হয় না। (২১) তাদের মৃত্তিকা-নির্মিত উপাস্য কি এমন যে, (নির্জীব-নিষ্প্রাণকে প্রাণ ও জীবন দিয়ে) চলমান করে দিতে পারে ? (২২) যদি আসমান ও জমিনে এক আল্লাহ ছাড়া আরো ইলাহ হতো, তাহলে (জমিন ও আসমান) উভয়েরই শৃংখলা-ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়ে যেত। অতএব এ লোকেরা যেসব কথা বলে বেড়ায় আরশের মালিক আল্লাহ্ সে সব থেকে পাক ও পবিত্র। (২৩) তিনি নিজের কাজের ব্যাপারে (কারো কাছে) দায়ী নন; বরং তারা সবাই দায়ী। (২৪) তারা কি তাঁকে (এই আল্লাহ্কে) ত্যাগ করে অন্য 'ইলাহ' বানিয়ে নিয়েছে ? (হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো ঃ "পেশ করো তোমাদের দলীল-প্রমাণ। এ কিতাব উপস্থিত, যাতে আমার সমকালীন লোকদের জন্য নসীহত রয়েছে। আর সে কিতাবসমূহও উপস্থিত, যাতে আমার পূর্ববর্তীকালের লোকদের জন্য নসীহত ছিল।" কিন্তু এদের অনেক লোকই প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অজ্ঞ। এ জন্য তারা বিমুখ হয়ে রয়েছে। (২৫) আমরা তোমার পূর্বে যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাকে এই ওহীই দিয়েছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই; অতএব তোমরা আমারই দাসত্ব করো। (সূরা আম্বিয়া)

...... فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ....... (٣٤) حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ، وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ (٣١) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ ، وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ - (٧١) - (الحج)

(৩৪) ...... অতএব তোমাদের ইলাহও সে এক আল্লাহ্ই, তোমরা তাঁরই অনুগত ও আদেশ পালনকারী হও। ...... (৩১) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র বান্দাহ হয়ে যাও; তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করো না। যে কেউ আল্লাহ্র সাথে শিরক করে, সে যেন আসমান থেকে পড়ে গেল। এখন তাকে হয় পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে কিংবা বাতাস তাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবে, যেখানে সে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যাবে। (৭১) এ লোকেরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে সে সবের ইবাদত করে, যাদের অনুকূলে না তিনি কোনো সনদ নাযিল করেছেন আর না তারা নিজেরা সে সবের বিষয়ে কোনো জ্ঞান রাখে। এই জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ، سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ (٩١) عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٩٢)- (المؤمنون)

(৯১) আল্লাহ্ কাউকেও নিজের সন্তান বানাননি আর তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহ শরীকও নেই। যদি থাকত, তাহলে প্রত্যেক ইলাহই নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং অতপর একজন অন্যজনের ওপর চড়াও হয়ে বসত। এ লোকেরা যেসব মনগড়াভাবে বলে মহান আল্লাহ সেসব কথা থেকে পবিত্র। (৯২) প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছু তিনিই জানেন। তিনি সে শিরক-এরও উর্ধ্বে, এ লোকেরা যার প্রস্তাবনা করছে। (সূরা মুমিনুন)

قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَاۤءَ كَلَّا ، بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - (سبا: ٢٧)

তাদেরকে বলো ঃ "আমাকে একটু দেখাও দেখি তোমরা কোন সব সত্তাকে তাঁর সাথে শরীক বানিয়ে নিয়েছ ?" কক্ষনোই নয়, প্রবল পরাক্রমশালী ও জ্ঞানবান তো কেবল সে এক আল্লাহ্-ই। (সূরা সাবা ঃ ২৭)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا (١) إِلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا (٢)- (الفرقان)

(১) অতীব বরকতময় সে সত্তা, যিনি এ ফুরকান নিজের বান্দাহর ওপর নাযিল করেছেন যেন তা সারা বিশ্ববাসীর জন্য ভয় প্রদর্শক হয়, (২) যিনি জমিন ও আসমানের বাদশাহীর মালিক, যিনি কাউকেও পুত্র বানিয়ে নেননি, যাঁর সাথে বাদশাহীতে কেউ শরীক নেই, যিনি সমস্ত জিনিসই পয়দা করেছেন এবং তারপর তার একটি তকদীর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ، ءٰۤاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٥٩) اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً ج فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَاۤئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ج مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ط ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ، بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ (٦٠) اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَاۤ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ، ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ، بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٦١) اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْۤءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاۤءَ الْاَرْضِ ، ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ، قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (٦٢) اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ، ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ، تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٦٣) اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ ، ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ، قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٦٤) قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ (٦٥)- (النمل)

(৫৯) (হে নবী!) বলো ঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং সালাম তাঁর সে বান্দাদের প্রতি, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। (তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ঃ) আল্লাহ ভালো, না সে সব মা'বুদ (উপাস্য) ভালো, যাদেরকে এ লোকেরা তাঁর শরীক বানাচ্ছে। (৬০) কে তিনি, যিনি আসমান ও জমিনকে পয়দা করেছেন এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তারপর এর সাহায্যে শ্যামল শোভামণ্ডিত বাগ-বাগিচা রচনা করেছেন— যার

গাছ-পালাগুলো উৎপন্ন করা তোমাদের সাধ্য ছিল না ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহও (এসব কাজের শরীক) আছে কি? (নেই), বরং এ লোকেরা সত্য সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে। (৬১) তিনিই বা কে, যিনি জমিনকে স্থিতি ও বসবাসের জায়গা বানিয়েছেন, এর বুকে নদ-নদী প্রবহমান করেছেন এবং তাতে (পাহাড়-পর্বতের) স্তম্ভ গেড়ে দিয়েছেন এবং পানির দু'টি ধারার মধ্যখানে আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েছেন ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহ (এসব কাজে শরীক) আছে কি ? (নেই), বরং এদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ-মূর্খ। (৬২) কে তিনি, যিনি ব্যাকুল ও অস্থির ব্যক্তির দো'আ শোনেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে তার কষ্ট দূর করেন ? আর (কে তিনি, যিনি) তোমাদেরকে খলীফা নিয়োগ করেন ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহ (এ কাজের কর্তা) আছে কি ? তোমরা খুব সামান্যই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। (৬৩) আর কে তিনি, যিনি স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান ? আর কে স্বীয় রহমতের পূর্বে বায়ুর প্রবাহ পাঠান সুসংবাদ রূপে ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহ আছে কি (যে এ কাজ করে) ? এরা যে শির্‌ক করে, তা হতে আল্লাহ্ অনেক ঊর্ধ্বে। (৬৪) কে তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তারপর এরই পুনরাবৃত্তি ঘটান ? আর কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযিক দান করেন ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহও কি (এসব কাজে অংশীদার) আছে ? বলো ঃ উপস্থিত করো তোমাদের দলীল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (৬৫) এদেরকে বলো ঃ আসমান ও জমিনে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই গায়েবের জ্ঞান রাখে না আর তারা কবে পুনরুত্থিত হবে, তাও তাদের জানা নেই। (সূরা নমল)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٦٢) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (٦٣) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (٦٤) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (٦٦) فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (٦٧) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٨) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (٦٩) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٧٠) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٢) وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٣) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (٧٤) وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

(٨٥) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٨٨) – (القصص)

(৬২) আর (এ লোকেরা যেন) সে দিনটিকে (ভুলে না যায়), যে দিন তিনি এ লোকদেরকে ডাকবেন ও জিজ্ঞেস করবে ঃ "কোথায় সে সব 'সত্তা' যাদেরকে আমার 'শরীক' বলে তোমরা ধারণা করতে। (৬৩) এ কথাটি যাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে তারা বলবে ঃ "হে আমাদের রব্ব! আমরা নিঃসন্দেহে এই লোকদেরকেই গুমরাহ করেছিলাম। এদেরকে আমরা সেভাবেই গুমরাহ করেছিলাম যেভাবে আমরা নিজেরা গুমরাহ হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে নিজেদের নিঃসম্পর্কতার কথা প্রকাশ করছি। এরা তো আমাদের বন্দেগীই করত না।" (৬৪) অতপর তাদেরকে বলা হবে ঃ "এবার ডাকো তোমাদের বানানো শরীকদেরকে। এরা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা কোনো জবাব দেবে না এবং এরা আযাব দেখে নেবে। হায়, এরা যদি হেদায়েত গ্রহণকারী হতো! (৬৫) এরা (যেন) সে দিনটির কথা (ভুলে না যায়) যেদিন তিনি এদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করব ঃ "যে রাসূলগণকে পাঠানো হয়েছিল, তাদেরকে তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে ?" (৬৬) সেদিন এদের কোনো জবাব থাকবে না এবং একজন অপর একজনকে জিজ্ঞেসও করতে পারবে না। (৬৭) অবশ্য আজ যে তওবা করল ও ঈমান আনল এবং নেক আমল করল, সে-ই কেবল সে দিনকার কল্যাণ লাভকারীদের মধ্যে শামিল হওয়ার আশা করতে পারে। (৬৮) তোমার সৃষ্টিকর্তা-বিধাতা যাকিছু চান পয়দা করেন এবং (তিনি নিজেই নিজের কাজের জন্য যাকে ইচ্ছা) বাছাই করে নেন। এই বাছাই করাটা এ লোকদের কাজ নয়। আল্লাহ পুত-পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে সে শির্‌ক থেকে, যা এ লোকেরা করে। (৬৯) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক জানেন, যা কিছু এ লোকেরা মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে আর যা কিছু এরা প্রকাশ করে। (৭০) তিনিই এক আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদত পাওয়ার অধিকারী নেই। তাঁরই জন্য প্রশংসা দুনিয়ায়ও এবং পরকালেও। শাসন-কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র তাঁরই আর তাঁরই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে আনা হবে। (৭১) (হে নবী!) এ লোকদেরকে বলো ঃ তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছ যে, আল্লাহ যদি রাতকে কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের ওপর দীর্ঘ করে দেন, তাহলে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারবে ? তোমরা কি শুনতে পাও না ? (৭২) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি কেয়ামত পর্যন্ত তোমাদের জন্য দিনকে লম্বা বানিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ রাত এনে দিতে পারবে, যেন তোমরা এর মধ্যে শান্তি লাভ করতে পারো ? তোমরা কি এসব কথা ভেবে দেখো না ? (৭৩) সে আল্লাহ্‌র রহমত ছিল বলেই তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন বানিয়েছেন, যেন তোমরা (রাতে) শান্তি লাভ করতে এবং (দিনের বেলা) আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। হয়তো তোমরা শোকরগুযার হবে। (৭৪) (এ লোকেরা যেন স্মরণ রাখে) সে দিনটির কথা, যখন তিনি এদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করব ঃ "কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে ?" (৭৫) আর আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী বের করে আনব এবং বলব ঃ "এখন পেশ করো তোমাদের দলীল-প্রমাণ। তখন তারা জানতে পারবে যে, প্রকৃত সত্য রয়েছে আল্লাহ্‌রই কাছে। আর তাদের মনগড়া সব মিথ্যাই নিঃশেষে হারিয়ে যাবে। (৮৮) আর আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো

মা'বুদকে ডেকো না। তিনি ছাড়া সত্যিই কেউ মা'বুদ নেই। সব জিনিসই ধ্বংস হবে কেবল তাঁর সত্তা ছাড়া। সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব কেবলমাত্র তাঁরই এবং তোমরা সকলে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে বাধ্য হবে। (সূরা কাসাস)

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ، هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ ، سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - (الروم:٤٠)

(৪০) আল্লাহ্ই তো তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন অতপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই আবার জীবিত করবেন। তোমাদের বানানো শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এ সবের কোনো একটি কাজও করতে পারে? তিনি পুত-পবিত্র আর এরা যে শির্ক করে, তা থেকে তাঁর অবস্থান অনেক উর্ধ্বে।

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥) فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ (١٤٨) فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ (١٤٩) اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ (١٥٠) اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ (١٥١) وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (١٥٢) اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ (١٥٣) مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ (١٥٤) اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (١٥٥) اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ (١٥٦) فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٥٧) وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ (١٥٨) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ (١٥٩) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ (١٦٠) فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ (١٦١) مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ (١٦٢) اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ (١٦٣)- (الصّٰفّٰت)

(৪) তোমাদের প্রকৃত মা'বুদ শুধু একজনই মাত্র (৫) —যিনি আসমান ও জমিনের এবং আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সব জিনিসেরই মালিক এবং সব উদয় স্থলের মালিক। (১৪৮) তারা ঈমান আনল এবং একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদেরকে সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী করে রাখলাম। (১৪৯) অতপর এ লোকদেরকে একটু জিজ্ঞাসাই করো, (এ কথাটা কি তাদের মনঃপূত হয় যে,) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর জন্য তো হবে কন্যাগণ আর এদের জন্য হবে শুধু পুত্র সন্তানগণ! (১৫০) আমরা কি ফেরেশতাদেরকে বাস্তবিকই মেয়ে হিসেবে পয়দা করেছি আর এরা (তা) স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে একথা বলছে? (১৫১-১৫২) ভালোভাবে শুনে রাখো! আসলে এরা নিজেদের মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে! এরা প্রকৃতই মিথ্যাবাদী। (১৫৩) আল্লাহ কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে নিজের জন্য কন্যা সন্তানই পছন্দ করে নিয়েছেন? (১৫৪) তোমাদের কি হয়েছে, কিভাবে তোমরা ফয়সালা করছ? (১৫৫) তোমাদের কি হুঁশ হবে না? (১৫৬) অথবা তোমাদের কাছে কি তোমাদের এসব কথাবার্তার সপক্ষে কোনো সুস্পষ্ট সনদ আছে? (১৫৭) থাকলে পেশ করো তোমাদের সে কিতাব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৫৮) এ লোকেরা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মাঝে আত্মীয় সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছে। অথচ ফেরেশতারা ভালোভাবে জানে যে, এ লোকদেরকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা হবে। (১৫৯) (আর তারা বলে যে,) "আল্লাহ সে সব দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ

মুক্ত ও পবিত্র, (১৬০) যা তাঁর খালেস বান্দাগণ ছাড়া অন্য লোকেরা তাঁর প্রতি আরোপ করে। (১৬১-১৬২) অতএব তোমরা ও তোমাদের এ উপাস্যরা আল্লাহ্ থেকে কাউকেও ফিরিয়ে রাখতে পারবে না (১৬৩) —পারবে কেবল তাকে, যে দোযখের জ্বলন্ত আগুনে জ্বলে ভস্ম হবে। (সূরা সফফাত)

لَوْ أَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۖ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٤) قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِيْ (١٤) فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ۖ قُلْ إِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ أَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ (١٥) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٢٧) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۖ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٢٩) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ (٣١) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهٗ ۚ أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ (٣٢) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ (٣٦) وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ (٣٧) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖ أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (٣٨) أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ (٤٣) قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۖ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٤٤) وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ (٤٥) قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (٤٦) قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ (٦٤) وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٦٥) بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ (٦٦) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٦٧)- (الزمر)

(৪) আল্লাহ যদি কাউকেও পুত্র বানাতে চান, তাহলে নিজের সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিতেন। তিনি তো এ থেকে পবিত্র (যে, কেউ তাঁর পুত্র হবে); তিনি তো আল্লাহ, এক ও একক এবং সকলের ওপর পরাক্রান্ত— বিজয়ী। (১৪) বলে দাও, আমি তো আমার দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য খালেস করে তাঁরই বন্দেগী করব। (১৫) তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদের

বন্দেগী করতে চাও— করতে থাকো। বলো ঃ আসল দেউলিয়া তো সে লোকেরাই, যারা কেয়ামতের দিন নিজদেরকে ও নিজেদের বংশ-পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। শুনে রাখো, এ-ই হছে প্রকাশ্য দেউলিয়াপনা।(২৭) আমরা এ কুরআনে মধ্যে লোকদের জন্য নানা রকম ও প্রকারের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছি, যেন এরা সচেতন হয়।(২৯) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছে। এক ব্যক্তি হলো সে, যার ওপর বেশ কয়েকজন বাঁকা স্বভাবের মনিব ও মালিক রয়েছে, যারা তাকে নিজেদের দিকে টানছে আর অপর ব্যক্তি পুরোপুরি একই মনিবের গোলাম— এ দু'জনের অবস্থা কি একই রকম হতে পারে ? প্রশংসা সবই আল্লাহ্‌র জন্য; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে রয়েছে। (৩০) (হে নবী!) তোমাকেও মরতে হবে আর এ লোকেরাও মরবে। (৩১) শেষ পর্যন্ত কেয়ামতের দিন তোমরা সকলেই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-বিধাতার সমীপে নিজ নিজ মামলা পেশ করবে। (৩২) সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হবে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছে এবং পরম সত্য যখন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে এসেছে তখন সে তাকে অবিশ্বাস করেছে ? এসব কাফেরদের জন্য কি জাহান্নামে কোনো ঠিকানাই নেই ? (৩৬) আমরা যখন লোকদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন তারা তাতে আনন্দে ও গর্বে ফুলে উঠে। আর যখন তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের ওপর কোনো বিপদ ঘনিয়ে আসে, তখন সহসাই তারা নিরাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) আর যাকে তিনি হেদায়েত দেন, তাকে বিভ্রান্ত করারও কেউ নেই। আল্লাহ কি মহা শক্তিশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন ? (৩৮) যদি তুমি এ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, জমিন ও আসমান কে সৃষ্টি করেছে ? তাহলে এরা নিজেরাই বলবে ঃ আল্লাহ। তাদেরকে বলো এ-ই যখন প্রকৃত সত্য, তখন তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহই যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তাহলে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব দেবদেবীকে ডাকছ— তারা কি তাঁর নির্ধারিত ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারবে ? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি কোনো রহমত করতে চান, তবে এরা কি তাঁর সে রহমতকে বন্ধ করতে পারবে ? তাদেরকে শুধু এটুকু বলো, আমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। ভরসাকারী লোকেরা তাঁর ওপরই ভরসা করে থাকে। (৪৩) এহেন আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা কি অন্যদেরকে শাফায়াতকারী বানিয়ে নিয়েছে ? তাদেরকে বলো, তাদের কোনো ক্ষমতা না থাকলেও এবং কিছু না বুঝলেও কি এরা শাফায়াত করবে ? (৪৪) বলো ঃ সমস্ত শাফায়াত তো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারভুক্ত। আকাশমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের বাদশাহীর মালিক তিনিই। তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪৫) যখন এককভাবে আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়, তখন পরকালের প্রতি বেঈমান লোকদের মন ছটফট করতে থাকে। আর যখন তাঁকে ছাড়া অন্যদের উল্লেখ করা হয়, তখন সহসা তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে। (৪৬) বলো; "হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী, তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে সে জিনিসের ফয়সালা করবে, যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতভেদ করছে। (৬৪) (হে নবী!) এ লোকদেরকে বলো ঃ "হে জাহিল লোকেরা! তোমরা কি তবে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো বন্দেগী করার জন্য আমাকে বলছ?" (৬৫) (তাদেরকে এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া প্রয়োজন; কেননা) তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বেকার সমস্ত নবী-রাসূলের প্রতি এ ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি যদি শিরক করো, তাহলে তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে আর তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৬৬) অতএব (হে নবী!) তুমি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই বন্দেগী করো এবং তাঁর শোকর গুযার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে থাকো। (৬৭) আল্লাহ্‌কে যতখানি কদর ও সম্মান করা উচিত এই লোকেরা এর কিছুই

করেনি। (তার অপরিসীম কুদরতের অবস্থা এই যে,) কেয়ামতের দিন গোটা ভূমণ্ডল তাঁর মুষ্ঠির মধ্যে থাকবে এবং আকাশমণ্ডল তাঁর ডান হাতের মধ্যে পেঁচানো অবস্থায় থাকবে। এ লোকেরা যে শির্‌ক করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও অনেক ঊর্ধ্বে। (সূরা যুমার)

...... لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (٣) وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٢٠) ذٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۖ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (١٢) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (١٣) فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (١٤) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٦) - (المؤمن)

(৩) ....... তিনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বুদ নেই, সকলকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। (২০) আল্লাহ নিরাপেক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবেন। আর (এই মুশরিকরা) আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে, এরা তো কোনো কিছুরই ফয়সালা করবে না। বস্তুত আল্লাহ্‌ই সবকিছু শোনেন এবং দেখেন। (১২) (জবাব দেয়া হবে) "এখন তোমরা যে অবস্থায় নিমজ্জিত হয়েছ, এর কারণ এই যে, যখন তোমাদেরকে এক আল্লাহ্‌র দিকেই ডাকা হচ্ছিল, তখন তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করছিলে। আর যখন তার সাথে অন্যদেরকেও যোগ করা হতো, তখন তোমরা মেনে নিতেছিলে। এখন চূড়ান্ত ফয়সালা তো মহান স্রষ্টা ও মর্যাদাবান আল্লাহ্‌র হাতেই নিবদ্ধ।" (১৩) তিনিই তোমাদেরকে নিজের নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকেন এবং আসমান থেকে তোমাদের জন্য রিযিক নাযিল করেন। কিন্তু (এসব নিদর্শন হতে) কেবল সে ব্যক্তিই শিক্ষা গ্রহণ করে, যে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (১৪) (অতএব হে প্রত্যাবর্তণকারীরা!) আল্লাহ্‌কেই ডাকতে থাকো, নিজেদের দ্বীনকে কেবল তাঁরই জন্য খালেসভাবে নির্দিষ্ট করো, তোমাদের এ কাজ কাফেরদের পক্ষে যতই দুঃসহ হোক না কেন। (১৫) তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশালী, আরশের অধিপতি। তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা নিজের নির্দেশে 'রূহ' নাযিল করেন, যেন সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে (লোকদেরকে) সাবধান করে দেয়। (৬৬) (হে নবী!) এ লোকদেরকে বলো, আমাকে তো সে সব সত্তার বন্দেগী ও দাসত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডেকে থাকো। (আমি এ কাজ কিরূপে করতে পারি) যখন আমার কাছে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে অকাট্য দলীল-প্রমাণ এসে পৌঁছেছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন রাব্বুল আ'লামীনের সামনে বিনয়ের মস্তক নত করে দেই। (সূরা মুমিন)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧) قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ، لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (٣٧) فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ (٣٨) (السجدة) - (حم السجدة)

(৬) হে নবী! এ লোকদেরকে বলো, আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের ইলাহ্ শুধুমাত্র একজন ইলাহ। অতএব তোমরা সোজা তাঁর প্রতি নির্বিষ্ট হয়ে থাকো এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর মুশরিকদের ধ্বংস নিশ্চিত (৭) যারা যাকাত দেয় না ও পরকাল অমান্য করে। (৯) হে নবী! এদেরকে বলো, তোমরা কি সেই আল্লাহ্র সাথে কুফরী করছ এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানাচ্ছ যিনি পৃথিবীকে দু' দিনে বানিয়েছেন ? তিনি-ই বিশ্বলোকের সকলের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু। (৩৭) আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে এই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করো না; সিজদা করো সেই আল্লাহ্কে যিনি এগুলোকে পয়দা করেছেন, যদি বাস্তবিকই তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাকো। (৩৮) কিন্তু এ লোকেরা যদি অহংকারে নিমগ্ন হয়ে নিজেদেরই কথার ওপর জিদ ধরে থাকে, তাহলে সে জন্য কোনো পরোয়া নেই। যেসব ফেরেশতা তোমার রব্ব-এর নিকটবর্তী, তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং কখনোই ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। (সূরা -হা-মীম-সাজদা)

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ق فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ (٨١) سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ (٨٢) فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ (٨٣) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ (٨٧) وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ، اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ (١٥)

(৮১) এদেরকে বলো : বাস্তবিকই যদি রহমানের কোনো সন্তান হয়ে থাকত, তাহলে তার সর্বপ্রথম ইবাদতকারী আমিই হতাম! (৮২) আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভু, আরশের মালিক সে সব কথা থেকে পূত-পবিত্র যা এ লোকেরা তাঁর নামে বর্ণনা করে। (৮৩) ঠিক আছে, যে দিনের ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে সেই দিনটি না দেখা পর্যন্ত তাদেরকে তাদের বাতিল চিন্তা-বিশ্বাসে ডুবে থাকতে ও নিজেদের খোশ-খেয়ালে মগ্ন হয়ে থাকতে দাও। (৮৭) তোমরা যদি এদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, এদেরকে কে পয়দা করেছে, তাহলে এরা নিজেরাই বলবে যে, আল্লাহ (পয়দা করেছেন)। তাহলে কোন দিক থেকে এরা প্রতারিত হচ্ছে! (১৫) (এ সব কিছু জেনে ও মেনে নেয়া সত্ত্বেও) এই লোকেরা তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে কতককে তাঁর অংশ মনে করে নিয়েছে। আসল কথা এই যে, মানুষ সুস্পষ্টভাবে অকৃতজ্ঞ। (সূরা যুখরুফ)

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ، اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ - (الذريت :٥١)

আর আল্লাহ্র সাথে অপর কোনো মা'বুদ বানিয়ো না। আমি তোমাদের জন্য তার দিক থেকে সুস্পষ্ট সাবধানকারী। (সূরা যারিয়াত : ৫১)

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ، رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ (٨) بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ (٩) -

(৮) তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। তিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু এবং সেই পূর্ব-পুরুষেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রভু, যারা পূর্বে চলে গেছে। (৯) (কিন্তু প্রকতপক্ষে এ লোকদের কোনো দৃঢ় প্রত্যয় নেই) বরং এরা নিজেদের সংশয়ে পড়ে খেলছে। (সূরা দুখন)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ (٥)

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ أَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ (٦) (الاحقاف)

(৫) সে লোকের তুলনায় অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে, যে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে যারা কেয়ামত পর্যন্তও (কোনো দিনই) তাকে জবাব দিতে পারে না। এমনকি এ লোকদের ডাকাডাকি সম্পর্কেও তারা অনবহিত। (৬) আর যখন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন তারা তাদেরকে যারা ডেকেছিল তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের উপাসনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে তারা অস্বীকার করবে। (সূরা আহক্বাফ)

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (٢٢) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٢٣) هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٢٤) - (الحشر)

(১) আল্লাহ্‌রই তসবীহ করেছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে রয়েছে। আর তিনিই বিজয়ী ও মহাবিজ্ঞানী। (২২) তিনিই আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। (তিনি) গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুরই জ্ঞাতা। তিনিই রহমান ও রহীম। (২৩) তিনি আল্লাহই যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনি মালিক— বাদশাহ। অতীব মহান ও পবিত্র। পুরোপুরি শান্তি, নিরাপত্তা দানকারী, সংরক্ষণকারী, সর্বজয়ী, নিজের নির্দেশাবলী শক্তি প্রয়োগে কার্যকরকারী এবং স্বয়ং বড়ত্ব গ্রহণকারী। আল্লাহ পবিত্র ও মহান সেই শির্ক থেকে যা লোকেরা করছে। (২৪) তিনি আল্লাহই, যিনি সৃষ্টি-পরিকল্পনা রচনাকারী ও এর বাস্তবায়নকারী এবং সে অনুযায়ী আকার-আকৃতি প্রদানকারী। তাঁরই জন্য অতীব উত্তম নামসমূহ। আকশমণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস তাঁর তসবীহ্ করে। আর তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং মহাবিজ্ঞানী।

وَأَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا - (الجن: ٣)

"আরো এই যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের মান-মর্যাদা-সম্ভ্রম অতীব সমুচ্চ— সুমহান। তিনি কাউকেও স্ত্রী বা পুত্রসন্তান রূপে গ্রহণ করেননি।" (সূরা জিন ঃ ৩)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ (١) اَللّٰهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ (٥) -

(১) বলো ঃ তিনি আল্লাহ, একক। (২) আল্লাহ্ কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন বরং সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। (৩) না তাঁর কোনো সন্তান আছে আর না তিনি কারো সন্তান। (৪) এবং কেউ তাঁর সমতুল্য নয়। (সূরা এখলাস)

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الاَ عْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِ يِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلَى اَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ يَدَّ عُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْ زُقُهُمْ-

আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ এমন কেউ নেই যে কষ্টদায়ক বিষয়ে কিছু শোনার পর সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক সবর করতে পারে। লোকেরা আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে বলে দাবি করে, অথচ এরপরেও তিনি তাদেরকে শান্তিতে রাখেন এবং রিযিক দান করেন। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا اَغْنَى الشُّرَ كَاءِ عَنْ الشِّرْكِ - فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَا فِيْهِ غَيْرِ ىْ فَاَنَّا مِنْهُ بَرِئٌ وَهُوَ لِلَّذِى اَشْرَكَ -

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ বলেন ঃ "আমি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমাকে ছাড়া আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন। তার সম্পর্ক তার সাথে যাকে সে শরীক করেছে। (ইবনে মাজাহ, মুসলিম)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ مُوْ جِبَتَانِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا الْمُوْ جِبَتَانِ ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يَشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ - وَمَنْ مَّاتَ لَا يَشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ -

হযরত যাবির বিন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, দুটি বিষয় অপর দুটি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল। হুজুর, সে দু'টি বিষয় কি ? নবী করীম (স) বললেন, যে আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক করে মরেছে, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। পক্ষন্তেরে যে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক না করে মরেছে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِىَ اٰتٍ مِنْ رَّبِى فَاَخْبَرَنِىْ اَوْ قَالَ بَشَّرَنِىْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقُلْتُ وَاِنْ زَنَى وَنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : وَاِنْ زَنَى وَاِنْ سَرَقَ -

আবু যার (গাফারী) (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন, আমার প্রভুর নিকট হতে জনৈক আগমনকারী [জীবরাঈল (আ)] এসে আমাকে খবর দিয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে যিনা করে এবং যদি সে চুরি করে থাকে তবুও ? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ যদিও সে যিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে। (বুখারী)

## ৩. আল্লাহ্‌ তাঁর সত্তগত গুনাবলী ও তাঁর কর্মগত গুণাবলী

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ – (البروج : ١٤)

আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়। (সূরা বুরুজ ঃ ১৪)

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ – (اٰل عمرٰن : ٥٤)

অতঃপর (বনী ইসরাঈলগণ ঈসা মসীহ্‌র বিরুদ্ধে) গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। আল্লাহ্‌ও তাঁর গোপন ব্যবস্থা সম্পন্ন করল। আর এ ধরনের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আল্লাহ্‌ সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হয়ে থাকেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৪৫)

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ، وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ – (الانفال : ٣٠)

সে সময়টিও স্মরণীয়, যখন সত্যের অমান্যকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানা কৌশল চিন্তা করছিল যে, তোমাকে বন্দী করবে কিংবা হত্যা করবে অথবা দেশ হতে নির্বাসিত করে দেবে। তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রের চাল চালছিল আর আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের চাল চালছিলেন; অবশ্য আল্লাহ্‌র চাল সবচেয়ে উত্তম। (সূরা আনফাল ঃ ৩০)

.........بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ –

.... যেসব লোক সত্যের দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য তাদের কুট-কৌশল সমূহকে আকর্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে আর তাদেরকে সত্যের পথ থেকে নিবৃত্ত করে দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ যাকে গুমাহীতে নিক্ষেপ করেন, তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই। (সূরা রা'আদ ঃ ৩৩)

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ – (النمل : ٥٠)

তারা তো এই চক্রান্ত করল, তারপর আমরাও একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোনো খবরই তাদের ছিল না। (সূরা নমল ঃ ৫০)

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا (١٥) وَّاَكِيْدُ كَيْدًا (١٦) – (الطارق)

এ লোকেরা কিছু ষড়যন্ত্র করছে। (১৬) আর আমিও একটা কৌশল গ্রহণ করছি।

...... وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ – (البقرة : ٢٥١)

...... কিন্তু দুনিয়ার লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র বড়ই অনুগ্রহ রয়েছে (যে, তিনি এভাবেই বিপর্যয় রোধের ব্যবস্থা করে থাকেন)। (সূরা বাকারা ঃ ২৫১)

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ، كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ – (النحل : ٨١)

আল্লাহ্ নিজের সৃষ্ট বহু জিনিস থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়-পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন পোশাক দান করেছেন, যা তোমাদেরকে গরম থেকে রক্ষা করে। আরো কিছু ধরনের পোশাক, যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে। এভাবে তিনি স্বীয় নেয়ামতসমূহের পূর্ণত্ব দান করেন। সম্ভবত তোমরা হুকুম পালনকারী হবে। (সূরা নহল ঃ ৮১)

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ق اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ز وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - (العنكبوت: ٦٠)

কত জন্তু-জানোয়ারই তো এমন আছে, যারা নিজেদের রিযিক বহন করে চলে না; আল্লাহ্ই তাদেরকে রিযিক দান করেন আর তোমাদের রিযিকদাতাও তিনিই। তিনি সবকিছুই শোনেন ও জানেন। (সূরা আনকাবুত ঃ ৬০)

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّورِ ط وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا -

তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য রহমতের দো'আ করে, যেন তিনি তোমাদেরকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি মুমিনদের জন্য বড়ই অনুগ্রহশীল। (সূরা আহ্যাব ঃ ৪৩)

...... وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ - ( اٰل عمران :٣٠)

...... প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকামী। (সূরা ইমরান ঃ ৩০)

..... إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣) ...... وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧) - (البقرة)

(১৪৩) ...... নিশ্চিত জানিও যে, তিনি তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত স্নেহশীল ও মেহেরবান।
(২০৭) .... বস্তুত আল্লাহ্ এ সব বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল। (সূরা বাকারা)

..... وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعٰلَمِينَ (١٠٨) ......وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) - (اٰل عمران)

(১০৮) ..... কেননা, দুনিয়াবাসীদের ওপর জুলুম করার কোনো ইচ্ছাই আল্লাহ্র নেই। (১৩৪) ..... নেককার লোককেই আল্লাহ খুব ভালোবাসেন। (সূরা ইমরান)

....... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ..... (١٥١)- (الانعام)

(১৫১) ..... নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করবে না, কেননা আমিই তোমাদেরকে রিযিক দেই, এবং তাদেরকেও দেব। ...... (সূরা আন'আম)

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط إِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (٦٠)- (يونس)

যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে, তারা কি ধারণা করে— কেয়ামতের দিন তাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হবে? আল্লাহ তো লোকদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এমন, যারা আল্লাহ্র শোকর করে না। (সূরা ইউনুস ঃ ৬০)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ -

জমিনে বিচরণশীল কোনো জীব এমন নেই, যার রিযিক দানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত নয় এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, কোথায় সে থাকে আর কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সবকিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা হূদ ঃ ৬)

....... فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ -(النحل : ٤٧)

...... তোমাদের রব্ব বড়ই নরম-হৃদয় এবং অতীব দয়াবান।

....... إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ - (الحج : ٦٥)

..... আসল কথা এই যে, আল্লাহ লোকদের ব্যাপারে বড়ই দয়ার্দ্র ও অনুগ্রহশীল।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ - (النمل :٧٣)

প্রকৃতপক্ষে তোমার রব্ব তো লোকদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকর গুযারী করে না। (সূরা নমল ঃ ৭৩)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ - (حٰمٓ السجدة : ٤٦)

যে কেউ নেক কাজ করবে, সে নিজের জন্যই কল্যাণ করবে। আর যে কেউ দুষ্কর্ম করবে, এর মন্দ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। বস্তুত তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাঁর বান্দাহদের ওপর জালিম নন। (সূরা হা-মীম-সাজদা ঃ ৪৬)

....... إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨) -( الطور)

.... তিনি বস্তুতই অতিবড় অনুগ্রহকারী ও দয়াবান।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١) الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (٢) - (الفاتحة)

(১) সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য যিনি নিখিল জাহানের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু। (২) যিনি পরম দয়াময় নিরতিশয় মেহেরবান।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (١٦٣) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣) - (البقرة)

(১৬৩) তোমাদের ইলাহ্ এক ও একক, সেই মেহেরবান ও দয়ালু ভিন্ন (বিশ্বভুবনে) আর কোনো ইলাহ নেই। (২২৫) যেসব অর্থহীন শপথ তোমরা বিনা ইচ্ছায়ই করে ফেল, সেজন্য আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। কিন্তু যেসব শপথ তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাকো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। (২৬৩) একটু মিষ্টি কথা এবং কোনো অপ্রিয় ব্যাপারে সামান্য উদারতা দেখানো সে দান অপেক্ষা ভালো যার পিছনে আসে দুঃখ ও তিক্ততা। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা গুণে ভূষিত।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ – (آل عمران : ١٥٥)

তোমাদের মধ্যে যারা মুকাবিলার দিন পিছনে ফিরে গিয়েছিল, তাদের বিচ্যুতির কারণ এই ছিল যে, তাদের কোনো কোনো দুর্বলতার কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অপরিসীম ধৈর্য ধারণকারী। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫৫)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا – (النساء : ٦٤)

(তাদেরকে বলোঃ) আমরা যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তাকে এ জন্যই পাঠিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তার আনুগত্য করা হবে। তারা যদি এই পন্থা অবলম্বন করত যে, যখনি তারা নিজেদের ওপর জুলুম করে বসত তখনি তোমার কাছে আসত ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত, তবে তারা আল্লাহকে নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও অশেষ অনুগ্রহকারীরূপে পেত। (সূরা নিসা ঃ ৬৪)

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ – (الرعد : ٣٠)

(হে মুহাম্মদ!) এরূপ মর্যাদা সহকারেই আমরা তোমাকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি এমন এক জনগোষ্ঠির মধ্যে, যাদের পূর্বে বহু সংখ্যক মানবগোষ্ঠী অতীত হয়ে গেছে, যেন আমরা তোমার প্রতি যে পয়গাম নাযিল করেছি; তা তুমি এই লোকদেরকে পৌঁছাতে পারো, এই অবস্থায় যে, এ লোকেরা তাদের অতীব দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি অমান্যকারী হয়ে রয়েছে। তাদেরকে বলো ঃ "তিনিই আমার রব্ব, তিনি ছাড়া আমার আর কেউ মা'বুদ নেই; তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তিনিই আমার সহায় ও আশ্রয়। (সূরা রা'আদ ঃ ৩০)

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (٣٢) إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٣) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ (٣٤) – (الشورى)

(৩২) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে এই জাহাজ, যা সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মতো দৃশ্যমান। (৩৩) আল্লাহ যখন চাবেন বাতাস থামিয়ে দেবেন এবং এটি সমুদ্রের বুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে— এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে পূর্ণমাত্রায় ধৈর্যশীল ও শোকর আদায়কারী (৩৪)—কিংবা (এর আরোহীদের) অনেক গুনাহকে ক্ষমা করে দিয়েও তাদের কতিপয় ক্রিয়াকলাপের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন। (সূরা শু'আরা)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

(١٢) وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ......(١٣) - (الصف)

(১০) হে ঈমানদার লোকেরা! আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসায়ের কথা বলব যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? (১১) তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আর জিহাদ করো আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-মাল ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা। এটিই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম, যদি তোমরা জানো। (১২) আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ-খাতা মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যেসবের নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং চিরকালীন বসতির স্থান জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। এটি বিরাট সাফল্য (১৩) আর যে দ্বিতীয় জিনিসটি তোমরা চাও, তাও তোমাদেরকে দেবেন ......। (সূরা সফ)

...... هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ - (المدثر : ٥٦)

......... তিনিই এর উপযুক্ত যে, তাঁর প্রতি তাকওয়া পোষণ করা হবে। আর তিনিই এর যোগ্য যে, (তাকওয়া পোষণকারী লোকদেরকে) তিনি ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা মুদদাসসীর ঃ ৫৬)

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ - (السجدة : ٦)

(৬) তিনিই সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, অতীব দয়াবান।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاۤءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ -

যা কিছু জমিনের ভিতর প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বের হয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা কিছু এর দিকে উত্থিত হয়— প্রতিটি জিনিসই তিনি জানেন। তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল। (সূরা সাবা ঃ ২)

..... وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا - (الفتح : ٢٣)

.......আর তোমরা আল্লাহ্র সুন্নাতে কোনোরূপ পরিবর্তন পাবে না।

....... اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ - (اٰل عمرٰن : ٩)

....... তুমি কক্ষনোই নিজের ওয়াদা থেকে বিচ্যুত হও না।

...... وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (البقرة : ٢١٢)

...... অবশ্য দুনিয়ায় রিযিক দানের ব্যাপারে আল্লাহ্ যাকে চান, অপরিমিত দান করেন।

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْۤءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ (١٧٤)- (اٰل عمرٰن)

(১৭৩) আর যাদেরকে লোকেরা বললঃ "তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো", কথা তখন এটা শুনে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল এবং উত্তরে তারা বলল ঃ "আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মসম্পাদনকারী।" (১৭৪) শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করল যে, তাদের কোনো প্রকার ক্ষতি হলো না এবং আল্লাহ্‌র মর্জী অনুযায়ী চলবার সৌভাগ্যও তারা লাভ করল। বস্তুত আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। (সূরা আলে-ইমরান)

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ - (الحديد : ١١)

এমন কে আছে যে আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দেবে— উত্তম ঋণ ? যেন আল্লাহ্ তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। আর তার জন্য অতীব উত্তম সওয়াব রয়েছে। (সূরা হাদীদ-১১)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ (٩٨) ... وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (٢٧٦) - (البقرة)

(৯৮) (জিবরাঈলের প্রতি শত্রুতা পোষণের এ-ই যদি কারণ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও যে,) যারা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর পয়গাম্বরগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, আল্লাহ্ স্বয়ং সে কাফেরদের শত্রু।(২৭৬) .... এবং আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ ও পাপী মানুষকে মাত্রই পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা)

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ -

তিনি ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের দো'আ কবুল করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে আরো অধিক দান করেন। আর অমান্যকারীদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব। (সূরা শূরা ঃ ২৬)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٣١) قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ (٣٢) ........ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (١٤٠)- (اٰل عمرٰن)

(৩১) (হে নবী!) লোকদের বলে দাও, "তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াবান।" (৩২) তাদের বলো, "আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কবুল করো"। অতঃপর তারা যদি তোমাদের দাওয়াত কবুল না করে, তবে সে সব লোকদেরকে— যারা তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে— আল্লাহ কিছুতেই ভালোবাসতে পারেন না। (১৪০) ...... জালিম লোকদেরকে আল্লাহ মোটেই পছন্দ করেন না। (সূরা আলে-ইমরান)

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ - (ابرٰهيم : ٢٧)

ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহ এক সুদৃঢ় বাণীর ভিত্তিতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর জালিম লোকদেরকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করে দেন। আল্লাহ্র ইখতিয়ার রয়েছে, যা চান তাই করেন। (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ -

যেসব লোক কুফরী করেছে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে ডেকে বলা হবে ঃ "আজ তোমাদের নিজেদেরই ওপর তোমাদের যতখানি কঠিন ক্রোধের উদ্রেক হয়, আল্লাহ তোমাদের ওপর এর চেয়েও অধিক ক্রুদ্ধ হতেন তখন, যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডাকা হতো আর তোমরা কুফরী করতে থাকতে।' (সূরা মুমিন ঃ ১০)

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨٢) ....... وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٩) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۙ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ؕ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢١٨) لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؕ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) ..... وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥) - (البقرة)

(১৮২) অবশ্য কারো যদি এ আশংকা হয় যে, অসীয়তকারী জ্ঞাতসারে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো হক নষ্ট করেছে, তখন সে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা ও ব্যাপারটির সংশোধন করে দেয়, তবে তার কোনো দোষ নেই, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (১৯৯)....... আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (২১৮) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে, যারা আল্লাহ্র জন্য আপন ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহ্র রহমত লাভের ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশী। আল্লাহ্ তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন এবং নিজের অনুগ্রহ দ্বারা তাদের ধন্য করবেন। (২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ করে বসে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। যদি তারা এ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (২৩৫)...... আর বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত ততক্ষণ পর্যন্ত করবে না, যতক্ষণ না 'ইদ্দত' পূর্ণ হবে। ভালো করে জেনে নিও যে, তোমাদের মনের অবস্থা আল্লাহ্ খুব ভালো করেই জানেন। কাজেই তাঁকে ভয় করো। আর এ কথাও জেনে নিও যে, আল্লাহ্ অত্যন্ত ধৈর্যশীল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় তিনি নিজেই মাফ করে দেন।

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (٨٨) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٨٩) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۖ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٥٥) وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧) - (آل عمران)

(৮৭) তাদের জুলুমের সঠিক প্রতিদান তো এই হতে পারে যে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষেরই অভিশাপ বর্ষিত হয়। (৮৮) তারা চিরদিন এই অবস্থায়ই থাকবে; না তাদের শাস্তি একটুও হ্রাস করা হবে আর না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে। (৮৯) অবশ্য সে সব লোক এই অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবে, যারা তওবা করে নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে। বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান। (১৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা মুকাবিলার দিন পিছনে ফিরে গিয়েছিল, তাদের বিচ্যুতির কারণ এই ছিল যে, তাদের কোনো কোনো দুর্বলতার কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। এতৎসত্ত্বেও আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অপরিসীম ধৈর্য ধারণকারী। (১৫৭) তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মরে যাও, তবে আল্লাহ্‌র যে রহমত ও মার্জনা তোমাদের নসীব হবে, তা এসব লোক যা কিছুই সংগ্রহ-সঞ্চয় করে তাহা থেকে অনেক উত্তম। (সূরা আলে-ইমরান)

........ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۙ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)........ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨)..... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣) ...... فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٩٦) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨) فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (٩٩) .......... وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٠) ..... وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٠٦) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠)..... وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (١٢٩) إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (١٤٩) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٥٢) - ( النساء )

(২৩)...... আর তোমাদের জন্য (হারাম করা হয়েছে) সে সব পুত্রের স্ত্রীদেরকে যারা তোমাদের আপন ঔরসজাত। আর দু' বোনকে একসাথে বিয়ে করা এটাও তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে, তবে যা প্রথমে হয়ে গেছে তাতো হয়েই গেছে। বস্তুতই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (২৫) ....... কিন্তু তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, তা তোমাদের পক্ষে উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (২৮) আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে বিধি-নিষেধের বোঝা

হালকা করতে চান; কেননা, মানুষকে অনেক দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে। (৪৩) ...... আর তারপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ করো এবং তা দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল ও হাত মসেহ করো; আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে নম্রতা অবলম্বনকারী ও অতীব ক্ষমাশীল। (৯৫) ..... আল্লাহ তা'আলা নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের তুলনায় জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উচ্চে রেখেছেন। এদের প্রত্যেকেরই জন্য যদিও আল্লাহ্ কল্যাণেরই ওয়াদা করেছেন; কিন্তু তাঁর দরবারে মুজাহিদদের কল্যাণময় কাজের ফল নিষ্ক্রিয় বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশি; (৯৬) তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে বড় সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (৯৮) তবে যেসব পুরুষ নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় এবং যাদের নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার কোনো পথ— কোনো উপায় ছিল না, (৯৯) সম্ভবত আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন; বস্তুত আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী ও রেহাই দানকারী। (১০০) ..... আর যে ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে হিজরত করার জন্য বের হবে এবং পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হবে তার প্রতিফল দান করা আল্লাহর যিম্মায় ওয়াজিব হবে। আল্লাহ বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল। (১০৫) ..... তুমি খিয়ানতকারী ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের সমর্থনে বিতর্ককারী হয়ো না (১০৬) এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১১০) কেউ যদি কোনো পাপকার্য করে ফেলে কিংবা নিজের ওপর জুলুম করে বসে এবং এরপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে। (১২৯) ....... তোমরা যদি নিজেদের কাজ-কর্ম সঠিকরূপে সম্পন্ন করো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো, তবে আল্লাহ্ তো মার্জনাকারী ও অতিশয় মেহেরবান। (১৪৯) কিন্তু তোমরা যদি প্রকাশ্যে ও গোপনে কেবল ভালো কাজই করে যাও, কিংবা অন্তত খারাপ কাজ পরিত্যাগ করো, তাহলে আল্লাহ্র গুণ-বৈশিষ্ট্যও এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অথচ শাস্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতারই তিনি অধিকারী। (১৫২) অপর দিকে যারা আল্লাহ ও তাঁর সকল নবী-রাসূলকে মানে এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, তাদেরকে আমরা অবশ্যই পুরস্কার দান করব। বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (সূরা নিসা)

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ - (الرعد : ٦)

এই লোকেরা ভালোর পরিবর্তে মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করছে। অথচ তাদের পূর্বে (যেসব লোক এই নীতিতে চলেছে, তাদের ওপর আল্লাহ্র আযাবের) শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্তসমূহ অতীত হয়ে গেছে। আসল কথা এই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু লোকদের অত্যধিক বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনই করে থাকেন। আর একথাও সত্য যে, তোমার রব্ব কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা রা'আদ ঃ ৬)

..... فَإِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا (٢٥) (بنى اسرائيل)

..... যারা নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে বন্দেগীর আচরণের দিকে ফিরে আসে। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

ذٰلِكَ ج وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ – (الحج : ٦٠)

এতো হলো তাদের অবস্থা। আর যে কেউ প্রতিশোধ নেবে তেমনই, যেমন তার সাথে করা হয়েছে, উপরন্তু তার ওপর বাড়াবাড়িও করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমশীল ও মার্জনাকারী। (সূরা হজ্জ ঃ ৬০)

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا – (الاحزاب : ٢٤)

(এসব কিছু হয়েছে এ কারণে) যেন আল্লাহ্ সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে তাদের সততার পুরস্কার দেন, আর মুনাফিকদেরকে ইচ্ছা হলে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা হলে তাদের তওবা কবুল করে নেবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান। (সূরা আহযাব ঃ ২৪)

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ – (الزمر : ٥٣)

(হে নবী!) বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করেছ, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা যুমার ঃ ৫৩)

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ (٣٠) وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ ج وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (٣١) – (الشورى)

(৩০) তোমাদের ওপর যে বিপদই এসেছে, তা তোমাদের নিজেদেরই উপার্জনের ফসল। এমনি বহু সংখ্যক অপরাধ তো তিনি আপনা থেকেই ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন। (৩১) তোমরা জমিনে তোমাদের আল্লাহ্কে অচল ও অক্ষম করে দিতে পারো না এবং আল্লাহ্র মুকাবিলায় তোমাদের আর কোনো তত্ত্বাবধায়ক ও সাহায্যকারীও নেই। (সূরা শূরা)

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ط اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ .... (النجم : ٣٢)

যারা বড় বড় গুনাহ, আর সুস্পষ্ট অশ্লীল ও জঘন্য কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকে— তবে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের দ্বারা ঘটে যায়। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর ক্ষমাশীলতা যে অনেক ব্যাপক ও বিশাল তাতে সন্দেহ নেই........। (সূরা নজম)

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ – (البروج : ١٤)

আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়। (সূরা বুরূজ ঃ ১৪)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا – (النصر : ٣)

তখন তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর হামদ সহকারে তাঁর তসবীহ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করো; নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا -(النساء : ١٣٧)

আর যারা ঈমান আনল, তারপরে কুফরি করল, পুনরায় ঈমান আনল, আবার কুফরি করল, তারপর সে কুফরিতেই তারা সম্মুখে অগ্রসর হলো, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না, আর কখনোই তাদেরকে সত্য-পথের সন্ধান দেবেন না। (সূরা নিসা)

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ - (حٰمٓ السجدة : ٢٤)

এরূপ অবস্থায় তারা ধৈর্য ধারণ করুক (আর না-ই করুক), আগুনই হবে তাদের ঠিকানা। আর যদি অনুতাপ অনুশোচনা করতে ইচ্ছা করে, তবে এর কোনো সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - (الذّٰريٰت : ٥٦)

আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এ জন্য (সৃষ্টি করেছি) যে, তারা আমার বন্দেগী করবে। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - ( البقرة : ١٩٠)

তোমরা আল্লাহ্র পথে সে সব লোকের সাথে লড়াই করো, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা-লঙ্ঘন করো না। কেননা আল্লাহ্ সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা ঃ ১৯০)

.... لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ..... (الانعام : ١٥٢)

..... আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই চাপাই, যতখানির সাধ্য তার রয়েছে ......। (সূরা আন'আম ঃ ১৫২)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ ...... (التوبة : ١١٥)

আল্লাহ্র এ নিয়ম নয় যে, লোকদেরকে হেদায়েত দানের পর তাদেরকে আবার গোমরাহীর কবলে নিক্ষেপ করবেন, যতক্ষণ তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে না দেবেন যে, কোন জিনিস থেকে তাদেরকে দূরে থাকতে হবে ..... (সূরা তওবা ঃ ১১৫)

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ..... (المؤمن : ٢٠)

আল্লাহ নিরাপেক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবেন ........। (সূরা মুমিন ঃ ২০)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ -(حٰمٓ السجدة : ٤٦)

যে কেউ নেক কাজ করবে, সে নিজের জন্যই কল্যাণ করবে। আর যে কেউ দুষ্কর্ম করবে, এর মন্দ পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। বস্তুত তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাঁর বান্দাহদের ওপর জালিম নন। (সূরা হা-মীম-জিসদা ঃ ৪৬)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۖ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ – (اٰل عمران : ١٧٨)

কাফেরদেরকে আমরা এই যে ঢিল দিচ্ছি, একে তারা যেন নিজেদের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে না করে। আমরা তো তাদেরকে ঢিল দিচ্ছি এই জন্য যে, এরা যেন পাপের বোঝা ভারী করে লয়। অতঃপর তাদের জন্য অত্যন্ত অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৭৮)

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ۖ اِنَّا عٰمِلُوْنَ (١٢١) وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ (١٢٢) (هود)

(১২১) আর যারা ঈমান আনে না, তাদেরকে তুমি বলো যে, তোমরা নিজেদের দায়িত্বে কাজ করে যাও, আমরা নিজেদের পথে কাজ করে যাচ্ছি। (১২২) পরিণামের জন্য তোমরাও অপেক্ষা করো আর আমরাও প্রতীক্ষায় রইলাম। (সূরা হুদ)

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ (١٧١) اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ (١٧٢) وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ (١٧٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ (١٧٤) وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ (١٧٥) اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ (١٧٦) فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ (١٧٧) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ (١٧٨) وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ (١٧٩) سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ (١٨٠) وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٨٢) – (الصّٰفّٰت)

(১৭১) আমাদের প্রেরিত বান্দাদের কাছে আমরা পূর্বেই ওয়াদা করেছি যে, (১৭২) নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করা হবে (১৭৩) আর আমাদের সৈন্যরাই বিজয়ী হয়ে থাকবে। (১৭৪) (অতএব হে নবী!) কিছুকাল পর্যন্ত তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও, (১৭৫) আর দেখতে থাকো; শীঘ্রই তারা নিজেরাই দেখতে পাবে। (১৭৬) আমাদের আযাব পাওয়ার জন্য এরা কি খুব তাড়াহুড়া করছে ? (১৭৭) তা যখন তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন সে দিনটি তাদের জন্য খুবই খারাপ হবে, যাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। (১৭৮) অতএব এদেরকে কিছুকালের জন্য ছেড়ে দাও, (১৭৯) আর দেখতে থাকো; শীঘ্র তারা নিজেরাই দেখে নেবে। (১৮০) পুত-পবিত্র তোমার রব্ব ইজ্জত সম্মানের মালিক, সে সব কথাবার্তা থেকে যা এরা বলছে। (১৮১) আর সালাম প্রেরিত পুরুষদের প্রতি। (১৮২) এবং সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্যই। (সূরা সফফাত)

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ – (البقرة : ١٦٠)

অবশ্য যারা এ অবাঞ্ছিত আচরণ হতে বিরত হবে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে, আর যা কিছু গোপন করছিল তা প্রকাশ করতে শুরু করবে, তাদেরকে আমি মাফ করে দেব। প্রকৃতপক্ষে আমি বড়ই ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী ও দয়ালু। (সূরা বাকারা ঃ ১৬০)

... كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ....(١٢) مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ۖ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ (١٦) –

(১২) .... তিনি নিজের ওপর দয়া-অনুগ্রহের নীতি অবলম্বন করার বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করে

নিয়েছেন। ......(১৬) সে দিন যে ব্যক্তি শাস্তি হতে রেহাই পেলো, আল্লাহ তার ওপর বড় অনুগ্রহ করলো আর এটাই হচ্ছে সুস্পষ্ট সাফল্য। (সূরা আন'আম)

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (۱۱۷) ...... اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (۱۱۸) - (التوبة)

(১১৭) আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন নবীকে এবং সে মুহাজির ও আনসারদেরকে, যারা বড় কঠিন সময়ে নবীর সাথে রয়েছেন, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোকের মন বাঁকা পথের দিকে ঝুঁকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। (কিন্তু তারা যখন সে বাঁকা পথে চলল না; বরং নবীর সাথেই থাকল, তখন) আল্লাহ্ই তাদেরকে মাফ করে দিলেন। তাদের সাথে আল্লাহ্র আচরণ নিঃসন্দেহে দয়া ও অনুগ্রহমূলক। (১১৮) ...... নিঃসন্দেহে তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ ۚ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا (السجدة) (٦٠) تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا (٦١) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا (٦٢) وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (٦٣) - (الفرقان)

(৬০) এই লোকদেরকে যখন বলা হয় যে, এই 'রহমান'কে সিজদা করো, তখন তারা বলে ঃ "রহমান আবার কে ? তুমি যাকে বলবে, কেবল তাকেই কি আমরা সিজদা করে বেড়াব ?" এ উপদেশটি উল্টা তাদের ঘৃণা ও বিরক্তি ভাব আরও বৃদ্ধি করে দেয়। (৬১) অতীব বরকতময় সে মহান সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলে 'বুরুজ'সমূহ স্থাপন করেছেন এবং এর মধ্যে একটি প্রদীপ ও একটি আলোকমণ্ডিত চাঁদ উজ্জ্বল করেছেন। (৬২) তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই, যে জ্ঞান লাভ করতে কিংবা শোকর গুজার হতে চায়। (৬৩) রহমানের (আসল) বান্দাহ তারা যারা জমিনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে এলে বলে দেয় যে, তোমাদের প্রতি সালাম। (সূরা ফুরকান)

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٢) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا (٤٥) - (فاطر)

(২) আল্লাহ্ যে রহমতের দরজাই লোকদের জন্য খুলে দেন তা রুদ্ধ করার কেউ নেই। আর যা তিনি বন্ধ করে দেবেন, আল্লাহ্র পরে তাকে খুলে দেয়ারও কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও সুজ্ঞানী। (8৫) তিনি যদি লোকাদেরকে তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য পাকড়াও করত, তাহলে জমিনের বুকে কোনো প্রাণীকেই বেঁচে থাকতে দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট

সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন। তারপর যখন তাদের সময় পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নেবেন। (সূরা ফাতির)

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ - (الشورى : ٢٨)

লোকদের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করান এবং স্বীয় রহমত ব্যাপক করে দেন এবং তিনি-ই প্রশংসনীয় অভিভাবক (ওলী)। (সূরা শূরা ঃ ২৮)

.....وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ - (المجادلة : ٢)

....... আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী। (সূরা মুজাদেলাত ঃ ২)

.......مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ...... (٣) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (١٩) (الملك)

(৩) ...... তোমরা মহা দয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোনোরূপ অসঙ্গতি পাবে না। (১৯) এ লোকেরা কি নিজেদের ওপরে উড়ন্ত পাখিগুলোকে পাখা বিস্তার করতে ও গুটিয়ে নিতে দেখে না? একমাত্র রহমান ছাড়া তাদেরকে অন্য কেউ ধরে রাখে না। তিনিই সব জিনিসের সংরক্ষক।

اَللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) - (البقرة)

(১৫) আল্লাহ্ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেন; তিনি তাদের রশি লম্বা করে দিয়েছেন আর তারা আল্লাহদ্রোহিতার ব্যাপারে অন্ধদের ন্যায় ভ্রষ্ট হয়েই চলেছে।(২০৪) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কথা এ পার্থিব জীবনে তোমাদের খুবই ভালো লাগে এবং নিজের 'নিয়্যত' সৎ হওয়া সম্পর্কে সে বার বার আল্লাহ্কে সাক্ষী বানায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের সাংঘাতিক শত্রু। (২০৫) যখন সে ক্ষমতা লাভ করে তখন পৃথিবীতে তার সমগ্র শক্তি এ চেষ্টায় নিয়োজিত হয় যে, কি করে সে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে; শস্যক্ষেত বিনাশ করবে, মানব বংশ ধ্বংস করবে। অথচ আল্লাহ্ (যাকে সে কথায় কথায় সাক্ষী বানায়) অশান্তি ও বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা)

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ ، إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (٢٠) أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ، بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (٢١) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٢) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (٢٣) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤) وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٥) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٦) فَلَمَّا

رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْئَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ (٢٧) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا لا فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (٢٨) قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ج فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٢٩) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ (٣٠)- (الملك)

(২০) বলো, তোমাদের কাছে এমন কোনো সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হয়ে আছে যারা রহমানের বিরুদ্ধে যেয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে ? সত্য কথা এই যে, এ অমান্যকারীরা ধোঁকায় পড়ে রয়েছে। (২১) অথবা বলো, তোমাদেরকে কে রিযিক দিতে পারে রহমানই যদি তাঁর রিযিক দান বন্ধ করে দেন ? আসল কথা হলো, এ লোকেরা আল্লাহ্দ্রোহিতা ও সত্য পরিহার করার ওপর অবিচল হয়ে আছে। (২২) খানিকটা ভেবেই দেখো না, যে লোক উল্টা দিকে মুখ করে চলছে সে অধিক সত্য পথপ্রাপ্ত কিংবা যে লোক মাথা উঁচু করে সোজাসুজি একটি সমতল সড়কের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে ? (২৩) এদেরকে বলো, কেবল আল্লাহ্-ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে শুনবার ও দেখবার শক্তি দান করেছেন এবং চিন্তা-গবেষণা-অনুধাবনকারী হৃদয় দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা তো খুব কমই শোকর করে থাকো। (২৪) এ লোকদেরকে বলো, কেবল আল্লাহ্-ই তোমাদেরকে ভূ-তলে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে কাছায়ে-গুটায়ে নিয়ে একত্রে উপস্থিত করা হবে। (২৫) এ লোকেরা বলে ঃ 'তোমরা যদি প্রকৃতই সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে বলো, এ প্রতিশ্রুতি কবে বাস্তবায়িত হবে ? (২৬) বলো, এ বিষয়ের জ্ঞান তো আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। আমি তো শুধু সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী মাত্র। (২৭) পরে তারা যখন এই জিনিসকে নিকটে উপস্থিত দেখতে পাবে, তখন এর প্রতি অবিশ্বাসী ও অমান্যকারী লোকদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে। আর তখন তাদেরকে বলা হবে যে, এটিই সেই জিনিস যার জন্য তোমরা তাগিদ দিয়ে বলছিলে। (২৮) এ লোকদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছ যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আমার সঙ্গী-সাথীদেরকে ধ্বংস করে দেবেন কিংবা আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন, কিন্তু কাফেরদেরকে তীব্র পীড়াদায়ক আযাব থেকে কে রক্ষা করবে ? (২৯) এই লোকদেরকে বলো, তিনি বড়ই দয়াবান, তাঁরই প্রতি আমরা ঈমান এনেছি আর তাঁরই ওপর আমাদের নির্ভরতা। খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে কে ? (৩০) এই লোকদেরকে বলো ঃ তোমরা কি কখনো একথা ভেবে দেখেছ যে, তোমাদের কূপের পানি যদি জমিনে তলিয়ে যায়, তাহলে এই পানির প্রবহমান ধারাসমূহ তোমাদেরকে কে বের করে এনে দেবে ? (সূরা মুলক)

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ط فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ – (يونس : ١١)

আল্লাহও যদি লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে অতটা তাড়াহুড়া করত, যতটা তাড়াহুড়া তারা দুনিয়ার কল্যাণ লাভের ব্যাপারে করে থাকে, তাহলে তাদের কাজ করার অবকাশ কবেই না খতম করে দেয়া হতো! (কিন্তু এটা আল্লাহ্র রীতি নয়) এ জন্যে আমরা তাদের— যারা

আমাদের সাথে সাক্ষাত লাভের আশা রাখে না তাদের—বিদ্রোহ ও সীমা-লংঘনমূলক কর্মতৎপরতায় বিভ্রান্ত ও দিশাহারা হওয়ার জন্য ছেড়ে দেই। (সূরা ইউনুস ঃ ১১)

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ۚ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ۚ وَمَنْ
يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا (٨٨) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى
الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا (١٤٢) مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ
اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا (١٤٣) - (النساء)

(৮৮) অতঃপর তোমাদের কি হয়েছে যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে দু' প্রকারের মত পাওয়া যাচ্ছে? অথচ তারা যে অন্যায় কাজ করছে, এর কারণে আল্লাহ তাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেননি, তুমি কি তাকে হেদায়েত দান করতে চাও? অথচ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার জন্য কোনো পথ তুমি পাবে না। (১৪২) এই মুনাফিকগণ আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজী করছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছেন। এরা যখন নামাযের জন্য চলতে শুরু করে, তখন শুধু লোক দেখানোর জন্য চোখ-মুখ কাঁচুমাচু করে চলতে থাকে এবং আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে। (১৪৩) এরা কুফরী ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে; না পূর্ণভাবে এদিকে, না পূর্ণভাবে ওদিকে। বস্তুত আল্লাহ্ই যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার মুক্তির জন্য তুমি কোনো পথ পেতে পারো না। (সূরা নিসা)

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ (١٠٢)
ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠٣)- (يونس)

(১০২) এখন তারা এ ছাড়া আর কোন জিনিসের অপেক্ষায় রয়েছে যে, তারা সে খারাপ দিনই দেখতে পাবে, যা তাদের পূর্বেকার লোকেরা দেখতে পায়েছে। তাদেরকে বলো ঃ "ঠিক আছে, অপেক্ষা করো— আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।" ১০৩) পরে (এমন সময় যখন আসে, তখন) আমরা আমাদের নবী-রাসূলগণকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করে থাকি। আমাদের নিয়মই এই, মুমিনদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। (সূরা ইউনুস)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ
اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ - (النحل : ٦١)

লোকদের অন্যায় বাড়াবাড়ির দরুন আল্লাহ যদি সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে পাকড়াও করত, তাহলে জমিনের ওপর কোনো একটি প্রাণীকেও ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি সকলকেই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতপর যখন সে সময়টি এসে উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে কেউ এক মুহূর্ত কালও আগে-পরে হতে পারেনি। (সূরা নহল ঃ ৬১)

.... ذِي الطَّوْلِ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ - (المؤمن : ٣)

...... এবং অতি বড় অনুগ্রহশীল। তিনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বুদ নেই, সকলকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।	(সূরা মুমিন ঃ ৩)

.......وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ......- (المائدة : ٤١)

...... বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করতে ইচ্ছা করেছেন, তাকে আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে উদ্ধার করার জন্য তুমি কিছুই করতে পারো না ....	(সূরা মায়েদা ঃ ৪১)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا (١٦٨) اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا (١٦٩) - (النساء)

(১৬৮-১৬৯) অনুরূপভাবে যারা কুফর ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে এবং জুলুম-নির্যাতন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথও দেখাবেন না। এই জাহান্নামে তারা চিরদিন থাকবে আর আল্লাহ্র পক্ষে এটা কোনো কঠিন কাজ নয়।	(সূরা নিসা)

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْآ اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ (٤٤) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٤٥) وَنُقَلِّبُ اَفْـِٔدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١١٠) - (الانعام)

(৪৪) অতঃপর তারা যখন তাদের প্রতি দেয়া নসীহত ভুলে গেল, তখন সকল প্রকার সচ্ছলতার দুয়ার তাদের জন্য খুলে দিলাম। শেষ পর্যন্ত তারা যখন আমাদের দেয়া নেয়ামতসমূহে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে গেল, তখন আমরা সহসা তাদেরকে পাকড়াও করলাম। এখন অবস্থা এই হলো যে, তারা সকল কল্যাণ থেকেই নিরাশ হয়ে গেল। (৪৫) এভাবেই সে সমস্ত লোকের শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে, যারা জুলুম করেছিল আর প্রকৃতপক্ষে সকল তারীফ ও প্রশংসা রব্বুল আ'লামীন-এর জন্য। (১১০) তারা যেমন প্রথমবারে এর প্রতি ঈমান আনেনি, তেমনি করেই আমরা তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে নানা দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকি। আমরা তাদেরকে তাদের খোদাদ্রোহিতার মধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকার জন্য ছেড়ে দিয়ে থাকি।

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ (٩٩) وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ص وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٨٠) وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ (١٨١) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٨٢) وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ (١٨٣) - (الاعراف)

(৯৯) এই লোকেরা কি আল্লাহ্র কৌশল থেকে চির নিরাপত্তা পেয়ে গেছে? অথচ আল্লাহ্র কৌশল সম্পর্কে সে লোকেরাই নির্ভয় হতে পারে, যারা অনিবার্যরূপে ধ্বংসই হয়ে যাবে। (১৮০) আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নামের অধিকারী। তাঁকে সুন্দর সুন্দর নামেই ডাকো। সে লোকদের কথা ছেড়ে দাও, যারা তাঁর নামকরণে বিপথগামী হয়। তারা যা কিছুই করতে থাকে, তার

বদলা তারা অবশ্যই পাবে। (১৮১) আমাদের সৃষ্টির মধ্যে একটি উম্মত এমনও রয়েছে, যারা পূর্ণ হক অনুযায়ী হেদায়েত করে এবং হক মুতাবেক ইনসাফও করে। (১৮২) আর যেসব লোক আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে, তাদেরকে আমরা ক্রমশ এমন সব উপায়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতে-বুঝতেও পারবে না। (১৮৩) আমি তাদেরকে অবকাশ ও সুযোগ দিচ্ছি, আমার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনা অটুট ও অকাট্য।

وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِىٓ اٰيَاتِنَا ، قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ، إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ – (يونس : ١٢)

লোকদের অবস্থা এই যে, বিপদের পরে আমরা যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ দান করি, তখন তারা সহসাই আমাদের আয়াত ও নিদর্শনের ব্যাপারে চালবাজি শুরু করে দেয়। তাদেরকে বলো ঃ আল্লাহ্ তাঁর চাল ও কৌশলে তোমাদের অপেক্ষা অধিক দ্রুত। তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের সকল কুটিল ষড়যন্ত্রকে লিপিবদ্ধ করে রাখছে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ২১)

..... فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ ..... (النحل : ٣٧)

...... আল্লাহ্ যাকে গুমরাহ করে দেন, তাকে তিনি আর হেদায়েত দেন না ......

اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا (٨٣) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ، اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (٨٤)– (مريم)

(৮৩) তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, আমরা এ সত্য অমান্যকারী লোকদের পিছনে শয়তানগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছি, যারা এদেরকে খুব বেশি করে (সত্য বিরোধিতায়) প্ররোচিত করছে ? (৮৪) অতএব, এখন এদের ওপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য অস্থির হয়ো না। আমরা এদের দিন গণনা করছি। (সূরা মারইয়াম)

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ (٢٤) (لقمن)

আমরা কিছুকাল তাদেরকে দুনিয়ায় মজা লুটবার সুযোগ দিচ্ছি। তারপর তাদেরকে অসহায় রূপে টেনে নিয়ে যাবো এক কঠিন আযাবের দিকে। (সূরা লুকমান)

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ..... ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ –

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বোত্তম কালাম নাযিল করেছেন........ এ-ই হলো আল্লাহ্র হেদায়েত, এ দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েতের পথে নিয়ে আসেন। আর আল্লাহই যাকে হেদায়েত দান করেন না, তার জন্য হেদায়েতকারী কেউ নেই। (সূরা যুমার ঃ ২৩)

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ، اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ (حم السجدة : ٢٥)

আমরা তাদের ওপর এমন সব সঙ্গী-সাথী চাপিয়ে দিয়েছি যারা তাদেরকে পিছনের ও সামনের প্রতিটি জিনিসকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেখাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের ওপরও তেমনি আযাবের

ফয়সালা কার্যকর হলো যা তাদের পূর্বেকার জ্বিন ও মানব দলসমূহের ওপর কার্যকর হয়েছিল। তারা বস্তুতই ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার যোগ্য ছিল। (সূরা হা-মীম-সিজদা ঃ ২৫)

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ..... (٤٤) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَاۤءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ (٤٦)- (الشورى)

৪৪) আল্লাহ্ই যাকে গুমরাহীর আবর্তে নিক্ষেপ করেন, আল্লাহ্র পরে তাকে সামলাবার আর কেউ নেই।........ (৪৬) এবং তাদের এমন কোনো সহযোগী বা পৃষ্ঠপোষক হবে না, যে আল্লাহ্র মুকাবিলায় তাদের সাহায্য করতে আসবে। বস্তুত আল্লাহ যাকে গুমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেন তার জন্য আত্মরক্ষার আর কোনো পথ নেই। (সূরা শূরা)

اَمْ اَبْرَمُوْۤا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ (٧٩) اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۚ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ (٨٠)- (الزخرف)

(৭৯) এ লোকেরা কি কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছে ? ঠিক আছে, তাহলে আমরাও একটা সিদ্ধান্ত করে লই। (৮০) এরা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা এদের গোপন কথাবার্তা ও এদের কোনো সলা-পরামর্শ শুনতে পাই না ? আমরা তো সব কিছুই শুনছি আর আমাদের ফেরেশতারাও তাদের কাছে থেকেই তা লিখছে। (সূরা যুখরুফ)

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ - (الجاثية : ٢٣)

তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিজের মা'বুদ (ইলাহ) বানিয়ে নিয়েছে এবং ইলম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে গুমরাহীতে ফেলে রেখেছেন, তার অন্তর ও কানের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর আবরণ সৃষ্টি করেছেন ? আল্লাহ্ ছাড়া তাকে হেদায়েত দেয়ার আর কেই-বা আছে ? তোমরা কি সবক গ্রহণ করবে না । (সূরা জাসিয়াহ ঃ ২৩)

...... فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (٥) - (الصف)

.... অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহও তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দিলেন। বস্তুত আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে হেদায়েত দান করেন না। (সূরা সফ ঃ ৫)

فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ (٤٤) وَاُمْلِىْ لَهُمْ ۚ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ (٤٥) - (القلم)

(৪৪) (অতএব হে নবী!) এ কালাম অমান্যকারীদের সমস্ত ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমরা তাদেরকে এমনভাবে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতেও পারবে না। (৪৫) আমি তাদের রশি লম্বা করে দিচ্ছি! আমার কৌশল অত্যন্ত সুদৃঢ় ও অমোঘ।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ (١٤٦) - (اٰل عمرٰن)

এর পূর্বে আরো কত নবী এখানে এসেছিল যাদের সাথে মিলে বহু আল্লাহওয়ালা লোক লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে যত বিপদই তাদের ওপর এসেছিল সে জন্য তারা হতাশ হয়ে যায়নি, তারা কোনো দুর্বলতা দেখায়নি এবং (বাতিলের সম্মুখে) মাথা নত করেনি। বস্তুত এরূপ ধৈর্যশীল লোকদেরকেই আল্লাহ পছন্দ করে থাকেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪৬)

... اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ - (ابرٰهيم: ٥١)

......... হিসেব নিতে আল্লাহ্র কিছুমাত্র দেরী হয় না।

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا - (الطارق: ١٧)

(অতএব হে নবী) এই কাফেরদেরকে কিছুটা অবকাশ দাও, কিছুটা সময় এদেরকে এদের অবস্থায় ছেড়ে দাও।

...... فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - (البقرة: ٢١١)

..... আল্লাহ্ তাকে কতো কঠিন শাস্তি প্রদান করেন ?

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا - (النساء: ١٤٧)

আল্লাহ্র কী প্রয়োজন তোমাদেরকে অকারণ শাস্তি দান করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দাহ হয়ে থাকো এবং ঈমানের রীতি অনুসরণ করে চলতে থাকো ? বস্তুত আল্লাহ কাজের বড়ই মূল্যদানকারী ও সকলের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۗ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ - (فاطر: ٣٤)

আর তারা বলবে ঃ শোকর সে আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল এবং খুব বেশি গুণগ্রাহী।

...... اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ - (الشورٰى: ٢٣)

.... নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মর্যদাদানকারী।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۗ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ -(هود: ١٠٢)

আর তোমার রব্ব যখন কোনো জালিম জন-বসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। আসলে তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠোর ও পীড়াদায়ক হয়ে থাকে।

....... وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ (٦)....... وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (٣١)- (الرعد)

(৬) ........ তোমার রব্ব লোকদের অত্যধিক বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনই করে থাকেন। আর একথাও সত্য যে, তোমার রব্ব কঠিন শাস্তিদাতা। (৩১) ...... যেসব লোক আল্লাহ্‌র সাথে কুফরীর আচরণ অবলম্বন করে চলেছে তাদের ওপর তাদের কার্যকলাপের দরুন কোনো-না-কোনো বিপদ আসতেই থাকে কিংবা তাদের ঘরের কাছেই কোথাও তা অবতীর্ণ হতেই থাকে। এই ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে —যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূর্ণ হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার বিরুদ্ধতা করেন না। (সূরা রা'আদ)

وَإِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ - (ابرٰهيم : ٧)

আর স্মরণ রেখো, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি শোকর গুযার হও, তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বেশি দান করব আর যদি নেয়ামত অস্বীকার করো তাহলে জেনো, আমার শাস্তি বড়ই কঠিন ও কঠোর। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৭)

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ

(٤٥) اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِىْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (٤٦) اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ .... (٤٧) (النحل)

(৪৫) তাহলে যে লোকেরা (নবীর দাওয়াতের বিরুদ্ধতায়) নিকৃষ্টতম অপকৌশল গ্রহণ করছে তারা এ ব্যাপারে কি একেবারে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দেবেন কিংবা এমন দিক থেকে তাদের ওপর আযাব এগিয়ে দেবেন, যেদিক থেকে এর আসার ধারণা পর্যন্ত তাদের হয় না। (৪৬-৪৭) কিংবা চলা-ফিরা অবস্থায় সহসা তাদেরকে পাকড়াও করবে অথবা এমন অবস্থায় তাদেরকে পাকড়াও করবে, যখন তাদের নিজেদেরই মনে আসন্ন মুসীবতের ভীতি লেগে থাকবে এবং তারা তা থেকে আত্মরক্ষা করার চিন্তায় সচেতন হয়ে থাকবে। তিনি যা কিছুই করতে চান, এই লোকেরা তাঁকে অক্ষম করার জন্য কোনো ক্ষমতাই রাখে না। (সূরা নহল)

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ (١٨) - (الملك)

এদের পূর্বে অতীত হয়ে যাওয়া লোকেরা তো অমান্য ও অবিশ্বাস করেছে। লক্ষ্য করো, আমার পাকড়াওটা কত কঠিন ও কঠোর ছিল। (সূরা মুলক ঃ ১৮)

وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (٢) وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (٣) وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ (٤) هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ (٥) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ (٨) وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (٩) وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ (١٠) الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ (١١) فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)- (الفجر)

(১-৪) শপথ ফজরের, দশ রাতের, জোড় ও বেজোড়ের এবং (শপথ) রাতের যখন এর অবসান ঘটতে থাকে। (৫) এ সবের মধ্যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কোনো শপথ আছে কি ? (৬-৭) তুমি কি দেখোনি, তোমার রব্ব সুউচ্চ স্তম্ভ নির্মাণকারী আ'দে ইরাম গোত্রের সাথে কি ব্যবহারটা করেছেন, (৮) যাদের মতো কোনো জাতি দুনিয়ার দেশসমূহে সৃষ্টি করা হয়নি ? (৯)

আর সামূদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় প্রস্তর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল ? (১০) সেই সঙ্গে লৌহ শলাকাধারী ফিরাউনের সাথে (কি ব্যবহারটা হয়েছিল ? (১১) এ লোকেরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘন করেছিল, (১২) এবং সেই সব স্থানে অনেক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। (১৩) পরিশেষে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু তাদের ওপর আযাবের চাবুক বর্ষণ করল। (১৪) বস্তুত তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু ঘাঁটিতে প্রতীক্ষমান হয়ে আছেন।

.... وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا - (النساء: ١٢٢)

....... আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে ?

....... إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٤) - (اٰل عمرٰن)

.... এখন যারা আল্লাহ্‌র আদেশ-নির্দেশসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে নিশ্চয়ই কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ্ অসীম ক্ষমতার মালিক; তিনি সকল অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৪)

...... عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥) - (المائدة)

.... কিন্তু এখন যদি কেউ এরূপ কাজের পুনরাবৃত্তি করে, তবে আল্লাহ এর প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ সর্বজয়ী এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তিতে শক্তিমান। (সূরা মায়েদা ঃ ৯৫)

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ج وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ - (الانعام: ١٤٧)

এখন তারা যদি তোমাকে অমান্য করে, তবে তাদেরকে বলো যে, তোমাদের রব্ব ব্যাপক রহমতের মালিক এবং অপরাধী লোকদের প্রতি তাঁর দেয়া আযাব প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَاۤءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَاۤئِلُوْنَ - (الاعراف: ٤)

কতসব জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি! সেখানকার লোকদের ওপর আমাদের আযাব সহসা রাত্রিবেলা এসে পড়েছে কিংবা দিনের বেলা এসেছে, যখন তারা বিশ্রাম গ্রহণ করছিল।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ، اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ - (ابرٰهيم: ٤٧)

অতএব হে নবী! তুমি কখনোই ধারণা করবে না যে, আল্লাহ্ কখনো নিজের নবী-রাসূলের কাছে কৃত ওয়াদার খেলাফ কাজ করবেন। আল্লাহ্ সর্বজয়ী, প্রবল প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ (٧٨) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ م وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ (٧٩) - (الحجر)

(৭৮) আর 'আইকা'বাসীরা জালিম ছিল। (৭৯) তোমরা লক্ষ্য করো, আমরা তাদের ওপরও প্রতিশোধ নিয়েছি। এ দু'টি জাতির পরিত্যক্ত এলাকাই প্রকাশ্য জন-পথের ওপর অবস্থিত।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاۤءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ - (الروم: ٤٧)

আমরা তোমার পূর্বে নবী-রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ জাতির লোকদের প্রতি পাঠিয়েছি। তারা তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনাদি নিয়ে এসেছে; অতপর যারা অপরাধ করেছে আমরা তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি আর মুমিনদের সাহায্য করা তো আমাদের দায়িত্ব।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ۚ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ (السجدة : ٢٢)

তারচেয়ে বড় জালিম আর কে হবে, যাকে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আয়াতের সাহায্যে নসীহত করা হয়, তৎসত্ত্বেও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে ? এসব পাপীদের ওপর তো আমরা প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ব। (সূরা সাজদা ঃ ২২)

..... اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ - (الزمر : ٣٧)

...... আল্লাহ কি মহা শক্তিশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন ?

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٤٠) فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ (٤١) اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ (٤٢) - (الزخرف)

(৪০) (হে নবী!) তুমি কি এখন বধির লোকদেরকে শোনাবে ? কিংবা অন্ধ ও সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত লোকদেরকে পথ দেখাবে ? (৪১-৪২) তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেই কিংবা তাদের জন্য প্রতিশ্রুত সেই পরিণাম তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দেই, এখন তো আমাদের অবশ্যই এদেরকে শাস্তি দিয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে। এদের ওপর আমাদের পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান।

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ - (الدخان : ١٦)

যেদিন আমরা বড় আঘাত হানব, সে দিনই আমরা তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নেব।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ - (البروج : ١٢)

মূলত তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর পাকড়াও বড় শক্ত। (সূরা বুরুজ : ১২)

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ۚ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ - (هود : ١٠٢)

আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু যখন কোনো জালিম জন-বসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনই হয়ে থাকে। আসলে তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠোর ও পীড়াদায়ক হয়ে থাকে।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا - (بنى اسرائيل : ٤٤)

তাঁর পবিত্রতা তো সাত আসমান ও জমিন আর সে সমস্ত জিনিসই বর্ণনা করে যা আসমান ও জমিনের মাঝে রয়েছে। কোনো জিনিসই এমন নেই, যা তাঁর প্রশংসা করার সাথে সাথে তাঁর তসবীহ করছে না; কিন্তু তোমরা ঐসবের তসবীহ অনুধাবন করছ না। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ধৈর্যশীল, অতীব ক্ষমাশীল। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ۚ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ - (النور : ٤١)

তুমি কি দেখতে পাও না যে, আল্লাহ্র মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে সেসব কিছু যা আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অবস্থিত রয়েছে আর সে পক্ষীকুলও যারা পাখাবিস্তার করে উড়ে বেড়াচ্ছে ? প্রত্যেকেই নিজের নামায ও পবিত্রতা বর্ণনার নিয়ম জানে। আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। (সূরা নূর ঃ ৪১)

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ (١٨) -(الروم)

(১৭) অতএব তোমরা আল্লাহ্র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা (তসবিহ্) করো প্রত্যহ সন্ধ্যায় ও সকালে। (১৮) আসমান ও জমিনে তাঁরই জন্য প্রশংসা। আর (তাঁর) মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করো দিনের তৃতীয় প্রহরে এবং তোমাদের সামানে যখন যোহরের সময় উপস্থিত হয়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ...... (الحديد : ١)

আল্লাহ্র তসবীহ করেছে এমন প্রতিটি জিনিসই যা পৃথিবী ও আকাশ-লোকে রয়েছে .....।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ -

তোমাদের কি জানা নেই যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রভুত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য; তিনি ব্যতীত অন্য কেউই তোমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (সূরা বাকারা ঃ ১০৭)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ -( اٰل عمرٰن : ٨)

তারা আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতে থাকে ঃ "হে পরোয়ারদেগার! তুমি যখন আমাদেরকে সঠিক-সোজা পথে চালিয়েছ (তখন) তুমি আর আমাদের মনে কোনো প্রকার বক্রতা ও কুটিলতার সৃষ্টি করে দিও না। আমাদেরকে তোমার মেহেরবানীর ভাণ্ডার থেকে অনুগ্রহ দান করো, কেননা প্রকৃত দয়াবান তুমিই। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮)

...... اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا - (النساء : ٣٤)

(৩৪) ..... ওপরে আল্লাহ্ রয়েছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুমহান। (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

...... وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ - (البقرة : ٢٦٧)

.... তোমাদের জেনে নেয়া উচিত যে, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি সবচেয়ে উত্তম গুণে বিভূষিত। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ -

সমগ্র প্রশংসা সে আল্লাহ্র জন্য, যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিটি জিনিসের মালিক আর পরকালেও সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সুবিজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরা সাবা ঃ ১)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ - (الفاطر : ١٥)

হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ্ তো অভাবশূন্য ও প্রশংসিত।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ – (الشورى : ٥١)

কোনো মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সামনাসামনি কথা বলবেন। তিনি কথা বলেন হয় ওহী (ইশারা)-র মাধ্যমে কিংবা পর্দার পিছন থেকে অথবা তিনি কোনো বার্তাবাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁর নির্দেশে তিনি যা কিছু চান ওহী করেন। তিনি সুমহান ও সুবিজ্ঞানী। (সূরা শুরা ঃ ৫১)

...... وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ – (الرعد :٤١)

..... আল্লাহ শাসন পরিচালনা করছেন; তাঁর ফয়সালা পুনর্বিবেচনাকারী কেউ নেই এবং তাঁর হিসেব নিতেও কিছুমাত্র দেরী হয় না। (সূরা রা'আদ ঃ ৪১)

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۚ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ – (سباء : ٢٦)

বলো ঃ "আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদেরকে একত্রিত করবেন। অতপর আমাদের পারস্পরিক ব্যাপারে সঠিক ফয়সালা করে দেবেন। তিনি অতীব শক্তিমান বিচারকর্তা যে, যিনি সব কিছুই জানেন।"

.... مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ – (الملك : ٣)

...... তোমরা মহা দয়াবানের সৃষ্টিকর্মে কোনোরূপ অসঙ্গতি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোনো দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? (সূরা মূলক ঃ ৩)

..... إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ – (ابراهيم : ٨)

.... "তোমরা যদি কুফরী করো এবং জমিনের অধিবাসী সব লোকও যদি কাফের হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ পরমুখাপেক্ষীহীন এবং নিজ সত্তায় নিজেই প্রশংসিত। (সূরা ইবরাহীম ঃ ৮)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ – (الممتحنة : ٦)

এ লোকদের কর্মপদ্ধতিতেই তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ও পরকালের দিনের আকাংখী এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উন্নত মানের আদর্শ রয়েছে। কেউ যদি তাঁর দিক থেকে বিমুখ হয়, তবে আল্লাহ তো অমুখাপেক্ষী ও স্বতই প্রশংসিত। (সূরা মুমহাতানা ঃ ৬)

...... وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا – (النساء : ٧٠)

..... আর প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট। (সূরা নিসা ঃ ৭০)

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٧) ..... وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ..... (٢٥٥) – (البقرة)

(৭৭) তারা কি জানে না যে, তারা যা কিছু গোপন করে আর যা প্রকাশ করে এর সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে ? (২৫৫) ...... অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকেও জানাতে চান (তবে অন্য কথা) .... ... (সূরা বাকারা)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) - (العلق)

(৪) যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। (৫) মানুষকে এমন জ্ঞান (শিক্ষা) দিয়েছেন যা সে জানত না। (সূরা আলাক)

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ط يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ط وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ - (الرعد : ٤٢)

এর পূর্বে যেসব লোক অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তারা অনেক বড় বড় অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আসল সিদ্ধান্তকারী কৌশল তো পুরোপুরি আল্লাহ্রই মুষ্ঠিতে নিবদ্ধ রয়েছে। তিনি জানেন কে কিসব উপার্জন করেছে। আর অচিরেই এই সত্য অমান্যকারীরা দেখতে পাবে কার পরিণাম ভালো। (সূরা রা'আদ ঃ ৪২)

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ - (الانبياء : ١١٠)

আল্লাহ সে কথাগুলোও জানেন, যা উচ্চ কণ্ঠে বলা হয় আর তাও, যা তোমরা গোপনে করো (বা বলো)। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১১০)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ط إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ -

তোমরা কি জাননা যে, আসমান ও জমিনের সবকিছুই আল্লাহ্র জ্ঞানের আওতাভুক্ত। সবকিছুই একটি কিতাবে লেখা রয়েছে। আল্লাহ্র পক্ষে এটা কিছুমাত্র কঠিন নয়। (সূরা হজ্জ ঃ ৭০)

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا - (الاحزاب : ٥٤)

তোমরা প্রকাশ করো কিংবা লুকিয়ে রাখো, আল্লাহ্ কিন্তু সব কথাই জানেন।

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - (فاطر : ٣٨)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের সব গোপন বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি তো অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবহিত। (সূরা ফাতির ঃ ৩৮)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ... (الفرقان : ٥٨)

(হে মুহাম্মদ!) সে সত্তার ওপর ভরসা রাখো, যিনি চিরঞ্জীব এবং কখনো মরবেন না। তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করো....। (সূরা ফুরক্বান ঃ ৫৮)

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ

مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَافِىْ يَدِهِ وَقَالَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْاُخْرَىٰ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ -

আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল করীম (স) বলেছেন। আল্লাহ্‌র হাতে পরিপূর্ণ। রাত-দিন খরচ করলেও তাতে ঘাটতি আসেনা। তিনি আরও বলেছেন ঃ তোমরা লক্ষ্য করছ কি ? আসমান জমিন পয়দা করার পর থেকে তিনি যে কত খচর করেছেন, এতদসত্তেও তাঁর হাতে যা আছে তাতে কিঞ্চিতও কমেনি। এবং নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তখন তাঁর আরশ পানির ওপর অবস্থান করছিল। তার অপর হাতটিতে রয়েছে পাল্লা যা কখনও তিনি নিচে নামান আবার কখনও উপরে উঠান। (বুখারী)

حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ اَبِىْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا قَضَعَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ اِنَّ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন (সৃষ্টির) কাজ সম্পূর্ণ করলেন তখন তাঁর নিকটে তাঁর আরশের ওপর লিপিবদ্ধ করে দিলেন, "আমার রহমত আমার ক্রোধের ওপর প্রবল হয়েছে। (বুখারী)

حَدَّثَنَا اِسْحَقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدً انَادَى جِبْرِيْلَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّ فُلَانًا فَاُ حِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِى جِبْرِيْلَ فِىْ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّ فُلَانًا فَاَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِيْ اَهْلِ الْاَرْضِ -

আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তিনি জিবরাঈরকে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তাই তুমিও তাকে ভালোবাস। সুতরাং জিবরাইল (আ) তাকে ভালোবাসেন। তারপর জিবরাঈল (আ) আসমানে এ ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ আমূক বান্দাকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাঁকে ভালোবাস। তখন তাকে আসমানবাসীরা ভালোবাসে এবং জমিন বাসীদের মাঝেও তাকে মাকবুল করা হয়। (বুখারী)

حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ اَبَاهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُلْ اَحَدُكُمُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى اِنْ شِئْتَ اِرْحَمْنِى اِنْ شِئْتَ اُرْزُقْنِى اِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ اِنَّهُ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ لَا مُكْرِهَ لَهُ . (بخارى)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ এভাবে দো'আ করনা, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও, যদি তুমি চাও। আমার প্রতি রহম করো যদি তুমি চাও। আমাকের রিযিক দাও যদি তুমি চাও। বরঞ্চ দো'আ প্রার্থী খুবই দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করবে। কেননা তিনি যা চান তাই করেন। তাকে বাধ্য করার মতো কেউ নেই।

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُبْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتّٰى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، قَالَ ثُمَّ وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيْدٌ -

আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জালিমদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে পাকড়াও করেন, তখন আর ছাড়েন না। (বর্ণনাকরী বলেন) এরপর তিনি [নবী করীম (স)] এ আয়াত পাঠক করেন। "এবং এরূপই তোমার রব্বের শক্তি। তিনি শাস্তিদান করেন জনপদ সমূহকে যখন তারা জুলুম করে থাকে। তাঁর শাস্তি মর্মন্তদ, কঠিন।" (বুখারী)

## ৪. আল্লাহ্ তাঁর শক্তিমত্তা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -(الفاتحة : ١)

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য যিনি নিখিল জাহানের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক।

اَلَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً ص وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ج فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٢) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ط وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ط وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ط وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ..... (٧٤) وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (١١٥) ... بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ (١١٦) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (١١٧) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (١٦٤) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (٢٥٥) اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ

وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲۵۹) وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ، قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ، قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (۲۶۰) لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ، وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۲۸۴) - (البقرة)

(২২) সে আল্লাহ্-ই তোমাদের জন্য মাটির শয্যা বিছিয়ে দিয়েছেন, আকাশের ছাদ তৈরি করেছেন, ঊর্ধ্বদেশ হতে বৃষ্টিপাত করেছেন এবং এর সাহায্যে নানা প্রকার ফল উৎপন্ন করে তোমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। অতএব তোমরা যখন এ সব কথাই জানো, তখন অন্য কাউকেও আল্লাহ্র প্রতিপক্ষ হিসেবে স্বীকার করো না। (৭৪) কিন্তু এরূপ নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মন কঠিন হয়ে গেছে— বরং তা অপেক্ষাও কঠিনতম। কারণ, কোনো কোনো পাথর এমনও আছে, যা থেকে ঝর্ণধারা প্রবাহিত হয়। কোনো কোনোটি দীর্ণ হয়ে যায় এবং এর মধ্য হতে পানি উৎসারিত হয়। আর কোনো কোনোটি আল্লাহ্র ভয়ে কম্পিত হয়ে ভূপাতিতও হয়... ..... (১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ্র। যেদিকে তুমি মুখ ফিরাবে, সে দিকেই আল্লাহ্র সত্তা বিরাজমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশালতার অধিকারী ও সর্ববিষয়ে অবহিত। (১১৬) ..... প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র জিনিসই আল্লাহ্র মালিকানাধীন, সবই তাঁর আদেশানুগত। (১১৭) তিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যা কিছুরই সিদ্ধান্ত করেন, এর জন্য শুধু বলেন, 'হও' আর অমনি তা হয়ে যায়। (১৬৪) (এ সত্য অনুধাবন করার জন্য অন্য কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন হলে) যাদের সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে, তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি, রাতদিনের আবর্তন, মানুষের জন্য লাভজনক দ্রব্যাদি নিয়ে নদ-নদী ও সমুদ্রে চলাচলকারী জলযানসমূহ, ওপর থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক বৃষ্টির ধারা বর্ষণ ও এর সাহায্যে মৃত্যুর পর পৃথিবীকে জীবন দান এবং তার এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রাণবান সৃষ্টির বিস্তার সাধন, বায়ুর গতি-প্রবাহ এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। (২৫৫) আল্লাহ্ সে চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্বচরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি না নিদ্রা যান, না তন্দ্রা তাকে স্পর্শ করে। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব তারই। কে এমন আছে, যে তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে ? যা কিছু বান্দাহ্দের সম্মুখে রয়েছে, তাও তিনি জানেন আর যা কিছু তাদের অগোচরে, সে সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল। তাঁর জ্ঞাত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে কোনো জিনিসই তাদের (লোকদের) জ্ঞান-সীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাউকে দান করতে চান (তবে অন্য কথা)। তাঁর কর্তৃত্ব সমগ্র আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। ঐ সবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোনো কাজ নয় যা তাকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। বস্তুত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠতম

সত্তা। (২৫৯) অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ সে ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করো, যে এমন একটি জনপদ অতিক্রম করছিল যার বাড়ি ঘরগুলো ভেঙে নিজ নিজ ছাদের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে বলল ঃ এ ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদকে আল্লাহ্ পুনরায় কিভাবে জীবিত করবেন ? অতঃপর আল্লাহ্ তার প্রাণ হরণ করে নিলেন এবং সে একশত বৎসর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে রইল। তারপর আল্লাহ্ তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলো, কতকাল পড়েছিলে ? সে বলল ঃ একদিন বা কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমার ওপর দিয়ে এমনি অবস্থায় একশতটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন তোমার খাদ্য ও পানীয় একবার পরীক্ষা করে দেখো, তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও দেখা দেয়নি। অপর দিকে একবার তোমার গাধাটাকেও দেখো (যে, এর দেহ পাঁজর পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে)। আর আমরা এটা এজন্য করেছি যে, আমরা তোমাকে জনগণের জন্য একটি নিদর্শন বানিয়ে দিতে চাই। তারপর দেখতে থাকো, হাড়গোড়ের এ পাঁজরকে উঠিয়ে আমরা কিভাবে তাকে মাংস ও চামড়া দ্বারা ভরে দেই। এভাবে প্রকৃত সত্য ব্যাপার যখন তার সম্মুখে সম্পূর্ণ উদঘাটিত হলো, তখন সে বলল ঃ আমি জানি, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (২৬০) সে ঘটনাও স্মরণে রেখো, যখন ইবরাহীম বলেছিল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দাও, তুমি মৃতকে কেমন করে পুনরুজ্জীবিত করো ? আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি কি তা বিশ্বাস করো না ? সে আরয করল, বিশ্বাস তো করি, কিন্তু শুধু মনের সান্ত্বনা প্রয়োজন। আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে তুমি চারটি পাখি ধরো এবং ঐগুলোকে নিজের সাথে সুপরিচিত করে লও। তারপর ওদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রেখে দাও এবং অতঃপর ওদের ডাক; ওরা তোমার নিকট দৌড়ে আসবে। ভালো করে জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও অতিশয় কুশলী। (২৮৪) আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র। তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ করো আর না-ই করো আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কাছ থেকে সে সম্পর্কে হিসেব গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা হবে মাফ করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আর (জেনে রাখো) আল্লাহ সব কিছুর ওপর পরাক্রমশালী, তিনি সর্বশক্তিমান।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٥) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦) أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣)....... فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٨٩)- ( آل عمران )

(৫) আকাশ ও পৃথিবীর কোনো জিনিসই আল্লাহর কাছে গোপন নেই। (৬) তিনিই তো তোমাদের মায়েদের গর্ভে তোমাদের আকার-আকৃতি নিজের ইচ্ছামত বানিয়ে থাকেন। বাস্তবিকই এই প্রবল পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। (৮৩) এখন এসব লোক কি আল্লাহ্র আনুগত্য করার পন্থা (আল্লাহর দ্বীন) পরিত্যাগ করে অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করতে চায় ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর নির্দেশের অধীন (মুসলিম) হয়ে আছে। আর মূলত তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে। (৯৭) ...... আল্লাহ দুনিয়াবাসীর প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। (১৮৯) জমিন ও আসমানের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং তাঁর শক্তি সব কিছুর ওপর সর্বজয়ী ও সর্বগ্রাসী।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ، وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا (١٢٦) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ، وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ، وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا (١٣١) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (١٣٢) اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ، وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا (١٣٣) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (١٣٤) - (النساء)

(১২৬) আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহ্‌র এবং আল্লাহ্ সবকিছুকেই পরিবেষ্টনকারী। (১৩১) আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহ্‌র। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমরা কিতাব দান করেছিলাম, তাদেরকেও এই উপদেশ দিয়েছিলাম আর এখন তোমাদেরকেও এই উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহকে ভয় করে কাজ করো; কিন্তু তোমরা যদি তা না মানতে চাও, তবে মেনো না। আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেরই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। ওপরন্তু সকল প্রকার প্রশংসার তিনিই যোগ্য অধিকারী। (১৩২) নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন মালিক, যা কিছু আসমানে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে সেসব কিছুরই আর যাবতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য এক আল্লাহই যথেষ্ট। (১৩৩) তিনি ইচ্ছা করলেই তোমাদেরকে অপসারিত করে তোমাদের স্থানে অন্য লোককে এনে বসাবেন; তিনি এর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। (১৩৪) যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার সওয়াবের সন্ধানী, সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়ার সওয়াবও রয়েছে আর আখেরাতের সওয়াবও। আল্লাহ বস্তুত সবকিছু শুনেন ও সবকিছু দেখেন। (সূরা নিসা)

....... وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَاۤ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ، اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ - (المائدة : ٤٨)

....... যদিও আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকেই এক উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি এটা এ জন্য করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। অতএব ভালো ও সৎকাজে তোমরা পরস্পরের অগ্রে চলে যেতে চেষ্টা করো। অবশেষে তোমাদের সকলকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, এর আসল সত্যটি তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ (١) وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ (٣) قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، قُلْ لِّلّٰهِ ، كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ، اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٢) وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٣) قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ، قُلْ اِنِّىْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ

أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٤) قُلْ إِنِّيْ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (١٥) وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٧) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ (١٨) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ إِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (٥٩) وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰى أَجَلٌ مُّسَمًّى ج ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٦٠) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ، حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ (٦١) ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ ، أَلَا لَهُ الْحُكْمُ قف وَهُوَ أَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ (٦٢) قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ج لَئِنْ أَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ (٦٣) قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ (٦٤) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، أُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ (٦٥)- (الانعام)

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আলো এবং অন্ধকার সৃজন করেছেন; তৎসত্ত্বেও যারা সত্যের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তারা অপর জিনিসকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সমকক্ষরূপে গ্রহণ করেছে। (৩) সে এক আল্লাহ-ই আকাশ রাজ্যেও আছেন— আছেন এই পৃথিবীতেও। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল অবস্থাই তিনি জানেন আর ভালো বা মন্দ যা কিছু তোমরা উপার্জন করো সে সম্পর্কেও তিনি পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিফহাল। (১২) তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ আকাশ জগত ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা কার ? বলোঃ সব কিছুই আল্লাহ্‌র, তিনি নিজের ওপর দয়া-অনুগ্রহের নীতি অবলম্বন করার বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। (এ কারণেই তিনি তোমাদের আইন অমান্য ও আল্লাহদ্রোহিতার শাস্তি সঙ্গে সঙ্গেই দেন না।) কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সকলকে অবশ্যই একত্রিত করবেন। বস্তুত এটি এক সন্দেহাতীত সত্য; কিন্তু যারা নিজেরাই নিজদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসের কবলে নিক্ষেপ করে নিয়েছে, তারা এটি বিশ্বাস করে না। (১৩) রাত্রির অন্ধকারে ও দিনের উজ্জ্বল আলোকে যা কিছু স্থিতি লাভ করে, তা সব কিছুই আল্লাহ্‌র। তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। (১৪) বলো, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমি অপর কাউকেও নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেব কি ? সে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি রুজী দান করেন, রুজী গ্রহণ করেন না ? বলোঃ আমাকে তো এই আদেশই করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমিই তাঁর সম্মুখে মাথা নত করে দেব। আমাকে তাগিদ করা হয়েছে যে, (কেউ যদি আল্লাহ্‌র সাথে শির্‌ক করে, তবে সে করুক, কিন্তু) তুমি কিছুতেই মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না। (১৫) বলোঃ আমি যদি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাফরমানী করি, তাহলে ভয় করছি যে, এক বড় (ভয়াবহ) দিনে আমাকে শাস্তি

ভোগ করতে হবে। (১৭) আল্লাহই যদি তোমার কোনো ক্ষতি সাধন করেন, তবে তিনি ব্যতীত তোমাকে এই ক্ষতি হতে রক্ষা করবে— এমন কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমাকে কোনো কল্যাণের ভাগী করে দেন, তবে তিনি সর্বশক্তিমান; (১৮) তিনি আপন বান্দাহ্দের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি অতীব জ্ঞানী ও সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। (৫৯) সমস্ত গায়বের চাবিকাঠি তাঁরই কাছেই, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। স্থল ও জলভাগে যা কিছু আছে, তিনি এর সবকিছুই জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই, যে সম্পর্কে তিনি জানেন না। জমির অন্ধকারাছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। আর্দ্র ও শুষ্ক সব কিছুই এক উন্মুক্ত কিতাবে লেখা রয়েছে। (৬০) তিনিই রাত্রিবেলা তোমাদের রূহ কবজ করেন আর দিনের বেলা তোমরা যা কিছু করো, তাও তিনি জানেন। তার দ্বিতীয় দিনে তিনি তোমাদেরকে সে কর্মজগতে ফিরিয়ে পাঠান, যেন জীবনের নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল পূর্ণ হতে পারে। কেননা তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা এখানে কি কাজ করছিলে, তা তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন। (৬১) তাঁর বান্দাহ্দের ওপর তিনি পূর্ণ কর্তৃত্বশীল, পরাক্রান্ত এবং তোমাদের ওপর হেফাজতকারী নিযুক্ত করে পাঠান। এমনকি, তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের কর্তব্য পালনে একবিন্দু ত্রুটি করে না। (৬২) অতঃপর সকলেই স্বীয় প্রকৃত মনিব ও মা'বুদের কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়। সাবধান থাকো, ফয়সালা করার— সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্ত ইখতিয়ার কেবল তাঁরই রয়েছে; হিসেব গ্রহণে তিনি পূর্ণমাত্রায় ক্ষীপ্র। (৬৩) (হে মুহাম্মদ!) এদের কাছে জিজ্ঞেস করোঃ মরু প্রান্তর ও নদী-সমুদ্রের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে তোমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করে কে ? কার সমীপে (বিপদের সময়) কাতর কণ্ঠে ও চুপেচুপে প্রার্থনা করো ? কাকে বলো যে, তিনি তোমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করলে তোমরা অবশ্যই শোকর-গোযার বান্দাহ্ হবে ? (৬৪) বলো, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে তা থেকে ও সকল প্রকারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দান করেন; তাহলে অপরকে তোমরা তাঁর শরীক মনে করছ কেন ? (৬৫) বলো, তিনি তোমাদের ওপর উর্ধ্বলোক থেকে কিংবা তোমাদের পায়ের তলদেশ থেকে কোনো আযাব পাঠিয়ে দিতে সক্ষম অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একদল দ্বারা অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। দেখো, আমরা কিভাবে বারে বারে বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের নিদর্শনসমূহ তাদের সম্মুখে পেশ করছি, যেন তারা এই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারে। (সূরা আন'আম)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبٰرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - (الاعراف : ٥٤)

বস্তুত তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সে আল্লাহ যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর স্বীয় আরশের (সিংহাসনের) ওপর আসীন হয়েছেন। তিনি রাতকে দিনের ওপর বিস্তার করে দেন। তারপর দিন রাতের পেছনে দৌড়াতে থাকে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন। সবই তাঁর আইন-বিধানের অধীন বন্দী। সাবধান, সৃষ্টি তাঁরই এবং সার্বভৌমত্বও তাঁরই। অপরিসীম বরকতময় আল্লাহ, সমগ্র জাহানের মালিক ও প্রতিপালক।

إِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ –

আর এটাও সত্য যে, আল্লাহ্‌রই মুঠের মধ্যে রয়েছে আসমান ও জমিনের রাজত্ব। তাঁরই ইখতিয়ারে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। তোমাদের কোনো সাহায্যকারী বা পৃষ্ঠপোষক এমন নেই, যে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারে। (সূরা তওবা ঃ ১১৬)

إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ؕ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ (٩٥) فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (٩٦) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٩٧) وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ (٩٨) وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٩٩) لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (١٠٣) – (الانعام)

(৯৫) দানা ও বীজ দীর্ণকারী হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন এবং মৃতকে বের করেন জীবিত থেকে। এসব কাজের আসল কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ; তাহলে তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে চলেছ ? (৯৬) তিনিই রাত্রির আবরণ দীর্ণ করে রঙীন প্রভাতের উন্মেষ করেন। তিনিই রাত্রিকে শান্তির সময় বানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্তের হিসেব নির্দিষ্ট করেছেন। বস্তুত এ সবই সে মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত পরিমাণ। (৯৭) এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকাসমূহকে মরু-সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে পথ জানবার উপায় বানিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ্য করো, আমরা চিহ্নসমূহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি তাদের জন্য, যারা জ্ঞান রাখে। (৯৮) এবং তিনিই এক প্রাণীসত্ত্বা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর প্রত্যেকের জন্য একটি অবস্থান স্থল রয়েছে, আর একটি আছে তাকে সোপর্দ করার জায়গা। এই নিদর্শনসমূহ আমরা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করলাম তাদের জন্য, যারা বুঝ-সমজের অধিকারী, (৯৯) এবং তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করিয়েছেন, এর সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিত উৎপাদন করেছেন এবং এর দ্বারা শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও গাছ-পালার সৃষ্টি করেছেন। তারপর তা থেকে বিভিন্ন কোষসম্পন্ন দানা বের করেছেন, খেজুরের মোচা থেকে ফলের থোকা থোকা বানিয়েছেন, যা বোঝার ভারে নূয়ে পড়ে। আর সজ্জিত করেছেন আংগুর, যয়তুন ও ডালিমের বাগান, সেখানে ফলসমূহ পরস্পর স্বদৃশ অথচ প্রতিটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। এ গাছগুলো যখন ফল ধারণ করে, তখন এর ফল বের হওয়া ও এর পেকে যাওয়ার অবস্থাটা একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখো। এসব জিনিসেই সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিহিত রয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে। (১০৩) দৃষ্টিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ত করেন। তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٤) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥) إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ (٦) ..... أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٨) وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (٦١) - (يونس)

(৩) বস্তুত সে আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয়টি দিনে সৃষ্টি করেছেন। পরে তিনি সিংহাসনে আসীন হয়েছেন এবং বিশ্বলোকের পরিচালনা করছেন। সুপারিশ ও শাফাআতকারী কেউ নেই, তবে যদি আল্লাহ্র অনুমতির পর শাফাআত করে (তবে অন্য কথা)। এই আল্লাহ্ই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু; অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। এখনো কি তোমাদের হুঁশ হবে না ? (৪) তাঁর কাছে তোমাদের সকলেরই ফিরে যেতে হবে। এটা আল্লাহ্র পাক্কা ওয়াদা। নিঃসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন, পরে তিনি আবার সৃষ্টি করবেন। যারা ঈমান আনল ও নেক আমল করল যেন তাদেরকে পূর্ণ ইনসাফের সাথে পুরস্কার দিতে পারেন। আর যারা কুফরীর নীতি গ্রহণ করল, তারা জ্বলন্ত উত্তপ্ত পানি পান করবে ও কঠিন পীড়াদায়ক আযাব ভোগ করবে— তাদের সত্য অমান্য করার প্রতিফল হিসেবে। (৫) তিনিই সূর্যকে উজ্জ্বল ভাস্বর বানিয়েছেন, চন্দকে দিয়েছেন ঔজ্জ্বল্য। এবং চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি লাভের এমন সব মনজিল ঠিক ঠিকভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার ফলে তোমরা এরই সাহায্যে বছর ও তারিখসমূহের হিসেব জেনে নেও। আল্লাহ্ তা'আলা এসব কিছু (খেলার ছলে নয়, বরং) স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর নিদর্শনসমূহ একটি একটি করে সুস্পষ্টরূপে পেশ করেছেন— তাদের জন্য, যারা জ্ঞানবান। (৬) নিশ্চিতই রাত ও দিনের আবর্তনে, আর আসমান ও জমিনে আল্লাহ্ তা'আলা যতো জিনিসই সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিটি জিনিসে নিদর্শন সমূহ রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা (ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ও ভুল আচরণ থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়। (১৮) ....... তোমরা কি আল্লাহ্কে এমন সব খবর দিচ্ছ, যা তিনি না আসমানে জানেন, না জমিনে। মহান পবিত্র তিনি। তিনি এই শিরক থেকে বহু উর্ধ্বে, যা এ লোকেরা করে। (৬১) হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাকো না কেন এবং কুরআন থেকে যা কিছু শুনাও আর হে লোকেরা! তোমরাও যা কিছু করো— এই সর্ব অবস্থায়ই আমরা তোমাদেরকে দেখতে ও লক্ষ্য করতে থাকি। আসমান ও জমিনে বিন্দু পরিমাণ জিনিস এমন নেই— না ছোট না বড়— যা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে আছে এবং এক পরিচ্ছন্ন দফতরে লিপিবদ্ধ নয়। (সূরা ইউনুস)

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (٦) اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ۚ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٥٦)–

(৬) জমিনে বিচরণশীল কোনো জীব এমন নেই, যার রিযিক দানের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত নয় এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না যে, কোথায় সে থাকে আর কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়। সবকিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা আছে। (৫৬) আমার ভরসা তো আল্লাহ্‌র ওপর, যিনি আমারও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আর তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। কোনো জীব এমন নেই, যার মস্তক তার মুষ্ঠিতে নিবদ্ধ নয়। নিঃসন্দেহে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (সূরা হুদ)

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ (٨) عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ (٩) سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ (١٠) هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (١٢) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ (١٣) لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۖ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَىْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۚ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ (١٤) وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ (السجدة) (١٥) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلِ اللّٰهُ ۚ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ .......(١٦) اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ (١٧) لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٨)– (الرعد)

(৮) আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভ সম্পর্কে অবহিত। যা কিছু তার গর্ভে জন্ম নেয়, তাও তিনি জানেন আর যা কিছু তাতে কম-বেশি হয়, সে সম্পর্কেও তিনি পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। প্রতিটি জিনিসের জন্য তাঁর কাছে একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে। (৯) গোপন ও প্রকাশ্য সবই তাঁর জ্ঞাত। তিনি মহান; সর্বাবস্থায় তিনি সর্বোচ্চে অবস্থান করেন। (১০) তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলুক কি নিম্নস্বরে আর কেউ রাতের অন্ধকারে

লুক্কায়িত থাকুক কিংবা দিনের আলোকেই চলতে থাকুক— তাঁর জন্য সকলেই সমান। (১২) তিনিই তোমাদের সম্মুখে বিদ্যুৎ চমকিয়ে থাকেন; যা দেখে তোমাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয় আর আশাও জাগে। তিনিই পানিভরা মেঘের সঞ্চার করেন। (১৩) মেঘের গর্জন তাঁরই প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে। ফেরেশতাগণ তাঁর প্রতাপে কম্পিত হয়ে তাঁর তসবীহ পাঠ করে। আর তিনি গর্জনকারী বজ্রকে পাঠান এবং (অনেক সময়) তা যার ওপর চান ঠিক তখনই নিক্ষেপ করেন, যখন লোকেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। বস্তুত তাঁর চাল বড়ই শক্তিশালী। (১৪) তাঁকে ডাকাই সত্যনীতি। আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এ লোকেরা আর যেসব শক্তিকে ডাকে, তারা তাদের ডাকের কোনোই জবাব দিতে পারে না। তাদেরকে ডাকাতো এমন ব্যাপার, যেমন কেউ পানির দিকে হাত প্রসারিত করে এর আছে আবেদন জানায় যে, তুই আমার মুখের মধ্যে পৌঁছে যা, অথচ পানি সে পর্যন্ত কখনো পৌঁছবে না। ঠিক তেমনিভাবে কাফেরদের দো'আও লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর ছাড়া কিছুই নয়। (১৫) —তিনিই আল্লাহ, আসমান ও জমিনের সব জিনিস ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, কেবল তাকেই সিজদা করে থাকে আর সব জিনিসেরই ছায়া সকাল-সন্ধ্যা তাঁরই সম্মুখে নত হয়। (সিজদা) (১৬) এই লোকদেরকে জিজ্ঞেস করো ঃ আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু কে ? —বলো ঃ আল্লাহ্। অতঃপর তাদেরকে বলো ঃ এটাই যখন প্রকৃত ব্যাপার, তখন তোমরা কি তাঁকে বাদ দিয়ে এমন সব মা'বুদকে নিজেদের কর্মকর্তা মেনে নিয়েছ, যারা খোদ নিজেদেরও কোনোরূপ উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না ? —বলো ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান লোক কি কখনো এক হতে পারে ? আলো ও অন্ধকার কি কখনো এক হয় ?..... (১৭) আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং প্রতিটি নদী-নালা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুপাতে তাকে বহন করে নিয়ে যায়। আবার যখন প্লাবন আসে, তখন উপরিভাগে ফেনারাও জেগে ওঠে। আর এ রকমের ফেনা সেসব ধাতুর ওপরও জেগে ওঠে, যা অলংকার ও তৈজসপত্র বানাবার জন্য লোকেরা গলিয়ে থাকে। এই উপমা দ্বারা আল্লাহ হক ও বাতিলের ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করে তোলেন। যা ফেনা, তা উড়ে যায় আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর, তা জমিনে স্থিতিশীল হয়। এভাবে আল্লাহ উপমা দ্বারা নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন। (১৮) যেসব লোক আপন রব্ব-এর আহ্বান কবুল করেছে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে আর যারা কবুল করল না, তারা যদি দুনিয়ার সমগ্র সম্পদেরও মালিক হয়ে বসে এবং ঐ পরিমাণ আরো সংগ্রহ করে লয়, তাহলেও তারা আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে বাঁচবার জন্যে এই সবকিছুকে বিনিময় হিসেবে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এরা সে লোক, যাদের কাছ থেকে খুব নিকৃষ্টভাবে হিসাব গ্রহণ করা হবে আর তাদের পরিণতি জাহান্নাম। এটা অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা। (সূরা রা'আদ)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩) وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٠) اَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهٰرَ (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤) - (ابرٰهيم)

(১৯) তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকে মহাসত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং এক নতুন সৃষ্টি তোমাদের স্থানে নিয়ে আসবেন। (২০) এরূপ করা তার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। (৩২) আল্লাহ্ তো তিনিই, যিনি জমিন ও আসমানকে পয়দা করেছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। আর এর সাহায্যে তোমাদেরকে রিযিক পৌঁছাবার. জন্য নানা প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন। যিনি নৌ-যানকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও করায়ত্ত করেছেন, যেন তার হুকুমে তা নদী-সমুদ্রে চলাচল করে। আর নদ-নদীগুলোকেও তোমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন। (৩৩) যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, এরা প্রতিনিয়ত চলছে। আর রাত ও দিনকেও তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন। (৩৪) তিনি তোমাদেরকে সে সব কিছুই দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। তোমরা যদি আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ গুণতে চাও, তবে তা গুণতে পারবে না। প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ বড়ই অবিবেচক ও অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম)

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١) يُنَزِّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦٓ أَنْ أَنذِرُوٓا۟ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱتَّقُونِ (٢) خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ تَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٣) خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (٤) وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا۟ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (٧) وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠) يُنۢبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَٰبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١) وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتٌۢ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَٰنُهُۥٓ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (١٣) وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَٰرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥) وَعَلَٰمَٰتٍ ۚ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١٦) أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (١٩) وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْوَٰتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٢١) إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۚ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْءَاخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (٢٢) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ إِذَآ أَرَدْنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ (٤٠) أَوَلَمْ

يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ (٤٨) وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (٤٩) يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (السجدة) (٥٠) وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ (٥١) وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ (٥٢) لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٦٠) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (٦١) فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٧٤) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٧٧) اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٧٩) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ (٨٠) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ (٨١) – (النحل)

(১) আল্লাহ্‌র ফয়সালা এসে গেছে। এখন আর এর জন্য তাড়াহুড়া করো না। তিনি অতীব পবিত্র এবং এদের কৃত শিরক থেকে অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত। (২) তিনি এই 'রূহ'কে তাঁর যে বান্দাহ্‌র ওপর চান নিজের নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল করে দেন। (এই হেদায়েত সহকারে যে, লোকদেরকে) সাবধান ও সতর্ক করো, আমি ছাড়া তোমাদের আর কেউ মা'বুদ নেই। অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো। (৩) তিনি আসমান ও জমিনকে পরম সত্যতা সহকারে পয়দা করেছেন। তিনি বহু ঊর্ধ্বে সে শির্‌ক থেকে, যা এই লোকেরা করছে। (৪) তিনি মানুষকে এক ক্ষুদ্র শুক্রবিন্দু থেকে পয়দা করেছেন; অতঃপর দেখতে দেখতে সে স্পষ্টত এক ঝগড়াটে ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। (৫) তিনি জন্তু-জানোয়ার পয়দা করেছেন। এদের মধ্যে তোমাদের জন্য পোশাকও রয়েছে আর খাদ্যও। সেই সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ ফায়দাও নিহিত রয়েছে। (৬) তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য বিশেষ সৌন্দর্য রয়েছে, যখন সকাল বেলা তোমরা সেগুলোকে বিচরণের জন্য পাঠাও এবং সন্ধ্যায় সেগুলোকে ফিরিয়ে আনো। (৭) এরা তোমাদের ভার-বোঝা বহন করে এমন সব স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা খুব কঠোর শ্রম ছাড়া পৌঁছতে পারো না। আসল কথা এই যে, তোমাদের রব্ব বড়ই অনুগ্রহশীল ও অসীম মেহেরবান। (৮) তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গর্দভ পয়দা করেছেন, যেন তোমরা এর ওপর সওয়ার হও এবং এরা তোমাদের জীবনের শোভা-সৌন্দর্যে পরিণত হয়। তিনি আরো বহু সংখ্যক জিনিস তোমাদের কল্যাণের জন্য পয়দা করেছেন, যে সম্পর্কে

তোমাদের কিছুই জানা নেই। (১০) সে আল্লাহ্ই যিনি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন, যা হতে তোমরা নিজেরাও সিক্ত-পরিতৃপ্ত হও আর তোমাদের জন্তু-জানোয়ারগুলোর জন্যও খাদ্য উৎপাদিত হয়। (১১) তিনি এই পানির সাহায্যে ক্ষেতে ফসল ফলান এবং জয়তুন, খেজুর, আংগুর ও আরো নানাবিধ ফল পয়দা করেন। এই সবের মধ্যে একটি বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত। (১২) তিনিই তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন আর সব তাঁরকাও তাঁরই বিধানে নিয়ন্ত্রিত। এ সবের মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। (১৩) আর এই যে বহু রঙ-বেরঙের দ্রব্যাদি তিনি তোমাদের জন্য জমিনে সৃষ্টি করে রেখেছেন, এগুলোর মধ্যেও অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। (১৪) তিনিই তোমাদের জন্য নদী-সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা হতে নতুন তাজা গোশ্‌ত আহরণ করে খেতে পারো এবং তা হতে সৌন্দর্য-শোভার এমন সব জিনিস তোমরা বের করে লও যা তোমরা পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছ যে, নদী-সমুদ্রের বুক দীর্ণ করে নৌকা-জাহাজ চলাচল করে। এসব কিছু এই জন্য যে, তোমরা যেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর মহা অনুগ্রহ সন্ধান করে নিতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। (১৫) তিনি জমিনে পর্বতের নঙ্গরসমূহ গভীরভাবে গেড়ে দিয়েছেন, যেন জমিন তোমাদের নিয়ে হেলতে-দুলতে না পারে। তিনি নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং স্বাভাবিক পথও বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো। (১৬) তিনি জমিনে পথ দেখাবার জন্য নিদর্শনাদি সংস্থাপন করে রেখেছেন। আর তারকার সাহায্যেও লোকেরা পথের সন্ধান পেয়ে থাকে। (১৭) অতএব ভেবে দেখো, যিনি পয়দা করেন আর যাকিছুই পয়দা করেন না, উভয়ই কি সমান ? তোমাদের কি চেতনা হবে না ? (১৮) আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ গণনা করতে চাও, তবে তা গুণতে পারবে না। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১৯) অথচ তিনি তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়েও অবহিত, গোপন বিষয়েও। (২০) আর মানুষ আল্লাহকে ত্যাগ করে অন্য যে সত্তাগুলোকে ডাকে, সেসব কোনো কিছুরই সৃষ্টিকর্তা নয়; বরং নিজেরাই সৃষ্ট। (২১) এরা সব মৃত— জীবিত নয়। আর সে সবের কিছুই জানা নেই, তাদেরকে কবে (পুনরুজ্জীবিত করে) উঠানো হবে। (২২) তোমাদের 'ইলাহ' শুধু এক আল্লাহ্। কিন্তু যারা পরকালকে মানে না, তাদের মনে আল্লাহ্‌র অস্বীকৃতি আসন গেড়ে বসেছে। আর তারা আত্ম-অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। (৪০) (এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দেহ ? তবে জেনে রাখো) কোনো জিনিসকে অস্তিত্ব দান করবার জন্য আমাদেরকে ছাড়া অপেক্ষা আর কিছুই করতে হয় না যে, তাকে হুকুম দেই, 'হয়ে যাও' আর অমনি তা হয়ে যায়। (৪৮) আর এই লোকেরা কি আল্লাহ্‌র পয়দা করা কোনো জিনিসকেই দেখে না যে, এর ছায়া কিভাবে আল্লাহর সমীপে সিজদারত অবস্থায় ডানে ও বামে পতিত হচ্ছে ? সব কিছুই এমনিভাবে বিনয় প্রকাশ করে। (৪৯) জমিন ও আসমানে যত পরিমাণ জানদার মাখলুক আছে আর আছে যত ফেরেশতা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে সিজদায় অবনত। তারা কিছুতেই অহংকার বা বড়াই করে না। (৫০) তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি ভয় পোষণ করে, যিনি তাদের ওপর অবস্থিত। আর যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয়, সে অনুযায়ী তারা কাজ করে। (৫১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো ঃ দুই ইলাহ গ্রহণ করো না, ইলাহ তো মাত্র একজন। কাজেই তুমি কেবল আমাকেই ভয় করো। (৫২) তাঁরই জন্য সব কিছু, যা আছে আকাশমণ্ডলে আর যা আছে জমিনে এবং একান্তভাবে তাঁরই দ্বীন (সমগ্র সৃষ্টিলোকে) চলছে। অতঃপর আল্লাহ্‌কে

ছেড়ে তোমরা কি অপর কারো প্রতি তাকওয়া পোষণ করবে? (৬০) খারাপ বিশেষণে অভিহিত হওয়ার যোগ্য তো সে লোকেরা, যারা পরকালের প্রতি নিঃসন্দেহ বিশ্বাস রাখে না। আর আল্লাহ্, তাঁর জন্য তো সব চেয়ে উত্তম ও উন্নত গুণাবলী শোভনীয়। তিনিই তো সকলের ওপর বিজয়ী এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। (৬১) লোকদের অন্যায় বাড়াবাড়ির দরুন আল্লাহ যদি সাথে সাথেই তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তাহলে জমিনের ওপর কোনো একটি প্রাণীকেও ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি সকলকেই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতপর যখন সে সময়টি এসে উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে কেউ এক মুহূর্ত কালও আগে-পরে হতে পারেনি। (৭৪) অতএব আল্লাহ্র তুলনা বানিয়োনা। আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জানো না। (৭৭) আর জমিন ও আসমানের গোপন রহস্য জ্ঞানতো আল্লাহ্রই রয়েছে এবং কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না; শুধু এটুকু সময় মাত্র লাগবে, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে; বরং এরও কম। আসল ব্যাপার এই যে, আল্লাহ সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। (৭৯) এ লোকেরা কি কখনো পক্ষীসমূহকে দেখেনি যে, আকাশের শূন্যলোকে তা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে? নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা ঈমান গ্রহণ করে। (৮০) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহসমূহকে স্থিতি লাভের স্থান বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি জন্তু-জানোয়ারের চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমন তাবু সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের জন্য বিদেশ সফর ও নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান— উভয় অবস্থাতেই খুব হালকা হয়ে থাকে। তিনি ভেড়া উট দুম্বা ইত্যাদির পশম এবং চুল দ্বারা তোমাদের জন্য পরিধানের ও ব্যবহার করার অসংখ্যা জিনিস পয়দা করেছেন, যা জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগে। (৮১) আল্লাহ্ নিজের সৃষ্ট বহু জিনিস থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়-পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন পোশাক দান করেছেন, যা তোমাদেরকে গরম হতে রক্ষা করে। আরো কিছু ধরনের পোশাক, যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে। এভাবে তিনি স্বীয় নিয়ামতসমূহের পূর্ণত্ব দান করেন। সম্ভবত তোমরা হুকুম পালনকারী হবে। (সূরা নহল)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (١٧) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (١٨) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (١٩) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (٢٠) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٢٢) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (٢٣) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٢٤) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٥)

(১৬) এ আমাদের কীর্তিবিশেষ যে, আসমানে আমরা বহুসংখ্যক সুদৃঢ় দুর্গ বানিয়েছি, সে সবকে দর্শকদের জন্য সুসজ্জিত করে দিয়েছি। (১৭) এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে সেগুলোকে সুরক্ষিত করেছি। (১৮) কোনো শয়তান সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। তবে কেউ কোনো কিছু আড়ি পেতে শুনে ফেললে ভিন্ন কথা। কিন্তু সে যখন কোনো কিছু আড়ি

—৬০

পেতে শুনতে চেষ্টা করে, তখন একটি উজ্জ্বল অগ্নি-শিখা এর পশ্চাতে ধাবিত হয়। (১৯) আমরা জমিনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পাহাড় গেড়ে দিয়েছি, তাতে সব প্রজাতির উদ্ভিদ যথাযথ মাপা-জোখা পরিমাণে উৎপাদন করেছি। (২০) এবং তার জীবিকার উপকরণ সংগ্রহ করে দিয়েছি, তোমাদের জন্যও আর সে অসংখ্য মাখ্লুকের জন্যও যাদের রিযিক্দাতা তোমরা নও। (২১) কোনো জিনিসই এমন নেই যার সম্পদের স্তুপ আমাদের কাছে বর্তমান নেই। আর যে জিনিসই আমরা নাযিল করি, এক নির্দিষ্ট পরিমাণেই নাযিল করে থাকি। (২২) ফলদায়ক বায়ু আমরাই পাঠাই, তারপর পানি বর্ষণ করি আর সে পানি দ্বারা তোমাদের সিক্ত করি। এই সম্পদের খাজাঞ্চী তোমরা নও। (২৩) জীবন ও মৃত্যু আমরাই দিয়ে থাকি এবং আমরাই সকলের উত্তরাধিকারী। (২৪) পূর্বে যেসব লোক তোমাদের মধ্য থেকে চলে গেছে, তাদেরকেও আমরা দেখে রেখেছি। আর পশ্চাতে আগমনকারী লোকেরাও আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। (২৫) তোমাদের রব্ব নিশ্চিতই এই সবকে একত্রিত করবেন। তিনি মহাজ্ঞানী এবং সুবিজ্ঞও। (সূরা হিজর)

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ .... (بنى اسرآءيل : ٢٥)

তোমাদের রব্ব খুব ভালোভাবেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। তোমরা যদি নেক চরিত্রবান হয়ে থাকো ........ (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৫)

قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا –

(হে মুহাম্মদ!) বলো, সমুদ্রগুলো যদি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কথাসমূহ লেখার জন্য কালি হয়ে যায়, তাহলেও তা ফুরিয়ে যাবে কিন্তু আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কথা লেখা শেষ হবে না; বরং এ পরিমাণ কালি যদি আমরা আরো এনে লই, তবে তাও যথেষ্ট হবে না।

(সূরা কাহাফ ঃ ১০৯)

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ ؕ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا – (امريم: ٦٥)

তিনি আসমান ও জমিনের আর সে সব জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর, যা আসমান ও জমিনের মাঝখানে রয়েছে। অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁরই বন্দেগীর ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকো। তোমাদের জানামতে তাঁর সমতুল্য কোনো সত্তা আছে কি ?

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى (٦) وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى (٧) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى (٨) – (طٰهٰ)

(৬) তিনি সেসব জিনিসের মালিক, যা আসমান ও জমিনে আছে আর যা আছে জমিন ও আসমানের মাঝখানে এবং মাটির গর্ভে। (৭) তুমি নিজের কথা সোচ্চারেই বলো না কেন, তিনি তো চুপিসারে বলা কথাও— বরং তদপেক্ষা গোপন ও নিঃশব্দের কথাও— জানেন। (৮) তিনি আল্লাহ্—তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ নেই। তাঁর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নামসমূহ।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ ۢ بَصِيْرٌ (٦١) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ (٦٢) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ز فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً ، اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ (٦٣) لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى
الْاَرْضِ ، وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ (٦٤) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ
تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ، وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ، اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ
رَّحِيْمٌ (٦٥) وَهُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ ز ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ، اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ (٦٦) مَا قَدَرُوا اللّٰهَ
حَقَّ قَدْرِهٖ ، اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ (٧٤) اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ، اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ
بَصِيْرٌ (٧٥) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (٧٦)- (الحج)

(৬১) এসব এ জন্য যে, আল্লাহ্ই রাত থেকে দিন এবং দিন থেকে রাত বের করেন। আর তিনি সব শোনেন এবং সব দেখেন। (৬২) এ সব এ জন্যও যে, আল্লাহই প্রকৃত সত্য আর সে সবকিছুই বাতিল যাদেরকে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকে। আল্লাহই পরাক্রান্ত ও মহান। (৬৩) তোমরা কি দেখো না আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং এর সাহায্যে জমিন শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে ? আসল কথা এই যে, তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে অবহিত। (৬৪) যা কিছু আছে আসমানসমূহে আর যাকিছু আছে জমিনে তা একান্তভাবে তাঁরই, তিনি যে অমুখাপেক্ষী ও প্রসংশিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। (৬৫) তোমরা কি দেখো না, তিনি সে সবকিছুকেই তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত করে রেখেছেন যা জমিনে রয়েছে। আর তিনিই নৌযানসমূহকে একটা নিয়মের অনুবর্তী বানিয়েছেন, এটি তাঁর হুকুমে নদী-সমুদ্রে চলাচল করে এবং তিনিই আসমানকে এমনভাবে ধারণ করে আছেন যে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত তা জমিনের ওপর আপতিত হতে পারেনি। আসল কথা এই যে, আল্লাহ লোকদের ব্যাপারে বড়ই দয়ার্দ্র ও অনুগ্রহশীল। (৬৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দেন আবার তিনিই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। সত্য কথা এই যে, মানুষ বড়ই সত্য অমান্যকারী। (৭৪) এ লোকেরা আল্লাহ্র মর্যাদাই বুঝলো না, যেমন তাঁকে বুঝা প্রয়োজন ছিল। আসল কথা এই যে, শক্তিমান ও মর্যাদাশালী তো একমাত্র আল্লাহ্ই। (৭৫) বস্তুত আল্লাহ (স্বীয় ফরমানসমূহ প্রেরণের জন্য ফেরেশতাদের মধ্য হতেও বাণী বাহক নির্বাচিত করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। (৭৬) যাকিছু তাদের সামনে রয়েছে তাও তিনি জানেন আর যাকিছু তাদের আড়ালে লুকায়িত, তাও তিনি জানেন এবং সমস্ত ব্যাপার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। (সূরা হুজ্জ)

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ، اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ، اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا
كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ، يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ، نُوْرٌ
عَلٰى نُوْرٍ ، يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ، وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ، وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ (٣٥)
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ ،
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (٤١) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ (٤٢) اَلَمْ تَرَ اَنَّ

اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْۢ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَاۤءُ ؕ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ (٤٣) يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ (٤٤) وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَاۤبَّةٍ مِّنْ مَّاۤءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ؕ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاۤءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٤٥)- (نور)

(৩৫) আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের জ্যোতি (নূর) স্বরূপ। (বিশ্বলোকে) তাঁর জ্যোতির দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন একটি তাকের ওপর একটি প্রদীপ রাখা হয়েছে, প্রদীপ রয়েছে একটা চিমনির মধ্যে। চিমনিটি দেখতে এরূপ, যেমন মোতির মতো ঝকমকে তারকা। আর সে প্রদীপটিকে জয়তুনের এমন এক বরকতময় গাছের তেল দ্বারা উজ্জ্বল করা হয়, যা না পূর্বের, না পশ্চিমের। যার তেল আপনা-আপনি উছলিয়ে পড়ে— আগুন তাকে স্পর্শ করুক আর না-ই করুক। (এভাবে) আলোর ওপর আলো (বৃদ্ধি পাওয়া সব উপাদান একত্রিত)। আল্লাহ তাঁর জ্যোতির দিকে যাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করেন। তিনি লোকদেরকে উপমার সাহায্যে কথা বুঝিয়ে থাকেন। তিনি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল। (৪১) তুমি কি দেখতে পাও না যে, আল্লাহ্‌র মহিমা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে সেসব কিছু যা আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অবস্থিত রয়েছে আর সে পক্ষীকুলও যারা পাখাবিস্তার করে উড়ে বেড়াচ্ছে ? প্রত্যেকেই নিজের নামায ও পবিত্রতা বর্ণনার নিয়ম জানে। আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। (৪২) আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাদশাহী আল্লাহ্‌রই জন্য আর তাঁর দিকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। (৪৩) তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ মেঘমালাকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করেন। তারপর এর খণ্ডগুলোকে পরস্পর একত্রিত ও সম্মিলিত করেন, অতপর তাকে আরো পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত করে তোলেন ? তারপর তুমি এও দেখো যে, এর অভ্যন্তর থেকে বৃষ্টির ফোঁটা টপকিয়ে পড়তে থাকে। আর তিনি আকাশ থেকে উচ্চ পাহাড়গুলোর সাহায্যে শিলা বর্ষণ করেন। অতপর যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা ক্ষতি পৌছিয়ে থাকেন আর যাকে ইচ্ছা তা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। এর বিদ্যুত চমক চোখকে ঝলসিয়ে দেয়। (৪৪) তিনিই রাত ও দিনের আবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। এতে বিশেষ শিক্ষা রয়েছে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য। (৪৫) আল্লাহ প্রতিটি প্রাণী ও জীবকেই এক প্রকারের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি বুকের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে চলে, কোনো কোনোটি দু' পায়ের ওপর ভর করে চলে, আবার কোনো কোনোটি চলে চার পায়ে ভর করে। তিনি যা কিছু চান সৃষ্টি করেন, তিনি প্রতিটি বস্তুর ওপর শক্তিমান। (সূরা নূর)

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاۤءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا (٤٥) ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا (٤٦) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا (٤٧) وَهُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ۚ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً طَهُوْرًا (٤٨) لِّنُحْيِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِيَّ كَثِيْرًا (٤٩) وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا ۫

فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا (٥٠) وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا (٥١) وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا (٥٣)-

(৪৫) তুমি কি দেখোনি, কিভাবে তোমার রব্ব ছায়া বিস্তার করে দেন ? তিনি চাইলে একে স্থিতিশীল ছায়া বানিয়ে দিতে পারতেন। আমরা সূর্যকে এর 'দলীল' (পথনির্দেশক) বানিয়ে দিয়েছি। (৪৬) তারপর (সূর্য যতই ওপরে উঠতে থাকে) আমরা এর ছায়াকে ধীরে ধীরে ও ক্রমাগতভাবে নিজের দিকে গুটিয়ে নিতে থাকি। (৪৭) তিনি আল্লাহ্ই, যিনি রাতকে তোমাদের জন্য পোশাক, নিদ্রাকে মৃত্যুর শান্তি-স্থিতি এবং দিনকে জীবন্ত হয়ে ওঠার সময় বানিয়ে দিয়েছেন। (৪৮-৪৯) এবং তিনিই স্বীয় রহমতের আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ করে পাঠিয়ে থাকেন। তারপর আসমান থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন পানি বর্ষণ করেন একটি মৃত অঞ্চলকে এর সাহায্যে জীবন দান করার এবং স্বীয় সৃষ্টিলোকের বহু জন্তু-জানোয়ার ও মানুষকে সিক্ত পরিতৃপ্ত করে দেয়ার জন্যে। (৫০) এই বিস্ময়কর কীর্তিকে আমরা বার বার তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করি, যেন তারা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কুফরী ও অকৃতজ্ঞতা ছাড়া অপর কোনো মনোভাব পোষণ করতে অস্বীকার করে বসে। (৫১) আমরা যদি চাইতাম, তবে এক একটি জনপদে এক-একজন ভয় প্রদর্শক দাঁড় করিয়ে দিতাম। (৫৩) আর তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিত করে রাখেন; তাদের একটি মিষ্ট সুস্বাদু আর অপরটি তিক্ত লবণাক্ত। আর দু'টির মাঝখানে একটি যবনিকা বিদ্যমান; একটি প্রতিবন্ধকতা এ দু'টিকে পরস্পর সংমিশ্রিত হতে বাধা দান করেছে। (সূরা ফুরক্বান)

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ۗ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٥٩) اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ (٦٠) اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٦١) اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (٦٢) اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٦٣) اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٦٤) قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ (٦٥) - (النمل)

(৫৯) (হে নবী!) বলো ঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এবং সালাম তাঁর সে বান্দাদের প্রতি, যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। (তাদেরকে জিজ্ঞেস করো ঃ) আল্লাহ ভালো, না সে সব মা'বুদ (উপাস্য) ভালো, যাদেরকে এ লোকেরা তাঁর শরীক বানাচ্ছে। (৬০) কে তিনি, যিনি আসমান ও জমিনকে পয়দা করেছেন এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে পানি বর্ষণ

করেছেন, তারপর এর সাহায্যে শ্যামল শোভামণ্ডিত বাগ-বাগিচা রচনা করেছেন— যার গাছ-পালাগুলো উৎপন্ন করা তোমাদের সাধ্য ছিল না ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহও (এসব কাজের শরীক) আছে কি? (নেই), বরং এ লোকেরা সত্য সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে। (৬১) তিনিই বা কে, যিনি জমিনকে স্থিতি ও বসবাসের জায়গা বানিয়েছেন, এর বুকে নদ-নদী প্রবহমান করেছেন এবং তাতে (পাহাড়-পর্বতের) স্তম্ভ গেড়ে দিয়েছেন এবং পানির দু'টি ধারার মধ্যখানে আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েছেন ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহ (এসব কাজে শরীক) আছে কি ? (নেই), বরং এদের অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ-মূর্খ। (৬২) কে তিনি, যিনি ব্যাকুল ও অস্থির ব্যক্তির দো'আ শোনেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে তার কষ্ট দূর করেন ? আর (কে তিনি, যিনি) তোমাদেরকে খলীফা নিয়োগ করেন ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহ (এ কাজের কর্তা) আছে কি ? তোমরা খুব সামান্যই চিন্তা-ভাবনা করে থাকো। (৬৩) আর কে তিনি, যিনি স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান ? আর কে স্বীয় রহমতের পূর্বে বায়ুর প্রবাহ পাঠান সুসংবাদ রূপে ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহ আছে কি (যে এ কাজ করে)? এরা যে শির্‌ক করে, তা থেকে আল্লাহ্ অনেক ঊর্ধ্বে। (৬৪) কে তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তারপর এরই পুনরাবৃত্তি ঘটান ? আর কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযিক দান করেন ? আল্লাহ্‌র সাথে অপর কোনো ইলাহও কি (এসব কাজে অংশীদার) আছে ? বলো ঃ উপস্থিত করো তোমাদের দলীল, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (৬৫) এদেরকে বলো ঃ আসমান ও জমিনে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই গায়েবের জ্ঞান রাখে না আর তারা কবে পুনরুত্থিত হবে, তাও তাদের জানা নেই। (সূরা নমল)

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ (٢١) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى
السَّمَاءِ ز وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (٢٢) ....... يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٥٢) - (العنكبوت)

(২১) তিনি যাকে চাইবেন শাস্তি দেবেন আর যার প্রতি ইচ্ছা দয়া ও অনুগ্রহ করবেন। তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। (২২) তোমরা না তাঁকে পৃথিবীতে অক্ষম করে দিতে পারো, না আসমানে আর আল্লাহ্‌র (হাত) থেকে বাঁচার মতো কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী তোমাদের জন্য নেই। (৫২) ......... তিনি আসমান ও জমিনের সবকিছুই জানেন। যেসব লোক বাতিলকে মানে এবং আল্লাহ্‌কে অমান্য করে, তারাই ক্ষতির মধ্যে থাকবে।"

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ
(١٩) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ (٢٠) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٢١)
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ
(٢٢) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ (٢٣)
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٢٤) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۭ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ڰ مِّنَ الْاَرْضِ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ (٢٥) وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ (٢٦) وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۭ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٢٧) ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۭ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٢٨) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيٰحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٤٦) اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ (٤٨)- (الروم)

(১৯) তিনি জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন। আর জমিনকে এর মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। অনুরূপভাবে তোমাদেরকেও (মৃত অবস্থা থেকে) বের করে আনা হবে। (২০) তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে পয়দা করেছেন। অতপর তোমরা সহসা মানবাকৃতিতে (জমিনের বুকে) ছড়িয়ে পড়েছ। (২১) তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে এটিও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতির মধ্য থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো আর তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিপুল নিদর্শন নিহিত রয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২২) আর তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে আকাশসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি আর তোমাদের ভাষাসমূহ ও তোমাদের বর্ণের পার্থক্য। বস্তুত এতে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানী লোকদের জন্য। (২৩) আর তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে তোমাদের রাতে ও দিনে নিদ্রা গমন এবং তোমাদের তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা। বস্তুত তাতে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা (গভীর মনোযোগ সহকারে) শোনে। (২৪) আর তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে এও রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে থাকেন, ভয়-ভীতি এবং আশা-বাসনা সহকারেও আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তারপর এর সাহায্যে জমিনকে এর মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। নিশ্চিতই এতে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। (২৫) তাঁর অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে এ-ও রয়েছে যে, আসমান ও জমিন তাঁরই হুকুমে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অতপর যখনই তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে আহ্বান করবেন, শুধুমাত্র একটিবারের আহ্বানেই সহসা তোমরা বের হয়ে আসবে। (২৬) আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, এর সবকিছুই তাঁরই ফরমানের অধীন। (২৭) তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন আর এটি তাঁর পক্ষে সহজতর। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁর গুণাবলী সর্বোত্তম এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ। (২৮) তিনি নিজেই তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের সত্তা থেকেই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন। তোমাদের মালিকানাধীন গোলামদের মধ্যে এমন কিছু গোলাম আছে কি, যারা আমাদের দেয়া ধন-সম্পদে তোমাদের

সাথে সমানভাবে শরীক হবে ? আর তোমরা তাদেরকে তেমনি ভয় করবে, যেমন নিজেদের সমান লোকদেরকে ভয় করে থাকো ? —এভাবে আমরা আয়াতসমূহকে খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে পেশ করে থাকি তাদের জন্য, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। (৪৬) তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি হলো এই যে, তিনি বাতাস পাঠিয়ে দেন সুসংবাদ দানের জন্য এবং তোমাদেরকে তাঁর রহমত দানে ধন্য করার জন্য। আর এ জন্য যে, নৌযানগুলো তাঁর হুকুমে চলবে এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করবে আর তাঁর শোকর আদায় করবে। (৪৮) আল্লাহ্ই বাতাস পাঠিয়ে থাকেন এবং তা মেঘমালাকে উত্থিত করে। তারপর তিনি সে মেঘমালাকে যেভাবে চান আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাদেরকে টুকরা টুকরা করে ফেলেন। অতপর তুমি দেখতে পাও যে, বৃষ্টির ফোঁটা মেঘমালা থেকে চুয়ায়ে পড়ছে। তিনি তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যখন যার ওপর চান বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। তখন সহসা তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। (সূরা রূম)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقٰى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ (١٠) هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ، بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (١١) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ، وَمَنْ يَّشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ (١٢) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ، قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٢٥) لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ (٢٦) وَلَوْ أَنَّمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ، إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٧) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ، إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ (٢٨) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ز كُلٌّ يَّجْرِىْٓ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّأَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (٢٩) ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ لا وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ (٣٠) إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ ........ (٣٤)- (لقمان)

(১০) তিনি আকাশ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন কোনোরূপ স্তম্ভ ছাড়াই, যা তোমরা দেখতে পাও। তিনি জমিনের বুকে পর্বতমালা শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছেন, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। তিনি সব রকমের জীব-জন্তু জমিনের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি এবং জমিনের বুকে রকমারি উত্তম জিনিসসমূহ উৎপাদন করেছি। (১১) এ-ই হলো আল্লাহ্র সৃষ্টি; এখন আমাকে একটু দেখাও তো, অন্যেরা কি জিনিস পয়দা করেছে? —আসল কথা হলো, এ জালিম লোকেরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে। (১২) আমরা লুকমানকে সূক্ষ্ম জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলাম এ উপদেশসহ যে, আল্লাহ্র শোকর আদায়কারী হও। যে কেউ শোকর করবে, তার শোকর তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যে কুফরী করে, (তার জানা উচিত) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং স্বতই প্রশংসিত। (২৫) তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, জমিন ও আসমানসমূহ কে সৃষ্টি করেছেন ? তবে তারা অবশ্যই

বলবে যে, আল্লাহ্। বলো ঃ সব তারীফ আল্লাহ্রই জন্য। কিন্তু এদের অনেক লোকই জানে না। (২৬) আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, তা সব আল্লাহ্রই। নিঃসন্দেহ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত। (২৭) জমিনে যত গাছ আছে, তা সবই যদি কলম হয়ে যায় এবং সমুদ্র (দোয়াত হয়ে যায়)—তাকে আরো সাতটি সমুদ্র কালি সরবরাহ করে, তাহলেও আল্লাহ্র কথাগুলো (লেখা) শেষ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী। (২৮) তোমাদের সব মানুষকে পয়দা করা এবং পুনরায় তাদেরকে জীবন্ত করে তোলা তো (তাঁর পক্ষে) ঠিক একটি প্রাণী (পয়দা করা ও পুনরুজ্জীবিত) করার মতোই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও দেখেন। (২৯) তুমি কি দেখো না, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে দাখিল করে নিয়ে আসেন এবং দিনকে রাতের মধ্যে ? তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন। সবকিছুই এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলছে। আর (তুমি কি জানো না) তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ সে বিষয়ে খুবই ওয়াকিফহাল। (৩০) এসবকিছু এ জন্য যে, আল্লাহ্ই হলেন পরম সত্য। আর তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যেসব জিনিসকে এরা ডাকে, তা সবই বাতিল এবং (এ কারণে যে,) আল্লাহই সমুচ্চ ও শ্রেষ্ঠতর। (৩৪) প্রকৃতপক্ষে সে সময়টির জ্ঞান রয়েছে আল্লাহ্রই কাছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন মায়েদের গর্ভে কি লালিত হচ্ছে .......। (সূরা লুকমান)

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ –

(হে নবী)! এদেরকে জিজ্ঞেস করো ঃ "আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দান করে?" বলো ঃ "আল্লাহ্। এখন নিঃসন্দেহে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো এক পক্ষই হেদায়েতের পথে কিংবা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিপতিত হয়ে রয়েছে।" (সূরা সাবা ঃ ২৪)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ (٣) اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَاۤ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۚ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا (٤١) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ (١٥) – (فاطر)

(৩) হে লোকেরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র যেসব অনুগ্রহ রয়েছে সেগুলো তোমরা স্মরণে রাখো। আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ সৃষ্টিকর্তা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিযিক দেয় ? তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তাহলে তোমরা কোথা হতে ধোঁকা খাচ্ছ? (৪১) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহই আসমানসমূহ ও জমিনকে নিজ স্থানে অটল ও অবিচল করে রেখেছেন। এরা যদি (নিজস্ব অবস্থান হতে) টলে যায়, তাহলে আল্লাহ্র পরে দ্বিতীয় কেউ তাদেরকে ধরে রাখতে পারেনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাকারী। (১৫) হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ্ তো অভাবশূণ্য ও প্রশংসিত।

اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِىْۤ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ (١٢) سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٦) وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ (٤٢) –(يٰس)

(১২) আমরা নিশ্চিতই একদিন মৃতদেরকে জীবন্ত করব। তারা যেসব কাজ করেছে, তা সবই আমরা লিখে যাচ্ছি। আর যা কিছু নিদর্শন তারা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমরা সুরক্ষিত করে রাখছি। প্রতিটি জিনিসই আমরা একটি উন্মুক্ত কিতাবে লিখে রেখেছি। (৩৬) পূত-পবিত্র সে সত্তা, যিনি সব রকমের জোড়া পয়দা করেছেন, তা জমিনের উদ্ভিদেরই হোক অথবা তাদের নিজেদের প্রজাতিরই (মানব জাতির) হোক কিংবা সে সব জিনিসের হোক, যা তারা জানেও না। (৪১) এদের জন্য এটিও একটি নিদর্শন যে, আমরা এদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায় সওয়ার করে দিয়েছি। (৪২) এবং তারপর তাদের জন্য অনুরূপ আরও অনেক নৌকা বানিয়ে দিয়েছি, যাতে এরা সওয়ার হয়ে থাকে। (সূরা ইয়াসীন)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ (٥) ..... ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ (٦) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ (٢١) اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ ز وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ (٦٢) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٦٣)- (الزمر)

(৫) তিনি আসমান ও জমিনকে যথার্থভাবে পয়দা করেছেন। তিনিই দিনের ওপর রাতকে এবং রাতের ওপর দিনকে আচ্ছাদিত করেন। তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে এমনিভাবে নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত বানিয়েছেন যে, প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গতিমান থাকে। জেনে রাখো, তিনি পরাক্রান্ত ও ক্ষমাশীল। (৬) ........ এই আল্লাহই (যাঁর এ কাজ) তোমাদের রব্ব। প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই। তিনি ছাড়া কেউই মা'বুদ নেই। তাহলে তোমাদেরকে কোন দিকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে? (২১) তোমরা কি দেখো না যে, আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তাকে খাল-বিল ঝর্ণাধারা ও নদ-নদী রূপে জমিনের অভ্যন্তর ভাগে প্রবাহিত করেন? অতপর তিনি পানির সাহায্যে নানা প্রকারের ও নানা বর্ণের ফল-ফসল উৎপাদন করেন। তারপর সে ফসল পেকে শুষ্ক হয়ে যায়। অতপর তোমরা দেখো যে, তা হরিৎ বর্ণ ধারণ করে আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সেগুলোকে ভূষিতে পরিণত করেন? প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে এক বিরাট শিক্ষা রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য। (৬২) আল্লাহ প্রতিটি জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব জিনিসের সংরক্ষণকারী। (৬৩) আসমান ও জমিনের ভাণ্ডারসমূহের চাবি তাঁরই কাছে রক্ষিত। আর যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ (٦١) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ م لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ز فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ (٦٢) كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ (٦٣) اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ج فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٦٤) هُوَ

الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ .... (٦٥) هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ج فَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (٦٨) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ (٦٩) يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ (١٩)- (المومن)

(৬১) তিনি আল্লাহ্ই, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন, যেন তোমরা তাতে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারো। আর দিনকে তিনি উজ্জ্বল ও আলোময় করেছেন। আসল কথা এই যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। কিন্তু অনেক লোকই শোকর আদায় করে না। (৬২) সে আল্লাহ্ই (যিনি তোমাদের জন্য এসব করেছেন) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তাহলে কোন দিক থেকে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে? (৬৩) এমনিভাবে সে সব লোকই বিভ্রান্ত হয়ে এসেছে, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছিল। (৬৪) তিনি আল্লাহ্ই, যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে স্থিতি লাভের স্থান বানিয়েছেন এবং ওপরে আসমানকে গম্বুজ বানিয়েছেন, যিনি তোমাদের প্রতিকৃতি রচনা করেছেন এবং খুবই চমৎকার আকৃতি বানিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিসসমূহের রিযিক দান করেছেন। যে আল্লাহ্ এসব কাজ করেছেন তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। অপরিমেয় বরকতের অধিকারী তিনি। বিশ্ব-লোকের মহান সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তিনি। (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব; তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তোমরা তাঁকেই ডাকো নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিয়ে....... (৬৮) তিনিই জীবন দানকারী, মৃত্যু দানকারীও তিনিই। তিনি যে বিষয়েরই ফয়সালা করেন, ব্যস একটা হুকুম দেন যে, তা হয়ে যাক, অমনি তা হয়ে যায়। (৬৯) তুমি কি দেখেছ সে লোকদেরকে যারা আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিদর্শনাবলী সম্পর্কে ঝগড়া করে? তাদেরকে কোথা থেকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে? (১৯) আল্লাহ্ চোখের চুরিকেও জানেন আর সে গোপন কথাও জানেন, যা বক্ষদেশে লুকিয়ে রেখেছে। (সূরা মুমিন)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِىْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (٣٩) اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ؕ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِىْ ۙ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ (٤٧) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ (٤٨) - (حٰمٓ السجدة)

(৩৯) আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনের মধ্যে একটি এই যে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, জমিন শুষ্ক জীর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। অতপর যখনই আমরা এর ওপর পানি বর্ষণ করি, সহসা তা উথলিয়ে উঠে— অঙ্কুরোদগমে স্ফীত হয়। যে আল্লাহ এ মৃত জমিনকে জীবন্ত করে দেন, তিনি মৃত লোকদেরকেও নিশ্চিতভাবে জীবন দান করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। (৪৭) সেই মুহূর্ত সংক্রান্ত জ্ঞান একান্তভাবে আল্লাহ্‌র ওপর বর্তায়। তিনিই সেসব ফল সম্পর্কে জানেন যা তাদের মুকুল থেকে বের হয়। কোন মাদি গর্ভবতী হয়েছে এবং কে সন্তান প্রসব করেছে তা তাঁরই জানা আছে। তারপর যেদিন তিনি এই সকলকে ডাকবেন: কোথায় আমার সেসব শরীক? এরা বলবে: আমরা নিবেদন করেছি, আজ আমাদের মধ্যে

কেউ এর সাক্ষ্যদাতা হবে না। (৪৮) তখন সেই উপাস্যরাই তাদের সামনে থেকে হারিয়ে যাবে যাদেরকে এরা ইতিপূর্বে ডাকত। আর এ লোকেরা বুঝতে পারবে যে, এদের জন্য এখন কোনো আশ্রয়-স্থল নেই। (সূরা হা-মীম -সাজদা)

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (۴) تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۚ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (۵) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (۹) فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (۱۱) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ..... (۱۲) اَللّٰهُ لَطِيْفٌ ۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ (۱۹) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ (۲۹) - (الشورى)

(৪) আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছুই আছে, তা সবই তাঁর। তিনি সুউচ্চ মর্যাদাবান, বিরাট মহান। (৫) আকাশমণ্ডল ওপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ফেরেশতারা তাদের রব্ব-এর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করেছে এবং দুনিয়াবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনায় ব্যস্ত রয়েছে। সাবধান, প্রকৃতই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও অতি দয়াবান। (৯) এ লোকেরা কি (এমনই নির্বোধ যে) এরা তাঁকে বাদ দিয়ে অপরকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে? পৃষ্ঠপোষক (ওলী) তো আল্লাহ্, তিনিই মৃতদের জীবিত করেন আর তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিমান ও ক্ষমতাবান। (১১) আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টিকারী, যিনি তোমাদের আপন প্রজাতির মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছে এবং অনুরূপভাবে জীবজন্তুর মধ্যেও (তাদেরই আপন প্রজাতির) জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তোমাদের বংশধারা বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন। বিশ্বলোকের কোনো জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব কিছু শোনেন ও দেখেন। (১২) আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের তাবত ভাণ্ডারের কুঞ্জিকা তাঁরই হাতে নিবদ্ধ, ...... (১৯) আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। তিনি যাকে যা ইচ্ছা তা-ই দান করেন। তিনি বড়ই শক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী। (২৯) এ ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি এবং এ জীবন্ত প্রাণীকুল যা তিনি উভয় স্থানেই ছড়িয়ে রেখেছেন তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর তিনি যখনি ইচ্ছা তাদেরকে একত্রিত করতে পারেন। (সূরা শূরা)

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ (۹) الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (۱۰) وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ (۱۱) وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ (۱۲) لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ

الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ (١٣) وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ج وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٨٥) -(الزخرف)

(৯) তোমরা যদি এ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলকে কে পয়দা করেছেন, তাহলে এরা নিজেরাই বলবে ঃ এগুলোকে সেই প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী সত্তা পয়দা করেছেন। (১০) তিনিই তো তোমাদের জন্য এ জমিনকে আশ্রয় স্থল বানিয়েছে এবং এতে তোমাদের কল্যাণের জন্য পথ বানিয়ে দিয়েছেন, যেন তোমরা নিজেদের গন্তব্য স্থলের পথ পেতে পারো। (১১) যিনি আকাশ থেকে এক বিশেষ পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছেন এবং এর সাহায্যে মৃত জমিনকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এমনিভাবেই একদিন তোমাদেরকেও মাটির ভিতর থেকে বের করে আনা হবে। (১২) তিনি-ই সেই সত্তা যিনি এই সমগ্র জোড়া পয়দা করেছেন এবং তিনিই তোমাদের জন্য নৌকা-জাহাজ ও জন্তু-জানোয়ারকে যানবাহন বানিয়েছে, যেন তোমরা এর পিঠে সওয়ার হতে পারো। (১৩) আর এর পিঠে আরোহনের সময় তোমাদের রব্ব-এর অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং বলো ঃ মহান ও পবিত্র তিনি যিনি আমাদের জন্য এ জিনিসগুলোকে অধীন ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। নতুবা আমরা তো এগুলোকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম ছিলাম না। (৮৫) অতীব মহান সমুচ্চ ও সম্মানিত তিনি, যাঁর মুষ্ঠির মধ্যে জমিন ও আসমানসমূহ এবং জমিন ও আসমানের মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিসের বাদশাহী রয়েছে। কেয়ামতের প্রকৃত সময় তাঁরই জানা আছে এবং তোমাদের সকলকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা যুখরুফ)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْىِۦَ الْمَوْتٰى ط بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - (الاحقاف : ٣٣)

আর এ লোকদের কি বোধোদয় হয় না যে, যে আল্লাহ এ ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টির দরুন যিনি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন নাই, তিনি তো অবশ্যই মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে উঠাতে সক্ষম ? কেন নয়, নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছুই করতে পারঙ্গম।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর বাদশাহীর (প্রভুত্ব ও প্রশাসন ক্ষমতার) একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আল্লাহ-ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা ফাতাহ ১৪)

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ (٦) وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ۢ بَهِيْجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ (٩) وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ (١٠) رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ لا وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ط كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ (١١) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ج وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (١٦) - (ق)

(৬) সে যাই হোক, এরা কি কখনো নিজেদের ওপরে অবস্থিত আকাশমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখেনি ? কিভাবে আমরা তাকে নির্মাণ করেছি এবং সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেছি আর তাতে কোথাও কোনোরূপ ফাঁক ও ফাটল নেই (৭) আর আমরা পৃথিবীকে বিছিয়ে দিয়েছি এবং তাতে পাহাড়সমূহ সংস্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকারের সুদৃশ্যময় উদ্ভিদরাজি উৎপাদন করেছি। (৮) এসব কিছুই চোখ উন্মোচনকারী ও অতীব শিক্ষাপ্রদ— এমন প্রতিটি বান্দার জন্য, যে (প্রকৃত সত্যের দিকে) প্রত্যাবর্তনকারী। (৯-১০) আর আমরা ঊর্ধ্বলোক থেকে অতীব বরকতময় পানি অবতীর্ণ করেছি। তারপর এর সাহায্যে বাগান ও কৃষিজাত শস্যাদি এবং সুউচ্চ সমুন্নত খেজুরবৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যাতে ফলের সম্ভারপূর্ণ ছড়া একের পর একা ধরে। (১১) (এসব আমার) বান্দাহদের জন্য রিযিক দেয়ার ব্যবস্থা মাত্র। এই পানি থেকে আমরা একটি মৃত-জীর্ণ জমিনকে জীবন দান করে থাকি। (মৃত মানুষগুলোর মাটির তলা থেকে) আত্মপ্রকাশ করার ব্যাপারটিও এমনিভাবেই সংঘটিত হবে। (১৬) আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর তার মনে নিত্য জাগ্রত অসঅসাগুলো পর্যন্ত আমরা জানি। আমরা তার গলার শিরা হতেও অধিক নিকটবর্তী। (সূরা ক্বাফ)

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ (٢٠) وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ (٢١) وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ (٢٢) فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ (٢٣) وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ (٤٧) وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ (٤٨) وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (٤٩) فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (٥٠) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (٥٦) مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ (٥٧) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ (٥٨) فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ (٥٩) فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ (٦٠)- (الذّٰريٰت)

(২০) পৃথিবীতে বিপুল সংখ্যক নিদর্শনাদি রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণকারী লোকদের জন্য। (২১) আর স্বয়ং তোমাদের নিজদের সত্তায়ও। তোমরা কি কিছুই দেখতে পাও না ? (২২) আকাশমণ্ডলেই রয়েছে তোমাদের জীবন-জীবিকা এবং সে জিনিসও, যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হচ্ছে। (২৩) অতএব শপথ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকারীর। এটি পরম সত্য, এমনই দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ যেমন তোমরা বলে থাকো। (৪৭) আকাশমণ্ডলকে আমরা নিজস্ব শক্তিবলে সৃষ্টি করেছি আর আমরাই এর শক্তি রাখি। (৪৮) ভূ-পৃষ্ঠকে আমরাই বিস্তীর্ণ রূপে বিছিয়ে দিয়েছি। আমরা অতীব ভালো সমতল রচনাকারী (৪৯) আর প্রতিটা জিনিসেরই আমরা জোড়া সৃষ্টি করেছি। সম্ভবত তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। (৫০) অতএব দৌড়াও আল্লাহ্‌র দিকে। আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (৫৬) আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এ জন্য (সৃষ্টি করেছি) যে, তারা আমার বন্দেগী করবে। (৫৭) আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না। এও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। (৫৮) আল্লাহ নিজেই তো রিযিকদাতা, বিরাট মহান শক্তিধর ও পরাক্রমশীল। (৫৯) কাজেই যেসব লোক জুলুম করেছে, তাদের অংশেরও তেমনি আযাব

প্রস্তুত, যা তাদের মতো লোকেরা তাদের ভাগের আযাব পেয়েছে। এর জন্য এরা যেন তাড়াহুড়া না করে। (৬০) শেষ পর্যন্ত ধ্বংস কুফরকারী লোকদের জন্য সেই দিন, যার ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে। (সূরা জারিয়াত)

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى (٤٢) وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى (٤٣) وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا (٤٤) وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى (٤٥) مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى (٤٦) وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى (٤٧) وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى (٤٨) وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى (٤٩) وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادًا الْاُوْلٰى (٥٠) وَثَمُوْدَا فَمَآ اَبْقٰى (٥١) وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى (٥٢) وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى (٥٣) فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى (٥٤) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى (٥٥)- (النجم)

(৪২) আর এই যে, শেষ পর্যন্ত তোমার রব্ব-এর কাছেই পৌঁছতে হবে। (৪৩) আর এই যে, তিনিই হাসিয়েছেন এবং তিনিই কাঁদিয়েছেন। (৪৪) আর এই যে, তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবন দান করেছেন। (৪৫-৪৬) আর এই যে, তিনিই পুরুষ ও স্ত্রীর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, একটি ফোঁটা শুক্র হতে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়। (৪৭) আর এই যে, দ্বিতীয় জীবন দান করাও তাঁরই দায়িত্বভুক্ত। (৪৮) আর এই যে, তিনিই ধনী বানিয়েছেন এবং বিষয়-সম্পত্তি দিয়েছেন (৪৯) আর এই যে, তিনিই হচ্ছেন শে'রার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। (৫০) আর এই যে, প্রথম আ'দকে তিনিই ধ্বংস করেছেন (৫১) এবং সামুদকে এমনভাবে নির্মূল করেছেন যে, তাদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখেননি। (৫২) আর তাদের পূর্বে নূহের জাতি-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন। কেননা তারা আসলেই বড় কঠিন অত্যাচারী ও সীমালংঘণকারী দুর্বিনীত লোক ছিল। (৫৩) তিন উপুড় হয়ে পড়ে থাকা জনবসতিসমূহকে উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছেন। (৫৪) পরে বিছিয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর সেই জিনিস, (তোমরা তো জানোই যে,) কি বিছিয়ে দিয়েছেন। (৫৫) অতএব হে শ্রোতা! তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন নেয়ামতসমূহে তুমি সন্দেহ পোষণ করবে? (সূরা নজম)

اَلرَّحْمٰنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ (٢) خَلَقَ الْاِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤) اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ (٦) وَالسَّمَاۤءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ (٧) اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ (٨) وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ (٩) وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ (١٠) فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٣) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَاۤنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ (١٥) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٦) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٨) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ (٢٠) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢١) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (٢٢) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ (٢٤) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢٥)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ (٢٧) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢٨)
يَسْئَلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ (٢٩) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٠) -

(১-২) পরম দয়াময় (আল্লাহ্) এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। (৩) তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং (৪) তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন। (৫) সূর্য ও চন্দ্র একটা হিসেবের অনুসরণে বাধা (৬) এবং তারকারাজি ও গাছপালা সিজদায় অবনত। (৭) আকাশ মণ্ডলকে তিনি সুউচ্চ ও সমুন্নত করেছেন এবং মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (৮) এর ঐকান্তিক দাবি এই যে, তোমরা মানদণ্ডে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। (৯) সুবিচারের সাথে যথাযথ ওজন করো এবং পাল্লার দাঁড়ি বাঁকা করে না। (১০) পৃথিবীকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বানিয়েছে। (১১) এখানে সবধরনের বিপুল পরিমাণের সুস্বাদু ফল রয়েছে, খেজুর গাছ রয়েছে, এর ফল নরম আবরণে আচ্ছাদিত। (১২) নানা রকমের শস্য রয়েছে, তাতে ভূষিও হয়, দানাও হয়। (১৩) অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের আল্লাহ্‌র কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার মনে করবে? (১৪) মানুষকে তিনি মাটির ঢিলের ন্যায় শুষ্ক পঁচা-কাদা থেকে বানিয়েছেন (১৫) আর জ্বিনকে আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৬) অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কোন কোন বিস্ময়কর কুদরতকে অস্বীকার করবে ? (১৭) উভয় উদয়াচল এবং উভয় অস্তাচল— সব কিছুরই মালিক ও পরোয়ারদেগার তিনিই। (১৮) অতএব, (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন শক্তি-ক্ষমতাকে মিথ্যা মনে করবে ? (১৯) দু'টি সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন, যেন পরস্পরে মিলিত হয়। (২০) তৎসত্ত্বেও উভয়ের মাঝে একটি আবরণ আড়াল হয়ে রয়েছে, যা এরা অতিক্রম বা লংঘন করে না। (২১) অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কুদরতের কোন কোন বিস্ময়কর দিককে অস্বীকার করবে ? (২২) এসব সমুদ্র থেকেই মুক্তা ও প্রবাল বের হয়। (২৩) অতএব হে জ্বিন ও মানুষ ! তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কুদরতের কোন কোন পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করবে ? (২৪) আর এই জাহাজসমূহ তাঁরই, যা সমুদ্রের বুকে পর্বতের ন্যায় উচ্চ হয়ে রয়েছে। (২৫) অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদের রব্ব-এর কোন কোন দয়া-অনুগ্রহকে অবাস্তব মনে করবে ? (২৬) এ পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই ধ্বংসশীল (২৭) এবং (হে রাসূল!) কেবলমাত্র তোমার মহীয়ান গরীয়ান সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের মহান সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে। (২৮) কাজেই (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা- প্রতিপালকের কোন কোন পরিপূর্ণতাকে মিথ্যা মনে করবে ? (২৯) আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে প্রত্যেকেই নিজের নিজের প্রয়োজন তাঁরই কাছে প্রার্থনা করে। প্রতিটি মুহূর্ত তিনি নবতর কাজে নিরত থাকেন। (৩০) অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কোন কোন মহৎ গুণ-গরিমাকে অসত্য মনে করবে?

(সূরা আর-রহমান)

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢) هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٣)
هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٤) لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٥) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٦) اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٧)- (الحديد)

(১) আল্লাহ্‌র তাসবীহ করেছে এমন প্রতিটি জিনিসই যা পৃথিবী ও আকাশ-লোকে রয়েছে। আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ। (২) পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের রাজত্ব সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ মালিক একমাত্র তিনিই। জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন তিনিই এবং সব কিছুর ওপর তিনিই শক্তিমান। (৩) তিনিই প্রথম তিনিই শেষ। তিনি প্রকাশমানও, তিনি প্রচ্ছন্নও এবং তিনি প্রতিটি বিষয়ে অবহিত। (৪) তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর আরশের ওপর সমাসীন হলেন। যা কিছু মাটিতে প্রবিষ্ট হয়, যা কিছু তা থেকে বের হয় আর যা কিছু আকাশমণ্ডল থেকে অবতীর্ণ হয় ও যা কিছু তাতে উত্থিত হয়, তা সবই তাঁর জানা আছে। (৫) তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন যেখানেই তোমরা থাকো। যে কাজই তোমরা করো, তা তিনি দেখছেন। তিনিই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের রাজত্ব ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র অধিকারী। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মিমাংসা সাধনের জন্য সমস্ত ব্যাপার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। (৬) তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান আর হৃদয়সমূহের গোপন ও প্রচ্ছন্ন তত্ত্বও তিনি জানেন। (১৭) ভালোভাবে জেনে নেও যে, আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠকে এর মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। আমরা তোমাদেরকে নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছি; সম্ভবত তোমরা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করবে। (সূরা হাদীদ)

تَبٰرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۚ مَا تَرٰى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۚ فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (٤) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥) ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (١٦) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (١٧)- (الملك)

(১) অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর মুষ্ঠির মধ্যে রয়েছে সমগ্র সৃষ্টিলোকের কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব। প্রতিটি জিনিসের ওপরই তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপিত। (২) তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরখ করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি যেমন সর্বজয়ী শক্তিমান, তেমনি ক্ষমাশীলও। (৩) তিনিই স্তরে স্তরে সজ্জিত সপ্ত-আকাশ নির্মাণ করেছেন। তোমরা মহা দয়াবানের সৃষ্টিকর্মে

কোনোরূপ অসঙ্গতি পাবে না। দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দেখো, কোথাও কোনো দোষ-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় কি ? (৪) বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তোমাদের দৃষ্টি ক্লান্ত, শ্রান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। (১৩) তোমরা চুপেচাপে কথা বলো কিংবা উচ্চস্বরে (উভয় অবস্থাই আল্লাহ্‌র জন্য সমান)। তিনি তো মনের নিভৃত গহনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন। (১৪) তিনিই কি জানবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন ? অথচ তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সুবিজ্ঞ। (১৫) সেই আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য ভূ-তলকে অধীন বানিয়ে রেখেছেন, তোমরা চলাচল করো এর বক্ষের ওপর এবং ভক্ষণ করো আল্লাহ্‌র রিযিক; তাঁরই কাছে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত হয়ে যেতে হবে। (১৬) তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ সেই মহান সত্তা সম্পর্কে যিনি আকাশে রয়েছেন; এ দিক দিয়ে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটির মধ্যে বিধ্বস্ত করে দেবেন এবং এ ভূ-তল সহসা হ্যাচকা টানে টল-টলায়মান হয়ে কাঁপতে শুরু করবে ? (১৭) তোমরা কি এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের ওপর প্রস্তর বর্ষণকারী প্রবল বায়ু প্রবাহিত করবেন ? পরে তোমরা জানতে পারবে যে, আমার সতর্কীকরণ কি রকম হয়ে থাকে।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهٗ (٢٣) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلٰى طَعَامِهٖٓ (٢٤) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا (٢٧) وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا (٢٨) وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا (٢٩) وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا (٣٠) وَّفَاكِهَةً وَّأَبًّا (٣١) مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٢) -(عبس)

(২৩) কখ্‌খনো নয়, আল্লাহ্‌ তাকে যে কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন তা সে পালন করেনি। (২৪) এ ছাড়া মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি খানিকটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। (২৫) আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি। (২৬) অতঃপর জমিনকে বিস্ময়করভাবে দীর্ণ করেছি। (২৭–৩১) তারপর তাতে উৎপন্ন করেছি নানারূপ শস্য, আংগুর, তরিতরকারী, যয়তুন, খেজুর, ঘন সন্নিবেশিত বাগিচা আর নানা জাতের ফল ও শাকপাতা, (৩২) তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত জন্তুর জন্য জীবিকার সামগ্রী রূপে। (সূরা আবাসা)

إِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ (١٥) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (١٦)

(১৩) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। (১৪-১৫) আর তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশ-অধিপতি, মহান, শ্রেষ্ঠতর, (১৬) এবং নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্নকারী। (সূরা বুরুজ)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ (٢) وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ (٣) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ (٥)- (الفيل)

(১) তুমি কি দেখো নাই তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক হস্তিওয়ালাদের সাথে কি করেছেন ? (২) তিনি কি তাদের চেষ্টা-কৌশলকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল করে দেননি ? (৩-৪) আর তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়ে দিলেন যারা তাদের ওপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তাদের অবস্থা এমন করে দিলেন, যেন জন্তু-জানোয়ারের ভক্ষণ করা ভূঁষি।'

حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّااللّٰهُ لَا يَعْلَمُ مَافِيْ غَدٍ اِلَّا اللّٰهُ، وَ لَايَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ اِلَّا اللّٰهُ : وَ لَايَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطْرُ اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِ اَرْضٍ تَمُوْتُ، وَ لَا يَعْلَمُ مَتٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا اللّٰهُ . (بخارى)

ইবরাহীম ইবনে মুনযির (রা) তিনি মানুন্ থেকে তিনি মালেক থেকে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে দিনার থেকে তিনি ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল করীম (স) বলেন, ইলম গায়েবের চাবি কাঠি পাঁচটি, যা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানেনা। তাহলো ঃ আগামী দিন কি হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। মাতৃগর্ভে কি আছে তা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানেনা, বৃষ্টি কখন হবে তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেনা। কোনো ব্যক্তি জানেনা তার মৃত্যু কোথায় হবে এবং কেয়মেত কবে সংঘটিত হবে, তা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানেনা।

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِيَ السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلَ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ، وَقَالَ شُعَيْبُ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ يَحْيٰى عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ -

আহমদ ইবনে সালিহ তিনি ইবনে ওহাব থেকে তিনি ইউনুস থেকে তিনি ইবনে শিহাব থেকে তিনি সাঈদ থেকে তিনি (রা) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ কেয়ামতের দিন পৃথিবী আপন মুষ্টিতে ধরবেন এবং আসমান তাঁর ডান হাতে জড়িয়ে ধরে বলবেন, আমিই একমাত্র অধিপতি। পৃথিবীর অধিপতিরা কোথায় ? শুআযব, যুবায়দী, ইবনে মুসাফির, ইসহাক ইবনে ইয়াহ্ইয়া (রা) ইমাম যুহরী (রা) আবু সালমা (রা) সূত্রে বর্ণ করেছেন। (বুখারী)

عَنْ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ مِنَ اللَّيْلِ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ، قَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، النَّارُ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ،اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ، وَبِكَ خَصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِيْ مَاقَدَّمْتُ، وَمَااَخَّرْتُ وَ اَسْرَرْتُ وَ اَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِيْ لَا اِلٰهَ لِيْ غَيْرُكَ -

কাবীসাতু (রা) তিনি সুমিয়অন থেকে তিনি ইবনে জুবাইজ থেকে তিনি সুলাইমান থেকে তিনি তাউস থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) রাতের বেলায় এই বলে দো'আ করতেন, হে আল্লাহ! আপনারই জন্য সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং জমিনের প্রতিপালক! আপনারই সব প্রশংসা। আপনি সব আসমান ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যকার সব কিছুর সুনিয়ন্ত্র। আপনারই সব প্রশংসা। আসমানসমূহ এবং জমিনের নূর আপনিই। আপনার বাণীই যথার্থ। আপনার প্রশ্রিুতিই যাথাযথ। যথাযথ আপনার মুলাকাত। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কেয়ামত সত্য হে আল্লাহ! আপনারই প্রতি আমি নিবেদিত। আপনার প্রতিই আমি ঈমান এনেছি। একমাত্র আপনারই ওপর ভরসা করছি ফিরে এসেছি আপনারই সমীপে। আপনারই সাহায্যে দুশমনের মুকাবিলা করেছি (হক ও বাতিলের ফয়সালা) আপনারই ওপর ন্যস্ত করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, ক্ষমা করেদিন আমার পূর্বে এবং পরের গুনাহ যা আমি প্রকাশ্যে ও গোপনে করেছি এবং আপনি আমার ইলাহ, আপনি ব্যতীত আমার কোনো ইলাহ নেই। (বুখারী)

## ৫. আল্লাহ্‌র শেষ দিবস

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ -

(এ সমস্ত মূল্যবান উপদেশ ও হেদায়েত দেয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে ফিরে না আসে তবে) তারা কি এখনো এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ্ মেঘমালার ছত্রধারী ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে নিজেই সামনে এসে উপস্থিত হবেন এবং সবকিছুর চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন ? শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার তো আল্লাহ্‌র সমীপেই উপস্থিত হবে। (সূরা বাকারা ঃ ২১০)

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (٨٣) وَلِلّٰهِ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (١٠٩) - (اٰل عمرٰن)

(৮৩) এখন এসব লোক কি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার পন্থা (আল্লাহর দ্বীন) পরিত্যাগ করে অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করতে চায় ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর নির্দেশের অধীন (মুসলিম) হয়ে আছে। আর মূলত তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে। (১০৯) জমিন ও আসমানের সমস্ত জিনিসেরই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং যাবতীয় ব্যাপার ও বিষয়াদি আল্লাহ্‌রই দরবারে পেশ হয়ে থাকে।

هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٥٦) - (يونس)

তিনিই জীবন দান করেন— মৃত্যু তিনিই দেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা ইউনুস)

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ - (هود : ١٢٣)

আসমান ও জমিনে যা কিছু লুকিয়ে রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন। আর সব ব্যাপার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। (অতএব হে নবী!) তুমি তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁরই ওপর ভরসা রাখো। তোমরা যা কিছু করো, তোমার রব্ব সে বিষয়ে বে-খবর নন।

....... وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ – (الحج : ٤٨)

...... আর সকলকে তো আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। (সূরা হজ্জ ঃ ৪৮)

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ ۖ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ – (النور : ٦٤)

সাবধানে থেকো, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র জন্য। তোমরা যেরূপ নীতিভঙ্গিই গ্রহণ করা না কেন, আল্লাহ তা জানেন। যেদিন লোকেরা তাঁর দিকে ফিরে যাবে, সেদিন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন, তারা কি সব করে এসেছে। তিনি তো সব বিষয়ই জানেন। (সূরা নূর ঃ ৬৪)

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ – (الروم : ١١)

আল্লাহ্‌ই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। অতপর তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা রূম ঃ ১১)

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ –

যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করে দেয় এবং কার্যত সৎকর্মশীল হয়, সে বাস্তবিকই নির্ভরযোগ্য একটি আশ্রয় শক্ত করে ধরে। আর যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহ্‌রই হাতে নিবদ্ধ। (সূরা লুকমান ঃ ২২)

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (٤) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ (٥) -(السجدة)

(৪) তিনি আল্লাহ্‌ই, যিনি আকাশমণ্ডল ও জমিন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যত জিনিসই আছে, এর সবই পয়দা করেছেন ছয় দিনের মধ্যে এবং এরপর আরশের ওপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেউ সাহায্যকারী ও সমর্থক নেই, আর নেই কেউ তাঁর কাছে সুপারিশকারী। তবুও কি তোমাদের হুশ হবে না ? (৫) তিনিই আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সব কাজ-কর্মের ব্যবস্থাপনা করেন এবং এ ব্যবস্থাপনার বিবরণ ওপরে তাঁর সমীপে ওপস্থিত হয়ে থাকে এমন একদিনে, যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর।

....... ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧) – (الزمر)

..... শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলবেন, তোমরা কি করছিলে। তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন।

وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ (١٤) وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٨٥) - (الزخرف)

(১৪) আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে। (৮৫) অতীব মহান সমুচ্চ ও সম্মানিত তিনি, যাঁর মুষ্ঠির মধ্যে জমিন ও আসমানসমূহ এবং জমিন ও আসমানের মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিসের বাদশাহী রয়েছে। কেয়ামতের প্রকৃত সময় তাঁরই জানা আছে এবং তোমাদের সকলকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা যুখরুফ)

وَاَنَّ إِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى - (النجم : ٤٢)

আর এই যে, শেষ পর্যন্ত তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছেই পৌছতে হবে।

اِنَّ إِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى - (العلق : ٨)

(অথচ) নিঃসন্দেহে ফিরে যেতে হবে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর দিকেই। (সূরা আলাক ঃ ৮)

اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ - (البروج : ١٣)

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। (সূরা বুরুজ ঃ ১৩)

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ للّٰهُ ﷺ بعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ هٰكَذَا وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّ بِهِمَا - (بخارى)

সাঈদ ইবনে আবূমারিয়াম (রা) তিনি আবু গাচ্ছান থেকে তিনি আবু হাজেম থেকে তিনি সাহল (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে কেয়ামতের সাথে এ রকম। এই বলে তিনি আঙ্গুল দু'টিকে প্রসারিত করে ইশারা করেন।

حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلَعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَاِذَا طَلَعَتْ وَ رَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا اَجْمَعُوْنَ، فَذٰلِكَ لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِه وَلَا يَطْوِيَانِه، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ اِنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِه فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِى فِيْهِ، وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اُكْلَتَهُ اِلٰى فِيْهِ فَلَا يَطْعَمُهَا .

আবুল ইয়ামান (রা) তিনি শোয়াইব থেকে তিনি আবু যিনাদ থেকে তিনি আবদুর রহমান থেকে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ কেয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে আর লোকজন তা প্রত্যক্ষ করবে, তখন সকলেই ঈমান নিয়ে আসবে। তখনকার সম্পর্কেই (আল্লাহ তা'আলার বাণী) "সেদিন তার ঈমান কাজে আসবে না, ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান

আনেনি, কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। কেয়ামত সংঘটিত হবে এ অবস্থায় যে, দু'ব্যক্তি (বেচা কেনার) জন্য পরস্পরের সামনে কাপড় ছড়িয়ে রাখবে। কিন্তু তারা বেচাকেনার সময় পাবে না। এমন কি তা ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। আর কেয়ামত এমন অবস্থায় অবশ্যই কায়েম হবে যে, কোনো ব্যক্তি তার উটনীর দুধ দোহন করে ফিরে আসার পর সে তা পান করার অবকাশ পাবেন না। আর কেয়ামত এমন অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, কোনো ব্যক্তি (তার উটকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে) চৌবাচ্চা তৈরী করবে। কিন্তু সে এ থেকে পানি পান করানোর সুযোগ পাবে না। আর কেয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, কোনো ব্যক্তি তার মুখ পর্যন্ত লোকমা উঠাবে, কিন্তু সে তা খেতে পারবে না। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُعَلَّى ابْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيْرٍ وَثَلَاثَةُ عَلَى بَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةُ عَلَى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةُ بَعِيْرٍ وَيَحْشَرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْ وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوْا وَتُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوْا -

মু'আল্লাহ ইবনে আসাদ (রা) তিনি ওহাব থেকে তিনি ইবনে তাউস থেকে তিনি তার পিতা থেকে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেয়ামতের দিন মানুষের হাশর হবে তিন প্রকারে। একদল তো হবে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আশিক ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত বান্দাদের। দ্বিতীয় দল হবে দু'জন, তিনজন, চারজন বা দশজন এক উটের ওপর আরোহনকারী। আর অবশিষ্ট যারা থাকবে অগ্নি তাদেরকে একত্রিত করে নেবে। যেখানে তারা থামবে আগুনও তাদের সাথে সেখানে থামবে। তারা যেখানে রাত্রি যাপন করবে আগুনও সেখানে তাদের সাথে রাতি যাপন করবে। তারা যেখানে সকাল করবে আগুনও সেখানে তাদের সাতে সকাল করবে। যেখানে তাদের সন্ধা হবে আগুনেরও সেখানে সন্ধ্যা হবে। (বুখারী)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ ؟ قَالَ اَلَيسَ الَّذِىْ اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِىْ الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى اَنْ يَمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا -

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ তিনি ইউনুস বিন মুহাম্মাদুল বাগদাদী থেকে তিনি সায়বান থেকে তিনি কাতাদা থেকে তিনি (স) আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী। অধোবদন অবস্থায় কাফেরদেরকে কিভাবে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে ? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে যে মহান সত্তা (মানুষকে) দু'পায়ের ওপর হাঁটাতে পারেন, তিনি কি কেয়ামতের দিন অধোবদন করে হাঁটাতে সক্ষম নন ? তখন কাতাদা (রা) বললেন, আমাদের রবের ইয্‌যতের কসম! হ্যাঁ, অবশ্যই পারেন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ رض سَمِعْتُ

النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلَاقُوا اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً مَشَاةً غُرْلًا قَالَ سُفْيَانُ هٰذَا مِمَّا يُعَدُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি নবী করমি (স) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই তোমরা খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনা বিহীন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হবে। সুফিয়ান বলেন, এ হাদীসকে ঐ সমস্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়, যা ইবনে আব্বাস (রা) নবী করীম (স) থেকে স্বয়ং শুনেছেন।

## ৬. আল্লাহ্ তাঁর আদেশসমূহ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ..... (٨٣) - (البقرة)

স্মরণ করো, ইসরাইল-সন্তানদের কাছ থেকে আমরা এ পাকা-পোক্ত প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে, ইয়াতিম ও মিসকীনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। লোকদের সাথে ভালো কথাবার্তা বলবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে .....। (সূরা বাকারা)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ج وَلَا تَقْتُلُوٓا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ج وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ج وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ج وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ج لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ج وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ج وَبِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢) وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣) - (الانعام)

(১৫১) (হে মুহাম্মদ!) এই লোকদেরকে বলো যে, তোমরা এস, আমি তোমাদেরকে শুনিয়ে দেব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাদের ওপর কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, (ক) তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, (খ) পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, (গ) নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করবে না, কেননা আমিই তোমাদেরকে রিযিক দেই, এবং তাদেরকেও দেব। (ঘ) নির্লজ্জতার বিষয় ও প্রসঙ্গের কাছেও যাবেনা তা প্রকাশ্যেই হোক, কি গোপনে। (ঙ) কোনো প্রাণ— আল্লাহ্ যাকে সম্মানীয় করেছেন— ধ্বংস করবে না, অবশ্য সত্য ও ন্যায় সহকারে (করা যাবে)। এসব কথা পালন করার জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বুঝে-শুনে কাজ করবে। (১৫২) (চ) আরো এই যে, তোমরা ইয়াতীমের মাল-সম্পদের কাছেও যাবে না, —অবশ্য এমন

নিয়ম ও পন্থায় (যেতে পার) যা সর্বাপেক্ষা ভালো, যতদিন না সে জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌঁছিয়ে যায়। (ছ) আর মাপে এবং ওজনে পুরোপুরি ইনসাফ করো। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই চাপাই, যতখানির সাধ্য তার রয়েছে। (জ) আর যখন কথা বলো, ইনসাফের কথা বলো; ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন (ঝ) এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ করো। (ট) এসব বিষয়ের হেদায়েত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন; হয়তো তোমরা নসীহত কবুল করবে। (১৫৩) (ঠ) এ-ও তাঁর হেদায়েত যে, এই আমার সোজা সরল-সুদৃঢ় পথ, অতএব তোমরা এ পথেই চলো; এ ছাড়া অন্যান্য পথে চলো না। চললে তা তাঁর পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। এটাই হচ্ছে সে হেদায়েত! যা তোমাদের আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে দিয়েছেন। সম্ভবত তোমরা বাঁকা পথ থেকে বাঁচতে পারবে।

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ - (الاعراف : ٣٣)

(হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা এই ঃ নির্লজ্জতার কাজ— প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য— এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আরো এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক মনে করা, যার স্বপক্ষে তিনি কোনো সনদ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ্‌র নামে এমন কথা বলা যা প্রকৃতই তিনি বলেছেন বলে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। (সূরা আরাফ ঃ ৩৩)

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ...... (٩٦)- (المؤمنون)

(হে মুহাম্মদ!) অন্যায় ও পাপকে সে পন্থায় দমন করো যা অতীব উত্তম! ......

......... اَشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۚ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ -

...... (এ কারণেই আমরা তাকে নসীহত করেছি যে,) আমার শোকর করো এবং নিজের পিতা-মাতারও শোকর আদায় করো। (শেষ পর্যন্ত) আমারই দিকে তোমাকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা লুকমান ঃ ১৪)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ - (حم السجدة : ٣٤)

(আর হে নবী!) ভালো কাজ ও মন্দ কাজ সমান নয়। তোমরা অন্যায় ও মন্দ কাজকে দূর করো সেই ভালো কাজ দ্বারা যা অতীব উত্তম। তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিল তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। (সূরা হা-মীম-সাজদা ঃ ৩৪)

فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٣٦) وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ (٣٧) وَالَّذِيْنَ

اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَأَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣٨) وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ (٣٩) وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ج فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (٤٠) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ (٤١) إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (٤٢) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ (٤٣)- (الشورى)

(৩৬) তোমাদেরকে যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর যা কিছু আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তা যেমন উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তেমনি চিরস্থায়ীও আর তা সেই লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর ওপর নির্ভরতা রাখে, (৩৭) যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। আর ক্রোধের সঞ্চার হলে ক্ষমা করে দেয়; (৩৮) যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর হুকুম মানে, নামায কায়েম করে এবং নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে (৩৯) আর তাদের ওপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হলে তারা এর মুকাবিলা করে। (৪০) অন্যায়ের প্রতিদান সমপ্রকৃতিরই অন্যায়। অতপর যে কেউ মাফ করে দেবে ও সংশোধন করে নেবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র যিম্মায়। আল্লাহ জালিম লোকদেরকে পছন্দ করেন না। (৪১) যেসব লোক জুলুমের পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদেরকে কোনোরূপ তিরস্কার করা যেতে পারে না। (৪২) তিরস্কার পাওয়ার যোগ্য তো সেসব লোক যারা অন্যদের ওপর জুলুম করে এবং জমিনের বুকে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এ লোকদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (৪৩) অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তার সে কাজ নিঃসন্দেহে বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্তর্ভুক্ত।

وَإِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ إِلٰٓى أَمْرِ اللّٰهِ ج فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا ط إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (١٠) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْٓا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ ط بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (١١) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ (١٢) - (الحجرات)

(৯) আর যদি ঈমানদার লোকদের মধ্য থেকে দু'টি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। এর পরও যদি তাদের মধ্য থেকে একটি দল অপর

দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণ করে, তাহলে সীমালংঘনকারী দলটির বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আসবে। অতঃপর তারা যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে তাদের (দু' দলের) মাঝে সুবিচার সহকারে সন্ধি করিয়ে দাও। আর ইনসাফ করো, আল্লাহ তো ইনসাফকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন। (১০) মুমিনরা তো পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করো, খুবই আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। (১১) হে ঈমানদার লোকেরা! না কোনো পুরুষ অপর পুরুষদের বিদ্রূপ করবে— হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না কোনো মহিলা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে— হতে পারে যে, সে তাদের অপেক্ষা উত্তম হবে। (তোমরা) নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিশম্পাত করবে না এবং না একজন অপর লোকদেরকে খারাপ উপনামে স্মরণ করবে। ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ থেকে বিরত না থাকবে, তারাই জালিম। (১২) হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা দোষ খোঁজাখুঁজি করো না আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে ? তোমরা নিজেরাই তো এতে ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ খুব বেশি তওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা হুযরাত)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ- (المجادلة : ٩)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন কথা বলো, তখন পাপাচার বাড়াবাড়ি ও রাসূলের না-ফরমানীর কথা-বর্তা নয়— বরং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার (তাকওয়ার) কথা-বার্তা বলো এবং সেই আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো, যার দরবারে তোমাদেরকে হাশরের দিন উপস্থিত হতে হবে। (সূরা মুজাদেলাত ঃ ৯)

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧)-

(৩) আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্বের ঘোষণা করো। (৪) আর নিজের পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। (৫) আর মলিনতা ও অপবিত্রতা হতে দূরে থাকো। (৬) আর অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে। (৭) আর নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর জন্য ধৈর্য ধারণ করো। (সূরা মুদদাসসীর)

ذٰلِكَ ق وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ ...... (الحج : ٣٠)

এ-ই ছিল (কা'বা ঘর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য)। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কায়েম করা সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করবে, এটি তার নিজের জন্যই তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে খুবই কল্যাণকর হবে.....।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَنُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ

قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لَا اَحَدَ اَغْيَرَ مِنَ اللّٰهِ، فَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَااَحَدَ اَحَبَّ اِلَيْهِ الْمَدْحَةُ مِنَ اللّٰهِ، فَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ .

সুলায়মান ইবনে হারব (রা) তিনি শোয়াহব থেকে উমার ইবনে মুরবাহ থেকে তিনি আবি উয়াইল থেকে তিনি আমর ইবনে মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়ায়লকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি এটা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং তিনি এটাকে মারফু হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন । রাসূল করীম (স) বলেছেন, অন্যায়কে ঘৃনাকারী আল্লাহর তুলনায় অন্য কেউ নেই, এজন্যই তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন, আবার আল্লাহ্র চেয়ে প্রশংসা প্রিয় অন্য কেউ নেই, এজন্যই তিনি নিজে নিজের প্রশংসা করেছেন। (বুখারী)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ ؟ فَاِنَّهَا يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهِنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ : لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ : قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِنَّ لِلّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ، ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَكَلُوْا ثَمَنَهُ - (بخارى)

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রাসূল করীম (রা)-কে বলতে শুনেছেন। সেই সময় নবী করীম (স) মক্কাতেই অবস্থানরত ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর নবী শরাব, মৃত জন্তু, শূকর, ও মূর্তি ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করেছেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ নবী! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তা নৌকায় লাগান হয়, চামড়ায় ঘষা হয় এবং জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করা হয়। তিনি বললেন, না, তাও চলবে না, বরং এসব কাজে ব্যবহার করাও হারাম। এই সময়ই নবী করীম (স) বলছিলেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করলে তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اِجْتَنِبُوْا الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَالسِّحْرِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلِ الرِّبَا، وَاَكْلِ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ -

আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বিরত থাক। লোকেরা বলল, সেগুলো কি, হে আল্লাহর নবী! তিনি বললেন (১) আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা, (২) যাদু করা, (৩) আল্লাহ যথার্থ কারণ ব্যতীত যাকে (মানুষকে) হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল খাওয়া, (৬) যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং সতী-সাধ্বী মুসলিম রমনীর ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষ আরোপ করা যে কখনও তা কল্পনাও করে না। (বুখারী)

عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ : اِنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ اِلٰى مُغِيْرَةَ اَنِ اكْتُبْ اِلَيَّ بِحَدِيْثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : فَكَتَبَ اِلَيْهِ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عِنْدَ انْصِرَافِهٖ مِنَ الصَّلٰوةِ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ قِيْلٍ، وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّوَالِ وَاِضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوْقِ الْاُمَّهَاتِ، وَآدِ الْبَنَاتِ -

ওয়াররাদ থেকে বর্ণিত, তিনি মুগীরাহ ইবনু শুরার ব্যক্তিগত সহকারী (কাতিব) ছিলেন, তিনি বলেন, মুয়াবীয়া মুগীরার নিকট এই বলে চিঠি লিখলেন যে, এমন একটি হাদীস আমাকে লিখে পাঠান, যা আপনি নবী করীম (স)-এর নিকট শুনেছেন। মুগীরা তাঁর নিকট লিখে পাঠালেন যে, আমি রাসূল করীম (স)-কে প্রত্যেক নামাযের পর পড়তে শুনেছি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা-কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর। "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইরাহ নেই, তিনি এক তাঁর কোনো অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, তিনিই সবকিছুর ওপর শক্তিমান।" আর তিনি (নবী করীম (স)) "অর্থহীন কথাবার্তা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করতে নিষেধ করেছেন। (এছাড়া) তিনি অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা, সম্পদের অপচয় করা, যা দেয়া দরকার তা না দেয়া এবং অন্যের কাছে কিছু চাওয়া, মাতার প্রতি অমনোযোগী হওয়া, কন্যা সন্তানকে (জীবিত) কবর দেয়া ইত্যাদিও নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

## ৭. আল্লাহ্ তাঁর ভালোবাসা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ (١٦٥) ....... وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ ...... (١٧٧) - (البقرة)

(১৬৫) কিন্তু (আল্লাহর একত্ব প্রমাণকারী এসব সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও) কিছু লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অপর (শক্তি)কে আল্লাহ্র প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্যরূপে গ্রহণ করে এবং তাকে ঠিক এরূপে ভালোবাসে যেরূপ ভালোবাসা উচিত একমাত্র আল্লাহকে। অথচ প্রকৃত ঈমানদার লোকগণ আল্লাহ্কে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে। কঠিন শাস্তিকে সম্মুখে দেখে যা কিছু অনুধাবন করবে, এ জালিমগণ তা যদি আজই অনুভব করতে পারত যে, সমগ্র শক্তি ও সকল প্রকার ক্ষমতা ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই করায়ত্ত এবং শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ অত্যন্ত কঠোর, তবে কত না ভালো হতো। (১৭৭) ...... আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে .... ..... । (সূরা বাকারা)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ز وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ، اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ، وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ - (الانبياء : ٩٠)

অতঃপর আমরা তার দো'আ কবুল করলাম আর তাকে দিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার স্ত্রীকে এর জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম। এ লোকেরা পূণ্যের কাজে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। আমাকে তারা আগ্রহ ও ভয় সহকারে ডাকত এবং আমাদের সম্মুখে ছিল বিনয়বনত। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯০)

..... وَتُوْبُوْآ اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - (النور : ٣١)

...... হে মুমিন লোকেরা তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র কাছে তওবা করো; আশা করা যায়, তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা নূর ঃ ৩১)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهُ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا نَادَىٰ جِبْرَائِيْلَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّ فُلَانًا فَاَحِبَّهُ فَيُحِبَّهُ جِبْرَائِيْلُ، ثُمَّ يُنَادِيْ جِبْرَائِيْلُ فِىْ السَّمَاءِ اَنَّ اللّٰهُ قَدْ اَحَبَّ فُلَانًا فَاحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ وَيُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِىْ اَهْلِ الْاَرْضِ -

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কোনো বান্দাকে ভালোবাসলে জিবরাইলকে ডেকে বলেন যে, আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন। সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। তাই জিবরাইল ও তাঁকে ভালোবাসতে থাকেন। তারপর জিবরাইল আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ অমুককে ভালোবেসেছেন, তোমরাও তাকে ভালোবাস। সুতরাং আসমানের অধিবাসী মালাইকাগনও তাঁকে ভালোবাসতে থাকেন। অতঃপর পৃথিবীবাসীর মধ্যে ভালো লোকদের মধ্যে তাঁকে জনপ্রিয় করে দেয়া হয়। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ : اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَاِذَا اَتَانِى مَشْيًا اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً -

আনাস (রা) থেবে বর্ণিত, নবী করীম (স) তাঁর সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ্ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ বলেন, বান্দাহ যখন আমার দিকে একবিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তখন তাঁর দিকে একগজ পরিমাণ অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে একগজ পরিমাণ অগ্রসর হয় আমি তখন তাঁর দিকে দু'গজ পরিমাণ অগ্রসর হই। বান্দাহ যদি আমার কাছে হেটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। (বুখারী)

## ৮. আল্লাহ্ —তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল

.... وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ..... (الطلاق : ٣)

...... যে লোক আল্লাহ্র ওপর ভরসা করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট ......।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ (٢١٧) الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ (٢١٨) وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ (٢١٩) اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٢٢٠) - (الشعراء)

(২১৭-২১৮) আর সে মহাশক্তিশালী ও অসীম দয়াময়ের ওপর ভরসা করো, যিনি তোমাকে সে সময়ও দেখতে থাকেন যখন তুমি দাঁড়াও। (২১৯) আর সিজদায় অবনত লোকদের মধ্যে তোমার গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখেন। (২২০) তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ، وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ- (التغابن : ١٣)

আল্লাহ্ তো তিনিই যিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ নয়। অতএব ঈমানদার লোকদের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখা। (সূরা তাগাবুন ঃ ১৩)

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا - (الاحزاب : ٣)

আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো, কর্ম সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرٰهِيْمُ حِيْنَ اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا، وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ نِعْمَ الْوَكِيْلُ .

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসবুনল্লাহু ওয়ানিমাল অকীল বাক্যটি হযরত ইবরাহীম (আ) সে সময় বলেছিলেন যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আর এ বাক্যটিই মুহাম্মদ (স) বলেছিলেন যখন লোকেরা (মুসলমানদের) বলল ঃ তোমাদের বিরুদ্ধে (লড়বার) জন্য শত্রুবাহিনীর লোকেরা জমায়েত হয়েছে সুতরাং তাদের ভয় করো, কিন্তু এ ধমকে মুসলমানদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে তারা বলেছে ঃ হাসবুনাল্লাহু নিমাল অকীল। অর্থাৎ আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতইনা উত্তম দায়িত্বশীল অভিভাবক। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقْوَامٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ -

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, জান্নাতে এমন অনেক লোক দেখা যাবে যাদের দিল পাখির দিলের মতো হবে। (অর্থাৎ তাদের দিল নরম এবং তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। (মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْقِلُهَا وَ اَتَوَكَّلُ اَوْ اُطْلِقُهَا وَ اَتَوَكَّلُ قَالَ اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (স) আমি কি উট বেঁধে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করব না বন্ধন মুক্ত রেখে ? তিনি বললেন, উট বেঁধে নাও, অতঃপর আল্লাহ্র ওপর ভরসা কর। (তিরমিযী)

عَنْ عُمَرَ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا -

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা যদি সত্যিকার ভাবেই আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা কর তবে তিনি পাখিদের মতই তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। ভোর বেলা পাখিরা খালি পেটে বেরিয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলা ভরা পেটে ফিরে আসে। (তিরমিযী)

## ৯. আল্লাহ্ —তাঁকে ভয় করা

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ..... (٧٤).....

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٠) -

(৭৪) কিন্তু এরূপ নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মন কঠিন হয়ে গেছে— বরং তা অপেক্ষাও কঠিনতম। কারণ, কোনো কোনো পাথর এমনও আছে, যা থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কোনো কোনোটি দীর্ণ হয়ে যায় এবং এর মধ্য থেকে পানি উৎসারিত হয়। আর কোনো কোনোটি আল্লাহ্‌র ভয়ে কম্পিত হয়ে ভূপাতিতও হয়। ..... (১৫০)...... ....... তবে যারা জালিম, তাদের মুখ কখনও বন্ধ হবে না। তাই তাদেরকে তোমরা ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো। এ জন্য যে, আমি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দেব এবং আশা এই যে, আমার এ নির্দেশ পালন করে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে কল্যাণের পথ লাভ করবে। (সূরা বাকারা)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٢) - (الاحزاب)

(১) হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই সবকিছু জানেন এবং তিনিই সকল জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক। (২) তুমি সে কথা মেনে চলো, যার ইশারা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাকে করা হচ্ছে। তোমরা যা কিছু করো, সে সবকিছু সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা পুরোপুরি খবর রাখেন।

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ -(يونس : ١٣)

তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো, আসমান ও জমিন থেকে তোমাদেরকে কে রিযিক দান করে ? এই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কার ইখতিয়ারাধীন ? নিষ্প্রাণ ও নির্জীব থেকে কে সজীব ও জীবন্তকে বের করে ? এই বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনা কে পরিচালনা করছে ? তারা জবাবে অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ। বলো ঃ তাহলে (এই মহাসত্যের বিপরীত আচরণ থেকে) তোমরা কেন বিরত থাকো না ? (সূরা ইউনুস ঃ ৩১)

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٥١) وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (٥٢) - (النحل)

(৫১) আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো ঃ দুই ইলাহ গ্রহণ করো না, ইলাহ তো মাত্র একজন। কাজেই তুমি কেবল আমাকেই ভয় করো। (৫২) তাঁরই জন্য সব কিছু, যা আছে আকাশমণ্ডলে আর যা আছে জমিনে এবং একান্তভাবে তাঁরই দ্বীন (সমগ্র সৃষ্টিলোকে) চলছে। অতঃপর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা কি অপর কারো প্রতি তাকওয়া পোষণ করবে? (সূরা নহল)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩) – (الانفال)

(২) প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌র স্মরণ কালে কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহ্‌র আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা ও নির্ভরতা রাখে, (২৯) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে মানদণ্ড দান করবেন, তোমাদের দোষ-ত্রুটি তোমাদের কাছ থেকে দূর করে দেবেন, আর তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। (সূরা আনফাল)

...... وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ –(البقرة : ١٩٤)

..... আল্লাহ্ তাদের সাথেই রয়েছেন, যারা তাঁর নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন সাথে দূরে সরে থাকে।

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ – (الانعام : ٧٢)

আর নামায কায়েম করো, তার নাফরমানী থেকে দূরে সরে থাকো। তোমরা সকলে কাছাইয়া গুটাইয়া তাঁরই কাছে একত্রিত হবে। (সূরা আন'আম ঃ ৭২)

...... فَمَنِ اتَّقٰى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ – (الاعراف : ٣٥)

....... তখন যে ব্যক্তি নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে এবং নিজের আচার-আচরণকে সংশোধন করে নেবে, তার জন্য কোনো দুঃখ বা ভয়ের কারণ ঘটবে না।(সূরা আরাফ ঃ ৩৫)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ..... (التغابن : ١٦)

অতএব আল্লাহ্‌কে যথারীতি ভয় করে চলো। আর শোনো ও অনুসরণ করো এবং নিজের ধন-মাল ব্যয় করো, এটি তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। ...... (সূরা তাগাবুন ঃ ১৬)

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۘ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ

..... – (البقرة : ٢١٢)

যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, পৃথিবীর জীবন তাদের জন্য খুবই প্রিয় ও লোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। এ শ্রেণীর লোকেরা ঈমানের পথ অবলম্বনকারীদেরকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহভীরু লোকেরাই তাদের মুকাবিলায় অধিকতর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে;........। (সূরা বাকারা ঃ ২১২)

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ، وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ - (المائدة : ٩٣)

যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে, সেজন্য কোনোরূপ পাকড়াও করা হবে না, অবশ্য যদি তারা ভবিষ্যতে হারাম জিনিসগুলে থেকে দূরে সরে থাকে এবং ঈমানের ওপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয় থাকে ও ভালো কাজ করে। অতঃপর যেসব কাজের নিষেধ করা হবে, তা থেকে তারা বিরত থাকবে এবং আল্লাহ্র যে ফরমানই হবে, তা মেনে নেবে ও আল্লাহর ভয় সহকারে সৎ নীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহ নেক আচরণশীল লোকদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা মায়েদা ঃ ৯৩)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ - (الحجر : ٤٥)

পক্ষান্তরে মুত্তাকী লোকেরা অবস্থান করবে বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে।

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ، قَالُوْا خَيْرًا ، لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ، وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ - (النحل : ٣٠)

অপরদিকে যখন আল্লাহভীরু লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে "এটি কি নাযিল হয়েছে" ? তখন তারা জবাব দেয় ঃ "খুবই উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিনিস নাযিল হয়েছে"। এই ধরনের নেককার লোকদের জন্য এ দুনিয়ায়ও কল্যাণ রয়েছে আর পরকালের ঘর তো নিশ্চিতরূপে তাদের পক্ষে খুবই কল্যাণকর হবে। বড়ই উত্তম ঘর মুত্তাকী লোকদের। (সূরা নহল ঃ ৩০)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا - (الاحزاب : ٧٠)

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।

وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ز لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - (الزمر : ٦١)

পক্ষান্তরে যারা এখানে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের সফলতার কারণেই আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করবেন। তারা না কোনো দুঃখ-কষ্ট পাবে, না তারা চিন্তাক্লিষ্ট হবে।

........ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا - (الطلاق : ٥)

...... যে লোক আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার গুনাহ দূর করে দেবেন এবং তাকে বড় শুভফল দান করবেন। (সূরা তালাক্ব ঃ ৫)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ - (الملك : ١٢)

যারা নিজেদের অ-দেখা সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ভয় করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও অতি বড় শুভ ফল। (সূরা মুলক ঃ ১২)

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (١٠٢) يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٢٠٠) - (اٰل عمرٰن)

(১০২) হে ঈমানদারগণ! (তোমরা) আল্লাহকে ভয় করো যতটা ভয় তাঁকে করা উচিত। তোমাদের মৃত্যু হওয়া উচিত নয় সে অবস্থা ছাড়া, যখন তোমরা হবে মুসলিম। (২০০) হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মুকাবিলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন করো, সত্যের খেদমতের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১০২)

...... وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ (٣٤) الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ...... (٣٥) - (الحج)

(৩৪) ..... সুসংবাদ দাও নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য গ্রহণকারী লোকদেরকে; (৩৫) যাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌র নামের উল্লেখ শুনতেই তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে,..... (সূরা হজ্জ)

...... هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ - (المدثر : ٥٦)

.... তিনিই এর উপযুক্ত যে, তাঁর প্রতি তাকওয়া পোষণ করা হবে। আর তিনিই এর যোগ্য যে, (তাকওয়া পোষণকারী লোকদেরকে) তিনি ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা মুদ্দাস্‌সীর ঃ ৫৬)

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামী দিনের জন্য কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাকো। আল্লাহ নিশ্চিতই তোমাদের সেসব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাকো।
(সূরা হাশর ঃ ১৮)

عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَاْسَ بِهٖ حَذَارًا لِّمَا بِهٖ بَاْسٌ -

আতিয়া আস সায়াদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না যতক্ষণ না সে গুনাহর কাজে নিমজ্জিত হবার আশংকয় ঐ সবকাজও পরিত্যাগ করে যে সবে কোনো গুনাহ নেই।
(তিরমিযী, মিশকাত)

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَاعَائِشَةَ اِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا -

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ হে আয়েশা! ক্ষুদ্র নগণ্য গুনাহ থেকেও দূরে থাকবে। কেননা আল্লাহ্‌র দরবারে (কিয়ামতের দিন) সে গুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা বাদ করা হবে। (ইবনু মাজাহ)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلَا فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَ اَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَايَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتَبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِ اللّٰهِ، فَاِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَاعِنْدَهُ اِلَّا بِطَاعَتِهِ -

ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোনো লোকই মারা যাবে না। সাবধান, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থায় অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজা)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ وَ لَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلَّا كَانَ زَادَهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهُ لَا يَمْحُوْ السَّيِّيءَ بِالسَّيِّيِ وَلٰكِنْ يَمْحُوْ السَّيِّيئَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوْ الْخَبِيْثَ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে তা থেকে দান করলে তা কখন কবুল হয়না এবং তার জন্য সে মাল বরকত পূর্ণও হয় না। তার পরিত্যক্ত হারাম মাল তার জন্য জাহান্নামের পাথেয় ছাড়া আর কিছুই হয় না। আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নিয়ম এই যে, তিনি কখনো মন্দ দিয়ে মন্দ দূরীভূত করেন না। বরঞ্চ তিনি ভালো দিয়ে মন্দকে অপনোদন করেন। নাপাক নাপাককে বা নোংরা বস্তু নোংরা বস্তুকে দূরীভূত করে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করতে পারে না। (আহমদ, মিশকাত)

## ১০. আল্লাহ্ —তাঁর ফেরেশতাগণ

..... وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ .... (١٧٧) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ (٩٨)- (البقرة)

(১৭৭) ..... বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, ...... (৯৮) (জিবরাঈলের প্রতি শত্রুতা পোষণের এ-ই যদি কারণ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও যে,) যারা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর পয়গাম্বরগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, আল্লাহ্ স্বয়ং সে কাফেরদের শত্রু। (সূরা বাকারা)

وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

সে কখনো তোমাদেরকে এই কথা বলবে না যে, ফেরেশতা অথবা পয়গাম্বরদেরকেই নিজেদের উপাস্য বানিয়ে লও। তোমরা যখন মুসলিম, তখন একজন নবী তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দেবে, তা কি সম্ভব ? (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৮০)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰئِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ (٤١) - (سبا)

(৪০) আর যেদিন তিনি সব মানুষকে একত্রিত করবেন, তারপর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ "এ লোকেরা কি তোমাদেরই উপাসনা করত ?" (৪১) তখন তারা জবাব দেবে যে, "পুত-পবিত্র আপনার সত্তা, আমাদের সম্পর্ক তো আপনার সাথে, এদের সাথে তো নয়! আসলে এরা আমাদের নয়, জ্বিনদের উপাসনা করত। এদের অধিকাংশ লোক তাদের প্রতিই ঈমান এনেছিল।" (সূরা সাবা)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (٢٦) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (٢٧) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (٢٨)

(২৬) এরা বলে ঃ "রহমান দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছে।" সুবহান আল্লাহ্! তারা (ফেরেশতারা) তো বান্দাহ মাত্র; তাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে। (২৭) তাঁর সম্মুখে তারা আগ বাড়িয়ে কথা বলে না: ব্যস, শুধু তাঁরই হুকুম মতো কাজ করে যায়। (২৮) যাকিছু তাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন আর যাকিছু তাদের অজ্ঞাত, সে বিষয়েও তিনি অবহিত। তারা কারো পক্ষে সুপারিশ করে না, শুধু তাদের জন্য করে যার পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ্ সম্মত আর তাঁরা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া )

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (١٤٩) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَٰئِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠) أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٥٥) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ (١٥٦) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧) - (الصّٰفّٰت)

(১৪৯) অতপর এ লোকদেরকে একটু জিজ্ঞাসাই করো, (এ কথাটা কি তাদের মনঃপূত হয় যে,) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের জন্য তো হবে কন্যাগণ আর এদের জন্য হবে শুধু পুত্র সন্তানগণ! (১৫০) আমরা কি ফেরেশতাদেরকে বাস্তবিকই মেয়ে হিসেবে পয়দা করেছি আর এরা (তা) স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে একথা বলছে ? (১৫১-১৫২) ভালোভাবে শুনে রাখো! আসলে এরা নিজেদের মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহ্র সন্তান রয়েছে! এরা প্রকৃতই মিথ্যাবাদী। (১৫৩) আল্লাহ কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে নিজের জন্য কন্যা সন্তানই পছন্দ করে নিয়েছেন ? (১৫৪) তোমাদের কি হয়েছে, কিভাবে তোমরা ফয়সালা করছ ? (১৫৫) তোমাদের কি হুঁশ হবে না ? (১৫৬) অথবা তোমাদের কাছে কি তোমাদের এসব কথাবার্তার সপক্ষে কোনো সুস্পষ্ট সনদ আছে ? (১৫৭) থাকলে পেশ করো তোমাদের সে কিতাব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা সফ্ফাত)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَٰئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ (٢٧) وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨) - (النجم)

(২৭) কিন্তু যেসব লোক পরকাল মানে না, তারা ফেরেশতাগণকে দেবীদের নামে অভিহিত করে। (২৮) অথচ এ ব্যাপারে তাদের কিছুই জানা নেই। তারা নিছক ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করছে। আর দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে ধারণা-অনুমান কোনো কাজই দিতে পারে না।

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ۭ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۭ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ (١٩) وَقَالُوْا لَوْ شَاۗءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۭ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۤ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ (٢٠) اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ (٢١) بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَاۗءَنَا عَلٰٓي اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓي اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ (٢٢) اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ (١٦) وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ (١٧) اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ (١٨) - (الزخرف)

(১৯) এরা ফেরেশতাদেরকে— যারা দয়াবান আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট বান্দাহ —স্ত্রীলোক মনে করে নিয়েছে। তাদের দৈহিক গঠন কি এরা দেখে নিয়েছে ? এদের এ সাক্ষ্য লিখে নেয়া হবে এবং সে জন্য এদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। (২০) এরা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ যদি চাইতেন (যে, আমরা তাদের ইবাদত না করি) তাহলে আমরা কখনোই তাদের পূজা করতাম না। এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য এরা আদৌ জানে না, শুধুই আন্দাজ-অনুমানে কথা বলে। (২১) আমরা কি ইতিপূর্বে এদেরকে কোনো কিতাব দিয়েছিলাম (এই ফেরেশতা পূজার সপক্ষে) যার সনদ এদের কাছে রয়েছে ? (২২) না, বরং এরা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা পন্থার অনুসারী পেয়েছি আর আমরা তাঁহাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি। (১৬) আল্লাহ্ কি তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে নিজের জন্য কন্যাদেরই বাছাই করে নিয়েছেন আর তোমাদেরকে পুত্র-সন্তান দিয়ে ধন্য করেছেন ? (১৭) অথচ অবস্থা এ যে, এহেন দয়াবান আল্লাহ্‌র সন্তান বলে এরা যাদেরকে বলে, তাদের জন্মের সুসংবাদ যখন স্বয়ং এই লোকদের মধ্যে কাউকেও দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডলে কালিমা ছেয়ে যায় আর মন দুঃখ ও বেদনায় ভরে যায়। (১৮) আল্লাহ্‌র ভাগে কি সেই সন্তানরা পড়ল যারা অলংকারাদির মধ্যে প্রতিপালিত হয় আর তর্ক-বিতর্কে ও যুক্তি পেশের ক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্যও পূর্ণ মাত্রায় স্পষ্ট করে বলতে পারে না।

اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ۭ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا - (بنى اسراءيل : ٤٠)

—এটি কি রকম আশ্চর্যের কথা, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-বিধতা তো তোমাদেরকে পুত্র সন্তান দান করে ধন্য করেছেন আর স্বয়ং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যা বানিয়ে নিয়েছেন ? একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা যা তোমরা মুখে উচ্চারণ করছ। (সূরা বনী-ইসরাঈল ঃ ৪০)

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۤ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ (١١) قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۭ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ (١٢) - (الاعراف)

(১১) আমরাই তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছি, তারপর তোমাদের চেহারা-সুরত বানিয়েছি, অতঃপর ফেরেশতাদের বলেছি ঃ আদমকে সিজদা করো। এই আদেশ পেয়ে সকলে সিজদা

করল; কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না। (১২) জিজ্ঞেস করল ঃ সিজদা করা থেকে কোন জিনিস তোমাকে বিরত রাখল, যখন আমিই তোমাকে এর হুকুম দিয়েছিলাম? বলল ঃ আমি তার অপেক্ষা উত্তম। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ আর তাকে করেছ মাটি দ্বারা। (সূরা আরাফ)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ (٣١) قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢) قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ (٣٣) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِينَ (٣٤)- (البقرة)

(৩০) আর সে সময়ের কথাও একটু কল্পনা করে দেখ, যখন তোমাদের রব্ব ফেরেশতাদের বললেন ঃ "আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি।" তারা বলল ঃ "আপনি কি পৃথিবীতে কাউকে নিযুক্ত করবেন, যে এর নিয়ম-শৃঙ্খলা নষ্ট করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? আপনার প্রশংসা ও স্তুতি সহকারে তসবীহ পাঠ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজ তো আমরাই করছি।" উত্তরে আল্লাহ্ বললেন ঃ "আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না"। (৩১) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন এবং তা সবই ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন। তারপর বললেনঃ "তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয় (যে, কাউকে খলীফা নিযুক্ত করলে বিপর্যয় দেখা দেবে) তবে তোমরা এসব জিনিসের নাম একবার বলে দাও তো।" (৩২) তারা বলল ঃ "সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত একমাত্র আপনিই; আমরা তো শুধু ততটুকুই জানি, যতটুকু আপনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা আপনি ছাড়া আর কেউ নেই।" (৩৩) অতঃপর আল্লাহ্ বলল ঃ "হে আদম! তুমি এ জিনিসগুলোর নাম এদের বলে দাও"। আদম যখন তাদেরকে সকল নাম বলে দিলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলল ঃ "তোমাদের কি বলিনি যে, আমি আকাশ ও পৃথিবীর সে সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব জানি, যা তোমাদের অজ্ঞাত। বস্তুত তোমরা যা প্রকাশ করো, আমি তাও জানি আর যা গোপন করো তাও আমার জ্ঞাত।" (৩৪) অতঃপর আমরা যখন ফেরেশতাদের আদেশ করলাম, আদমের সম্মুখে নত হও তখন সকলেই অবনত হলো কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করলো। সে তার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠল এবং নাফরমানদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (সূরা বাকারা)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ (١١٦) فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ (١١٧) -(طه)

(১১৬) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো। তারা সকলে তো সিজদায় পড়ে গেল, কিন্তু শুধু ইবলীস অমান্য করে বসল। (১১৭) তখন আমরা আদমকে বললাম ঃ দেখো, এ কিন্তু তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুশমন। এমন যেন না হয় যে, এ তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে দেবে আর তোমরা বিপদে পড়ে যাবে। (সূরা ত্বোয়াহা)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦١) قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَـٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا (٦٢) قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا (٦٣) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَٰلِ وَالْأَوْلَـٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا (٦٤) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (٦٥)- (بنی اسرائیل)

(৬১) আর স্মরণ করো, আমরা যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, আদমকে সিজদা করো, তখন সকলেই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস করল না! সে বলল ঃ আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে তুমি মাটি দ্বারা বানিয়েছ ? (৬২) অতপর সে বলল, "একটু ভালোভাবে দেখো তো, তুমি যে তাকে আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলে সে কি এর যোগ্য ছিল ? তুমি যদি আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও, তাহলে আমি তার গোটা বংশধরকেই মূলোৎপাটিত করে দেব। খুব অল্প লোকই শুধু আমার কবল থেকে বাঁচতে পারবে"। (৬৩) আল্লাহ্ তা'আলা বলল ঃ 'আচ্ছা, তুই যা' এদের মধ্য থেকে যে-ই তোর অনুসরণ করবে, তুই সহ তাদের সবার জন্য জাহান্নামই হচ্ছে পূর্ণমাত্রার প্রতিদান। (৬৪) তুই যাকে যাকে নিজের কথা দ্বারা ভুলাতে পারিস; ভুলিয়ে নে, তাদের ওপর নিজের আরোহী ও পদাতিক বাহিনী চড়াও করে দে। ধন-সম্পদ ও সন্তানের মধ্যে যাদের সাথে ইচ্ছা সহযোগী নিয়োগ কর এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির জালে জড়িত কর। আর শয়তানের ওয়াদা একটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৬৫) নিশ্চিত জানিস, আমার বান্দাহদের ওপর তোর কোনো আধিপত্য খাটবে না আর তাদের ভরসা ও নির্ভরতার জন্য তোর সৃষ্টিকর্তা-প্রভুই যথেষ্ট"। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّي خَـٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (٢٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُۥ سَـٰجِدِينَ (٢٩) فَسَجَدَ الْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣٠) إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ السَّـٰجِدِينَ (٣١) قَالَ يَـٰٓإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّـٰجِدِينَ (٣٢) قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُۥ مِن صَلْصَـٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (٣٣) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٤) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ (٣٥) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (٣٧) إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا

عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (٤٠) قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ (٤١) اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ (٤٢) وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٤٣)- (الحجر)

(২৮) অতঃপর স্মরণ করো সে সময়কার ব্যাপার, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলল ঃ "আমি পঁচা মৃত্তিকার শুষ্ক গাঁজলা থেকে একটি মানুষ পয়দা করছি। (২৯) আমি যখন তাকে পুরো মাত্রায় অবয়ব দান করব এবং তাতে নিজের 'রূহ' হতে কিছু ফুঁকে দেব, তখন তোমরা এর সামনে সিজদায় পড়ে যাবে।" (৩০) ফলে সব ফেরেশতাই সিজদা করল, (৩১) ইবলীস ব্যতীত; কারণ সে সিজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করল। (৩২) আল্লাহ জিজ্ঞেস করল ঃ 'হে ইব্লীস! তোর কি হয়েছে; তুই সিজদাকারীদের সঙ্গী হলি না কেন ?' (৩৩) সে বলল ঃ এমন মানুষকে সিজদা করা আমার কাজ নয় যাকে তুমি পঁচা মাটির শুষ্ক খামির থেকে সৃষ্টি করেছ।' (৩৪) আল্লাহ বলল ঃ 'ঠিক আছে, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা; কেননা তুই ধিক্কৃত— প্রত্যাখ্যাত। (৩৫) অতপর বিচার-দিবস পর্যন্ত তোর ওপর অভিসম্পাত।' (৩৬) সে বলল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-বিধাতা! তাই যদি হয়ে থাকে, তবে আমাকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন সব মানুষকে উঠানো হবে।' (৩৭-৩৮) বলল ঃ 'আচ্ছা, তোকে অবকাশ দেয়া হলো সে দিন পর্যন্ত, যার সময় আমাদেরই জানা আছে।' (৩৯) সে বলল ঃ 'আমার সৃষ্টিকর্তা-বিধাতা! যেমন করে তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করেছ, অনুরূপভাবে আমিও এখন পৃথিবীতে এদের জন্য চাকচিক্যের সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিভ্রান্ত করে দেব, (৪০) অবশ্য তোমার সেসব বান্দাহ ছাড়া, যাদেরকে তুমি এদের মধ্য থেকে একনিষ্ঠ বানিয়ে নিয়েছ।' (৪১) বলল ঃ 'এটি একটি সোজা ও ঋজু পথ, এটি আমার পর্যন্ত পৌঁছায়'। (৪২) এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, আমার প্রকৃত বান্দাহ যারা, তাদের ওপর তোর কোনো আধিপত্য চলবে না। তোর কর্তৃত্ব তো কেবল সে বিভ্রান্ত লোকদের ওপরই চলবে, যারা তোর অনুসরণ ও আনুগত্য করবে। (৪৩) আর এ সবের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তির ওয়াদা।

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ (٧١) فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ (٧٢) فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ (٧٣) اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (٧٤) قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ (٧٥) قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ط خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ (٧٦) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ (٧٧) وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (٧٩) قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (٨٠) اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (٨١) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٨٢) اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ ز وَالْحَقَّ اَقُوْلُ (٨٤) لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٨٥)- (ص)

(৭১) যখন তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন ঃ "আমি মাটি দ্বারা একজন মানুষ তৈরী করব। (৭২) তারপর আমি যখন তাকে পুরোমাত্রায় বানিয়ে ফেলব এবং

এর মধ্যে নিজের 'রূহ' ফুঁকে দেব, তখন তোমরা এর সামনে সিজদায় পড়ে যেও।" (৭৩) এ হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতারা সকলেই সিজদায় পড়ে গেল। (৭৪) কিন্তু ইবলীস নিজের বড়ত্বের অহংকার করল এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো। (৭৫) আল্লাহ তা'আলা বলল ঃ "হে ইবলীস! কোন জিনিস সিজদা করতে তোকে বাধা দিল, যাকে আমি আমার দু' হাত দ্বারা বানিয়েছি ? তুই কি খুব বড়ো হয়ে গেছিস কিংবা তুই আসলেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী একজন ?" (৭৬) সে জবাব দিল ঃ "আমি এর চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা পয়দা করেছেন আর তাকে মাটি দ্বারা।" (৭৭) বলল ঃ "আচ্ছা, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, তুই লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত (৭৮) আর তোর ওপর বিচার দিবস পর্যন্ত আমার অভিশাপ।" (৭৯) সে বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এ কথাই যদি হয়ে থাকে, তবে আমাকে সে সময় পর্যন্ত অবকাশ দাও, যখন এই লোকেরা পুনরুত্থিত হবে।" (৮০-৮১) বলল ঃ "ঠিক আছে, সে দিন পর্যন্ত তোকে অবকাশ দেয়া হলো, যার সময়টা আমারই জানা আছে।" (৮২) সে বলল ঃ "তোমার ইজ্জতের শপথ! আমি এদের সকলকেই বিভ্রান্ত করব, (৮৩) তোমার সে সব বান্দাহ ছাড়া, যাদেরকে তুমি খালেস করে নিয়েছ।" (৮৪-৮৫) বলল ঃ "হ্যাঁ, এ-ই সত্য আর আমি সত্যই বলে থাকি যে, আমি জাহান্নামকে তোর দ্বারা আর এই লোকদের মধ্য থেকে যারাই তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা ভরে দেব।" (সূরা সোয়াদ)

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ..... (الرعد : ١١)

প্রতিটি ব্যক্তির সামনে ও পিছনে তাঁর নিয়োজিত পাহারাদার লেগে আছে, যারা আল্লাহ্‌র হুকুমে তার দেখাশুনা করে।..... (সূরা রা'আদ ঃ ১১)

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (١٨) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ (١٩) - (قٓ)

(১৭) (আর আমাদের এ সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দু'জন লেখক তার ডান ও বাম দিকে বসে প্রতিটি জিনিস লিপিবদ্ধ করে রাখছে। (১৮) এমন কোনো শব্দই তার মুখে উচ্চারিত হয় না যার সংরক্ষণের জন্য একজন চির-উপস্থিত পর্যবেক্ষক মওজুদ থাকে না। (১৯) অতঃপর লক্ষ্য করো, এ মৃত্যুর যন্ত্রণা পরম সত্য নিয়ে সমুপস্থিত। এটি তা-ই, যা হতে তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে। (সূরা ক্বাফ)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ؕ حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ - (الانعام : ٦١)

তাঁর বান্দাহ্‌দের ওপর তিনি পূর্ণ কর্তৃত্বশীল, পরাক্রান্ত এবং তোমাদের ওপর হেফাজতকারী নিযুক্ত করে পাঠান। এমনকি, তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজেদের কর্তব্য পালনে একবিন্দু ত্রুটি করে না। (সূরা আন'আম ঃ ৬১)

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ - (الطارق : ٤)

এমন কোনো প্রাণী নেই যার ওপর কোনো সংরক্ষক নিযুক্ত নেই। (সূরা তারেক ঃ ৪)

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ اَنْفُسِهِمْ ص فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ط بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٢٨) اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ لا يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ لا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٣٢) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ ط كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٣٣) - (النحل)

(২৮) হ্যাঁ, সেসব কাফেরদের জন্য যারা নিজেদের ওপর জুলুম করা অবস্থায় যখন ফেরেশতাদের হাতে ধরা পড়ে যায়, তখন (বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে) সাথে সাথে আত্মসমর্পণ করে আর বলে ঃ "আমরা তো কোনো অপরাধ করছিলাম না"। ফেরেশতারা জবাব দেয়, কেমন করে করছিলে না ? আল্লাহ্ তো তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে খুবই ওয়াকিফহাল। (৩২) সেই মুত্তাকীদেরকে, যাদের রূহসমূহ পবিত্র অবস্থায় যখন ফেরেশতারা কবয করে, তখন বলে ঃ "শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের ওপর, তোমরা যাও জান্নাতে, তোমাদের আমলের বিনিময়ে"। (৩৩) (হে মুহাম্মদ!) এখন যে এই লোকেরা অপেক্ষা করছে, এ ব্যাপারে এখন ফেরেশতাদের এসে পৌঁছানো কিংবা তোমার সৃষ্টিকর্তা-বিধাতার ফয়সালা প্রকাশিত হওয়া ছাড়া আর কি বাকি আছে ? .....

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ..... (النساء : ٩٧)

যারা নিজেদের আত্মার ওপর জুলুম করছিল এই অবস্থায় ফেরেশতাগণ যখন তাদের জান কবজ করল, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত ছিলে ?......

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ - (السجدة : ١١)

তাদেরকে বলো ঃ "মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের ওপর নিযুক্ত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরোপুরি নিজের মুষ্ঠির মধ্যে ধারণ করে নেবে। পরে তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। (সূরা সাজদা ঃ ১১)

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (٣٠) نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ (٣١) نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ (٣٢) - (حٰم السجدة)

(৩০) যেসব লোক ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টিকর্তা-বিধাতার অতপর এর ওপর অটল ও অবিচল হয়ে থাকো, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে এবং তাদেরকে বলতে থাকে যে ঃ ভয় পেও না, চিন্তা করো না। বরং সে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও যার ওয়াদা তোমাদের কাছে করা হয়েছিল। (৩১) আমরা এ দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সঙ্গী-সাথী আর পরকালেও। সেখানে তোমরা যা কিছু চাবে তা-ই পাবে। আর যে জিনিসেরই আকাংক্ষা তোমরা করবে, তা-ই তোমরা লাভ করবে। (৩২) এ-ই হলো মেহমানদারীর সামগ্রী সেই মহান আল্লাহ্র তরফ থেকে যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا -

তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য রহমতের দো'আ করে, যেন তিনি তোমাদেরকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি মুমিনদের জন্য বড়ই অনুগ্রহশীল। (সূরা আহযাব ঃ ৪৩)

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ ....

আকাশমণ্ডল ওপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ফেরেশতারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করেছে এবং দুনিয়াবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনায় ব্যস্ত রয়েছে ......। (সূরা শূরা ঃ ৫)

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْضٰى –

আকাশমণ্ডলে কতই না ফেরেশতা রয়েছে। তাদের শাফায়াত কোনো কাজেই আসতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো ব্যক্তির পক্ষে এর অনুমতি দেবেন, যার জন্য তিনি কোনো আবেদন শুনতে ইচ্ছা করবেন এবং তা পছন্দ করবেন। (সূরা নজম ঃ ২৬)

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ –

আল্লাহ্‌র আরশ বহনকারী ফেরেশতা আর যারা এর চারপার্শে উপস্থিত থাকে, সকলেই তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করছে। তারা বলে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান (ইলম) দ্বারা সকল জিনিসকে পরিবেষ্টন করে রেখেছ। অতএব ক্ষমা করে দাও এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও সে লোকদেরকে, যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথ অবলম্বন করেছে। (সূরা মুমিন ঃ ৭)

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ (٩) اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢) وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (٥٠) – (الانفال)

(৯) আর সে সময়ের কথাও স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছে ফরিয়াদ করছিলে। উত্তরে তিনি বলল যে, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। (১২) আর সে সময়ের কথাও, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি ইশারা করে বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি, তোমরা ঈমানদারগণকে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাখো, আমি এখনই এই কাফেরদের হৃদয়ে ভীতির উদ্রেক করে দিচ্ছি। অতএব তোমরা তাদের ঘাড়ের ওপর আঘাত হানো এবং জোড়ায় জোড়ায় ঘা লাগাও।" (৫০) তোমরা যদি সে অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা নিহত কাফেরদের রূহ কবজ করছিল! তারা তাদের মুখমণ্ডল ও পশ্চাদ্দেশের ওপর আঘাত হানছিল এবং বলছিলঃ "নাও, এখন আগুনে জ্বলবার শাস্তি ভোগ করো।" (সূরা আনফাল)

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٢٣) اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ (١٢٤) (اٰل عمرٰن)

(১২৩) ইতঃপূর্বেও তো বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছিলেন; অথচ তখন তোমরা খুবই দুর্বল ছিলে। অতএব আল্লাহ্‌র না-শোকরী থেকে দূরে থাকা তোমাদের কর্তব্য। আশা করা যায় যে, এখন তোমরা কৃতজ্ঞ হবে। (১২৪) স্মরণ করো, যখন তোমরা ঈমানদার লোকদের বলছিলে ঃ "তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ্ তিন হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন।" (সূরা আলে-ইমরান)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ........

সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং ফেরেশতাদেরকে পয়গাম বাহকরূপে নিয়োগকারী, (এমন ফেরেশতা) যাদের দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চারটি বাহু রয়েছে ........। (সূরা ফাতির ঃ ১)

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ...... (الحج : ٧٥)

বস্তুত আল্লাহ (স্বীয় ফরমানসমূহ প্রেরণের জন্য) ফেরেশতাদের মধ্য হতেও বাণী বাহক নির্বাচিত করেন এবং মানুষের মধ্য হতেও ......। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৫)

يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ -

তিনি এই 'রূহ'কে তাঁর যে বান্দাহ্‌র ওপর চাহেন নিজের নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের মাধ্যমে নাযিল করে দেন। (এই হেদায়েত সহকারে যে, লোকদেরকে) সাবধান ও সতর্ক করো, আমি ছাড়া তোমাদের আর কেউ মা'বুদ নেই। অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো। (সূরা নহল ঃ২)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

যারা কুফরীর নীতিভঙ্গি অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ পড়েছে। (সূরা বাকারা ঃ ১৬১)

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ (٨) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ (٩) .... وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۖ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ (٩٣) - (الانعام)

(৮) তারা বলে ঃ এই নবীর প্রতি কোনো ফেরেশতা নাযিল করা হয় না কেন ? আমি যদি প্রকৃতই ফেরেশতা নাযিল করতাম, তাহলে এখন পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপারের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হতো। তারপর তাদেরকে কোনো অবকাশই দেয়া হতো না। (৯) আর যদি আমরা

কোনো ফেরেশতা রাসূল করে পাঠাতামও, তবুও তাকে মানবীয় রূপেই নাযিল করতাম এবং এভাবে তাদেরকে সে সন্দেহ-সংশয়ে নিমজ্জিত করে দিতাম যাতে তারা এখন নিমজ্জিত রয়েছে। (৯৩) ...... হায়! তুমি যদি জালিমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যুর যাতনায় হাবুডুবু খেতে থাকে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকে : দাও, বের করো তোমাদের জান-প্রাণ; আজ তোমাদেরকে সেসব কথার শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনার আযাব দেয়া হবে, যা তোমরা আল্লাহ্‌র ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ রূপে বকছিলে এবং তাঁর আয়াতের মুকাবিলায় অহংকার ও বিদ্রোহ দেখাচ্ছিলে। (সূরা আন'আম)

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣٠) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكٰفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهٰذَا مَثَلًا ......(٣١)- (المدثر)

(২৮) তা কাউকেও জীবিত রাখে না আবার মৃতাবস্থায়ও ছেড়ে দেয় না। (২৯) চামড়া ঝলসিয়ে দেয়। (৩০) উনিশজন কর্মচারী সেখানে নিয়োজিত। (৩১) আমরা দোযখের এই কর্মচারী ফেরেশতাদেরকে বানিয়েছি। আর তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য একটা পরীক্ষা-মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। যেন আহলি কিতাবের লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারে এবং ঈমানদার লোকদের ঈমান বৃদ্ধি লাভ করে। আর আহলি কিতাব ও ঈমানদার জনগণ কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে না থাকে আর অন্তরের রোগী ও কাফেররা বলবে এ ধরনের আশ্চর্যজনক কথা বলে আল্লাহ কি বুঝাতে চান ? এভাবে আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করে দেন আর যাকে চান হেদায়েত দান করেন। আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সৈন্য বাহিনীকে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। আর এ দোযখের উল্লেখ কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যে, লোকদের পক্ষে এ থেকে যেন নসীহত লাভ সম্ভব হয়। (সূরা মুদ্দাসসীর)

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ - (محمد : ٢٧)

আল্লাহ তাদের এ গোপন কথা-বার্তাকে খুব ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কি অবস্থা হবে যখন ফেরেশতারা তাদের রূহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর মারতে মারতে তাদেরকে নিয়ে যাবে ? (সূরা মুহাম্মদ : ২৭)

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ .... - (البقرة : ٢١٠)

(এ সমস্ত মূল্যবান উপদেশ ও হেদায়েত দেয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে ফিরে না আসে তবে) তারা কি এখনো এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ্ মেঘমালার ছত্রধারী ফেরেশতাদের সাথে নিয়ে নিজেই সম্মুখে এসে উপস্থিত হবেন .....। (সূরা বাকারা : ২১০)

وَالْمَلَكُ عَلٰى أَرْجَائِهَا ، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ - (الحاقة : ١٧)

ফেরেশতারা তার আশে-পাশে উপস্থিত থাকবে। আর আট জন ফেরেশতা সেদিন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আরশ নিজেদের ওপরে বহন করতে থাকবে।

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ - (الزخرف : ٧٧)

(তারা চিৎকার দিয়ে বলবে) "হে মালিক ! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু আমাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিক, তবেই ভালো।" সে জবাব দেবে ঃ তোমাদেরকে এ অবস্থায়ই পড়ে থাকতে হবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৭৭)

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (٢٤) - (الرعد)

(২৩) অর্থাৎ তা এমন বাগ-বাগিচা, যা তাদের জন্য চিরদিনের বাসস্থান হবে। তারা নিজেরাও সেখানে প্রবেশ করবে আর তাদের বাপ-দাদা, তাদের স্ত্রীবর্গ এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা পুন্যবান —তারাও তাদের সাথে সেখানে যাবে। ফেরেশতাগণ চারিদিক থেকে তাদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আসবে। (২৪) (এবং তাদেরকে বলবে ঃ) "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিতে থাকুক। তোমরা দুনিয়ায় যেভাবে ধৈর্য অবলম্বন করেছিলে, এর বদৌলতে তোমরা এর অধিকারী হয়েছ।" —সুতরাং কতইনা উত্তম পরকালের এই ঘর! (সূরা রা'আদ)

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا (١) فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا (٢) فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا (٣) اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤) (الصّٰٓفّٰت)

(১) কাতার বেঁধে যারা দণ্ডায়মান হয় তাদের শপথ! (২) অতপর যারা ধমক ও তিরস্কার দেয়, তাদের শপথ। (৩) তারপর যারা উপদেশবাণী শুনায় তাদেরও শপথ। (৪) তোমাদের প্রকৃত মা'বুদ শুধু একজনই মাত্র। (সূরা সফ্ফাত)

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ (١) لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ (٢) مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ (٣) تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ (٤) - (المعارج)

(১) প্রার্থনাকারী আযাব পেতে চেয়েছে (সেই আযাব) যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। (২) কাফেরদের জন্য, কেউ এর প্রতিরোধকারী নেই। (৩) সেই আল্লাহ্র কাছ থেকে যিনি উর্ধ্বারোহনের সিড়িগুলোর মালিক। (৪) ফেরেশতা এবং 'রূহ' তাঁরই দিকে আরোহণ করে থাকে; এমন একটা দিনে; যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। (সূরা মায়ারিজ)

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) ..... يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ .... (٢٣) - (الفجر)

তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আত্মপ্রকাশ করবে এমতাবস্থায় যে, ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে ...... সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে ......। (সূরা ফাজর ঃ ২২)

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ - (الزخرف : ٦٠)

আমরা চাইলে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা পয়দা করে দিতে পারি; যারা জমিনের বুকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৬০)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَرٰى مَالَا تَرَوْنَ وَ اَسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُوْنَ اَطَّتِ السَّمَآءُ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَأَطَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَافِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهٗ سَاجِدًا

اللّٰهِ وَلِلّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّ مَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجَاءَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْذَرٍّ يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْقَدُ -

হযরত আবূ যর (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, রাসূল করীম (স) এরশাদ করেছেন, আমি আদৃশ্য জগতের এমন সব বিষয় দেখতে পাই, যা তোমরা দেখতে পাও না, এমন সব আওয়াজ শুনতে পাই যা তোমরা শুনতে পাও না। আকাশ মন্ডল 'চড়চড়' করছে, আর 'চড়চড়' করাই স্বাভাবিক। আমি সেই মহান আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে কলছি, যা মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ নিবন্ধ, আকাশ মন্ডলে এমন চার আংগুল প্রশস্থ স্থানও নাই যেখানে কোনো-না কোনো ফেরেশতা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য মস্তক রেখে সেজদায় পড়ে নাই। আমি যে সব বিষয় জানি তোমরাও যদি তা জানতে, তবে তোমরা খুব কমই হাস্যরস করতে পারতে, বরং খুব বেশি করে কান্নাকাটি করতে এবং সুখ শয্যায় স্ত্রীদের সাথে মিলন স্বাদও গ্রহণ করতে পারতে না। অধিকন্তু তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ ও আর্ত চীৎকার করতে করতে জংগল বা উষর মরুভূমির দিকে বের হয়ে পড়তে হাদীস বর্ণনাকারী আবূ যর অতঃপর বলেন, হায়! আমি যদি এমন একটি গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হতো।(মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاذِبْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ اَبُوْهُ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَعُدُّوْنَ اَهْلَ بَدْرٍ فِيْكُمْ قَالَ مَنْ اَفْضَلِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذٰلِكَ مِنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ -

ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (রা) তিনি যারি থেকে তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে তিনি ... মাআয ইবনে রিফাআ ইবনে রাফি যুরাকী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কারীরে একজন। তিনি বলেন, একদা জিবরাঈল (আ) নবী করীম (স)-এর নিকট এসে বললেন, আপনারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুসলমানদেরকে কিরূপ মনে করেন ? তিনি বললেন, তারা সর্বোত্তম মুসলমান অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) এরূপ কোনো বাক্য তিনি বলেছিলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, ফেরেশাগণের মধ্যে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীগণও তদ্রুপ মর্যাদার অধিবারী। (বুখারী)

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدَ اللّٰهِ رض اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَافِىْ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ مَوْضِعْ قَدَمَ وَلَا شَبْرُ وَلَاكَفِ اِلَّاوَفِيْهِ مَلَكٌ قَائِمٌ اَوْ مَلَكٌ سُجَّدٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوْا جَمِيْعًا سُبْحَانَكَ مَاعَبْدَنَاكَ حَقَّ عِبَادَتُكَ اِلَّا اَنَا لَمْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا -

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসুল করীম (স) এরশাদ করেছেন, "সাত আসমানে এক কদম পরিমাণ স্থান খানি নেই, নেই এক বিঘত বা হাতের তালু পরিমাণ স্থান, কিন্তু অবশ্যই সেখানে কোনো না কোনো ফেরেশতা দণ্ডায়মান বা সেজদায়ত নেই। কাজেই যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে তখন ফেরেশতারা সম্মিলিতভাবে মহান আল্লাহর কাছে আরয করে বলবেন, মাওলা! আপনি অতি মাহন। পারিনি আমরা যথাযথভাবে আপনার

এবাদাত-বন্দেগী করতে, তবে হ্যাঁ আমরা আপনার সাথে আর কাউকে শরীক করিনি। (তাবারানী, তাফসীরে ইবনে কাসীর)

عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسْ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ اَكْثَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةَ مَا مِنْ شَيْءٍ يُنْبِتُ اِلَّا وَمَلَكَ مُوَكَّلْ بِهِ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল করীম (স) এরশাদ করেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টি জীবের মধ্যে ফেরেশতাদের চেয়ে বেশি কোনো সৃষ্টজীব নেই। জমিন থেকে যে কোনো জিনিসই উৎপন্ন হোক না কেন তার সাথে অবশ্যই দায়িত্ব প্রাপ্ত কোনো ফেরেশতা থাকেন। (বায়যার, ইবনে আদী, কিতাবুল আযামাহ্)

## ১১. জিবরাঈল (আ)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٩٧) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ (٩٨) وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ (٩٩) - (البقرة)

(৯৭) তাদেরকে বলো, জিবরাঈলের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করবে তার জেনে রাখা দরকার যে, জিবরাঈল আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে এই কুরআন মজীদ তোমার অন্তরে নাযিল করেছে; যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করে এবং ঈমানদারদের জন্য সঠিক পথের সন্ধান ও সাফল্যের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। (৯৮) (জিবরাঈলের প্রতি শত্রুতা পোষণের এ-ই যদি কারণ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও যে,) যারা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর পয়গাম্বরগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, আল্লাহ্ স্বয়ং সে কাফেরদের শত্রু। (৯৯) আমরা তোমার প্রতি এমন সব আয়াত নাযিল করেছি, যা সুস্পষ্টরূপে সত্য প্রকাশ করছে। যারা ফাসিক কেবল তারাই তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। (সূরা বাকারা)

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ -

(হে নবী!) এদেরকে বলো ঃ একে তো 'রুহুল কুদুস' সঠিকভাবে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে ক্রমাগতভাবে নাযিল করেছেন, যেন ঈমানদার লোকদের ঈমানকে তা পাকা-পোক্ত করে দেয় এবং অনুগত লোকদেরকে জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মহাকল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দেয়। (সূরা নহল ঃ ১২০)

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ نَفْسِيْ -

সে জবাব দিল ঃ আমি সে জিনিস দেখেছি, যা এই লোকেরা দেখতে পায়নি। অতএব, আমি রাসূলের পায়ের চিহ্ন হতে এক মুষ্টি মাটি তুলে নিলাম এবং তারপর তাকে ছুড়ে মারলাম। আমার মন আমাকে এ রকমেরই কিছু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। (সূরা ত্বোয়াহা ঃ ৯৬)

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ (١٩٣) عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ (١٩٥) - (الشعراء)

(১৯৩-১৯৪) একে নিয়ে তোমার হৃদয়ে আমানতদার (বিশ্বস্ত) 'রূহ' (জিবরাঈল) অবতরণ করেছে, যেন তুমি সে লোকদের মধ্যে শামিল হতে পারো, যারা (আল্লাহ্র তরফ হতে সব মানুষের জন্য) সাবধানকারী। (১৯৫) এটি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার আরবী ভাষায় (নাযিল হয়েছে)।

اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ج وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ - (التحريم: ٤)

তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা করো (তবে এটি তোমাদের পক্ষে উত্তম); কেননা তোমাদের হৃদয় সঠিক ও নির্ভুল পথ থেকে সরে গেছে। আর যদি নবীর মুকাবিলায় তোমরা সংঘবদ্ধ হও তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ তার মনিব–মালিক। এতদ্ব্যতীত জিবরাঈল এবং সমস্ত নেক্কার ঈমানদারগণ ও সব ফেরেশতা তার সঙ্গী-সাথী ও সাহায্যকারী।

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ (١٩) ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ (٢٠) مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ (٢١)

(১৯) এ মূলত এক সম্মানিত বাণীবাহকের উক্তি, (২০) যিনি অতীব শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (২১) সেখানে তার আদেশ মান্য করা হয়। তিনি আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত। (সূরা তাকভীর)

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى (٥) ذُوْمِرَّةٍ فَاسْتَوٰى (٦) وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى (٩) فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى (١٠) - (النجم)

(৫-৬) তাকে এক মহাশক্তিধর শিক্ষা দিয়েছে, যে বড়ই কুশলী। সে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে (৭) যখন সে উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিল। (৮) পরে কাছে এল এবং ওপরে শূন্যে ঝুলে থাকল। (৯) এমনকি, দু' ধনুকের সমান কিংবা তা থেকে কিছুটা কম দূরত্ব থেকে গেল। (১০) তখন সে আল্লাহ্র বান্দাহকে ওহী পৌঁছাল যে ওহীই তাকে পৌঁছাবার ছিল। (সূরা নাজ্ম)

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاَيْتَ جِبْرِيْلَ مُنْبِطًا قَدْمَـلَامَابَيْنَ الْخَافِقِيْنَ عَلَيْهِ ثِيَابَ سُنْدُسٍ مُعَلَّقٍ بِهَا اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوْتُ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল করীম (স) এরশাদ করেন, "আমি জিবজরাঈর (আ)-কে অবতরণ করতে দেখেছি এমতাবস্থায় যে, তিনি আসমানের উভয় পার্শ্বে ঘিরে রেখেছিলেন, তাঁর গায়ে অত্যন্ত সুন্দর ও পাতলা কাপড় ছিল যার সাথে (মূল্যবান) মোতি ও ইয়াকুত জড়ানো ছিল। (কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমদ)

عَنْ اَنَس رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : هَلْ تَرَى رَبَّكَ قَالَ اَنَّ بَيْنِى وَبَيْنَهُ لَسَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نَارٍ وَنُوْرٍ لَوْ رَاَيْتَ اَدْنَاهَا لَا حْتَرَقْتَ -

হযরত আনাস (রা) বলেন যে, নবী করীম (স) জিবরাঈর (আ) কে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন, "হে জিবরাঈল (আ) আপনি কি আপনার প্রভূ আল্লাহ তা'আলার যিযারত করেছেন? প্রতি উত্তরে হযরত জিবরাইল (আ) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আর আমার মধ্যে আগুন ও নূরের সত্তরটি পর্দা রয়েছে, যদি আমি এ পর্দাগুলোর মধ্যে আমার নিকটবর্তী পাদায় দিকেও তাকাই তাহলেও আমি জ্বলে পুড়ে যাব। (কিতাবুল আযামাহ, আদুদররূল মানছুর)

حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُبْنُ اَبِىْ مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى اِبْنَ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَايَكُوْنَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَ انَ جِبْرَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ فِىْ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرَئِيْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ -

মানসুর ইবনে আবূ মুযাহিম তিনি ইব্রাহীম অর্থা ইবনে সাইদ থেকে তিনি যুহরী থেকে তিনি আবু ইমরান মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে যিয়াদ (রা) তিনি ইব্রাহীম থেকে তিনি ইবনে শিহাব থেকে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) দানশীলতায় সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। আর অন্য সময়ের চেয়ে রমযান মাসে তাঁর দানশীলতা অত্যাধিক হতো। কেননা জিরবাঈল (আ) প্রতি বছর রমযান মাসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন। রমযান শেষ হওয়া পর্যন্ত রাসূল করীম (স) তাঁর সামনে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। যখন জিবরাইল (আ) তার সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি ছড়িয়ে পড়া বাতাসের চেয়েও অধিক দান করতেন। (বুখারী)

## ১২. মীকাঈল (আ)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ( البقرة :٩٨)

(৯৮) (জিবরাঈলের প্রতি শত্রুতা পোষণের এ-ই যদি কারণ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও যে,) যারা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর পয়গাম্বরগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, আল্লাহ্ স্বয়ং সে কাফেরদের শত্রু। (সূরা বাকারা : ৯৮)

عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَالِىْ لَمْ اَرَمِيْكَائِيْلَ ضَاحِكًا قَطٌّ ؟ قَالَ : مَا ضَحِكَ مِيْكَائِيْلَ مُنْذُ خَلَقْتَ النَّارِ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল করীম (স) হযরত জিবরাঈর (আ)-কে বলেন যে, ব্যাপার কি? আমি মিকাঈল (আ)-কে কখনো হাসতে দেখিনা! জবাবে হযরত জিবরাঈর (আ) বলেন যে, যে দিন থেকে জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিন থেকে মীকাঈল (আ) কখনো হাসেননি।" (মুসনাদে আহমদ, ফাতহুলবারী, আল বিদায় ওযান নিহায়া)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رض اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : وَزِيْرَاىَ مِنْ اَهْلِ السَّمَاءِ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَمَنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ-

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) এরশাদ করেন যে, আসমান বাসীর মধ্যে জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ) আমার উজীর (সহযোগী) আর পৃথিবীর সহযোগীদ্বয় হচ্ছে হযরত আবু বকর ও উমর (রা)। (মস্তাদরাকে হাকিম, আদদুররুল মানছুর)

وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَ اَبُوْاسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَاَيْتُ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ اُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابُ اَبْيَضَ مَارَاَ يْتَهُمَا قَبْلُ وَلَابَعْدُ يَعْنِىْ جِبْرَيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةَ وَالسَّلَامُ -

আবু বকর ইবনে আবু শায়াবা তিনি মুহাম্মাদ ইবনে বাশার আবূ উসামা (রা) থেকে তিনি মিস আর থেকে তিনি সাদ (রা) থেকে তিনি ইব্রাহনি থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি সাঙ্গ বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি উহুদ যুদ্ধে রাসূল করীম (স) এ ডানে এবং বামে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পাই। তাদের পরনে সাদা পোশাক ছিল। এর আগে বা পরে তাঁদেরকে আর কখনো দেখিনি। আসলে এরা ছিলেন জিবরাইল ও মিকাঈল (আ)। (মুসলিম শরীফ)

## ১৩. শয়তানরা

..... يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ق وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ط وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ط وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ - (البقرة : ١٠٢)

..... যারা লোকদেরকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। বেবিলনের হারূত ও মারূত এই দুই ফেরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তারা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এ জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই এ কথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত, "দেখো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ো না।" এতৎ সত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে সে জিনিসই শিখত, যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায়। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে এ উপায়ে তারা কারো কোনো ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হতো না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের পক্ষেও কল্যাণকর ছিল না, বরং ক্ষতিকর ছিল এবং তারা ভালো করেই জানত যে, কেউ এ জিনিসের খরিদ্দার হলে তার জন্য পরকালে কোনোই কল্যাণ নেই। তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিক্রয় করছে, তা কতই না নিকৃষ্ট। হায়! এ কথা তারা যদি জানতে পারত। (সূরা বাকারা ঃ ১০২)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا (٥٠) مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ..... (٥١) - (الكهف)

(৫০) তখনকার কথা স্মরণ করো, আমরা যখন ফেরেশতাগণকে বললাম যে, আদমকে সিজদা করো। তখন তারা তো সিজদা করল; কিন্তু ইবলীস তা করল না। সে ছিল জ্বিনদের একজন। এ জন্য সে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর আদেশ মেনে নেয়ার বন্ধন থেকে বের হয়ে গেল। এখন কি তোমরা আমাকে ছেড়ে তাকে এবং তার বংশধরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিচ্ছ অথচ তারা তোমাদের দুশমন। বড়ই খারাপ বিনিময়, যা জালিম লোকেরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছে। (৫১) আমি আসমান ও জমিন পয়দা করার সময় তাদেরকে ডেকে পাঠাইনি আর না স্বয়ং তাদের সৃষ্টির কাজে তাদেরকে শরীক করেছিলাম! ....... (সূরা কাহাফ)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ (١٦) وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ (١٧) اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ (١٨) - (الحجر)

(১৬) এ আমাদের কীর্তিবিশেষ যে, আসমানে আমরা বহুসংখ্যক সুদৃঢ় দুর্গ বানিয়েছি, সে সবকে দর্শকদের জন্য সুসজ্জিত করে দিয়েছি। (১৭) এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে সেগুলোকে সুরক্ষিত করেছি। (১৮) কোনো শয়তান সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। তবে কেউ কোনো কিছু আড়ি পেতে শুনে ফেললে ভিন্ন কথা। কিন্তু সে যখন কোনো কিছু আড়ি পেতে শুনতে চেষ্টা করে, তখন একটি উজ্জ্বল অগ্নি-শিখা তার পশ্চাতে ধাবিত হয়।

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ا لْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ (٩) اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠) - (الصّٰفّٰت)

(৬) আমরা দুনিয়ার আসমানকে তারকারাজির চাকচিক্য দ্বারা উদ্ভাসিত করেছি (৭) এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে তাকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি। (৮-৯) এ শয়তানগুলো উচ্চতর জগতের কথাবার্তা শুনতে পারেনি। তারা চারিদিক থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত হয়ে থাকে আর তাদের জন্য রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। (১০) তৎসত্ত্বেও তাদের মধ্যে যদি কেউ কিছু হাতিয়ে নিতে পারে তাহলে একটি তেজস্বী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (সূরা সফ্‌ফাত)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ -

আমরা তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে বড় বড় প্রদীপরাশি দ্বারা সুসজ্জিত ও সমুদ্ভাসিত করে দিয়েছি। শয়তানগুলোকে মেরে তাড়াবার জন্য এগুলোকেই উপায় ও মাধ্যম বানিয়েছি। এ শয়তানগুলোর জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড আমরাই প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা মূলক)

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (٦٨) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا (٦٩) ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا (٧٠) وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (٧١) ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا (٧٢) (المريم)

(৬৮) তোমার রব্ব-এর শপথ, আমরা অবশ্যই এসব লোককে এবং এদের সাথে শয়তানগুলোকেও ঘিরে আনব। তারপর জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে এনে তাদেরকে উপুড় করে ফেলে দেব। (৬৯) অতপর প্রত্যেক দল থেকে এমন প্রতিটি ব্যক্তিকে ছাটাই বাছাই করে নেব, যারা রহমানের বিরুদ্ধে অত্যধিক বিদ্রোহী ও দুর্বিনীত হয়েছিল। (৭০) পরন্তু আমরা জানি, এদের মধ্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য সবচেয়ে যোগ্য কারা! (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রান্ত হবে না। এতো একটি চূড়ান্ত স্থিরীকৃত বিষয় যা বাস্তবায়িত করা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দায়িত্ব। (৭২) সে সঙ্গে আমরা সে লোকদেরকে রক্ষা করব যারা (দুনিয়ায়) মুত্তাকী জীবন যাপন করেছে আর জালিমদেরকে তাতেই নিক্ষিপ্ত অবস্থায় রেখে দেব। (সূরা মারইয়াম)

لَعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا (١١٨) وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا (١١٩) ...... وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا (١٢٠) - (النساء)

(১১৮) যার ওপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। (তারা সে শয়তানের আনুগত্য ও অনুসরণ করে) যে আল্লাহকে বলেছিল ঃ "আমি তোমার বান্দাহদের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব"। (১১৯) আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করব, আমি তাদেরকে নানা প্রকারের আশা-আকাঙ্ক্ষায় জড়িত করব, আমি তাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার নির্দেশে জন্তু-জানোয়ারের কান ছেদন করবে। আমি তাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার আদেশে আল্লাহ্র সৃষ্টিধারায় রদবদল করে ছাড়বে।" যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিবর্তে এহেন শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করল, সে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হলো। (১২০) ...... কিন্তু শয়তানের যাবতীয় ওয়াদাই প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۚ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ (١٣) قَالَ اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (١٤) قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (١٥) قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ (١٦) ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ۚ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ (١٧) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۚ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ (١٨) -

(১৩) বলল ঃ তাহলে তুই এখান থেকে নীচে নেমে যা। এখানে থেকে অহংকারের গৌরব দেখাবার তোর কোনোই অধিকার নেই। বের হয়ে যা; তুমি মূলত তাদেরই একজন যারা নিজেদের অপমান-লাঞ্ছনাই কামনা করে। (১৪) বলল ঃ আমাকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও, যেদিন এসব লোক পুনরুত্থিত হবে। (১৫) বলল ঃ তোর জন্য অবকাশ আছে। (১৬-১৭) বলল ঃ তুমি যেমন আমাকে গুমরাহীতে নিমজ্জিত করে দিয়েছ, আমিও এখন তোমার সত্য-সরল পথের বাঁকে বাঁকে এই লোকদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকব— সম্মুখে ও পিছনে, ডাইনে ও বামে সকল দিক থেকেই তাদেরকে ঘিরে ফেলব। এবং তুমি এদের অনেককেই শোকর আদায়কারী পাবে না। (১৮) বলল ঃ "বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও উপেক্ষিত হয়ে। নিশ্চিতই জেনে রাখিস, এদের মধ্যে যারাই তোর অনুসরণ করবে তুইসহ তাদের সকলকে দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করে ফেলব। (সূরা আরাফ)

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (٩٨) اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٩٩) اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ (١٠٠) -(النحل)

(৯৮) তোমরা যখনই কুরআন পাঠ করতে শুরু করবে, তখনই 'শয়তানে রাজীম' থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চেয়ে নেবে। (৯৯) যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ওপর ভরসা ও নির্ভরতা পোষণ করে তাদের ওপর শয়তানের কোনো আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। (১০০) ওর জোর চলে কেবল সে লোকদের ওপর, যারা তাকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে লয় এবং এর ধোঁকায় পড়ে শির্‌ক করে। (সূরা নহল)

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۚ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا (٢٧) وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا (٥٣)- (بنى اسراءيل)

(২৭) নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। (৫৩) (আর হে মুহাম্মদ!) আমার (মুমিন) বান্দাহদেরকে বলো যে, তারা যেন মুখ থেকে সেসব কথাই বের করে, যা অতি উত্তম। আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃত কথা হলো, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

...... وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا (٢٩) - (الفرقان)

.....মানুষের জন্য শয়তান বড়ই বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছে।" (সূরা ফুরক্বান ঃ ২৯)

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۚ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ - (فاطر : ٦)

(৬) আসলে শয়তানই তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরাও তাকে নিজেদের দুশমনই মনে করো। সে তো তার অনুসারীদেরকে নিজের পথে ডাকেছে এজন্য, যেন তারা দোজখীদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। (সূরা ফাতির ঃ ৬)

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٦٠) وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۚ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ (٦٢)- (يٰس)

(৬০) হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে হেদায়েত করিনি যে, তোমরা শয়তানের বন্দেগী করবে না, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন, (৬২) কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে তোমাদের মধ্য থেকে এক বিরাট সংখ্যক লোককে গুমরাহ করে দিয়েছে। তোমাদের কি কোনো বুদ্ধি-সুদ্ধি ছিল না? (সূরা ইয়াসীন)

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ .... (حم السجدة : ٢٥)

আমরা তাদের ওপর এমন সব সঙ্গী-সাথী চাপিয়ে দিয়েছি যারা তাদেরকে পিছনের ও সামনের প্রতিটি জিনিসকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেখাচ্ছিল ......।

.......وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ - (المجادلة : ١٠)

....... অথচ আল্লাহ্‌র অনুমতি ভিন্ন, তা তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। আর মুমিন লোকদের কর্তব্য হলো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা রাখা। (সূরা মুজাদেলাত ঃ ১০)

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٥) كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ج فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعٰلَمِينَ (١٦) - (الحشر)

(১৫) এরা সেই লোকদের মতো যারা এদের কিছুকাল পূর্বেই নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ নিয়েছে এবং এদের জন্য মর্মান্তিক আযাব রয়েছে। (১৬) এদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মতো। প্রথমে সে লোকদেরকে বলে ঃ 'কুফরী করো'। আর যখন সে কুফরী করে বসে, তখন সে বলে ঃ আমি তোমার দায়িত্ব থেকে মুক্ত। আমি তো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে ভয় পাই। (সূরা হাশর)

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ (٣٧) حَتّٰى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (٣٨) وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٩)- (الزخرف)

(৩৭) এই শয়তানেরাই এই লোকদেরকে হেদায়েতের পথে আসতে বাধা দেয়; কিন্তু এরা নিজেরা মনে করে যে, আমরা সঠিক পথেই চলছি। (৩৮) শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তি যখন আমাদের কাছে পৌঁছবে, তখন তা শয়তানকে বলবে ঃ 'হায়! যদি তোর ও আমার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব হতো! তুই তো নিকৃষ্টতম সাথী প্রমাণিত হলি!' (৩৯) তখন এ লোকদেরকে বলা হবে, তোমরা যখন জুলুম করেই বসেছ, তখন আজ একথা তোমাদের জন্য কোনো কল্যাণ দিতে পারবে না। তোমরা ও তোমাদের শয়তানদের একইরূপ আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। (সূরা যুখরুফ)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُونَ - (الاعرف : ٢٠١)

প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, শয়তানের প্ররোচনায় কোনো খারাপ ধারণা যদি তাদেরকে স্পর্শ করেও তবুও তারা সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক ও সজাগ হয়ে যায় এবং তাদের জন্য সঠিকভাবে কল্যাণকর পথ ও পন্থা কি, তা তারা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا - (مريم : ٨٣)

তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, আমরা এ সত্য অমান্যকারী লোকদের পিছনে শয়তানগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছি, যারা এদেরকে খুব বেশি করে (সত্য বিরোধিতায়) প্ররোচিত করছে ?
(সূরা মারইয়াম ঃ ৮৩)

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (النور : ٢١)

হে ঈমানদার লোকেরা! শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না। যে কেউ এর অনুসরণ করবে, সে তো তাকে নির্লজ্জতা ও পাপ কাজেরই হুকুম দেবে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর রহম-করম যদি তোমাদের প্রতি না থাকত, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউই পাক-পবিত্র হতে পারত না; বরং আল্লাহই যাকে চান পাক-পবিত্র করে দেন আর আল্লাহ সর্বাধিক শোনেন ও জানেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۚ وَاَمْلٰى لَهُمْ -

আসল কথা হলো, যারা হেদায়েত সুস্পষ্টরূপ প্রতিভাত হওয়ার পর তা হতে ফিরে গেছে, তাদের জন্য শয়তান এ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাংখার ধারাকে তাদের জন্য দীর্ঘায়িত করে রেখেছে। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ২৫)

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۚ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۚ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - (المجادلة : ١٩:)

শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসেছে এবং সে তাদের অন্তর থেকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দলভুক্ত লোক। জেনে রাখো, শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুজাদেলাত ঃ ১৯)

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى - (طٰه : ١٢٠)

কিন্তু শয়তান তাকে প্রলোভিত করল। অতঃপর বলতে লাগল ঃ "হে আদম! তোমাকে সে গাছটি দেখাব কি, যার দ্বারা চিরন্তন জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব লাভ করা যায় ?

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ (٢١٠) وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ (٢١١) اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ (٢١٢) - الشعراء)

(২১০) একে (সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব) শয়তানরা নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি; (২১১) এ কাজ তাদের শোভা পায় না আর তারা এ কাজ করতেও পারেনা। (২১২) তাদেরকে তো এর শ্রবণ করা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা শু'আরা)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْ شَانِهِ

حَتّٰى يَحْضُرَ طَعَامَهُ فَاِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيَمِطْ مَابِهَا مِنْ اَذًى ثُمَّ لِيَاْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ -

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, শয়তান তোমাদের মধ্যে সকলের কাছে সকল সময় সকল অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, এমনকী খাওয়ার সময়েও। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কারও খাদ্যের গ্রাস পড়ে গেলে তার ময়লা সাফ করার পর তা খেয়ে নিও, শয়তানের জন্য ছেড়ে দিও না যেন। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَاكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ আহবান করে তখন যেন সে ডান হাত দিয়ে আহার করে এবং পান করার সময় যেন ডান হাত দিয়েই পান করে, কেননা শয়তান পানাহার করে বাম হাত দিয়ে। (আল খাদিম যারকাশী)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْ دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهُ تَعَالٰى عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَاعَشَاءَ. وَاِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرُ اللّٰهُ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ -

হযরত জাবির (রা) শুনেছেন যে, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ যখন কোনো মানুষ নিজের বাড়িতে প্রবেশ করার সময় এবং খাওয়ার সময় "বিসমিল্লাহ" বলে, তখন শয়তান (অন্যান্য শয়তানের উদ্দেশ্যে) বলে, তোমাদের জন্য (এখানে) থাকা খাওয়ার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু কোনো মানুষ বাড়িতে প্রবেশের সময় যদি আল্লাহ্র নাম না নেয়, তাহলে শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার ও খাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলে। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহম্মদ)

## ১৪. ইবলিস

......... وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (١٦٨) اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (١٦٩) اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ....... (٢٦٨) - (البقرة)

(১৬৮) ...... শয়তানের প্রদর্শিত পথে চলো না; সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে তোমাদেরকে পাপাচার ও অশ্লীলতার আদেশ করে এবং আল্লাহ্ যেসব কথা বলেছেন বলে তোমরা জানো না, আল্লাহ্র নামে তা বলে বেড়াতে শিক্ষা দেয়। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের কথা বলে ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মনীতি অবলম্বন করতে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশা প্রদান করেন .......। (সূরা বাকারা)

........وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا (١١٩) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا (١٢٠) اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ز وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا (١٢١) (النساء)

(১১৯) ....... যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এহেন শয়তানকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করল, সে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হলো। (১২০) সে এদের কাছে নানা প্রকার ওয়াদা করে ও তাদেরকে আশান্বিত করে। কিন্তু শয়তানের যাবতীয় ওয়াদাই প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। (১২১) এদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম; তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায়ই এরা পাবে না। (সূরা নিসা)

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ (٩١) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ج فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (٩٢) - (المآئدة)

(৯১) শয়তান তো চায় যে, শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে সে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-দ্বেষের সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখবে। এখন তোমরা কি এসব জিনিস থেকে বিরত থাকবে ? (৯২) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চলো এবং (নিষিদ্ধ কাজ থেকে) ফিরে থাকো। কিন্তু তোমরা যদি এই আদেশের বিরুদ্ধতা করো, তবে জেনে রাখো যে, আমাদের রাসূলের ওপর সুস্পষ্ট ভাষায় শুধু হুকুমগুলো পৌঁছিয়ে দেয়াই ছিল দায়িত্ব। (সূরা মায়েদা)

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ج فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۖ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ...... (ابرٰهيم : ٢٢)

আর যখন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হবে, তখন শয়তান বলবে ঃ "এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ যেসব ওয়াদা করেছিলেন, তা সবই সত্য ছিল! আর আমি যত ওয়াদাই করেছিলাম, তন্মধ্যে কোনো একটিও পুরা করিনি। তোমাদের ওপর আমার তো কোনো জোর ছিল না। আমি এ ছাড়া আর তো কিছু করিনি,— শুধু এ-ই করেছি যে, তোমাদেরকে আমার পথে চলার জন্য আহ্বান করেছি। আর তোমরা আমার আহ্বান সাড়া দিয়েছ। এখন আমাকে দোষ দিও না— তিরস্কার করো না, নিজেরাই নিজদেরকে তিরস্কৃত করো। এখানে না আমি তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা আমার ফরিয়াদ শুনতে পারো। ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে খোদায়ীর ব্যাপারে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে, আমি তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত ..... (সূরা ইবরাহীম ঃ ২২)

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۖ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۖ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ - (الاعراف : ٢٧)

হে আদম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে তেমন করে ফেতনায় ফেলতে না পারে, যেমন করে সে তোমাদের (আদি) পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল এবং তাদের পোশাক তাদের দেহ থেকে খুলে ফেলেছিল, যেন তাদের লজ্জাস্থান পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। সে এবং তার সঙ্গী-সাথীরা তোমাদেরকে এমন এক স্থান থেকে দেখতে পায়, যেখান থেকে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। এ শয়তানগুলোকে আমরা ঈমানদার নয় এমন লোকদের জন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে দিয়েছি। (সূরা আরাফ ঃ ২৭)

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ - (الزّخرف : ٣٦)

যে ব্যক্তি রহমানের 'স্মরণ' থেকে গাফিল হয়ে জীবন যাপন করে আমরা তার ওপর এক শয়তানকে চাপিয়ে দেই এবং সে এর সঙ্গী-সাথী হয়ে যায়। (সূরা যুখরুফ ঃ ৩৬)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ -

অতঃপর আমরা যখন ফেরেশতাদের আদেশ করলাম, আদমের সম্মুখে নত হও তখন সকলেই অবনত হলো কিন্তু ইবলীস অস্বীকার করল। সে তার শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠল এবং নাফরমানদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। (সূরা বাকারা ঃ ৩৪)

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ق فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ - (الاعراف : ١١)

আমরাই তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করেছি, তারপর তোমাদের চেহারা-সুরত বানিয়েছি, অতঃপর ফেরেশতাদের বলেছি ঃ আদমকে সিজদা করো। এই আদেশ পেয়ে সকলে সিজদা করল; কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না। (সূরা আরাফ ঃ ১১)

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ (٣١) قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَالَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ (٣٢) قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ (٣٣) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ (٣٤) وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ (٣٥) قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (٣٦) قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (٣٧) اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٣٩) اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (٤٠) - (الحجر)

(৩১) ইবলীস ব্যতীত; কারণ সে সিজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করল। (৩২) আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে ইব্‌লীস! তোর কি হয়েছে; তুই সিজদাকারীদের সঙ্গী হলি না কেন ?' (৩৩) সে বলল ঃ এমন মানুষকে সিজদা করা আমার কাজ নয় যাকে তুমি পঁচা মাটির শুষ্ক খামির হতে সৃষ্টি করেছ।' (৩৪) আল্লাহ বললেন ঃ 'ঠিক আছে, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা; কেননা তুই ধিক্‌কৃত– প্রত্যাখ্যাত। (৩৫) অতপর বিচার-দিবস পর্যন্ত তোর ওপর অভিসম্পাত।' (৩৬) সে বলল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! তাই যদি হয়ে থাকে, তবে আমাকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যখন সব মানুষকে উঠানো হবে।' (৩৭) বললেন ঃ

'আচ্ছা, তোকে অবকাশ দেয়া হলো (৩৮) সে দিন পর্যন্ত, যার সময় আমাদেরই জানা আছে।' (৩৯) সে বলল ঃ 'আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! যেমন করে তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করেছ, অনুরূপভাবে আমিও এখন পৃথিবীতে এদের জন্য চাকচিক্যের সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিভ্রান্ত করে দেবো, (৪০) অবশ্য তোমার সেসব বান্দাহ ছাড়া, যাদেরকে তুমি এদের মধ্য হতে একনিষ্ঠ বানিয়ে নিয়েছ।' (সূরা হিজর)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۙ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (٦١) قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا الَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَـٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا (٦٢) قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا (٦٣) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْأَمْوَٰلِ وَالْأَوْلَـٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا (٦٤) - (بنى اسراءيل)

(৬১) আর স্মরণ করো, আমরা যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম যে, আদমকে সিজদা করো, তখন সকলেই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস করল না! সে বলল ঃ আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে তুমি মাটি দ্বারা বানিয়েছ? (৬২) অতপর সে বলল, "একটু ভালভাবে দেখো তো, তুমি যে তাকে আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলে সে কি এর যোগ্য ছিল?...তুমি যদি আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দাও, তাহলে আমি তার গোটা বংশধরকেই মূলোৎপাটিত করে দেবো।....খুব অল্প লোকই শুধু আমার কবল হতে বাঁচতে পারবে"। (৬৩) আল্লাহ তা'আলা বলল ঃ 'আচ্ছা, তুই যা' এদের মধ্যে হতে যে-ই তোর অনুসরণ করবে, তুই সহ তাদের সবার জন্য জাহান্নামই হচ্ছে পূর্ণমাত্রার প্রতিদান। (৬৪) তুই যাকে যাকে নিজের কথা দ্বারা ভুলাতে পারিস; ভুলিয়ে নে, তাদের ওপর নিজের আরোহী ও পদাতিক বাহিনী চড়াও করে দে। ধন-সম্পদ ও সন্তানের মধ্যে যাদের সাথে ইচ্ছা সহযোগী নিয়োগ কর এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির জালে জড়িত কর। আর শয়তানের ওয়াদা একটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۚ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلًا - (الكهف : ٥٠)

তখনকার কথা স্মরণ করো, আমরা যখন ফেরেশতাগণকে বললাম যে, আদমকে সিজদা করো। তখন তারা তো সিজদা করল; কিন্তু ইবলীস তা করল না। সে ছিল জ্বিনদের একজন। এ জন্য সে নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর আদেশ মেনে নেয়ার বন্ধন হতে বের হয়ে গেল। এখন কি তোমরা আমাকে ছেড়ে তাকে এবং তার বংশধরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিচ্ছ অথচ তারা তোমাদের দুশমন। বড়ই খারাপ বিনিময়, যা জালিম লোকেরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে গ্রহণ করেছে। (সূরা কাহাফ ঃ ৫০)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ (١١٦) فَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ (١١٧) - (طٰه)

(১১৬) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন আমরা ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমকে সিজদা করো। তারা সকলে তো সিজদায় পড়ে গেলো, কিন্তু শুধু ইবলীস অমান্য করে বসল। (১১৭) তখন আমরা আদমকে বললাম ঃ দেখো, এ কিন্তু তোমার ও তোমার স্ত্রীর দুশমন। এমন যেন না হয় যে, এ তোমাদেরকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করে দেবে আর তোমরা বিপদে পড়ে যাবে। (সূরা ত্বোয়াহা)

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ (٩٤) وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ (٩٥) -(الشعراء)

(৯৪-৯৫) অতপর সে উপাস্য ও এই পথভ্রষ্টদেরকে আর ইবলীসের সৈন্য-বাহিনীর সকলকেই এর মধ্যে উপুর করে নিক্ষেপ করা হবে। (সূরা শু'আরা)

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ، وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ (٢١) -(سبا)

(২০) তাদের ব্যাপারে ইবলীস নিজের ধারণাকে নির্ভুল পেলে এবং অল্প সংখ্যক মুমিন লোক ছাড়া অবশিষ্ট সকলে তারই অনুসরণ করল। (২১) তাদের ওপর ইবলীসের কোনো কর্তৃত্ব ও আধিপত্য ছিল না। কিন্তু যা কিছু হয়েছে তা এ জন্য হয়েছে যে, কে পরকাল মানে আর কে এই ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তা আমরা কার্যত দেখতে চেয়েছিলাম। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সব জিনিসেরই সংরক্ষক। (সূরা সাবা)

فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ (٧٣) اِلَّآ اِبْلِيْسَ ، اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (٧٤) قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ، اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ (٧٥) قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ، خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ (٧٦) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ (٧٧) وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (٧٩) قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (٨٠) اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ (٨١) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ (٨٢) اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ (٨٣) - (ص)

(৭৩) এ হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতারা সকলেই সিজদায় পড়ে গেল। (৭৪) কিন্তু ইবলীস নিজের বড়ত্বের অহংকার করল এবং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো। (৭৫) আল্লাহ তা'আলা বলল ঃ "হে ইবলীস! কোন জিনিস সিজদা করতে তোকে বাধা দিল, যাকে আমি আমার দু' হাত দ্বারা বানিয়েছি ? তুই কি খুব বড়ো হয়ে গিয়েছিস কিংবা তুই আসলেই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী একজন ?" (৭৬) সে জবাব দিল ঃ "আমি এর চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা পয়দা করেছেন আর তাকে মাটি দ্বারা।" (৭৭) বলল ঃ "আচ্ছা, তুই এখান হতে বের হয়ে যা, তুই লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত (৭৮) আর তোর ওপর বিচার দিবস পর্যন্ত আমার অভিশাপ।" (৭৯) সে বলল ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! এ কথাই যদি হয়ে থাকে, তবে আমাকে সে সময় পর্যন্ত অবকাশ দাও, যখন এই লোকেরা পুনরুত্থিত হবে।" (৮০-৮১) বলল ঃ "ঠিক আছে, সে দিন পর্যন্ত তোকে অবকাশ দেয়া হলো, যার সময়টা আমারই জানা আছে। (৮২) সে বলল ঃ

"তোমার ইজ্জতের শপথ! আমি এদের সকলকেই বিভ্রান্ত করব, (৮৩) তোমার সে সব বান্দাহ ছাড়া, যাদেরকে তুমি খালেস করে নিয়েছ।" (সূরা সোয়াদ)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ مَعْصُوْمُوْنَ مِنْ شَرِّ اِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمُسْتَغْفِرُوْنَ بِالْاَسْحَارِ وَالْبَاكُوْنَ خَشْيَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ তিন প্রকার মানুষ ইবলীস ও তার দলবলের অনষ্টি হতে মুক্ত থাকবে। (১) রাতে-দিনে আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারীগণ (২) যাদুর গুনাহ থেকে তাওবাকারীগণ এবং (৩) মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দনকারীগণ। (দায়ালামী, কানযুল উমমাল)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا وَلَاَتْ حَوَاءُ طَافَ بِهَا اِبْلِيْسُ وَكَانَ لَا يَعِيْشُ لَهَا وَلَدٌ فَقَلَ سَمِيْهِ عَبْدَ الْحَارِثِ فَاِنَّهُ يَعِيْشُ فَسَمَّتْهُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَاِنَّهُ يَعِيْشُ عَبْدِ الْحَارِثِ فَعَاشَ وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْ وَحْيِ الشَّيْطَانِ وَاَمْرِهِ -

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ কর্তিক বর্ণিত। রাসূল করীম (স) বলেছেন, হযরত হাওয়া (আ) একবার বাচ্চা প্রসব করার পর ইবলীস তার চারিদিকে ঘোরে কারণ তাঁর কোনো বাচ্চা বেঁচে থাকতো না। শয়তান বলে, "আপনি এর নাম রাখুন আবদুল হারিস।" তাহলে এ মরবেনা সুতরাং হযরত হাওয়া (আ) সেই বাচ্চার নাম রাখেন আবদুল হারিস। এবং বাচ্চাটি বেঁচে থাকে। তিনি ঐ কাজটি করেছিলন শয়তানের প্ররোচনায় ও তার কথায়।
(মুসনদে আহমদ তিরমিযী, ইবনু জারীর)

عَنْ حُذَيْفَةَ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَمِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللّٰهِ اَتَا بَهُ اِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ -

হযরত হুযায়ফাতা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলির একটি হলো কুদৃষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কুদৃষ্টি ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করবেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুবভ করবে।
(মুসতাদরাকে হাকেম, তাবারানী, দুররুল মানসুর)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَدَ كُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَدَاعَتْ جُنُوْدُ اِبْلِيْسَ وَ اَجْلَبَتْ وَاجْتَمَعَتْ كَمَا يَجْتَمِعُ النَّحْلُ عَلَى يَعْسُوْبِهَا فَاِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اِبْلِيْسَ وَمَجْنُوْدِهِ فَاِنَّهُ اِذَا قَالَهَا لَمْ تَضُرُّهُ -

হযরত আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হতে চাইলে ইবলীসের [illegible]ন্যরা একে অপরকে ডাকাডাকি করে। ফলে মৌমাছিদের চাকে জড়ো হওয়ার মতো [illegible]র দলবল দৌড়াদৌড়ি করে তাঁর কাছে

গিয়ে জড়ো হয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মসজিদ থেকে বের হবে, সে যেন মসজিদের দরজায় দাড়িয়ে বলে "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ইবলীসা অমা জুনদিহী (হে আল্লাহ ইবলিস ও তার দলবলের কাছ থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাইছি) এই দো'আ পড়লে শয়তানরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

(কানযুল উমাল, ইবনুস সুন্নী, আত হাফুস সাদাহ)

## ১৫. যাদু

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ج وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ق وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ط وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ط وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (١٠٢) وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (١٠٣)-(البقرة)

(১০২) অথচ এমন সব জিনিসকে তারা মানতে শুরু করল, শয়তান যা সুলায়মানের রাজত্বের নাম নিয়ে পেশ করছিল। প্রকৃতপক্ষে সুলায়মান কখনোই কুফরী অবলম্বন করেনি। কুফরীতো অবলম্বন করেছে সেই শয়তানরা যারা লোকদেরকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত। বেবিলনের হারূত ও মারূত এই দুই ফেরেশতার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছিল তারা তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা (ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এ জিনিসের শিক্ষা দিত, তখন প্রথমেই এ কথা বলে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দিত, "দেখো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তোমরা কুফরীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ো না।" এতৎ সত্ত্বেও তারা ফেরেশতাদ্বয়ের কাছ থেকে সে জিনিসই শিখত, যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায়। অথচ একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে এ উপায়ে তারা কারো কোনো ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হতো না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের পক্ষেও কল্যাণকর ছিল না, বরং ক্ষতিকর ছিল এবং তারা ভালো করেই জানত যে, কেউ এ জিনিসের খরিদ্দার হলে তার জন্য পরকালে কোনোই কল্যাণ নেই। তারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের জীবন বিক্রয় করছে, তা কতই না নিকৃষ্ট। হায়! এ কথা তারা যদি জানতে পারত। (১০৩) তারা যদি ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আল্লাহ্র কাছ থেকে এরা যে প্রতিফল পেতো, তা তাদের পক্ষে অধিক কল্যাণকর হতো। হায়! যদি তারা একথা জানতে পারত!

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللّٰهِ، وَالسِّحْرِ، وَقَتْلِ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلِ الرِّبٰو وَاَكْلِ مَالَ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ [illegible]ـنَاتِ الْغَافِلَاتِ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকারী কাজ থেকে দূরে থাকে। তারা (সাহাবীরা) জিজ্ঞস করল সেগুলো কি ? হে আল্লাহ নবী! তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা, যাদু-মন্ত্র শিক্ষা করা বা ব্যবহার করা। এমন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছে অবশ্য ন্যায়ভাবে হত্যা করা নিষিদ্ধ নয়। সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন বা পালায়ন করা। চরিত্রবান ঈমানদার নারীদের চরিত্র কলংকিত করা। (বুখারী)

## ১৬. যাদুর অনিষ্ট

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ (٤) - (الفلق)

(১-২) বলো আমি আশ্রয় চাই, সকালবেলার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছে, (৪) এবং গিরায় ফুঁকদানকারী (বা ফুঁকদানকারিণী)-এর অনিষ্ট থেকে। (সূরা ফালাক্ব)

حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَهُوْدِىٌّ مِنْ يَهُوْدِ بَنِى زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمَ قَالَتْ حَتّٰى كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ شَىْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَانِىْ فِيْمَا اِسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ جَاءَنِىْ رَجُلَانِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِىْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَ رَأْسِىْ لِلَّذِى عِنْدَ رِجْلَىَّ اَوِ الَّذِىْ عِنْدَ رِجْلَىَّ لِلَّذِى عِنْدَ رَأْسِىْ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبُ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمُ قَالَ فِىْ اَىِّ شَىْءٍ قَالَ فِىْ مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُبِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِىْ بِئْرِذِى اَرْوَانَ قَالَتْ فَاَتَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَاَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَفَلَا اَحْرَقْتَهُ قَالَ لَا اَمَّا اَنَا فَقَدْ عَافَانِىْ اللّٰهُ وَكَرِهْتُ اَنْ اُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا فَاَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ -

আবূ কুরায়ব (রা) তিনি ইবনে নুমাইর থেকে তিনি হিলাম থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাবীদ ইবনে আসাম্ম নামে বনূ যুরায়ক গোত্রের এক ইহুদী রাসূল করীম (স)-কে যাদু করল। তিনি বলেন, এ যাদুর ক্রিয়ায় এমনও হতো যে, রাসূল করীম (স)-এর খেয়াল হতো যে কোনো (পার্থিব) বিষয় তিনি করছেন, অথচ (বাস্তবে) তিনি তা করছেন না। অবশেষে একদিনে অথবা এক রাতে রাসূল করীম (স) দো'আ করলেন; পুনরায় দো'আ করলেন এবং পুনরায় দো'আ করলেন। এরপর বললেন ঃ হে আয়েশা, তুমি কি বুঝতে পেরেছ যে, আল্লাহ আমাকে সে বিষয়ে সমাধান দিয়েছেন, যে বিষয়ে আমি তাঁর কাছে সমাধান চেয়েছিলাম ? (তা এভাবে যে) (দু'জন ফেরেশতা) দু'ব্যক্তি (রূপে) আমার কাছে

এল। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্য জন্য আমার পায়ের কাছে বসল। তারপর আমার মাথার কাছের ব্যক্তি পায়ের কাছের ব্যক্তিকে কিংবা আমার পায়ের কাছের লোকটি আমার মাথার কাছের লোকটিকে বলল, লোকটির রোগ কি ? অপরজন বলল, 'যাদুগ্রস্ত' (প্রথমজন) বলল, কে তাকে যাদু করেছে ? (দ্বিতীয় জন) বলল, লাবীদ ইবনে আসামা। (প্রথমজন) বলল, কোন জিনিসে ? (দ্বিতীয়জন) বলন চিরুনি, (আঁচড়ানোকালে চিরুনির সাথে) উঠা চুল, (আরও) বলল, কোন জিনিসে ? (দ্বিতীয়জন) বলল চিরুনি, (আঁচড়ানোকালে চিরুণির সাথে) উঠা চুল, (আরও) বলল, নর খেজুরের ফুলের আবরণীতে। (প্রথমজন) বলল, তা কোথায় ? (দ্বিতীয়জন) বলল 'যী আরওয়ান' কূপে। তিনি [আয়েশা (রা)] বললেন, রাসূলে করীম (স) তাঁর সাহাবীগণের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সেখানে গেলেন। এরপর (ফিরে এসে) বললেন, হে আয়েশা, আল্লাহ্ কসম! সে (কূপের)পানি যে মেহেদীপাতা ভিজানো (পানি)। আর সেখানকার খেজুর গাছ যেন শয়তানের মাথা। তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূল করীম (স) তা হলে আপনি তা (জনসমক্ষে) পুড়ে ফেললেন না কেন ? তিনি বললেন, না, (আমি তা সমীচীন মনে করিনি) কারণ, আমাকে তো আল্লাহ্ আরো বলেছেন আর মানুষকে কোনো অকল্যাণে উত্তেজিত করা আমি অপছন্দ করি। আমি সে বিষয়ে হুকুম দিলে তা দাফন করে দেওয়া হয়েছে। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمَ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّكُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدِ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِالسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ -

বিশ্‌র ইবনে হিলাল সাওয়াফ (রা) তিনি আবদুল ওয়ারেদ থেকে তিনি আবদুল আজির ইবনে সুহাবইব থেকে তিনি আধিনাছরাতা থেকে তিনি আবি সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জিবরীল (আ) নবী করীম (স) এর কাছে এসে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থতা বোধ করছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (জিব্‌রীল) বললেন ঃ بِاسْمَ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّكُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدِ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيْكَ আল্লাহ্‌র নামে আপনাকে ঝাড়-ফুক করছি সে সব জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সব আত্মার অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদ নযর থেকে আল্লাহ্ আপনাকে শিক্ষা দিন; আল্লাহ্ নামে আপনাকে ঝাড়-ফুঁক করছি। (মুসলিম)

## ১৭. জ্বিন

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ - (الرحمن : ٥٥)

আর জ্বিনকে আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ - (الحجر : ٢٧)

এর পূর্বে জ্বিন জাতিকে আমরা আগুনের লেলিহান শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ - (الذّٰرِيٰت)

আমি জ্বিন ও মানুষকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি, কেবল এ জন্য (সৃষ্টি করেছি) যে, তারা আমার বন্দেগী করবে।

...... لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ - (هود : ١١٩)

..... "আমি জাহান্নামকে জ্বিন ও মানুষ দ্বারা ভরে দেব।"

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ ..... - (الاعراف : ٣٨)

আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরাও জাহান্নামে চলে যাও, যেখানে তোমাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের দল গিয়েছে। ....

.... وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ -

..... শেষ পর্যন্ত তাদের ওপরও তেমনি আযাবের ফয়সালা কার্যকর হলো যা তাদের পূর্বেকার জ্বিন ও মানব দলসমূহের ওপর কার্যকর হয়েছিল। তারা বস্তুতই ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার যোগ্য ছিল। (সূরা হা-মীম-সাজদা ঃ ২৫)

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلٰهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) - (النّاس)

(১– ৩) বলো, আমি পানাহ চাই মানুষের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মা'বুদের কাছে, (৪) বার বার ফিরে আসা অসঅসাকারীর অনিষ্ট থেকে— (৫-৬) যে লোকদের অন্তরে অস্অসার উদ্রেক করে, সে জ্বিনের মধ্য থেকে হোক, কি মানুষের মধ্য থেকে। (সূরা নাস)

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ (١٠٠) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ ۚ وَقَالَ أَوْلِيٰٓـؤُهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الَّذِيْٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (١٢٨) - (الانعام)

(১০০) এ সত্ত্বেও লোকেরা জ্বিনদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক বানিয়ে নিল; অথচ তিনিই (আল্লাহই) তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর না জেনে না বুঝে তারা তাঁর (আল্লাহ্‌র) জন্য পুত্র-কন্যা রচনা করে; অথচ তিনি তাদের এসব কথা হতে পবিত্র ও মহান। (১২৮) যেদিন আল্লাহ এসব লোককে ধরে একত্রিত করবেন সেদিন তিনি জ্বিনদেরকে সম্বোধন করে বলবেনঃ 'হে জ্বিন সমাজ, তোমরা তো মানব সমাজের ওপর খুব বাড়াবাড়ি করলে। মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা আবেদন করবেঃ হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা পরস্পরের দ্বারা খুব ফায়দা লুটেছি এবং এখন আমরা সে অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি, যা তুমি

আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আচ্ছা, এখন তোমাদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম। এখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। তা থেকে রক্ষা পাবে কেবল তারাই যাদেরকে আল্লাহ্ রক্ষা করতে চাইবেন। তোমাদের রব্ব নিঃসন্দেহে সুবিজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۖ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ (١٥٨) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ (١٥٩) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ (١٦٠) فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ (١٦١) مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ (١٦٢) اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ (١٦٣) وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ (١٦٤) وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ (١٦٥) وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ (١٦٦) - (صّٰفّٰت)

(১৫৮) এ লোকেরা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মাঝে আত্মীয় সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছে। অথচ ফেরেশতারা ভালোভাবে জানে যে, এ লোকদেরকে অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করা হবে। (১৫৯) (আর তারা বলে যে,) "আল্লাহ্ সে সব দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র, (১৬০) যা তাঁর খালেস বান্দাগণ ছাড়া অন্য লোকেরা তাঁর প্রতি আরোপ করে। (১৬১-১৬২) অতএব তোমরা ও তোমাদের এ উপাস্যরা আল্লাহ্ থেকে কাউকেও ফিরিয়ে রাখতে পারবে না (১৬৩) —পারবে কেবল তাকে, যে দোযখের জ্বলন্ত আগুনে জ্বলে ভস্ম হবে। (১৬৪) "আর আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমাদের প্রত্যেকেরই একটা স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। (১৬৫-১৬৬) আমরা সারিবদ্ধ খেদমতগার ও তসবীহ্ পাঠকারী।" (সূরা সাফফাত)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ (١٨) وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ (٢٩) قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٣٠) (الاحقاف)

(১৮) এরা সেই লোক, যাদের ওপর আযাব হওয়ার ফয়সালা হয়ে গেছে। এদের পূর্বে জ্বিন ও মানুষের (এই চরিত্রের) যেসব গোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে, এরাও তাদের মধ্যেই শামিল হবে। নিঃসন্দেহে এ লোকেরা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৯) (আর সে ঘটনাও উল্লেখ্য) যখন আমরা জ্বিনদের একটি দলকে তোমার দিকে ঘুরিয়ে এনেছিলাম, যেন তারা কুরআন শুনতে পায়। তারা যখন সে স্থানে উপস্থিত হলো (যেখানে তুমি কুরআন পাঠ করছিলে), তখন তারা পরস্পরে বলল ঃ 'চুপচাপ হয়ে থাকো।' তারপর যখন তা পড়া শেষ হয়ে গেল, তখন তারা সাবধানকারী হয়ে নিজেদের জাতির কাছে ফিরে গেল।(৩০) তারা ফিরে গিয়ে বলল ঃ 'হে আমাদের জাতির লোকেরা! আমরা এমন একখানি কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে। তা পূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপাদন করে এবং সত্য-সঠিক ও নির্ভুল পথ-প্রদর্শন করে।

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا (١) يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا (٢) وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا (٣) وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ

سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا (٤) وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا (٥) وَّاَنَّهٗ كَانَ
رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا (٦) وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ
اللّٰهُ اَحَدًا (٧) وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا (٨) وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ
لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا (٩) وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ
بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (١٠) وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا (١١) وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ
نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا (١٢) وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا
يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا (١٣) وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا
(١٤) وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥) وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا (١٦)
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (١٧)- (الجنّ)

(১) (হে নবী!) বলো, আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে এই কথা প্রসঙ্গে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর (নিজেদের এলাকায় গিয়ে আপন জাতির লোকদের কাছে তারা) বলেছে ঃ আমরা এক অতীব আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি, (২) যা সত্য-সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে। এ জন্য আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর আমরা আর কখনোই আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরীক করব না। (৩) "আরো এই যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের মান-মর্যাদা-সম্ভ্রম অতীব সমুচ্চ— সুমহান। তিনি কাউকেও স্ত্রী বা পুত্রসন্তান রূপে গ্রহণ করেননি।" (৪) "আরো এই যে, আমাদের মধ্যকার অজ্ঞ-মূর্খ নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে অনেক কিছু অসত্য কথা-বার্তা বলত।" (৫) "আরো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না।" (৬) "আরো এই যে, মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কিছু সংখ্যক জ্বিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছিল।" এসব করে তারা জ্বিনদের অহংকার ও অহমিকা আরো অধিক বৃদ্ধি করে দিয়েছে।" (৭) "আরো এই যে, তোমরা যেমন ধারণা করছিলে মানুষেরাও তেমনি ধারণা পোষণ করছিল যে, আল্লাহ কাউকেও রাসূল বানিয়ে পাঠাবেন না।" (৮) "আরো এই যে, আমরা আকাশমণ্ডল পাতিপাতি করে খুঁজেছি। অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, তা প্রহরীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে এবং উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।" (৯) "আরো এই যে, পূর্বে আমরা কোনো কিছু শুনতে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আকাশমণ্ডলে আড়িপাতার স্থান পেয়ে যেতাম। কিন্তু এখন যে-ই আড়ি পেতে গোপনে কিছু শুনতে চেষ্টা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে নিক্ষেপের জন্য একটি প্রজ্জলিত উল্কাপিণ্ড নিয়োজিত দেখতে পায়।" (১০) "আরো এই যে, আমরা বুঝতে পারতাম না, পৃথিবীবাসীদের প্রতি কোনো খারাপ আচরণ করার সংকল্প করা হয়েছে, কিংবা তাদের রব্ব তাদেরকে সঠিক সরল পথ প্রদর্শন করতে চান ?" (১১) "আরো এই যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সদাচারী আছে, 'আর কিছু আছে তাদের তুলনায় হীন নীচ। আমরা বিভিন্ন পন্থায় বিভক্ত হয়ে আছি।" (১২) "আরো এই যে, আমরা মনে করছিলাম যে, না পৃথিবীতে আমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারি, না পালিয়ে গিয়ে তাকে পরাভূত করতে পারি।" (১৩) আরো এই যে, আমরা যখন হেদায়েতের বাণী শুনতে পেলাম, তখন এর প্রতি ঈমান আনলাম। এক্ষণে যে কেউ তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনবে, তার

কোনো হক নষ্ট হওয়ার কিংবা জুলুমের ভয় থাকবে না।" (১৪) "আরো এই যে, আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে মুসলিম (আল্লাহ্‌র অনুগত) আর কিছু সংখ্যক ন্যায় ও সত্য-বিমুখ। ফলে যারা ইসলাম (আল্লাহ্‌নুগত্যের পথ) অবলম্বন করেছে, তারা মুক্তি ও নিষ্কৃতির পথ খুঁজে নিয়েছে।" (১৫) "আর যারা সত্য–বিমুখ— সত্য বিরোধী পথ অবলম্বনকারী, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে অবশ্যম্ভাবীরূপে।" (১৬) (হে নবী! বলো, আমার কাছে এই ওহীও পাঠানো হয়েছে যে,) "লোকেরা যদি সত্য-সঠিক ও নির্ভুল পথে দৃঢ়তা সহকারে চলত, তাহলে আমরা তাদেরকে প্রাচুর্য সহকারে পানি পান করাতাম, (১৭) যেন আমরা এ নেয়ামত দ্বারা তাদের পরীক্ষা করতে পারি। যে-ব্যক্তিই আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাকে অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম আযাবে নিপেক্ষ করব।"

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ، لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ (٣٣) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ (٣٥) فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاۤءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٧) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَاۤنٌّ (٣٩) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ ..... (٤١) (الرحمن)

(৩৩) হে জ্বিন ও মানুষের দল! তোমরা যদি পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সীমানা অতিক্রম করে কোথাও পালিয়ে যেতে সক্ষম হও, তবে পালিয়ে গিয়ে দেখাও। কিন্তু না, পালিয়ে যেতে পারবে না। কেননা সে জন্য খুব বেশি শক্তি-সামর্থের প্রয়োজন। (৩৫) (পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে) তোমাদের ওপর আগুনের শিখা ও ধোঁয়া ছেড়ে দেয়া হবে, তোমরা যার মুকাবিলা করতে পারবে না। (৩৭) (অতঃপর কি হবে তখন) যখন নভোমণ্ডল দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে ও লাল চামড়ার মতো রক্তবর্ণ ধারণ করবে। (৩৯) সে দিন কোনো মানুষ ও কোনো জ্বিনকে তার গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। (৪১) অপরাধী লোকেরা সেখানে নিজ নিজ চেহারা দ্বারাই পরিচিত হবে ........ (সূরা আর-রহমান)

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ، قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ -

(এই সময় আল্লাহ তাদের কাছে একথাও জিজ্ঞেস করবেন যে,) হে মানুষ ও জ্বিন জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই কি সে নবী-রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাতে এবং এই দিনের পরিণাম সম্পর্কে (পূর্বেই) ভয় দেখচ্ছিল ? জবাবে তারা বলবে ঃ হ্যাঁ আমরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি। আজ দুনিয়ার জীবন এই লোকদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কিন্তু তখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফের ছিল। (সূরা আন'আম ঃ ১৩)

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ، كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ، حَتّٰۤى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰۤؤُلَاۤءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ، قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ - (الاعرف : ٣٨)

আল্লাহ বলবেন ঃ তোমরাও জাহান্নামে চলে যাও, যেখানে তোমাদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানুষের দল গেছে। প্রতিটি লোকসমষ্টি যখন জাহান্নামে দাখিল হবে, তখন নিজেদের পূর্বগামী লোকদের ওপর লা'নৎ করতে করতে প্রবেশ করবে। এভাবে সব লোকই যখন তথায় একত্রিত হবে, তখন প্রতিটি পরবর্তী দল এর পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে ঃ হে আল্লাহ! এই লোকেরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল; কাজেই তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দাও। উত্তরে বলা হবে, প্রত্যেকেরই জন্য দ্বিগুণ আযাব রয়েছে; কিন্তু তোমরা জানো না। (সূরা আরাফ ঃ ৩৮)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ - (المؤمنون : ٧٠)

কিংবা তারা বলে যে, সে উন্মাদ ? না, সে তো প্রকৃত সত্য নিয়ে এসেছে। অথচ এ সত্যই তাদের অনেকেরই পক্ষে অপছন্দনীয়। (সূরা মুমিনুন ঃ ৭০)

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ - (سبا : ٤٦)

(হে নবী!) এদেরকে বলো ঃ "আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথার নসীহত করছি। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমরা একা একা এবং দু' দু'জন মিলে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, তোমাদের এ সঙ্গীর মধ্যে পাগলামীর কোন জিনিসটি রয়েছে ? সে তো তোমাদেরকে একটি কঠিন আযাব আসার আগেই সে সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক করে দিচ্ছে মাত্র।" (সূরা সাবা ঃ ৪৬)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ - (حم السجدة : ٢٩)

সেখানে এ কাফেররা বলবে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিন সেই জ্বিন ও মানুষগুলোকে, যারা আমাদেরকে গুমরাহ করেছিল। আমরা তাদেরকে পায়ের তলায় রেখে নিষ্পেষিত করব, যেন এরা ভালোমতো অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়।"

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ - (الرحمن : ١٥)

আর জ্বিনকে আগুনের শিখা হতে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর-রহমান ঃ ১৫)

قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (٤٠) - (النمل)

(৩৯) এক বিরাটকায় জিন নিবেদন করল ঃ "আপনি এ স্থান হতে উঠে যাওয়ার আগেই আমি তা হাজির করব। এ করার শক্তি ও ক্ষমতা আমার আছে আর সেই সঙ্গে আমি বিশ্বস্ত ও

আমানতদারও।" (৪০) কিতাবের জ্ঞানে সমৃদ্ধ এক ব্যক্তি বলল : "আমি আপনার চোখের পলকের মধ্যেই তা এনে দিচ্ছি।" যখনই সুলাইমান সে সিংহাসনটি নিজের সন্নিকটে রক্ষিত দেখতে পেল, এমনি চীৎকার করে বলে উঠল : "এটি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ, তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান যে, আমি (এর জন্য) শোকর আদায় করি, না নিয়ামত অস্বীকারকারী হয়ে যাই। আর যে ব্যক্তি শোকরগুজারী করে, তার শোকর তার নিজের পক্ষেই কল্যাণকর হয়ে থাকে। নতুবা কেউ না-শুক্‌রি করলে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো মুখাপেক্ষীহীন এবং স্বতই তিনি মহীয়ান। (সূরা নমল)

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (٣٨) - (ص)

(৩৬) তখন আমরা বাতাসকে তার জন্য নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত বানিয়ে দিলাম, তা তার হুকুমে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো যেদিকে সে চাইত। (৩৭-৩৮) আর শয়তানগুলোকে অধীনস্থ ও নিয়ন্ত্রিত করে দিলাম, সব রকমের নির্মাতা, ডুবুরী ও অন্যান্য যারা শৃংখলাবদ্ধ ছিল।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَلَقَ اللّٰهُ الْجِنَّ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ حَيَّاتٌ وَ عَقَارِبُ وَخِشَاشُ الْأَرْضِ وَ صِنْفٌ كَالرِّيحِ فِي الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ عَلَيْهِمُ الْحِسَابُ وَالْعِقَابُ -

আবু দারদা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জ্বিন সৃষ্টি করেছেন তিন প্রকার এক প্রকার জিন হলো সাপ, বিছে ও জমিনের পোকা মাকড়, আর এক প্রকার জ্বিন থাকে শূন্যে হাওয়ার মতো এবং শেষ প্রকারের জ্বিনদের জন্য রয়েছে (পরকালের) হিসাব ও আযাব। (বায়হাকী, ত্ববারানী, ছরবে মানসুর, কানযুল উসমানল)

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رض قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ هٰذَا الْعَوَامِّ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ -

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, মদীনায় যেসকল জ্বিন ছিল তারা মুসলমান হয়ে গেছে। এবার থেকে তোমরা ওদের মধ্যে কাউকে দেখলে তিনবার সতর্ক করে দেবে, তা সত্ত্বেও যদি সামনে আসে, তবে তাকে কতল করে দেবে।
(মুসলিম শরীফ, সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে ইমাম আহম্মদ)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ -

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, সাপ হলো রূপান্তরিত জ্বিন, যেমন বাঁদর ও শুকরে রূপান্তরিত হয়েছিল বনী ইসরাঈল।
(তবারানী, মুসনদে আহম্মদ, দরদর মানসুর)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ صَلَاتِىْ فَاَمْكَنَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ فَاَخَذْتُهُ فَارَدْتُ اَنْ اَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِىْ لَاحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ، فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا عِفْرِيْتٌ مُتَمَرِّدٌ مِنْ اِنْسٍ اَوْ جَانٍّ مِثْلَ زِبْنِيَةٍ جَمَا عَتُهَا زَبَانِيَةٌ -

মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (রা) তিনি মুহাম্মাদ ইবনে জাফর থেকে তিনি শুবা থেকে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ থেকে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, একটি অবাধ্য জ্বিন এক রাতে আমার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসল। আল্লাহ আমাকে তার ওপর ক্ষমতা প্রদান করলেন। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং মসজিদের একটি খুটির সঙ্গে বেঁধে রাখার মনস্থ করলাম, যাতে তোমরা সবাই সচক্ষে তাকে দেখতে পাও। তখনই আমার ভাই সুলায়মান (আ)-এর এ দো'আটি আমার মনে পড়ল। হে আমার রব্ব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে দান করুন এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমার পরে আমি ছাড়া কেউ না হয়। এরপর আমি জ্বিনটিকে ব্যর্থ এবং অপমানিতকের ছেড়ে দিলাম। জিন অথবা ইনসানের অত্যন্ত পিশাচ ব্যক্তিকে ইফরীত বলা হয়। ইফরীত ও ইফরীখাতুন যিবনীযতুন এর ন্যায় এক বচন যার বহু বচনে যাবানিয়াতুন। (বুখারী)

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رض قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ ﷺ مَنْ صَلّٰى مِنْكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهِ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّىْ بِصَلَاتِهِ وَتَسْمَعُ لِقِرَائَتِهِ وَاِنَّ مُؤْمِنِى الْجِنِّ الَّذِيْنَ يَكُوْنُوْنَ فِى الْهَوَاءِ وَجِيْرَانُهُ مَعَهُ فِىْ مَسْكَنِهِ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ وَيَسْتَمِعُوْنَ بِقِرَاتِهِ وَاِنَّهُ لَيَطْرُدُهُ بِجَهْرِهِ بِقِرَاءَتِهِ مِنْ دَارِهِ وَمِنَ الدُّوْرِ الَّتِىْ حَوْلَهُ فُسَّاقُ الْجِنِّ وَمَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ -

হযরত মাআয বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল করীম (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাতের নামায আদায় করে, তাঁর উচিত উঁচ্চ আওয়াজে ক্বিরাআত পড়া। কেননা তাঁর নামাযের সাথে ফেরেশতারাও নামায পড়ে এবং তার কুরআন পাঠ শোনে মুমিন জ্বিনরা, যারা বাতাসে থাকে কিংবা তার পাশে বাস করে, তারাও তার সাথে নামায পড়ে এবং তারা কুরআন তিলাওয়াত শোনে। আর মানুষের জোরে কুরআন পাঠ তার নিজের এবং আশে পাশে ঘর-বাড়ি থেকে দুষ্ট জ্বিন ও অবাধ্য শয়তানদের ভাগিয়ে দেয়।

(মুসনাদে বাযযার, তারগীর অজতারহীব, মা হমাউয়া যাওয়াইদ)

## ১৮. সৃষ্টি

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ..... (هود : ٧)

আর তিনিই আকাশ-মণ্ডল ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন— অথচ এর পূর্বে তাঁর আরশ ছিল পানির ওপর। —উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখবেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো কাজ করে ...... (সূরা হূদ ঃ ৭)

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ، وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ - (الاحقاف : ٣))

ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই আমরা যথার্থ সত্যতা ও বিশেষ সময় নির্ধারণ সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু এ কাফের লোকেরা সে মহাসত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অথচ এ বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। (সূরা আহক্বাফ ঃ ৩)

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ، اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ (١٩) قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ....... (٢٠) خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (٤٤) - (العنكبوت)

(১৯) এ লোকেরা কি কখনো লক্ষ্য করে দেখেনি, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর এরই পুনরাবৃত্তি করেন ? নিঃসন্দেহে এ (পুনরাবৃত্তি) আল্লাহ্র পক্ষে তো অতীব সহজ কাজ। (২০) এদেরকে বলো যে, তোমরা পৃথিবীতে চলাফেরা করো আর লক্ষ্য করে দেখো যে, তিনি কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয়বারও জীবন দান করবেন ..... (৪৪) আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে সত্যতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। আসলে এতে ঈমানদার লোকদের জন্য একটি নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আনকাবুত)

وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ..... (الرعد : ٥)

এখন যদি তোমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক হয়, তবে লোকদের এই কথাটি তো অধিক বিস্ময়ের বিষয়— "আমরা যখন মরব মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমাদেরকে পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি করা হবে ?" ...... (সূরা রা'আদ ঃ ৫)

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ، اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ - (الانبياء : ٣٠)

যে লোকেরা (নবীর কথা মেনে নিতে) অস্বীকার করেছে তারা কি চিন্তা করে না যে, (একদা) এই আসমান ও জমিনের সবকিছুই মিলিত অবস্থায় ছিল অতপর আমরা এগুলোকে আলাদা-আলাদা করে দিয়েছি। এবং পানি হতে প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে সৃষ্টি করেছি। তারা কি (আমাদের এই সৃষ্টি ক্ষমতাকে) স্বীকার করে না ? (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩০)

....... وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ -

....... তোমরা দেখতে পাও, জমিন শুষ্কাবস্থায় পড়েছিল। অতপর যখনি আমরা এর ওপর মেঘ বর্ষণ করালাম, সহসাই সে সতেজ হয়ে উঠলো; ফুল ফেঁপে উঠল এবং তা সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিজ্জ উৎপাদন করতে শুরু করে দিল। (সূরা হজ্জ ঃ ৫)

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣١) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (٣٢)- (الانبياء)

(৩১) আর আমরা জমিনে পাহাড় দাঁড় করি দিয়েছি, যেন তা তাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ বানিয়ে দিয়েছি; সম্ভবত লোকেরা নিজেদের পথ জেনে নিতে পারবে। (৩২) আর আসমানকে আমরা এক সুরক্ষিত ছাদ বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এই লোকেরা এসব নিদর্শনের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। (সূরা আম্বিয়া )

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ - (لقمن : ١٠)

তিনি আকাশ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন কোনোরূপ স্তম্ভ ব্যতীতই, যা তোমরা দেখতে পাও। তিনি জমিনের বুকে পর্বতমালা শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছেন, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। তিনি সব রকমের জীব-জন্তু জমিনের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছি এবং জমিনের বুকে রকমারি উত্তম জিনিসসমূহ উৎপাদন করেছি।

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ..... (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢) -

(৯) (হে নবী!) এদেরকে বলো, তোমরা কি সেই আল্লাহ্র সাথে কুফরী করছ এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানাচ্ছ যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে বানিয়েছেন ? ..... (১০) তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) ওপর থেকে এর বুকে পাহাড় সংস্থাপন করে দিয়েছেন এবং তাতে বরকতসমূহ সমন্বিত করেছেন আর তাতে সব প্রার্থীর জন্য প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে খাদ্য-সামগ্রী সঞ্চিত করে রেখেছেন। এসব কাজ চারদিনে সম্পন্ন হয়েছে। (১১) অতপর তিনি আকাশমণ্ডলের দিকে লক্ষ্য আরোপ করল। যা তখন শুধু ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল। তিনি আসমান ও জমিনকে বললেন ঃ "ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক অস্তিত্ব ধারণ করো"। উভয়ই বললেন ঃ আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতো। (১২) তারপর তিনি দু'দিনের মধ্যে সাত আসমান বানালেন এবং প্রতি আসমানে এর বিধি-বিধান ওহী করলেন। আর দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আসমানকে আমরা প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করলাম এবং তাকে পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম। এ সবকিছুই এক মহাপরাক্রান্ত ও জ্ঞানবান সত্তার পরিকল্পনা। (সূরা হা-মীম-সাজদা)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (٥٠) - (القمر)

(৪৯) আমরা প্রতিটি জিনিসই একটি 'পরিমাপ' সহকারে সৃষ্টি করেছি। (৫০) আর আমাদের সিদ্ধান্ত একটি একক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই হয়ে থাকে এবং নিমেষের মধ্যে তা কার্যকর হয়ে যায়।

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ .....(الحدید : ٣)

(৪) তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর আরশের ওপর সমাসীন হলেন।...... (সূরা হাদীদ)

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ یَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا - (الطلاق : ١٢)

আল্লাহ তো তিনিই যিনি সাতটি আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবী পর্যায়েও এরই অনুরূপ। এ দুই (অঞ্চল)-এর মধ্যে বিধান নাযিল হতে থাকে। (এ কথা তোমাদেরকে এ জন্য বলা হচ্ছে) যেন তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সব কিছুর ওপর শক্তিমান এবং এই (কথাও) যে, আল্লাহ্‌র অবগতি সব কিছুতেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। (সূরা তালাক্ব ঃ ১২)

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا (٦) وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا (٧)- (النبا)

(৬) এটি কি সত্য নয় যে, আমিই জমিনকে শয্যা বানিয়েছি, (৭) পাহাড়-পর্বতসমূহকে পেরেকের ন্যায় গেড়ে দিয়েছি । (সূরা নাবা)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ - (ق : ٣٨)

আমরা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলকে এবং এ দু'টির মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিসকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাতে কোনো ক্লান্তি আমাদের হয়নি। (সূরা ক্বাফ ঃ ৩৮)

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۖ ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ - (البقرة : ٢٩)

প্রকৃত পক্ষে তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি ওপরের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং সাত আকাশ রচনা করলেন। বস্তুত তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই অবহিত। (সূরা বাকারা ঃ ২৯)

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ - ( ال عمرٰن : ١٩٠)

আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে সেসব বুদ্ধিমান লোকের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯০)

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ - (المؤمن : ٥٧)

আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা মানুষ পয়দা করা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (সূরা মুমিন ঃ ৫৭)

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ یُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَیَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ یَوْمًا ثَقِیْلًا (٢٧) نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَاۤ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاۤ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِیْلًا (٢٨) اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰی رَبِّهٖ سَبِیْلًا (٢٩) -(الدّهر)

এ লোকেরা তো দ্রুত অর্জিতব্য জিনিস (বৈষয়িক স্বার্থ) ভালোবাসে আর ভবিষ্যতে যে ভয়াবহ দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করে চলছে। (২৮) আমরাই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের প্রতিটি সন্ধিস্থল শক্ত করে দিয়েছি। আমরা যখনই চাব, তাদের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলব। (২৯) এটি একটি নসীহত বিশেষ। এক্ষণে যার ইচ্ছা নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে যাওয়ার পন্থা অবলম্বন করতে পারে। (সূরা দাহর)

..... كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ - (الاعراف : ٢٩)

.....তিনি এখন যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমাদেরকে আবার পয়দা করা হবে। (সূরা আরাফ ঃ ২৯)

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ (٦٥) وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ (٦٦) وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٦٧)

(৬৫) (তোমরা প্রতি বর্ষাকালে দেখতে পাও যে,) আল্লাহ্ উর্ধ্বলোক থেকে পানি বর্ষণ করল আর অমনি মৃতাবস্থায় পড়ে থাকা জমিনে এর দরুন জীবনের উন্মেষ ঘটিয়ে দেয়া হলো। এতে একটি নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা লক্ষ্য করে শোনে। (৬৬) আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত জন্তুতেও একটি শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মাঝখান হতে নিঃসৃত একটি জিনিস আমরা তোমাদেরকে পান করাই— তাহলো খাটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য খুবই উপাদেয়। (৬৭) (এমনিভাবে) খেজুরের গাছ ও আংগুরের ছড়া হতেও আমরা তোমাদেরকে একটা জিনিস পান করাই, যাকে তোমরা মাদকও বানিয়ে থাকো আর পবিত্র রিযিকও। নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগকারীদের জন্য। (সূরা নহল)

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ۖ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٣) وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَّنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ۖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٤) - (الرعد)

(৩) তিনিই এই ভূতলকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন; এতে পাহাড়ের খুঁটি গেড়ে রেখেছেন ও নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন। তিনিই সব রকমের ফল-ফলাদির জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তিনিই দিনের পর রাতকে আবর্তিত করেন। এ সমস্ত জিনিসের মধ্যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তাশীল। (৪) আর লক্ষ্য করো, পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল রয়েছে, যা মূলত পরস্পর সংযুক্ত। আংগুরের বাগান রয়েছে, ক্ষেত-খামার আছে, খেজুরের গাছ আছে, যাদের কিছু এক কাণ্ডবিশিষ্ট এবং কিছু দ্বৈত কাণ্ডবিশিষ্ট । একই পানি সবাইকে সিক্ত করে; কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে আমরা কিছুকে খুব ভালো বানিয়ে দেই আর কিছুকে কমভালো। এসব জিনিসেই অসংখ্য নিদর্শন বিরাজমান তাদের জন্য, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (٢٧) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (٢٨) - (فاطر)

(২৭) তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ্ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন, তারপর এর সাহায্যে আমরা নানারকমের ফল বের করে আনি, যেগুলোর বর্ণ বিভিন্ন? পাহাড়েও সাদা, লাল, গাঢ় ও কালো রেখা পাওয়া যায়, যেগুলোর রংও নানা প্রকারের। (২৮) এমনিভাবে মানুষ জন্তু-জানোয়ার ও গৃহপালিত পশুগুলোর বর্ণও হয় বিভিন্ন প্রকারের। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলমসম্পন্ন লোকেরাই তাকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পরাক্রান্ত ও অশেষ ক্ষমাশীল। (সূরা ফাতির)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٤) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (٩) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (١٠) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١١) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (١٣) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٤) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٧٩) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ (٨٠) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (٨١) - (النحل)

(৪) তিনি মানুষকে এক ক্ষুদ্র শুক্রবিন্দু হতে পয়দা করেছেন; অতঃপর দেখতে দেখতে সে স্পষ্টত এক ঝগড়াটে ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে। (৫) তিনি জন্তু-জানোয়ার পয়দা করেছেন। এদের মধ্যে তোমাদের জন্য পোশাকও রয়েছে আর খাদ্যও। সেই সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ ফায়দাও নিহিত রয়েছে। (৬) তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য বিশেষ সৌন্দর্য রয়েছে, যখন

সকাল বেলা তোমরা সেগুলোকে বিচরণের জন্য পাঠাও এবং সন্ধ্যায় সেগুলোকে ফিরিয়ে আনো। (৭) এরা তোমাদের ভার-বোঝা বহন করে এমন সব স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা খুব কঠোর শ্রম ছাড়া পৌঁছতে পারো না। আসল কথা এই যে, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বড়ই অনুগ্রহশীল ও অসীম মেহেরবান। (৮) তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গর্দভ পয়দা করেছেন, যেন তোমরা এর ওপর সওয়ার হও এবং এরা তোমাদের জীবনের শোভা-সৌন্দর্যে পরিণত হয়। তিনি আরো বহু সংখ্যক জিনিস তোমাদের কল্যাণের জন্য পয়দা করেছেন, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা নেই। (৯) আর আল্লাহ্রই দায়িত্বে রয়েছে সরল সঠিক পথ-প্রদর্শন, যখন বাঁকা-চোরা পথও অনেক রয়েছে। তিনি যদি চাইতেন, তবে তোমাদের সকলকে সত্য-সঠিক পথে চালিত করতেন। (১০) সে আল্লাহ্ই যিনি আকাশ হতে তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করেন, যা হতে তোমরা নিজেরাও সিক্ত-পরিতৃপ্ত হও আর তোমাদের জন্তু-জানোয়ারগুলোর জন্যও খাদ্য উৎপাদিত হয়। (১১) তিনি এই পানির সাহায্যে ক্ষেতে ফসল ফলান এবং জয়তুন, খেজুর, আংগুর ও অরো নানাবিধ ফল পয়দা করেন। এই সবের মধ্যে একটি বড় নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত। (১২) তিনিই তোমাদের কল্যাণের জন্য রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন আর সব তাঁরকাও তাঁরই বিধানে নিয়ন্ত্রিত। এ সবের মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। (১৩) আর এই যে বহু রঙ-বেরঙের দ্রব্যাদি তিনি তোমাদের জন্য জমিনে সৃষ্টি করে রেখেছেন, এগুলোর মধ্যেও অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য, যারা শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। (১৪) তিনিই তোমাদের জন্য নদী-সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, যেন তোমরা তা হতে নতুন তাজা গোশ্ত আহরণ করে খেতে পারো এবং তা হতে সৌন্দর্য-শোভার এমন সব জিনিস তোমরা বের করে লও যা তোমরা পরিধান করে থাকো। তোমরা দেখছো যে, নদী-সমুদ্রের বুক দীর্ণ করে নৌকা-জাহাজ চলাচল করে। এসব কিছু এই জন্য যে, তোমরা যেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের মহা অনুগ্রহ সন্ধান করে নিতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। (৭৯) এ লোকেরা কি কখনো পক্ষীসমূহকে দেখেনি যে, আকাশের শূন্যলোকে তা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে? নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা ঈমান গ্রহণ করে। (৮০) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহসমূহকে স্থিতি লাভের স্থান বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি জন্তু-জানোয়ারের চামড়া হতে তোমাদের জন্য এমন তাবু সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের জন্য বিদেশ সফর ও নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান- উভয় অবস্থাতেই খুব হালকা হয়ে থাকে। তিনি ভেড়া উট দুম্বা ইত্যাদির পশম এবং চুল দ্বারা তোমাদের জন্য পরিধানের ও ব্যবহার করার অসংখ্যা জিনিস পয়দা করেছেন, যা জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগে। (৮১) আল্লাহ্ নিজের সৃষ্ট বহু জিনিস হতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাহাড়-পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এমন পোশাক দান করেছেন, যা তোমাদেরকে গরম থেকে রক্ষা করে। আরো কিছু ধরনের পোশাক, যা পারস্পরিক যুদ্ধে তোমাদের হেফাজত করে। এভাবে তিনি স্বীয় নেয়ামতসমূহের পূর্ণত্ব দান করেন। সম্ভবত তোমরা হুকুম পালনকারী হবে। (সূরা নহল)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَطْفَالِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ اِذْ خَلَقَهُمْ -

ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া (রা) তিনি আবু আওয়ানা থেকে তিনি আবি বিশর থেকে তিনি সাইদ ইবনে জুবাইর থেকে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম (স)-কে মুশরিকদের শিশুদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন তিনি বললেন, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্রই ভালো জ্ঞান আছে। কেননা তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম)

حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ تُوُفِّىَ قَالَتْ تُوُفِّىْ صَبِىٌّ فَقُلْتُ طُوْبٰى لَهُ عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَلَا تَدْرِيْنَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهٰذِهِ اَهْلًا وَ لِهٰذِهِ اَهْلًا -

যুহায়র ইবনে হারব (রা) .... মুমিন জননী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বালক মারা গেলে আমি বললাম, তার জন্য সুসংবাদ। সে তো জান্নাতের চড়ুই পাখিদের অন্যতম (অর্থাৎ আবাধ বিচরণ করবে)। তখন রাসূল করীম (স) বললেন, তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন জান্নাত এবং সৃষ্টি করেছেন জাহান্নাম। এরপর তিনি এই জান্নাতের জন্য উপযুক্ত অধিবাসী এবং জাহান্নামের জন্য অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ رض وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَلْقُ عَيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عَيَالِهِ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, গোটা সৃষ্টিকুল আল্লাহ পরিবার, অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে সে আল্লাহ্র সর্বাদিক প্রিয় সৃষ্টি। (বায়হাকী)

حَدَّثَنِىْ سُرَيْجُ بْنُ يُوْنُسَ وَهٰرُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ فَقَالَ خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيْهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْاَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوْهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّوْرَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيْهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَخَلَقَ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِىْ اٰخِرِ الْخَلْقِ فِىْ اٰخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيْمَا بَيْنَ الْعَصْرِ اِلَى اللَّيْلِ -

সুরায়জ ইবনে ইউনুস ও হারুন ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তিনি হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মাদ থেকে তিনি ইবনে জুবাইজ থেকে তিনি ইসমাইল ইবনে উমাইয়্যা থেকে তিনি আইয়ুব ইবনে খালেদ থেকে তিনি ইবনে আবদুল্লাহ থেকে তিনি উম্মে সালমাহ এর মনিব ছিলেন তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স) আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ

তা'আলা শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেন। রোববার দিন তিনি এতে পর্বত সৃষ্টি করেন। সোমবার দিন তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার দিন তিনি আপদ-বিপদ সৃষ্টি করেন। বুধবার দিন তিনি নূর সৃষ্টি করেন। বৃহস্পতিবার দিন তিনি পৃথিবীতে পশু-পাখি ছড়িয়ে দেন এবং জুম'আর দিন আসরের পর তিনি আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জুম'আর দিনের সময় সমূহের শেষ মুহূর্তে সর্বশেষ মাখলুক আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী সময়ে সৃষ্টি করেছেন। (মুসলিম)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالُوْايَااَبَا هُرَيْرَةَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا ؟ قَالَ أَرْبَعُوْنَ سَنَةً : قَالَ أَبَيْتُ، قَالَ اَرْبَعُوْنَ شَهْرًا، قَالَ اَبَيْتَ وَيَبْلَى كُلُّ شَىْءٍ مِنَ الْاِ نْسَانِ اِلَّاعَجْبَ ذَنْبِهٖ فِيْهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ -

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (সা) বলেনঃ দুটি ফুৎকারের মধ্যখানে হবে চল্লিশ, লোকেরা বললো, আবু হুরায়রা চল্লিশ দিন ? তিনি বলেন, আমি (উত্তর দিতে) অস্বীকার করি। তারা বলে, চল্লিশ বছর ? তিনি বলেন আমি (উত্তর দিতে) অস্বীকার করি। তারা বলে ঃ চল্লিশ মাস ? তিনি বলেন, আমি (জবাব দিতে) অস্বীকার করে যোগ করলাম, মেরুদণ্ডের হাঁড় ছাড়া মানুষের সব কিছুই পঁচে গলে যাবে, এ হাঁড় দ্বারা তার গোটা দেহের গঠন হবে। (বুখারী)

حَدَّثَنِى عَبْدُ الاَ عَلَى بْنُ حَمَّدٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ بْنِ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ فِيْمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ عَنْ زِيَادِبْنِ سَعْدِ عَمْرِ وَبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَوُسٍ اَنَّهُ قَالَ اَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُوْنَ كُلُّ شَئٍ بِقَدَرٍ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ شَىْءٍ بِقَدَرٍ حَتّٰى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ اَوِ الْكُيْسُ وَالْعَجْزُ -

আবদুল আলা ইবনে হাম্মাদ (রা) তিনি মালেক ইবনে আনাসের নিকট পাঠ করতে বলেছেন, তিনি কুতাইবা ইবনে সাইদ থেকে তিনি মালেক থেকে তিনি পাঠ শুনেছেন তিনি যিয়াদ ইবনে সাইদ ইবনে উমার ইবনে মুসলিম থেকে তিনি তাউস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল করীম (স)-এর কতিপয় সাহাবীকে দেখতে পেয়েছি। তারা বলতেন যে, সকল কিছুই পরিমিত পরিমানে সৃষ্ট। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন রাসূল করীম (স) বলেছেন, সকল কিছুই পরিমিত পরিমানে সৃষ্ট। এমনকি অক্ষমতা ও প্রজ্ঞা অথবা প্রজ্ঞা ও অক্ষমতাও। (মুসলিম)

## ১৯. অস্তিত্বহীনতা

........بَدَاَكُمْ...... ( الاعراف : ٢٩)

.... সৃষ্টি করেছেন,..... (সূরা আরাফ ঃ ২৯)

নবম অধ্যায়

# কুরআন

## ১. আল-কুরআন

.... لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨) (الرعد)

..... প্রত্যেক যুগের জন্যই একখানি কিতাব রয়েছে।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ إِذْ قَالُوْا مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا أَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ۗ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ- (الانعام : ٩١)

সে লোকেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে নিতান্ত ভুল অনুমান করে নিয়েছে, যখন তারা বলেছে যে, আল্লাহ্ কোনো মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো ঃ তাহলে সে কিতাব— যা মূসা নিয়ে এসেছিল, যা সমগ্র মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা ও হেদায়েত ছিল, যাকে তোমরা টুকরা টুকরা করে রেখেছ— কিছু অংশ দেখাও আর অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখো এবং যার সাহায্যে তোমাদেরকে সে জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা না তোমাদের জানা ছিল, না তোমাদের বাপ-দাদাদের— সে কিতাব কে নাযিল করেছিল ? শুধু এইটুকু বলে দাও যে, আল্লাহ্। অতঃপর তাদেরকে নিজেদের যুক্তি তর্কের খেলায় মত্ত হওয়ার জন্য ছেড়ে দাও।

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (٢) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٤) أُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٥) ..... فَإِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٩٧) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .... (١٨٥)- (البقرة)

(২) এটি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব, এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। এটি জীবন যাপনের ব্যবস্থা, সেই 'মুত্তাকী'দের জন্য (৩) যারা গায়েবে (অদৃশ্যকে) বিশ্বাস করে; নামায কায়েম করে। আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (৪) আর যে কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবকেই তারা বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। (৫) বস্তুত এ ধরনের লোকেরাই তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী। (৯৭) ........ তার জেনে রাখা দরকার যে, (জিবরাঈল) আল্লাহ্‌রই অনুমতিক্রমে এই কুরআন মজীদ তোমার অন্তরে নাযিল করেছে; যা

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করে এবং ঈমানদারদের জন্য সঠিক পথের সন্ধান ও সাফল্যের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে। (১৮৫) রমযানের মাস, এ মাসে কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্য জীবন যাপনের বিধান আর এটি এমন সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ, যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কাররূপে তুলে ধরে। কাজেই আজ থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে এ পূর্ণ মাসের রোযা আদায় করা একান্ত কর্তব্য....।

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَآ أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥) - (القدر)

(১) আমি এই (কুরআনকে) ক্বাদরের রাতে নাযিল করেছি। (২) তুমি কি জানো, ক্বাদ্‌রের রাত কি ? (৩) ক্বাদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম। (৪) ফেরেশতা ও রূহ এই (রাতে) তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়। (৫) এই রাতটি পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তাময় ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। (সূরা ক্বদর)

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْإِنْجِيْلَ (٣) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ .... (٤) هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَأُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشٰبَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَأْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهٗٓ إِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ (٧) هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ (١٣٨) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (١٦٤) - (اٰل عمرٰن)

৩) তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন; যা সত্যের বাণী নিয়ে এসেছে এবং পূর্বে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করছে। ইতঃপূর্বে তিনি মানুষের হেদায়েত ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন (৪) আর তিনি মানদণ্ড নাযিল করেছেন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশকারী...... (৭) তিনিই (আল্লাহ যিনি) তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাবে দু' প্রকারের আয়াত রয়েছে। প্রথম 'মুহকামাত', যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ আর দ্বিতীয় 'মুতাশাবিহাত'। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই 'মুতাশাবিহাত'-এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ সেগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পরিপক্ক লোক, তারা বলে ঃ "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এ সব আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকেই এসেছে"। আর সত্য কথা এই যে, কোনো জিনিস থেকে প্রকৃত শিক্ষা কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই লাভ করে। (১৩৮) বস্তুত এই কুরআন লোকদের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও অভ্রান্ত সতর্কবাণী এবং আল্লাহ্‌কে যারা ভয় করে তাদের জন্য পথনির্দেশ ও

উপদেশস্বরূপ। (১৬৪) প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে তিনি একজন নবী বানিয়েছেন। যিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ শুনান, তাদের জীবনকে ঢেলে তৈরী করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। অথচ ইতঃপূর্বে এসব লোকই সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ – (هود: ١)

আলিফ-লাম —রা। এটি একটি ফরমান; এর আয়াতসমূহ অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সবিস্তারে বিবৃত এক মহাজ্ঞানী ও সর্বজান্তা সত্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। (সূরা হুদ ঃ ১)

....... وَالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (الرعد: ١)

..... আর তোমাদের প্রতি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা একান্তই সত্য; কিন্তু (তোমার জাতির) অধিকাংশ লোকই তা মেনে নিচ্ছে না।

الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ (١) اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ (٢)

(১) আলিফ-লাম—রা। (হে মুহাম্মাদ!) এটি একটি কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি লোকদেরকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আস— তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দেয়া সুযোগ-সুবিধার সাহায্যে, সে রসৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পথে, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং নিজ সত্তায় নিজেই প্রশংসিত। (২) তিনি জমিন ও আসমানের সবকিছুর মালিক। আর কঠিন শাস্তি রয়েছে সত্যদ্বীন অমান্যকারীদের জন্য। (সূরা ইবরাহীম)

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ – (الحجر: ٨٧)

আমরা তোমাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়ে রেখেছি, যা বার বার আবৃত্তি করার যোগ্য এবং তোমাকে দান করেছি মহান কুরআন। (সূরা হিজর ঃ ৮৭)

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ –

(হে নবী!) এদেরকে বলো ঃ একে তো 'রুহুল কুদুস' সঠিকভাবে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে থেকে ক্রমাগতভাবে নাযিল করেছেন, যেন ঈমানদার লোকদের ঈমানকে তা পাকা-পোক্ত করে দেয় এবং অনুগত লোকদেরকে জীবনের যাবতীয় ব্যাপারে সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মহাকল্যাণ ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ দেয়। (নূরা নহল -১০২)

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا – (بنى اسراءيل: ١٠٥)

এ কুরআনকে আমরা সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি এবং সত্যতা সহকারেই এটি নাযিল হয়েছে। আর (হে মুহাম্মদ!) তোমাকে আমরা কেবলমাত্র এই কাজ ছাড়া অন্য কিছুর জন্যই

পাঠাইনি যে, (যে মেনে নেবে তাকে) সুসংবাদ দেবে আর (যে না মানবে তাকে) সাবধান ও হুঁশিয়ার করে দেবে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৫)

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى (٢) اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى (٣) تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى (٤) اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (٥) - (طٰهٰ)

(২) আমরা এ কুরআন তোমার প্রতি এ জন্যই নাযিল করিনি যে, তুমি (এর দরুন) মুসীবতে পড়ে যাবে। (৩) এ তো একটি স্মারক— এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে ভয় করে। (৪) (এটি) নাযিল করা হয়েছে সে মহান সত্তার তরফ থেকে, যিনি পয়দা করেছে জমিনকে এবং সুউচ্চ আসমানকে। (৫) তিনি পরম দয়াবান (রহমান), (বিশ্বলোকের) সিংহাসনে সমাসীন।

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ (١٩٣) عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (١٩٤) وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ (٢١٠) وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ (٢١١) اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ (٢١٢) (الشعراء)

(১৯২) এটি রাব্বুল আলামীনের নাযিল করা জিনিস। (১৯৩-১৯৪) একে নিয়ে তোমার হৃদয়ে আমানতদার (বিশ্বস্ত) 'রূহ' (জিবরাঈল) অবতরণ করেছে, যেন তুমি সে লোকদের মধ্যে শামিল হতে পারো, যারা (আল্লাহ্র তরফ থেকে সব মানুষের জন্য) সাবধানকারী। (২১০) একে (সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব) শয়তানরা নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি; (২১১) এ কাজ তাদের শোভা পায় না আর তারা এ কাজ করতেও পারেনা। (২১২) তাদেরকে তো এর শ্রবণ করা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (সূরা শু'আরা)

وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ - (النمل : ٦)

আর (হে মুহাম্মদ!) নিঃসন্দেহে তুমি এ কুরআন এক বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞানী মহান সত্তার কাছ থেকে লাভ করেছ।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ..... (٨٦) - (القصص)

তুমি তো কখনোই এ আশায় বসে থাকোনি যে, তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করা হবে। এ তো নিছক তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ (যে, তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে) .....।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ - (السجدة : ٢)

এ কিতাব নিঃসন্দেহে রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকেই নাযিল হয়েছে।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (١) اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ (٢) اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ..... (٣) اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ (٢٣) - (الزمر)

(১) এই কিতাব মহা পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। (২) (হে মুহাম্মদ!) এ কিতাব আমরা তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। অতএব তুমি এক আল্লাহ্‌রই বন্দেগী করতে থাকো, দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্য খালেস করে দিয়ে। (৩) সাবধান! খালেস দ্বীন তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই হক ... ... (২৩) আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম কালাম নাযিল করেছেন— এ এমন এক কিতাব, যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যার মধ্যে বার বার একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সেসব শুনে তাদের গাত্রে লোমহর্ষণ দেখা দেয়, যারা নিজেদের রব্বকে ভয় করে। অতপর তাদের দেহ-মন নরম হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণে উৎসাহী ও উৎসুক হয়ে ওঠে। এ-ই হলো আল্লাহ্‌র হেদায়েত, এ দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েতের পথে নিয়ে আসেন। আর আল্লাহই যাকে হেদায়েত দান করেন না, তার জন্য হেদায়েতকারী কেউ নেই। (সূরা যুমার)

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢) كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (٣) بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ (٤) وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ (٥) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ (٤٤) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ (٥٢) سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ (٥٣) اَلَآ اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ (٥٤) - (حٰمٓ السّجدة)

(২) এটি দয়াময় মেহেরবান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নাযিলকৃত জিনিস। (৩) এটি এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ অতীব সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল রূপে বর্ণিত; (এটি) আরবী ভাষার কুরআন— সে লোকদের জন্য, যারা জ্ঞানবান। (৪) এটি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; তারা শুনেও শোনে না। (৫) তারা বলে ঃ তুমি আমাদেরকে যে জিনিসের দিকে ডাকছ, সে ব্যাপারে আমাদের মনের ওপর আবরণ পড়ে রয়েছে, আমাদের কান বধির হয়ে গেছে এবং আমাদের ও তোমার মাঝে একটা পর্দা আড়াল হয়ে রয়েছে। অতএব, তুমি তোমার কাজ করে যাও, আমরা আমাদের কাজ করতে থাকি। (৪৪) আমরা যদি একে অনারবদেশীয় কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম, তাহলে এই লোকেরা বলতঃ এর আয়াত সমূহ কেন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হলো না ? 'কি আশ্চর্যের ব্যাপার, কালাম বলা হচ্ছে অনারবদেশীয় আর শ্রোতারা হচ্ছে আরবী ভাষী।' এদেরকে বলো ঃ এই কুরআন ঈমানদার লোকদের জন্য তো হেদায়েত ও নিরাময় বটে; কিন্তু যেসব লোক ঈমান আনে না তাদের কানের জন্য এটি বধিরতা ও চোখের জন্য আবরণ। তাদের অবস্থা তো এমন, যেন তাদেরকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। (৫২) হে নবী! এ লোকদেরকে বলো ঃ তোমরা কি কখনো এ কথা চিন্তা করেছ যে, এ কুরআন যদি সত্যিই আল্লাহ্‌রই কাছ থেকে এসে থাকে আর তোমরা একে অস্বীকারই করতে থাকো, তাহলে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে যে

এর বিরোধিতায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে ? (৫৩) শীঘ্রই আমরা এদেরকে নিজের নিদর্শনসমূহ দিকচক্রবালে দেখাব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, যেন তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ কুরআন বাস্তবিকই সত্য। এ কথা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সব জিনিসেরই সাক্ষী। (৫৪) সাবধান হয়ে যাও; এই লোকেরা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। শুনে রাখো, তিনি প্রতিটি জিনিসই পরিবেষ্টনকারী।

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ - (الشورى : ١٧)

তিনি আল্লাহই, যিনি পরম সত্যতা সহকারে এ কিতাব ও মীযান নাযিল করেছেন। তুমি কি জানো, সম্ভবত চূড়ান্ত ফয়সালার সময়টা অতি নিকটেই এসে পড়েছে। (সূরা শূরা ঃ ১৭)

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ (٢) اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (٣) وَاِنَّهٗ فِىْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ (٤) - (الزخرف)

(২) এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ! (৩) আমরা একে আরবী ভাষার কুরআন বানিয়েছি, যেন তোমরা তা বুঝতে পারো। (৪) আসলে এটি উম্মুক্ত কিতাবে সুরক্ষিত রয়েছে। আমাদের কাছে এটি অতীব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভরপুর কিতাব। (সূরা যুখরুফ)

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ (٢) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ (٣) فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ (٤) اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ..... (٥) - (الدخان)

(২) শপথ এই সুস্পষ্ট প্রকাশকারী কিতাবের; (৩) আমরা এটি এক বড় কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি। কেননা আমরা লোকদেরকে সাবধান করতে চেয়েছিলাম। (৪—৬) এ ছিল সেই রাত যে রাতে আমাদের নির্দেশে প্রতিটি ব্যাপারের বিজ্ঞোচিত ফয়সালা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে ..... (সূরা দুখান)

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ - (الجاثية : ٢)

এ কিতাব আল্লাহ্র কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি মহা পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞানী।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (٢) قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِىْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٤) وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ (٢٩) قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٣٠) يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (٣١) - (الاحقاف)

(২) এই কিতাবের অবতরণ হয়েছে মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে। (৪) হে নবী! এদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো চোখ মেলে দেখেছ যে, তোমরা এক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যেসব দেব-দেবীকে ডাকো আসলে তারা কারা ? আমাকে খানিকটা দেখাও তো পৃথিবীতে এরা কি সৃষ্টি করেছে কিংবা আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনায় তাদের কি অংশ রয়েছে ? এর পূর্বে আগত কোনো কিতাব কিংবা জ্ঞানের কোনো অবশিষ্ট (এ সব বিশ্বাসের সমর্থনে) তোমাদের কাছে থাকলে তা-ই নিয়ে এস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (২৯) (আর সে ঘটনাও উল্লেখ্য) যখন আমরা জ্বিনদের একটি দলকে তোমার দিকে ঘুরিয়ে এনেছিলাম, যেন তারা কুরআন শুনতে পায়। তারা যখন সে স্থানে উপস্থিত হলো (যেখানে তুমি কুরআন পাঠ করছিলে), তখন তারা পরস্পরে বলল ঃ 'চুপচাপ হয়ে থাকো।' তারপর যখন তা পড়া শেষ হয়ে গেল, তখন তারা সাবধানকারী হয়ে নিজেদের জাতির কাছে ফিরে গেল। (৩০) তারা ফিরে গিয়ে বলল ঃ 'হে আমাদের জাতির লোকেরা! আমরা এমন একখনি কিতাব শুনেছি যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে। তা পূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপাদন করে এবং, সত্য-সঠিক ও নির্ভুল পথ-প্রদর্শন করে। (৩১) হে আমাদের জাতির জনগণ! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর দাওয়াত গ্রহণ করে লও এবং এর প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করব।' (সূরা আহক্বাফ)

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى (٥) ذُوْ مِرَّةٍ ۗ فَاسْتَوٰى (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى (٧) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى (٩) فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى (١٠) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى (١١) أَفَتُمٰرُوْنَهُ عَلٰى مَا يَرٰى (١٢) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى (١٤) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى (١٥) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى (١٦) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى (١٧) لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى (١٨) - (النجم)

(২) তোমাদের সঙ্গী না পথভ্রষ্ট হয়েছে, না বিভ্রান্ত। (৩) সে নিজের মনের ইচ্ছায় কথা বলে না। (৪) এতো একটা ওহী, যা তার প্রতি নাযিল করা হয়। (৫-৬) তাকে এক মহাশক্তিধর শিক্ষা দিয়েছে, যে বড়ই কুশলী। সে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে (৭) যখন সে উচ্চতর দিগন্তে অবস্থিত ছিল। (৮) পরে কাছে এল এবং ওপরে শূন্যে ঝুলে থাকল। (৯) এমনকি, দু' ধনুকের সমান কিংবা তা থেকে কিছুটা কম দূরত্ব থেকে গেল। (১০) তখন সে আল্লাহ্‌র বান্দাহকে ওহী পৌছাল যে ওহীই তাকে পৌছাবার ছিল। (১১) দৃষ্টি যা কিছু দেখল, হৃদয় তাতে মিথ্যা সংমিশ্রণ করেনি। (১২) এখন তোমরা কি সে ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া করো যা সে নিজের চোখে দেখেছে ? (১৩-১৪) আর একবার সে সিদরাতুল-মুনতহার কাছে তাকে দেখেছে। (১৫) যেখানে নিকটেই জান্নাতুল-মাওয়া রয়েছে। (১৬) তখন সিদরার ওপর সমাচ্ছন্ন হচ্ছিল যা কিছুই আচ্ছন্ন হওয়ার ছিল। (১৭) দৃষ্টি না ঝলসেছে, না সীমা অতিক্রমকারী হয়েছে (১৮) আর সে তার রব্ব-এর বড় বড় নিদর্শনাদি দেখেছে। (সূরা নজম)

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ (٧٧) فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ (٧٨) لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (٧٩) تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٨٠) أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ

مُّدْهِنُوْنَ (٨١) وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ (٨٢) فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ (٨٣) وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ (٨٤) وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ (٨٥) فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ (٨٦) تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٨٧- (الواقعة)

(৭৫) অতএব নয়, আমি শপথ করছি তারকাসমূহের অবস্থান স্থলের। (৭৬) তোমরা যদি বুঝতে পারো তাহলে এ একটি অতি বড় শপথ। (৭৭) বস্তুত এটি এক অতীব উচ্চ মর্যাদার কুরআন। (৭৮) একখানি সুরক্ষিত গ্রন্থে দৃঢ় লিপিবদ্ধ,(৭৯) যা পবিত্রতম সত্তা (ফেরেশতাগণ) ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করতে পারে না। (৮০) এটি রাব্বুল আলামীনের নাযিল করা। (৮১) তৎসত্ত্বেও কি তোমরা এর প্রতি উপেক্ষার আচরণ গ্রহণ করবে ? (৮২) আর এ নেয়ামত তোমরা নিজেদের এই অংশ নির্দিষ্ট করে রেখেছ যে, তাকে তোমরা মিথ্যা মনে করেছ— অবিশ্বাস করেছ ? (৮৩-৮৭) এখন তোমরা যদি কারো অধীন হয়ে না থাকো এবং এ ধারণায় তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রাণ যখন কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তোমরা নিজেদের চোখে দেখতে থাকো যে, সে মৃত্যুবরণ করছে তখন তার নির্গমনকারী প্রাণকে তোমরা ফেরত নিয়ে আস না কেন ? তখন তোমাদের তুলনায় আমরাই তার অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকি; কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না। (সূরা ওয়াকি'আহ)

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ، وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ - (الحشر : ٢١)

আমরা যদি এ কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপরও অবতীর্ণ করে দিতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে, তা আল্লাহ্র ভয়ে ধ্বসে যাচ্ছে ও দীর্ণ-বিদীর্ণ হচ্ছে। এ দৃষ্টান্তগুলো আমরা লোকদের সম্মুখে এ উদ্দেশ্যে পেশ করছি যে, তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) চিন্তা-বিবেচান করবে।

كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ (٥٤) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ (٥٥) وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ، هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (٥٦) - (المدثر)

(৫৪) কক্ষনোই নয়। এ (কুরআন) একটি উপদেশ মাত্র। (৫৫) এখন যার ইচ্ছে এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুক। (৫৬) অবশ্য আল্লাহ্ই যদি না চান তবে এরা কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করবে না। তিনিই এর উপযুক্ত যে, তাঁর প্রতি তাকওয়া পোষণ করা হবে। আর তিনিই এর যোগ্য যে, (তাকওয়া পোষণকারী লোকদেরকে) তিনি ক্ষমা করে দেবেন। (সূরা মুদ্দাসসীর)

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ - (القيامة : ١٨)

কাজেই আমরা যখন তা পড়তে থাকি, তখন তুমি এর পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকো। (সূরা কিয়ামাহ ঃ ১৮)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا - (الدهر : ٢٣)

(হে নবী!) আমরাই তোমার প্রতি এ কুরআন অল্প অল্প করে নাযিল করেছি।

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ (١٢) فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ (١٣) مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (١٤) بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ (١٦) - (عبس)

(১১) কক্ষনো নয়। এটি তো একটি উপদেশ। (১২) যার ইচ্ছা এটি গ্রহণ করবে। (১৩) এ এমন সব পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ যা সম্মানিত, (১৪) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র। (১৫-১৬) এটি মহাসম্মানিত ও পুত-পবিত্র লেখকদের হাতে থাকে। (সূরা আবাসা)

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (١٦) وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ (١٨) اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ (١٩) ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ (٢٠) مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ (٢١) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ (٢٢) وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ (٢٣) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ (٢٤) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ (٢٥) فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ (٢٦) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (٢٨) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ (٢٨) وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (٢٩) - (التكوير)

(১৫-১৬) অতএব, নয়, আমি শপথ করে বলছি ফিরে আসা ও লুকিয়ে যাওয়া নক্ষত্রসমূহের; (১৭) আর রাত যখন তা বিদায় নিল; (১৮) আর প্রভাত কালের যখন সে শ্বাস গ্রহণ করল; (১৯) এ মূলত এক সম্মানিত বাণীবাহকের উক্তি, (২০) যিনি অতীব শক্তিশালী, আরশের মালিকের কাছে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (২১) সেখানে তার আদেশ মান্য করা হয়। তিনি আস্থাভাজন, বিশ্বস্ত। (২২) এবং (হে মক্কাবাসী!) তোমাদের সঙ্গী পাগল নয়। (২৩) সে সেই বাণী বাহককে [জিবরাঈল (আ)] উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছে। (২৪) আর সে গায়েবের (এ জ্ঞানকে লোকদের পর্যন্ত পৌছাবার) ব্যাপারে কৃপণ নয়। (২৫) এটি কোনো অভিশপ্ত শয়তানের বাণী নয়। (২৬) এতৎসত্ত্বেও তোমরা কোন দিকে চলে যাচ্ছ ? (২৭-২৮) এটি তো সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য একটি উপদেশ— তোমাদের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে সত্য-সরল পথে চলতে চায়, (২৯) আর আসলে তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না— যতক্ষণ না আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন চান। (সূরা তাকভীর)

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ (٢١) فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ (٢٢) - (البروج)

(২১-২২) (তাদের অমান্যতায় এ কুরআনের কোনোই ক্ষতি হওয়ার নয়); বরং এ কুরআন অতীব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। (সূরা বুরুজ)

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٣٨) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٣٩)- (البقرة)

(৩৮) আমরা বললাম ঃ "তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও। অতঃপর আমার কাছ থেকে যে জীবন-বিধান তোমাদের কাছে পৌছবে, যারা আমার সে বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্য ভয়ভীতি এবং চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না। (৩৯) আর যারা তা গ্রহণ করতে

অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ-নিষেধকে মিথ্যা মনে করবে, তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা বাকারা)

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (١٩٦) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَـٰٓؤُا بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ (١٩٧) وَلَوْ نَزَّلْنَٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (١٩٨) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (١٩٩) - (الشعراء)

(১৯৬) আর আগের কালের লোকদের কিতাবেও তা আছে। (১৯৭) এটি কি এদের (মক্কাবাসীর) জন্য কোনো নিদর্শন নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেমরা একে জানে ? (১৯৮-১৯৯) (কিন্তু এদের হঠকারিতা এতদূর চরমে পৌঁছেছে যে,) আমরা যদি একে কোনো অনারব ব্যক্তির ওপরও নাযিল করতাম এবং সে তাদেরকে এই (এ সুন্দরতম আরবী) কালাম পড়ে শুনাত, তাহলেও তারা এটি মেনে নিত না। (সূরা শু'আরা)

كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - (البقرة : ١٥١)

যেমন (এ দিক দিয়ে তোমরা কল্যাণ লাভ করেছ যে,) আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে তোলে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করে এবং যেসব কথা তোমাদের অজানা, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়। (সূরা বাকারা ঃ ১৫১)

وَهَٰذَا كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٥٥) أَن تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أُنزِلَ الْكِتَٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَٰفِلِينَ (١٥٦) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَٰتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَٰتِنَا سُوٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (١٥٧) - (الانعام)

(১৫৫) এমনিভাবে এ কিতাব আমরা নাযিল করেছি। এটি এক বরকতওয়ালা কিতাব; অতএব তোমরা এর অনুসরণ করে চলো এবং তাকওয়াপূর্ণ নীতি-আচরণ গ্রহণ করো। হয়ত-বা তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করা হবে। (১৫৬) এখন তোমরা বলতে পারনা যে, কিতাব তো আমাদের পূর্ববর্তী দুই মানবসমষ্টিকে দেয়া হয়েছিল এবং আমরা জানতাম না যে, তারা কি পড়ত ও পড়াত। (১৫৭) আর তোমরা এখন এই বাহানাও করতে পার না যে, আমাদের ওপর যদি কিতাব নাযিল করা হতো, তাহলে তাদের অপেক্ষা আমরা অধিক মাত্রায় সুপথগামী প্রমাণিত হতাম। বস্তুত তোমাদের নিকট তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে এক উজ্জ্বলতম দলীল এবং হেদায়েত ও রহমত এসেছে। এখন যে লোক আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলবে, অস্বীকার করবে এবং এ থেকে বিমুখ হবে, তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে! যারা আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাদের এই বিমুখ হওয়ার শাস্তি স্বরূপ আমরা তাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি অবশ্যই দেব। (সূরা আন'আম)

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - (ايوسف : ٢)

আমরা একে কুরআন রূপে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি, যেন তোমরা (আরববাসীরা) একে ভালো করে বুঝতে পারো। (সূরা ইউসুফ ঃ ২)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا...... (الرعد : ٣٧)

এই নির্দেশের সাথেই আমরা এই আরবী ফরমান তোমার ওপর নাযিল করেছি ......

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا (١) قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا (٢) مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا (٣) وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا (٤) مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا (٥)- (الكهف)

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি নিজের বান্দাহ্‌র ওপর এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এতে কোনোরূপ বক্রতার অবকাশ রাখেননি। (২) এটি সত্য, সুদৃঢ় ও সরল কথা বলার কিতাব, যেন লোকদেরকে আল্লাহ্‌র কঠিন আযাব সম্পর্কে সে সাবধান করে দেয় এবং ঈমান গ্রহণ করে যারা নেক আমল করে তাদেরকে (এ মর্মে) সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য উত্তম কর্মফল রয়েছে; (৩) সেখানে তারা চিরদিন বসবাস করবে। (৪) আর সে লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে, যারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকেও পুত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। (৫) এ বিষয়ে না তাদের কোনো জ্ঞান আছে না তাদের বাপ-দাদাদের ছিল। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া এ কথাটি খুবই সাংঘাতিক। আসলে তারা নিছক মিথ্যা কথাই বলে। (সূরা কাহাফ)

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا - (مريم : ٩٧)

অতএব (হে মুহাম্মদ!) এ কালামকে আমরা সহজ করে তোমার মুখের সাহায্যে এ জন্য নাযিল করেছি যে, তুমি মুত্তাকী লোকদেরকে সুসংবাদ দেবে এবং হঠকারী লোকদেরকে ভয় দেখাবে।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا- (طٰهٰ : ١١٣)

(আর হে মুহাম্মদ!) এমনিভাবে আমরা একে আরবী ভাষার কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি এবং এতে নানা রকমের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি, সম্ভবত এই লোকেরা বাঁকা পথে চলা থেকে বিরত থাকবে কিংবা এর দরুন তাদের মধ্যে কিছুটা হুশ-জ্ঞানের লক্ষণ জেগে উঠবে।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ - (الشعراء : ١٩٥)

এটি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার আরবী ভাষায় (নাযিল হয়েছে)।

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ ..... (الزمر : ٢٨)

এটি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ কুরআন, যাতে কোনো প্রকার বক্রতা নেই...।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٥٨) فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ (٥٩) - (الدّخان)

(৫৮) হে নবী! আমরা এ কিতাবকে তোমার ভাষায় খুব সহজ বানিয়ে দিয়েছি, যেন এ লোকেরা নসীহত গ্রহণ করে। (৫৯) অতপর তুমিও অপেক্ষা করো— অপেক্ষা করুক এরাও।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ - (القمر : ١٧)

আমরা এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত কেউ আছে কি ? (সূরা ক্বামার ঃ ১৭)

اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ، وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (١١٤) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ج وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١١٥) وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ (١١٦) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ج وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (١١٧)- (الانعام)

(১১৪) অবস্থা যখন এই তখন আমি কি আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী তালাশ করব ? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিতভাবে তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করে দিয়েছেন। আর যেসব লোককে আমরা (তোমাদের পূর্বে) কিতাব দিয়েছিলাম, তারা জানে যে, এই কিতাব তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকেই সত্যতা সহকারে নাযিল হয়েছে। অতএব তুমি কিছুতেই সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হবে না। (১১৫) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর বাণীসমূহ সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণত। তার আইন বিধান পরিবতর্নকারী কেউ নেই। এবং তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন। (১১৬) আর হে মুহাম্মদ! তুমি যদি এই দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামতো চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবে। তারা তো নিছক ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে চলে এবং কেবল ধারণা-অনুমানই তারা করে থাকে। (১১৭) মূলত তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সর্বাধিক ভালোভাবে জানেন, কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট আর কে সঠিক পথের পথিক। (সূরা আন'আম)

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٢) اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ، قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (٣) وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ (٤) فَمَا كَانَ دَعْوٰهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (٥) وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ، قُلْ اِنَّمَآ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ مِنْ رَّبِّىْ ج هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٢٠٣)- (الاعراف)

(২) এটি একখানি কিতাব, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। অতএব (হে মুহাম্মদ!) তোমার 'হৃদয়ে' এর জন্য যেন কোনোরূপ কুণ্ঠা না জাগে। (এ কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্য এই যে,) এর দ্বারা তুমি (অমান্যকারীদেরকে) ভয় দেখাবে এবং ঈমানদার লোকদের জন্য এটি হবে স্মরণ ও স্মারক। (৩) (হে লোক সকল) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তরফ থেকে তোমাদের প্রতি যাকিছু নাযিল করা হয়েছে, তা মেনে চলো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অপরাপর পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ ও অনুগমন করো না। কিন্তু (বাস্তব ঘটনা হলো) তোমরা নসীহত খুব

কমই মেনে থাকো। (৪) কতসব জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি! সেখানকার লোকদের ওপর আমাদের আযাব সহসা রাতেরবেলা এসে পড়েছে কিংবা দিনের বেলা এসেছে, যখন তারা বিশ্রাম গ্রহণ করছিল। (৫) আর যখন আমাদের আযাব তাদের ওপর এসে পড়লো, তখন তাদের মুখে একমাত্র ধ্বনি ছিল যে, "আমরা বাস্তবিকই জালিম ছিলাম" (২০৩) (হে নবী) তুমি যখন এই লোকদের সামনে কোনো নিদর্শন (মুজিযা) পেশ না করো, তখন তারা বলে ঃ "তুমি নিজের জন্য কোনো নিদর্শন বাছাই করে লইলে না কেন ?" তাদেরকে বলোঃ আমি তো কেবল সে ওহীকেই মেনে চলি, যা আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমার প্রতি নাযিল করেছেন। বস্তুত এ কুরআনই অন্তর্দৃষ্টির উজ্জ্বলতম আলো, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকেই অবতীর্ণ। এটি হেদায়েত ও রহমত সে লোকদের জন্য, যারা একে মেনে নেবে।

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ (١٢٥) أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (١٢٦) - التوبة)

(১২৪) যখন কোনো নতুন সূরা নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্যে কিছুলোক (বিদ্রূপচ্ছলে মুসলমানদের কাছে) জিজ্ঞেস করে ঃ "বলো, তোমাদের মধ্যে কার ঈমান এতে বৃদ্ধি পেল ?" (এর জবাব এই যে,) যারা ঈমান এনেছে, (প্রত্যেক অবতীর্ণ সূরাই) তাদের ঈমান সত্যই বৃদ্ধি করে দেয়। আর তারা এর দরুন খুবই সন্তুষ্টচিত্ত হয়। (১২৫) অবশ্য যেসব লোকের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ লেগেছিল, তাদের পূর্ব মলিনতার ওপর (প্রত্যেকটি নতুন সূরা) আর একটি মলিনতা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফরিতেই নিমজ্জিত রয়েছে। (১২৬) এরা কি লক্ষ্য করে না যে, তারা প্রতি বৎসরই এক-দুটি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়? কিন্তু তা সত্ত্বেও না তওবা করে, না কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে। (সূরা তওবা)

.... تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ - (الحجر : ١)

..... এটি আল্লাহ্‌র কিতাব ও সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী কুরআনের আয়াত। (সূরা হিজর ঃ ১)

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا -

(হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের হুকুম ব্যতীত অবতীর্ণ হইনি। যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে, যা কিছু পিছনে রয়েছে আর যা কিছু এর মাঝখানে রয়েছে, সব জিনিসেরই মালিক তিনিই আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কখনোই ভুলে যান না।
(সূরা মারইয়াম ঃ ৬৪)

سُورَةٌ أَنزَلْنَٰهَا وَفَرَضْنَٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١) وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (٣٤)- (النور)

(১) এটি একটি সূরা; এটি আমরা নাযিল করেছি এবং একে আমরাই ফরয করে দিয়েছি। এতে আমরা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হেদায়েতসমূহ নাযিল করেছি; সম্ভবত তোমরা নসীহত গ্রহণ করবে।

(৩৪) আমরা সুস্পষ্ট ও অকাট্য হেদায়েতসম্পন্ন আয়াত তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি আর যে জাতিগুলো তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্তসমূহও আমরা তোমাদের সামনে পেশ করেছি। আর আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জন্য নসীহতসমূহও পাঠিয়ে দিয়েছি । (সূরা নূর)

وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ ۖ هَلْ يَرٰكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ..... (التوبة : ١٢٧)

যখন কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন এরা চোখে-চোখে একে অপরের সাথে কথা বলে যে, কেউ দেখতে পায়না তো! পরে চুপি চুপি বের হয়ে চলে যায় ........ ।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَأَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا - (بنى اسراءيل : ١٠٦)

আর এ কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি— যেন তুমি থেমে থেমে তা লোকদেরকে শুনাও আর তাকে আমরা (বিভিন্ন সময়ে) ক্রমশ নাযিল করেছি।

........ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّقْضٰٓى إِلَيْكَ وَحْيُهٗ ۖ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا - (طٰهٰ : ١١٤)

........ আর লক্ষ্য করো, কুরআন পাঠের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমার প্রতি এর ওহী পূর্ণতায় পৌঁছে যায়। আর দো'আ করো, হে পরোয়ারদেগার! আমাকে আরো অধিক ইলম দান করো। (সূরা ত্বোয়াহা ঃ ১১৪)

وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ........ (١٦) - (الحج : ١٦)

—এই ধরনেরই সুস্পষ্ট কথা সহকারে আমরা কুরআন নাযিল করেছি ........... ।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا - (الفرقان : ٣٢)

অমান্যকারীরা বলে ঃ এ ব্যক্তির ওপর সমস্ত কুরআন একই সময় নাযিল করা হলো না কেন? —হ্যাঁ, এরূপ করা হয়েছে এ জন্য যে, আমরা একে খুব ভালোভাবে তোমার মন-মগজে দৃঢ়মূল করে দিচ্ছিলাম আর (এ উদ্দেশ্যেই) আমরা তাকে এক বিশেষ ক্রমধারায় আলাদা আলাদা অংশে সজ্জিত করেছি। (সূরা ফুরক্বান ঃ ৩২)

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ - (القيامة : ١٧)

তা মুখস্থ করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। (সূরা ক্বিয়ামাহ ঃ ১৭)

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

আমরা যে আয়াত 'মনসূখ' করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তার স্থানে তদাপেক্ষা উত্তম জিনিস পেশ করি কিংবা অন্তত অনুরূপ জিনিসই এনে দেই। তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহ্ সকল বস্তুর ওপর প্রতিপত্তিশীল। (সূরা বাকারা ঃ ১০৬)

وَإِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا إِنَّمَآ أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - (النحل : ١٠١)

আমরা যখন এক আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত নাযিল করি— আর আল্লাহ্ ভালোই জানেন যে, তিনি কি নাযিল করেন— তখন এই লোকেরা (নবীকে) বলে যে, তুমি এই কুরআন নিজে রচনা করো। আসল কথা এই যে, এদের অধিকাংশই প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানে না।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى (٧) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى (٨) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى (٩) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشٰى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰى (١٣) - (الاعلى)

(৬) আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেব। তারপর তুমি ভুলে যাবে না, (৭) তাছাড়া যা আল্লাহ্ চান। তিনি বাহ্যিক অবস্থাকেও জানেন; আর যা লুকিয়ে আছে তাও। (৮) আর আমি তোমাকে সহজ পন্থার সুবিধা দিচ্ছি। (৯) কাজেই তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ কল্যাণকর হয়। (১০) যে ব্যক্তি ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। (১১-১২) আর যে তা হতে পাশ কাটিয়ে চলবে সে-ই চরম হতভাগ্য; সে ভয়াবহ আগুনে পৌঁছবে। (১৩) অতঃপর সে তাতে না মরবে, না বাঁচবে। (সূরা 'আলা)

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا - (النساء : ٨٢)

এরা কি কুরআন গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ে না? এটি যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তবে এতে অনেক কিছুই বর্ণনা-বৈপরীত্য পাওয়া যেত।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰبِ - (الرعد : ٣٩)

বস্তুত আল্লাহ্ যাই চান, নিশ্চিহ্ন করে দেন, আর যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। 'উম্মুল কিতাব' তো তাঁরই কাছে রক্ষিত। (সূরা রা'আদ ঃ ৩৯)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ز فَأَبٰى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا - (بنى اسرائيل : ٨٩)

আমরা এই কুরআনে লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি; কিন্তু অনেক লোক অস্বীকৃতির ওপরই দৃঢ় হয়ে থাকল।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا -(الكهف : ٥٤)

আমরা এই কুরআনে নানাভাবে লোকদেরকে বুঝিয়েছি; কিন্তু মানুষ বড়ই ঝগড়াটে হয়ে পড়েছে। (সূরা কাহাফ ঃ ৫৪)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ - (الزمر : ٢٧)

আমরা এ কুরআনে মধ্যে লোকদের জন্য নানা রকম ও প্রকারের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছি, যেন এরা সচেতন হয়। (সূরা যুমার ঃ ২৭)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ص وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ (٢٣) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِينَ (٢٤) - (البقرة)

(২৩) আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি, তা আমার প্রেরিত কি-না সে বিষয়ে তোমাদের মনে যদি কোনো প্রকার সন্দেহ জেগে থাকে তবে এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনো। এ জন্য তোমাদের সকল সমর্থক ও একমনা লোকদেরকে একত্র করো, আল্লাহ্ ভিন্ন আর যার যার সাহায্য চাও তা গ্রহণ কর; তোমরা সত্যবাদী হলে এ কাজ অবশ্যই করে দেখাবে। (২৪) কিন্তু তোমরা যদি তা না করো— নিশ্চয়ই তা কখনো করতে পারবে না— তবে সে আগুনকে ভয় করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যা সত্যদ্রোহী লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (সূরা বাকারা)

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٣٧) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٣٨) بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ۚ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ (٣٩) - (يونس)

আর এই কুরআন এমন কোনো জিনিস নয় যা আল্লাহ্র ওহী ও শিক্ষা ব্যতীত রচনা করে লওয়া সম্ভব হতে পারে; বরং এতো পূর্বে যা এসেছে এর সত্যতার স্বীকৃতি ও আল-কিতাবের বিস্তারিত রূপ। এটি যে বিশ্বনিয়ন্তার তরফ থেকে আসা কিতাব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। (৩৮) এরা কি বলে যে, নবী নিজে তা রচনা করেছে ? বলো ঃ তোমরা যদি তোমাদের এই অভিযোগে সত্যবাদী হও, তাহলে এরই মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। আর এক আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাকে যাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে পারো ডেকে লও। (৩৯) আসল কথা এই যে, যে জিনিস তাদের জ্ঞানের আওতার মধ্যে আসেনি এবং যার পরিণতিও তাদের সামনে আসেনি, তাকে তারা (শুধু শুধু আন্দাজ-অনুমানে) মিথ্যা বলে অমান্য করেছে। এভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করে অমান্য করেছে। এখন দেখো, এই জালিম লোকদের পরিণাম কি হয়েছে! (সূরা ইউনুস)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - (هود : ١٣)

এরা কি বলে যে, নবী এই কিতাবখানা নিজেই রচনা করেছে ? বলোঃ "আচ্ছা এই কথা! তাহলে এভাবে স্বরচিত দশটি সূরাই তোমরা বানিয়ে নিয়ে এস আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য যারা (তোমাদের মা'বুদ) আছে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য ডাকতে পারো তো ডেকে লও (তাদেরকে মা'বুদ মনে করায়) যদি তোমরা সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাকো। (সূরা হুদ-১৩)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا - (بنى اسرائيل : ٨٨)

বলে দাও, মানুষ ও জ্বিন সকলে মিলেও যদি এই কুরআনের মতো কোনো জিনিস আনবার চেষ্টা করো, তবে তা আনতে পারবে না— তারা পরস্পরের যত সাহায্যকারীই হোক না কেন।

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٤٩) فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ
فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الظّٰلِمِيْنَ (٥٠) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٥١) - (القصص)

(৪৯) (হে নবী!) তাদেরকে বলো ঃ "বেশ তো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে আনো আল্লাহ্র কাছ থেকে কোনো কিতাব, যা এই দু'টি হতেও অধিক হেদায়েত দানকারী হবে; আমি তারই অনুসরণ করব।" (৫০) এখন যদি তারা তোমার এ দাবি পূরণ না করে, তাহলে জেনে নেও যে, তারা আসলে নিজেদের লালসা বাসনার অনুসারী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হেদায়েত ব্যতীত শুধু নিজের লালসা-বাসনার অনুসরণ করে চলে তার চেয়ে অধিক গুমরাহ আর কে হবে! আল্লাহ এ ধরনের জালিমকে কক্ষনোই হেদায়েত দান করেন না। (৫১) আর আমরা তো বারবার তাদের কাছে নসীহতের কথা পৌছিয়েছি, যেন তারা গাফিলতি থেকে জেগে ওঠে। (সূরা কাসাস)

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ (٣٣) فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖۤ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ (٣٤) - (الطور)

(৩৩) এরা বলে নাকি যে, এ ব্যক্তি কুরআন নিজে রচনা করে নিয়েছে ? আসল কথা হলো, এরা ঈমান গ্রহণ করতে চায় না। (৩৪) এরা যদি তাদের এ কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তারা এরূপ মর্যাদার একটা কালাম বানিয়ে আনুক না। (সূরা তুর)

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - (الاعراف : ٢٠٤)

যখন কুরআন মজীদ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তা খুবই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং চুপচাপ থাকো; সম্ভবত তোমাদের প্রতিও রহমত নাযিল হবে।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا (٤٥) ......
وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا (٤٦) - (بنى اسراءيل)

(৪৫) তোমরা যখন কুরআন পাঠ করো, তখন আমরা তোমার ও পরকালের প্রতি ঈমান না-আনা লোকদের মাঝে পর্দার আড়াল করে দেই। (৪৬) ...... আর যখন তুমি কুরআনে নিজের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের উল্লেখ করো, তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ (٢٦) فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٢٧) -(حم السجدة)

(২৬) সত্যের এই অমান্যকারীরা বলে ঃ 'তোমরা এ কুরআন কক্ষনোই শুনবে না। আর তা যখন শোনানো হবে, তখন তাতে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে; সম্ভবত এভাবেই তোমরা বিজয়ী হবে।' (২৭) এই কাফেরদেরকে আমরা কঠোর আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব এবং এরা যেরূপ নিকৃষ্টতম কাজ-কর্ম করছিল, এর পুরোপুরি প্রতিফল তাদেরকে দেব।

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ - (القيامة : ١٦)

(হে নবী!) এই ওহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে লওয়ার জন্য তোমার জিহ্বা নাড়িও না।

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (السجدة) - (الانشقاق : ٢١)

আর তাদের সামনে যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন সিজদা করে না কেন?

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢) (الجن)

(১) হে নবী! বলো, আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে এই কথা প্রসঙ্গে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর (নিজেদের এলাকায় গিয়ে আপন জাতির লোকদের কাছে তারা) বলেছে ঃ আমরা এক অতীব আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি, (২) যা সত্য-সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে। এ জন্য আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর আমরা আর কক্ষনোই আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরীক করব না। (সূরা জ্বিন)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - (المزمل : ٢٠)

(হে নবী!) তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক জানেন যে, তুমি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সময় আর কখনো অর্ধেক রাত এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ রাত ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকো। আর তোমার সংগী-সাথীদের মধ্য থেকেও কিছু সংখ্যক লোক এ কাজ করে। রাত ও দিনের হিসেব আল্লাহ্ই রাখছেন। তিনি জানেন যে, তোমরা সময়ের গণনা যথাযথভাবে রাখতে পারো না। এ কারণে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। এক্ষণে যতটা কুরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পারো ততটাই পড়তে থাকো। তিনি জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অসুস্থ হতে পারে আর কিছু লোক আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে বিদেশ সফর করে। আর কিছু লোক আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে। কাজেই যতটা কুরআন খুব সহজেই পড়া যায় তা-ই পড়ে নাও। নামায কায়েম করো। যাকাত দাও আর আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দিতে থাকো। যা কিছু ভালো ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দেবে, তাকে আল্লাহ্র কাছে সঞ্চিত ও মওজুদ রূপে পাবে। সেটিই অতীব উত্তম আর এর শুভ প্রতিফলও খুব বড়। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে থাকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা মুজাম্মিল ঃ ২০)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ... (٢٩) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (٣٠)-

(২৯) যেসব লোক আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে, ...... (৩০) যেন আল্লাহ্ তাদের প্রতিফল পুরোমাত্রায় তাদেরকে দিয়ে দেন এবং নিজের অনুগ্রহ থেকে আরো অধিক তাদেরকে দান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী। (সূরা ফাতির)

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا –(بنى اسراءيل : ٩)

সত্য কথা এই যে, এই কুরআন সে পথ দেখায়, যা পুরোপুরি সোজা ও সরল। যেসব লোক তাকে মেনে নিয়ে ভালো ভালো কাজ করতে থাকবে, তাদেরকে একটি সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য বিরাট শুভ ফল রয়েছে।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا –

(২৭) (হে নবী!) তোমার রব্ব-এর কিতাব থেকে যা কিছু তোমার প্রতি ওহী হিসেবে নাযিল করা হয়েছে, তা (ঠিক ঠিকভাবে) শুনিয়ে দাও। তাঁর বলা কথায় রদ-বদল করার অধিকার কারো নেই। (আর তুমি যদি কারো খাতিরে তাতে রদ-বদল করো, তাহলে) তাঁর কবল থেকে বেঁচে পালাবার জন্য কোনো আশ্রয়ই তুমি পাবে না। (সূরা কাহাফ ঃ ২৭)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا – (بنى اسراءيل : ٨٢)

আমরা এই কুরআন নাযিল প্রসঙ্গে এমন কিছু নাযিল করেছি, যা ঈমানদারদের জন্য নিরাময়তা ও রহমতস্বরূপ; কিন্তু এটি জালিমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٥٨)– (يونس)

(৫৭) হে মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে নসীহত এসে পৌঁছেছে; এটি অন্তরের যাবতীয় রোগের পূর্ণ নিরাময়। আর যে তা কবুল করবে, তার জন্য হেদায়েত ও রহমত নির্দিষ্ট হয়ে আছে। (৫৮) হে নবী! বলো ঃ "এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও অপার করুণা যে, তিনি এটি পাঠিয়েছেন। এ জন্য তো লোকদের আনন্দ স্ফূর্তি করা উচিত। এটি সে সব জিনিস থেকে উত্তম যা লোকেরা সংগ্রহ ও আয়ত্ত করে থাকে।" (সূরা ইউনুস)

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٤٠) إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (٤١) –(الزمر)

(৪০) শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে অপমানকর আযাব কার ওপর আসছে আর কে সে চিরস্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, যা কখনোই টলে যাবে না। (৪১) (হে নবী!) আমরা সব মানুষের জন্য সত্য (দ্বীনসহ) এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি। এখন যে লোক সঠিক-সোজা পথ গ্রহণ করবে, সে তা নিজের জন্যই করবে আর যে বিভ্রান্ত হবে, তার বিভ্রান্ত হওয়ার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তুমি তাদের জন্য যিম্মাদার নও। (সূরা যুমার)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ۖ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا – (بنى اسراءيل : ٤١)

আমরা এ কুরআনে নানাভাবে লোকদেরকে বুঝিয়েছি যে, তোমরা সচেতন হও। কিন্তু তারা প্রকৃত সত্য থেকে আরো অধিক দূরেই পালিয়ে যাচ্ছে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪১)

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٧٦) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٧٩) - (النمل)

(৭৬) বস্তুত এই কুরআন বনী-ইসরাঈলকে এমন অনেক কথারই প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়ে দেয়, যাতে তাদের মতোভেদ রয়েছে। (৭৭) আর এটি ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ। (৭৮) নিশ্চয়ই (এভাবে) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদের পরস্পরের মধ্যে ও স্বীয় নির্দেশের সাহায্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি তো প্রবল পরাক্রান্ত ও সর্ব বিষয়ে অবহিত। (৭৯) অতএব হে নবী! আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখো; নিশ্চয়ই তুমি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (সূরা নমল)

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (٤٨) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٤٩) -(العنكبوت)

(৪৮) (হে নবী!) তুমি এর পূর্বে কোনো কিতাব পড়তে না, নিজের হাত দিয়েও কিছু লিখতে না। যদি তাই হতো, তবে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারত। (৪৯) আসলে এগুলো হচ্ছে উজ্জ্বল নিদর্শন সে বিশেষ লোকদের অন্তরে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর আমাদের আয়াতসমূহ জালিম লোক ব্যতীত আর কেউ অস্বীকার করে না। (সূরা আনকাবুত)

هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ - (الجاثية : ٢٠)

এটি সকলেরই জন্য পরম জ্ঞানের আলো আর যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী তাদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (সূরা জাসিয়াহ ঃ ২০)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (١١) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (١٢) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (١٣) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (١٤)

(১১-১২) শপথ বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশমণ্ডলের এবং উদ্ভিদ উৎপাদনকালীন দীর্ণবক্ষ জমিনের। (১৩-১৪) এটি এক পরীক্ষিত চূড়ান্ত বাণী, কোনো হাসি-ঠাট্টামূলক কথা নয়। (সূরা তারেক)

...... فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ - (العنكبوت : ٤٧)

..... এ কারণে আমরা পূর্বে যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম, তারা এর প্রতি ঈমান পোষণ করে। আর এ লোকদের মধ্য থেকেও বহু লোক এর প্রতি ঈমান এনেছে। আর আমাদের আয়াতসমূহকে কেবল কাফের লোকেরাই অস্বীকার করে। (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৭)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٩١) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا

بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٨٩) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ج فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (٩٠) مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (١٠٥) (البقرة)

(৯১) যখনই তাদের বলা হয় ঃ আল্লাহ্ যা কিছু নাযিল করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনো, তখন তারা বলে ঃ "আমরা তো শুধু সে জিনিসের প্রতি ঈমান এনে থাকি, যা আমাদের (ইসরাঈল বংশের) প্রতি নাযিল হয়েছে।" এ পরিসীমার বাহিরে যা কিছুই অবতীর্ণ হয়েছে, তা মানতে তারা অস্বীকার করছে, অথচ যা মানতে তারা অস্বীকার করছে, তা সত্য এবং তাদের কাছে পূর্ব থেকে যে (আদর্শের) শিক্ষা বর্তমান ছিল, তা এর সত্যতা স্বীকার করে ও এর সমর্থন করে। যাই হোক, তাদের জিজ্ঞেস করো ঃ "তোমাদের কাছে অবতীর্ণ আদর্শের প্রতি যদি তোমরা বিশ্বাসীই হয়ে থাকো, তবে ইতঃপূর্বে (স্বয়ং বনী ইসরাঈল বংশে আগত) আল্লাহ্র সে নবীদের কেন হত্যা করেছিলে ?" (৮৯) আর এখন আল্লাহ্র কাছ থেকে যে কিতাব তাদের কাছে এসেছে, এর সাথে তারা কিরূপ আচরণ করেছে ? যদিও তা পূর্ব থেকে তাদের কাছে মওজুদ গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করত, যদিও এর আগমনের পূর্বে তারা নিজেরা কাফেরদের মুকাবিলায় বিজয় ও সাহায্য লাভের জন্য প্রার্থনা করত; কিন্তু যখন সে জিনিস এসে গেল এবং যাকে তারা চিনতেও পারল— তখন তারা তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করল। এ সমস্ত অবিশ্বাসীর ওপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত! (৯০) এরা যে জিনিসের সাহায্যে মনের সান্ত্বনা লাভ করে, তা কতোই না নিকৃষ্ট! তা এই যে, তারা শুধু এ জিদের বশবর্তী হয়েই আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান মেনে নিতে অস্বীকার করছে যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে নিজ মনোনীত একজনকে আপন অনুগ্রহ (অহী ও নবুয়্যাত) দানে ভূষিত করেছেন । অতএব তারা আল্লাহ্র দ্বিগুণ গযবের উপযুক্ত হয়েছে। বস্তুত এ সমস্ত কাফেরের জন্য কঠিন অপমানকর শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (১০৫) যারা সত্যের এ আহ্বান কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তারা আহলে কিতাব হোক আর মুশরিকই হোক,— তোমার প্রতি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো প্রকার কল্যাণ অবতীর্ণ হওয়াকে তাদের কেউ পছন্দ করে না; অথচ আল্লাহ্ যাকেই চান— নিজের রহমত দানের জন্য মনোনীত করে নেন। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহশীল। (সূরা বাকারা)

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ج فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ -

সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দাও ঃ "হে আহলি কিতাব, তোমরা কোনোক্রমেই কোনো মৌলিক নীতির ওপর দণ্ডয়মান নও, যতক্ষণ পর্যন্ত তওরাত, ইন্‌জীল এবং তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল-করা অন্যান্য কিতাবাদি কায়েম না করবে।" একথা সত্য অবশ্য যে, এই ফরমান— যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে— তাদের অধিকাংশ লোকেরা বিদ্রোহ ও অস্বীকৃতির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করে দেবে; কিন্তু অস্বীকার-অমান্যকারীদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই আফসোস করো না। (সূরা মায়েদা ঃ ৬৮)

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ – (الانعام : ٩٢)

(সে কিতাবের ন্যায়) এটাও একখানি কিতাব, যা আমরা নাযিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ; এর পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী এবং এটি এই উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে যে, এর সাহায্যে তোমরা জনপদসমূহের এই কেন্দ্র (কা'বা) ও এর চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক ও সাবধান করবে। যারা পরকাল বিশ্বাস করে তারা এই কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখে আর তারা নিজেদের নামাযসমূহের পূর্ণ হেফাযত করে। (সূরা আন'আম-৯২)

...... مَاكَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ – (يوسف : ١١١)

...... কুরআনে এই যেসব কথা বলা হচ্ছে, এগুলো কোনো মনগড়া কথাবার্তা নয়, বরং যেসব কিতাব এর পূর্বে এসেছে, সেগুলোরই সত্যতার ঘোষণা এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আর ঈমানদার লোকদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (সূরা ইউসুফ ঃ ১১১)

وَالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ..... (٣١) ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ...... (٣٢) (الفاطر)

(৩১) (হে নবী!) যে কিতাব আমরা তোমার প্রতি ওহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি তাই সত্য, তা সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে এসেছে সে কিতাবগুলোর, যা এর পূর্বে এসেছিল।..... (৩২) অতপর আমরা এ কিতাবসমূহের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি সে লোকদেরকে, যাদেরকে আমরা (এ উত্তরাধিকারের জন্য) আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি .....

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ – (اٰل عمرٰن : ٢٣)

তুমি কি দেখনি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞান থেকে কিছু দেয়া হয়েছে তাদের অবস্থা কি? তাদেরকে যখন আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান জানানো হয় তাদের পরস্পরের মধ্যে (তদানুযায়ী) ফয়সালা করার জন্য, তখন তাদের একটি দল পাশ কাটিয়ে চলে যায় এবং এই ফয়সালা থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ২৩)

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (٧)......حَتّٰٓى اِذَا جَاءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ (٢٥) وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢٧) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (٢٨) – (الانعام)

(৭) (হে নবী!) আমরা যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোনো কিতাব নাযিল করতাম এবং লোকেরা তা নিজেদের হাতে স্পর্শ করে দেখত, তাহলেও সত্য অমান্যকারী লোকেরা এটাই বলত, এ তো সুস্পষ্ট যাদু বিশেষ। (২৫) .....এমন কি, তারা যখন তোমার কাছে এসে ঝগড়া করে; তখন তাদের মধ্যে যারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত করে, তারা (সব কথা শুনার পর) এ-ই বলে যে, এটা প্রাচীন কালের এক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নয়। (২৭) হায়! সে সময়ের অবস্থা যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন তাদেরকে দোজখের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি কোনো প্রকারে দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম এবং সেখানে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান না করতাম ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হতাম! (২৮) মূলত একথা তারা শুধু এ জন্যই বলবে যে, যে সত্যকে তারা পূর্বে আবৃত ও গোপন করে রেখেছিল, এক্ষণে তা হয়ত উন্মুক্ত হয়ে তাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে; নতুবা, তাদেরকে পূর্ববর্তী জীবনের দিকে যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তাহলেও তারা সেসব কাজই করবে, যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তো বড়ই মিথ্যাবাদী।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۗ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ – (النحل : ١٠٣)

আমরা জানি, এই লোকেরা তোমার সম্পর্কে বলে ঃ "এই লোকটিকে এক ব্যক্তি শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে থাকে"। অথচ তারা যে লোকটির কথা বলছে, তার ভাষা অনারব, আর এটি বিশুদ্ধ আরবী ভাষা। (সূরা নহল ঃ ১০৩)

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (٥) مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۚ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (٦) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٧) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (٨). (الانبياء)

(৫) তারা বলে ঃ "বরং এসব তো আজেবাজে স্বপ্ন, বরং এসব তার মনগড়া, বরং এ ব্যক্তি তো কবি"। নতুবা সে কোনো নিদর্শন আনুক, যেমন করে প্রাচীনকালের রসূলগণ নিদর্শন সহকারে প্রেরিত হয়েছিল।" (৬) অথচ এদের পূর্বে আমরা ধ্বংস করেছি এমন অনেক জনবসতিই যারা ঈমান আনেনি; আর এখন কি এরা ঈমান আনবে ? (৭) (আর হে মুহাম্মদ!) তোমার পূর্বেও আমরা মানুষকেই রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম যাদের প্রতি আমরা ওহী পাঠাতাম। তোমরা যদি না-ই জানো তাহলে আহলি কিতাব লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো। (৮) সে রাসূলগণকে আমরা এমন কোনো দেহ-অবয়ব দেইনি যে, তারা খেতো না আর তারা চিরঞ্জীবও ছিল না। (সূরা আম্বিয়া)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (٤) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٥) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (٦) وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا (٣٠) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا (٣١) –

(৪) যেসব লোক নবীর দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে ঃ এ ফুরকান একটি মনগড়া জিনিস যা এই ব্যক্তি নিজেই রচনা করে নিয়েছে এবং অপর কিছু লোক এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে। বড়ই জুলুম এবং কঠিন মিথ্যা এ কথা, যাতে তারা লিপ্ত হয়েছে। (৫) তারা বলে ঃ এটি পূর্বতন লোকদের রচিত জিনিস, যা এ ব্যক্তি নকল করে থাকে আর তা সকাল-সন্ধ্যা তাকে শুনানো হচ্ছে। (৬) (হে মুহাম্মদ!) এ লোকদেরকে বলো ঃ এটি নাযিল করেছেন সে মহান সত্তা, যিনি জমিন ও আকাশমণ্ডলের গোপন রহস্য জানেন। প্রকৃত কথা এই যে, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অতীব করুণাময়। (৩০) আর রাসূল বলবে ঃ "হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমার জাতির লোকেরা এ কুরআনকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল।" (৩১) (হে মুহাম্মদ!) আমরা তো এমনিভাবে দুষ্কৃতিকারীদেরকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে দিয়েছি। আর তোমার জন্য তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই পথ-প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট। (সূরা ফুরক্বান)

..... اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ــ وَقَالُوْۤا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ –

(القصص : ٤٨)

..... "মূসাকে যাকিছু দেয়া হয়েছিল তাকে সে সব কেন দেয়া হলো না ?" ইতিপূর্বে মূসাকে যাকিছু দেয়া হয়েছিল, তা কি তারা অস্বীকার করেনি ? তারা বলল ঃ "দু'টিই জাদু, এদের একটি অপরটিকে সাহায্য করে।" আর বলল ঃ 'আমরা কোনোটিই মানি না।'

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ (١٦٧) لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ (١٦٨) لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ (١٦٩) فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (١٧٠) –(الصّٰفّٰت)

(১৬৭) এ লোকেরা তো আগে বলত ঃ (১৬৮-১৬৯)"হায়! আমাদের কাছে সে 'যিকির' যদি থাকত যা পূর্বেকার জাতিগুলো লাভ করেছিল, তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র খালেস বান্দাহ হতাম। (১৭০) কিন্তু (যখন সে এল) তখন তারা তাকে অস্বীকার ও অমান্য করল। এখন খুব শীঘ্রই তারা (তাদের এরূপ আচরণের ফল) জানতে পারবে। (সূরা সফ্‌ফাত)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ (٤١) لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ (٤٢) مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ (٤٣) – (حٰمٓ السجدة)

(৪১) এরা সেই লোক যাদের কাছে নসীহত বাণী এলে তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, এটি একখানি শক্তিশালী গ্রন্থ। (৪২) বাতিল না সামনের দিক থেকে এর ওপর চড়াও হতে পারে, না পিছন দিক থেকে। এটি এক মহাজ্ঞানী ও সুপ্রশংসিত সত্তার নাযিল করা জিনিস। (৪৩) হে নবী! তোমাকে যা কিছু বলা হচ্ছে তাতে এমন কোনো জিনিস নেই যা

তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে বলা হয়নি। নিঃসন্দেহে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বড়ই ক্ষমাশীল, এবং সেই সাথে বড়ই পীড়াদায়ক শাস্তিদাতাও। (সূরা হা-মীম-সাজদা)

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۖ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٨) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (١١) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ (١٢) -(الاحقاف)

(৭) আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যখন এ লোকদেরকে শুনানো হয় এবং প্রকৃত মহাসত্য তাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে, তখন এ কাফের লোকেরা এ সম্পর্কে বলে যে, এ তো সুস্পষ্ট জাদু। (৮) তারা কি বলতে চায় যে, রাসূল নিজেই এসব রচনা করে নিয়েছে ? তাদেরকে বলো, আমি যদি নিজেই তা রচনা করে থাকি তাহলে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে তোমরা আমাকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা যেসব কথা বানিয়ে নিয়েছ আল্লাহ্ তা খুব ভালো করেই জানেন। আমার ও তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানের জন্য তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৯) এই লোকদেরকে বলো ঃ 'আমি কোনো অভিনব রাসূল নই। কেবল আমি জানি না কাল তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে আর আমার প্রতিই বা কি আচারণ করা হবে। আমি তো সে ওহীর অনুসরণ করে চলি যা আমার কাছে প্রেরণ করা হয় আর আমি সুস্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী ছাড়া আর কিছুই নই।' (১০) হে নবী! তাদেরকে বলো ঃ ' তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ যে, এ কালাম যদি আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসে থাকে আর তোমরা একে অমান্য ও অগ্রাহ্য করে বসো, (তাহলে তোমাদের পরিণতি কি হবে) ? এ ধরনের একটি কালাম সম্পর্কে বনী-ইসরাঈলের একজন সাক্ষী সাক্ষ্যও দিয়েছে । সে ঈমান আনলো আর তোমরা তোমাদের অহংকারের মধ্যে ডুবে থাকলে। এ ধরনের জালিম লোকদেরকে আল্লাহ কখনো হেদায়েত করেন না। (১১) যেসব লোক মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তারা ঈমান গ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলে যে, এ কিতাব মেনে নেয়া যদি কোনো ভালো কাজ হতো, তাহলে এ লোকেরা এই ব্যাপারে আমাদের অপেক্ষা অগ্রবর্তী হতে পারত না। এরা যেহেতু এ থেকে হেদায়েত লাভ করেনি, এ কারণে এরা অবশ্যই বলবে যে, এ তো সব পুরাতন মিথ্যা। (১২) অথচ ইতিপূর্বে মূসার কিতাব পথপ্রদর্শক ও রহমত হয়ে এসেছিল। আর এ কিতাব এর সত্যায়ণকারী, আরবী ভাষায় এসেছে, যেন জালিম লোকদেরকে সতর্ক করে দিতে পারে এবং নেক আচরণ গ্রহণকারীদেরকে দিতে পারে সুসংবাদ।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ (٣٨) وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ (٣٩) اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ (٤٠) وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ (٤١) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (٤٢) تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٤٣) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ (٤٤) لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ (٤٧) وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ (٤٨) وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ (٤٩) وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٥٠) وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ (٥١) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (٥٢)- (الحاقة)

(৩৮) অতএব নয়, আমি কসম করছি সেই জিনিসগুলোর যা তোমরা দেখতে পাও (৩৯) এবং সে সব জিনিসেরও যা তোমরা দেখতে পাও না। (৪০) এটি এক মহা সম্মানিত রাসূলের বাণী, (৪১) কোনো কবির কথা নয়। তোমরা খুব কমই ঈমান গ্রহণ করে থাকো। (৪২) এটি কোনো গণৎকারের কথাও নয়; তোমরা খুব কমই চিন্তা-বিবেচান করো। (৪৩) এটি রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে নাযিল হয়েছে। (৪৪) এ নবী যদি কোনো কথা নিজে রচনা করে আমার নামে চালিয়ে দিত, (৪৫) তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, (৪৬) এবং তার কণ্ঠ-শিরা ছিন্ন করে ফেলতাম। (৪৭) তখন তোমাদের কেউ (আমাকে) এ কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হতে না। (৪৮) মূলত এটি তাক্বওয়া সম্পন্ন লোকদের জন্য একটি উপদেশ বিশেষ। (৪৯) আর আমরা জানি, তোমাদের মধ্য থেকে কিছুলোক অবশ্যই অবিশ্বাসী-অমান্যকারী হবে। (৫০) এ ধরনের কাফেরদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে দুঃখ ও হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (৫১) আর এটি সম্পূর্ণ দৃঢ়প্রত্যয়মূলক মহাসত্য। (৫২) অতএব হে নবী! তোমার মহামহিম রব্ব-এর নামের তসবীহ করো। (সূরা হাক্কাহ)

..... اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ - (الانعام : ٩٠)

..... এ তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য এক সাধারণ নছীহত বিশেষ।

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ -(التكوير : ٢٧)

এটি তো সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য একটি উপদেশ।

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ (٨٨)- (ص)

(৮৭) এ তো একটি উপদেশ সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্য (৮৮) আর অল্পকাল অতিবাহিত হওয়ার পরই এ বিষয়ে তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে।

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ - (الزخرف : ٤٤)

প্রকৃত কথা এই যে, এ কিতাব তোমার এবং তোমার জাতির জন্য অতি বড় মর্যাদার বিষয় আর এর জন্য অতি শীঘ্র তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। (সূরা যুখরুফ)

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (٧٨) هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ

فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ ـ وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهِ لا كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ (٧)- (اٰل عمرٰن)

(৭৮) তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা কিতাব পাঠ করার সময় জিহ্বাকে এমনভাবে উলট-পালট করে, যেন তোমরা মনে করো, তারা কিতাবের মূল এবারত (বক্তব্য) পাঠ করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা কিতাবের মূল এবারত নয়। তারা বলে ঃ আমরা এই যা কিছু পড়ি তা সবই আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত নয়। তারা জেনে শুনেই আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা আরোপ করছে। (৭) তিনিই (আল্লাহ যিনি) তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাবে দু' প্রকারের আয়াত রয়েছে। প্রথম 'মুহকামাত', যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ আর দ্বিতীয় 'মুতাশাবিহাত'। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই 'মুতাশাবিহাত'-এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ সেগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পরিপক্ক লোক, তারা বলে ঃ "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এ সব আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকেই এসেছে"। আর সত্য কথা এই যে, কোনো জিনিস থেকে প্রকৃত শিক্ষা কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই লাভ করে।

فَإِذَا قَرَأْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) كَلَّا ..... (٢٠) - (القيامة)

১৮) কাজেই আমরা যখন তা পড়তে থাকি, তখন তুমি এর পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকো। (১৯) অতঃপর এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমাদেরই দায়িত্ব। (২০) কক্ষনো নয় ..... (সূরা কিয়ামাহ)

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا (٢) نِّصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا (٤) - (المزّمّل)

(১) হে চাদর মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! (২) রাতের বেলা নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে থাকো; তবে কিছু কম, (৩) অর্ধেক রাত কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম করে লও। (৪) অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি বৃদ্ধি করো। আর কুরআন থেমে থেমে পড়ো। (সূরা মুজাম্মিল)

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧) فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ (٨) فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ (٩) عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ (١٠) ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا (١١) وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا (١٢) وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا (١٣) وَّمَهَّدْتُّ لَهُ تَمْهِيْدًا (١٤) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيْدَ (١٥) كَلَّا ط إِنَّهُ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا (١٦) سَأُرْهِقُهُ صَعُوْدًا (١٧) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ (٢٤) إِنْ هٰذَآ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥) سَأُصْلِيْهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَآ أَدْرٰكَ مَا سَقَرُ (٢٧) لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ (٢٨)- (المدّثّر)

(১) হে কম্বল জড়িয়ে শয়নকারী! (২) ওঠো এবং সাবধান করো (৩) আর তোমার রব্ব-এর শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্বের ঘোষণা করো। (৪) আর নিজের পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। (৫) আর মলিনতা ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। (৬) আর অনুগ্রহ করো না অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে। (৭) আর নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর জন্য ধৈর্য ধারণ করো। (৮) স্মরণ করো, যখন শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে, (৯) সে দিনটি বড়ই কঠিন ও সাংঘাতিক হবে। (১০) তা কাফেরদের জন্য কিছুমাত্র সহজ হবে না। (১১) আমাকে ছেড়ে দাও, আর সে ব্যক্তিকে যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি। (১২) ও বিপুল পরিমাণ ধন-মাল তাকে দিয়েছি, (১৩) তার সাথে সদা উপস্থিত থাকা বহু পুত্রও দিয়েছি। (১৪) আর তার জন্য নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পথ সুগম করে দিয়েছি। (১৫) তা সত্ত্বেও সে লালসা পোষণ করে এ জন্য যে, আমি যেন তাকে আরো অধিক দান করি। (১৬) কক্ষনোও নয়, আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি সে অত্যন্ত বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন। (১৭) আমি তো তাকে শীঘ্রই একটা কঠিন স্থানে চড়িয়ে দেব। (১৮) সে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং কিছু কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়েছে। (১৯) আল্লাহ্‌র গযব তার ওপর, কি রকমের কৌশল উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা করেছে। (২০) হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র গযব তার ওপর, কি রকমের কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছে। (২১) অতঃপর সে (লোকদের প্রতি) তাকাল। (২২) তারপর কপাল সংকুচিত করল এবং মুখমন্ডল বাঁকা করল। (২৩) অতঃপর পিছু ফিরে তাকাল ও অহংকারে পড়ে গেল। (২৪) শেষ পর্যন্ত বলল, এ কিছুই নয়, শুধু যাদু মাত্র; এতো পূর্ব হতেই চলে আসছে। (২৫) এ তো একটা মানবীয় কালাম মাত্র। (২৬) খুব শীঘ্রই আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করব। (২৭) আর তুমি কি জানো, সেই দোযখটি কি? (২৮) তা কাউকেও জীবিত রাখে না আবার মৃতাবস্থায়ও ছেড়ে দেয় না। (সূরা মুদ্‌দাসসীর)

فَذَرْنِى وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ (٤٤) وَاُمْلِىْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ (٤٥) وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ (٥١) وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (٥٢) - (القلم)

(৪৪) (অতএব হে নবী!) এ কালাম অমান্যকারীদের সমস্ত ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমরা তাদেরকে এমনভাবে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না। (৪৫) আমি তাদের রশি লম্বা করে দিচ্ছি! আমার কৌশল অত্যন্ত সুদৃঢ় ও অমোঘ। (৫১) এ কাফের লোকেরা যখন উপদেশ বাণী (কুরআন) শ্রবণ করে. তখন তারা তোমাকে এমন দৃষ্টিতে দেখে, যেন মনে হয়, তারা তোমার মূলোৎপাটন করে ছাড়বে। আর বলে যে, লোকটি নিশ্চয়ই পাগল! (৫২) অথচ এ (কুরআন) তো সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি মহান উপদেশ মাত্র।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ق وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (٦) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ج فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٧)- (لقمٰن)

(৬) আর লোকদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে মন-ভুলানো কথা খরিদ করে আনে, যেন লোকদেরকে জ্ঞান (ইলম) ব্যতিরেকেই আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে এবং এ পথে

আহ্বানকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে পারে। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন ও অপমানকর আযাব। (৭) তাকে যখন আমাদের আয়াত শুনানো হয় তখন সে বড়ই অহংকারের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, যেন সে তা শুনতেই পায়নি, যেন তার কান বধির! ঠিক আছে, তাকে এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের 'সুসংবাদ' শুনিয়ে দাও। (সূরা লুকমান)

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ (٢) كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ (٣) وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ (٤) اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (٥) وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ج اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ (٦) مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ج اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ (٧) ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ط بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْ ج بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ (٨) اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ (٩) اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا قف فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ (١٠) جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ (١١) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ (١٢) وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ط اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ (١٣) اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (١٤)- (صٓ)

(১) সা-দ। উপদেশপূর্ণ কুরআনের শপথ; (২) বরং এ লোকেরাই— যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে— চরম অহংকার ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত। (৩) এদের পূর্বে আমরা এরূপ কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি (এবং তাদের দুর্ভাগ্য যখন সামনে এসেছে) তখন তারা চীৎকার করে উঠেছে! কিন্তু তখন তো রক্ষা পাওয়ার সময় নয়। (৪) এ লোকেরা এ কথা শুনে বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের মধ্য থেকেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছে। অবিশ্বাসীরা তো বলতেই শুরু করল : "এই ব্যক্তি যাদুকর, বড়ই মিথ্যাবাদী। (৫) সে কি সমস্ত উপাস্যের পরিবর্তে একজন মাত্র উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে ? এ তো বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার।" (৬) আর জাতির সরদাররা এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে গেল : "চলো এবং নিজেদের উপাস্যদের উপাসনায় অবিচল হয়ে থাকো। এ কথাতো অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে ! (৭) এরূপ কথা তো আমরা নিকট-অতীতের মিল্লাতগুলোর লোকদের কারো কাছ থেকে শুনতে পাইনি। এটি তো মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। (৮) আমাদের মধ্যে কি এই ব্যক্তিই এমন রয়েছে, যার প্রতি আল্লাহ্‌র 'যিকির' নাযিল করা হয়েছে ?" আসলে এরা আমার 'যিকির'-এর প্রতি সন্দেহ পোষণ করছে। আর এসব কিছু করছে এজন্য যে, এরা আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেনি। (৯) তোমার মহাদানশীল ও মহাপরাক্রান্ত পরোয়ারদেগারের রহমতের ভাণ্ডার কি এদের আয়ত্তে এসে গেছে ? (১০) এরা কি আসমান ও জমিন ও এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিসের মালিক হয়ে গেছে ? আচ্ছা, তবে এরা কার্যকারণ জগতের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেই দেখুক! (১১) এ তো বহু সংখ্যক বাহিনীর মধ্যে একটি ছোট্ট বাহিনী, এরা এখানেই পরাজয় বরণ করবে। (১২-১৩) এদের পূর্বে নূহের জাতি, আদ, স্তম্ভধারী ফিরাউন, সামূদ, লূতের জাতি এবং আইকাবাসী অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। আসলে এরাই

তো ছিল বিরাট বাহিনী! (১৪) এদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে এবং আমার আযাবের ফায়সালা তাদের ওপর কার্যকর হয়েছে। (সূরা সোয়াদ)

لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (١٠) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ (١١) فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ (١٢) لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ (١٣) قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (١٤) - (الانبياء)

(১০) (হে মানুষ!) আমরা তোমাদের প্রতি এমন একখানি কিতাব পাঠিয়েছি, যার মধ্যে তোমাদের কথারই উল্লেখ রয়েছে। তোমরা কি বুঝতে পারো না ? (১১) কত অত্যাচারী জনবসতিকেই তো আমরা পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছি! এবং তাদের পর আমরা অন্য জাতিকে উত্থিত করেছি। (১২) তারা যখন আমাদের আযাব অনুভব করতে পারল তখন তারা দ্রুত পালাতে লাগল। (১৩) (বলা হলো ঃ) "পালিয়ো না, তোমরা চলে যাও তোমাদের সে সব ঘরবাড়িতে ও আয়েশ-আরামের সামগ্রীর মধ্যে যা নিয়ে তোমরা মহা আরামে নিমগ্ন ছিলে; সম্ভবত তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে"। (১৪) তারা বলতে লাগল ঃ "হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ছিলাম।" (সূরা আম্বিয়া)

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ -(يونس : ١)

আলিফ-লাম-রা। এগুলো সে কিতাবের আয়াত, যা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ কথায় পরিপূর্ণ।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ -(يوسف : ١)

আলিফ-লাম-রা। এগুলো সে কিতাবের আয়াত, যা নিজের বক্তব্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে।

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ .... (الرعد : ١)

আলিফ-লাম-মীম-রা। এগুলো আল্লাহ্‌র কিতাবের আয়াত ....।

طٰسٓمّٓ (١) تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ (٢)- (الشعراء)

(১) ত্বা-সীন-মীম। (২) এগুলো স্পষ্টভাষী কিতাবের আয়াত।

طٰسٓمّٓ (١) تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ (٢) - (القصص)

(১) ত্বা-সীন-মীম। (২) এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত।

طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ (١) هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٢) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٣) - (النمل)

(১) ত্বা-সীন। এগুলো আল-কুরআন ও সুস্পষ্টভাষী এক কিতাবের আয়াত। (২-৩) হেদায়েত (পথনির্দেশ) ও সুসংবাদ সে সব ঈমানদার লোকদের জন্য যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে আর তারা এমন লোক যে, পরকালের প্রতি তাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ -(القصص : ٨٥)

হে নবী! নিশ্চিত জেনো, যিনি এ কুরআন তোমার ওপর ফরয করেছেন, তিনি তোমাকে এক পরম কল্যাণময় পরিণতিতে অবশ্যই পৌঁছাবেন।

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (٥٠) اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٥١) -

(৫০) এ লোকেরা বলে ঃ এ ব্যক্তির ওপর তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে নিদর্শনাবলী নাযিল করা হয়নি কেন ?" বলো ঃ "নিদর্শনাদি তো আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে আর আমি তো শুধু সুস্পষ্টভাবে ভয়-প্রদর্শক ও সাবধানকারী।" (৫১) এ লোকদের জন্য এই (নিদর্শন) কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা এ লোকদেরকে পড়ে শুনানো হয় ?" আসলে এতে রয়েছে রহমত ও নসীহত সে লোকদের জন্য, যারা ঈমান আনে। (সূরা আনকাবূত)

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ - (يس : ٦٩)

আমরা তাকে (নবীকে) কবিত্ব শিখাইনি— না কবিত্ব তার পক্ষে শোভনীয় হতে পারে। এ তো একটি নসীহত ও স্পষ্ট পাঠযোগ্য কিতাব। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৯)

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ اَبُوْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِىْ لَايَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَّلَا رِيْحَ لَهَا، وَ مَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ، كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ، رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِىْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ، كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ، وَّلَا رِيْحَ لَهَا -

হুদবাত ইবনে খালিদ (র) তিনি হাম্মান থেকে তিনি কাতাদহ থেকে তিনি আনাম ইবনে মালেক থেকে তিনি হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর ন্যায় যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি (মুমিন) কুরআন পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে এমন খেজুরের মত, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে, তার উদাহরণ হচ্ছে রায়হান জাতীয় গুলের মতো যার সুগন্ধ আছে, কিন্তু খেতে বিস্বাদযুক্ত (তিক্ত)। আর ঐ ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মাকাল ফলে মতো, যা খেতেও বিস্বাদ (তিক্ত) এবং যার কোনো সুঘ্রাণও নেই। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِىْ اَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْاُمَمِ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى، كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِىْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَا طٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِىْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلَى الْعَصْرِ فَعَمِلَتِ

النَّصَارَى، ثُمَّ اَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنَ الْعَصْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيْرَاطَيْنِ قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلًا وَ اَقَلُّ عَطَاءً، قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ ؟ قَالُوْا لَا، قَالَ فَذَاكَ فَضْلِىْ اُتِيْهِ مَنْ شِئْتُ .

মুসাদ্দাদ (র) ইবনে উমর (রা) তিনি ইয়াহ্ ইয়া থেকে তিনি সুফিয়ান থেকে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে দিনার থেকে তিনি সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীতের জাতিসমূহের সঙ্গে তোমাদের জীবনকালের তুলনা হচ্ছে আসর ও মাগরীবের নামাযের মধ্যবর্তী সময়কালের মতো। তোমাদের এবং ইহুদী-নাসারাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করে তাদের বলল, " তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের বিনিময়ে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত কাজ করবে?" ইহুদীরা কাজ করল। তারপর সেই ব্যক্তি আবার বলল, তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের বিনিময়ের দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত কাজ করবে ? নাসারারা কাজ করল। এরপর তোমরা (মুসলমানরা) আসরের নামাযের পর থেকে মাগরীব পর্যন্ত প্রত্যেকে দু কীরাতের বিনিময়ে কাজ করেছ। তারা বলল আমরা কম মজুরি নিয়েছি এবং বেশি কাজ করেছি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, আমি কি তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে জুলুম করেছি ? তারা উত্তরে বলবে, না। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, এটা আমার দয়া আমি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفَى اَوْصٰى النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَا، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ اُمِرُوْا بِهَا وَلَمْ يُوْصِ، قَالَ اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ -

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ (র) তিনি মালেক ইবনে মিগওয়াল থেকে তিনি তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (স) কি কোনো ওসীয়ত করে গেছেন ? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, যখন নবী করীম (স) নিজে কোনো ওসীয়ত করে যাননি, তখন কি করে মানুষের জন্য ওসীয়ত করাকে (কুরআন মজীদে) বাধ্যতামূলক করা হলো এবং তাদেরকে এ জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। জবাবে তিনি বললেন, তিনি [নবী করীম (স)] আল্লাহ্র কিতাব (গ্রহণ)-এর ওসীয়ত করে গেছেন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ اَتَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ شَىْءٍ ؟ قَالَ مَا تَرَكَ اِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ، قَالَ وَدَخَلْنَا عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ اِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ -

কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র) তিনি সফিয়ান থেকে তিনি আবদুল আযিয ইবনে রুফাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং শাদ্দাদ ইবনে মাকিল হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। শাদ্দাদ ইবনে মাকিল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী করীম (স) কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু রেখে যাননি ? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, নবী করীম (স) দুই

মলাটের মাঝে যা কিছু আছে অর্থাৎ কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু রেখে যাননি। আবদুল আযিয বললেন, আমরা মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়ার নিকট গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনিও বললেন যে, দুই মলাটের মাঝে ছাড়া আর কিছু রেখে যায়নি। (বুখারী)

حَدَّثَنَا يَحْيٰى اِبْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ اِبْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَاذَنِ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِلنَّبِىِّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ، وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيْدُ يَجْهَرُبِهِ -

ইয়াহ্ইয়া ইনে বুকায়র (র) তিনি লাইয় থেকে তিনি উকাইল থেকে তিনি ইবনে শিহাব থেকে তিনি আবু সালমাহ ইবনে আবদুর রহমান থেকে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম বলেছেন, আল্লাহ কোনো নবীকে ঐ অনুমতি দেননি, যা আমাকে দিয়েছেন, আর তা হয়েছে কুরআন তিলাওয়াত যথেষ্ট। রাবী বলেন, এর অর্থ সুস্পষ্ট করে আওয়াজের সাথে কুরআন পাঠ করা। (বুখারী)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ لاَهَبَ لَكَ نَفْسِىْ، فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاْطَاَ رَاْسَهُ، فَلَمَّا رَاَتِ الْمَرْاَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ ؟ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ اذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاوَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَاوَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاخَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَصْنَعُ بِاِزَارِكَ، اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ وَ اِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَىْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَ بِهِ فَدُعِىَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَامَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِىْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّهَا، قَالَ اَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

কুতায়বা ইবনে সাঈদ (র) তিনি ইয়াকুব ইবনে আবদুর রহমান থেকে তিনি আবি হাজেম থেকে তিনি সাঈল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একদা জনৈকা মহিলা রাসূল করীম (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার জীবনকে আপনার জন্য দান করতে এসেছি। এরপর নবী করীম (স) তার দিকে তাকিয়ে তার আপাদমস্তক অবলোকন করে মাথা নিচু করলেন। মহিলাটি যখন দেখল যে নবী করীম কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না তখন সে বসে

পড়ল। এমতাবস্থায় রাসূল করীম (স) এর সাহাবীদের একজন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আপনার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে এ মহিলাটির সাথে আমার শাদী দিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কিছুই পেলাম না। নবী করীম বললেন, দেখ একটি লোহার আংটি হলেও! তারপর সে চলে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একটি লোহার আংটিও পেলাম না, কিন্তু এই যে আমার তহবন্দ আছে। হযরত সাহাল (রা) বরেন, তার কোনো চাদর ছিল না। অথচ লোকটি বললো, আমার তহবন্দের অর্ধেক দিতে পারি। এ কথা শুনে রাসূল করীম (স) বললেন, এ তহবন্দ দিয়ে কি হবে? যদি তুমি পরিধান কর, তাহলে মহিলাটির কোন আবরণ থাকবে না। আর যদি সে পরিধান করে, তোমার কোন আবরণ থাকবে না। লোকটি বসে পড়ল, অনেকক্ষণ সে বসে থাকল। এরপর উঠে দাঁড়াল। রাসূল করীম (স) তাকে ফিরে যেতে দেখে তাকে ডেকে আনালেন। যখন সে ফিরে আসল, নবী করীম (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কুরআনের কতটুকু মুখস্থ আছে? সে উত্তরে বলল, অমুক অমুক সূরা মুখস্থ আছেসে এমনিভাবে একে একে উল্লেখ করতে থাকল। তখন নবী করীম (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ সকল সূরা মুখস্থ তিলাওয়াত করতে পারে? সে উত্তর করল, হ্যাঁ! তখন নবী করীম (স) বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্ত রেখেছ, তার বিনিময়ে এ মহিলাটির তোমার সঙ্গে শাদী দিলাম। (বুখারী)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفُ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ -

আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (র) তিনি মালেক থেকে তিনি নাকে থেকে তিনি হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল করীম (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কুরআন গেঁথে (মুখস্থ) রাখে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে, তবে সে উট তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, কিন্তু যদি সে বন্ধন খুলে দেয়, তবে তা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَااَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَااَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ -

আবু হুরায়রাহ নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (স)-কে বলেছেন ঃ নবীর উত্তম ও মিষ্টি স্বরে কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে শুনে থাকেন অন্য কোনো জিনিস সেভাবে শুনেন না। (মুসলিম)

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا حَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِىْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِى الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِىْ اُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ -

আলী ইবনে ইবরাহীম (র) তিনি রুহু থেকে তিনি শো'বা থেকে তিনি সোলায়মান থেকে তিনি বলেন আমি শুনেছি যাকওয়ান থেকে। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল করীম (স) বলেছেন, দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো সাথে ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশীরা তাকে বলে, হায়! আমাদেরকে যদি এরূপ জ্ঞান দেয়া হতো, যেরূপ জ্ঞান অমুককে দেয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মতো আমল করতাম আন্য আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ সত্য ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলে ঃ হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মতো সম্পদশালী করা হতো, তাহলে সে সেরূপ ব্যয় করছে, আমিও সেরূপ ব্যয় করতাম। (বুখারী)

## ২. রহিত করণ

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ط اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

আমরা যে আয়াত 'মনসূখ' করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তার স্থানে তদাপেক্ষা উত্তম জিনিস পেশ করি কিংবা অন্তত অনুরূপ জিনিসই এনে দেই। তোমরা কি জানো না যে, আল্লাহ্ সকল বস্তুর ওপর প্রতিপত্তিশীল। (সূরা বাকারা ঃ ১০৬)

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ لا وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ -

আমরা যখন এক আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত নাযিল করি— আর আল্লাহ ভালোই জানেন যে, তিনি কি নাযিল করেন— তখন এই লোকেরা (নবীকে) বলে যে, তুমি এই কুরআন নিজে রচনা করো। আসল কথা এই যে, এদের অধিকাংশই প্রকৃত ব্যাপার কিছুই জানে না। (সূরা নহল ঃ ১০১)

حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رض اَقْرَؤُنَا اُبَيٌّ وَاَقْضَانَا عَلِيٌّ وَاِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ اُبَيٍّ وَ ذَاكَ اَنَّ اُبَيًّا يَقُوْلُ لَا اَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا ...

আমর ইবনে আলী (রা) তিনি ইয়াহ্ইয়া থেকে তিনি সুফিয়ান থেকে তিনি হাবিব থেকে তিনি সাইদ ইবনে যবাইর থেকে তিনি। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবাই (রা) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী, আর আলী (রা) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। কিন্তু আমরা উবাই (রা) এর সব কথাই গ্রহণ করিনা। কারণ উবাই (রা) বলেন, আমি রাসূল করীম (স) থেকে যা শুনেছি তা ছেড়ে দিতে পারি না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যে আয়াত রহিত করি অথবা ভুলিয়ে দেই তার স্থানে এদাপেক্ষা উত্তম জিনিস পেশ করি। (বুখারী)

## ৩. তাবীর (শিক্ষাগ্রহণ)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا - (الاحزاب : ٣٦)

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে দেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন স্ত্রীলোক সে ব্যাপারে নিজে কোনো ফয়সালা করার ইখতিয়ার রাখেনা। আর যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত হলো।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضِيْعُوْهُ وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَ حَرَّمَ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا-وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا -

রাসূল করীম (স) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কতগুলো কাজকে ফরয করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তা নষ্ট করে ফেলোনা। তিনি কতগুলো সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তোমরা সে সীমা লঙ্গন করনা। কিছু কিছু জিনিসকে তিনি হারাম করেছেন, তোমরা তার বিরোধিতা করো না। আর তোমাদের প্রতি অনুগ্রহবসত না ভুলে গিয়ে অনেক বিষয়ে তিনি পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। অতএব সে বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হয়োনা। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মদের (স)-এর পথ। (মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُوْمِنُ اَحَدُ كُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ তক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হই। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاءُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল করীম (স) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার ইচ্ছা ও খাহেশ (শরীয়তের) পূর্ণ অনুগত হয়ে যায়, যা নিয়ে আমি আগমন করেছি। (শারহে সুন্নাহ-মিশকাত)

## ৪. ব্যাখ্যাকারী

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ج وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ - (ال عمرٰن : ٧٨)

তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা কিতাব পাঠ করার সময় জিহ্বাকে এমনভাবে উলট-পালট করে, যেন তোমরা মনে করো, তারা কিতাবের মূল এবারত (বক্তব্য) পাঠ করছে।

অথচ প্রকৃতপক্ষে তা কিতাবের মূল এবারত নয়। তারা বলে ঃ আমরা এই যা কিছু পড়ি তা সবই আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত নয়। তারা জেনে শুনেই আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা আরোপ করছে। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৮)

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١١٥) وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى
الْاَرْضِ يُضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ (١١٦) - (الانعام)

(১১৫) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের বাণীসমূহ সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণত। তার আইন বিধান পরিবতর্নকারী কেউ নেই। এবং তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন। (১১৬) (আর হে মুহাম্মদ!) তুমি যদি এই দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামতো চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবে। তারা তো নিছক ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে চলে এবং কেবল ধারণা-অনুমানই তারা করে থাকে। (সূরা আন'আম)

عَنْ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْا لُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِىْ اُنْزِلَ
عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَاَحْدَثُ تَقْرَءُوْنَ مَحْضًا لَّمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوْا كِتَابَ
اللّٰهِ وَغَيَّرُوْهُ وَكَتَبُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ ، وَقَالُوْا : هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ، لِيَشْتَرُوْابِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا، اِلَّا
يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ، لَا وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْاَلُكُمْ عَنِ الَّذِىْ
اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ -

ওবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইবনে আব্বাস বলেন, কোনো ব্যাপারে জানার জন্য তোমরা আহলে কিতাবদের কাছে কেমন করে জিজ্ঞেস করো। অথচ রাসূল করীম (স)-এর ওপর সদ্য নাযিলকৃত কিতাব তোমর পড়ছ। এ স্বচ্ছ এবং নির্ভেজাল কিতাব এবং এ কিতাব তোমাদেরকে বলে দিচ্ছে, কিতাবধারীগণ তাদের কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা নিজেদের হাতে মনগড়া কিতাব রচনা করে তা আল্লাহ্র কিতাবের নামে চালিয়ে দিয়ে সামান্য ও তুচ্ছ পার্থিব সুবিদা লাভ করার জন্যই যে জ্ঞান-ভাণ্ডার তোমাদের কাছে এসেছে, তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোনো সমস্যার সমাধান জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করে না ? আল্লাহ্র কসম! তোমাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে তাদের কাউকে আমি কখনও তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَيْفَ تَسْاَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ كُتُبِهِمْ، وَعِنْدَ كُمْ كِتَابُ اللّٰهِ اَقْرَبُ
الْكُتُبِ عَهْدًا بِاللّٰهِ تَقْرَءُ وْنَهٗ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ -

ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবদের তাদের কিতাবসমূহ সম্পর্কে কিরূপে প্রশ্ন করো ? অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহ কিতাব (কুরআন) বিদ্যমান, যা সমস্ত কিতাবের চাইতে আল্লাহ্র নিকটবর্তী; তোমরা তা পাঠ করছ এবং তা সম্পূর্ণ খাঁটি, যাতে কোনো মিশ্রণ নেই। (বুখারী)

## ৫. উপমাসমূহ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيٓ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ج وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَا ذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا م يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ، وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ - (البقرة : ٢٦)

বস্তুত আল্লাহ্ মশা কিংবা তদাপেক্ষাও নিকৃষ্টতর কোনো জিনিসের দৃষ্টান্ত পেশ করতে মোটেই লজ্জাবোধ করেন না। যারা সত্যের প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত তারা এ উদাহরণসমূহ দেখেই জানতে পারে যে, এগুলো সত্য— এগুলো তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে। আর যারা সত্যকে মানতে অনিচ্ছুক, তারা সে দৃষ্টান্তসমূহ শুনে বলতে শুরু করে যে, এ ধরনের উদাহরণের সাথে আল্লাহ্র কি সম্পর্ক থাকতে পারে? এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা একই কথা দ্বারা বহু লোককে বিভ্রান্ত করেন এবং অসংখ্য লোককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আর বিভ্রান্ত শুধু তাদেরকেই করেন, যারা ফাসিক। (সূরা বাকারা ঃ ২৬)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ - (الزمر : ٢٧)

আমরা এ কুরআনে মধ্যে লোকদের জন্য নানা রকম ও প্রকারের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছি, যেন তারা সচেতন হয়। (সূরা যুমার ঃ ২৭)

....... وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ - (ابراهيم : ٢٥)

.... এসব দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ এ জন্য দিচ্ছেন, যেন লোকেরা এর সাহায্যে সবক গ্রহণ করে।

وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيْرًا - (الفرقان : ٣٣)

আর (এতে এ কল্যাণময় উদ্দেশ্যও নিহিত রয়েছে যে,) যখনই তারা তোমার সম্মুখে কোনো নতুন কথা (বা আশ্চর্যজনক প্রশ্ন) নিয়ে এসেছে, এর জবাব সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি এবং অতি উত্তমভাবে মূল কথাকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। (সূরা ফুরক্বান ঃ ৩৩)

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ج فَلَمَّآ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ (١٧) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (١٨) أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ج يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ، وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ، كُلَّمَآ أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ق وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ، وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ، إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٠) إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِيٓ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ج وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَا ذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا م يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ، وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ (٢٦) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَّنِدَاءً ، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (١٧١) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ

أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى ۙ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُونَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ (٢٦٤) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦٥) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۙ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ۚ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢٦٦) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤)- (البقرة)

(১৭) এদের দৃষ্টান্ত এই ঃ যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো; যখন সমস্ত পরিবেশটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন আল্লাহ্ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিলেন এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় ফেললেন যে, অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) এরা বধির, বোবা, অন্ধ; এরা এখন আর প্রত্যাবর্তন করবে না। (১৯) অথবা তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার সাথে অন্ধকারময় মেঘমালার গর্জন এবং বিদ্যুতের চমকও রয়েছে। এরা বজ্রের গর্জন শুনে মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের কর্ণে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ্ এই সত্যদ্রোহীদের সকল দিক দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছেন। (২০) বিদ্যুতের চমকে এদের অবস্থা এতদূর সঙ্কটপূর্ণ হচ্ছে যে, মনে হয় অচিরেই বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নেবে। যখন তারা সামান্য আলোক দেখতে পায়, তখন তারা সে আলোকে কিছু দূর পথ অতিক্রম করে এবং যখন তাদের ওপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়, তখন থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপেই হরণ করে নিতেন। তিনি নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান। (২৬) বস্তুত আল্লাহ্ মশা কিংবা তদাপেক্ষাও নিকৃষ্টতর কোনো জিনিসের দৃষ্টান্ত পেশ করতে মোটেই লজ্জাবোধ করেন না। যারা সত্যের প্রতি ঈমান আনতে প্রস্তুত তারা এ উদাহরণসমূহ দেখেই জানতে পারে যে, এগুলো সত্য— এগুলো তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে। আর যারা সত্যকে মানতে অনিচ্ছুক, তারা সে দৃষ্টান্তসমূহ শুনে বলতে শুরু করে যে, এ ধরনের উদাহরণের সাথে আল্লাহ্র কি সম্পর্ক থাকতে পারে? এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা একই কথা দ্বারা বহু লোককে বিভ্রান্ত করেন এবং অসংখ্য লোককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। আর বিভ্রান্ত শুধু তাদেরকেই করেন, যারা ফাসিক, (১৭১) এ সব লোক— যারা আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চলতে অস্বীকার করে, তাদের অবস্থা ঠিক রাখাল চড়ানো জন্তুর ন্যায়; রাখাল জন্তুগুলোকে ডাকে, কিন্তু এরা এ ডাকের আওয়ায ব্যতীত আর কিছু শুনতে পায় না। এরা বধির, বোবা, অন্ধ— এ কারণে কোনো কথা এরা অনুধাবন করতে পারে না। (২৬১) যারা নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র

পথে খরচ করে, তাদের খরচের দৃষ্টান্ত এই ঃ যেমন একটি বীজ বপন করা হলো এবং তা হতে সাতটি ছড়া বের হলো আর প্রত্যেকটি ছড়ায় একশতটি দানা রয়েছে। আল্লাহ্ যাকে চান, তার কাজে এভাবেই প্রাচুর্য দান করেন। তিনি উদার হস্তও বটে এবং সর্বাভিজ্ঞও। (২৬৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতের কথা বলে (অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে) এবং কষ্ট দিয়ে তাকে সে ব্যক্তির ন্যায় নষ্ট করো না, যে ব্যক্তি শুধু লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যেই নিজের ধন-মাল ব্যয় করে আর না আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে, না পরকালের প্রতি। তার খরচের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন একটি পাথুরে চাতাল, যার ওপর মাটির আস্তর পড়ে ছিল— এর ওপর যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল, তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে গেল এবং গোটা চাতালটি নির্মল ও পরিষ্কার হয়ে পড়ে রইল। এ সব লোক দান-সদকা করে যে পুণ্য অর্জন করে, তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করা আল্লাহ্র রীতি নয়। (২৬৫) পক্ষান্তরে যারা নিজেদের ধন-মাল খালেসভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মনের ঐকান্তিক স্থিরতা ও দৃঢ়তা সহকারে খরচ করে, তাদের এ ব্যয়ের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন কোনো উচ্চ ভূমিতে একটি বাগান রয়েছে, প্রবল বেগে বৃষ্টি হলে দ্বিগুণ ফল ধরে, আর জোরে বৃষ্টি না হলেও বৃষ্টির রেণুই এর জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। বস্তুত তোমরা যা করো, সবই আল্লাহ্র গোচরীভূত রয়েছে। (২৬৬) তোমাদের কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে, তার একটি শস্যশ্যামল বাগান হবে, তা ঝর্ণাধারায় সিক্ত এবং খেজুর, আঙুর— সব রকমের ফলে ভরা হবে; আর ঠিক সে সময়– যখন সে নিজে বৃদ্ধ হলো ও তার অল্প বয়স্ক সন্তানগণ কোনো কাজের উপযুক্ত হয়নি– একটি উত্তপ্ত দ্রুতগামী হাওয়া লেগে তা জ্বালিয়া ভস্ম হয়ে যাবে? এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর নিজের কথাগুলো তোমাদের সম্মুখে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা ও গবেষণা করো। (১৭৪) প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহ্র কিতাবে নাযিলকৃত আদেশ-নিষেধ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য সেগুলো বিসর্জন দেয়, তারা মূলত নিজেদের পেট আগুনের দ্বারা ভর্তি করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ কখনোই তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র বলেও ঘোষণা করবেন না। বরং তাদের জন্য কঠিন ও পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٥٩) مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٧) – (آل عمرٰن)

(৫৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মতো; এরূপে যে, আল্লাহ তাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, হও আর সে হয়ে গেল। (১১৭) তারা তাদের এই বৈষয়িক জীবনে যা কিছু খরচ করে, তা সে প্রবল বাতাসের ন্যায় যার মধ্যে 'তীব্রশৈত্য' রয়েছে এবং তা যে-জনগোষ্ঠী নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের শস্য ক্ষেতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তাকে একেবারে বরবাদ করে দেয়। বস্তুত আল্লাহ তাদের ওপর কোনো জুলুম করেননি; বরং এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে। (সূরা আলে-ইমরান)

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ – (الانعام : ١٢٢)

যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমরা তাকে জীবন দান করলাম এবং তাকে সে রৌশনী দান করলাম যার আলোক-ধারায় সে লোকদের মধ্যে জীবন যাপন করে, সে কি সে ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে রয়েছে, তা হতে কোনক্রমেই বের হয় না ? কাফিরদের জন্য এই রকমই তাদের আমলকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاۤءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ (٤٠) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۚ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ (٥٨) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (١٧٦) -(الاعراف)

(৪০) নিশ্চিতই জেনো, যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং এর মুকাবিলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য আকাশ জগতের দুয়ার কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রের গমন। অপরাধী লোকেরা আমার কাছে এরূপ প্রতিফলই পেয়ে থাকে। (৫৮) যে জমিন ভালো, তা এর সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর হুকুমে খুব ফুল-ফল উৎপাদন করে। আর যে জমিন খারাপ, তা হতে নিকৃষ্ট ধরনের ফসল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। এভাবে আমরা নিদর্শনসমূহকে বারবার পেশ করি— তাদের জন্য, যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে ইচ্ছুক। (১৬৭) আরো স্মরণ করো, যখন তোমাদের আল্লাহ ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি কেয়ামত পর্যন্ত সব সময় বনী ইসরাঈলীদের ওপর এমন সব লোককে প্রভাবশালী করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে নিকৃষ্টতম নির্যাতনে পীড়িত করবে। নিশ্চিতই তোমার আল্লাহ শাস্তিদানে ক্ষীপ্রহস্ত এবং নিশ্চিতই তিনি ক্ষমা ও দয়া-অনুগ্রহও করে থাকেন। (সূরা আরাফ)

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاۤءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاۤءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ۚ حَتّٰىٓ اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

দুনিয়ার এই জীবন (যার নেশায় মত্ত হয়ে তোমরা আমাদের দেয়া নিদর্শনসমূহকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করছ), এর দৃষ্টান্ত এমন, যেন আকাশ হতে আমরা পানি বর্ষণ করলাম; ফলে জমিনের উৎপাদন— যা মানুষ ও জন্তু সকলেই খায়— খুব ঘনীভূত হয়ে উঠল পরে ঠিক সে সময়, যখন জমিন ফসলে ভারাক্রান্ত ছিল এবং ক্ষেত-খামারগুলো ছিল শস্য-শ্যামল ও চাকচিক্যময়, এর মালিকরা মনে করছিল যে, আমরা এখন তা ভোগ করতে সক্ষম— তখন সহসা রাত্রিকালে কিংবা দিনের বেলা আমাদের নির্দেশ এসে পৌঁছল এবং আমরা তাকে এমনভাবে ধ্বংস করে ফেললাম, যেন কাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবেই আমরা নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে পেশ করি— করি তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে ও বুঝতে পারে। (সূরা ইউনুস ঃ ২৪)

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ، هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ، اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ - (هود : ٢٤)

এই দুই শ্রেণীর লোকদের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন একজন লোক অন্ধ ও বধির আর অপর লোকটি দৃষ্টিমান ও শ্রবণশীল। এই দু'জন কি সমান হতে পারে ? (এই দৃষ্টান্ত হতে তোমরা কি কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করো না ? (সূরা হূদ ঃ ২৪)

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ، وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ، كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ، فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ج وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ، كَذٰلِكَ يَضْرِبُ الْاَمْثَالَ - (الرعد : ١٧)

আল্লাহ্ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন এবং প্রতিটি নদী-নালা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুপাতে তাকে বহন করে নিয়ে যায়। আবার যখন প্লাবন আসে, তখন উপরিভাগে ফেনারাও জেগে ওঠে। আর এ রকমের ফেনা সেসব ধাতুর ওপরও জেগে ওঠে, যা অলংকার ও তৈজসপত্র বানাবার জন্য লোকেরা গলিয়ে থাকে। এই উপমা দ্বারা আল্লাহ্ হক ও বাতিলের ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করে তোলেন। যা ফেনা, তা উড়ে যায় আর যা মানুষের জন্য কল্যাণকর, তা জমিনে স্থিতিশীল হয়। এভাবে আল্লাহ্ উপমা দ্বারা নিজের কথা বুঝিয়ে থাকেন। (সূরা রা'আদ ঃ ২৪)

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ، لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ، ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ (١٨) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ، وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٢٥) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ِاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦) - (ابرهيم)

(১৮) যেসব লোক নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে, তাদের কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত সে ভস্মের মতো, যাকে এক ঝটিকাক্ষুব্ধ দিনের প্রবল হাওয়া উড়িয়ে নিয়েছে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের কোনো ফলই লাভ করতে পারবে না। এটিই নিকৃষ্ট পর্যায়ের পথভ্রষ্টতা। (২৪) তোমরা কি দেখো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন জিনিসের সাথে কালেমায়ে তাইয়্যেবার তুলনা করছেন ? এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, যেন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিক হয়ে আছে এবং শাখাগুলো আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। (২৫) প্রতি মুহূর্ত তা আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নির্দেশে ফল দান করেছে। এসব দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ এ জন্য দিতেছেন, যেন লোকেরা এর সাহায্যে সবক গ্রহণ করে। (২৬) আর অপবিত্র কালেমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ একটি খারাপ জাতের গাছের মতো, যা মাটির উপরিভাগ হতে উপড়িয়ে ফেলা যায়, এর কোনো দৃঢ়তা নেই। (সূরা ইবরাহীম)

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ج وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٦٠) فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ، اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٧٤) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ

عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْلَمُوْنَ (٧٥) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا
يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٧٦) وَلَا تَكُوْنُوْا
كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ۚ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ
اُمَّةٍ ۚ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (٩٢) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا
قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ
الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (١١٢) - (النحل)

(৬০) খারাপ বিশেষণে অভিহিত হওয়ার যোগ্য তো সে লোকেরা, যারা পরকালের প্রতি নিঃসন্দেহ বিশ্বাস রাখে না। আর আল্লাহ্, তাঁর জন্য তো সব চেয়ে উত্তম ও উন্নত গুণাবলী শোভনীয়। তিনিই তো সকলের ওপর বিজয়ী এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। (৭৪) অতএব আল্লাহ্র তুলনা বানিয়োনা। আল্লাহ্ই জানেন, তোমরা জানো না। (৭৫) আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, একজন হলো অপরের মালিকানাধীন গোলাম। সে নিজে কোনোই ক্ষমতা-ইখতিয়ার রাখে না এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যাকে আমরা নিজস্বভাবে উত্তম রিযিক দান করেছি। এবং সে তা হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে যথেষ্ট খরচ করে। তোমরা বলো, এ দু'জনই কি সমান ? —সব প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য কিন্তু অধিক লোকই (এই সোজা ও সহজ কথাটি) জানে না। (৭৬) আল্লাহ আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঃ দু'জন লোকের, একজন বোবা; বধির; সে কোনো কাজ করতে পারেনি, নিজের মনিবের ওপর এক বোঝা হয়ে আছে। যে দিকেই সে তাকে পাঠায় কোনো একটি ভালো কাজ তার দ্বারা হয় না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যে ইনসাফের নির্দেশ দেয় এবং নিজেও সঠিক ও সুদৃঢ় পথে মজবুত হয়ে আছে। বলো এ দু'জন কি একই রকম ? (৯২) তোমাদের অবস্থা যেন সে নারীর মতো না হয়, যে নিজেই খাটা-খাটুনি করে সূতা কেটেছে এবং পরে নিজেই তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তোমরা নিজেদের কসমগুলোকে পারস্পরিক ব্যাপারসমূহে ধোঁকা ও প্রতারণার হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করছ; যেন একদল অপর দল অপেক্ষা বেশি ফায়দা লাভ করতে পারে। অথচ আল্লাহ্ এই ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেন এবং অবশ্যই তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের পারস্পরিক বিরোধের মূল রহস্য তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেবেন। (১১২) আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। জনপদটি শান্তি নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার জীবন যাপন করছিল। আর চারদিক হতে এর নিকট প্রাচুর্যকর রিযিক পৌঁচাচ্ছিল। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের কুফরী করতে শুরু করে দিল। তখন আল্লাহ এর অধিবাসীদেরকে তাদের কৃতকর্মের এই স্বাদ গ্রহণ করালেন যে, ক্ষুধা ও ভীতির মসীবতসমূহ তাদের ওপর চেপে বসল। (সূরা নহল)

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا (٤٨) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا
الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۡ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا (٨٩) - (بنى اسرائيل)

(৪৮) লক্ষ্য করো, এরা কি সব কথাবার্তা তোমার সম্পর্কে প্রকাশ করছে! এরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে; এরা পথ খুঁজে পায় না। (৮৯) আমরা এই কুরআনে লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি; কিন্তু অনেক লোক অস্বীকৃতির ওপরই দৃঢ় হয়ে থাকল। (সূরা বনী ইসরাঈল)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣٢) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا (٣٣) وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّأَعَزُّ نَفَرًا (٣٤) وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ أَبَدًا (٣٥) وَّمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ إِلٰى رَبِّيْ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ أَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا (٣٧) لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ أَحَدًا (٣٨) وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ۚ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا (٣٩) فَعَسٰى رَبِّيْٓ أَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا (٤٠) أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا (٤١) وَأُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ أَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ أَحَدًا (٤٢) وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (٤٣) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۗ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا (٤٤) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (٤٥) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٤٦) (الكهف)

(৩২) (হে মুহাম্মদ!) এই লোকদের সম্মুখে একটা দৃষ্টান্ত পেশ করো। (দৃষ্টান্তটি এরূপঃ) দু' বক্তি ছিল। তন্মধ্যে একজনকে আমরা আংগুরের দু'টি বাগান দিয়েছিলাম এবং এর চতুষ্পার্শে খেজুর গাছের ঝাড় লাগিয়েছিলাম আর এর মাঝখানে কৃষি ক্ষেতও রেখে দিয়েছিলাম। (৩৩) দু'টি বাগানই খুব ফুলে ফলে সুশোভিত হলো এবং ফল উৎপাদনে কোনোরূপ কমতি রাখল না। এ দুটি বাগানের মধ্যে আমরা ঝরর্না প্রবাহিত করলাম। (৩৪) এবং তাতে তার যথেষ্ট মুনাফা লাভ হলো। এসব কিছু পেয়ে সে একদিন তার প্রতিবেশীর সাথে কথাবার্তা প্রসঙ্গে বলল ঃ "আমি তোমার অপেক্ষা বেশি ধনশালী লোক আর তোমার অপেক্ষা বেশি জন-শক্তি আমার রয়েছে।" (৩৫) অতঃপর সে নিজের বাগানে প্রবেশ করল আর নিজের পক্ষে নিজেই জালিম হয়ে মনে মনে বলতে লাগল ঃ "আমি মনে করিনি যে, এই সম্পদ কোনোদিন ধ্বংস হয়ে যাবে! (৩৬) আর আমি এটিও মনে করিনা যে, কেয়ামতের নির্দিষ্ট মুহূর্ত কখনো আসবে। তৎসত্ত্বেও যদি কখনো আমাকে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপাকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়-ই, তাহলে সেখানেও আমি এ অপেক্ষাও অধিক সম্মানের স্থান লাভ করব"। (৩৭) তার

প্রতিবেশী কথা প্রসংগে তাকে বলল ঃ "তুমি কি কুফরী করো সে মহান সত্তার সাথে, যিনি তোমাকে মাটি হতে এবং তারপর শুক্রকীট হতে পয়দা করেছেন আর তোমাকে এক পূর্ণাঙ্গ দেহ বিশিষ্ট মানুষ করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন" ? (৩৮) কিন্তু আমার প্রসঙ্গে বলতে চাই, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো সে আল্লাহ্ই আর আমি তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করিনি। (৩৯) আর তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করছিলে, তখন তোমার মুখ হতে এ কথা বের হলো না কেন যে, আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ দেয়া ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি নেই ? তুমি যদি আমাকে ধন-বলে ও লোক-বলে তোমার অপেক্ষা দুর্বল দেখতে পাও, (৪০) তাহলে অসম্ভব নয় যে, "আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষাও উত্তম জিনিস দান করবেন। আর তোমার বাগানের ওপর আসমান হতে কোনো বিপদ পাঠিয়ে দেবেন, যার ফলে তা বৃক্ষলতাহীন শূন্য ময়দানে পরিণত হয়ে যাবে। (৪১) কিংবা এর পানি-প্রবাহ মাটির নীচে চলে যাবে আর তুমি তাকে কিছুতেই বের করতে পারবে না"। (৪২) শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত ফল-ফসলই বিনষ্ট হলো এবং সে নিজের আংগুর বাগানকে শুষ্ক ডালির ওপর উল্‌টানো দেখে নিজের নিয়োগকৃত পুঁজির জন্য হাত কচলাতে লাগল, আর বলতে লাগলঃ "হায়! আমি যদি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরীক না করতাম! (৪৩) —আল্লাহ্কে ত্যাগ করার পর তাকে সাহায্য করার মতো কোনো বাহিনীও থাকল না, আর সে নিজে এ বিপদের মুকাবিলা করতে পারল না (৪৪) তখন সে জানতে পারল যে, কর্ম সম্পাদনের যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ার কেবল এক বরহক আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে! পুরস্কার তা-ই উত্তম, যা তিনি দান করেন আর পরিণাম তা-ই কল্যাণময় যা তিনি দেখাবেন। (৪৫) আর হে নবী! এ লোকদেরকে দুনিয়ার জীবনের নিগূঢ় তত্ত্ব এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাও যে, আজ আমরা আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, ফলে জমিন হতে গাছ-গাছড়ার চারা খুব ঘন হয়ে মাথা জাগাল। আবার কাল সে শ্যামল গাছ-পালাই ভুষিতে পরিণত হয়ে গেল, যাকে বাতাস উড়িয়ে এদিক-ওদিক নিয়ে যায়। আল্লাহ তো সব জিনিসের ওপরই শক্তিমান। (৫৪) আমরা এই কুরআনে নানাভাবে লোকদেরকে বুঝিয়েছি; কিন্তু মানুষ বড়ই ঝগড়াটে হয়ে পড়েছে। (সূরা কাহাফ)

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ -(الحج : ٧٣)

হে লোকেরা! একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাচ্ছে। একটু চিন্তা করে মনোযোগ সহকারে শোনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপস্যকে তোমরা ডাক, তারা সকলে মিলে একটি মাছি পয়দা করতে চাইলেও তা পারবে না এবং মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস কেড়ে নিয়ে যায়, তবে এরা তা ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। সাহায্য প্রার্থীরাও দুর্বল আর যাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে, তারাও দুর্বল। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৩)

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (٣٤) اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ

يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ (٣٥) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۤءً ۚ حَتّٰىٓ اِذَا جَاۤءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۚ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٣٩) اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ۚ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۚ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ (٤٠) - النور)

(৩৪) আমরা সুস্পষ্ট ও অকাট্য হেদায়েতসম্পন্ন আয়াত তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছি আর যে জাতিগুলো তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্তসমূহও আমরা তোমাদের সামনে পেশ করেছি। আর আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জন্য নসীহতসমূহও পাঠিয়ে দিয়েছি । (৩৫) আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও ভুমণ্ডলের জ্যোতি (নূর) স্বরূপ। (বিশ্বলোকে) তাঁর জ্যোতির দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন একটি তাকের ওপর একটি প্রদীপ রাখা হয়েছে, প্রদীপ রয়েছে একটা চিমনির মধ্যে। চিমনিটি দেখতে এরূপ, যেমন মোতির মতো ঝকমকে তারকা। আর সে প্রদীপটিকে জয়তুনের এমন এক বরকতময় গাছের তৈল দ্বারা উজ্জ্বল করা হয়, যা না পূর্বের, না পশ্চিমের। যার তৈল আপনা-আপনি উছলিয়ে পড়ে— আগুন তাকে স্পর্শ করুক আর না-ই করুক। (এভাবে) আলোর ওপর আলো (বৃদ্ধি পাওয়া সব উপাদান একত্রিত)। আল্লাহ তাঁর জ্যোতির দিকে যাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করেন। তিনি লোকদেরকে উপমার সাহায্যে কথা বুঝিয়ে থাকেন। তিনি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিফহাল। (৩৯) (পক্ষান্তরে) যারা কুফরী করেছে, তাদের আমলের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন শুষ্ক পানিহীন মরুভূমির বুকে মরীচিকা; তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তাকেই পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে পৌঁছল তখন কিছুই পেল না; বরং সেখানে সে আল্লাহকেই বর্তমান পেল, যিনি তার পুরোপুরি হিসেব মিটিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ্‌র হিসেব নিতে দেরী হয় না। (৪০) অথবা এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন এক গভীর সমুদ্রের বুকে অন্ধকার; ওপরে একটি তরঙ্গ ছেয়ে রয়েছে, এর ওপর আর একটি তরঙ্গ, এর ওপর রয়েছে মেঘমালা; অন্ধকারের ওপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলেও তা সে দেখতে পায় না। বস্তুত আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেননি, তার জন্য আর কোনো আলোই নেই। (সূরা নূর)

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا (٩) وَلَا يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا (٣٣) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ز وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا (٣٩) - (الفرقان)

(৯) লক্ষ্য করো, কি রকম আশ্চর্য ধরনের সব যুক্তি এরা তোমার সম্মুখে পেশ করছে। তারা এমনভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে যে, কোনো সঠিক কথাই তাদের বুদ্ধিতে কুলায় না। (৩৩) আর (এতে এ কল্যাণময় উদ্দেশ্যও নিহিত রয়েছে যে,) যখনই তারা তোমার সম্মুখে কোনো নতুন কথা (বা আশ্চর্যজনক প্রশ্ন) নিয়ে এসেছে, এর জবাব সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি এবং অতি উত্তমভাবে মূল কথাকে স্পষ্ট করে দিয়েছি। (৩৯) তন্মধ্যে প্রত্যেককেই আমরা (পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের) দৃষ্টান্ত দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছি আর শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করেছি। (সূরা ফুরক্বান)

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاۤءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٤١) وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ (٤٣) - (العنكبوت)

(৪১) যেসব লোক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মতো। যে নিজের জন্য একটা ঘর বানায় আর সব ঘরের মধ্যে অধিক দুর্বল হচ্ছে মাকড়সার ঘর। হায়, এ লোকেরা যদি তা জানত! (৪৩) এই দৃষ্টান্তগুলো আমরা লোকদেরকে বুঝাবার জন্য দিচ্ছি। কিন্তু এগুলো বুঝতে পারে তারাই, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে।

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٢٧) ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۗ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاۤءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاۤءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٢٨) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ (٥٨) - الروم)

(২৭) তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন আর এটি তাঁর পক্ষে সহজতর। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁর গুণাবলী সর্বোত্তম এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ। (২৮) তিনি নিজেই তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের সত্তা হতেই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন। তোমাদের মালিকানাধীন গোলামদের মধ্যে এমন কিছু গোলাম আছে কি, যারা আমাদের দেয়া ধন-সম্পদে তোমাদের সাথে সমানভাবে শরীক হবে? আর তোমরা তাদেরকে তেমনি ভয় করবে, যেমন নিজেদের সমান লোকদেরকে ভয় করে থাকো? —এভাবে আমরা আয়াতসমূহকে খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে পেশ করে থাকি তাদের জন্য, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। (৫৮) আমরা এ কুরআনে লোকদেরকে নানাভাবে বুঝিয়েছি। তুমি তাদের কাছে যে নিদর্শনই নিয়ে আসো না কেন, যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা তো এ-ই বলবে যে, তোমরা বাতিলের ওপরই রয়েছ। (সূরা রূম)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَاۤءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ (١٣) اِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْۤا اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ (١٤) قَالُوْا مَاۤ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَاۤ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ (١٥) قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَاۤ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (١٧) قَالُوْۤا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٨) قَالُوْا طَاۤئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۗ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ (١٩) وَجَاۤءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ (٢٠) اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ (٢١) وَمَا لِيَ لَاۤ اَعْبُدُ

الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٢٢) ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ (٢٣) اِنِّىْۤ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٢٤) اِنِّىْۤ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ (٢٥) قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ (٢٦) بِمَا غَفَرَ لِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ (٢٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ ۚ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْۤ اَنْشَاَهَاۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ (٧٩) الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ (٨٠) اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ (٨١) - (يٰسۤ)

(১৩) দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদেরকে সে জনবসতির কাহিনী শোনাও, যখন সেখানে রাসূলগণ এসেছিল। (১৪) আমরা তাদের প্রতি দু'জন রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তারা সে দু'জনের ওপরই মিথ্যা আরোপ করেছিল। অতপর আমরা তৃতীয় জনকে সাহায্যের জন্য পাঠালাম। তখন তারা সকলেই বলল ঃ "আমরা তোমাদের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।" (১৫) জনবসতির লোকেরা বলল ঃ "তোমরা আমাদের মতো কয়জন মানুষ ছাড়া তো কিছুই নও। আর দয়াবান আল্লাহ আদৌ কোনো জিনিস নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যা কথাই বলছ।" (১৬) রাসূলগণ বলল ঃ "আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক জানেন, আমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতি রাসূল হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি (১৭) এবং সুস্পষ্ট পয়গাম পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো দায়িত্ব নেই। (১৮) জনবসতির লোকেরা বলতে লাগল ঃ "আমরা তো তোমাদেরকে নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করি। তোমরা বিরত না হলে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের কাছে তোমরা বড়ই মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করবে।" (১৯) রাসূলগণ জবাব দিল ঃ "তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তো তোমাদের নিজেদের সঙ্গেই লেগে রয়েছে। এসব কথা কি তোমরা এজন্য বলছ যে, তোমাদেরকে নসীহত করা হয়েছে ? আসল কথা হলো, তোমরা বড়ই সীমালংঘনকারী লোক। (২০) ইতিমধ্যে শহরের উপকণ্ঠ হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো; সে বলল ঃ 'হে আমার জাতির লোকেরা! রাসূলগণের আনুগত্য কবুল করো, (২১) মেনে চলো সে লোকদেরকে যারা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান বা মজুরী চায় না এবং সঠিক পথে রয়েছে। (২২) আমি কেন সে সত্তার বন্দেগী করব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে ? (২৩) তাঁকে ছেড়ে আমি কি অন্য উপাস্য বানিয়ে নেব ? অথচ করুণাময় আল্লাহ যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তাহলে না তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসতে পারে, আর না তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারে। (২৪) আমি যদি তা করি, তাহলে আমি সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত হয়ে পড়ব। (২৫) আমি তো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি। তোমরাও আমার কথা মেনে নাও। (২৬) (শেষ পর্যন্ত তারা সে ব্যক্তিকে হত্যা করল আর) এ ব্যক্তিকে বলে দেয়া হলো যে, 'প্রবেশ কর জান্নাতে'। সে বলল ঃ "হায়! আমার জাতি যদি জানতে পারত (২৭) আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কোন জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের মধ্যে গণ্য করেছেন!" (৭৮) এখন সে আমাদের

ওপর দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের জন্ম ও সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। বলে ঃ "এ অস্থিগুলো যখন জরাজীর্ণ হয়ে গেছে তখন এগুলোকে আবার জীবন্ত করবে কে ?" (৭৯) তাকে বলো ঃ এগুলোকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার এগুলোকে পয়দা করেছিলেন। তিনি তো সৃষ্টির সব কাজই জানেন। (৮০) তিনিই তোমাদের জন্য শ্যামল সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা দ্বারা নিজেদের চুলা ধরাও। (৮১) যিনি আসমান ও জমিন পয়দা করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? কেন নন ? তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা। (সূরা ইয়াসীন)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٢٧) قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ (٢٨) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ، هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٢٩) - (الزمر)

(২৭) আমরা এ কুরআনে মধ্যে লোকদের জন্য নানা রকম ও প্রকারের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছি, যেন এরা সচেতন হয়। (২৮) এটি আরবী ভাষায় অবতীর্ণ কুরআন, যাতে কোনো প্রকার বক্রতা নেই, যেন এরা খারাপ পরিণাম হতে বাঁচতে পারে। (২৯) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। এক ব্যক্তি হলো সে, যার ওপর বেশ কয়েকজন বাঁকা স্বভাবের মনিব ও মালিক রয়েছে, যারা তাকে নিজেদের দিকে টানছে আর অপর ব্যক্তি পুরোপুরি একই মনিবের গোলাম— এ দু'জনের অবস্থা কি একই রকম হতে পারে ? প্রশংসা সবই আল্লাহ্‌র জন্য; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে রয়েছে। (সূরা যুমার)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ، اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ، اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -(حم السجدة : ٣٩)

আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনের মধ্যে একটি এই যে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, জমিন শুষ্ক জীর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। অতপর যখনই আমরা এর ওপর পানি বষর্ণ করি, সহসা তা উথলিয়ে উঠে— অঙ্কুরোদগমে স্ফীত হয়। যে আল্লাহ এ মৃত জমিনকে জীবন্ত করে দেন, তিনি মৃত লোকদেরকেও নিশ্চিতভাবে জীবন দান করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি প্রতিটি জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা হা-মীম-সাজদা ঃ ৩৯)

فَاَهْلَكْنَآ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ (٨) وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ (١٧) فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ (٥٦) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ (٥٨)اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ (٥٩) - (الزخرف)

(৮) তাদের মধ্যে যারা অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল, তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। পূর্বেকার জাতিসমূহের উদাহরণ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। (১৭) অথচ অবস্থা এ যে, এহেন দয়াবান আল্লাহ্‌র সন্তান বলে এরা যাদেরকে বলে, তাদের জন্মের সুসংবাদ যখন স্বয়ং এই লোকদের মধ্যে কাউকেও দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডলে কালিমা ছেয়ে যায় আর মন দুঃখ ও বেদনায় ভরে যায়। (৫৬) এভাবে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য তাদেরকে আমরা

অগ্রগামী ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখলাম। (৫৭) আর যখনি মরিয়াম-পুত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো, তোমার জাতির লোকেরা হট্টগোল শুরু করে দিল, (৫৯) মরিয়াম-পুত্র শুধু একজন বান্দাহ ছাড়া তো আর কিছুই ছিল না; তার প্রতি আমরা নিয়ামত দান করেছি এবং বনী-ইসরাঈলের জন্য স্বীয় কুদরতের এক বিশেষ নমুনা বানিয়েছি। (সূরা যুখরুফ)

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَٰوَةً ۖ فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ - (الجاثيه : ٢٣)

তুমি কি কখনো সেই ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করে দেখেছ, যে তার প্রবৃত্তির তাড়নাকে নিজের মা'বুদ (ইলাহ) বানিয়ে নিয়েছে এবং ইলম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে গুমরাহীতে ফেলে রেখেছেন, তার অন্তর ও কানের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর আবরণ সৃষ্টি করেছেন ? আল্লাহ ছাড়া তাকে হেদায়েত দেয়ার আর কেই-বা আছে ? তোমরা কি সবক গ্রহণ করবে না ? (সূরা জাসিয়া ঃ ২৩)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (٣) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (١٠) مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (١٥) هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (٣٨)-(محمد)

(৩) এটি এই কারণে যে, কুফরী অবলম্বনকারীরা বাতিলের অনুসরণ করেছে এবং ঈমান গ্রহণকারীরা সেই মহাসত্যের অনুসরণ করেছে যা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে থেকে এসেছে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে তাদের আসল ও যথার্থ অবস্থা বলে দিয়ে থাকেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে চলে-ফিরে বেড়ায় না ? এবং তারা সেই লোকদের অবস্থা দেখতে পায়না, যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে ? আল্লাহ তাদের সব কিছুই ধ্বংস করে দিয়েছেন আর এ কাফেরদের জন্য এরূপ পরিণতিই সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। (১৫) মুত্তাকী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, এর পরিচয় তো এই যে, তাতে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির। ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এমন দুধের যা কখনো বিস্বাদ হবে না। ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এমন পানীয়ের, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুপেয় হবে আর ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মধুর। সেখানে তাদের জন্য সর্বপ্রকারের ফল থাকবে এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে থাকবে ক্ষমা। (যে ব্যক্তির ভাগে এ জান্নাত আসবে সে কি) ঐ লোকদের মতো হতে পারে যারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে এমন উত্তপ্ত পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন করে দেবে ? (৩৮) লক্ষ্য করো, তোমাদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে যে,

আল্লাহ্‌র পথে ধন-মাল ব্যয় করো; এর জবাবে তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক কার্পণ্য করে— অথচ যে কার্পণ্য করে, সে আসলে নিজের সাথেই নিজে কার্পণ্য করে। আল্লাহ তো মুখাপেক্ষীহীন— অফুরন্ত বিত্তের মালিক; তোমরাই বরং তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে লও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোনো মানব গোষ্ঠীকে নিয়ে আসবেন। তারা তোমাদের মতো হবে না নিশ্চয়ই। (সূরা মুহাম্মদ)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا -(الفتح : ٢٩)

মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নিজেরা পরস্পর দয়াশীল। তোমরা তাদেরকে রুকূতে, সিজদায় ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে আত্মনিমগ্ন দেখতে পাবে। তাদের মুখাবয়বে সিজদার চিহ্ন ভাস্বর হয়ে আছে, যার দ্বারা তারা স্বাতন্ত্র্য সহকারে পরিচিত হয়। তাদের এ গুণ-পরিচিতি তাওরাতে উল্লিখিত রয়েছে আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, যেন একটা শস্যক্ষেত; প্রথমে তা অংকুর বের করে, তারপর তাকে শক্তি যোগান হয়। অতঃপর তা মোটা ও শক্ত হয়ে ওঠে। এরপর তা স্বীয় কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। তা চাষকারীদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয়, যেন কাফেররা এসবের ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়ার দরুন (হিংসায়) জ্বলতে থাকে। এ দলের লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা ও অতি বড় শুভ ফলের ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাতাহ ঃ ২৯)

اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۚ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۚ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ - (الحديد ٢٠)

ভালোভাবে জেনো নেও, দুনিয়ার এই জীবন শুধু একটা খেলা-তামাস ও মন ভুলানর উপায় এবং বাহ্যিক চাকচিক্য ও তোমাদের পরস্পরে গৌরব-অহংকার করা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক দিয়ে একজনের অপর জন হতে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র। তা ঠিক এই রকমই, যেমন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তা থেকে উৎপন্ন সবুজ-শ্যামল গাছ-পালা ও উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক সন্তুষ্ট হয়ে গেল। তারপর সেই ক্ষেতের ফসল পাকে আর তোমরা দেখো যে তা লালচে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষি হয়ে যায়। এর বিপরীত হচ্ছে পরকাল। তা এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব আর আল্লাহ্‌র ক্ষমা-মার্জনা এবং তাঁর সন্তোষ। দুনিয়ার জীবনটা একটা প্রতারণা ও ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٥) كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ (١٦) لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا

الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (٢١) -(الحشر)

(১৫) এরা সেই লোকদের মতো যারা এদের কিছুকাল পূর্বেই নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ নিয়েছে এবং এদের জন্য মর্মান্তিক আযাব রয়েছে। (১৬) এদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মতো। প্রথমে সে লোকদেরকে বলে ঃ 'কুফরী করো'। আর যখন সে কুফরী করে বসে, তখন সে বলে ঃ আমি তোমার দায়িত্ব হতে মুক্ত। আমি তো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে ভয় পাই। (২১) আমরা যদি এ কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপরও অবতীর্ণ করে দিতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে, তা আল্লাহ্র ভয়ে ধ্বসে যাচ্ছে ও দীর্ণ-বিদীর্ণ হচ্ছে। এ দৃষ্টান্তগুলো আমরা লোকদের সম্মুখে এ উদ্দেশ্যে পেশ করছি যে, তারা (নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে) চিন্তা-বিবেচান করবে।(সূরা হাশর)

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ - (الجمعة : ٥)

যেসব লোককে তওরাতের ধারক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা সেই বোঝা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গর্দভের ন্যায়, যার পৃষ্ঠে বহু কিতাব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ থেকেও নিকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হলো সেসব লোকেরা যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অসত্য মনে করে অমান্য করেছে। এ ধরনের জালিম লোককে আল্লাহ্ হেদায়েত দান করেন না। (সূরা জুম'আ ঃ ৫)

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ز اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ - (المنفقون : ٤)

এদের প্রতি তাকালে এদের অবয়বকে তোমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হবে। আর এরা কথা বললে এদের কথা শুনে মগ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে এরা খোদাইকৃত কাষ্ঠ খণ্ড মাত্র, যা প্রাচীরের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি জোর আওয়াজকে এরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরা পাকা শত্রু। এদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে থাকো। এদের ওপর আল্লাহ্র গযব। এদেরকে উল্টা কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? (সুলা মুনাফিকুন ঃ ৪)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ (١٠) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (١١) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ (١٢) - (التحريم)

(১০) আল্লাহ্ কাফেরদের ব্যাপারে নূহ ও লূত-এর স্ত্রীদেরকে দৃষ্টান্তরূপে পেশ করেছেন। তারা আমাদের দু'জন নেক বান্দাহ্র স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তাদের কোনো কাজেই আসতে পারল না। দু'জনকেই বলে

দেয়া হয়েছে ঃ 'যাও আগুনে প্রবেশকারী লোকদের সাথে তোমরাও প্রবেশ করো'। (১১) আর ঈমানদারদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যখন সে দো'আ করেছিল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার জান্নাতে একখানি ঘর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ফিরাউন ও তার কার্যকলাপ হতে রক্ষা করো। আর জালিম লোকদের কবল হতে আমাকে বাঁচাও'। (১২) আর ইমরানের কন্যা মরিয়মেরও দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যে স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছিল। অতপর আমরা তার ভিতরে নিজের পক্ষ হতে রূহ ফুঁকে দিলাম। সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের বাক্যসমূহ এবং তাঁর কিতাবাদির সত্যতা প্রমাণ করল। আসলে সে অনুগত ও বিনীত লোকদের মধ্যে গণ্য ছিল। (সূরা তাহরীম)

إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ إِذْ أَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ (١٧) وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ (٢٠) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ (٢١) أَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ (٢٢) فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ (٢٣) أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ (٢٤) وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ (٢٥) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوْآ إِنَّا لَضَآلُّوْنَ (٢٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ (٢٧) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ (٢٨) قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (٢٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ (٣٠) قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ (٣١) عَسٰى رَبُّنَآ أَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ (٣٢) كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٣٣) - (القلم)

(১৭) আমরা এদেরকে (মক্কাবাসীকে) সেরূপ পরীক্ষায় ফেলেছি যেমন করে একটি বাগানের মালিকদেরকে পরীক্ষার সম্মখীন করেছিলাম। তারা যখন কসম করে বলল যে, আমরা খুব সকাল বেলা অবশ্য-অবশ্যই আমাদের বাগানের ফল পাড়ব, (১৮) তখন তারা এ কথায় কোনোরূপ ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা রাখল না। (১৯) রাত্রি বেলা তারা নিদ্রামগ্ন হলো, এ সময় তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে একটি বিপদ সে বাগানের ওপর আপতিত হলো (২০) এরং এর অবস্থা যেন কর্তিত ফসলের মতো হয়ে গেল। (২১) সকাল বেলা তারা একজন অপর জনকে ডাকল (২২) যে, ফল পাড়তে হলে খুব সকাল-সকালই নিজেদের ক্ষেতের দিকে রওয়ানা হয়ে চলো। (২৩) অতঃপর তারা রওয়ানা হলো। তারা পরস্পরকে চুপেচুপে বলছিল (২৪) যে, আজ যেন কোনো ভিখারী তোমাদের কাছে আসতে না পারে। (২৫) তারা কাউকেও কিছু না দেয়ার ফয়সালা করে খুব ভোরের দিকে তাড়াহুড়া করে তথায় এমনভাবে উপস্থিত হলো, যেন তারা (ফল পাড়ার ব্যাপারে) খুব সক্ষম। (২৬) কিন্তু বাগানটি যখন তারা দেখল, তখন বলতে লাগল ঃ আমরা নিশ্চয়ই পথ ভুলে গেছি; (২৭) না, বরং আমরা বঞ্চিতই হয়ে গেছি। (২৮) তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি খুব উত্তম ছিল সে বলল ঃ আমি কি তোমাদের বলিনি যে, তোমরা তসবীহ্ করো না কেন ? (২৯) তারা উচ্চস্বরে বলে উঠলো ঃ 'মহান-পবিত্র আমাদের আল্লাহ! আমরা বাস্তবিকই বড় গুনাহগার ছিলাম। (৩০) পরে তারা পরস্পর পরস্পরকে তিরস্কার করতে লাগল। (৩১) শেষ পর্যন্ত তারা বললঃ আমাদের অবস্থার জন্য বড়ই আফসোস! আমরা নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী হয়ে গিয়েছিলাম। (৩২) সম্ভবত

আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম বাগান দান করবেন। আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাচ্ছি। (৩৩) এরূপ হয়ে থাকে আযাব! আর পরকালের আযাব তো এর চেয়েও অনেক বড়। কতই না ভালো হতো, যদি এ লোকেরা জানত! (সূরা ক্বালাম)

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ - (المدثر : ٣١)

আমরা দোযখের এই কর্মচারী ফেরেশতাদেরকে বানিয়েছি। আর তাদের সংখ্যাকে কাফেরদের জন্য একটা পরীক্ষা-মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছি। যেন আহলি কিতাবের লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পারে এবং ঈমানদার লোকদের ঈমান বৃদ্ধি লাভ করে। আর আহলি কিতাব ও ঈমানদার জনগণ কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে না থাকে আর দিলের রোগী ও কাফেররা বলবে এ ধরনের আশ্চর্যজনক কথা বলে আল্লাহ কি বুঝাতে চান ? এভাবে আল্লাহ যাকে চান গুমরাহ করে দেন আর যাকে চান হেদায়েত দান করেন। আর তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সৈন্য বাহিনীকে স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। আর এ দোযখের উল্লেখ কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যে, লোকদের পক্ষে এ থেকে যেন নসীহত লাভ সম্ভব হয়।

### ৬. আসহাবে কাহাফ

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا (٩) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (١٠) فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا (١١) ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا أَمَدًا (١٢) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى (١٣) وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ إِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ إِذًا شَطَطًا (١٤) هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ۚ لَوْلَا يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ ۢ بَيِّنٍ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا (١٥) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللّٰهَ فَأْوٗٓا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا (١٦) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا (١٧) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (١٨) وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۚ

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا
أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا (١٩) إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (٢٠)
وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ
أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم
مَّسْجِدًا (٢١) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ
سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا
وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا (٢٢) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (٢٥) قُلِ اللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ
فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (٢٦) - (الكهف)

(৯) (হে নবী!) তুমি কি মনে করো যে, গুহাবাসী ও রাকীমওয়ালা লোকেরা আমাদের বড় বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল ? (১০) যখন কয়েকজন যুবক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল এবং তারা বলল ঃ "হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে তোমার বিশেষ রহমত দ্বারা ধন্য করো এবং আমাদের সমস্ত ব্যাপারটি সুষ্ঠু ও সঠিকরূপে গড়ে দাও"; (১১) তখন আমরা তাদেরকে সে গুহার মধ্যেই সান্ত্বনা দিয়ে কয়েক বছরের জন্য গভীর নিদ্রায় বিভোর করে দিলাম। (১২) তারপর আমরা তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম, যেন দেখতে পারি যে, তাদের মধ্যে কারা নিজেদের অবস্থানকালের সঠিক হিসেব করতে পারে। (১৩) আমরা তাদের প্রকৃত কাহিনী তোমাকে শুনাচ্ছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমরা তাদের সুপথে চলার কাজে অনেক উন্নতি দান করেছিলাম। (১৪) আমরা সে সময় তাদের হৃদয়কে মজবুত করে দিয়েছিলাম, যখন তারা জেগে উঠল এবং ঘোষণা করল ঃ "আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো তিনিই, যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু। আমরা তাকে ত্যাগ করে অন্য কোনো মা'বুদকে মেনে নেব না। আমরা যদি সেরূপ করি তাহলে তা হবে এক অযৌক্তিক ও অনর্থক কথা"। (১৫) (অতঃপর তারা পরস্পরে বলল ঃ) "এই আমাদের জাতির লোকেরা, এরা তো বিশ্বের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা-প্রভুকে পরিত্যাগ করে অন্যকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। এ লোকেরা নিজেদের আকীদার সমর্থনে কোনো সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করে না কেন ? অনন্তর সে ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ্র ওপর মিথ্যা কথা আরোপ করে ? (১৬) এখন যখন তোমরা এদের ও এরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য যাদের ইবাদত করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছ, তখন চলো, অমুক গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করো। তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তোমাদের প্রতি নিজের রহমতের অবদান ব্যাপক ও প্রশস্ত করে দেবেন এবং তোমাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে দেবেন। (১৭) তুমি যদি তাদেরকে গুহার ভিতরে দেখতে, তাহলে দেখতে পেতে যে, সূর্য যখন উদয় হয় তখন তা তাদের গুহা ছেড়ে ডান দিক

থেকে উচ্চে উঠে যায় আর যখন অস্ত যায়, তখন তাদের হতে আড়ালে থেকে বাম দিকে নেমে যায়। আর সে লোকেরা গুহার অভ্যন্তরে এক বিশাল জায়গায় পড়ে রয়েছে। বস্তুত এটি আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দেন, সে-ই হেদায়েত পেতে পারে আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য তুমি কোনো পৃষ্ঠপোষক ও পথ প্রদর্শক পেতে পারো না। (১৮) তোমরা তাদেরকে দেখে মনে করো যে, তারা সজাগ রয়েছে। অথচ তারা নিদ্রিত অবস্থায় ছিল। আমরা তাদেরকে ডানে ও বামে পাশ বদলিয়ে দিচ্ছিলাম আর তাদের কুকুর গর্তের মুখে সামনের দুই পা ছড়িয়ে বসেছিল। তোমরা যদি এর ভিতরে উঁকি মেরে দেখতে, তাহলে পিছন দিকে সরে পালিয়ে যেতে; তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে তোমাদের মনে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হতো। (১৯) আর এরূপ বিস্ময়কর কীর্তির দরুনই আমরা তাদেরকে উঠিয়ে বসিয়ে দিলাম, যেন তারা পরস্পরের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন জিজ্ঞেস করল ঃ "বলো এই অবস্থায় তোমরা কতদিন ছিলে ?" অপরজন বলল ঃ "সম্ভবত পূর্ণ একটি দিন কিংবা তা থেকেও কিছু কম সময় ছিলাম হয়ত।" তারপর তারা সকলে বলল ঃ "আল্লাহ্ই ভালো জানেন যে, এই অবস্থায় আমাদের কতকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন চলো, আমাদের কাউকেও রূপার এ মুদ্রাটি দিয়ে শহরে পাঠিয়ে দেই। সে দেখুক সবচেয়ে ভালো খাবার কোথায় পাওয়া যায়। সেখান থেকে সে কিছু খাবার নিয়ে আসুক। তাকে একটু সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে, যেন আমাদের এখানে বসবাসের কথা কেউই টের না পায়। (২০) আমাদের সংবাদ যদি তাদের কাছে একবার প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে তারা আমাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলবে অথবা জোরপূর্বক নিজেদের মিল্লাতে ফিরিয়ে নেবে। আর যদি তাই হয়, তাহলে আমরা কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারব না"। (২১)—এভাবে আমরা শহরবাসীকে তাদের সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে দিলাম, যেন লোকেরা জানতে পারে যে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য আর কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় নিঃসন্দেহে এসে পৌছবে। (কিন্তু একটু ভেবে দেখো, এ-ই যখন আসল চিন্তার বিষয় ছিল) তখন তারা পরস্পরে এ কথা নিয়ে বিতর্ক করেছিল যে, এই লোকদের (গুহাবাসীদের) সাথে কি করা যাবে। কিছু লোক বলল ঃ "এদের ওপর একটি প্রাচীর দাঁড় করে দাও, এদের রব্বই এদের ব্যাপারটিকে ভালো জানেন"। কিন্তু যারা তাদের বিষয়াদির ওপর কর্তৃত্বশীল ছিল, তারা বলল ঃ "আমরা তো এদের ওপর একটি উপাসনা-কেন্দ্র নির্মাণ করব"। (২২) কিছু লোক বলবে, তারা ছিল তিনজন আর চতুর্থ ছিল তাদের কুকুরটি। আবার অপর কিছু লোক বলবে, তারা ছিল পাঁচজন আর ষষ্ঠ ছিল তাদের কুকুর; এরা সকলেই আন্দাজ অনুমানে কথা বলে। অপর কিছু লোক বলে যে, এরা ছিল সাতজন, আর অষ্টম ছিল তাদের কুকুরটি। বলো তারা প্রকৃতপক্ষে কতজন ছিল, তা আমাদের রব্বই ভালো জানেন। খুব কম লোকই তাদের সঠিক সংখ্যা জানে। অতএব তুমি সাধারণ কথাবার্তা ব্যতীত তাদের সংখ্যা সম্পর্কে লোকদের সাথে বিতর্ক করো না এবং তাদের সম্পর্কে কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেসও করো না। (২৫) —আর তারা নিজেদের গুহার মধ্যে তিন শত বছর অবস্থান করল, অবশ্য কিছু লোক (মেয়াদ গণনা করতে গিয়ে) আরও নয়টি বছর অতিরিক্ত গণনা করেছে। (২৬) তুমি বলো, তাদের অবস্থানের সঠিক মেয়াদ আল্লাহ তা'আলা অধিক ভালো জানেন। আসমান ও জমিনের যাবতীয় গোপন অবস্থা তাঁরই জানা আছে। তিনি কত সুন্দরভাবে দেখেন, কত সুন্দর ও নির্ভুলভাবে তিনি শুনেন! (জমিন ও আসমানের) গোটা সৃষ্টির তত্ত্বাবধায়ক তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি তাঁর রাজ্যশাসনে কাউকেও শরীক করেন না। (সূরা কাহাফ)

## ৭. লাইতুল কৃদর

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَآ أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣) تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)- (القدر)

(১) আমি এই (কুরআনকে) কৃদরের রাতে নাযিল করেছি। (২) তুমি কি জানো, কৃদ্‌রের রাত কি ? (৩) কৃদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম। (৪) ফেরেশতা ও রূহ এই (রাতে) তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়। (৫) এই রাতটি পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তাময় ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। (সূরা কৃদর)

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِيْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَ أَيْقَظَا أَهْلَهُ -

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, যখন (রমযানের শেষ) দশদিন এসে যেত, তখন নবী করীম (স) পরনের কাপড় মজবুত করে বাধতেন (অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন), রাতে জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগাতেন।(বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, তোমরা লাইলাতুল কৃদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ করো। (বুখারী)

عَنْ أَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ যখন কৃদর রাত আসে, তখন হযরত জিবরাইল (আ) ফেরেশতাদের বাহিনী নিয়ে অবতীর্ণ হন, এবং দাড়িয়ে কিংবা বসে আল্লাহর যিকিরে, থাকা প্রত্যেক বান্দার জন্য রহমতের দো'আ করেন।
(বায়হাকী, শেয়বুল ঈমাম)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانً وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রামাযানের সিয়াম পালন করল, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় কৃদরের রাতে (ইবাদত) দাড়াল তার আগেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী)

দশম অধ্যায়

# দ্বীন

## ১. দ্বীন

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ........ – (الانعام: ٧٠)

যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেছে ... ... (সূরা আন'আম ঃ ৭০)

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ(٨) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَاءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٩) اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٢١) – (الشورى)

(৮) আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে এদের সবাইকে একই 'উম্মত' বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান স্বীয় রহমতের মধ্যে দাখিল করেন। আর জালিমদের না কেহ পৃষ্ঠপোষক আছে, না কোনো সাহায্যকারী। (৯) এ লোকেরা কি (এমনই নির্বোধ যে) এরা তাঁকে বাদ দিয়ে অপরকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে ? পৃষ্ঠপোষক (ওলী) তো আল্লাহ্, তিনিই মৃতদের জীবিত করেন আর তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিমান ও ক্ষমতাবান। (২১) এরা কি আল্লাহ্র এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে যারা এদের জন্য 'দ্বীন'-এর মতো কোনো নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আল্লাহ যার কোনো অনুমতি দেননি ? যদি ফয়সালার সময়টি পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া না হতো, তাহলে এতদিনে তাদের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করে দেয়া হতো। এ জালিমদের জন্য নিশ্চিত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (সূরা শূরা)

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ (٥) – (البيّنة)

(৪) পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে তাদের কাছে (সঠিক-নির্ভুল পথের) সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে যাওয়ার পর। (৫) আর তাদেরকে অন্য কোনো হুকুমই দেয়া হয়নি এছাড়া যে, তারা আল্লাহ্র বন্দেগী করবে— নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে। আর (তারা) নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। মূলত এটিই যথার্থ সত্য, সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন। (সূরা বাইয়্যেনাহ্)

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (١٢٠) وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ط وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١٣٠) وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ط يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (١٣٢) وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٣٥) يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ج وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ط وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢١٧) لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ج قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ج لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٥٦) – (البقرة)

(১২০) ইহুদী ও খ্রিস্টানরা তোমার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শুরু করবে। তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও যে, আল্লাহ্ যে পথের সন্ধান দিয়েছেন, প্রকৃত পথ তা-ই। অন্যথায় তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে, তা লাভ করার পরও যদি তুমি তাদের বাসনা অনুসারে চলতে থাকো, তবে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করার মতো তোমার কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী হবে না। (১৩০) এখন কে ইবরাহীমের জীবন-পন্থাকে ঘৃণা করবে ? বস্তুত যে ব্যক্তি নিজেকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতায় নিমজ্জিত করেছে, সে ব্যতীত আর কে এরূপ ধৃষ্টতা দেখাতে পারে ? ইবরাহীম তো সে ব্যক্তি যাকে আমি পৃথিবীতে আমার কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাছাই করে নিয়েছিলাম এবং পরকালে সে নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবে। (১৩২) এ পন্থায়ই চলবার জন্য সে আপন সন্তানদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিল। ইয়াকুবও তার সন্তানদেরকে এই উপদেশই দিয়ে গেছে। সে বলেছিল ঃ "হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা)-ই মনোনীত করেছেন। কাজেই মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা 'মুসলিম' (অনুগত) হয়েই থাকবে।" (১৩৫) ইহুদীরা বলে ঃ ইহুদী হও, তবেই সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। খ্রিস্টানরা বলে ঃ খ্রিস্টান হও, তবেই সত্যের সন্ধান পাবে। তাদের সকলকেই বলে দাও যে, তারা কেউই ঠিক নয় বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পন্থা অবলম্বন করো। আর (এ কথা সর্বজনবিদিত যে) ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (২১৭) লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হারাম (সম্মানিত) মাসে যুদ্ধ করা কি রকম ? উত্তরে বলে দাও, এ মাসে লড়াই করা খুবই অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তা হতেও অধিক বড় অন্যায় হচ্ছে আল্লাহ্র পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করা, আল্লাহবিশ্বাসীদের জন্য 'মসজিদে হারামের' পথ বন্ধ করা এবং হেরেমের অধিবাসীদেরকে সেখান হতে বহিষ্কার করা। আর ফিতনা বিপর্যয় ও রক্তপাত হতেও কঠিনতর ব্যাপার। তারা

তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে; এমন কি তাদের সাধ্যে কুলালে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন হতেও ফিরিয়ে নেবে। (এ কথা খুব ভালো করে বুঝে লও যে,) তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ তাঁর দ্বীন হতে ফিরে যাবে এবং কুফরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে। এ ধরনের সকল লোকই জাহান্নামী হবে এবং চিরদিন তারা জাহান্নামেই অবস্থান করবে। (২৫৬) দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল কথা সুস্পষ্ট এবং ভুল চিন্তাধারা হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। এখন যে কেউ 'তাগূতকে' অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছে, সে এমন এক শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে, যা কখনোই ছিঁড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ্ (যার আশ্রয় সে গ্রহণ করেছে) সব কিছু শ্রবণ করেন ও সব কিছু জানেন। (সূরা বাকারা)

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (١٩) اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (٨٣) قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ قف فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٩٥) – (اٰل عمرٰن)

(১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে কেবলমাত্র ইসলাম। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা এই জীবন-ব্যবস্থা হতে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে, তাদের এই কর্মনীতির একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, প্রকৃত জ্ঞান পাওয়ার পর তারা পরস্পরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্যেই এরূপ করছে। বস্তুত আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ও হেদায়েত জেনে নিতে যে অস্বীকার করবে তার কাছ থেকে হিসাবে গ্রহণ করতে আল্লাহ্‌র বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। (৮৩) এখন এইসব লোক কি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার পন্থা (আল্লাহর দ্বীন) পরিত্যাগ করে অন্য কোনো পন্থা গ্রহণ করতে চায় ? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহর নির্দেশের অধীন (মুসলিম) হয়ে আছে। আর মূলত তাঁরই দিকে সকলকে ফিরে যেতে হবে। (৯৫) বলো, আল্লাহ যা কিছু বলেছেন, সত্য বলেছেন। অতএব, তোমাদের সকলেরই একমুখী হয়ে ইবরাহীমের পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য। আর (এ কথা সুস্পষ্ট যে) ইবরাহীম কখনও শির্‌ককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ط وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا (١٢٥) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ط وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (١٤٦) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ط اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ج اَلْقٰهَاۤ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ قف وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ط اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط سُبْحٰنَهٗۤ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ م لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (١٧١) – (النساء)

(১২৫) বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে মস্তক অবনত করে দিয়েছে ও নিজের জীবনযাত্রায় সততা অবলম্বন করেছে এবং সম্পূর্ণ একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পন্থা অনুসরণ করছে— সে ইবরাহীমের পন্থা— যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন— তার অপেক্ষা উত্তম জীবন যাপন পদ্ধতি আর কার হতে পারে ? (১৪৬) তবে তাদের মধ্য হতে যারা তওবা করবে ও নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে নেবে; এই ধরনের লোকেরা মুমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন। (১৭১) হে আহ্‌লি কিতাব! তোমরা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি খালেস সত্য ছাড়া আর কিছু আরোপ করো না। মরিয়মপুত্র ঈসা মসীহ অন্য কিছুই ছিল না, ছিল আল্লাহ্‌র একজন রাসূল। সে ছিল আল্লাহ্‌র একটি 'ফরমান' যা আল্লাহ মরিয়মের প্রতি নাযিল করেছিলেন। সে ছিল আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একটি রূহ (যা মরিয়মের গর্ভে সন্তানের আকার ধারণ করেছে)। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনো এবং বলো না : (আল্লাহ) তিনজন আছে। বিরত হও, এটা তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ্। কেউ তাঁর সন্তান হবে, এটা হতে তিনি পবিত্র। আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু তাঁরই মালিকানাধীন; সে সবের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট। (সূরা নিসা)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٥٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٧٧) - (المائدة)

(৩) তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশ্‌ত এবং সেসব জন্তু, যা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ্ করা হয়েছে; যা কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে, আঘাত পেয়ে কিংবা ওপর হতে পড়ে গিয়ে অথবা সংঘর্ষে পড়ে মরেছে কিংবা যাকে কোনো হিংস্র জন্তু ছিন্নভিন্ন করেছে– যা জীবিত পেয়ে তোমরা যবেহ্ করেছ তা ব্যতীত এবং যা কোনো 'আস্তানায়' বা যজ্ঞাবেদীতে (বেদীমূলে) যবেহ্ করা হয়েছে। সে সঙ্গে পাশা খেলার মাধ্যমে

নিজের ভাগ্য জেনে নেয়াও তোমাদের জন্য জায়েয নয়। এসব কাজ সম্পূর্ণ ফাসিকী। আজ কাফিরগণ তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ নিরাশ হয়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি। (অতএব হালাল ও হারামের যে সব বিধি-নিষেধ তোমাদের প্রতি আরোপ করেছি, তা পূর্ণরূপে পালন করো।) অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে এর মধ্য হতে কোনো জিনিস খেয়ে ফেলে— গুনাহ করর কোনো প্রবণতা ছাড়াই— তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব গুনাহ মার্জনাকারী ও অশেষ রহমত দানকারী। (৫৪) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায় (তবে যাক না), আল্লাহ্ আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং আল্লাহ্ হবেন তাদের নিকট প্রিয়, যারা মুমিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর; যারা আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টা-সাধনা করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিশেষ, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, তাকেই এটা দান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ বিশাল-বিপুল উপায়-উপাদানের মালিক, তিনি সর্বজ্ঞ। (৫৭) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলি কিতাব থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে, তাদেরকে এবং অপরাপর কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিও না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (৭৭) বলো, হে আহলি কিতাব! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং সে লোকদের খোশ-খেয়াল ও কল্পনার অনুসরণ করো না যারা তোমাদের পূর্বে গুমরাহ হয়ে গেছে ও অনেক লোককে গুমরাহ করেছে এবং 'সাওয়া উস্-সাবিল' হতে ভ্রষ্ট হয়েছে।

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ اُولٰٓـئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ (٧٠) وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ (١٣٧) اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ۗ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (١٥٩) قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٦١) -(الانعام)

(৭০) যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেছে, তাদের কথা ছেড়ে দাও। তবে তাদেরকেও এই কুরআন শুনিয়ে নসীহত ও সতর্ক করতে থাকো: এই আশঙ্কায় যে, কেউ কোথাও নিজস্ব কীর্তিকলাপের দরুন খারাপ পরিণামে নিমজ্জিত হয়ে না যায়। বিশেষত এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্‌র আযাব হতে রক্ষা করার জন্য কোনো বন্ধু, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না। আর যদি কেউ সম্ভাব্য সকল জিনিস 'ফিদিয়া' স্বরূপ দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়, তবে তাও তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। কেননা এই ধরনের লোক তো নিজেদের কাজের ফলেই ধরা পড়ে যাবে। সত্যকে

অস্বীকার করার পরিণামে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি পান করার জন্য ও পীড়নকারী আযাব ভোগ করবার জন্যও দেয়া হবে। (১৩৭) এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে। এবং তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়। আল্লাহ্ চাইলে তারা এরূপ করতো না। কাজেই তাদের ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় নিমগ্ন থাকুক। (১৫৯) যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে নিশ্চয়ই কোনো দিক দিয়েই তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণত আল্লাহ্‌র ওপরই সোপর্দ রয়েছে। তিনিই তাদেরকে বলবেন, তারা কি কি করেছিল। (১৬১) হে মুহাম্মদ! বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নিঃসন্দেহেই আমাকে সঠিক-নির্ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন,— সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে নির্ভুল দ্বীন, যাতে বক্রতার কোনো স্থান নেই। এই ইবরাহীমের অবলম্বিত পথ ও পন্থা, যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও একমুখিতার সাথে গ্রহণ করেছিল এবং সে মুশরিকদের মধ্যে ছিল না।

قُلْ اَمَرَ رَبِّى بِالْقِسْطِ ف وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ (٢٩) الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ج فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا لا وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ (٥١) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ط قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ (٨٨) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ط وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ط وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ (٨٩) - (الاعراف)

(২৯) (হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো ইনসাফ ও সত্যতার হুকুম দিয়েছেন এবং তাঁর হুকুম এই যে, তোমরা প্রতিটি ইবাদতে স্বীয় লক্ষ্য স্থির রাখবে আর তাঁকে ডাকো স্বীয় দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে। তিনি এখন যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তোমাদেরকে আবার পয়দা করা হবে। (৫১) যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারণার গোলক ধাঁধাঁয় নিমজ্জিত রেখেছিল। আল্লাহ্ বলেন ঃ আজ আমরা তেমনিভাবেই তাদেরকে ভুলে থাকব, যেমন করে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে ছিল এবং আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। (৮৮) সে লোকদের সরদার-মাতব্বরগণ— যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে নিমগ্ন ছিল— তাকে বললঃ "হে শোআইব! আমরা তোমাকে ও তোমার প্রতি ঈমানদার লোকদেরকে এই জনপদ হতে বহিষ্কার করে দেবো; অন্যথায় তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে।" শোআইব জবাব দিল ঃ "আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে আনা হবে, আমরা যদি রাজি না-ও হই তবুও ? (৮৯) আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হবো যদি তোমাদের মিল্লাতে ফিরে আসি, যখন আল্লাহ্ আমাদেরকে এটা হতে মুক্তিদান করেছেন। আমাদের পক্ষে তো এর দিকে ফিরে আসা এখন কিছুতেই সম্ভব নয়, তবে

আমাদের রব্ব আল্লাহই যদি এরূপ চান (সে ভিন্ন কথা)। আমাদের আল্লাহ্‌র জ্ঞান সর্বব্যাপক, তাঁরই ওপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়েছি। হে আল্লাহ! আমাদের ও আমাদের জাতির লোকদের মাঝে সঠিকভাবে ফয়সালা করে দাও আর তুমিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।"

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٣٩) اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٤٩) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٧٢) - (الانفل)

(৩৯) হে ঈমানদার লোকেরা! এই কাফেরদের সাথে লড়াই করো, যেন শেষ পর্যন্ত ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্‌রই জন্য হয়ে যায়। (৪৯) যখন মুনাফিক এবং যাদের হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত তারা বলছিল যে, এই লোকদেরকে তো এদের 'দ্বীন' (ধর্ম) ধোঁকার কবলে নিক্ষিপ্ত করেছে; অথচ কেউ যদি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে, তাহলে তিনি বড়ই শক্তিমান ও সকল বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানী। (৭২) যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্‌র পথে নিজেদের জান-প্রাণ উৎসর্গ করেছে ও ধন-মাল খরচ করেছে আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে তারাই আসলে পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আর যারা ঈমান তো এনেছে, কিন্তু হিজরত করে (দারুল-ইসলামে) আগমন করেনি, তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কোনো সম্পর্ক নেই— যতক্ষণ না তারা হিজরত করে আসবে। তবে দ্বীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের নিকট সাহায্য চায়, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তাও এমন কোনো জাতির বিরুদ্ধে যেতে পারবে না যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখে থাকেন। (সূরা আনফাল)

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ؕ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (١١) وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ (١٢) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (٣٣) اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ۫ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (٣٦) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (١٣٢) - (التوبة)

(১১) অতএব তারা এখন যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। জ্ঞানবান লোকদের জন্য আমরা আমাদের আইন-কানুন স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি। (১২) আর যদি চুক্তি-প্রতিশ্রুতি সম্পদনের পর তারা নিজেদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে, তাহলে কুফরের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াই করো। কেননা তাদের 'কসমের' কোনো বিশ্বাস নেই। সম্ভবত (আবার তরবারির আঘাতের ভয়েই) তারা বিরত হবে। (৩৩) তিনি আল্লাহই, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েতের বিধান ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে দ্বীন জাতীয় সব জিনিসের ওপরই বিজয়ী করে দেন; মুশরিকদের পক্ষে তা যতই অসহ্য ব্যাপারই হোক না কেন। (৩৬) প্রকৃত কথা এই যে, যখন হতে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তাঁর কাছে মাসগুলোর সংখ্যা লিপিবদ্ধ রয়েছে বারোটি। এর মধ্যে চারটি মাস হারাম। এটা নির্ভুল ব্যবস্থা, অতএব এই চার মাসে নিজেদের ওপর জুলুম করো না আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে মিলে লড়াই করো, যেমন করে তারা সকলে মিলে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই রয়েছেন। (১২২) ঈমানদার লোকদের সকলেরই বের হয়ে পড়া জরুরী ছিল না। কিন্তু এরূপ কেন হলো না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ হতে কিছু লোক বের হয়ে আসত ও দ্বীনের সমঝ লাভ করত এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদের সাবধান করত, যেন তারা (অমুসলিম সুলভ আচরণ হতে) বিরত থাকতে পারে। (সূরা তওবা)

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ ج وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْا أَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ لا دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ (٢٢) قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ ج وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠٤) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ج وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٠٥) - (يونس)

(২২) তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদেরকে শুষ্কতা ও আর্দ্রতার মধ্যে পরিচালনা করেন। এমন কি, তোমরা যখন নৌকায় আরোহণ করে অনুকূল হাওয়ায় আনন্দ-স্ফূর্তিতে সফর করতে থাকো আর সহসাই বিপরীতমুখী হাওয়া তীব্র হয়ে আসে, চারদিক হতে তরঙ্গের আঘাত এসে ধাক্কা দেয় আর আরোহীরা মনে করে যে, তারা তরঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে, তখন তারা সকলেই নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্রই জন্য খালেস করে তাঁরই কাছে এই দো'আ করে, "তুমি যদি আমাদের এই বিপদ হতে রক্ষা করো, তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ ও শোকর গুযার বান্দাহ হয়ে থাকব। (১০৪) (হে নবী!) বলো ঃ হে লোকেরা ! তোমরা যদি আমার দ্বীন সম্পর্কে এখনো কোনোরূপ সন্দেহের মধ্যে থেকে থাকো, তাহলে শুনিয়া রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের দাসত্ব করো, আমি সে সবের দাসত্ব করি না; বরং কেবল সে আল্লাহ্রই বন্দেগী ও দাসত্ব করি, তোমাদের জীবন ও মৃত্যু যার মুষ্ঠিতে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদের মধ্যকার একজন হব। (১০৫) আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ— একমুখী হয়ে নিজেকে যথাযথভাবে এই দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও আর কস্মিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে গণ্য হবে না। (সূরা ইউনুস)

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهٖ قَبْلَ أَنْ يَّأْتِيَكُمَا ۚ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (٣٧) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاۤءِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ (٣٨) مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ إِلَّآ أَسْمَاۤءً سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمْ مَّآ أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوْٓا إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٤٠) - (يوسف)

(৩৭) ইউসুফ বলল ঃ "এখানে তোমরা যে খাবার পাও, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদের এই স্বপ্নগুলো ব্যাখ্যা বলে দেবো। আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাকে যে জ্ঞান-ভাণ্ডার দান করেছেন, এটা সে জ্ঞানেরই অংশ-বিশেষ। আসল কথা এই যে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না ও পরকালকে অস্বীকার করে, আমি তাদের নিয়ম-নীতি পরিত্যাগ করেছি। (৩৮) আর আমার পূর্ব-পুরুষ ইবরাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুব প্রমুখের আদর্শ গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র সাথে কাউকেও শরীক করা আমাদের কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি ও সমগ্র মানবতার প্রতি এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (যে তিনি আমাদেরকে তার নিজের ছাড়া আর কারোই দাস বানাননি)। কিন্তু অধিকাংশ লোকই শোকর করে না। (৪০) তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগী করো, তারা কয়েকটি নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ। আল্লাহ্‌ এগুলোর জন্য কোনোই সনদ নাযিল করেননি। বস্তুত সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো জন্যই নয়। তাঁর নির্দেশ এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ ছাড়া তোমরা আর কারোরই দাসত্ব ও বন্দেগী করবে না। এটিই সঠিক ও খাঁটি জীবন-যাপন পন্থা; কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না। (সূরা ইউসুফ)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَآ أَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۚ فَأَوْحٰٓى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ - (ابرٰهيم : ١٣)

শেষ পর্যন্ত অমান্যকারীরা তাদের নবী-রাসূলগণকে বলল ঃ "হয় তোমাদেরকে আমাদের ধর্মমতে ফিরে আসতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করে দেব।" তখন তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদের প্রতি ওহী পাঠালেন ঃ "আমরা এই জালিমদেরকে ধ্বংস করে দেবো। (সূরা ইবরাহীম ঃ ১৩)

وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ (٥٢) ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٢٣) - (النحل)

(৫২) তাঁরই জন্য সব কিছু, যা আছে আকাশমণ্ডলে আর যা আছে জমিনে এবং একান্তভাবে তাঁরই দ্বীন (সমগ্র সৃষ্টিলোকে) চলছে। অতঃপর আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তোমরা কি অপর কারো প্রতি তাকওয়া পোষণ করবে ? (১২৩) (হে নবী!) অতপর আমরা তোমার প্রতি এই ওহী পাঠিয়েছি

যে, একমুখী ও একনিষ্ঠা হয়ে ইবরাহীমের নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে চলো। আর সে মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত ছিল না। (সূরা নহল)

إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا - (الكهف : ٢٠)

আমাদের সংবাদ যদি তাদের কাছে একবার প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে তারা আমাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে মের ফেলবে অথবা জোরপূর্বক নিজেদের মিল্লাতে ফিরিয়ে নেবে। আর যদি তাই হয়, তাহলে আমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারব না" (সূরা কাহাফ ঃ ২০)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ -

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম 'মুসলিম' রেখেছিলেন আর এই (কুরআনে) ও (তোমাদের এ-ই নাম)— যেন রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় আর তোমরা সাক্ষী হও সমস্ত লোকেরা জন্য। অতএব নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনিই তোমাদের মাওলা— অভিভাবক। তিনি বড়ই উত্তম মাওলা, বড়ই উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (٢٥) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥) - (النور)

(২) ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়ের প্রত্যেককেই একশতটি বেত্রাঘাত করো। আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনো দয়া-অনুকম্পার ভাবধারা যেন তোমাদের মনে না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখো। আর তাদেরকে শাস্তিদানের সময় ঈমানদার লোকদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে। (২৫) সে দিন আল্লাহ তাদেরকে সে প্রতিদান পুরোপুরি দেবেন, যা তারা পাওয়ার যোগ্য। আর তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য এবং সত্যকে সত্য হিসাবেই তিনি প্রকাশ করেন। (৫৫) তোমাদের মধ্য থেকে যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে তেমনিভাবে দুনিয়ায় খেলাফত দান করবেন যেমনভাবে তাদের পূর্বেকার

লোকদেরকে বানিয়েছিলেন— তাদের জন্য তাদের এ দ্বীনকে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করে দেবেন, যে দ্বীনকে আল্লাহ তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের (বর্তমান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তামূলক অবস্থায় পরিবর্তিত করে দেবেন; তারা শুধু আমারই বন্দেগী করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না। অতপর যারা কুফরী করবে তারাই আসলে ফাসিক লোক। (সূরা নূর)

فَإِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ -

এ লোকেরা যখন নৌকায় সওয়ার হয় তখন নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য খালেস করে তাঁর কাছে দো'আ করতে থাকে। অতপর যখন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে পৌছে দেন, তখন সহসাই তারা শির্‌ক করতে শুরু করে, (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৫)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لا وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٠) مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٣١) مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ (٣٢) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ (٤٣) - (الروم)

(৩০) অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসারীগণ!) একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্যকে এই দ্বীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সে প্রকৃতির ওপর, যার ওপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ্‌র বানানো সৃষ্টি-কাঠামো বদলানো যেতে পারেনা। এ-ই সর্বতোভাবে সঠিক ও নির্ভুল দ্বীন। কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না। (৩১) (তোমরা দাঁড়াও এ কথার ওপর) আল্লাহ্‌র দিকে রুজূ করে, ভয় করো তাঁকে এবং নামায কায়েম করো আর সে মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়ো না, (৩২) যারা নিজেদের দ্বীনকে আলাদা বানিয়ে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে (অবস্থা এই যে) প্রতিটি দলই নিজের কাছে যা আছে তা নিয়েই মগ্ন হয়ে রয়েছে। (৪৩) অতএব (হে নবী!) তোমার লক্ষ্য দৃঢ়তার সাথে নিবদ্ধ করো এ সঠিক দ্বীনের প্রতি, সে দিন আসার পূর্বে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যে দিনটির চলে যাওয়ার কোনোই উপায় নেই। সে দিন লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর হতে আলাদা হয়ে যাবে।

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ - (القمن : ٣٢)

আর (নদী-সমুদ্রে) যখন পাহাড়ের ন্যায় কোনো ঢেউ তাদেরকে গ্রাস করে নেয়, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে নিজেদের আনুগত্যকে সম্পূর্ণরূপে কেবল তারই জন্য খালেস করে দিয়ে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে তীরের দিকে পৌছিয়ে দেন, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাশ-কাটানোর নীতি গ্রহণ করে বসে আর আমাদের নিদর্শনাদি অস্বীকার করে কেবল এমন প্রতিটি ব্যক্তি, যে বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ। (সূরা লুকমান ঃ ৩২)

أُدْعُوهُمْ لِأٰبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوٓا اٰبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (الاحزب : ٥)

পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কসূত্রে ডাকো, এটি আল্লাহ্‌র কাছে অধিক ইনসাফের কথা। আর তাদের পিতৃ পরিচয় যদি তোমরা না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং সাথী। না জেনে তোমরা যে কথা বলো সেজন্য তোমাদের কোনো অপরাধ ধর্তব্য নয়; কিন্তু সে কথা নিশ্চয়ই ধর্তব্য, যার ইচ্ছা তোমরা অন্তরে পোষণ করো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (সূরা আহযাব ঃ ৫)

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ إِنْ هٰذَآ إِلَّا اخْتِلَاقٌ - (ص : ٧)

(৭) এরূপ কথা তো আমরা নিকট-অতীতের মিল্লাতগুলোর লোকদের কারো কাছ থেকে শুনতে পাইনি। এটি তো মনগড়া কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ (٢) أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَاءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِىْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ (٣) قُلْ إِنِّىْٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ (١١) قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِىْ (١٤) - (الزمر)

(২) (হে মুহাম্মদ!) এ কিতাব আমরা তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। অতএব তুমি এক আল্লাহ্‌রই বন্দেগী করতে থাকো, দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্য খালেস করে দিয়ে। (৩) সাবধান! খালেস দ্বীন তো একমাত্র আল্লাহ্‌রই হক। আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে (আর নিজেদের এ কাজের ব্যাখ্যা হিসেবে বলে যে,) আমরা তো তাদের এবাদত করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আল্লাহ নিশ্চিতরূপে তাদের মাঝে সে সব বিষয়েরই চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন, যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। আল্লাহ মিথ্যাবাদী ও সত্য অমান্যকারী ব্যক্তিকে কখনো হেদায়েত দেন না। (১১) (হে নবী !) তাদেরকে বলো ঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিয়ে তাঁরই বন্দেগী করি। (১৪) বলে দাও, আমি তো আমার দ্বীনকে আল্লাহ্‌র জন্য খালেস করে তাঁরই বন্দেগী করব।(সূরা জুমা'আ)

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ (١٤) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْٓ أَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ إِنِّىْٓ أَخَافُ أَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِى الْأَرْضِ الْفَسَادَ (٢٦) هُوَ الْحَىُّ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٦٥) - (المومن)

(১৪) (অতএব হে প্রত্যাবর্তণকারীরা!) আল্লাহ্‌কেই ডাকতে থাকো, নিজেদের দ্বীনকে কেবল তাঁরই জন্য খালেসভাবে নির্দিষ্ট করো, তোমাদের এ কাজ কাফেরদের পক্ষে যতই দুঃসহ হোক না কেন। (২৬) "আমাকে ছাড়, আমি এ মূসাকে হত্যা করে ফেলব। সে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুকে

ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের দ্বীনকে বদলিয়ে ফেলবে কিংবা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে।" (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব; তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তোমরা তাঁকেই ডাকো নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিয়ে। সব প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। (সূরা মুমিন)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۚ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ - (الشورى : ١٣)

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার নির্দেশ আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে ইতিপূর্বে দিয়েছিলাম— এই তাগিদ সহকারে যে, কায়েম করো এ দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেয়ো না। এ কথাটিই এ মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ, যার দিকে (হে মুহাম্মদ!) তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা আপন বানিয়ে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন যে তাঁর দিকে রুজু করে। (সূরা শুরা ঃ ১৩)

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا -

তিনি সে আল্লাহই যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন তাকে সমগ্র দ্বীনের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারেন আর এ মহাসত্য সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। (সূরা ফাতাহ ঃ ২৮)

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (٨) اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٩) -

(৮) যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি হতে বহিষ্কৃত করেনি। সে লোকদের সাথে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। সুবিচারকারীদেরকে তো আল্লাহ পছন্দ করেন। (৯) তিনি তোমাদেরকে কেবল সে লোকদের সাথে বন্ধুতা করতে বারণ করেন যারা তোমাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করার ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করেছে। এই লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম। (সূরা মুমতাহানা)

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

তিনিই তো নিজের রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন সে একে

সর্বপ্রকারের দ্বীনের ওপর বিজয়ী করে তোলে— তা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতই কঠিন হোক না কেন। (সূরা সফ ঃ ৯)

عَنْ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمُ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلً -

হযরত আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌কে রব্ব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (স)-কে নবী হিসেবে কবুল করেছে, সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍوْ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْ مِنْ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتَ بِهٖ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কামনা-বাসনাকে আমার উপস্থাপিত দ্বীনের অধীন করতে না পারবে। (সারহুস সুন্নাহ)

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوْا وَسَقُوْا وَزَرَعُوْا وَاَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً اُخْرٰى اِنَّمَ هِىَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَّلَا تُنْبِتُ كَلَاءً، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَّمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ -

হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, যে জ্ঞান ও সঠিখ পথ-নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ আমাকে পারিয়েছেন, তাঁর দৃষ্টন্ত মাটির ওপর বর্ষিত প্রচুর বৃষ্টির মতো। যে মাটি পরিস্কার ও উর্বর তা ঐ পানি গ্রহণ করে অনেক ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে। আর যে মাটি শক্ত তা ঐ পানি ধরে রাখে। আল্লাহ তার সাহায্যে মানব-জাতির কল্যাণ করেন। মানুষ তা নিজেরা পান করে, পশুদেরকে পান করায় এবং সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করে। এক প্রকার জমিন এমন রিস যা পানি আটকে রাখেনা এবং সশ্যও উৎপন্ন করেনা। (তা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ভূমি) হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত যে আল্লাহ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং তাতে লাভবান হয়। আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। আর এটা (তৃতীয় প্রকার ভূমি) সেই লোকের দৃষ্টান্ত যে তার দিকে মাথা তুলেও তাকায় না এবং আমাকে আল্লাহ্‌র যে পথের নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাও গ্রহণ করে নি। (বুখারী)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاحَسَدَ اِلَّا فِىْ اِثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ عَلَى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَ يُعَلِّمُهَا -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছে, দু'ব্যক্তির ব্যাপারে হাসাদ (ঈর্ষা) করা জায়েয (১) যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন। অতপর সে সম্পদ হক পথে বিলিয়ে দেবার তৌফিক দিয়েছেন। (২) আর যাকে আল্লাহ তা'আলা (দ্বীনের) হিকমত বা জ্ঞান দান করেছেন, আর তদ্দারা সে সুবিচার করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَلِيٍّ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِىْ الدِّيْنِ اِنِ احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفِعَ وَ اِنْ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ اَغْنٰى نَفْسَهٗ -

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, দ্বীন সম্পর্কে বুঝ জ্ঞান রাখে এমন ব্যক্তি কতইনা উত্তম। তার মুখাপেক্ষী হলে ফায়দা দান করে আর তার প্রতি অনাগ্রহ দেখালে সে আত্মনির্ভশীল। (মিশকাত)

وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِى رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ، وَاِنَّ رِجَالًا يَّاْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِىْ الدِّيْنِ، فَاِذَا اَتُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, (আমার ওফাতের পর) লোকেরা তোমাদের অনুসরনকারী হবে। দিক দিগন্ত হতে লোকেরা তোমাদের নিকট দ্বীনের জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আসবে। যখন তারা তোমাদের কাছে আসবে তখন তাদেরকে সদুপদেশ বা দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দেবে। (তিরমিযী)

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِىْ الدِّيْنِ، وَاللّٰهُ الْمُعْطِى وَ اَنَا الْقَاسِمُ، وَ لَا تَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ خَلَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ -

মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেন, আল্লাহ যাকে কল্যাণ দানের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ প্রদানকারী আর আমি বন্টনকারী। আমার এ উম্মত তাদের বিরোধীদের ওপর চিরদিন বিজয়ী হবে এ অবস্থায়ই আল্লাহ চূড়ান্ত ফয়সালা এসে উপস্থিত হবে এবং তখনও তারা বিজয়ী থাকবে। (বুখারী)

## ২. তাকওয়া

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا، وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ، ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (٢٦) (الاعراف)

(২৬) হে আদম সন্তান ! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক নাযিল করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে ঢাকতে পারো। এটা তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। আর সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। এটি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নিদর্শন, সম্ভবত লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (١٧٧) ...... وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (١٨٩)- (البقرة)

(১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃত পুণ্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহ্, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর নবীগণকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে মান্য করবে, আর আল্লাহ্র ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রিয় ধন-সম্পদকে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাসের মুক্তির জন্য ব্যয় করবে। এতদ্ব্যতীত নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। প্রকৃত পুণ্যবান তারাই যারা ওয়াদা করলে তা পূরণ করে আর দারিদ্র্য, সঙ্কীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে পরম ধৈর্য অবলম্বন করে। বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী, এরাই মুত্তাকী। (১৮৯) ......... তাদের এ কথাও বলো যে, তোমরা আপন ঘরে পশ্চাৎদিক থেকে প্রবেশ করো— এ কোনো পুণ্যের কাজ নয়ে। প্রকৃত নেকীর কাজ তো হচ্ছে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি থেকে দূরে সরে থাকা। অতএব তোমরা নিজেদের ঘরের সম্মুখ-দুয়ার দিয়েই আসা-যাওয়া করবে। অবশ্য সেই সঙ্গে আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে, সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হবে। (সূরা বাকারা)

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (١٠٧) لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ (١٠٨) اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (١٠٩)- (التوبة)

(১০৭) কিছু লোক আরো আছে যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, (দ্বীনের মূল দাওয়াতকেই তারা) ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং (আল্লাহ্র বন্দেগী করার পরিবর্তে) কুফরী করবে ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে বিরোধ ও ঐক্যে ভাঙন সৃষ্টি করবে। আর (এই বাহ্যিক ইবাদতখানাকে) সে ব্যক্তির জন্য ঘাঁটি বানাবে, যে লোক ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছে। তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে যে, কল্যাণ সাধন ছাড়া আমাদের তো আর কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী। (১০৮) তুমি কস্মিনকালেও সে ঘরে দাঁড়াবে না। যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই তাক্ওয়ার ভিত্তিতে কায়েম করা হয়েছে, তা-ই এ জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত যে, তুমি সেখানে (ইবাদতের

জন্য) দাঁড়াবে। এতে এমন সব লোক রয়েছে যারা পাক ও পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আর আল্লাহ্‌রও পছন্দ হচ্ছে এসব পবিত্রতা অবলম্বনকারী লোকদেরকে। (১০৯) তুমি কি মনে করো, উত্তম মানুষ কি সে, যে নিজের ইমারতের ভিত্তি আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁর সন্তোষ কামনার ওপর স্থাপন করেছে; না সে, যে তার ইমারত স্থাপন করেছে একটি প্রান্তরের অন্তঃসারশূন্য স্থিতিহীন বেলাভূমির ওপর এবং সে তা নিয়ে সোজা জাহান্নামের অগ্নি গহ্বর পতিত হলো ? এরূপ জালিম লোকদেরকে তো আল্লাহ্ কখনো সঠিক পথ দেখান না। (সূরা তওবা)

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا (٧٣) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا (٧٤) اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا (٧٥) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا (٧٦)- (الفرقان)

(৭২) (আর রহমানের বান্দাহ তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না আর কোনো অর্থহীন বিষয়ের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হলে তারা ভদ্রলোকের মতোই অতিক্রম করে। (৭৩) যাদেরকে তাদের রব্ব-এর আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলে তারা এর প্রতি অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে না। (৭৪) যারা দো'আ করতে থাকে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমাদের স্ত্রীদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে চক্ষু শীতলকারী বানাও এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম বানিয়ে দাও।"(৭৫) এরাই হচ্ছে সে লোক যারা নিজেদের সবর-এর ফল উন্নত মনযিল রূপে পাবে। সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধন সহকারে তাদেরকে সেখানে সম্বর্ধনা জানানো হবে। (৭৬) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। কতই না উত্তম সে আশ্রয়, কতই না চমৎকার সে আবাস। (সূরা ফুরক্বান)

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۫ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۫ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ (٥٥) تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (٨٣) - (القصص)

(৫৫) তারা যদি কোনো অর্থহীন কথা শুনতে পায়, তা থেকে একথা বলে আলাদা হয়ে যায়ঃ "আমাদের আমল আমাদের জন্য আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা জাহিলদের উপযোগী পথ অবলম্বন করতে চাই না।" (৮৩) পরকালের ঘর তো আমরা সে সব লোকের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেব, যারা দুনিয়ার বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতেও ইচ্ছুক নয় আর শুভ পরিণাম ও চূড়ান্ত কল্যাণ রয়েছে কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্যই। (সূরা কাসাস)

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۗ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - (الروم : ٣٠)

অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসারীগণ!) একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্যকে এই দ্বীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সে প্রকৃতির ওপর, যার ওপর আল্লাহ তা'আলা

মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ্‌র বানানো সৃষ্টি-কাঠামো বদলানো যেতে পারেনা। এ-ই সর্বতোভাবে সঠিক ও নির্ভুল দ্বীন। কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না। (সূরা রূম ঃ ৩০)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ –

হে ঈমানদারগণ! যে পবিত্র জিনিসগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা সেগুলোকে হারাম করে নিও না এবং সীমালংঘন করে যেও না; যারা বাড়াবাড়ি করে, আল্লাহ তাদেরকে সাংঘাতিক অপছন্দ করেন। (সূরা মায়েদা ঃ ৮৭)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۚ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ (١٧) اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ (١٨)- (التوبة)

(১৭) মুশরিকদের এটি কাজই নয় যে, তারা আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহের খাদেম ও তত্ত্বাবধায়ক হবে এমতাবস্থায় যে, তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের সব আমলই তো বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে আর জাহান্নামে তাদের চিরকালই থাকতে হবে। (১৮) আল্লাহ্‌র মসজিদের আবাদকারী (তত্ত্বাবধায়ক ও খাদেম) তো সে লোকেরাই হতে পারে, যারা আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় আর আল্লাহ ছাড়া আন্য কাউকে ভয় করে না। তাদের সম্পর্কেই এই আশা করা যায় যে, তারা সঠিক-সোজা পথে চলবে। (সূরা তওবা)

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا –

নিশ্চয় যেসব পুরুষ ও স্ত্রীলোক মুসলমান, ঈমানদার, আল্লাহ্‌র অনুগত, সত্য পথের পথিক, ধৈর্যশীল, আল্লাহ্‌র সম্মুখে অবনত, সাদকা দানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র স্মরণকারী, আল্লাহ্ তাদের জন্য মার্জনা এবং বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (সূরা আহযাব ঃ ৩৫)

وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (٣٣) لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ (٣٤) - (الزمر)

(৩৩) আর যে ব্যক্তি পরম সত্য নিয়ে এসেছে, আর যারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই আযাব থেকে রক্ষা পাবে। (৩৪) তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে যা-ই ইচ্ছা ব্যক্ত করবে, সে সব কিছুই পাবে। নেক আমলকারীদের জন্য এ-ই প্রতিদান। (সূরা যুমার)

..... إِنَّهَا لَظَىٰ (١٥) نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ (١٦) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ (١٨) إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (٢٦) وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (٢٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (٢٨) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٣٩) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٣١) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٣٢) وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (٣٣) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٥) أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ (٣٥)- (المعارج)

(১৫) .... তা তো হবে তীব্র উৎক্ষিপ্ত আগুনের লেলিহান শিখা; (১৬) যা চর্ম-মাংস লেহন করতে থাকবে এবং (১৭) উচ্চস্বরে ডেকে ডেকে নিজের দিকে আহ্বান করবে এমন প্রতিটি ব্যক্তিকে যে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। (১৮) এবং ধন-মাল সঞ্চয় করেছে ও ডিমে তা দেয়ার ন্যায় আগলিয়ে রেখেছে। (১৯) মানুষকে খুবই সংকীর্ণমনা— ছোট আত্মার অধিকারী রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২০) তার ওপর যখন বিপদ আসে তখন ঘাবড়িয়ে যায় (২১) এবং যখন স্বাচ্ছন্দ্য-সচ্ছলতা হাতে আসে তখন সে কার্পণ্য করতে শুরু করে। (২২) কিন্তু সেসব লোক (এই জন্মগত দুর্বলতা থেকে মুক্ত) যারা নামায আদায়কারী; (২৩) যারা নিজেদের নামায রীতিমতো আদায় করে; (২৪-২৫) যাদের ধন-মালে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতের একটা নির্দিষ্ট অধিকার রয়েছে; (২৬) যারা বিচার দিনকে সত্য মানে; (২৭) যারা তাদের রব্ব-এর আযাবকে ভয় করে। (২৮) কেননা তাদের রব্ব-এর আযাব এমন নয়, যা ভয় না-করা কারো পক্ষে সম্ভব। (২৯) যারা নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে (৩০) নিজেদের স্ত্রী কিংবা স্বীয় মালিকানাধীন মহিলা ছাড়া; এদের (স্ত্রী ও মালিকানাধীন মহিলা) থেকে সংরক্ষিত না রাখায় তাদের প্রতি কোনো তিরস্কার বা ভর্ৎসনা নেই। (৩১) তবে এর বাইরে যারা অন্য কাউকেও চাবে তারাই সীমালংঘনকারী লোক। (৩২) যারা নিজেদের আমানতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিজেদের ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি রক্ষার বাধ্যবাধকতা পালন করে; (৩৩) যারা সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে পরম সততার ওপর অবিচল হয়ে থাকে; (৩৪) আর যারা নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ করে। (৩৫) এ লোকেরা মহান ও মর্যাদাসহকারে জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে। (সূরা মা'আরিজ)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ - (البينة : ٥)

আর তাদেরকে অন্য কোনো হুকুমই দেয়া হয়নি এ ছাড়া যে, তারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবে— নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে। আর (তারা) নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। মূলত এটিই যথার্থ সত্য, সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন।

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلَا فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَ اَجْمِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَاعِنْدَهُ اِلَّا بِطَاعَتِهِ (ابن ماجه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঃ রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ কোনো মানুষই ততোক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবে না, যতোক্ষণ না সে খোদার নির্ধারিত রিযিক লাভ করবে। শোনো, আল্লাহ্কে ভয় করো। জীবিকা উপার্জনে জায়েয উপায়-উপাদান অবলম্বন করো। রিযিক লাভে বিলম্ব তোমাদের যেনো নাজায়েয পন্থা অবলম্বনের পথে ঠেলে না দেয়। কারণ আল্লাহ্র নিকট যা কিছু আছে তা কেবল তার অনুগত ও বাধ্যগত থাকার মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। (ইবনে মাজাহ্)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اِلَّا كَانَ زَادَهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْحُوْ السَّيِّءَ بِالسَّيِّءِ وَلٰكِنْ يَمْحُوْ السَّيِّءَ بِالْحَسَنِ اِنَّ الْخَبِيْثَ لَا يَمْحُوْ الْخَبِيْثَ - (احمد مشكوة)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি হারাম মাল উপার্জন করে তা থেকে দান করলে তা কখনো কবুল হয় না এবং তার জন্যে সে মাল বরকত পূর্ণও হয় না। তার পরিত্যক্ত হারাম মাল তার জন্যে জাহান্নামের পাথেয় ছাড়া আর কিছুই হয় না। (অর্থাৎ এ দ্বারা পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করা যায় না)। আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন নিয়ম এই যে, তিনি কখনো মন্দ দিয়ে মন্দ দূরীভূত করেন না। বরঞ্চ তিনি ভালো দিয়ে মন্দকে অপনোদন করেন। (এ এক বাস্তব ব্যাপার যে) নাপাক নাপাককে বা নোংরা বস্তু নোংরা বস্তুকে দূরীভূত করে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করতে পারে না। (আহমাদ, মিশকাত)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَايَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَ يُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِءٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ -

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করে না। তাকে ঘৃণা করে না। অসহায়-বন্ধুহীন করে না। তাকওয়া এখানে। (এ কথা বলে তিনি তাঁর বুকের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করেন)। কোনো মানুষের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণ্য-নিকৃষ্ট মনে করে। প্রতিটি মুসলমানের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু (এর ওপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্যে হারাম)। (মুসলিম)

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَعْ مَايَرِيْبُكَ اِلٰى مَالَا يُرِيْبُكَ فَاِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِيْنَةٌ وَالْكِذْبُ رِيْبَةٌ - (ترميذى)

হযরত আলীর পুত্র হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল করীম (স)-এর কাছ থেকে এ কথাগুলো মুখস্ত করেছি ঃ সন্দেজনক জিনিস পরিত্যাগ করে সেই জিনিস গ্রহণ করো যাতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। কেননা সততাই শান্তি ও প্রশস্তির প্রতীক আর মিথ্যাচার সন্দেহ সংসয়ের বাহন। (তিরমিজি)

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدِ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رُءُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ - (ابن ماجه)

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদের উত্তম লোকদের সম্পর্কে বলবো ? লোকেরা বললঃ জী হা, বলুন হে আল্লাহ রাসূল! তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে তারাই ভালো মানুষ যাদের দেখলে আল্লাহ্ কথা স্মরণ হয়। (অর্থাৎ অন্তরের তাকওয়ার কারণে বাহ্যিক দিক ও তাকওয়ার প্রভাব ফুটে উঠে)। (ইবনে মাযাহ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَاءْكُلْ مِنْ طَاَمِهِ وَ لَا يَسْئَالْ وَ يَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْاَلْ - (البيهقى)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার মুসলমান ভায়ের ঘরে যায়, তখন সে যেনো তার সাথে পানাহার করে এবং (খাবারের পবিত্রতা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসাবাদ না করে। (বায়হাকী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ اِنَّ اَنَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَسْاَلُهُ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اِلَّا اَعْطَاهُ حَتّٰى نَفِدَمَا عِنْدَهٗ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَيْئٍ بِيَدَيْهِ مَا يَكُنْ عِنْدِىْ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَىْءٍ بِيَدَيْهِ مَا يَكُنْ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ لَا اَدَّخِرُهُ عَنْكُمْ وَاِنَّهٗ مَنْ لَيَسْتَعِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَبَّرْ يُصَبِّرَهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يَغْنِهِ اللّٰهُ وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ - (بخارى)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আনাসারদের কতিপয় ব্যক্তি রাসূল করীম (স) এর কাছে কিছু চাইলো রাসূল করীম (স) সবাইকে (কিছু কিছু )দিলেন, এমন কি তার কাছে যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আমার কাছে কোনো সম্পদ আসলে আমি তার কিছুই রেখে দেই নাই। তোমাদের মধ্যে যে (কিছু চাওয়া থেকে) বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে (তা থেকে) বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে আত্মসংযমী হতে চায় আল্লাহ্ তাকে তা-ই করেন এবং যে (অপরের কাছ থেকে) মুখাপেক্ষীহীন হতে চায়, আল্লাহ তাকে মুখাপেক্ষীহীন করেন। আর সবর (আত্মসংযম) থেকে অধিকতর উত্তম কিছু তোমাদেরকে দেয়ার মতো কিছুই নেই। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ দুনিয়া অবশ্যই মিষ্টি ও আর্কষনীয়। আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি করেছেন। যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ করো। কাজেই দুনিয়া থেকে বাঁচো এবং নারীদের (ফিতনা) থেকেও বাঁচো। কারণ বনী ইসরাঈলদের প্রথম ফিতনা নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। (মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى - (مسلم)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা চাই। (মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ طَرِيْفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ رَاٰى اَتْقٰى لِلّٰهِ مِنْهَا فَلْيَاتِ التَّقْوٰى - (مسلم)

হযরত আবি ইবনে হাতেমতাই (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে কসম খাওয়ার পর অধিকতর আল্লাহ্র ভীতির (তাকওয়ার) কোনো কাজ দেখল এ অবস্থায় তাকে সেটাই করতে হবে। (অর্থাৎ বেশি তাকওয়ার কাজটি হবে) (মুসলিম)

### ৩. পবিত্র আসমানী কিতাবসমূহ

.... لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨) (الرعد)

.... প্রত্যেক যুগের জন্যই একখানি কিতাব রয়েছে।

وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِىَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ (٧٨) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۚ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (١١٣) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٢١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ (١٥٩)-(البقرة)

(৭৮) তাদের মধ্যে আর একটি দল আছে, যারা উম্মী; আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে তো তাদের কোনো জ্ঞান নেই; কিন্তু নিজেদের ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা-বাসনাই তাদের একমাত্র সম্বল এবং অমূলক ধারণা-বিশ্বাস দ্বারা তারা পরিচালিত হয়। (১১৩) ইহুদীরা বলে ঃ খ্রিস্টানদের কাছে কিছুই নেই আর খ্রিস্টানরা বলে ঃ ইহুদীদের কাছে কোনো সত্যই নেই। অথচ উভয়েই 'কিতাব' পাঠ করে। আর যাদের কাছে কিতাবের কোনো জ্ঞান নেই, তারাও অনুরূপ দাবি পেশ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিনই তাদের এ মতবিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন। (১২১) আমরা যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে যথোপযুক্তভাবে পড়ে, এর প্রতি নিষ্ঠা সহকারে ঈমান আনে। যারা এর সাথে কুফরী আচরণ করে, মূলত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (১৫৯) যারা আমাদের নাযিল করা উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়েত গোপন করে রাখবে, অথচ আমরা তা সমগ্র মানব জাতির পথপ্রদর্শনের জন্য নিজ কিতাবে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি— নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্ও তাদের ওপর লানত বর্ষণ করছেন আর অন্যান্য সকল লানতকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করছে। (সূরা বাকারা)

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ (١١٣) يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١١٤)- (اٰل عمرٰن)

(১১৩) কিন্তু সমস্ত আহলি কিতাব একই ধরনের লোক নয়। এদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা সত্য-সঠিক পথে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে; রাত্রিবেলা (তারা) আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করে এবং তাঁর সম্মুখে সিজদায় অবনত হয়। (১১৪) আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তারা ঈমান রাখে, নেক ও সৎকাজের আদেশ করে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজসমূহে তারা তৎপর ও সচেষ্ট থাকে। এরা সৎ ও নেক লোক।

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ز اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ - (العنكبوت : ٤٦)

আর আহলি কিতাব লোকদের সাথে বির্তক করো না, তবে উত্তম রীতি ও পন্থায় (করতে পারো)— সে লোকদের ছাড়া, যারা জালিম। আর তাদেরকে বলো ঃ "আমরা ঈমান এনেছি সে জিনিসের প্রতি, যা আমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে এবং সে জিনিসের প্রতিও, যা তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছিল। আমাদের ইলাহ্ আর তোমাদের ইলাহ্ একই এবং আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম)। (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৬)

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ..... - (اٰل عمرٰن : ٧٣)

উপরন্তু তারা পরস্পর বলাবলি করে যে, নিজেদের ধর্মমতের লোক ছাড়া আর কারো কথা মেনে নিও না .... (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৩)

## ৪. ঈমান

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا – (الاحزاب : ٧٢)

আমরা এ আমানতকে আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। কিন্তু এরা একে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না; বরং এরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ একে নিজের স্কন্ধে তুলে নিলো। মানুষ যে বড় জালিম ও মূর্খ তাতে সন্দেহ নেই।

أَمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ – ( البقرة : ١٠٨)

তোমরা কি তোমাদের রাসূলের কাছে সে ধরনের প্রশ্ন ও দাবি পেশ করতে চাও, যেমন ইতঃপূর্বে মূসার কাছে করা হয়েছে ? অথচ যে ব্যক্তিই ঈমানের আদর্শকে কুফরীর আদর্শে পরিবর্তিত করল, সে-ই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। (সূরা বাকারা)

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (١) هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٢) وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٣) ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (٤) – (الجمعة)

(১) আল্লাহ্‌র তাসবীহ করেছে এমন প্রতিটি জিনিস যা আকাশমণ্ডলে রয়েছে এবং এমন প্রতিটি জিনিস যা পৃথিবীতে রয়েছে। তিনি রাজাধিরাজ, অতি পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞানী। (২) তিনিই মহান সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে (এমন) একজন রাসূল স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে দাঁড় করিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পরিপাটি করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয়। অথচ এর পূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল। (৩) আর (এ রাসূলের আগমন) অন্যান্য সেসব লোকদের জন্যও যারা এখনো তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি। আল্লাহ্ মহাশক্তিধর এবং সব কিছুর মূল তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত। (৪) এ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তা দান করেন এবং তিনি বড়ই অনুগ্রহকারী। (সূরা জুম'আ)

...... وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ – (المائدة : ٥)

..... যে কেহ ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে দেউলিয়া হবে। (সূরা মায়েদা ঃ ৫)

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ۚ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَىْءٍ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ – (ابرٰهيم : ١٨)

যেসব লোক নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে কুফরী করেছে, তাদের কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত সে ভস্মের মতো, যাকে এক ঝটিকাক্ষুব্ধ দিনের প্রবল হাওয়া উড়িয়ে নিয়েছে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের কোনো ফলই লাভ করতে পারবে না। এটিই নিকৃষ্ট পর্যায়ের পথভ্রষ্টতা।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ - (محمد : ١)

যেসব লোক কুফরী করেছে এবং নিজদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রেখেছে, আল্লাহ তাদের সমস্ত আমলকে নিষ্ফল ও ধ্বংস করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১)

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ -

মুসলমানগণ! তোমরা বলো ঃ "আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি, আমাদের জন্য যে জীবন ব্যবস্থা নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে আর যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য সকল নবীকে তাদের রব্ব-র তরফ থেকে দেয়া হয়েছে, এর প্রতি। আমরা তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আর আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই অনুগত।" (সূরা বাকারা ঃ ১৩৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا (١٣٦) - (النساء)

হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন। সে কিতাবের প্রতিও ঈমান আনো, যা আল্লাহ তা'আলা এর পূর্বে নাযিল করেছেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরি করল, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে গেল।

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٠٥) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ (١٠٦) - (يونس)

(১০৫) আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ— একমুখী হয়ে নিজেকে যথাযথভাবে এই দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও আর কস্মিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে গণ্য হবে না। (১০৬) আল্লাহ্‌কে ছেড়ে এমন কোনো সত্তাকেই ডেকোও না, যা না তোমাকে কোনো ফায়দা দিতে পারে, না কোনো ক্ষতি। তুমি যদি এরূপ করো, তাহলে তুমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (সূরা ইউনুস)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (٢) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٤) اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٥) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ

ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦) خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ
غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم
بِمُؤْمِنِينَ (٨) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) فِي
قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (١٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ
(١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ (١٣) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْ
قَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ (١٧) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ
فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١٨) أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم
مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ
لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)- (البقرة)

(২) এটি আল্লাহ্‌র কিতাব, এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। এটি জীবন যাপনের ব্যবস্থা, সেই 'মুত্তাকী'দের জন্য (৩) যারা গায়েবে (অদৃশ্যকে) বিশ্বাস করে; নামায কায়েম করে। আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। (৪) আর যে কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবকেই তারা বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। (৫) বস্তুত এ ধরনের লোকেরাই তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী। (৬) যারা (পূর্বোক্ত কথাগুলো মানতে) অস্বীকার করেছে, তাদেরকে তুমি সতর্ক করো আর না-ই করো, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা কখনই ঈমান আনবে না। (৭) আল্লাহ্ তাদের মন ও শ্রবণ-শক্তির ওপর 'মোহর' অঙ্কিত করে দিয়েছেন। এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির ওপর আবরণ পড়েছে; বস্তুত তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। (৮) এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি", অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ্ ও ঈমানদার লোকদের প্রতারিত করছে মাত্র। কিন্তু মূলত তারা নিজেদেরকে প্রতারিত করছে আর সে সম্পর্কে তাদের কোনো চেতনাই নেই। (১০) তাদের মনে একটা ব্যাধি রয়েছে, যে ব্যাধিকে আল্লাহ্ তা'আলা

আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন আর তারা যে মিথ্যা কথা বলে তার প্রতিফলস্বরূপ তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (১১) তাদেরকে যখনি বলা হয়েছেঃ "তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না," তখনি তারা বলেছে ঃ "আমরা তো সংশোধনকারী মাত্র।" (১২) সাবধান, প্রকৃতপক্ষে এরাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী; কিন্তু এর কোনো চেতনাই তাদের নেই। (১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ অন্যান্য লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে, তোমরাও সেরূপ ঈমান আনো, তখনি তারা উত্তর দেয় ঃ "আমরা কি নির্বোধ লোকদের ন্যায় ঈমান আনবো"? সাবধান! প্রকৃতপক্ষে এরাই নির্বোধ; কিন্তু এরা তা জানেই না। (১৪) তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে ঃ "আমরা ঈমান এনেছি"। কিন্তু তারা যখন নিরিবিলিতে তাদের শয়তানদের সাথে একত্রিত হয়, তখন তারা বলে ঃ "আসলে আমরা তোমাদের সাথেই আছি আর ওদের সাথে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র"। (১৫) আল্লাহ্ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেন; তিনি তাদের রশি লম্বা করে দিয়েছেন আর তারা আল্লাহদ্রোহিতার ব্যাপারে অন্ধদের ন্যায় ভ্রষ্ট হয়েই চলেছে। (১৬) এরাই হেদায়েতের পরিবর্তে গুমরাহীর পথ ক্রয় করেছে; কিন্তু এই ব্যবসায় তাদের পক্ষে মোটেই লাভজনক হয়নি। এরা আদৌ সত্য-সঠিক পথের অনুসারী নয়। (১৭) এদের দৃষ্টান্ত এই ঃ যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল; যখন সমস্ত পরিবেশটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন আল্লাহ্ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিলেন এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় ফেললেন যে, অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) এরা বধির, বোবা, অন্ধ; এরা এখন আর প্রত্যাবর্তন করবে না। (১৯) অথবা তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার সাথে অন্ধকারময় মেঘমালার গর্জন এবং বিদ্যুতের চমকও রয়েছে। এরা বজ্রের গর্জন শুনে মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের কর্ণে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ্ এই সত্যদ্রোহীদের সকল দিক দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছেন। (২০) বিদ্যুতের চমকে এদের অবস্থা এতদূর সঙ্কটপূর্ণ হচ্ছে যে, মনে হয় অচিরেই বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নেবে। যখন তারা সামান্য আলোক দেখতে পায়, তখন তারা সে আলোকে কিছু দূর পথ অতিক্রম করে এবং যখন তাদের ওপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়, তখন থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপেই হরণ করে নিতেন। তিনি নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (السجدة) (١٥) تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

(١٦)- (السجدة)

(১৫) আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি তো সে লোকেরা ঈমান আনে, যাদেরকে এই আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলে তারা সিজদায় অবনত হয় ও নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা। (সিজদা) (১৬) তাদের পিঠ বিছানা হতে আলাদা হয়ে থাকে, নিজেদের রব্বকে ডাকে আশঙ্কা ও আশাবাদ সহকারে। আর যা কিছু রিযিক আমরা তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে খরচ করতে থাকে।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

الْاَرْضِ ، وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (١٦) يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ، قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ج بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٧) اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ، وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٨) - (الحجرات)

(১৫) প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর তারা আর কোনো সন্দেহে পড়েনি এবং নিজেদের জান-মাল ও সম্পদসমূহ নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ লোক। (১৬) হে নবী! এসব (ঈমানের দাবিদার) লোকদেরকে বলো, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে নিজেদের দ্বীন পালনের সংবাদ জানাচ্ছ ? অথচ আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের প্রতিটি জিনিসকেই জানেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিস সম্পর্কেই অবহিত। (১৭) এ লোকেরা তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে যে, তারা ইসলাম কবুল করে নিয়েছে। এদেরকে বলে দাও ঃ তোমাদের ইসলাম কবুলের অনুগ্রহ আমার ওপর রেখো না। আল্লাহ্‌ই বরং তোমাদের প্রতি নিজের অনুগ্রহ রাখছেন যে, তিনিই তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখাচ্ছেন— যদি তোমরা তোমাদের ঈমানের দাবিতে বাস্তবিকই সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান হয়ে থাকো। (১৮) আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের প্রতিটি গোপন বিষয়ের খবর রাখেন। আর তোমরা যা কিছু করো, তা সবই তাঁর গোচরে অবস্থিত।

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ..... (اٰل عمرٰن : ١٩٣)

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-বিধাতা! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেতে পেয়েছি, যে ঈমানের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিল (এবং বলছিল ঃ) তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে মেনে নেও। .....

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ج فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ (١٨)

(১৭) আর যারা তাগুতের দাসত্ব পরিহার করেছে এবং আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়েছে, তাদের জন্য সুসংবাদ। কাজেই (হে নবী!) সুসংবাদ দাও আমার সে বান্দাদেরকে, (১৮) যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং এর উত্তম দিকগুলো অনুসরণ করে। এরা সে সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দিয়েছেন আর এরাই বুদ্ধিমান। (সূরা যুমার)

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ، بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ - (البقرة : ١٥٤)

আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না, এসব লোক প্রকৃতপক্ষে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের কোনো চেতনা হয় না। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৪)

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ، وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ -(التغابن : ٨)

অতএব ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যা আমরা নাযিল করেছি। আর তোমরা যাকিছু করো, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۫ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا (٥٧) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا .... (١٧٣) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ ۙ وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا (١٧٥) - (النساء)

(৫৭) আর যারা আমার আয়াত মেনে নিয়েছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদেরকে আমরা এমন বাগিচায় প্রবেশ করাব, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে, পবিত্র স্ত্রী পাবে এবং তাদেরকে আমরা ঘন ছায়ায় আশ্রয় দান করব। (১৭৩) তখন তারা— যারা ঈমান এনে সৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে— নিজদের প্রতিফল পুরোপুরিই লাভ করবে। আর আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক প্রতিফল দান করব। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র বন্দেগীকে লজ্জাজনক কাজ মনে করে ও গর্ব-অহঙ্কার করে, আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন ..... (১৭৫) এখন যারা আল্লাহ্র কথা মেনে নেবে এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করবে, তাদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত, অনুগ্রহ ও করুণার আশ্রয়ে গ্রহণ করবেন এবং সঠিক-নির্ভুল পথে তাদেরকে পরিচালিত করবেন। (সূরা নিসা)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (٦٤) وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۚ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٦٥)

(৬৩)যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়ার আচরণ অবলম্বন করেছে; (৬৪) দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য কেবল সুসংবাদ আর সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহ্র কথাসমূহ বদলাতে পারে না; এটিই অতি বড় সাফল্য। (৬৫) (হে নবী!) এই লোকেরা যেসব কথা তোমার প্রতি আরোপ করে, তা যেন তোমাকে চিন্তান্বিত করতে না পারে। ইজ্জত-সম্মান সব কিছুই আল্লাহ্র ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। (সূরা ইউনুস)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (٢٨) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ (٢٩) - (الرعد)

(২৮) এ ধরনের লোকেরাই (এই নবীর দাওয়াত) মেনে নিয়েছে এবং তাদের হৃদয় আল্লাহ্র স্মরণে পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহ্র স্মরণ এমন জিনিস, যা দ্বারা হৃদয় পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে। (২৯) অনন্তর যেসব লোক সত্য দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে ও নেক আমল করেছে, তারা সৌভাগ্যবান আর তাদের জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণতি।

وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ – (ابراهيم : ٢٣)

পক্ষান্তরে যেসব লোক দুনিয়ায় ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে, তারা এমন সব বাগিচায় প্রবিষ্ট হবে, যেসবের নিম্নে নদ-নদী প্রবহমান থাকবে। সেখানে তারা তাদের রব্ব-এর অনুমতিতে চিরদিন থাকবে এবং সেখানে তাদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে চিরশান্তির মুবারকবাদ দ্বারা। (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৩)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ – (النحل : ٩٧)

যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে সে পুরুষ হোক কি নারী— যদি সে মুমিন হয়, তাকে দুনিয়ায় পবিত্র জীবন যাপন করাব আর (পরকালে) এই ধরনের লোকদেরকে তাদের আমল অনুপাতে প্রতিফল দান করব। (সূরা নহল ঃ ৯৭)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا (١٠٣) اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا (١٠٤) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا (١٠٥) ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا (١٠٦) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (١٠٧) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا (١٠٨) – (الكهف)

(১০৩) (হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো আমরা কি তোমাদেরকে বলব নিজেদের আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ব্যর্থ ও অসফল লোক কারা ? (১০৪) তারা হচ্ছে সে সকল লোক, দুনিয়ার জীবনে যাদের যাবতীয় চেষ্টা ও সাধনা সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে রয়েছে আর যারা মনে করত যে, তারা সব ঠিক মতো কাজ করছে। (১০৫) এরা সে লোক যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টিও বিশ্বাস করেনি। এ কারণে তাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে। কেয়ামতের দিন আমরা তাদেরকে কোনো গুরুত্বই দেব না। (১০৬) তাদের পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম, সে কুফরীর পরিবর্তে যা তারা করেছে আর সে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বদলে যা তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ও আমার নবী-রাসূলগণের সাথে করেছিল। (১০৭) অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারী করার জন্য ফেরদাউসের সুসজ্জিত বাগান রয়েছে; (১০৮) সেখানে তারা সব সময় বসবাস করবে আর কখনোই সে স্থান থেকে বের হয়ে কোথাও যেতে তাদের মন চাইবে না। (সূরা কাহাফ)

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا (٦٠) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا (٩٦) – (مريم)

(৬০) অবশ্য যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে ও নেক আমল অবলম্বন করবে, তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের বিন্দুমাত্র অধিকার বিনষ্ট হবে না।(৯৬) যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, অতি শীঘ্রই রহমান (লোকদের) অন্তরে তাদের প্রতি অবশ্যই ভালোবাসার সঞ্চার করে দেবেন। (সূরা মারইয়াম)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ -(الانبياء : ٩٤)

সুতরাং যে লোক নেক আমল করবে— এ অবস্থায় যে সে মুমিন, তার কাজের কোনো অমর্যাদা করা হবে না আর আমরা তা লিখে রাখছি। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৪)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ (١٥) فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ (٤٣) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ (٤٤) لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ (٤٥)- (الروم)

(১৫) যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদেরকে একটি বাগিচায় আনন্দ ও স্ফূর্তির মধ্যে রাখা হবে। (৪৩) অতএব (হে নবী!) তোমার লক্ষ্য দৃঢ়তার সাথে নিবদ্ধ করো এ সঠিক দ্বীনের প্রতি, সে দিন আসার পূর্বে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যে দিনটির চলে যাওয়ার কোনোই উপায় নেই। সে দিন লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যাবে। (৪৪) যে ব্যক্তি কুফরী করেছে, তার কুফরীর প্রতিফল তার ওপরই বর্তিবে। আর যারা নেক আমল করেছে, তারা নিজেদেরই জন্য কল্যাণের পথ পরিষ্কার করেছে, (৪৫) যেন আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও নেককার লোকদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দানে ধন্য করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তিনি কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা রূম)

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۫ نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - (السجدة : ١٩)

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে. তাদের জন্য তো জান্নাতসমূহে বসবাসের স্থান রয়েছে আপ্যায়ন হিসেবে তাদের আমলের প্রতিদানরূপে। (সূরা সাজদা ঃ ১৯)

....... اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ -

...... .... তবে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে। এ লোকদের জন্যই তাদের আমলের দ্বিগুণ প্রতিফল রয়েছে এবং তারা বিশালকায় সুউচ্চ ইমারতসমূহে পরম নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে। (সূরা সাবা ঃ ৩৭)

....... وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ - (فاطر : ٧)

........ আর যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে তাদের জন্য মাগফিরাত ও বড় প্রতিদান রয়েছে।

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ...( الزمر : ١٠)

(হে নবী!) বলো ঃ হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুকে ভয় করো। যে সব লোক এ দুনিয়ায় নেক আচরণ গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে ....।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ - (حٰمٓ السجدة : ٨)

তবে যারা মেনে নিয়েছে ও নেক আমল করেছে, তাদের জন্য নিশ্চয়ই এমন পুরস্কার রয়েছে, যার ধারা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ (١) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ (٢) ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ (٣)

(১) যেসব লোক কুফরী করেছে এবং নিজদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিরত রেখেছে, আল্লাহ তাদের সমস্ত আমলকে নিষ্ফল ও ধ্বংস করে দিয়েছেন। (২) আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে আর তাদের রব্ব-এর কাছ থেকে মুহাম্মদের প্রতি নাযিলকৃত মহাসত্যকে মেনে নিয়েছে আল্লাহ তাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ তাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা সুষ্ঠু ও সঠিক করে দেবেন। (৩) এটি এই কারণে যে, কুফরী অবলম্বনকারীরা বাতিলের অনুসরণ করেছে এবং ঈমান গ্রহণকারীরা সেই মহাসত্যের অনুসরণ করেছে যা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছ থেকে এসেছে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে তাদের আসল ও যথার্থ অবস্থা বলে দিয়ে থাকেন। (সূরা মুহাম্মদ)

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ۚ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ - (الانعام: ١٥٩)

যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে নিশ্চয়ই কোনো দিক দিয়েই তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণত আল্লাহ্‌র ওপরই সোপর্দ রয়েছে। তিনিই তাদেরকে বলবেন, তারা কি কি করেছিল।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ -(البينة : ٧)

পক্ষান্তরে যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তারা নিঃসন্দেহে অতীব উত্তম সৃষ্টি। (সূরা বাইয়্যেনাহ ঃ ৭)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -(البقرة : ٨٢)

পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তারা বেহেশতী হবে এবং বেহেশতে চিরদিন বসবাস করবে। (সূরা বাকারা ঃ ৮২)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢٣) مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (٢٤)

(২৩) তবে যারা ঈমান এনেছে আর নেক আমল করেছে ও তাদের রব্ব-এর একান্ত হয়ে রয়েছে, তারা নিশ্চিতই জান্নাতী লোক— জান্নাতে তারা চিরদিন থাকবে। (২৪) এই দুই শ্রেণীর লোকদের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ যেমন একজন লোক অন্ধ ও বধির আর অপর লোকটি দৃষ্টিমান ও শ্রবণশীল। এই দু'জন কি সমান হতে পারে ? (এই দৃষ্টান্ত হতে তোমরা কি কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করো না ?) (সূরা হুদ)

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْيَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ، يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ، قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ - (الانعام: ١٥٨)

লোকেরা কি এখন এই অপেক্ষায় আছে যে, তাদের সম্মুখে ফেরেশতা এসে উপস্থিত হবে ? কিংবা স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-বিধাতা আসবেন ? অথবা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কোনো কোনো সুস্পষ্ট নিদর্শনই প্রকাশিত হবে ? যেদিন তোমাদের রব্ব-এর কোনো বিশেষ নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তখন এমন লোকের ঈমান কোনো উপকারই দেবে না, যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যারা নিজেদের ঈমানের মাধ্যমে কোনো কল্যাণ অর্জন করেনি। হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলো যে, আচ্ছা তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও অপেক্ষা করছি।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا - (طٰهٰ : ١١٢)

আর যে ব্যক্তি নেক আমল করবে আর সেই সঙ্গে সে মুমিনও হবে, তার ওপর কোনো জুলুম বা হক নষ্ট করার দায় বর্তাবে না। (সূরা ত্বোয়াহ ঃ ১১২)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣٢) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا ۙ وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا (٣٣) وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ج فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا (٣٤) وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ج قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا (٣٥) وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا (٣٧) لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا (٣٨) وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ج اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا (٣٩) فَعَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا (٤٠) اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا (٤١) وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ اَحَدًا (٤٢) وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (٤٣) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ، هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا (٤٤)- (الكهف)

(৩২) হে মুহাম্মদ! এই লোকদের সম্মুখে একটা দৃষ্টান্ত পেশ করো। (দৃষ্টান্তটি এরূপঃ) দু' বক্তি ছিল। তন্মধ্যে একজনকে আমরা আংগুরের দু'টি বাগান দিয়েছিলাম এবং এর চতুষ্পার্শে খেজুর গাছের ঝাড় লাগিয়েছিলাম আর এর মাঝখানে কৃষি ক্ষেতও রেখে দিয়েছিলাম। (৩৩) দু'টি বাগানই খুব ফুলে ফলে সুশোভিত হলো এবং ফল উৎপাদনে কোনোরূপ কমতি রাখল না। এ দুটি বাগানের মধ্যে আমরা ঝর্ণা প্রবাহিত করলাম। (৩৪) এবং তাতে তার যথেষ্ট মুনাফা লাভ

হলো। এসব কিছু পেয়ে সে একদিন তার প্রতিবেশীর সাথে কথাবার্তা প্রসঙ্গে বলল ঃ "আমি তোমার অপেক্ষা বেশি ধনশালী লোক আর তোমার অপেক্ষা বেশি জন-শক্তি আমার আছে।" (৩৫) অতঃপর সে নিজের বাগানে প্রবেশ করল আর নিজের পক্ষে নিজেই জালিম হয়ে মনে মনে বলতে লাগল ঃ "আমি মনে করিনি যে, এই সম্পদ কোনোদিন ধ্বংস হয়ে যাবে! (৩৬) আর আমি এটিও মনে করিনা যে, কেয়ামতের নির্দিষ্ট মুহূর্ত কখনো আসবে। তৎসত্ত্বেও যদি কখনো আমাকে আমার রব্ব-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়-ই, তাহলে সেখানেও আমি এ অপেক্ষাও অধিক সম্মানের স্থান লাভ করব"। (৩৭) তার প্রতিবেশী কথা প্রসংগে তাকে বলল ঃ "তুমি কি কুফরী করো সে মহান সত্তার সাথে, যিনি তোমাকে মাটি থেকে এবং তারপর শুক্রকীট থেকে পয়দা করেছেন আর তোমাকে এক পূর্ণাঙ্গ দেহ বিশিষ্ট মানুষ করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন" ? (৩৮) কিন্তু আমার প্রসঙ্গে বলতে চাই, আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তো সে আল্লাহ্ই আর আমি তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করিনি। (৩৯) আর তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করছিলে, তখন তোমার মুখ থেকে এ কথা বের হলো না কেন যে, আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ্ দেয়া ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি নেই ? তুমি যদি আমাকে ধন-বলে ও লোক বলে তোমার অপেক্ষা দুর্বল দেখতে পাও, (৪০) তাহলে অসম্ভব নয় যে, "আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষাও উত্তম জিনিস দান করবেন। আর তোমার বাগানের ওপর আসমান থেকে কোনো বিপদ পাঠিয়ে দিবেন, যার ফলে তা বৃক্ষলতাহীন শূন্য ময়দানে পরিণত হয়ে যাবে। (৪১) কিংবা এর পানি-প্রবাহ মাটির নীচে চলে যাবে আর তুমি তাকে কিছুতেই বের করতে পারবে না"। (৪২) শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত ফল-ফসলই বিনষ্ট হলো এবং সে নিজের আংগুর বাগানকে শুষ্ক ডালির ওপর উল্‌টানো দেখে নিজের নিয়োগকৃত পুঁজির জন্য হাত কচলাতে লাগল, আর বলতে লাগল ঃ "হায়! আমি যদি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরীক না করতাম! (৪৪) তখন সে জানতে পারল যে, কর্ম সম্পাদনের যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ার কেবল এক বরহক আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে! পুরস্কার তা-ই উত্তম, যা তিনি দান করেন আর পরিণাম তা-ই কল্যাণময় যা তিনি দেখাবেন। (সূরা কাহাফ)

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١) رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً (٢) فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (٣) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (٤) وَمَاۤ اُمِرُوْۤا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ (٥) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ اُولٰۤئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (٦) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰۤئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧)-

(১) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যেসব লোক কাফের ছিল তারা (নিজেদের কুফরি থেকে) বিরত থাকতে প্রস্তুত ছিল না— যতক্ষণ না তাদের কাছে উজ্জ্বল-অকাট্য দলীল আসবে। (২) (অর্থাৎ) আল্লাহ্র কাছ থেকে একজন রাসূল, যে পবিত্র সহীফা পড়ে শুনাবে, (৩) যাতে সম্পূর্ণ শাশ্বত ও সঠিক বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ থাকবে। (৪) পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে তাদের কাছে (সঠিক-নির্ভুল পথের) সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে যাওয়ার পর। (৫) আর তাদেরকে অন্য কোনো হুকুমই দেয়া হয়নি এ ছাড়া যে,

তারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবে— নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে। আর (তারা) নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। মূলত এটিই যথার্থ সত্য, সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন। (৬) আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য থেকে যেসব লোক কুফরী করেছে তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরকাল তাতে থাকবে। এ লোকেরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। (সূরা বাইয়্যেনাহ)

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ (٨٥) (المؤمن)

(৮৪) তারা যখন আমাদের আযাব দেখতে পেল, তখন তারা এই বলে চিৎকার করে ওঠি যে, আমরা মেনে নিলাম লা-শরীক এক আল্লাহ্‌কে আর আমরা অমান্য করছি সে সব উপাস্যকে যাদেরকে আমরা শরীক বানিয়েছিলাম। (৮৫) কিন্তু আমাদের আযাব দেখে লওয়ার পর তাদের ঈমান তাদের জন্য কিছুমাত্র কল্যাণকর হতে পারল না। কেননা এ-ই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান, যা চিরকাল তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে কার্যকর রয়েছে। আর তখন কাফেররা মহাক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল। (সূরা মুমিন)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ - (بخارى)

হযরত উবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত (১) এই বলে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র রাসূল (২) নামায কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া। (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা। (বুখারী)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ -

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, ঈমানের শাখা হচ্ছে ষাটের কিছু বেশি এবং লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ যার যবান ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে সে-ই মুসলমান। আর মুহাজীর হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করে। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلٰثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَ اَنْ تُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَ اَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ - (بخارى)

হযরত আনাসা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে। (আর হলো ঃ) (১) তার কাছে অপর সকলের চেয়ে আল্লাহ ও রাসূল প্রিয় হবে। (২) কাউকে ভালো বাসলে আল্লাহ জন্যেই ভালো বাসে। (৩) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপ্রিয় জানে, কুফরীতে ফিরে যাওয়াকেও তেমনি অপ্রিয় মনে করে।

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الاِيْمَانِ حُبُّ الاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ - (بخارى)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ ঈমানের নিদর্শন হচ্ছে আনসারদের ভালোবাসা এবং মুনাফিকীর নিদর্শন হচ্ছে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شُعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِ يْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ - (بخارى)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ এমন যুগ আসবে যখন ছাগল হবে মুসলমানদের সম্পদ। এটা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ান্ত ও বৃষ্টির পানির স্থানে চলে যাবে নিজের দ্বীন নিয়ে সে ফেতনা বা গোলযোগ থেকে দূরে পালিয়ে যাবে।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَعَلٰى رَجُلٌ مِنَ الاَ نْصَارِ وَ هُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِىْ الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَهُ فَاِنَّ الْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ - (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল করীম (স) এক আনসারীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সে তাঁর ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল। (অতি লজ্জাশীল ছিলো তাই লজ্জা কমানোর উপদেশ দিচ্ছিল) রাসূল করীম (স) বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও, কেননা লজ্জা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ। (বুখারী)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسِ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوْ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُو الزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا اذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেন ঃ লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে আমাকে (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে) হুকুম করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্‌ নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর রাসূল। আর নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। তারা যখন এগুলো করবে, তখন আমার (হাত) থেকে তারা ইসলামের হক বাদে নিজেদের রক্ত ও ধন বাচাতে পারবে। আর তাদের (কাজের) হিসাব আল্লাহ্‌র নিকট থাকবে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ - (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজ সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান! জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কি ? তিনি বললেন ঃ ত্রুটিমুক্ত হজ্জ বা কবুল হজ্জ। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَ اَنَّ رَجُلًا سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَ مَنْ لَّمْ تَعْرِفْ - (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল করীম (স) কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজ সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন ঃ ক্ষুধার্তকে খাবার দান এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ - (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে রমযানের রোযা রাখে তার পূর্বের গুনাহ্ (ছোট গুনাহ) মাফ করা হয়। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلَامَهٗ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهٗ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعَ مِاءَةِ ضَعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَّعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهٗ مِثْلِهَا - (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার ইসলামকে সুন্দর করে তোলে তখন সে যে ভালো কাজ করে তার বিনিময়ে দশ থেকে সাতশো গুন পর্যন্ত তার জন্যে সওয়াব লেখা হয়। কিন্তু সে যে মন্দ কাজ করে তার বিনিময়ে তার জন্যে (কেবলমাত্র) ততটুকুই লিখা হয়। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهٗ حَتّٰى يُصَلِّىْ عَلَيْهَا وَيَفْرَغَ مِنْ دُفْنِهَا فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تَدْفَنَ فَاِنَّهٗ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطٍ - (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ যে কেউ ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় কোনো মুসলিম ব্যক্তির জানাযার পেছনে চলে তার নামায পড়া ও দাফন শেষ হওয়ার পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকে, সে দু'কীরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে আসে। এর প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি নামায শেষ করে দাফনের পূর্বে ফিরে আসে সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে আসে। (বুখারী)

وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَ اَبْغَضَ لِلّٰهِ وَ اَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ - (بخارى)

হযরহ আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না করা নিছক আল্লাহ্ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই হয়ে থাকে, সে ব্যক্তিই পূর্ণ ইমানদার। (বুখারী)

### ৫. আল্লাহ্র জনগোষ্ঠি

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ۭ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۭ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۡ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ -

ইহুদ ও নাসারাগণ বলে যে, আমরা আল্লাহ্র সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। তাদেরকে জিজ্ঞেস করোঃ তাহলে তিনি তোমাদের পাপের কারণে তোমাদেরকে কেন শাস্তি দান করেন ? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরাও আল্লাহ্র অন্যান্য সৃষ্ট মানুষের মতোই সমান মর্যাদার মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন ও যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় সৃষ্টি তাঁরই মালিকানাধীন, সব কিছুকে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা মায়েদা ঃ ১৮)

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَلْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا اَحَدٌ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ يَدَّعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ- (بخاری)

হযরত আবদান (র) তিনি আবি হাযজাহ থেকে তিনি আনাস থেকে তিনি সাঈদ ইবনে যুবাইর তিনি আবি আবদুর রহমান ইবনে সুলমী থেকে তিনি আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম বলেছেন ঃ এমন কেউই নেই যে কষ্ট দায়ক কিছু শোনার পর, সে ব্যাপারে আল্লাহ্র চেয়ে অধিক সবর করতে পারে। লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান আছে বলে দাবি করে অথচ এর পরেও তিনি তাদেরকে শান্তিতে রাখেন এবং রিযিক দান করেন।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ، قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ ؟ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ -

হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন, দুটি বিষয় অপর দুটি বিষয়কে অনিবার্য করে তোলে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল হুযুর! সে দুটি বিষয় কি ? নবী করীম (স) বললেন ঃ যে আল্লাহ্র সঙ্গে কাউকেও শরীক করে মৃত্যু বরণ করেছে সে অবশ্যই দোযখে যাবে, পক্ষন্তরে যে আল্লাহ সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে সে অবশ্যাই বেহেশতে যাবে। (মুসলিম)

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

হযরত ওসমান বিন আফফকান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ যে এই বিশ্বাস নিয়ে মরবে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। (মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ سَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذَبْنَ جَبَلٍ نَحْوَ اَهْلَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ اِنَّكَ تَقْدِمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ اَوَّلُ مَا تَدْعُوْ هُمْ اِلَى اَنْ يُّوَاحِدُ وْاللّٰهُ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্ত দাস আবু মা'বাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি ঃ নবী করীম (স) যখন মুয়ায বিন জাবলকে ইয়ামেন বাসীদের (শাসনকর্তা নিয়োগ করে) পাঠালেন, তখন তিনি তাকে বলেছি-লেন ঃ তুমি এমন একটি কওমের কাছে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। সুতরাং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ্কে এক বলে মানার আহবান জানাবে। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لاَصْحَابِهِ فِيْ صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَا اللّٰهُ اَحَدُ فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَلُوْهُ لاَيِّ شَيٍّ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ لاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَءَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهُ -

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের অধিনায়ক করে যুদ্ধাভিযানে পাঠালেন। নামাযে সে যখন সঙ্গীদের ইমামতি করত তখন কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" দিয়ে শেষ করত। অভিযান শেষে লোকজন ফিরে এসে ঐ বিষয়টি নবী করীম (স)-এর কাছে বললেন, নবী করীম (স) বললেন, সে কেন এরূপ করে তা তাকে জিজ্ঞেস করো। সবাই তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, ওই সূরাতে আল্লাহ তা'আলার গুনাবলী বর্ণিত হয়েছে তাই তা পাঠ করতে আমি ভালোবাসি। এ কথা শুনে নবী করীম (স) বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসে। (বুখারী)

## ৬. আহলে কিতাব

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ (٦٩) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ (٧٠) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٧١) وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٧٢)- (ال عمران)

(৬৯) (হে ঈমানদারগণ!) আহলি কিতাবদের মধ্যে একটি দল তোমাদেরকে কোনো-না-কোনো রকমে পথভ্রষ্ট করে দিতে চায়, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকেই গোমরাহীতে নিক্ষেপ করতে পারে না; কিন্তু তাদের সে বিষয়ে চেতনাই নেই। (৭০) হে

আহলি কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহর আয়াত (নির্দশন) অস্বীকার করছ ? অথচ তোমরা নিজেরাই তা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করছ। (৭১) হে আহলি কিতাব! সত্যকে মিথ্যার (বাতিলের) সাথে মিশ্রিত করে কেন সন্দেহযুক্ত করে তুলছ ? আর জেনে বুঝে কেন সত্যকে গোপন করছ ? (৭২) আহলি কিতাবদের মধ্য হতে একটি দল বলে যে, এই নবীর প্রতি বিশ্বাসীদের নিকট যা কিছু নাযিল হয়, এর প্রতি তোমরা সকাল বেলা ঈমান আনো আর সন্ধ্যা বেলায় অস্বীকার করো। সম্ভবত এই প্রক্রিয়ায় এরা নিজেদের ঈমান থেকে ফিরে যাবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ رض قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُبَارَكَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لاَهْلِ الاِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَ لاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الاٰيَةَ -

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (রহ) তিনি উসমান ইবনে উমার থেকে তিনি আলী ইবনে মুবারক থেকে তিনি ইয়াহ্ ইয়া ইবে আবী কাসীর থেকে তিনি আবিসালামাহ থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করে মুসলমানদের সামনে তা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করত। (এই প্রেক্ষিতে) রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ আহলে কিতাবকে তোমরা সত্যবাদী মনে করোনা এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদীও ভেবোনা। তোমরা বলে দাও, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এর প্রতি। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرٰهِيْمَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كَيْفَ تَسْئَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَىْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحْدَثُ تَقْرَؤُنَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوْ كِتَابَ اللّٰهِ وَغَيْرُوْهُ وَكَتَبُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ وَقَالُوْا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً، اَلاَ يَنْهَاكُمْ مَاجَاءَ كُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ - (بخارى)

মুসা ইবনে ইসমাঈল (রহ) ... উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তোমরা কিভাবে আহলে কিতাবদেরকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করো ? অথচ তোমাদের কিতাব (আল-কুরআন) তাঁর রাসূল করীম (স)-এর ওপর সদ্য নাযিল হয়েছে, তা তোমরা পড়ছ। যা পূত-পবিত্র ও নির্ভেজাল। এই কিতাব তোমাদেরকে বলে দিচ্ছে, আহলে কিতাবগণ আল্লাহ্‌র কিতাবকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে দিয়েছে। তারা স্বহস্তে কিতাব লিখে তা আল্লাহ্‌র কিতাব বলে ঘোষণা দিয়েছে, যাতে এর দ্বারা সামান্য সুবিধা লাভ করতে পারে। তোমাদের কাছে যে (কিতাব ও সুন্নাহর) ইলম রয়েছে তা কি তোমাদেরকে তাদের কাছে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করতে নিষেধ করছেনা ? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা তো তাদের কাউকে দেখেনি কখনো তোমাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে।

## ৭. ইসলাম

مَا كَانَ إِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٦٧) إِنَّ أَوْلَى
النَّاسِ بِإِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ (٦٨) -

(৬৭) সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম না ছিল ইহুদী আর না ছিল খ্রিস্টান; বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম, সে কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিল না। (৬৮) ইবরাহীমের সাথে সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশি অধিকার রয়েছে তাদের, যারা তার অনুসরণ করছে। আর এখন এই সম্পর্ক রাখার বেশি অধিকারী হচ্ছে এই নবী এবং তার অনুসারী ঈমানদার লোকেরা। বস্তুত আল্লাহ্ কেবল তাদেরই সহায়ক ও সাহায্যকারী, যারা ঈমানদার। (সূরা আলে-ইমরান)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٢٧)
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٢٨) وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٣٥) أَمْ تَقُوْلُوْنَ إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا أَوْ
نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ (١٤٠) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(١٤١) -(البقرة)

(১২৭) স্মরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ (কা'বা) ঘরের প্রাচীর নির্মাণ করছিল, তখন উভয়েই দো'আ করছিল ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু! আমাদের এ কাজ তুমি কবুল করো; তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু শুনতে পাও এবং সব কিছু জানো। (১২৮) হে রব্ব! আমাদের উভয়কেই তোমার ফরমানের অনুগত (মুসলিম) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতির উত্থান করো যারা তোমার অনুগত হবে। তুমি আমাদেরকে তোমার ইবাদতের পন্থা বলে দাও এবং আমাদের দোষ-ক্রটি ক্ষমা করো। তুমি নিশ্চয়ই অতীব ক্ষমাশীল ও সবিশেষ অনুগ্রহকারী। (১৩৫) ইহুদীরা বলে ঃ ইহুদী হও, তবেই সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। খ্রিস্টানরা বলে ঃ খ্রিস্টান হও, তবেই সত্যের সন্ধান পাবে। তাদের সকলকেই বলে দাও যে, তারা কেউই ঠিক নয় বরং সবকিছু পরিত্যাগ করে ইবরাহীমের পন্থা অবলম্বন করো। আর (এ কথা সর্বজনবিদিত যে) ইবরাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৪০) অথবা তোমরা কি বলতে চাও যে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধর—সকলেই ইহুদী ছিলেন কিংবা খ্রিস্টান ? (হে নবী!) তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা বেশি জানো না আল্লাহ্ বেশি জানেন ? যার কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে কোনো সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে, সে যদি তাকে গোপন করে, তবে তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে ? জেনে রাখো, তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ মোটেই গাফিল নন; (১৪১) এরা কিছু সংখ্যক লোক

ছিলেন, যারা আজ অতীত হয়ে গেছে। তাদের অর্জন তাদের জন্য ছিল এবং তোমাদের অর্জন তোমাদের জন্য। তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তোমাদের কাছে কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না।

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ، وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا - (النساء : ١٢٥)

বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে মস্তক অবনত করে দিয়েছে ও নিজের জীবনযাত্রায় সততা অবলম্বন করেছে এবং সম্পূর্ণ একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পন্থা অনুসরণ করছে— সে ইবরাহীমের পন্থা— যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন— তার অপেক্ষা উত্তম জীবন যাপন পদ্ধতি আর কার হতে পারে ? (সূরা নিসা)

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ..... (١٩) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ، وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٨٥) - (اٰل عمرٰن :)

(১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে কেবলমাত্র ইসলাম .....। (৮৫) এই আনুগত্য (ইসলাম) ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তার সে পন্থা কক্ষনোই কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ، فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ، ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ، وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ - (الروم : ٣٠)

অতএব (হে নবী ও নবীর অনুসারীগণ!) একমুখী হয়ে নিজেদের সমগ্র লক্ষ্যকে এই দ্বীনের দিকে কেন্দ্রীভূত করে দাও। দাঁড়িয়ে যাও সে প্রকৃতির ওপর, যার ওপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পয়দা করেছেন। আল্লাহ্‌র বানানো সৃষ্টি-কাঠামো বদলানো যেতে পারেনা। এ-ই সর্বতোভাবে সঠিক ও নির্ভুল দ্বীন। কিন্তু অনেক লোকই তা জানে না। (সূরা রূম ঃ ৩০)

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ص لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ -

হে নবী! বলো ঃ "আমরা আল্লাহকে মানি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা মানি আর ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধরদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তাও মানি। সে হেদায়েতের প্রতিও ঈমান রাখি যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য পয়গাম্বরদেরকে তাদের রব্ব-এর তরফ থেকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোনোই পার্থক্য বা তারতম্য করি না এবং আমরা আল্লাহ্‌রই ফরমানের অধীন ও অনুসারী (মুসলিম)।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৪)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِٓ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ ، اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ - (الشورٰى : ١٣)

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার নির্দেশ আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে ইতিপূর্বে দিয়েছিলাম— এই তাগিদ সহকারে যে, কায়েম করো এ দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেও না। এ কথাটিই এ মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ, যার দিকে (হে মুহাম্মদ!) তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন বানিয়ে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন যে তাঁর দিকে রুজু করে। (সূরা শূরা ঃ ১৩)

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ (١١٦) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ (١١٧)- (هود)

(১১৬) তাহলে তোমাদের পূর্বে যেসব জাতি অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের মধ্যে এমন সৎকর্মশীল লোক বর্তমান থাকল না কেন, যারা লোকদেরকে জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হতো? এরূপ লোক থাকলেও সংখ্যায় তারা খুব নগণ্য ছিল। তাদেরকে আমরা এই জাতিগুলোর মধ্য থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছি। অন্যথায় জালিম লোকেরা তো সে স্বাদ-আস্বাদনের কাজে লিপ্ত রয়েছে যেসব সামগ্রী তাদেরকে বিপুল পরিমাণে দেয়া হয়েছিল আর তারা মহা অপরাধী হয়ে থাকল। (১১৭) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভু এরূপ নন যে, তিনি জন-বসতিগুলোকে অকারণ ধ্বংস করে দেবেন— এরূপ অবস্থায় যে, সে সবের অধিবাসীরা সংশোধনকারী ও সদাচরণশীল। (সূরা হুদ)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ...... (اٰل عمرٰن : ١١٨)

হে ঈমানদারগণ! আপন সমাজের লোকদের ছাড়া অন্য লোকদেরকে নিজেদের গোপন কথার সাক্ষী বানিও না .......। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১১৮)

......اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (المائدة : ٢)

........আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নেয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি। (অতএব হালাল ও হারামের যে সব বিধি-নিষেধ তোমাদের প্রতি আরোপ করেছি, তা পূর্ণরূপে পালন করো।) অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে এর মধ্য থেকে কোনো জিনিস খেয়ে ফেলে— গুনাহ করার কোনো প্রবণতা ছাড়াই— তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব গুনাহ মার্জনাকারী ও অশেষ রহমত দানকারী। (সূরা মায়েদা ঃ ২)

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ (٩٢) وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۚ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ (٩٣)- (الانبياء)

(৯২) তোমাদের এ উম্মত প্রকৃতপক্ষে একই উম্মত; আর আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক; অতএব তোমরা আমার ইবাদত করো। (৯৩) কিন্তু (লোকদের কর্মকাণ্ড এই যে) তারা নিজেদের দ্বীনকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলেছে— (শেষ পর্যন্ত তোমাদের) সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। (সূরা আম্বিয়া)

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ۚ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ۚ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ..... (الحج : ٧٨)

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে নিজের কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন আর দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও। আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছিলেন ..... (সূরা হজ্জ ঃ ৭৮)

وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ - (المؤمنون : ٥٢)

তোমাদের উম্মত একই উম্মত আর আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভু। অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো। (সূরা মুমিনুন ঃ ৫২)

وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١١١) بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (١١٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٢٠٨) ... اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (٢٢١) -(البقرة)

(১১১) তারা বলে ঃ "কোনো ব্যক্তিই বেহেশতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না সে ইহুদী কিংবা (খ্রিস্টানদের মতে) খ্রিস্টান হবে। মূলত এটা তাদের মনের কামনা মাত্র। তাদের বলো, তোমাদের দাবিতে তোমরা সত্যবাদী হলে এর উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করো। (১১২) বস্তুত তোমাদের বা অন্য কারো বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই বরং সত্য কথা এই যে, যে ব্যক্তিই নিজের সত্তাকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে পুরোপুরি সোপর্দ করে দেবে এবং কার্যত সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন করবে, তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে এর জন্য প্রতিদান রয়েছে এবং এই ধরনের লোকদের জন্য কোনো প্রকার ভয় ও শঙ্কার কারণ নেই। (২০৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামের মধ্যে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; কেননা সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য দুশমন। (২২১) ..... কেননা, এরা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান জানায়, আর আল্লাহ্ তাঁর নিজ অনুমতিক্রমে তোমাদেরকে বেহেশত ও ক্ষমার দিকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি তাঁরা বিধানসমূহ লোকদের কাছে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। আশা করা যায়, তারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে ও উপদেশ কবুল করবে।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - (الزمر : ٢٢)

এখন যে ব্যক্তির বক্ষদেশকে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছ থেকে পাওয়া একটি আলোর অনুসরণ করে চলছে সে-কি (সে ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে এসব কথা থেকে কিছুমাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেনি ?) ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নসীহত-বাণীতে আরো অধিক শক্ত হয়ে গেছে। সে তো সুস্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত!

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (حٰم السجدة : ٣٣)

আর সে ব্যক্তির কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং বলল ঃ 'আমি মুসলমান।'

هُوَ الَّذِيْٓ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

তিনিই তো নিজের রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন সে একে সর্বপ্রকারের দ্বীনের ওপর বিজয়ী করে তোলে— তা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতই কঠিন হোক না কেন। (সূরা সফ ঃ ৯)

وَمَآ أُمِرُوْٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ - (البيّنة : ٥)

আর তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোনো হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্‌র বন্দেগী করবে— নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্য খালেস করে, সম্পূর্ণরূপে একনিষ্ঠ ও একমুখী হয়ে। আর (তারা) নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। মূলত এটিই যথার্থ সত্য, সঠিক ও সুদৃঢ় দ্বীন।

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا (٣) -(النّصر)

(১) যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে; (২) আর (হে নবী!) তুমি দেখতে পাবে যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে দাখিল হচ্ছে, (৩) তখন তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর হামদ সহকারে তাঁর তসবীহ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করো; নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর স্থাপিত। (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল, (২) সালাত কায়েম করা, (৩) যাকাত দেয়া, (৪) হজ্জ করা, এবং (৫) রামযানে সিয়াম পালন করা। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْاِسْلَامَ بَدَاَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا عَمَا بَدَاَ وَهُوَ يَئْرُزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ فِيْ جُحْرِهَا -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, স্বল্প সংখ্যক দরিদ্র মুহাজিরদের দ্বরাই ইসলামের সূচনা হয়েছিল। অচিরেই তা আবার সূচনা লগ্নের মতো গরীব অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। তা উভয় মসজিদের (মক্কা ও মাদীনার) মধ্যবর্তী এলাকায় গুটিয়ে আসবে, যেমন সাপ তার গর্তের দিকে গুটিয়ে আসে। (মুসলিম)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِّىْ فِى الْاِسْلَامِ قَوْلًا لا اَسْئَلُ عَنْهُ اَحَدً غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ -

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স) ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত প্রদান করুন যেনো এ সম্পর্কে আর কাউকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন না হয়। রাসূলে করীম (স) বললেন, বলো, "আমানতুবিল্লাহ" অর্থাৎ "আমি আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনলাম' এবং এর ওপর সুদৃঢ় থাকো। (মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسِ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدً ارَّسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوْ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوالزَّكٰوةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْامِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -

হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেন ঃ লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমাকে (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে) হুকুম করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ (স) তাঁর রাসূল, আর নামায কয়েম করে এবং যাকাত দেয়। তারা যখন এগুলো করবে, তখন আমার (হাত) থেকে তারা ইসলামের হক বাদে নিজেদের রক্ত ও ধন বাচাঁতে পারবে। আর তাদের (কাজের) হিসাব আল্লাহ্‌র নিকট থাকবে। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رض وَاَنَّ رَجُلًا سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْوَاَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفَتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفَ -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোনো কাজ সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন, ক্ষুধার্তকে খাবার দান এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া। (বুখারী)

عَنِ الْحَسَنِ رض مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتَ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْىَ بِهِ الْاِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّبِيِّنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ -

হযরত হাসান বসরী (রা) হতে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি দ্বীন-ইসলামের অন্বেষনে ব্যপৃত থাকে এবং ঐ অবস্থায়ই তার মৃত্যু পরোয়ানা উপস্থিত হয়, জান্নাতে তার এবং নবীদের মধ্যে একটি ধাপই ব্যবধান থাকবে। (দারেমী)

عَنْ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاقَ طَعْمَ الْاِيْمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا - (بخارى، مسلم)

হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌কে 'রব্ব', ইসলামকে 'দ্বীন' এবং মুহাম্মদ (স)-কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

## ৮. মুসলমানগণ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ؗ سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا - (الفتح : ٢٩)

(২৯) মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নিজেরা পরস্পর দয়াশীল। তোমরা তাদেরকে রুকূতে, সিজদায় ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে আত্মনিমগ্ন দেখতে পাবে। তাদের মুখাবয়বে সিজদার চিহ্ন ভাস্বর হয়ে আছে, যার দ্বারা তারা স্বাতন্ত্র্য সহকারে পরিচিত হয়। তাদের এ গুণ-পরিচিতি তাওরাতে উল্লিখিত রয়েছে আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, যেন একটা শস্যক্ষেত; প্রথমে তা অংকুর বের করে, তারপর তাকে শক্তি যোগান হয়। অতঃপর তা মোটা ও শক্ত হয়ে ওঠে। এরপর তা স্বীয় কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। তা চাষকারীদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয়, যেন কাফেররা এসবের ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়ার দরুন (হিংসায়) জ্বলতে থাকে। এ দলের লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা ও অতি বড় শুভ ফলের ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাতাহ ঃ ২৯)

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ (٥٢) وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ (٥٣)- (القصص)

(৫২) ইতিপূর্বে আমরা যাদেরকে কিতাব দান করেছিলাম, তারা এর (এ কুরআনের) প্রতি ঈমান রাখে। (৫৩) আর যখন এটা তাদেরকে শুনানো হয় তখন তারা বলে ঃ "আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, এটি বাস্তবিকই সত্য, আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর কাছ থেকে নাযিল হয়েছে। আমরা তো পূর্ব হতেই মুসলিম।" (সূরা কাসাস)

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - (حٰم السجدة : ٣٣)

আর সে ব্যক্তির কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং বলল ঃ 'আমি মুসলমান।' (সূরা হা-মীম-সাজদা ঃ ৩৩)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا تَبَاغَضُوْا وَ لَا تَحَاسَدُوْا وَ لَا تَدَابَرُوْا ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَّ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ -

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেন, তোমরা পরস্পরের বিদ্বেষ ভাব রেখ না, হিংসা করো না, বিচ্ছেদাত্মক আচরণ করো না। বরং সবাই এক আল্লাহ্‌র বান্দাহ হয়ে ভাই ভাই হয়ে যাও। আর একজন মুসলিমের জন্য তাঁর ভাইয়ের সাথে তিন রাতের বেশি (বিরাতবশত) দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ রাখা জায়েয নেই। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا ، وَيُعْرِضُ هٰذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ - (بخارى)

হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেন, কোনো লোকের জন্যে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি (বিরাগবশত) এভাবে সালাম-কালাম বন্ধ করে রাখা যে, দু'জনের দেখা হলে একজন এদিকে আরেকজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—কোনোমতেই জায়েয নেই। তাদের দু'জনের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে সালাম দ্বারা (কথাবার্তার) সূচনা করে। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ، وَ لَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِىْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِىْ حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেন ঃ মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না কিংবা (জুলুমের জন্য) তাকে জালিমের হাতে সোপর্দও করবে না (অথবা তাকে বিপদে ত্যাগ করবে না)। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবে, আল্লাহ্ তার অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবেন। যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) কোনো মুসলিমের কোনো বিপদ দূর করবে আল্লাহ কেয়ামাতের দিন তার বিপদ সমূহের মধ্যে বড় কোনো বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কেয়ামাতের দিন তার দোষ গোপন করবেন। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رض وَيَقُوْلُ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، اَلْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ - (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেন ঃ (প্রকৃত) মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ (কথা) থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে। আর (প্রকৃত) মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكَ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ -

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ এমন যুগ আসবে যখন ছাগল হবে মুসলমানদের সম্পদ। এটা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টির পানির স্থানে চলে যাবে। নিজের দ্বীন নিয়ে সে ফেতনা বা গোলযোগ থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। (বুখারী)

وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ اِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

হযরত জারির বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী করীম (স) কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামায কায়েম করার জন্য, যাকাত দেয়ার জন্য এবং প্রতিটি মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهٖ كَمُقَلِّدِ الْخَنَاذِيْرِ الْجَوْهَرَ وَالُّؤْلُؤَ وَالهَبَ -

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ— অবশ্য কর্তব্য। আর অপাত্রে ইলম রাখা শুকরের কণ্ঠে জওহার মোতি ও স্বর্ণের হার ঝুলানোর ন্যায়। (ইবনে মাজাহ)

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ مُسْلِمٍ فَوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ -

হযরত মুযায ইবনে হাবাল (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি উটের দুধ দোহানের সমপরিমান সময় (অর্থাৎ অল্প সময়ও) আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। (তিরমিযি)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَ لَا يَخْذُ لُهٗ وَ لَا يَحْقِرُهٗ التَّقْوٰى هٰهُنَا وَيَشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلَثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ اِمْرَءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلٰى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهٗ وَمَالَهٗ عِرْضُهٗ - (مسلم)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না, তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগও করবে না এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না। তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করে বলেন, তাকওয়া এখ-ানে তাকওয়া এখানে তাকওয়া এখানে। কোনো লোকের নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। প্রতিটি মুসলমানের জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান সকল মুসলমানের সম্মানের বস্তু। (এর ওপর হস্তক্ষেপ করা তাদের জন্য হারাম)

## ৯. মুমিনগণ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰۤئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٧١)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (١١٩)- (التوبة)

(৭১) মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী— এরা পরস্পরের বন্ধু-সাথী ও শুভাকাংখী। তারা যাবতীয় ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, সব অন্যায়-পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত অবশ্যই নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী। (১১৯) হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সঙ্গী হও।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (٦٣) وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (٦٣) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (٦٥) اِنَّهَا سَاۤءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا (٦٦) وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا (٦٧) وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا (٦٨) - (الفرقان)

(৬৩) রহমানের (আসল) বান্দাহ তারা যারা জমিনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে আর জাহিল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে এলে বলে দেয় যে, তোমাদের প্রতি সালাম; (৬৪) যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সমীপে সিজদায় নত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে রাত অতিবাহিত করে। (৬৫) যারা দো'আ করে এই বলে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। এর আযাব তো বড়ই প্রাণান্তকর ও বিনাশকারী; (৬৬) তা অত্যন্ত খারাপ আশ্রয় ও অবস্থানের জায়গা; (৬৭) তারা যখন খরচ করে; বেহুদা খরচ করে না, এবং কার্পণ্যও করে না, বরং দুই সীমার মাঝখানে মধ্যম নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে; (৬৮) যারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মা'বুদকে ডাকে না, আল্লাহ্‌র হারাম-করা কোনো প্রাণকে অকারণে ধ্বংস করে না, এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। —যে ব্যক্তি এসব কাজ করে, সে নিজের গুনাহের প্রতিফল পাবে। (সূরা ফুরক্বান)

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا -

আর যেসব লোক মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটা মস্ত বড় মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে। (সূরা আহযাব-৫৮)

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۥ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۥ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ- (البقره : ٢٥٧)

যারা ঈমান আনে, তাদের সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ্; তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী অবলম্বন করে, তাদের সাহায্যকারী এবং পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে 'তাগূত'; সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরা হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৭)

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۥ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - (الانعام : ١٢٢)

যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমরা তাকে জীবন দান করলাম এবং তাকে সে রৌশনী দান করলাম যার আলোক-ধারায় সে লোকদের মধ্যে জীবন যাপন করে, সে কি সে ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে রয়েছে, তা থেকে কোনক্রমেই বের হয় না ? কাফেরদের জন্য এই রকমই তাদের আমলকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ۥ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۥ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ج فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ق اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٧) فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۥ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (١١٢) وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ لا وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ (١١٣)

(১৭) অন্যদিকে যে ব্যক্তি নিজের রব্ব-এর কাছ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য লাভ করেছে অতঃপর পরোয়ারদেগারের তরফ থেকে একজন সাক্ষীও (তার সাক্ষ্যের সমর্থনে) এসেছে এবং এর পূর্বে মূসার কিতাব পথপ্রদর্শক ও রহমত হিসেবে এসে মওজুদ রয়েছে (সে ব্যক্তিও কি দুনিয়া-পূজারীদের ন্যায় তাকে অস্বীকার করতে পারে ?) এ ধরনের লোক তো এর প্রতি ঈমানই আনবে। মানব সমাজের মধ্যে যারাই একে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য যে স্থানের ওয়াদা করা হয়েছে, তা হচ্ছে জাহান্নাম। অতএব হে নবী! তুমি যেন এই জিনিস সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহে পড়ে না যাও। এতো তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে আগত প্রকৃত সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা মানেনা। (১১২) অতএব হে মুহাম্মদ! তুমি এবং তোমার সে সব সাথী, যারা (কুফর ও বিদ্রোহমূলক আচরণ হতে ঈমান ও আনুগত্যের দিকে) ফিরে এসেছে, সত্য সঠিক পথের ওপর সুদৃঢ় হয়ে থাকো— যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর দাসত্বের সীমা লংঘন করো না। তোমরা যাকিছু করছ, এর প্রতি তোমার রব্ব পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন। (১১৩) এই জালিমদের প্রতি একটুও ঝুঁকো না; নতুবা জাহান্নামের আওতার

মধ্যে পড়ে যাবে এবং তোমরা এমন কোনো বন্ধু বা অভিভাবক পাবে না, যে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র (আযাব) থেকে বাঁচাতে পারে আর অন্য কোথাও থেকে তোমরা সাহায্য পাবে না। (সূরা হূদ)

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ (٩١) وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٩٥) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩٦) – (النحل)

(৯১) তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করার পর তা পূরণ করো এবং নিজেদের কসম পাকা-পোক্তভাবে করার পর তা ভঙ্গ করো না, যখন তোমরা আল্লাহ্‌কে নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে নিয়েছ। আল্লাহ্ তোমাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন। (৯৫) আল্লাহ্‌র ওয়াদা-প্রতিশ্রুতিকে সামান্য ও নগণ্য ফায়দার বিনিময়ে বিক্রয় করে দিও না। যা কিছু আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম— যদি তোমরা জানতে ও বুঝতে পারো। (৯৬) তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর যা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে, তাই চিরদিন অবশিষ্ট থাকবে। আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণকারীদেরকে তাদের উত্তম কাজ অনুপাতে প্রতিফল দান করব। (সূরা নহল)

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ

আচ্ছা যে ব্যক্তির সাথে আমরা কোনো ভালো ওয়াদা করেছি এবং সে তা লাভ করেছে, সে কি কখনো এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যাকে আমরা শুধু বৈষয়িক জীবনের সামগ্রী দিয়েছি এবং তারপর কেয়ামতের দিন তাকে শাস্তি ভোগের জন্য হাজির করা হবে? (সূরা কাস্‌সা-৬১)

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ (٣) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (٤) مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٥)– (العنكبوت)

(২) লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' শুধুমাত্র এটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (৩) অথচ আমরা তো এদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী! (৪) যেসব লোক খারাপ কাজ করছে, তারা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে যে, তারা আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে? তারা বড়ই ভুল ও খারাপ ফয়সালা করেছে! (৫) যে কেউই আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়ার আশা পোষণ করে (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসবে আর আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন। (সূরা আনকাবুত)

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُونَ - (السجدة : ١٨)

এটা কি কখনো হতে পারে যে, যে ব্যক্তি মুমিন, সে ফাসিকের মতো হয়ে যাবে ? এ দু' ব্যক্তি সমান হতে পারেনা। (সূরা সাজদা ঃ ১৮)

قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ (١١) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ (١٢) قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (١٣) قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِىْ (١٤)- (الزمر)

(১১) (হে নবী !) তাদেরকে বলো ঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন দ্বীনকে আল্লাহ্র জন্য খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিয়ে তাঁরই বন্দেগী করি। (১২) আর আমাকে এ হুকুমও করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমি যেন নিজে মুসলিম হই। (১৩) বলো ঃ আমি যদি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাফরমানী করি, তাহলে আমার এক ভয়ঙ্কর দিনের আযাবের ভয় রয়েছে। (১৪) বলে দাও, আমি তো আমার দ্বীনকে আল্লাহ্র জন্য খালেস করে তাঁরই বন্দেগী করব। (সূরা রূম)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١٢) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ أٰمَنُوْٓا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ (١٦) وَالَّذِيْنَ أٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِأٰيٰتِنَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ (١٩)-

(১২) সে দিন তোমরা মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে দেখবে যে, তাদের 'নূর' তাদের সামনে-সামনে এবং তাদের ডানদিকে দৌড়াচ্ছে। (তাদেরকে বলা হবে যে,) আজ সুসংবাদ রয়েছে তোমাদের জন্য জান্নাতসমূহের, যে সবের নিম্নদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবহমান থাকবে, যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটিই হলো বড় সাফল্য। (১৬) ঈমানদার লোকদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসেনি যে, তাদের হৃদয় আল্লাহ্র যিকিরে বিগলিত হবে এবং তাঁর নাযিল কৃত মহাসত্যের সম্মুখে অবনত হবে এবং তারা সেই লোকদের মতো হয়ে যাবে না, যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। পরে একটা দীর্ঘকাল তাদের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে; এতে তাদের হৃদয় শক্ত হয়ে গেছে এবং আজ তাদের অনেকেই ফাসিক হয়ে রয়েছে ? (১৯) আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে তারাই তাদের আল্লাহ্র কাছে 'সিদ্দীক' ও শহীদ রূপে গণ্য। তাদের জন্য তাদের সওয়াব ও তাদের নূর রয়েছে আর যারা কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করেছে, তারা জাহান্নামী। (সূরা হাদীদ)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى (١٥) - (الاعلى)

(১৪-১৫) কল্যাণ লাভ করল সেই ব্যক্তি, যে পবিত্রতা অবলম্বন করল এবং নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নাম স্মরণ করল, নামায আদায়ও করল। (সূরা 'আলা)

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ .... (اٰل عمرٰن : ١٧٩)

আল্লাহ মুমিনদেরকে এ অবস্থায় কিছুতেই থাকতে দেবেন না, যে অবস্থায় তোমরা বর্তমান সময় (দাঁড়িয়ে) আছ! তিনি পবিত্র লোকদেরকে অপবিত্র লোকদের থেকে অবশ্যই পৃথক করবেন ......। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৭৯)

...... كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ - (البقرة : ٢٨٥)

..... এরা সকলেই আল্লাহ্, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এই ঃ আমরা আল্লাহ্র রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা তোমারই কাছে গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৮৫)

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (٧٠) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا (٧١) وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا (٧٣) وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا (٧٤) اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا (٧٥) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا (٧٦) - (الفرقان)

(৭০) লাঞ্ছনা সহকারে এ থেকে বাঁচবে তারা, যারা (এসব গুনাহ করার পর) তওবা করে নিয়েছে এবং ঈমান এনে নেক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এ লোকদের দোষ-ত্রুটি ও অন্যায় কাজকে আল্লাহ তা'আলা ভালো কাজ দ্বারা বদলিয়ে দেবেন আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। (৭১) যে ব্যক্তি তওবা করে নেক আমলের নীতি গ্রহণ করে, সে তো আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে ফিরে আসার মতোই। (৭২) (আর রহমানের বান্দাহ তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না আর কোনো অর্থহীন বিষয়ের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে হলে তারা ভদ্রলোকের মতোই অতিক্রম করে। (৭৩) যাদেরকে তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলে তারা এর প্রতি অন্ধ ও বধির হয়ে থাকে না। (৭৪) যারা দো'আ করতে থাকে ঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রীদেরকে ও আমাদের সন্তানদেরকে চক্ষু শীতলকারী বানাও এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম বানিয়ে দাও।"(৭৫) এরাই হচ্ছে সে লোক যারা নিজেদের সবর-এর ফল উন্নত মনযিল রূপে পাবে। সাদর সম্ভাষণ ও শুভ সম্বোধন সহকারে তাদেরকে সেখানে সম্বর্ধনা জানানো হবে। (৭৬) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। কতই না উত্তম সে আশ্রয়, কতই না চমৎকার সে আবাস।

(সূরা ফুরক্বান)

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (السجدة) (١٥) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (١٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٧) أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٩)

(১৫) আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি তো সে লোকেরা ঈমান আনে, যাদেরকে এই আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলে তারা সিজদায় অবনত হয় ও নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা। (সিজদা) (১৬) তাদের পিঠ বিছানা হতে আলাদা হয়ে থাকে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালককে ডাকে আশঙ্কা ও আশাবাদ সহকারে। আর যা কিছু রিযিক আমরা তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে খরচ করতে থাকে। (১৭) তাছাড়া তাদের আমলের প্রতিফল স্বরূপ তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোনো প্রাণীরই তা জানা নেই। (১৮) এটা কি কখনো হতে পারে যে, যে ব্যক্তি মুমিন, সে ফাসিকের মতো হয়ে যাবে? এ দু' ব্যক্তি সমান হতে পারেনা। (১৯) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে. তাদের জন্য তো জান্নাতসমূহে বসবাসের স্থান রয়েছে আপ্যায়ন হিসেবে তাদের আমলের প্রতিদানরূপে। (সূরা সাজদা)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥) - (الاحزاب)

(২১) প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম আদর্শ বর্তমান ছিল, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুব বেশি করে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে। (৩৫) নিশ্চয় যেসব পুরুষ ও স্ত্রীলোক মুসলমান, ঈমানদার, আল্লাহ্‌র অনুগত, সত্য পথের পথিক, ধৈর্যশীল, আল্লাহ্‌র সম্মুখে অবনত, সাদকা দানকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র স্মরণকারী, আল্লাহ্ তাদের জন্য মার্জনা এবং বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ - (الحجرت : ١٥)

প্রকৃতপক্ষে মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর তারা

আর কোনো সন্দেহে পড়েনি এবং নিজেদের জান-মাল ও সম্পদসমূহ নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ লোক। (সূরা হুজরাত ঃ ১৫)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ - (اٰل عمرٰن : ١١٠)

এখন দুনিয়ার সেই সর্বোত্তম দল তোমরা, যাদেরকে মানুষের হেদায়েত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করো, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রেখে চলো। এই আহলি কিতাবরা যদি ঈমান আনত, তবে তা তাদেরই পক্ষে কল্যাণকর হতো, যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই নাফরমান।

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ أَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ ج كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا -(الفتح : ٢٩)

মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল আর যেসব লোক তার সাথে রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ও নিজেরা পরস্পর দয়াশীল। তোমরা তাদেরকে রুকূতে, সিজদায় ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সন্ধানে আত্মনিমগ্ন দেখতে পাবে। তাদের মুখাবয়বে সিজদার চিহ্ন ভাস্বর হয়ে আছে, যার দ্বারা তারা স্বাতন্ত্র্য সহকারে পরিচিত হয়। তাদের এ গুণ-পরিচিতি তাওরাতে উল্লিখিত রয়েছে আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, যেন একটা শস্যক্ষেত; প্রথমে তা অংকুর বের করে, তারপর তাকে শক্তি যোগান হয়। অতঃপর তা মোটা ও শক্ত হয়ে ওঠে। এরপর তা স্বীয় কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে যায়। তা চাষকারীদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয়, যেন কাফেররা এসবের ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়ার দরুন (হিংসায়) জ্বলতে থাকে। এ দলের লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা ও অতি বড় শুভ ফলের ওয়াদা করেছেন। (সূরা ফাতাহ ঃ ২৯)

عَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهٖ - (بخارى)

হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য প্রাসাদতুল্য যার এক অংশ আরেক অংশকে সুদৃঢ় করে। এ কথা বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখানে। (বুখারী)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী করীম (স) বলেন ঃ কোনো (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন ব্যাভিচারী হতে পারে না। কোনো মদ্যপায়ী (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে মদ পান করতে পারে না। কোনো চোর (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে চুরি করতে পারে না, কোনো লুটেরা ডাকাত (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে লুটতরাজ করতে পারে না, যখন লোকজন তার প্রতি তাকিয়ে তার লুটের দৃশ্য অবলোকন করছে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ اَتَتْهَا الرِّيْحُ كَفَاتْهَا فَاِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّا بِالْبَلَاءِ، وَالْفَاجِرُ كَالْاَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِ لَةً حَتّٰى يَقْصِمَهَا اللّٰهُ اِذَا شَاءَ - (بخارى : ٥٢٣٢)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূল করীম (স) বলেন, মুমিনের উদাহরণ হলো, যেমন শস্যক্ষেতের কোমল চারাগাছ। যে কোনো দিকের হাওয়ার দোলায় দোলে। একবার কাত হয়, আবার সোজা হয়। ঈমানদার এভাবে বালা-মসীবত হতে রক্ষা পায়। আর বদ্‌কার হলো বিরাটকার বৃক্ষের মতো। সোজা হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে (বাতাস কাত করতে পারে না)। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন চান সমূলে উৎপাটিত করে দেন। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, মুমিন ব্যক্তি একই গত্রে দু'বার আঘাত প্রাপ্ত হয় না। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَ لَاتُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَ لَا اَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ মুমিন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত তোমরা মুমিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর কথা বলব না, যা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে ? নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করো। (মুসলিম)

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِىْ الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ شَرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ : فَاَخْبَرَنِى (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِى بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هٰؤُلَاءِ) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ : وَ كَانَ اَبُوْ مُرَيْرَةَ يَلْحَقُ مَعَهُنَّ : وَ لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتُ شَرَفٍ يَّرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا صَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন থাকনো অবস্থায় ব্যাভিচারে লিপ্ত হতে পারে না। ব্যাভিচারী যখন ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তখন সে মুমিন

থাকেনা। কোনো ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় চুরিতে লিপ্ত হতে পারে না। কোনো ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় মদ পানে লিপ্ত হতে পারে না। ইবনে শিহাব বলেন, আবদুল মালিক ইবনে আবু বাকর ইবনে আবদুর রহমান রহমান আমাকে অবিহিত করছেন যে, আবু বাকর ঐসব বাক্য তাদেরকে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন। পরে তিনি বলেন ঃ আবু হুরায়রা উপরোক্ত শব্দগুলোর সাথে এ ব্যাক্যটি সংযুক্ত করতেন ঃ ছিনতাইকারী যখন প্রকাশ্যে ছিনতাই করে আর লোক অসহায় ও নিরূপায় হয়ে তার দিকে শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই থাকে, তখন সেও মুমিন থাকে না। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে তক্ষণ পর্যন্ত কেউ আকাংখিত মানের মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার নিজের প্রবৃত্তি (খেয়াল-খুশি) আমার আনীত আদেশের অনুসারী হয়। (মিশকাত)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَالَفُ وَ لَاخَيْرَ فِيْمَنْ يَالَفُ وَ لَا يُوْلَفُ -

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ মুমিন মহব্বত ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে কারো সাথে মহাব্বাত রাখেনা এবং মহব্বত লাভ করে না। (মুসনাদে আহমদ)

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلْقًا وَالطَفُهُمْ بِاَهْلِه -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন, পূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম এবং যে তার পরিবার পরিজনের (স্ত্রী পুত্রদের) প্রতি সদয়। (তিরমিযী)

عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ اِنِ اشْتَكٰى رَاْسُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ -

হযরত নুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, সকল মুমিন একই ব্যক্তিসত্তার মতো। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয় তখন তার গোটা শরীরটাই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যাথা হয় তখন তার গোটা শরীরটাই বিচালিত হয়ে পড়ে। (মিশকাত)

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رض اَنَّ رَجُلًاسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَاالْاِيْمَانُ - قَالَ اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنٌ -

হযরত আবূ উমাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করল যে, ঈমান কাকে বলে, তার নিদর্শন ও পরিচয় কি ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তোমাদের ভালো কাজ যখন তোমাদেরকে আনন্দ দান করবে এবং খারাপ ও অন্যায় কাজ তোমাদেরকে অনুতপ্ত করবে তখন তুমি বুঝবে যে, তুমি মুমিন ব্যক্তি। (মুসনদে আহমদ)

## ১০. মুনাফিক

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ (٨) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ط اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ (١٣) - (البقرة)

(৮) এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, “আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি”, অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। (১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ অন্যান্য লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে, তোমরাও সেরূপ ঈমান আনো, তখনি তারা উত্তর দেয় ঃ “আমরা কি নির্বোধ লোকদের ন্যায় ঈমান আনব”? সাবধান! প্রকৃতপক্ষে এরাই নির্বোধ; কিন্তু এরা তা জানেই না। (সূরা বাকারা)

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ (٩) فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ لا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ (١٠) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ لا قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ (١١) اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ (١٢) وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ لا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ (١٤) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١٥) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ص فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ (١٦) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ج فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ (١٧) صُمٌّ م بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (١٨) اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ج يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ط وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ م بِالْكٰفِرِيْنَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ط كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ق وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٠) - (البقرة)

(৯) তারা আল্লাহ্ ও ঈমানদার লোকদের প্রতারিত করছে মাত্র। কিন্তু মূলত তারা নিজেদেরকে প্রতারিত করছে আর সে সম্পর্কে তাদের কোনো চেতনাই নেই। (১০) তাদের মনে একটা ব্যাধি রয়েছে, যে ব্যাধিকে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন আর তারা যে মিথ্যা কথা বলে তার প্রতিফলস্বরূপ তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (১১) তাদেরকে যখনি বলা হয়েছেঃ “তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না,” তখনি তারা বলেছেঃ “আমরা তো সংশোধনকারী মাত্র।” (১২) সাবধান, প্রকৃতপক্ষে এরাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী; কিন্তু এর কোনো চেতনাই তাদের নেই। (১৪) তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে ঃ “আমরা ঈমান এনেছি”। কিন্তু তারা যখন নিরিবিলিতে তাদের শয়তানদের সাথে একত্রিত হয়, তখন তারা বলে ঃ “আসলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি আর ওদের সাথে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র”। (১৫) আল্লাহ্ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেন; তিনি তাদের রশি লম্বা করে দিয়েছেন আর তারা আল্লাহদ্রোহিতার ব্যাপারে অন্ধদের ন্যায় ভ্রষ্ট হয়েই চলেছে। (১৬) এরাই হেদায়েতের পরিবর্তে গুমরাহীর পথ ক্রয় করেছে; কিন্তু এই ব্যবসায় তাদের পক্ষে

মোটেই লাভজনক হয়নি। এরা আদৌ সত্য-সঠিক পথের অনুসারী নয়। (১৭) এদের দৃষ্টান্ত এই ঃ যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো; যখন সমস্ত পরিবেশটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন আল্লাহ্ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নিলেন এবং তাদেরকে এমন অবস্থায় ফেললেন যে, অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) এরা বধির, বোবা, অন্ধ; এরা এখন আর প্রত্যাবর্তন করবে না। (১৯) অথবা তাদের দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ আকাশ হতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তার সাথে অন্ধকারময় মেঘমালার গর্জন এবং বিদ্যুতের চমকও রয়েছে। এরা বজ্রের গর্জন শুনে মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের কর্ণে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ্ এই সত্যদ্রোহীদের সকল দিক দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছেন। (২০) বিদ্যুতের চমকে এদের অবস্থা এতদূর সঙ্কটপূর্ণ হচ্ছে যে, মনে হয় অচিরেই বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করে নেবে। যখন তারা সামান্য আলোক দেখতে পায়, তখন তারা সে আলোকে কিছু দূর পথ অতিক্রম করে এবং যখন তাদের ওপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হয়, তখন থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ চাইলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপেই হরণ করে নিতেন। তিনি নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান। (সূরা বাকারা)

بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٣٨) الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا (١٣٩) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ز اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا (١٤٠) الَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ج فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْۤا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ز وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ لا قَالُوْۤا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا (١٤١) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ج وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَاۤءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا (١٤٢) مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ق لَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ وَلَاۤ اِلٰى هٰۤؤُلَاۤءِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا (١٤٣) - (النساء)

(১৩৮-১৩৯) যেসব মুনাফিক ঈমানদার লোকদের বাদ দিয়ে কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে এই 'সুসংবাদ' শুনিয় দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। এরা কি সম্মান লাভের সন্ধানে তাদের কাছে যায় ? অথচ সম্মান তো সমস্তই একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। (১৪০) আল্লাহ এই কিতাবে তোমাদেরকে পূর্বেই এই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা যেখানেই আল্লাহ্র আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরির কথা বলতে এবং এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুনবে, সেখানে তোমরা আদৌ বসবে না— যতক্ষণ না তারা অন্য কোনো কথায় লিপ্ত হয়। তোমরাও যদি (মুনাফিকদের) অনুরূপ কাজ করো, তবে তোমরাও তাদেরই মতো হবে। নিশ্চিয়ই জেনো, আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একই স্থানে একত্রিত করবেন। (১৪১) এই মুনাফিকগণ তোমাদের সম্পর্কে এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত পরিণতি কি দাঁড়ায়। আল্লাহ্র তরফ থেকে তোমাদের জয় সূচিত হলে তারা এসে বলবে ঃ আমরাও কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? পক্ষান্তরে কাফিরদের পাল্লা ভারী হলে

তাদেরকে বলবে ঃ আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতাম না ? তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদেরকে মুসলমানদের থেকে রক্ষা করেছি। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের ও তাদের পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কেয়ামতের দিন করবেন। আর এই (ফয়সালায়) মুসলমানদের ওপর কাফেরদের জয়লাভ করার কোনো পথই আল্লাহ অবশিষ্ট রাখেননি। (১৪২) এই মুনাফিকগণ আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজী করছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছেন। এরা যখন নামাযের জন্য চলতে শুরু করে, তখন শুধু লোক দেখানোর জন্য চোখ-মুখ কাঁচুমাচু করে চলতে থাকে এবং আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে। (১৪৩) এরা কুফরী ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে; না পূর্ণভাবে এদিকে, না পূর্ণভাবে ওদিকে। বস্তুত আল্লাহ্ই যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার মুক্তির জন্য তুমি কোনো পথ পেতে পারো না। (সূরা নিসা)

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - (المائدة : ٣٣)

যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি এই যে, হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরিত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। তাদের এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়; কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এর অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা মায়েদা ঃ ৩৩)

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ (٦٤) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۚ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ (٦٦) اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٦٧) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ (٦٨) كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۚ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا ۚ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٦٩) اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۚ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٧٠) يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ

وَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (٧٣) يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۖ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا إِلَّآ أَنْ أَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَإِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا أَلِيْمًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (٧٤) - (التوبة)

(৬৪) এ মুনাফিকরা ভয় পায় যে, তাদের সম্পর্কে এমন কোনো সূরা যেন নাযিল না হয়, যা তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে। হে নবী! তাদেরকে বলো ঃ "আচ্ছা, খুব করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো। আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দেবেন, যার প্রকাশ হওয়াকে তোমরা ভয় করো।"(৬৫) তাদের যদি জিজ্ঞাসা করো যে, "তোমরা কি ধরনের কথা-বার্তা বলছ ?" তবে তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে যে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও মন-মাতানো কথা বলছিলাম মাত্র। তাদেরকে বলো ঃ তোমাদের হাসি-তামাশা ও মন-মাতানো কথা-বার্তা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত এবং তাঁর রাসূলের ব্যাপারেই ছিল ? (৬৬) এখন টাল-বাহানা করো না। তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করেছ ? আমরা যদি তোমাদের মধ্য হতে এক শ্রেণীর লোকদের ক্ষমাও করে দেই, তাহলে অন্যান্যদের তো আমরা অবশ্যই শাস্তি দান করব; কেননা তারা তো অপরাধী। (৬৭) মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সকলেই পরস্পর সমভাবাপন্ন। তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভালো ও ন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হস্ত ফিরিয়ে রাখে। এরা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। (৬৮) এ মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে ফাসিক। এই মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দোজখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে; সেটিই তাদের জন্য উপযুক্ত। তাদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব। (৬৯) তোমাদের হাব-ভাব ঠিক তা-ই, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ছিল। তারা বরং তোমাদের চেয়েও বেশি পরাক্রমশালী ও অধিক ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী ছিল। এর কারণে তারা দুনিয়ায় নিজেদের অংশের মজা লুটে নিয়ছে, তোমরাও নিজেদের ভাগের স্বাদ তেমনিভাবেই লুটে নিয়েছ— যেমন তারা লুটে নিয়েছিল। আর সে ধরনের তর্কবিতর্কে তোমরাও লিপ্ত হয়েছ, যে ধরনের বিতর্কে তারা লিপ্ত হয়েছিল, অতএব তাদের পরিণাম এই হলো যে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেল এবং তারাই এখন ক্ষতিগ্রস্ত। (৭০) এই লোকদের কাছে কি এদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস পৌঁছায়নি ? নূহের লোকজন, আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সময়কার লোক, মাদইয়ানবাসী আর যেসব জনপদ উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে । তাদের রাসূল তাদের কাছে স্পষ্টতর নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। অতঃপর এটা আল্লাহ্‌রই কাজ ছিল না যে, তিনি তাদের ওপর জুলুম করবেন; তারা নিজেরাই বরং নিজেদের ওপর জুলুমকারী হয়েছিল। (৭৩) হে নবী! কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ করো এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করো। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (৭৪) এই লোকেরা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, তারা সে কথা বলেনি, অথচ তারা নিশ্চয়ই সে কুফরী কথা বলেছে। তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে আর তারা এমন বিষয়ে সংকল্প করেছে যা তারা কার্যকর করতে পারেনি। তাদের এই সকল ক্রোধ

কেবল এই কারণেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল ও ধনশালী করে দিয়েছেন। এখন যদি তারা নিজেদের এই আচরণ হতে ফিরে আসে, তবে তাদের পক্ষেই ভালো; অন্যথায় আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন— দুনিয়ায় এবং আখেরাতেও। এরা দুনিয়ায় নিজেদের কোনো সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবে না। (সূরা তওবাহ)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - (الحشر : ١١)

তোমরা কি দেখোনি সেই লোকদেরকে যারা মুনাফিকীর আচরণ অবলম্বন করেছে? তারা তাদের কাফের আহলি কিতাব ভাইদেরকে বলে, "তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হবো। উপরন্তু তোমাদের ব্যাপারে আমরা কারো কথা কক্ষনোই শুনব না। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব।" কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, এ লোকেরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (সূরা হাশর)

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٣) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (٤) - المنفقون)

(১) হে নবী। এ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে ঃ 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল'। হাঁ (একথা ঠিক) আল্লাহ জানে যে, তুমি অবশ্যই তাঁর রাসূল। কিন্তু (তৎসত্ত্বেও) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 'এ মুনাফিকরা চরমভাবে মিথ্যাবাদী'। (২) তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। এ উপায়ে তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিজেরা বিরত থাকে এবং অন্যান্য লোকদেরকেও বিরত রাখে। এরা যা করছে, তা কতই না নিকৃষ্ট ধরনের তৎপরতা! (৩) এসব কিছু শুধু এ কারণে যে, এ লোকেরা ঈমান আনার পরে আবার কুফরী গ্রহণ করেছে। এই জন্য তাদের হৃদয়ের ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তারা কিছুই বুঝে না। (৪) এদের প্রতি তাকালে এদের অবয়বকে তোমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হবে। আর এরা কথা বললে এদের কথা শুনে মগ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে এরা খোদাইকৃত কাষ্ঠ খণ্ড মাত্র, যা প্রাচীরের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি জোর আওয়াজকে এরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরা পাকা শত্রু। এদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে থাকো। এদের ওপর আল্লাহ্‌র গযব। এদেরকে উল্টা কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۖ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٣) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا

وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا (١٤) وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ، وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا (١٥) قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (١٦) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ، وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (١٧) قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ، وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا (١٨) وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (٤٨) - (الاحزاب)

(১২) স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের হৃদয় রুগ্ন ছিল তারা পরিষ্কারভাবে বলছিল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। (১৩) তাদের একদল যখন বলল : "হে ইয়াসরিববাসী। এখন তোমাদের দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অবকাশ নেই, ফিরে চলো; তাদের একদল যখন এ কথা বলে নবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে চেয়েছিল যে, আমাদের ঘর-বাড়ি বিপদের মধ্যে রয়েছে, অথচ তা বিপদ পরিবেষ্টিত ছিল না। আসলে তারা (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) পালাতে চেয়েছিল। (১৪) যদি শহরের চারদিক থেকে শত্রু এসে প্রবেশ করত এবং তখন এদেরকে ফেতনার দিকে আহ্বান জানান হতো, তবে তারা এতেই লিপ্ত হয়ে পড়ত এবং ফেতনায় শরীক হতে তারা খুব সামান্যই কুণ্ঠাবোধ করত। (১৫) এরা ইতিপূর্বে আল্লাহ্র নিকট ওয়াদা করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে তো অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (১৬) হে নবী! এ লোকদেরকে বলো, তোমরা যদি মৃত্যু বা হত্যা হতে পালিয়ে যেতে চাও, তাহলে এ পলায়ন তোমাদের জন্য কিছুমাত্র উপকারী হবে না। এরপর জীবনের মজা লুটবার জন্য খুব অল্প সুযোগই তোমরা পাবে। (১৭) তাদেরকে বলো, তোমাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে কে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনিই তোমাদের ক্ষতি করতে চান ? আর কে তাঁর রহমতকে রোধ করতে পারে, যদি তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান ? বস্তুত আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী তারা পেতে পারেনি। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যকার সে লোকদেরকে খুব ভালোভাবেই জানেন, যারা (যুদ্ধের কাজে) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চায়; যারা নিজেদের ভাইদেরকে বলে : "আমাদের দিকে এস" যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও তা করে শুধু নাম গণাবার উদ্দেশ্যে। (৪৮) আর কাফের ও মুনাফিকদের সামনে আদৌ দমে যেও না, তাদের নিপীড়নকে মাত্রই পরোয়া করো না এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো; আল্লাহ্ই যথেষ্ট— সমস্ত ব্যাপার তাঁরই ওপর সোপর্দ করার যোগ্য। (সূরা আহ্যাব)

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ، قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ، بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (١٣) يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ، قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ

حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ (١٤) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط مَأْوٰكُمُ النَّارُ ط هِيَ مَوْلٰكُمْ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٥) - (الحديد)

(১৩) সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অবস্থা এই হবে যে, তারা মুমিন লোকদেরকে বলবে ঃ আমাদের দিকেও একটু তাকাও, যেন আমরা তোমাদের 'নূর' থেকে কিছুটা উপকার লাভ করতে পারি। কিন্তু তাদেরকে বলা হবে, পিছনে সরে যাও; অন্য কোথাও থেকে নিজেদের জন্য 'নূর' সন্ধান করে লও। অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীরের আড়াল দাঁড় করে দেয়া হবে, যাতে একটা দরজা থাকবে। সেই দরজার ভিতর দিকে রহমত থাকবে এবং বাইরে থাকবে আযাব। (১৪) তারা মুমিন লোকদেরকে ডেকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? মুমিনগণ জবাব দেবে, হ্যাঁ; কিন্তু তোমরা নিজেরা নিজদেরকে বিপর্যয়ের কবলে নিক্ষেপ করেছিলে, সুযোগ সন্ধানে নিয়োজিত ছিলে, সন্দেহ-সংশয়ে ডুবে ছিলে এবং মিথ্যা আশা-আকাংখা তোমাদেরকে প্রতারিত করছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ফয়সালা এসে গেল আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই বড় প্রতারক তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ধোঁকা দিতে থাকল। (১৫) কাজেই আজ না তোমাদের কাছ থেকে কোনো বিনিময় কবুল করা হবে আর না সেই লোকদের কাছ থেকে যারা প্রকাশ্যভাবে কুফরী করেছিল। তোমাদের ঠিকানা— চূড়ান্ত আশ্রয়— জাহান্নাম। সেই জাহান্নামই তোমাদের খবরা খবর গ্রহণকারী এবং অতিশয় নিকৃষ্ট পরিণতি। (সূরা হাদীদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ মুনাফিকের আলামত তিনটি ঃ (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। (৩) আর তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا اَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْ اَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا : اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ - (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন ঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে মুনাফিক। অথবা যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোনো একটি থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটি স্বভাব রয়েছে যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। (১) সে যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, (২) যখন ওয়াদা করবে ভঙ্গ করবে। (৩) যখন চুক্তি করবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং (৪) যখন বিবাদ করবে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করবে। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ جَاءَ اِبْنُهٗ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَئَالَهٗ اَنْ يُّعْطِيَهٗ قَمِيْصَهٗ يُكَفِّنُ فِيْهِ اَبَاهُ فَاَعْطَاهُ، ثُمَّ سَئَالَهٗ اَنْ يُّصَلِّىَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ، فَقَامَ عُمَرُ، فَاَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُصَلِّىْ عَلَيْهِ ؟

وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا خَيَّرَنِىَ اللّٰهُ، فَقَالَ : اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً، وَسَازِيْدُهٗ عَلَى السَّبْعِيْنَ قَالَ : اِنَّهٗ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ االلّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا، وَ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ، اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَا تُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ - (بخارى)

হযরত ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) রাসূলে করীম (স)-এর নিকট এলেন এবং তাঁর পিতার কাফন হিসেবে ব্যবহারের জন্য নাবী করীম (স)-এর নিকট তাঁর জামাটি দেয়ার আবেদন জানালেন। নবী করীম (স) তাঁর জামাটি দিয়ে দিলেন। পুনরায় তিনি তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য নবী করীম (স)-এর নিকট আবেদন করলেন। তখন নবী করীম (স) তার নামাযে জানাযা পড়ানোর জন্য উঠতে চাইলেন। এমনি সময় উমর (রা) উঠে নবী করীম (স)-এর কাপড় টেনে ধরে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তার জানাযার নামায পড়তে এবং তার জন্যে দো'আ করতে চাচ্ছেন, অথচ আপনার রব্ব তো তা করতে নিষেধ করেছেন। নবী করীম (স) বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তো বলেছেন ঃ "তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করো বা না-করো, যদি সত্তর বারও তাদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করো, তবুও আমি তাদেরকে মাফ করব না।" সুতরাং আমি সত্তর বারের চেয়েও বেশি মাগফিরাত কামনা করব। উমর (রা) বললেন, "সে তো মুনাফিক।" (যা হোক) শেষ পর্যন্ত নবী করীম (স) তাঁর জানাযার নামায পড়িয়ে দিলেন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "এবং তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তাদের (জানাযার) নামায পড়াবেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ও তাঁর নবীকে অস্বীকার করেছে এবং ফাসিক হিসেবেই তারা মরেছে।" (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُوْا الْوَجْهَيْنِ الَّذِى يَاْتِى هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ - (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল করীম (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, মানুষের মধ্যে সব চাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো দ্বিমুখী ব্যক্তি। এদের কাছে বলে এক কথা আর ওদের কাছে বলে আর এক কথা। (বুখারী)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَجِدُ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللّٰهِ ذَالْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاْتِى هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُ لَاءِ بِوَجْهٍ - (بجارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (স) বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে দেখতে পাবে দু'মুখো নীতিওয়ালাকে। সে এমন লোক, যে এক রূপ নিয়ে আসে এদের নিকট এবং আরেক রূপ ধরে যায় ওদের নিকট।

حَدَّثَنَا دَمُ بْنُ اَبِىْ اَيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْاَحْدَبِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ

الْيَمَانِ قَالَ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَنْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّوْنَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُوْنَ -

হযরত আদাম ইবনে আবূ ইয়াস (রা) তিনি শোবা থেকে তিনি ওয়াসিলিন আহ্দার থেকে তিনি আবি ওয়াইল থেকে তিনি হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বর্তমান যুগের মুনাফিকরা নবী করীম (সা) এর যুগে মুনাফিকদের চাইতেও জঘন্য। কেননা, সে যুগে তারা (মুনাফিকী) করত গোপনে আর আজ করে প্রকাশ্যে। (বুখারী)

## ১১. কাফের

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَٰجِدَ اللَّهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا ؕ أُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَآ إِلَّا خَآئِفِيْنَ ؕ ........ (١١٤) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ (١٦١) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ (١٦٢) وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ أَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ (١٧٠) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (١٧١) هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ الْأَمْرُ ؕ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ (٢١٠) - (البقرة)

(১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ইবাদতের স্থানসমূহে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা বিধ্বস্ত করতে চেষ্টানুবর্তী হয়, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? এ ধরনের লোক কোনো দিক দিয়েই এ ইবাদত-স্থলসমূহে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার যোগ্য নয়। আর তারা যদি সেখানে একান্তই প্রবেশ করে, তবে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়ই প্রবেশ করতে পারে......। (১৬১) যারা কুফরীর নীতিভঙ্গি অবলম্বন করেছে এবং কুফরীর অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহ্, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ পড়েছে; (১৬২) এ অভিশপ্ত অবস্থায়ই তারা সব সময় লিপ্ত থাকবে। না তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে আর না তাদেরকে এ থেকে মুক্তি লাভের কোনো অবকাশ দেয়া হবে। (১৭০) তাদেরকে যখনই আল্লাহ্র দেয়া বিধানের অনুসরণ করতে বলা হয়, তখন তারা উত্তর দেয়ঃ "আমরা তো সে পন্থারই অনুসরণ করব, আমাদের বাপ-দাদাকে আমরা যে পন্থায় অনুসারী পেয়েছি; "তাদের বাপ-দাদারা যদি বুদ্ধিমানের ন্যায় কাজ না-ও করে থাকে এবং সঠিক পথে না-ও চলে থাকে, তবুও কি এরা তাদের (বাপ-দাদার)-ই অনুসরণ করতে থাকবে? (১৭১) এ সব লোক— যারা আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে চলতে অস্বীকার করে, তাদের অবস্থা ঠিক রাখাল চড়ানো জন্তুর ন্যায়; রাখাল জন্তুগুলোকে ডাকে, কিন্তু এরা এ ডাকের আওয়ায ব্যতীত আর কিছু শুনতে পায় না। এরা বধির, বোবা, অন্ধ— এ কারণে কোনো কথা এরা অনুধাবন করতে পারে না। (২১০) (এ সমস্ত মূল্যবান উপদেশ ও হেদায়েত দেয়ার পরও যদি মানুষ সত্যের দিকে ফিরে না আসে তবে) তারা কি এখনো এ অপেক্ষায় বসে আছে যে, আল্লাহ্ মেঘমালার ছত্রধারী ফেরেশতাদের

সঙ্গে নিয়ে নিজেই সম্মুখে এসে উপস্থিত হবেন এবং সবকিছুর চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন ? শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার তো আল্লাহ্‌র সমীপেই উপস্থিত হবে। (সূরা বাকারা)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
(١٠٧) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١٦) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١١) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ
أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٧) يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ
تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ
الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١١٩) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ
تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (١٢٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا
خَاسِرِينَ (١٤٩) - (آل عمران)

(১০৬) যেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল (সাফল্যমণ্ডিত) হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, "ঈমানের নেয়ামত পাওয়ার পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে ? তাহলে এখন এই নেয়ামত অস্বীকৃতির বিনিময় স্বরূপ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করো। (১০৭) আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহ্‌র রহমতের আশ্রয়ে স্থান লাভ করবে এবং তারা চিরদিন এই অবস্থায়ই থাকবে। (১১৬) এতদ্ব্যতীত যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, আল্লাহ্‌র সাথে মুকাবিলায় না তাদের ধন-সম্পদ তাদের কোনো উপকারে আসবে না তাদের সন্তানাদি। এরা তো জাহান্নামে যাবে এবং চিরদিন সেখানেই থাকবে। (১১) তাদের পরিণতি সে রকম হবে, যা ফেরাউনের সঙ্গী-সাথী এবং তাদের পূর্ববর্তী নাফরমান লোকদের হয়েছে। তারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের গুনাহের জন্য ধরে ফেললেন। আর বাস্তবিকই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদানকারী। (১১৭) তারা তাদের এই বৈষয়িক জীবনে যা কিছু খরচ করে, তা সে প্রবল বাতাসের ন্যায় যার মধ্যে 'তীব্রশৈত্য' রয়েছে এবং তা যে-জনগোষ্ঠী নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের শস্য ক্ষেতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তাকে একেবারে বরবাদ করে দেয়। বস্তুত আল্লাহ তাদের ওপর কোনো জুলুম করেননি; বরং এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে। (১১৮) হে ঈমানদারগণ! আপন সমাজের লোকদের ছাড়া অন্য লোকদেরকে

নিজেদের গোপন কথার সাক্ষী বানিও না। তারা তোমাদের অসুবিধাকালের সুযোগ গ্রহণ করতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হয় না। যা দ্বারা তোমাদের ক্ষতি হতে পারে, তা-ই তাদের কাছে প্রিয় জিনিস। তাদের মনের ক্রোধ ও আক্রোশ তাদের মুখ হতে নিঃসৃত হয়ে পড়ছে এবং তারা যা কিছু বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, তা এতদপেক্ষাও তীব্রতর। আমরা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হেদায়েত দান করেছি, তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও (তবে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবে)। (১১৯) তোমরা তো তাদের ভালোবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি কোনো ভালোবাসাই পোষণ করে না; অথচ তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাবকে মানো। তারা যখন তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে ঃ আমরাও (তোমাদের রাসূল ও তোমাদের কিতাবকে) মেনে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা অন্যত্র চলে যায়, তখন তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এতখানি তীব্র হয়ে ওঠে যে, তারা নিজেদের আঙুল নিজেরাই কামড়াতে থাকে। তাদের বলো ঃ "তোমাদের ক্রোধের আগুনে তোমরাই জ্বল পুড়ে মরো"। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ মনের প্রতিটি গোপন রহস্য পর্যন্ত জানেন। (১২০) তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে তাদের খারাপ লাগে আর তোমাদের ওপর কোনো বিপদ এলে তারা উল্লাসে ফেটে পড়ে। কিন্তু তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো অপচেষ্টাই কার্যকর হতে পারবে না, যদি তোমরা ধৈর্য অবলম্বন করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তাকে বেষ্টন করে আছেন। (১৪৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি সে সব লোকের ইশারা অনুযায়ী চলতে শুরু করো যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করছে, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থকাম হবে। (সূরা আলে-ইমরান)

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٨) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا (٣٩) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (٥٦) لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ؕ (١٦٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا (١٦٨) اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا (١٦٩) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (١٧٠) - (النساء)

(১৮) কিন্তু তাদের জন্য তওবার কোনো অবকাশ নেই, যারা অব্যাহতভাবে পাপকার্য করতেই থাকে এবং এই অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, এখন আমি তওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাদের জন্যও কোনো তওবা নেই, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফিরই থেকে যায়। এসব লোকের জন্য আমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি। (৩৯) তাদের ওপর এমন কি বিপদটা ঘটত, যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি

ঈমান আনত এবং আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন, তা হতে খরচ করত। তারা যদি এরূপ করত, তাহলে তাদের এই নেক কাজ কক্ষণো আল্লাহ্র অগোচরে থাকত না। (৫৬) যেসব লোক আমাদের আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের চামড়া গলে যাবে, তখন তদস্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেব, যেন তারা আযাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালাসমূহ কার্যকর করার পন্থা-কৌশল খুব ভালো করেই জানেন। (১৬৭) যারা এটা মেনে নিতে নিজেরা অস্বীকার করে এবং অপর লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তারা নিশ্চয়ই পথভ্রষ্টতায় সত্য হতে বহু দূরে চলে গেছে। (১৬৮-১৬৯) অনুরূপভাবে যারা কুফর ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে এবং জুলুম-নির্যাতন করে, আল্লাহ তাদেরকে কক্ষনো ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথও দেখাবেন না। এই জাহান্নামে তারা চিরদিন থাকবে আর আল্লাহ্র পক্ষে এটা কোনো কঠিন কাজ নয়। (১৭০) হে মানুষ! এই রাসূল তোমাদের কাছে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্য বিধান নিয়ে এসেছে। অতএব তোমরা ঈমান আনো, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি অস্বীকার ও অমান্য করো, তবে জেনে রাখো আকাশমণ্ডল ও জমিনের বুকে যা কিছু আছে, তা সব আল্লাহ্র জন্য আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও বিচক্ষণ। (সূরা নিসা)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣٦) يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (٣٧) ..... مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ (٦٠) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (٦١) وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٢) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (٦٣) لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٠٤)- (المائدة)

(১০) কিন্তু যারা কুফরী করবে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে, তারা জাহান্নামী হবে। (৩৬) ভালোরূপে জেনে লও, যারা কুফরী নীতি অবলম্বন করেছে, সমগ্র দুনিয়ার ধন-দৌলতও যদি তাদের করায়ত্ত হয় এবং এর সাথে সমপরিমাণ সম্পদ আরো একত্র করে দেয়া হয় আর তারা যদি তা 'ফিদিয়ে' হিসেবে দিয়ে কেয়ামত দিবসের আযাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, তবুও তা তাদের কাছ থেকে কবুল করা হবে না, তারা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক

আযাব ভোগ করতে বাধ্য। (৩৭) তারা দোযখের অগ্নি-গহ্বর থেকে বের হয়ে যেতে চাবে: কিন্তু তা থেকে তারা বের হতে পারবে না। তাদের জন্য স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট করা হবে। (৬০) ...... তারা সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যাদের ওপর তাঁর অসন্তুষ্টি বর্ষিত হয়েছে, যাদের মধ্য হতে কিছু লোককে বানর ও শূকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং যারা 'তাগূতে'র বন্দেগী করেছে; তাদের অবস্থা অধিকতর খারাপ এবং তারা 'সাওয়া উস-সাবীল' থেকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে সরে গেছে। (৬১) তারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ এসেছিল কুফরী নিয়ে এবং কুফরী নিয়েই তারা ফিরে গেছে। তারা মনের গহনে যা কিছু লুকিয়ে রেখেছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালোরূপে অবহিত আছেন। (৬২) তোমরা লক্ষ্য করেছ যে, এদের অনেক লোক গুনাহ, জুলুম ও অত্যধিক বাড়াবাড়ির কাজে চেষ্টা ও সাধনা করে বেড়ায়, হারাম মাল খায়। মোটকথা, এরা যা কিছু করে, তা অত্যন্ত খারাপ কাজ। (৬৩) এদের আলিম ও পীর-পুরোহিতগণ কেন এদেরকে গুনাহের কথা বলা এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা থেকে বিরত রাখে না ? তারা যা কিছু তৈরী করেছে, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাপ আমলনামা। (৭৩) নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে ঃ আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। এই লোকেরা যদি তাদের এসব কথা হতে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদান করা হবে। (১০৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্র নাযিল করা আইন ও বিধানের দিকে আসো ও কবুল করো এবং আসো পয়গম্বরের দিকে (ও তাকে মেনে চলো), তখন তারা জবাব দেয় যে, আমাদের জন্য তো সে পথ ও পন্থাই যথেষ্ট যা অবলম্বন করে আমাদের বাপ-দাদা চলে গেছে। কিন্তু এই বাপ-দাদারা কিছু না জানলেও এবং সঠিক-নির্ভুল পথ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকলেও কি তাদের অন্ধ অনুসরণ করে চলতে থাকবে ?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۥ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ (١) وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (٤) فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَهُمْ ۥ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰۤؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٥) وَقَالُوْۤا اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ (٢٩) وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۥ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۥ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۥ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (٣٠) قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاۤءِ اللّٰهِ ۥ حَتّٰۤى اِذَا جَاۤءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ۥ اَلَا سَاۤءَ مَا يَزِرُوْنَ (٣١) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۥ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۥ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٣٢) قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ (٣٣) وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۥ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٧) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ۥ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ۥ وَمَنْ

يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٣٩) قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ
تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٤٠) بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاۤءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ
(٤١) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ (٤٢) فَلَوْلَاۤ اِذْ
جَاۤءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٤٣) فَلَمَّا نَسُوْا مَا
ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فَرِحُوْا بِمَاۤ اُوْتُوْۤا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ
(٤٤) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ؕ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٤٥) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ
سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ
يَصْدِفُوْنَ (٤٦) قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ (٤٧)
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ
(٤٨) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (٤٩) قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ
وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ (٥٧)
قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ (٥٨)
وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاۤءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ
اَنَّهَاۤ اِذَا جَاۤءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٠٩) وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١١٠) وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ اِلَيْهِمُ الْمَلٰۤئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا
كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ (١١١) -(الانعام)

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য নির্দিষ্ট, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আলো এবং অন্ধকার সৃজন করেছেন; তৎসত্ত্বেও যারা সত্যের দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করেছে, তারা অপর জিনিসকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সমকক্ষরূপে গ্রহণ করেছে। (৪) লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহের মধ্যে কোনো একটি নিদর্শনও এমন নেই, যা তাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি। (৫) এভাবে এখন যে সত্য তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, তাকেই মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছে। যাই হোক, তারা আজ পর্যন্ত যেসব জিনিসকে বিদ্রূপ করছিল, অতি শীঘ্রই সে সম্পর্কে তাদের নিকট কিছু খবর পৌছবে। (২৯) (এ জন্য তাদের এই ইচ্ছা প্রকাশের ব্যাপারেও তারা মিথ্যাই বলবে।) আজ তারা বলে ঃ জীবন বলতে যা কিছু আছে, তা শুধু এই দুনিয়ার জীবন। মৃত্যুর পর আমরা কখনোই পুনরুত্থান লাভ করব না। (৩০) হায়! তুমি যদি সে দৃশ্য দেখতে পেতে, যখন এদেরকে আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে! তখন তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তাদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এটা কি

সত্য নয় ? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এটা প্রকৃত সত্যই। তখন তিনি বলবেন ঃ তাহলে এখন তোমরা প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করার ফলস্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো। (৩১) ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সাক্ষাত হওয়ার সংবাদকে মিথ্যা মনে করেছে। সে মুহূর্তটি যখন সহসা এসে পড়বে, তখন এরাই বলবে ঃ আফসোস! এ ব্যাপারে আমাদের দ্বারা কতই না ত্রুটি হয়ে গেছে! তাদের অবস্থা এরূপ হবে যে, তারা নিজেদের পৃষ্ঠের ওপর তাদের নিজস্ব গুনাহের বোঝা বহন করে চলতে থাকবে। দেখো, এরা কত নিকৃষ্ট ধরনের বোঝা বহন করেছে। (৩২) দুনিয়ার এই জিন্দেগী তো একটি খেল তামাসার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে পরকালের স্থান অতীব মংগলময় তাদের জন্য, যারা (আজ) ধ্বংসের গ্রাস হতে আত্মরক্ষা করতে চায়। এর পরও কি তোমরা কিছুমাত্র বুদ্ধিমানের পরিচয় দেবে না? (৩৩) হে মুহাম্মদ! আমি জানি, এরা যেসব কথাবার্তা বলে থাকে, তাতে তোমার বড়ই মনোকষ্ট হয়; কিন্তু এরা কেবল তোমাকেই অমান্য করছে না, এই জালিমগণ মূলত আল্লাহ্‌র বাণী ও নিদর্শনসমূহকেই মানতে অস্বীকার করছে। (৩৭) এই লোকেরা বলে, এই নবীর ওপর তার রব্ব-এর কাছ থেকে কোনো নিদর্শন নাযিল হয়নি কেন ? তুমি বলো, আল্লাহ তা'আলা নিদর্শন নাযিল করতে পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাবান; কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত। (৩৯) কিন্তু যেসব লোক আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তারা বোবা ও বধির—তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করে দেন আর যাকে চান সহজ সঠিক পথের ওপর চলোমান করে দেন। (৪০) তাদেরকে বলো ঃ একটু চিন্তা করে বলো দেখি, তোমাদের ওপর যদি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোনো বড় বিপদ এসে পড়ে কিংবা সর্বশেষ মুহূর্ত উপস্থিত হয়, তখন কি তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ডাক ? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৪১) তখন তো তোমরা সকলে কেবল আল্লাহ্‌কেই ডেকে থাকো। অতঃপর তিনি যদি চান, তবে তোমাদের ওপর থেকে এই বিপদ দূর করেন। এই ধরনের অবস্থায় তোমরা তোমাদের বানানো শরীক মা'বুদদেরকে সম্পূর্ণ ভুলে যাও। (৪২) তোমার পূর্বে অসংখ্য জনগোষ্ঠীর প্রতি আমরা রাসূল পাঠিয়েছি; সে সব জনগোষ্ঠীকে বহু বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করেছি, যেন তারা বিনয়-নম্রতা সহকারে আমাদের সম্মুখে নতি স্বীকার করে। (৪৩) এরূপ অবস্থায় আমাদের পক্ষ থেকে যখনই তাদের ওপর কঠোরতা এসেছে, তখন কেন তারা নম্রতা ও বিনয় স্বীকার করেনি; বরং তাদের হৃদয় তখন আরো অধিক শক্ত হয়ে গেছে। আর শয়তান তাদেরকে এই সান্তনা দিয়েছে যে, তোমরা যা করছ, তা খুব ভালোই করছ। (৪৪) অতঃপর তারা যখন তাদের প্রতি দেয়া নসীহত ভুলে গেল, তখন সকল প্রকার সচ্ছলতার দুয়ার তাদের জন্য খুলে দিলাম। শেষ পর্যন্ত তারা যখন আমাদের দেয়া নেয়ামতসমূহে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে গেল, তখন আমরা সহসা তাদেরকে পাকড়াও করলাম। এখন অবস্থা এই হলো যে, তারা সকল কল্যাণ থেকেই নিরাশ হয়ে গেল। (৪৫) এভাবেই সে সমস্ত লোকের শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে, যারা জুলুম করেছিল আর প্রকৃতপক্ষে সকল তারীফ ও প্রশংসা রব্বুল আ'লামীন-এর জন্য। (৪৬) হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলোঃ এ কথা কি তোমরা কখনো চিন্তা করেছ যে, আল্লহ্ই যদি তোমাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের দিলের কপাট বন্ধ করে দেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ এমন আছে কি, যে তোমাদেরকে এই শক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হবে ? দেখো, আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ কেমন করে বারবার তাদের সম্মুখে পেশ করছি। তা সত্ত্বেও এগুলো কিভাবে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে ? (৪৭) বলো ঃ

তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ যে, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যদি হঠাৎ কিংবা প্রকাশ্যভাবে তোমাদের ওপর আযাব এসে পড়ে, তখন জালিম লোকদের ছাড়া অপর কেউ কি ধ্বংস হবে? (৪৮) (ফেরেশতাগণ তাদের পূর্বোক্ত কথার জের টেনে বলল) ঃ এবং আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করবেন, তওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। (৪৯) আর যারা আমাদের আয়াত ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করবে, তারা নিজেদের এই নাফরমানীর ফল হিসেবে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। (৫৭) বলোঃ আমি আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক উজ্জ্বল প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ তোমরা তা অবিশ্বাস করলে। সে জিনিস আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই যা তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও। ফয়সালা করার সমগ্র ইখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই। তিনিই সত্য কথা বর্ণনা করেন এবং তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী। (৫৮) বলোঃ সে জিনিস যদি আমার ইখতিয়ারে থাকতো যা তোমরা তাড়াতাড়ি পেতে চাও, তাহলে তোমাদের ও আমার মধ্যে কবেই-না চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত! কিন্তু জালিমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তা আল্লাহই ভালো জানেন। (১০৯) এরা কড়া কড়া কসম খেয়ে বলে যে, আমাদের সম্মুখে কোনো নিদর্শন যদি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে আমরা এর প্রতি অবশ্যই ঈমান আনব। হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো যে, আল্লাহ্‌র কাছে নিদর্শন অনেক আছে। আর তোমাদেরকে কেমন করে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও এরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয়। (১১০) তারা যেমন প্রথমবারে এর প্রতি ঈমান আনেনি, তেমনি করেই আমরা তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে নানা দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকি। আমরা তাদেরকে তাদের খোদাদ্রোহিতার মধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকার জন্য ছেড়ে দিয়ে থাকি। (১১১) আমরা যদি তাদের প্রতি ফেরেশতাও নাযিল করতাম, মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকেও যদি তাদের চোখের সামনে একত্রিত করে দিতাম, তবুও তারা ঈমান আনত না। অবশ্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই যদি এমন হয় যে, তারা ঈমান আনবে, তবে অন্য কথা। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে। (সূরা আন'আম)

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ - (الاعراف : ٤٠)

(৪০) নিশ্চিতই জেনো, যারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং এর মুকাবিলায় বিদ্রোহের নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের জন্য আকাশ জগতের দুয়ার কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ ততখানি অসম্ভব, যতখানি অসম্ভব সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রের গমন। অপরাধী লোকেরা আমার কাছে এরূপ প্রতিফলই পেয়ে থাকে।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٣٠) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٣١) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٢) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ

إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٤) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٣٦) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (٣٨) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٩) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٥٠) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٥١) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥٢) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٣) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (٥٤) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (٥٦) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٥٧) - (الانفال)

(৩০) সে সময়টিও স্মরণীয়, যখন সত্যের অমান্যকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানা কৌশল চিন্তা করছিল যে, তোমাকে বন্দী করবে কিংবা হত্যা করবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করে দেবে। তারা নিজেদের ষড়যন্ত্রের চাল চালছিল আর আল্লাহ তাঁর নিজের চাল চালছিলেন; অবশ্য আল্লাহ্‌র চাল সবচেয়ে উত্তম। (৩১) তাদেরকে যখন আমাদের আয়াত শুনানো হতো তখন তারা বলত, "হ্যাঁ, আমরা শুনছি। ইচ্ছা করলে এরূপ কথা আমরাও বলতে পারি, এ তো সে পুরাতন কাহিনী, যা পূর্ব থেকেই লোকেরা বলে আসছে।" (৩২) তারা (আরো) যে কথা বলেছিল তাও স্মরণ আছে যে, "হে আল্লাহ এ যদি বাস্তবিকই সত্য হয়ে থাকে, তবে আমাদের ওপর আকাশ হতে পাথর বর্ষাও কিংবা কোনো কঠিন পীড়াদায়ক আযাব আমাদের ওপর এনে দাও।" (৩৩) তখন তো আল্লাহ তাদের ওপর আযাব নাযিল করতে চাননি, যখন তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলে। আর আল্লাহ্‌র এটাও নিয়ম নয় যে, লোকেরা ক্ষমা চাবে আর আল্লাহ তাদের ওপর আযাব দেবেন। (৩৪) কিন্তু এখন তিনি তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না কেন, যখন তারা মসজিদুল হারাম-এর পথ রোধ করেছে? অথচ তারা এর বৈধ 'মুতাওয়াল্লী' নয়। এর বৈধ মুতাওয়াল্লী তো কেবলমাত্র মুত্তাকী লোকেরা হতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ কথা জানে না। (৩৫) বায়তুল্লাহ্‌র (আল্লাহ্‌র ঘর) কাছে তারা কি-ইবা প্রার্থনা করে, তারা তো শুধু শীস দেয় ও তালি বাজয়। কাজেই এখন লও, আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো তোমাদের অস্বীকৃতি ও অমান্যের ফল স্বরূপ, যা তোমরা করছিলে। (৩৬) যেসব লোক পরম সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করার কাজে

ব্যয় করে, ভবিষ্যতে আরো ব্যয় করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব চেষ্টাই তাদের পক্ষে দুঃখ ও আফসুসের কারণ হবে। অতঃপর তারা পরাজিত ও পরাভূত হবে, আরো পরে কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে ঘেরাও করে নিয়ে যাওয়া হবে। (৩৮) হে নবী! এই কাফেরদেরকে বলো, এখনো যদি তারা ফিরে আসে তাহলে পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু তারা যদি পূর্বেকার সে নীতি অনুসরণ করেই চলতে থাকে, তবে বিগত জাতিসমূহের যে পরিণতি হয়েছে, তা সকলেরই জানা আছে। (৩৯) হে ঈমানদার লোকেরা! এই কাফেরদের সাথে লড়াই করো, যেন শেষ পর্যন্ত ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্রই জন্য হয়ে যায়। (৫০) তোমরা যদি সে অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা নিহত কাফেরদের রূহ কবজ করেছিল! তারা তাদের মুখমণ্ডল ও পশ্চাদ্দেশের ওপর আঘাত হানছিল এবং বলছিলঃ "নাও, এখন আগুনে জ্বলবার শাস্তি ভোগ করো।"(৫১) এই হচ্ছে সেই শাস্তি, যার আয়োজন তোমাদের হাতসমূহ পূর্বাহ্নেই করে রেখেছে, নতুবা আল্লাহ তো তাঁর বান্দাহদের প্রতি জুলুমকারী নন।" (৫২) এ ব্যাপারটি তাদের সাথে তেমনিভাবে করা হয়েছে, যেমন করে ফিরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী অন্যান্য লোকদের সাথে ঘটে এসেছে। তা এই যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে আর আল্লাহ তাদের গুনাহের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (৫৩) আল্লাহ তা'আলা কোনো নেয়ামতকে— যা তিনি কোনো লোকসমষ্টিকে দান করেন— ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতি নিজেকে বা নিজেদের কর্মনীতিকে পরিবর্তন করে না দেয়; নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। (৫৪) ফিরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে যা কিছু ঘটেছে, তা সব এই মূলনীতি অনুযায়ীই ছিল। তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে; তখন আমরা তাদের গুনাহের প্রতিফল হিসেবে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফিরাউনী বাহিনীকে ডুবিয়ে দিয়েছি। এরা সকলে জালিম লোক ছিল। (৫৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে জমিনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে সেসব লোক, যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে; অতঃপর তারা কোনো প্রকারেই তা কবুল করতে প্রস্তুত হয়নি। (৫৬) (বিশেষ করে) তাদের মধ্যে সে লোকেরা (অধিকতর নিকৃষ্ট), যাদের সাথে তুমি সন্ধি-চুক্তি করেছ, তারপর তারা প্রতিটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্কে এক বিন্দুও ভয় করে না। (৫৭) অতএব এই লোকদেরকে যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে পেয়ে যাও, তাহলে তাদেরকে এমনভাবে শাস্তি দেবে যে, অপর যেসব লোক তাদের মতো আচরণ করবে, তাদের চেতনা জাগ্রত হবে। আশা করা যায় যে, ওয়াদা ভঙ্গকারীদের এই পরিণতি দেখে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

...... وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ - (الرعد : ٣١)

......... . যেসব লোক আল্লাহ্র সাথে কুফরীর আচরণ অবলম্বন করে চলেছে তাদের ওপর তাদের কার্যকলাপের দরুন কোনো-না-কোনো বিপদ আসতেই থাকে কিংবা তাদের ঘরের নিকটই কোথাও তা অবতীর্ণ হতেই থাকে। এই ধারাবাহিকতা চলতেই থাকবে —যতক্ষণ না আল্লাহ্র ওয়াদা পূর্ণ হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার বিরুদ্ধতা করেন না। (সূরা রা'আদ-৩১)

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ (٢) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (٣) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٨٨)- (الحجر)

২) এমন এক সময়ের আগমন খুব বেশি দূরের ব্যাপার নয় যখন— আজ যারা (ইসলামের দাওয়াত কবুল করতে) অস্বীকার করছে ঃ তারাই অনুতাপ ও আফসোস করে বলবে, হায়! আমরা যদি অনুগত হয়ে মেনে নিতাম! (৩) তুমি তাদেরকে পরিহার করো। তাদেরকে পানাহার ও স্বাদ-আস্বাদন এবং গাফিলতিতে ডুবিয়ে রাখুক মিথ্যা আশা-আকাংখা। অতি শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৮৮) তুমি এ দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি চক্ষু তুলে তাকাবে না, যা আমরা তাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরকে দিয়ে রেখেছি। আর না তাদের অবস্থার জন্য নিজের মনে কষ্ট বোধ করবে। তাদের পরিবর্তে ঈমানদার লোকদের প্রতি মনোযোগ দেবে।

بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِيْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ (٦٣) حَتّٰى إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ (٦٤) لَا تَجْئَرُوا الْيَوْمَ سه إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ (٦٥) قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ (٦٦) مُسْتَكْبِرِيْنَ ق بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ (٦٧) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ اٰبَآءَهُمُ الْأَوَّلِيْنَ (٦٨) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ (٦٩) أَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ ط بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ (٧٠) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط بَلْ أَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ (٧١) أَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ق وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (٧٢) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٧٣) وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ (٧٤) وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (٧٥) وَلَقَدْ أَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ (٧٦) حَتّٰى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ إِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ (٧٧) قُلْ رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ (٩٣) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٩٤) وَإِنَّا عَلٰٓى أَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ (٩٥) اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ط نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ (٩٦)- (المؤمنون)

(৬৩) কিন্তু এ লোকেরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনবহিত। আর তাদের আমলও সে নিয়ম থেকে ভিন্ন রকমের (যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে)। তারা নিজেদের এ কার্যকলাপ করতে থাকবে; (৬৪) শেষ পর্যন্ত যখন আমরা তাদের ভোগ-বিলাসী লোকদেরকে আযাবে নিমজ্জিত করে নেব, তখন তারা আর্ত চীৎকার করতে শুরু করবে (৬৫) —এখন বন্ধ করো তোমাদের আহাজারি ও ফরিয়াদ; আমাদের কাছ থেকে এখন আর কোনো সাহায্য মিলবে না। (৬৬) আমার আয়াত যখন শুনানো হচ্ছিল, তখন তো তোমরা (রাসূলের আওয়াজ শুনতেই) পিছনের

দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলে। (৬৭) নিজেদের অহংকারের দাপটে এর প্রতি তোমরা কোনো ভ্রূক্ষেপই করতে না। নিজেদের আড্ডাসমূহে বসে তোমরা এ সম্পর্কে কথা কাটাকাটি করতে আর বাজে কথায় সময় কাটাতে। (৬৮) এ লোকেরা কি কখনো এ কালাম সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেনি ? কিংবা সে এমন কোনো কথা নিয়ে এসেছে, যা কখনো তাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে আসেনি ? (৬৯) অথবা এরা তাদের রাসূল সম্পর্কে কখনো জানতই না আর না জানার কারণে তারা তাকে অস্বীকার করে ? (৭০) কিংবা তারা বলে যে, সে উন্মাদ ? না, সে তো প্রকৃত সত্য নিয়ে এসেছে। অথচ এ সত্যই তাদের অনেকেরই পক্ষে অপছন্দনীয়। (৭১) —আর সত্য যদি কখনো এ লোকদের প্রবৃত্তির তাড়নার পিছনে পিছনে চলত, তা থেকে আসমান ও জমিন এবং এর অধিবাসীদের গোটা-ব্যবস্থাপনাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। —না, আসল কথা হলো, আমরা তাদের নিজেদেরই 'যিকির' তাদের নিকট এনেছি আর তারা তাদের নিজেদেরই যিকির থেকে বিমুখ হয়ে থাকছে। (৭২) তুমি কি তাদের কাছে কিছু চাচ্ছ ? তোমার জন্য তোমার রব্ব-এর দেয়া দানই উত্তম। তিনি সর্বোত্তম রিযিকদাতা। (৭৩) তুমি তো তাদেরকে সহজ-সঠিক পথের দিকে আহ্বান করছ। (৭৪) কিন্তু যারা পরকালকে মানে না, তারা সঠিক পথ থেকে সরে গিয়ে ভিন্নদিকে চলতে চায়। (৭৫) আমরা যদি তাদের ওপর রহম করি এবং বর্তমানে তারা যে দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত, তা দূর করে দেই, তাহলে তারা নিজেদের আল্লাহ্দ্রোহিতার স্রোতে ভেসে যাবে। (৭৬) তাদের অবস্থা তো এই যে, আমরা তাদেরকে দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করেছি, তৎসত্ত্বেও তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-বিধাতার সম্মুখে নত হয়নি, আর দীনতা ও কাতরতাও অবলম্বন করে না। (৭৭) অবশ্য অবস্থা যখন এতদূর খারাপ হবে যে, আমরা তাদের ওপর কঠিন আযাবের দুয়ার খুলে দেব, তখন সহসাই তোমরা দেখবে যে, এ অবস্থায় তারা সকল কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। (৯৩) (হে মুহাম্মদ) দো'আ করো ঃ হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এদেরকে যে আযাবের ভয় দেখানো হচ্ছে, তা যদি তুমি আমার বর্তমান থাকা অবস্থায় এনে দাও, (৯৪) তাহলে হে আমার সৃষ্টিকর্তা-বিধাতা! আমাকে এ জালিম লোকদের মধ্যে শামিল করো না। (৯৫) আর আসল কথা এই যে, আমরা তোমার চোখের সামনেই সে জিনিস নিয়ে আনার পূর্ণ ক্ষমতা রাখি, যার ভয় তাদেরকে প্রদর্শন করা হচ্ছে। (৯৬) (হে মুহাম্মদ!) অন্যায় ও পাপকে সে পন্থায় দমন করো যা অতীব উত্তম! তারা তোমার সম্পর্কে যেসব মনগড়া কথা বর্ণনা করে, তা আমাদের খুব ভালোভাবেই জানা আছে।

إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (٣) وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَاۤبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (٤) وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٥) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ج فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ (٦) وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ (٧) يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ج فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٨) وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئًا ۨاتَّخَذَهَا هُزُوًا ط اُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (٩) مِنْ وَّرَاۤئِهِمْ جَهَنَّمُ ج وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاۤءَ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٠) هٰذَا هُدًى ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ (١١) –

(الجاثية)

(৩) আসল কথা হলো, আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার লোকদের জন্য। (৪) আর তোমাদের নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে এবং যে সব জীব-জন্তুকে আল্লাহ (জমিনের বুকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন, সে সবের মধ্যে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা দৃঢ় বিশ্বাসী। (৫) এ ছাড়া রাত্র-দিনের পার্থক্যে-আবর্তনে আর সেই রিযিকে যা আল্লাহ আসমান থেকে নাযিল করেন, এবং এর সাহায্যে মৃত জমিনকে যে জীবন্ত করে তোলেন এর মধ্যে, ও বায়ু-প্রবাহের আবর্তনে বিপুল নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। (৬) এসব আল্লাহ্‌র নিদর্শন, যেগুলোকে আমরা তোমাদের সম্মুখে যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। এহেন আল্লাহ এবং তাঁর নিদর্শনাদির পরে আর কোন কথাটি আছে যার প্রতি এ লোকেরা ঈমান আনবে ? (৭) ধ্বংস এমন প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও অসদাচারীর জন্য, (৮) যার সামনে আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করা হয় এবং সে তা শুনতে পায়। তারপর পূর্ণ অহংকার ও দাম্ভিকতা সহকারে নিজের কুফরীর ওপর এমনভাবে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, যেন সে তা শুনতেই পায়নি। এরূপ ব্যক্তিকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুখবর শুনিয়ে দাও। (৯) আমাদের অয়াতসমূহের কোনো কথা যখন সে জানতে পারে, তখন সে তাকে বিদ্রূপ ও ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে লয়। এ ধরনের প্রতিটি লোকের জন্যই রয়েছে অপমানকর আযাব। (১০) তাদের সামনেই জাহান্নাম রয়েছে। তারা দুনিয়ায় যা কিছুই অর্জন করেছে, তন্মধ্যে কোনো জিনিসই তাদের কাজে আসবে না, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে তারাও তাদের জন্য কিছু করতে পারবে না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে বড় আযাব। (১১) এ কুরআন পুরোপুরি হেদায়েতের কিতাব। যেসব লোক নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-বিধাতার অয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য কঠিন জ্বালাদায়ক আযাব রয়েছে।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاۤءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٤١) اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٤٢) وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ (٤٣) - (العنكبوت)

(৪১) যেসব লোক আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার মতো। যে নিজের জন্য একটা ঘর বানায় আর সব ঘরের মধ্যে অধিক দুর্বল হচ্ছে মাকড়সার ঘর। হায়, এ লোকেরা যদি তা জানত! (৪২) এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে জিনিসকেই ডাকে, আল্লাহ তাকে খুব ভালভাবেই জানেন। আসলে তিনিই প্রবল পরাক্রমশালী এবং সুবিজ্ঞ কুশলী। (৪৩) এই দৃষ্টান্তগুলো আমরা লোকদেরকে বুঝাবার জন্য দিচ্ছি। কিন্তু এগুলো বুঝতে পারে তারাই, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে। (সূরা আনকাবুত)

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ... (محمّد : ٥)

অতএব এই কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ-যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন প্রথম কাজই হলো গলাসমূহ কর্তন করা ............... (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪)

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ (٣٥) اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ (٣٦) اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَاۤئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ (٣٧) اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ

مُّبِيْنٍ (٣٨) اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ (٣٩) اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ (٤٠) اَمْ عِنْدَهُمُ
الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ (٤١) اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ؕ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ (٤٢) اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٤٣) وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ (٤٤) فَذَرْهُمْ
حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ (٤٥) يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ (٤٦)
وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٤٧)- (الطور)

(৩৫) এরা কি কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজেরাই অস্তিত্ব লাভ করেছে ? কিংবা এরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা ? (৩৬) অথবা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল তারাই সৃষ্টি করেছে ? আসল কথা হলো, এরা কোনো কথায় প্রত্যয়শীল নয়। (৩৭) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ধন-ভাণ্ডার কি এদের মুষ্ঠির মধ্যে ? কিংবা এর ওপর এদেরই শাসন চলে ? (৩৮) এদের কাছে কোনো সিড়ি আছে নাকি, যার ওপর চড়ে এরা উচ্চতর জগতের কথা গোপনে শুনে লয় ? এদের মধ্যে যে লোকই গোপনে কিছু শুনে নিয়েছে সে আনুক না কোনো অকাট্য ও স্পষ্ট দলীল। (৩৯) আল্লাহ্‌র জন্য কি কেবল কন্যা-সন্তান আর তোমাদের জন্য আছে পুত্র-সন্তান— এ কেমন কথা ? (৪০) তুমি কি এদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, এরা জোরপূর্বক গ্রহণ করা জরিমানার বোঝার তলায় পড়ে নিষ্পেষিত হচ্ছে ? (৪১) এদের কাছে কি অদৃশ্য তত্ত্বসমূহের জ্ঞান আছে যে, এরা এর ভিত্তিতে লিখছে ? (৪২) এরা কি কোনো চক্রান্ত ফাঁদতে চায় ? (এই যদি হয়ে থাকে) তাহলে কুফরকারী লোকেরাই নিজেদের চক্রান্তের ফাঁদে উল্টাভাবে পড়বে। (৪৩) আল্লাহ ছাড়া এদের আরও কোনো মা'বুদ আছে নাকি ? আল্লাহ মহান ও পবিত্র সেই শিরক হতে যা এ লোকেরা করছে। (৪৪) এরা আকাশমণ্ডলের ভগ্নাংশ পড়ে যেতে দেখলেও বলবে, এ তো মেঘমালা, যা চারিদিক হতে পুঞ্জীভূত হয়ে আসছে। (৪৫) কাজেই (হে নবী!) এদেরকে এদের অবস্থায় থাকতে দাও— শেষ পর্যন্ত যেন এরা তাদের সেই দিনটিতে পৌঁছে যেতে পারে, যেদিন এদেরকে মেরে ফেলানো হবে। (৪৬) যে দিন না এদের নিজেদের কোনো চাল এদের কোনো কাজে আসবে, না এদের সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসবে। (৪৭) আর সে সময়টার উপস্থিতির পূর্বেও জালিমদের জন্য একটা আযাব রয়েছে; কিন্তু এদের অনেকেই তা জানে না। (সূরা তুর)

..... اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا - (النجم : ٢٨)

.... তারা নিছক ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করছে। আর দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে ধারণা-অনুমান কোনো কাজই দিতে পারে না। (সূরা নাজম ঃ ২৮)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ .(التحريم : ٩)

হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর নীতি প্রয়োগ করো। তাদের চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম এবং পরিণতি হিসেবে তা অত্যন্ত দুঃখময় স্থান।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا (١٠) وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا
(١١) اِنَّ لَدَيْنَاۤ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا (١٢) وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا (١٣)- (المزّمّل)

(১০) আর লোকেরা যেসব কথা-বার্তা রচনা করে বেড়াচ্ছে সেজন্য তুমি ধৈর্য ধারণ করো আর সৌজন্য ও ভদ্রতার সাথে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। (১১) এসব মিথ্যারোপকারী সচ্ছল লোকদের সাথে বোঝাপড়ার কাজটি তুমি আমার ওপরই ছেড়ে দাও। আর এ লোকদেরকে কিছু সময়ের জন্য এ অবস্থায়ই থাকতে দাও। (১২) আমাদের কাছে (এদের জন্য) আছে দুর্বহ বেড়ি, দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন, (১৩) গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য এবং কঠিন পীড়াদায়ক আযাব। (সূরা মুজাম্মিল)

هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ (١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ (١٨) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ (١٩) وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ (٢٠) - (البروج)

(১৭-১৮) তোমরা কি সৈন্যদের খবর জানতে পেরেছ ? ফিরাউন ও সামূদের (সৈন্যদের) ? (১৯) কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা তো সদা অমান্যতায় নিয়োজিত। (২০) অথচ আল্লাহ তাদেরকে আড়াল থেকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। (সূরা বুরুজ)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (١) لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (٢) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ (٣) وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ (٤) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (٦) - (الكفرون)

(১-২) বলে দাও ঃ হে কাফেরগণ! আমি সে সবের ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা করো। (৩) আর না তোমরা তাঁর ইবাদত করো, যাঁর ইবাদত আমি করি। (৪) আর না আমি তাদের ইবাদত করতে প্রস্তুত যাদের ইবাদত তোমরা করে থাকো। (৫) আর না তোমরা তাঁর ইবাদত করতে প্রস্তুত যাঁর ইবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আর আমার দ্বীন আমার জন্য। (সূরা কাফেরুন)

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ط مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ط وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ - (هود : ١٠٩)

(১০৯) অতএব হে নবী! এরা যেসব মা'বুদের ইবাদত করে তাদের ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহে পড়ে থাকবে না। এরা তো (অন্ধ অনুসারী হয়ে) তেমনি সব পূজা-উপাসনা করে যাচ্ছে, যেমন করে তাদের বাপ-দাদারা করত। আর আমরা তাদের প্রাপ্য অংশ তাদেরকে পূর্ণমাত্রায় দেব— তাতে কোনোরূপ কাটছাঁট করা ছাড়াই। (সূরা হুদ)

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ط كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٣٣) فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٣٤) - (النحل)

(৩৩) হে মুহাম্মদ! এখন যে এই লোকেরা অপেক্ষা করছে, এ ব্যাপারে এখন ফেরেশতাদের এসে পৌছানো কিংবা তোমার রব্ব-এর ফয়সালা প্রকাশিত হওয়া ছাড়া আর কি বাকি রয়েছে ? এ ধরনের ধৃষ্টতা এদের পূর্বে বহুলোকই দেখিয়েছে। অতঃপর তাদের সাথে যা কিছু করা

হয়েছে, তা তাদের ওপর আল্লাহ্‌র জুলুম ছিল না; বরং তা ছিল তাদের নিজেদেরই জুলুম, যা তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর করেছে। (৩৪) তাদের কাজ-কর্মের অনিষ্টকারিতা শেষ পর্যন্ত তাদেরই ভাগে পড়েছে এবং সে জিনিসই তাদের ওপর চেপে বসেছে, যার তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল। (সূরা নহল)

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (٥٢) وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا (٥٣) (الكهف)

(৫২) তাহলে এই লোকেরা সে দিন কি করবে যেদিন তাদের রব্ব তাদেরকে বলবেন যে, এখন ডাকো সে সব সত্তাকে, যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করে বসেছিলে। এরা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা এদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আর আমরা তাদের সকলের ধ্বংসের জন্য একটি গহ্বর বানিয়ে দেব। (৫৩) সব অপরাধীরাই সে দিন আগুন দেখতে পাবে আর বুঝতে পারবে যে, এখন এর মধ্যে তাদের পড়তে হবে এবং তা থেকে বাঁচার কোনো উপায়ই তারা পাবে না। (সূরা কাহাফ)

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى (١٢٨) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّ اَجَلٌ مُّسَمًّى (١٢٩) وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى (١٣٤) قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى (١٣٥) - (طٰهٰ)

(১২৮) এ লোকগুলো কি (ইতিহাসের এই শিক্ষা থেকে) কোনো হেদায়েত পায়নি? —তাদের পূর্বে কত জাতিকেই তো আমরা ধ্বংস করেছি, যাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) জনপদের ওপর দিয়ে আজ এই লোকেরা চলাফেরা করছে! বস্তুত এতে বিপুল নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা সুস্থ বিচার বুদ্ধির অধিকারী। (১২৯) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে পূর্বেই যদি একটি কথা চূড়ান্ত করে দেয়া না হতো এবং অবকাশের একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয়া না হতো, তাহলে এদের সম্পর্কেও ফয়সালা চূড়ান্ত করে দেয়া হতো। (১৩৪) আমরা যদি এর (এ রাসূল) আসার পূর্বে কোনো আযাব দিয়ে এদেরকে ধ্বংস করে দিতাম, তাহলে এই লোকেরাই বলত যে, "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-বিধাতা! তুমি আমাদের কাছে কোনো রাসূল পাঠালে না কেন, (তাহলে) লজ্জিতও লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তোমার আয়াতসমূহ অনুসরণ করে চলতাম!" (১৩৫) (হে মুহাম্মদ!) এদেরকে বলো ঃ (তোমরা) প্রত্যেকেই পরিণামের অপেক্ষায় রয়েছ। অতএব এখন প্রতীক্ষায় থাকো, অতি শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে যে, কে সরল-সোজা পথের পথিক আর কে হেদায়েতপ্রাপ্ত! (সূরা ত্বোয়াহ)

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

আর তাদেরকে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয়, তখন তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যের দুশমনদের চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আর মনে হয়, তারা এক্ষণই বুঝি সে লোকদের

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যারা তাদেরকে আমাদের আয়াত শুনায়। তাদেরকে বলো ঃ "আমি কি তোমাদেরকে বলব, এর চেয়েও নিকৃষ্ট জিনিস কি ? —তাহলো আগুন। আল্লাহ এর ওয়াদাই করে রেখেছেন সে লোকদের জন্য, যারা সত্য কবুল করতে অস্বীকার করে এবং তা অতিশয় খারাপ পরিণতি।" (সূরা হজ্জ ঃ ৭২)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ - (النور : ٥٧)

যেসব লোক কুফরী করেছে তাদের সম্পর্কে এই ভুল ধারণায় থেকো না যে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে দুর্বল ও অক্ষম করে দেবে। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম আর তা খুবই খারাপ ঠিকানা।

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىْٓ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۖ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا

(٤٠) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۖ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا - (الفرقان)

(৪০) আর সে জনপদের ওপর দিয়ে তো তারা চলাচল করেছে, যার ওপর নিকৃষ্ট রকমের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। তারা কি তার অবস্থা দেখেনি ? কিন্তু আসলে তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের কোনো আশাই পোষণ করত না। (৫৫) এক আল্লাহ্কে ত্যাগ করে লোকেরা এমন সব জিনিসের পূজা করে যা তাদের না কোনো কল্যাণ করতে পারে, না পারে অকল্যাণ করতে। উপরন্তু কাফের লোকেরা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের বিরুদ্ধে প্রত্যেক বিদ্রোহীরই সাহায্যকারী হয়ে রয়েছে। (সূরা ফুরক্বান)

..... يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

(٥٢) وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۖ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا

يَشْعُرُوْنَ (٥٣) يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ (٥٤) يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ

مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٥٥) - (العنكبوت)

(৫২) ..... তিনি আসমান ও জমিনের সবকিছুই জানেন। যেসব লোক বাতিলকে মানে এবং আল্লাহ্কে অমান্য করে, তারাই ক্ষতির মধ্যে থাকবে।" (৫৩) এ লোকেরা অবিলম্বে আযাব আনার জন্য তোমার কাছে দাবি করছে। যদি এর জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া না হতো, তবে এতদিনে তাদের ওপর আযাব এসেই যেত। আর নিঃসন্দেহে তা (নির্দিষ্ট সময়ে) অবশ্যই আসবে— আসবে সহসাহ এমন অবস্থায় যে, তারা তা টেরই পাবে না। (৫৪) এরা অবিলম্বে আযাব আনার জন্য তোমার কাছে দাবি জানাচ্ছে। অথচ জাহান্নাম এ কাফেরদেরকে ঘিরে রেখেছে। (৫৫) (আর তারা এটি জানতে পারবে) সেদিন যখন আযাব তাদেরকে ওপরের দিক থেকে ঢেকে দেবে, আর পায়ের নীচ থেকেও এবং বলবে যে, এখন নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা আনকাবুত)

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ (٢) - (صٓ)

(১) সা-দ। উপদেশপূর্ণ কুরআনের শপথ; (২) বরং এ লোকেরাই— যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে— চরম অহংকার ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত। (সূরা সোয়াদ)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (١٢) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (١٨) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (٢٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (٣٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (٣٤) - (محمد)

(১২) ঈমান গ্রহণকারী ও নেক আমলকারী লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা সেসব জান্নাতে দাখিল করাবেন, যেসবের নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। পক্ষান্তরে কাফেররা শুধু দুনিয়ার কয়েক দিনের জীবনের স্বাদ-আনন্দ লুটছে, নিছক জন্তু-জানোয়ারের মতোই পানাহার করছে, তাদের শেষ পরিণতি জাহান্নাম। (১৮) এখন এ লোকেরা কি শুধু কেয়ামতেরই প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তা আকস্মিকভাবে তাদের ওপর এসে পড়ুক ? এর নিদর্শনাদি তো এসে পড়েছে। যখন তা নিজে এসে পড়বে, তখন এ লোকদের পক্ষে নসীহত কবুল করার আর কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকবে ? (২৯) যেসব লোকের হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাদের হৃদয়ে লালিত গোপন কপটতা প্রকাশ করে দেবেন না ? (৩০) আমরা ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাতে পারি আর তুমি তাদের মুখাবয়ব দেখেই চিনে নিতে পারবে। তবে তাদের কথা-বার্তার ধরন দেখে তুমি তাদেরকে অবশ্যই চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের সকলের সব আমল খুব ভালোভাবেই জানেন। (৩৪) যারা কুফরী করেছে, আল্লাহ্র থেকে লোকদেরকে বিরত রেখেছে ও মৃত্যুকাল পর্যন্ত কুফুরী মতে শক্ত হয়ে রয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবেন না। (সূরা মুহাম্মদ)

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا - (الفتح : ١٣)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যেসব লোক ঈমানদার নয়, এমন কাফেরদের জন্য আমরা দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুণ্ডলি প্রস্তুত করে রেখেছি। (সূরা ফাতাহ ঃ ১৩)

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (٣٦) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (٣٧) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (٣٨) كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (٣٩) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (٤٠) عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٤١) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (٤٢) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ (٤٣) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (٤٤)-

(৩৬-৩৭) অতএব হে নবী! কি ব্যাপার যে, এই কাফের লোকেরা ডান দিক ও বাম দিক থেকে দলে দলে তোমার দিকে দৌড়িয়ে আসছে কেন ? (৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি এই লোভ পোষণ করে যে, তাকে নেয়ামত পূর্ণ জান্নাতে দাখিল করে দেয়া হবে ? (৩৯) কক্ষনোই

নয়। আমরা যে জিনিস দিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তা তারা নিজেরাই জানে! (৪০) অতএব নয়, আমি শপথ করছি, প্রাচ্যসমূহ ও প্রতীচ্যসমূহের মালিক আল্লাহ্। আমরা তাদের স্থানে তাদের অপেক্ষা উত্তম লোক নিয়ে আসতে পারি। (৪১) আমাকে অতিক্রম করে যেতে পারে এমন কেউ নেই। (৪২) কাজেই এই লোকদেরকে তাদের খেল-তামাশায় লিপ্ত থাকতে দাও, যতদিন না তাদের কাছে কৃত ওয়াদার দিনটি পর্যন্ত তারা পৌঁছে যায়। (৪৩) এরা নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে এমনভাবে দৌড়ে যেতে থাকবে, যেন নিজেদের দেবদেবীর স্থানসমূহের দিকে দৌড়াচ্ছে। (৪৪) তখন তাদের দৃষ্টি অবনত হবে, অপমান ও লাঞ্ছনা তাদের ওপর সমাচ্ছন্ন থাকবে; এ দিনটিরই তো ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছিল। (সূরা মা'আরিয)

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْآ اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (٨٦) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (٨٧) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ (٨٨)- (اٰل عمرٰن)

(৮৬) যারা ঈমানের নেয়ামত একবার পাওয়ার পর পুনরায় কুফরী অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ কিরূপে হেদায়েত দান করতে পারেন? অথচ তারা নিজেরা এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহও এসেছে। আল্লাহ জালিমদেরকে কখনোই হেদায়েত দান করেন না। (৮৭) তাদের জুলুমের সঠিক প্রতিদান তো এই হতে পারে যে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষেরই অভিশাপ বর্ষিত হয়। (৮৮) তারা চিরদিন এই অবস্থায়ই থাকবে; না তাদের শাস্তি একটুও হ্রাস করা হবে আর না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে। (সূরা আলে ইমরান)

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ق لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ج وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ط اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ج لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ - (الانعام: ٧٠)

যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেছে, তাদের কথা ছেড়ে দাও। তবে তাদেরকেও এই কুরআন শুনিয়ে নসীহত ও সতর্ক করতে থাকো: এই আশঙ্কায় যে, কেউ কোথাও নিজস্ব কীর্তিকলাপের দরুন খারাপ পরিণামে নিমজ্জিত হয়ে না যায়। বিশেষত এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করার জন্য কোনো বন্ধু, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না। আর যদি কেউ সম্ভাব্য সকল জিনিস 'ফিদিয়া' স্বরূপ দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায়, তবে তাও তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। কেননা এই ধরনের লোক তো নিজেদের কাজের ফলেই ধরা পড়ে যাবে। সত্যকে অস্বীকার করার পরিণামে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি পান করার জন্য ও পীড়নকারী আযাব ভোগ করবার জন্যও দেয়া হবে। (সূরা আন'আম)

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ط قَالُوْا نَعَمْ ج فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (٤٤) الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ (٤٥) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ
كُلًّا ۢ بِسِيْمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۣ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ (٤٦) وَاِذَا
صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاۤءَ اَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٤٧) وَنَادٰۤى
اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ (٤٨)
اَهٰۤؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۭ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ
(٤٩) وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاۤءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۭ قَالُوْۤا اِنَّ
اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ (٥٠) - (الاعراف)

(৪৪) অতঃপর এই জান্নাতের লোকেরা জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে ঃ "আমরা সে সব ওয়াদাকে বাস্তবভাবে পেয়েছি, যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আমাদের কাছে করেছিলেন; তোমাদের 'সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক' যেসব ওয়াদা করেছিল, তা কি তোমরা ঠিকভাবে লাভ করেছ?" তারা জবাবে বলবে ঃ হাঁ; তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করে দেবে ঃ "আল্লাহ্‌র অভিশাপ সে জালিমদের ওপর (৪৫) যারা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দিত, তাকে বাঁকা করতে চাইত এবং পরকাল অমান্যকারী হয়ে গিয়েছিল।" (৪৬) এই দু' শ্রেণীর লোকদের মাঝখানে একটি পার্থক্য সৃষ্টিকারী পর্দা হবে, এর উচ্চপর্যায়ে থাকবে অপর কিছু লোক। এরা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা এর জন্য আকাঙ্ক্ষী হবে। (৪৭) এরা প্রত্যেককে নিজ নিজ চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। জান্নাতবাসীদের ডেকে এরা বলবে ঃ "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।" অতঃপর দোযখীদের প্রতি যখন তাদের চোখ পড়বে, তখন বলবে ঃ "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এই জালিম লোকদের মধ্যে শামিল করো না।" (৪৮) অতঃপর এই আ'রাফের লোকেরা দোযখের যেসব বড় বড় ব্যক্তিত্বকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে তাদেরকে ডেকে বলবে ঃ দেখলে তো, আজ না তোমাদের দলবল কোনো কাজে আসল, না সেসব সাজ-সরঞ্জাম যাকে তোমরা খুব বড় জিনিস বলে মনে করছিলে ? (৪৯) আর এই জান্নাতবাসীরা কি সেসব লোক নয়, যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে, এই লোকদেরকে তো আল্লাহ স্বীয় রহমত হতে কোনো অংশই দান করবেন না! আজ তো তাদেরকেই বলা হলো যে, তোমরা সব বেহেশতে প্রবেশ করো; তোমাদের জন্য না কোনো ভয় আছে, না কোনো আশঙ্কা। (৫০) ওদিকে দোযখের লোকেরা জান্নাতী লোকদের ডেকে বলবে যে, আমাদের দিকে সামান্য পানি ঢেলে দাও কিংবা আল্লাহ যে রিযিক তোমাদের দিয়েছেন তা থেকেই কিছু এদিকে নিক্ষেপ করো। তারা জবাবে বলবে ঃ আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি জিনিসই সত্যের সেসব অমান্যকারীদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন। (সূরা আরাফ)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ (١٠٦) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ
اِلَّا مَا شَاۤءَ رَبُّكَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (١٠٧) - (هود)

(১০৬) যারা হতভাগ্য হবে, তারা দোযখে যাবে। (সেখানে গরম ও পিপাসার তীব্রতায়) তারা হাঁপাতে ও আর্ত চীৎকার করতে থাকোবে। (১০৭) আর এই অবস্থায়ই তারা চিরদিন পড়ে

থাকবে, যতদিন জমিন ও আসমান বর্তমান থাকে। অবশ্য তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক অন্য রকম কিছু চাইলে স্বতন্ত্র কথা। কোনোই সন্দেহ নেই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ইখতিয়ার রয়েছে; তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। (সূরা হুদ)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ، وَإِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ط بِئْسَ الشَّرَابُ ، وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (٢٩) وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا (١٠٠) - (الكهف)

(২৯) স্পষ্টত বলে দাও, এ মহাসত্য এসেছে তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে। এখন যার ইচ্ছা এটি মেনে নেবে আর যার ইচ্ছা অমান্য বা অস্বীকার করবে। আমরা (অমান্যকারী) জালিমদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে রেখেছি, যার লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে। সেখানে তারা যদি পানি চায়, তাহলে এমন পানি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে যা তেল পাত্রের তলানীর মতো হবে এবং তাদের মুখমণ্ডল ভাজা-ভাজা করে দেবে। এটি কতইনা নিকৃষ্ট পানীয় আর কতইনা খারাপ আশ্রয়-স্থল! (১০০) সেদিন আমরা জাহান্নামকে সে কাফেরদের সম্মুখে এনে উপস্থিত করব। (সূরা কাহাফ)

بَلْ مَتَّعْنَا هٰؤُلَاءِ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ، أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ، أَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ (٤٤) قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ (٤٥) وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ يٰوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (٤٦) - (الانبياء)

(৪৪) আসল কথা এই যে, এ লোকদেরকে এবং এদের পূর্ব-পুরুষদেরকে আমরা জীবনের নানা সামগ্রী দান করে চলেছি; শেষ পর্যন্ত তারা দিনের নাগাল পেয়েছে। কিন্তু তারা কি দেখে না যে, আমরা জমিনকে নানা দিক দিয়ে সঙ্কুচিত করে আনছি ? তবুও কি তারা জয়ী হবে ? (৪৫) এদেরকে বলে দাও ঃ "আমি তো ওহীর ভিত্তিতে তোমাদেরকে সাবধান করছি,"—কিন্তু বধির লোকেরা কোনো ডাক শুনতে পায় না, যখন তাদেরকে সাবধান করা হয়। (৪৬) আর যদি তোমার সৃষ্টিকতা-প্রতিপালকের আযাব তাদেরকে সামান্য পরিমাণ স্পর্শ করে যায়, তাহলে তারা তক্ষুনি চীৎকার করে উঠবে ঃ "হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ছিলাম।" (সূরা আম্বিয়া)

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ ز فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ، يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ (١٩) يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ (٢٠) وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ (٢١) كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيْدُوْا فِيْهَا ق وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (٢٢) - (الحج)

(১৯) এ দু'টি পক্ষ, এদের মধ্যে রয়েছে এদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক সম্পর্কে প্রবল মত-বিরোধ। এদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক কেটে তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢালা হবে, (২০) এর ফলে তাদের চামড়াই শুধু নয়, পেটের মধ্যকার সবকিছুও গলে যাবে। (২১) আর তাদের শাস্তি দেবার জন্য তৈরী থাকবে

লোহার মুগুর। (২২) তারা যখন ভয় পেয়ে জাহান্নাম থেকে বের হবার চেষ্টা করবে, তখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে পুনরায় এর মধ্যেই ফেলে দেয়া হবে এবং বলা হবে যে, এখন দহন জ্বালার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো। (সূরা হজ্জ)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ق وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ، أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (٦) وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ع فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٧) - (لقمٰن)

(৬) আর লোকদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে মন-ভুলানো কথা খরিদ করে আনে, যেন লোকদেরকে জ্ঞান (ইলম) ব্যতিরেকেই আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে এবং এ পথে আহ্‌বানকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে পারে। এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে কঠিন ও অপমানকর আযাব। (৭) তাকে যখন আমাদের আয়াত শুনানো হয় তখন সে বড়ই অহংকারের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, যেন সে তা শুনতেই পায়নি, যেন তার কান বধির! ঠিক আছে, তাকে এক কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের 'সুসংবাদ' শুনিয়ে দাও।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ، ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ، يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ (١٦) وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ، اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ (٦٠)

(১৬) তাদের মাথার ওপর হতেও আগুনের ছাতা চেপে থাকবে আর নিচ হতেও। আল্লাহ এ পরিণাম সম্পর্কেই তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান— সাবধান করেন। অতএব হে আমার বান্দারা! আমার ক্রোধ হতে বাঁচো। (৬০) আজ যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলছে, কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে, তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। অহংকারীদের জন্য জাহান্নামে কি যথেষ্ট জায়গা নেই ? (সূরা যুমার)

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ (٤٣) طَعَامُ الْاَثِيْمِ (٤٤) كَالْمُهْلِ ع يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ (٤٥) كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ (٤٦) - (الدّخان)

(৪৩-৪৪) 'যাক্কুম' বৃক্ষ হবে গুনাহগারের খাদ্য; (৪৫-৪৬) তেলের তলানীর মতো পেটে এমন ভাবে উথলে উঠবে যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি উথলে ওঠে। (সূরা দুখান)

اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاۤءَةٌ فِى الزُّبُرِ (٤٣) اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ (٤٤) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ (٤٥) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ (٤٦) اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ (٤٧) يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ، ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ (٤٨) - (القمر)

(৪৩) তোমাদের কাফেররা কি ঐ লোকদের অপেক্ষা ভালো ? কিংবা আসমানী গ্রন্থাদিতে তোমাদের জন্য কোনো ক্ষমা লেখা হয়েছে ? (৪৪) অথবা তাদের বক্তব্য এই যে, আমরা এক সুদৃঢ় সুগঠিত জনশক্তি, নিজেদের সংরক্ষণ নিজেরাই সম্পন্ন করে লইব ? (৪৫) অতি শীঘ্র এ জনশক্তি পরাজয় বরণ করবে এবং এসব লোককে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে দেখা যাবে।

(৪৬) বরং তাদের সাথে বুঝাপড়া করার জন্য আসল প্রতিশ্রুত সময় তাহলে কেয়ামত এবং তা খুবই ভয়াবহ ও অতীব তিক্ত মুহূর্ত। (৪৭) আসলে এ অপরাধী লোকেরা ভুল ধারণায় নিমজ্জিত এবং এদের বিবেক-বুদ্ধি তিরোহিত। (৪৮) যে দিন এরা উল্টাভাবে আগুনে হেঁচড়িয়ে নিক্ষিপ্ত হবে, সেদিন তাদেরকে বলা হবে ঃ এখন আস্বাদন করো জাহান্নামের স্পর্শের স্বাদ। (৪৯) আমরা প্রতিটি জিনিসই একটি 'পরিমাপ' সহকারে সৃষ্টি করেছি। (সূরা ক্বামার)

وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ أَصْحٰبُ الشِّمَالِ (٤١) فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ (٤٢) وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ (٤٣) لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ (٤٤) إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ (٤٥) وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ (٤٦) وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ (٤٧) أَوَاٰبَاؤُنَا الْأَوَّلُوْنَ (٤٨) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ (٤٩) لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ إِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ (٥٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ (٥١) لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ (٥٢) فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ (٥٣) فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ (٥٤) فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ (٥٥) هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ٥٦) نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ (٥٧) - (الواقعة)

(৪১) আর বাম দিকের লোকেরা। বাম দিকের লোকদের চরম দুর্ভাগ্যের কথা আর কি জিজ্ঞেস করবে! (৪২-৪৩) তারা লু-হাওয়ার প্রবাহ ও ফুটন্ত টগবগে পানি ও কালো কালো ধোঁয়ার ছায়ার অধীন থাকবে। (৪৪) তা না ঠাণ্ডা-শীতল হবে, না শান্তিপ্রদ। (৪৫) এরা এমন লোক যে, এই পরিণতি পর্যন্ত পৌছার পূর্বে তারা খুবই সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল (৪৬) আর বড় বড় গুনাহের কাজ বার বার করতে থাকত। (৪৭) তারা বলত ঃ 'আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে যাবো এবং অস্থি পিঞ্জরটা শুধু পড়ে থাকবে, তখন কি আমাদের তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে ? (৪৮) আর আমাদের সেই বাপ-দাদাদেরকেও কি উঠানো হবে যারা পূর্বেই চলে গেছে ? (৪৯) হে নবী! এই লোকদেরকে বলো, (৫০) নিঃসন্দেহে আগের ও পরের সমস্ত মানুষকেই এক দিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে; এর সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। (৫১) তাহলে হে পথভ্রষ্ট ও অবিশ্বাসকারী লোকেরা! (৫২) তোমরা জাক্কুম বৃক্ষের খাদ্য অবশ্যই খাবে। (৫৩) এর দ্বারাই তোমরা পেট ভর্তি করবে। (৫৪-৫৫) আর বহমান ফুটন্ত টগবগে পানি পিপাসা-কাতর উষ্ট্রের ন্যায় পান করবে। (৫৬) এটিই হবে (বামধারীদের) আতিথ্যের জন্য নির্দিষ্ট সামগ্রী প্রতিফল দানের দিনে। (৫৭) আমরাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তাহলে তোমরা এর সত্যতা স্বীকার করো না কেন ? (সূরা ওয়াক্বিয়াহ)

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ أُوْتَ كِتٰبِيَهْ (٢٥) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (٢٦) يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (٢٧) مَآ أَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ (٢٨) هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ (٢٩) - (الحاقّة)

(২৫) আর যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে ঃ হায়! আমার আমলনামা আমাকে যদি না-ই দেয়া হতো। (২৬) আর আমার হিসাব কি তা যদি আমি না-ই জানতাম! (২৭) হায়! আমার (দুনিয়ায় হওয়া) মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হতো! (২৮) আজ আমার ধন-মাল আমার কোনো কাজে আসল না। (২৯) আমার সব ক্ষমতা-আধিপত্য-প্রভুত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে। (সূরা হাক্কাহ)

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (٧) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (٨) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (٩) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (١٠) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (١١) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (١٢) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (١٣) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (١٤) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٥) أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (١٦) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (١٧) كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (١٨) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (١٩) أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (٢١) إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ (٢٢) فَقَدَرْنَا ق فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (٢٣) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٢٤) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (٢٦) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا (٢٧) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٢٨) انطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢٩) انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (٣٠) لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (٣١) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (٣٢) كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (٣٣) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٣٤) هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٣٧) هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ج جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (٣٨) فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٩) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٤٠) - (المرسلت)

(৭) তোমাদের কাছে যে জিনিসের ওয়াদা করা হচ্ছে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। (৮) অতঃপর যখন নক্ষত্রমালা ম্লান হয়ে যাবে, (৯) আকাশ বিদীর্ণ হবে, (১০)পাহাড় ধুনিয়ে ফেলা হবে (১১) এবং রাসূলগণের উপস্থিতির সময় এসে পড়বে, (১২) (সে দিনই সেই জিনিস সংঘটিত হবে)। কোন দিনের জন্য এ কাজটি তুলে রাখা হয়েছে ? (১৩) চূড়ান্ত বিচার-ফয়সালার দিনের জন্য! (১৪) সে ফয়সালার দিনটি কি, তা কি তোমার জানা আছে ? (১৫) সেদিন চূড়ান্ত ধ্বংস ও বিপর্যয় হবে অমান্যকারী লোকদের জন্য। (১৬) আমরা কি আগের কালের লোকদেরকে ধ্বংস করিনি ? (১৭) অতএব তাদেরই পেছনে আমরা পরবর্তী লোকদেরকে চালিয়ে দেব। (১৮) অপরাধীদের সাথে আমরা এরূপ আচরণই গ্রহণ করে থাকি। (১৯) ধ্বংস নিশ্চিত সেদিন অমান্যকারীদের জন্য। (২০) আমরা কি এক তুচ্ছ নগণ্য পানি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি ? (২১-২২) এবং একটা নির্দিষ্ট সময়-কাল পর্যন্ত একটি সুরক্ষিত স্থানে তাকে আটক করে রাখিনি ? (২৩) লক্ষ্য করো, আমরা এরূপ করতে ক্ষমতাবান ছিলাম। অতএব মনে রেখো, আমরা অতি উত্তম ক্ষমতার অধিকারী। (২৪) ধ্বংস সেদিন অমান্যকারী ও অবিশ্বাসীদের জন্য। (২৫) আমরা কি পৃথিবীকে সামলিয়ে ও গুটিয়ে রাখতে সক্ষম বানাইনি— (২৬) জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য ? (২৭) আর আমরা তাতে উচ্চশির পর্বতমালা সুদৃঢ়ভাবে বসিয়ে দিয়েছি। আর তোমাদেরকে সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছি ? (২৮) সেদিন অবিশ্বাসী ও অমান্যকারীদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। (২৯) চলতে থাকো এক্ষণে সেই জিনিসের দিকে যাকে তোমরা মিথ্যা ও অসত্য মনে করতে। (৩০) চলো সেই ছায়ার পানে যার তিনটি শাখা রয়েছে। (৩১) যা শীতল নয়, নয় আগুনের লেলিহান শিখা হতে রক্ষাকারী। (৩২) সে আগুন প্রাসাদ তুল্য বিরাট স্ফূলিংগ নিক্ষেপ করবে। (৩৩) (উৎক্ষেপনের সময় তাকে মনে হবে) যেন তা হলুদ বর্ণের উট। (৩৪) ধ্বংস অনিবার্য সেদিন অমান্যকারীদের জন্য। (৩৫) এ (হবে) সেদিন যে দিন তারা কিছু বলবে না, (৩৬) তাদেরকে কোনো ওযর পেশ

করারও সুযোগ দেয়া হবে না। (৩৭) ধ্বংস সে দিন অবিশ্বাসী ও অমান্যকারীদের জন্য। (৩৮) এটি-ই চূড়ান্ত ফয়সালার দিন। আমরা তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকে একত্র করে দিয়েছি। (৩৯) এখন তোমরা যদি কোনো অপকৌশল প্রয়োগ করতে চাও, তাহলে তা প্রয়োগ করে দেখো। (৪০) ধ্বংস সেদিন অবিশ্বাসী ও আমন্যকারীদের জন্য।

هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ (١) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (٢) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ (٣) تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً (٤)

(٥) تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ (٥) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ (٦) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ (٧) -

তোমার কাছে সেই আচ্ছন্নকারী কঠিন বিপদের বার্তা পৌঁছেছে কি? (২-৪) সে দিন কতক মুখমণ্ডল ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, কঠোর শ্রমে নিরত হবে, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কাতর হবে, তীব্র অগ্নি-শিখায় ভস্মীভূত হবে। (৫) টগবগ ফুটন্ত ঝর্ণার পানি তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। (৬-৭) কাঁটাযুক্ত শুষ্ক ঘাস ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না। যা না পরিপুষ্ট বানাবে, না ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে। (সূরা গাশিয়া)

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا (٢١) وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢) وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى (٢٣) يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ (٢٤) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ (٢٥) وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ (٢٦) - (الفجر)

(২১-২৩) কক্ষনো নয়; পৃথিবী যখন ক্রমাগত কুটিয়া কুটিয়া বালুকাময় বানিয়ে দেয়া হবে এবং তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আত্মপ্রকাশ করবে এমতাবস্থায় যে, ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে ও জাহান্নামকে সে দিন সর্বসমক্ষে উপস্থিত করা হবে; সেদিন মানুষ চেতনা লাভ করবে। কিন্তু তখন তার বোধশক্তি জাগ্রত হওয়ায় কী লাভ হবে। (২৪) সে বলবে, হায়, আমি যদি এই জীবনের জন্য অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম! (২৫) অতঃপর সেদিন আল্লাহ্ যে আযাব দেবেন, তেমন আযাব দেবার আর কেউ নেই। (২৬) এবং আল্লাহ্ যেমন বাঁধবেন, তেমন বাঁধবারও কেউ নেই। (সূরা ফাজর)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ -

আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য হতে যেসব লোক কুফরী করেছে তারা নিঃসন্দেহে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরকাল তাতে থাকবে। এ লোকেরা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

(সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৬)

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ (٤) وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ (٦) الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ (٧) اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ (٨) فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (٩) - (الهمزة)

(৪) কক্ষনোই নয়; সেই ব্যক্তি তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। (৫) আর তুমি কি জানো সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটা কি? (৬-৭) আল্লাহ্‌র আগুন, প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত-উৎক্ষিপ্ত, যা অন্তর পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (৮) তা তাদের ওপর ঢেকে বন্ধ করে দেয়া হবে। (৯) (এমন অবস্থায় যে) তা উঁচু উঁচু স্তম্ভে (পরিবেষ্টিত হবে)। (সূরা হুমাযাহ)

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى مِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ نَذْرٌ فِيْمَا لَايَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهٗ بِشَيْءٍ فِىْ الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهٖ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهٖ - (بخارى)

হযরত সাবিত ইবনু যাহ্হাক (রা) গাছের নীচে বাইয়াত গ্রহণকারী সাহাবীগণের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (স) বলেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মিল্লাতের কসম খায়, তাহলে সে যেরূপ বলল সেরূপই গণ্য হবে। আর যে জিনিস মানুষের আওতায় ও মালিকানার বাইরে, সে সম্পর্কে নযর ও মান্নত পুরা করা জরুরী নয়। যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়ে আত্মহত্যা করল, সে জিনিস দ্বারাই কেয়ামতের দিন তাকে আযাব দেয়া হবে। যে লোক কোনো ঈমানদারের ওপর লানত করল, সে তাতে হত্যার সমান পাপে পাপী হলো। যে লোক কোনো ঈমানদারকে কাফের বলে অভিহিত করল, সে তাকে হত্যা করার সমান গুনাহগার হলো। (বুখারা)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنٌ لِّلْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةٌ لِلْكَافِرِ -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ দুনিয়া মুমিন লোকদের জন্য কয়েদখানা আর কাফের লোকদের জন্য স্বর্গ। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ -

হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী (শায়তানী কাজ) আর মুসলিমকে হত্যা করা কুফরী। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَاَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَ اِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهٖ فَقَالَ بِهٖ هٰكَذَا قَالَ اَبُوْ شِهَابٍ بِيَدِهٖ فَوْقَ اَنْفِهٖ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি তার গুনাহ সম্পর্কে এতদূর ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে যে, সে মনে করে ঃ যেন কোনো পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে এবং প্রতিটি মুহূর্তে সে এই ভয় করে যে, পাহাড় তার ওপর ভেঙে পড়তে পারে। কিন্তু আল্লাহ্দ্রোহী ও পাপিষ্ঠ লোক গুনাহ্কে মনে করে একটি মাছির মতো, যা তার নাকের ডগার ওপর দিয়া উড়ে গেছে (এবং সে তাকে হাতের ইশারায় তাড়িয়ে দিয়েছে) এই বলে হাদীস বর্ণনাকারী আবূ শিহাব নাকের ওপর হাত দ্বারা ইশরা করলেন। (বুখারী)

## ১২. মিথ্যাবাদী কাফের

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٢) وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٧٦) - (اٰل عمران)

(১২) (অতএব হে মুহাম্মদ!) যারা তোমার দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করছে তাদেরকে বলে দাও যে, সে দিন খুব নিকটে যখন তোমরা পরাজিত হবে এবং জাহান্নামের দিকে তাড়িত হবে। আর জাহান্নাম বস্তুতই অত্যন্ত খারাপ স্থান। (১৭৬) (হে নবী!) আজ যারা কুফরীর পথে ছুটাছুটি করছে, তাদের কর্মতৎপরতা যেন তোমাদেরকে চিন্তান্বিত না করে। তারা আল্লাহ্‌র বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই যে, পরকালের কোনো অংশই তাদের জন্য রাখবেন না; আর শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ - (الانفال : ٥٥)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাছে জমিনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে সেসব লোক, যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে; অতঃপর তারা কোনো প্রকারেই তা কবুল করতে প্রস্তুত হয়নি।

..... اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ - (الانعام : ١٢)

.... বস্তুত এটা এক সন্দেহাতীত সত্য; কিন্তু যারা নিজেরাই নিজদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসের কবলে নিক্ষেপ করে নিয়েছে, তারা এটা বিশ্বাস করে না।

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ (٧)
اُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٨) - (يونس)

(৭) সত্যকথা এই যে, যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করে না, আর দুনিয়ার জীবন পেয়ে সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছে, যারা আমাদের আয়াত সম্পর্কে একেবারে গাফিল, (৮) তাদের শেষ পরিণাম হবে জাহান্নাম— সে সব খারাপ কাজের প্রতিফল হিসেবে যা তারা (নিজেদের ভুল আকীদা ও ভ্রান্ত কর্মনীতির কারণে) করেছিল।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (١٨) الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ (١٩) اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ (٢٠) لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ (٢٢) - (هود)

(১৮) আল্লাহ্ সম্পর্কে যে ব্যক্তি মিথ্যা বানিয়ে বলে, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? এরূপ লোকেরা তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হবে আর সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেবে যে, এই লোকেরাই তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নামে মিথ্যা বলেছিল। শুনে রাখো, জালিমদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ, (১৯) সে জালিমদের ওপর, যারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখে, তার পথকে বাঁকা-টেরা করে দিতে চায় আর পরকালকে তারা অস্বীকার করে। (২০) তারা জমিনে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারত না, আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে

তাদের কেউ সাহায্যকারী ছিল না। তাদেরকে এখন দ্বিগুণ আযাব দেয়া হবে। তারা না কারো কথা শুনতে পারত, না তাদের নিজেদের বুদ্ধিতে কিছু আসত। (২২) অনিবার্যভাবে তারাই পরকালে সবচেয় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা হুদ)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٠٥) - (النحل)

(১০৪) আসল কথা এই যে, যেসব লোক আল্লাহ্‌র আয়াত মানে না, আল্লাহ কখনোই তাদেরকে সঠিক কথা পর্যন্ত পৌছাবার তওফীক দেন না। আর এ ধরনের লোকদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (১০৫) (মিথ্যা কথা নবী রচনা করে না, বরং) মিথ্যা তো সে লোকেরা রচনা করে, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মানে না। তারাই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদী।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (٥٥) (الكهف)

(৫৫) তাদের সম্মুখে যখন হেদায়েত এল, তখন তা মেনে নিতে এবং নিজেদের রব্ব-এর কাছে ক্ষমা চাইতে কোন জিনিস তাদেরকে বাধা দিয়েছিল? এ ছাড়া আর তো কিছুই নয় যে, তারা অপেক্ষায় ছিল যে, তাদের সাথেও তাই করা হবে, যা অতীত জাতিসমূহের সাথে করা হয়েছে। অথবা এই যে, তারা আযাবকে পুরোপুরিভাবে সম্মুখে উপস্থিত হতে দেখে নেবে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (٧٣) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (٧٤) قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا (٧٥) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا (٧٨) كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (٧٩) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (٨٠) - (مريم)

(৭৩) এ লোকদেরকে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয়, তখন অমান্যকারীরা ঈমানদার লোকদেরকে বলে ঃ "বলো আমাদের দুই দলের মধ্যে উত্তম অবস্থায় কে রয়েছে এবং কার মজলিসসমূহ অধিক জাকজমকপূর্ণ? (৭৪) অথচ এদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকেই তো ধ্বংস করেছি, যারা এদের অপেক্ষাও অধিক সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী ছিল এবং বাহ্যিক জাঁকজমক ও চাকচিক্যে এদের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিল। (৭৫) (হে মুহাম্মদ!) এদেরকে বলো ঃ যে ব্যক্তি গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়, রহমান তাকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। এমন কি, শেষ পর্যন্ত এসব লোক যখন সে জিনিসটি দেখে নেয়, যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছে— তা আল্লাহ্ আযাব হোক বা কেয়ামতের সময়— তখন তারা জানতে পারে, কার অবস্থা খারাপ এবং কার দলবল দুর্বল! (৭৭) অতঃপর তুমি কি দেখেছ সে

ব্যক্তিকে, যে আমাদের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা ধন্য করা হতে থাকবেই। (৭৮) সে কি গায়েবী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে ? কিংবা সে রহমানের কাছ থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে? (৭৯) কক্ষনোও নয়, সে যা কিছু বলে, তা আমরা লিখে নেব এবং তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা আমরা আরো বৃদ্ধি করে দেব। (৮০) যে সাজ-সরঞ্জাম ও জনবলের কথা এই লোক বলে, তা সবই শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই থেকে যাবে এবং সে একাকীই আমার কাছে হাযির হবে। (সূরা মারইয়াম)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۭ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٣٩) اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰىهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ۭ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۭ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰىهَا ۭ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ (٤٠) - (النور)

(৩৯) (পক্ষান্তরে) যারা কুফরী করেছে, তাদের আমলের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন শুষ্ক পানিহীন মরুভূমির বুকে মরীচিকা; তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তাকেই পানি মনে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে পৌঁছল তখন কিছুই পেল না; বরং সেখানে সে আল্লাহকেই বর্তমান পেল, যিনি তার পুরোপুরি হিসেব মিটিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ্‌র হিসেব নিতে দেরী হয় না। (৪০) অথবা এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন এক গভীর সমুদ্রের বুকে অন্ধকার; ওপরে একটি তরঙ্গ ছেয়ে রয়েছে, এর ওপর আর একটি তরঙ্গ, এর ওপর রয়েছে মেঘমালা; অন্ধকারের ওপর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। মানুষ নিজের হাত বের করলেও তা সে দেখতে পায় না। বস্তুত আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেননি, তার জন্য আর কোনো আলোই নেই। (সূরা নূর)

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (٣) اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ (٤) وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ (٥) فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٦) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ (٧) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٨) كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ (٢٠٠) لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ (٢٠١) فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (٢٠٢) فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ (٢٠٣) اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ (٢٠٤) اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ (٢٠٥) ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ (٢٠٦) مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ (٢٠٧) - (الشعراء)

(৩) হে মুহাম্মদ! তুমি হয়তো এ দুঃখে প্রাণপাত করতে বসেছ যে, এ লোকেরা ঈমান আনছে না। (৪) আমরা চাইলে আসমান থেকে এমন সব নিদর্শন নাযিল করতে পারি, যার সম্মুখে তাদের মাথা নত হয়ে যাবে। (৫) এ লোকদের কাছে মহান রহমানের পক্ষ থেকে যে নতুন নসীহতই আসে, তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) এখন তো তারা মিথ্যা আরোপ

করছে। সুতরাং তারা যে জিনিসের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, অতি শীঘ্রই এর নিগূঢ় তত্ত্ব (বিভিন্ন উপায়ে) তারা জানতে পারবে। (৭) তারা কি কখনো জমিনের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি ? আমরা কত বিপুল পরিমাণে কত প্রকার চমৎকার উদ্ভিদ তাতে পয়দা করেছি ? (৮) নিশ্চয়ই তাতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়।(২০০) এমনিভাবে আমরা একে (নসীহত) অপরাধীদের হৃদয়ের ওপর দিয়ে চালিত করেছি। (২০১) তারা এর প্রতি ঈমান আনে না, যতক্ষণ না কষ্টদায়ক আযাব দেখে নেয়। (২০২-২০৩) তারপর যখন এটি তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের ওপর এসে পড়ে তখন তারা বলে ঃ "এখন কি আমাদেরকে কিছুটা অবকাশ দেয়া যেতে পারে ?" (২০৪) তবে কি এরা আমাদের আযাব পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছে ? (২০৫-২০৬) তুমি কি কিছু ভেবে দেখেছ ? আমরা যদি এই লোকদেরকে বছরের পর বছরও ভোগ-বিলাসের সুযোগ দেই এবং তারপরও সে জিনিসই তাদের ওপর আসে, যার ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে, (২০৭) তাহলে তারা এই যে সব জীবিকা সামগ্রী লাভ করেছে, এগুলো তাদের কোন কাজে লাগবে ? (সূরা শূ'আরা)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ ط وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِنْ شَيْءٍ ط اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (١٢) وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ز وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (١٣) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهٖ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(٢٣) - (العنكبوت)

(১২) এই কাফের লোকেরা ঈমানদার লোকদেরকে বলে ঃ তোমরা আমাদের পন্থা অনুসরণ করো, আর তোমাদের দোষ-ত্রুটিগুলোকে আমরা নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেব। অথচ তাদের দোষ-ত্রুটি ও অপরাধের মধ্যে কিছুই এরা নিজেদের ওপর গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে না। এরা নিঃসন্দেহে মিথ্যা কথা বলে। (১৩) তবে এরা নিজেদের পাপের বোঝা অবশ্যই বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সঙ্গে আরও অনেক বোঝাও। কেয়ামতের দিন নিঃসন্দেহে তাদের এসব মিথ্যা রটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে—যা তারা এখন করছে। (২৩) যেসব লোক আল্লাহ্‌র আয়াত এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়েছে আর তাদের জন্য রয়েছে অতীব পীড়াদায়ক শাস্তি।

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ (٤) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ (٥) - (النمل)

(৪) প্রকৃত কথা এই যে, যারা পরকালকে মানে না তাদের জন্য আমরা তাদের কাজকর্মকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দিয়েছি; এ কারণে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। (৫) এরা সে লোক, যাদের জন্য অত্যন্ত খারাপ শাস্তি রয়েছে আর পরকালে এরাই সর্বাধিক মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ط اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ -

অতপর যে কুফরী করে তার কুফরী যেন তোমাকে চিন্তান্বিত না করে। তাদেরকে তো আমাদের কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন আমরা তাদেরকে বলে দেব, তারা কি সব করে এসেছে! নিঃসন্দেহে আল্লাহ অন্তরে লুক্কায়িত গোপন কথা পর্যন্ত জানেন। (সূরা লুকমান-২৩)

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ...... (٧) هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا (٣٩)-

(৭) যেসব লোক কুফরী করবে, তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে ...... (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে জমিনের বুকে খলীফা বানিয়েছেন। এখন যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরীর দায়িত্ব তারই ওপর বর্তিবে আর কুফরী কাফিরদেরকে কেবলমাত্র এই উন্নতিই দান করে যে, তাদের রব্ব-এর গযবের মাত্রা তাদের প্রতি অধিক বৃদ্ধি পেতে থাকে। বস্তুত কাফেরদের জন্য ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো উন্নতি নেই। (সূরা ফাতির)

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ - (سبا : ٣٨)

আর যারা আমাদের আয়াতসমূহকে ব্যর্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য প্রয়াসী হয়, তারা তো আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে। (সূরা সাবা)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٤٥) وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (٤٦) - (يٰس)

(৪৫) এ লোকদেরকে যখন বলা হয়, তোমাদের সামনে যে পরিণাম আসছে, তা থেকে আত্মরক্ষা করো আর যা তোমাদের পেছনে চলে গেছে, সম্ভবত তোমাদের প্রতি রহম করা হবে (তখন এরা এক কান দিয়ে শোনে আর অপর কান দিয়ে বের করে দেয়)। (৪৬) এদের রব্ব-এর আয়াতসমূহের মধ্য থেকে যে নিদর্শনই এদের সামনে আসে, এরা সে দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না। (সূরা ইয়াসীন)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ (٢٧) اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ (٢٨)- (صٓ)

(২৭) আমরা আসমান ও জমিনকে এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে তা অনর্থক পয়দা করিনি। এতো সে লোকদের ধারণা যারা কুফরী করেছে আর এ ধরনের কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়ার অনিবার্য পরিণতি। (২৮) যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আর যারা পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাদের সকলকে কি আমরা সমান করে দেব ? মুত্তাকীদেরকে কি আমরা নাফরমান ও অপরাধী লোকদের মতো করে দেব? (সূরা সোয়াদ)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ - (حٰمٓ السجدة : ٤١)

এরা সেই লোক যাদের কাছে নসীহত বাণী এলে তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, এটি একখানি শক্তিশালী গ্রন্থ। (সূরা হা-মীম-সেজদা ঃ ৪১)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ (٨) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ (٩)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (١٠) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ (١١) - (محمد)

(৮) আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য ধ্বংস নিশ্চিত এবং আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী বিভ্রান্ত করে দিয়েছেন। কেননা তারা সে জিনিস অপছন্দ করেছে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। (৯) এ কারণে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল ও ব্যর্থ করে দিয়েছেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে চলে-ফিরে বেড়ায় না ? এবং তারা সেই লোকদের অবস্থা দেখতে পায়না, যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে ? আল্লাহ তাদের সব কিছুই ধ্বংস করে দিয়েছেন আর এ কাফেরদের জন্য এরূপ পরিণতিই সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। (১১) এটি এই কারণে যে, ঈমানদার লোকদের সাহায্যকারী ও সমর্থক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। আর কাফেরদের সাহায্যকারী ও সমর্থক কেউ নেই। (সূরা মুহাম্মদ)

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٨) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (٩) - (الحديد)

(৮) তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনো না ? অথচ রাসূল তোমাদেরকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাচ্ছে। আর সে তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে যদি তোমরা বাস্তবিকই মেনে নিতে প্রস্তুত হও! (৯) তিনি তো সেই আল্লাহই যিনি তাঁর বান্দাহর প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন, যেন তোমাদেরকে অন্ধকারের মধ্য হতে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন। আর সত্য কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অতীব করুণাশীল ও মেহেরবান। (সূরা হাদীদ)

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٥) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا ۚ وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٦) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٠)

(৫) ইতিপূর্বে যারা কুফরী করেছে এবং তারপর নিজেদের কুকর্মের স্বাদ আস্বাদন করেছে, তাদের কোনো খবর তোমাদের কাছে কি পৌছেনি ? তাদের জন্য সামনের দিকে অতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। (৬) তারা এরূপ পরিণতির সম্মুখীন এ জন্য হয়েছে যে, তাদের কাছে তাদের নবী-রাসূলগণ সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা বলেছিল, মানুষ আমাদেরকে হেদায়েত দিবে নাকি ? এভাবে তারা মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন আল্লাহও তাদের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গেলেন আর আল্লাহ তো স্বতই পরোয়াহীন ও স্বীয় সত্তায় প্রসংশিত। (১০) আর যেসব লোক কুফরী করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে, তারা দোযখের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর তা খুব নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনের স্থান। (সূরা তাগাবুন)

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٦) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ - (الملك : ٧)

(৬) যেসব লোক তাদের সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালককে অস্বীকার ও অমান্য করেছে, তাদের জন্য জাহান্নামের আযাব রয়েছে। তা মূলতই অত্যন্ত খারাপ পরিণতির স্থান। (৭) তারা যখন তাতে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন এর ক্ষিপ্ত হওয়ার ভয়াবহ ধ্বনি শুনতে পাবে।

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ (٢١) لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ (٢٢) إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ (٢٣) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (٢٤) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم (٢٦) - (الغاشية)

(১৭) (এই লোকেরা যে মানছে না,) এরা কি উটসমূহকে দেখতে পায় না, কেমন করে (তাদের) সৃষ্টি করা হয়েছে ? (১৮) আকাশমণ্ডল দেখে না, কিভাবে তাকে সুউচ্চে স্থাপন করা হয়েছে ? (১৯) পর্বতমালা দেখে না, কিরূপে সেগুলোকে শক্ত করে দাঁড় করে দেয়া হয়েছে ? (২০) ভূ-পৃষ্ঠ দেখে না, কিভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে ? (২১) সে যাই হোক, (হে নবী!) তুমি উপদেশ দিতে থাকো। কেননা তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। (২২) তুমি এদের ওপর বল প্রয়োগকারী তো নও। (২৩-২৪) অবশ্য যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অস্বীকার করবে, আল্লাহ্ তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (২৫) তাদেরকে তো আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণ আমাদেরই দায়িত্ব। (সূরা গাশিয়া)

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رض قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِي قَالَا : اَلَّذِيْ رَأَيْتَهُ يَشُقُّ شِدْقَهُ فَكَذَّابٌ يَكْذِبُ بِالْكَذِبَةِ، تَحْمِلُ عَنْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْاٰفَاقَ، فَيَصْنَعُ بِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

হযরত সামুরাহ ইবনু জুন্দব (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেন, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, দু'জন লোক আমার নিকট এসে বলতে লাগল, আপনি (মিরাজের রাতে) যে লোকটি দেখতে পেয়েছিলেন, তার চোয়াল চিরে ফেলা হচ্ছিল, সে জঘন্য মিথ্যাবাদী ছিল। আর সে এমনভাবে মিথ্যা রটাত যে, দুনিয়ার প্রতি কোণে কোণে তা ছড়িয়ে যেত। কেয়ামাত পর্যন্ত এ মিথ্যাবাদীর অনুরূপ শাস্তি হতে থাকবে। (বুখারী)

وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ، فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ - (مسلم)

হযরত আবু উমামা ইয়াস ইবনে মালাবা আল হারেসী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোনো মুসলমানের হক আত্মসাৎ করল; আল্লাহ্‌র তার জন্য দোযখ অবশ্যম্ভাবী করে দেন এবং বেহেশত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল ঃ

হে আল্লাহ রাসূল! সেটা যদি সাধারণ জিনিস হয় ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ সেটা পিলু গাছের ছোট্ট শাখা হলেও। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدِقُ وَ يَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا، وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يَكْتُبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّبًا - (متفق عليه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন ঃ মহানবী (স) বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই সত্য কথা বলবে। কেননা সত্যবাদীতা অবশ্যই পূণ্যের (নেকীর) দিকে পরিচালিত করে; আর নিশ্চয়ই পূণ্য (নেকী) জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। আর মানুষ যখন সত্য কথা বলতে অভ্যস্থ হয়ে যায় তখন সে (ধীরে ধীরে) আল্লাহ্র নিকট সত্যবাদী (সিদ্দীক) বলে লিখিত হয়ে যায়। আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা কথা হতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যা কথা বা কাজ অবশ্য অবশ্যই অপকর্ম ও পাপাচারের দিকে পরিচালিত করে এবং নিশ্চয়ই অপকর্ম ও পাপাচার জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। আর যখন কোনো মানুষ সর্বদা মিথ্য কথা বলতে থাকে ও মিথ্যার অন্বেষণে থাকে তখন সে মহান আল্লাহ্র নিকট একজন ডাহা মিথ্যবাদী বলে লিখিত হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رض قَالَتْ زَفَفْنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ اَخْرَجَ عُسًّامِّنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ اِمْرَاَتَهُ فَقَالَتْ لَا اَشْتَهِيْهِ فَقَالَ لَا تَجْمَعِىْ جُوْعًا وَكِذْبًا -

হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনো একজন স্ত্রীকে বধু সাজিয়ে তাঁর কাছে বাসর যাপনে পাঠালাম। আমরা (বধু নিয়ে) তাঁর কাছে পৌছলে তিনি এক পেয়ালা দুধ বের করে তা থেকে নিজে পান করলেন, অতঃপর তা এগিয়ে দিলেন নব স্ত্রীর দিকে। তিনি (বধু) বললেন ঃ আমার খেতে ইচ্ছে করে না। তখন রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ ক্ষুধা এবং মিথ্যাকে একত্র করো না। (আল-মু'জামুস সগীর)

اِبْنِ عُمَرَ رض قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَفْرَى الْفِرَى اَنْ يُّرِىَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَالَمْ تَرَيَا - (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো, মানুষ তার দু' চোখকে এমন জিনিস দেখাবে যা এ দু'টো চোখ দেখেনি। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ رض قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا. اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ اَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ مَازَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ - (بخارى، مسلم)

হযরত আবু বাকরাতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূলে করীম (স)-এর দরবারে হাজীর ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহের

কথা বলে দেব না ? কথাটা তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তা (বড় গুনাহ্) হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কিংবা মিথ্যা কথা বলা। হুযুর (স) হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় কথাগুলো বলছিলেন। হঠাৎ তিনি কথার গুরুত্ব উপলব্দি করাবার জন্যে সোজা হয়ে বসলেন এবং উক্ত কথাগুলো বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা মনে মনে (ভয়ে) বলছিলাম, আহ! হুযুর যদি এখন থেমে যেতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ بَهَزِ بْنِ حَكِيْمٍ رض قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِّمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهٗ وَيْلٌ لَّهٗ - (ترمذى)

হযরত বাহায ইবনে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ ধ্বংস ও বিফলতা সেই ব্যক্তির জন্যে যে লোকদের সাহাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে। তার জন্যে রয়েছে ধ্বংস, তার জন্য রয়েছে অকল্যাণ। (তিরমিযি)

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَ لَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَ اَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ - (ابود اؤد)

হযরত সুফিয়ান ইবনে উসাইদ আল-হাযরামী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানত হলো, তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে এমন কথা বলবে, যা সে সত্য বলে মনে করবে, অথচ তাকে মিথ্যা বলেছ। (আবু দাউদ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ لَايَصْلُحُ الْكَذِبُ فِىْ جَدٍّ وَّ لَا هَزْلٍ وَ لَا اَنْ يَّعِدَ اَحَدُكُمْ وَلَدَهٗ شَيْئًا ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهٗ - (الادب المفرد)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কৌতুক ছলেও মিথ্যা বলা এবং গৌরব প্রদর্শন কোনো অবস্থাতেই সমীচীন নয়। আর তোমাদের সন্তানদের সাথে তোমরা এমন কোনো ওয়াদা করবে না, যা তোমরা পূরণ করতে পারবে না। (আদাবুল মুফরাদ)

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهٖ، لَقِىَ اللّٰهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ ثُمَّ قَرَاَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهٗ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : (اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا) (ال عمران :٧٧) اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ . (متفق عليه)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে লাভ করার জন্য মিথ্যা শপথ করল সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় মিলবে যে, আল্লাহ্ তার প্রতি চরম ভাবে অসন্তুষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) এই কথার সমর্থনে আমাদের সামনে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "যারা আল্লাহ্র সাথে করা প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের

শপথ সমূহ সামান্য মূল্যের (পার্থিব স্বার্থের) বিনিময়ে বিক্রি করে, পরকালে তাদের জন্য কোনো অংশ নির্দিষ্ট নেই। কেয়ামতের দিন না আল্লাহ্‌ তাদের সাথে কথা বলবেন; না তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন, আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং তাদের জন্য কঠিন ও কষ্টকর শাস্তি রয়েছে। (আল-ইমরান ঃ ৭৭) (বুখারী ও মুসলিম)

## ১৩. প্রতিমা পূজা

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ (١٨٩) فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (١٩٠) - (الاعراف)

(১৮৯) তিনি আল্লাহ্‌ই— তিনিই তোমাদেরকে এক প্রাণ হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তারই 'স্বজাতি' হতে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেন তার নিকট পরম শান্তি ও স্থিতি লাভ করতে পারে। অতঃপর যখন পুরুষটি স্ত্রীকে জাপটিয়ে ধরল, তখন তার গর্ভে হালকা ধরনের হামল স্থান লাভ করল। তা নিয়েই সে চলাফেরা করত। পরে যখন সে (স্ত্রী) ভারী ও অচল হয়ে পড়ল, তখন উভয়ই মিলে তাদের আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করল ঃ তুমি যদি আমাদেরকে নেক সন্তান দান করো তবে আমরা তোমার শোকরগুযার হব। (১৯০) কিন্তু আল্লাহ যখন তাদেরকে এক সুস্থ নিখুঁত বাচ্চা দান করল, তখন তারা তাঁর এই দান ও অনুগ্রহে অন্যান্যকে শরীক গণ্য করতে লাগল। বস্তুত আল্লাহ বড় মহান ও উন্নত, এদের কৃত এসব মুশরিকী কথাবার্তা হতে।

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ (١٠٦) أَفَأَمِنُوْٓا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (١٠٧) قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ أَدْعُوْٓا إِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۖ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٠٨) - (يوسف)

(১০৬) এদের অনেকেই আল্লাহ্‌কে মানে; কিন্তু মানে এমনভাবে যেন তাঁর সাথে অন্যেরাও শরীক। (১০৭) তারা কি নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোনো আযাব এসে তাদেরকে গ্রাস করে নেবে না ? কিংবা অজ্ঞাতসারে কেয়ামতের নির্দিষ্ট মুহূর্ত সহসাই তাদের ওপর এসে পড়বে না ? (১০৮) তুমি এদেরকে স্পষ্টত বলে দাও ঃ "আমার পথ তো এটাই, আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাই। আমি নিজেও পূর্ণ আলোয় আমার পথ দেখতে পাচ্ছি আর আমার সঙ্গী-সাথীরাও। আর আল্লাহ্‌ মহান ও পবিত্র এবং মুশরিক লোকদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّأَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ إِلَى النَّارِ (٣٠)

(২৮) তুমি কি সে লোকদেরকে দেখেছ, যারা আল্লাহ্‌র নেয়ামত লাভ করেছে এবং তাকে অকৃতজ্ঞতায় পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং (নিজেদের সাথে) নিজেদের জাতিকেও ধ্বংসের

কবলে নিক্ষেপ করেছে—(২৯) অর্থাৎ জাহান্নামে, যেখানে তাদেরকে ঝলসান হবে এবং তা বড়ই নিকৃষ্টতম স্থান। (৩০) আর তারা আল্লাহ্‌র কিছু সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে, যেন তারা তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তাদেরকে বলো, ঠিক আছে খুব মজা লুটে লও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে জাহান্নামেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা ইবরাহীম)

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ - (العنكبوت : ٢٥)

আর সে বলল ঃ "তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে মূর্তিগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছ। কিন্তু কেয়ামতের দিন তোমরা পরস্পরকে অস্বীকার করবে ও একে অপরের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবে। আর আগুন তোমাদের ঠিকানা হবে এবং কেউই তোমাদের সাহায্যকারী হবে না।" (সূরা আনকাবুত ঃ ২৫)

قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ - (الانعام : ٧١)

(হে নবী!) তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো, আমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে সে সবকে কি ডাকব, যারা আমাদের না উপকার করতে পারে, না পারে কোনো ক্ষতি করতে ? আল্লাহ যখন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, তখন আমরা কি উল্টা পায়ে ফিরে যাবো ? আমরা কি নিজেদের অবস্থা এমন ব্যক্তির মতো বানিয়ে নেব, যাকে শয়তান মরুভূমির বুকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে এবং সে দিশাহারা ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরছে ? অথচ তার সঙ্গী-সাথীগণ তাকে ডাকছে যে, এদিকে এস— সহজ-সঠিক পথ এদিকে রয়েছে। বলো, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র হেদায়েতই হচ্ছে সত্যিকার হেদায়েত এবং তাঁর কাছ থেকে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সারা জাহানের রব্ব-এর সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দাও। (সূরা আন'আম)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ - (الحج : ٧٣)

হে লোকেরা! একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাচ্ছে। একটু চিন্তা করে মনোযোগ সহকারে শোনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপস্যকে তোমরা ডাক, তারা সকলে মিলে একটি মাছি পয়দা করতে চাইলেও তা পারবে না এবং মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো জিনিস কেড়ে নিয়ে যায়, তবে এরা তা ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। সাহায্য প্রার্থীরাও দুর্বল আর যাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে, তারাও দুর্বল। (সূরা হজ্জ ঃ ৭৩)

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ (١٩٢) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ (١٩٣) إِنَّ الَّذِينَ

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٩٤) اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ ز اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ط قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ (١٩٥) اِنَّ وَلِيِّ ىَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ز وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ (١٩٦) وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ (١٩٧) وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ط وَتَرٰهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (١٩٨)- (الاعراف)

(১৯১) এরা কতই না অজ্ঞ ও মূর্খ, এরা এমন সব জিনিসকে আল্লাহ্র শরীক গণ্য করে, যারা কোনো কিছুই পয়দা করে না; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। (১৯২) এবং যারা না তাদের কোনো সাহায্য করতে পারে, না তাদের নিজেদের সাহায্য করতে তারা সক্ষম। (১৯৩) তাদেরকে তোমরা যদি হেদায়েতের পথে আসার জন্য আহ্বান জানাও তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে ডাকো কিংবা চুপচাপ থাকো, উভয় অবস্থায়ই ফল তোমাদের জন্য সমানই থাকবে। (১৯৪) আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকেই ডাকো, তারা নিছক বান্দাহ বই তো নয়, যেমন তোমরাও বান্দাহ। তাদের কাছে দো'আ করেই দেখো, তারা তোমাদের প্রার্থনার জবাব দিক না, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্যই হয়। (১৯৫) তাদের কি পা আছে, যাকে ভর করে চলতে পারে ? তাদের কি হাত আছে, যা দ্বারা তারা ধরতে পারে ? তাদের কি চোখ আছে, যা দ্বারা তারা দেখতে পারে ? তাদের কি কান আছে, যা দ্বারা তারা শুনেতে পারে ? (হে নবী!) তাদের বলো ঃ ডেকে লও তোমাদের বানানো সব শরীকদের, অতঃপর তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে চেষ্টা-যত্ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করো আর আমাকে কক্ষনোই অবকাশ দিয়ো না। (১৯৬) আমার সাহায্যকারী ও রক্ষাকর্তা হচ্ছেন সেই আল্লাহ, যিনি এই কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনি নেক চরিত্রের লোকদেরকে সাহায্য করে থাকেন। (১৯৭) পক্ষান্তরে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা না তোমাদের কোনো সাহায্য করতে পারে আর না তারা নিজেদেরই সাহায্য করতে সমর্থ; (১৯৮) বরং তোমরা যদি তাদেরকে সঠিক পথে আসতে আহ্বান জানাও, তবে তারা তোমার কথা পর্যন্ত শুনতে পারে না। বাহ্যত তোমরা মনে করো, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে; কিন্তু মূলত তারা কিছুই দেখতে পায় না। (সূরা আরাফ)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ط هَلْ يَسْتَوٗنَ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٧٥) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ لا اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ط هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ لا وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ لا وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٧٦) وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ج فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ (٨٦) وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (٨٧) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ (٨٨)- (النحل)

(৭৫) আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, একজন হলো অপরের মালিকানাধীন গোলাম। সে নিজে কোনোই ক্ষমতা-ইখতিয়ার রাখে না এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যাকে আমরা নিজস্বভাবে উত্তম রিযিক দান করেছি। এবং সে তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে যথেষ্ট খরচ করে। তোমরা বলো, এ দু'জনই কি সমান ?— সব প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য কিন্তু অধিক লোকই (এই সোজা ও সহজ কথাটি) জানে না। (৭৬) আল্লাহ আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঃ দু'জন লোকের, একজন বোবা; বধির; সে কোনো কাজ করতে পারেনি, নিজের মনিবের ওপর এক বোঝা হয়ে আছে। যে দিকেই সে তাকে পাঠায় কোনো একটি ভালো কাজ তার দ্বারা হয় না। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন, যে ইনসাফের নির্দেশ দেয় এবং নিজেও সঠিক ও সুদৃঢ় পথে মজবুত হয়ে আছে। বলো এ দু'জন কি একই রকম ? (৮৬) আর যেসব লোক দুনিয়ায় শির্ক করেছিল, তারা নিজেদের বানানো শরীক উপাস্যদেরকে যখন দেখতে পাবে, তখন বলবেঃ "হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এরাই হচ্ছে আমাদের সে সব শরীক (মা'বুদ), আমরা তোমাকে ত্যাগ করে যাদেরকে ডাকতাম।" তখন তাদের সে মা'বুদরা তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় জবাব দেবে ঃ 'তোমরা মিথ্যাবাদী'। (৮৭) তখন এসবই আল্লাহ্র সম্মুখে আত্মসমর্পিত হবে আর তাদের সেসব মিথ্যা, মনগড়া মতবাদ ও আকীদাসমূহ শূন্যে উড়ে যাবে, যা তারা দুনিয়ায় রচনা করে অনুসরণ করেছিল। (৮৮) যারা নিজেরা কুফরীর পন্থা অবলম্বন করেছে আর অন্য লোকদেরকেও আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়েছে, তাদেরকে আমরা আযাবের পর আযাবে নিক্ষেপ করব, সে সব বিপর্যয়কর কাজ-কর্মের ফলস্বরূপ, যা তারা দুনিয়ায় করেছিল। (সূরা নহল)

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْٓ اَوْلِيَآءَ ۚ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا -

তাহলে এই লোকেরা —যারা কুফরী নীতি গ্রহণ করেছে— কি এ কথা মনে করে যে, আমাকে ছেড়ে তারা আমার বান্দাহদেরকে নিজেদের কর্মসম্পাদনকারী বানিয়ে নেবে ? আমরা এসব কাফেরদের মেহমানদারীর জন্য জাহান্নাম তৈয়ার করে রেখেছি। (সূরা কাহাফ ঃ ১০২)

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا (٨١) كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (٨٢) - (مريم)

এ লোকেরা আল্লাহ্কে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের কিছু 'খোদা' বানিয়ে রেখেছে, যেন তারা এদের পৃষ্ঠপোষক ও শক্তি বর্ধক হতে পারে। (৮২) —না, কেউই পৃষ্ঠপোষক ও শক্তিবর্ধক হবে না। এরা সকলেই এদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে এবং উল্টা এদের বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে।

يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ (١٢) يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗٓ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ (١٣) - (الحج)

(১২) অতঃপর সে আল্লাহ্কে ত্যাগ করে সেসব জিনিসকে ডাকে, যারা না তার কোনো ক্ষতি করতে পারে, না পারে তার কোনো কল্যাণ করতে। এ তো চরমতম গুমরাহী। (১৩) সে তাদেরকে ডাকে, যাদের ক্ষতি তাদের উপকারিতার চেয়েও নিকটবর্তী। নিকৃষ্টতম তার অভিভাবক, জঘন্যতম তার সঙ্গী-সাথী! (সূরা হজ্জ)

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا - (الفرقان : ٣)

লোকেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে এমন সব উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যারা কোনো জিনিস সৃষ্টি করে না; বরং নিজেরাই সৃষ্ট, যারা নিজেরা নিজেদের জন্যও কোনো ক্ষতি বা কল্যাণের ইখতিয়ার রাখে না, যারা না মৃত্যু দিতে পারে, না জীবন দান করতে পারে আর না মৃতদের পুনরুত্থিত করতে সক্ষম। (সূরা ফুরক্বান ঃ ৩)

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ - (سبا : ٢٢)

(হে নবী! এ মুশরিকদেরকে) বলো ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যেসব সত্তাকে নিজেদের উপাস্য মনে করে নিয়েছ, ডেকে দেখো! তারা না আকাশমণ্ডলে এক তিল পরিমাণ জিনিসের মালিক, না ভূমণ্ডলে। তারা আসমান ও জমিনের কোনো বস্তুরই মালিকানায় শরীক নয়। তাদের কেউ আল্লাহ্‌র সাহায্যকারীও নয়। (সূরা সাবা ঃ ২২)

...... وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (١٤) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ۚ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (٤٠) - (فاطر)

(১৩) .......... তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকো, তারা একটি তৃণখণ্ডেরও মালিক নয়। (১৪) তাদেরকে ডাকলে তারা তো তোমাদের ডাক (দো'আ) শুনতে পায় না, শুনলেও তোমাদের কোনো জবাব দিতে পারেনা আর কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শির্ক অস্বীকার করবে। প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে এমন নির্ভুল খবর একজন সর্বজ্ঞ ছাড়া তোমাদেরকে আর কেউই দিতে পারেনি। (৪০) (হে নবী!) তাদেরকে বলো ঃ "তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমাদের যে শরীকদেরকে ডেকে থাকো তোমরা কখনো কি তাদেরকে দেখেছ ? আমাকে বলো তারা জমিনে কি পয়দা করেছে ? কিংবা আসমানসমূহে তাদের কি অংশীদারিত্ব আছে ?" (একথা যদি তারা বলতে না পারে, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো) "আমরা কি তাদেরকে কোনো কিতাব লিখে দিয়েছি, যার ভিত্তিতে এরা (নিজেদের এ শিরকের পক্ষে) কোনো পরিষ্কার সনদ লাভ করেছে" না, এমন কিছুই নেই; বরং এ জালিমরা পরস্পরকে শুধু ধোঁকা দিয়েই চলেছে। (সূরা ফাতির)

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (٧٥) - (يس)

(৭৪) এসব কিছু হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে আর এ আশা পোষণ করছে যে, তাদেরকে সাহায্য করা হবে। (৭৫) এরা এ লোকদের কোনো সাহায্যই করতে পারেনি; বরং উল্টা এ লোকেরাই তাদের জন্য সদাপ্রস্তুত সৈন্যরূপে উপস্থিত হয়ে আছে। (সূরা ইয়াসীন)

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (١٣٦) وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ (١٣٧) وَقَالُوْا هٰذِهٖۤ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَاۤ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (١٣٨) وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰۤى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ (١٣٩)- (الانعام)

(১৩৬) এই লোকেরা আল্লাহ্‌র জন্য তাঁর নিজেরই পয়দা করা ক্ষেত-খামারের ফসল ও গৃহপালিত পশু থেকে একটি অংশ নির্দিষ্ট করেছে এবং বলে ঃ এটা আল্লাহ্‌র জন্য— এটা তাদের নিজস্ব ধারণা-কল্পনা মাত্র— আর এটা আমাদের বানানো শরীকদের জন্য। কিন্তু যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্য, তা কখনো আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, অথচ যা আল্লাহ্‌র জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কতই না খারাপ এই লোকদের ফয়সালা! (১৩৭) এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে। যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে। এবং তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করত না। কাজেই তাদের ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় নিমগ্ন থাকুক। (১৩৮) তারা বলে ঃ এই জন্তু এই ক্ষেত ফসল সুরক্ষিত। এগুলো কেবল তারাই খেতে পারে, যাদেরকে আমরা খাওয়াতে চাইব। অথচ এই বিধি-নিষেধ তাদের নিজেদেরই কল্পিত। এ ছাড়া কিছু জন্তু-জানোয়ার এমন আছে, যেগুলোর ওপর সওয়ার হওয়া ও মাল বোঝাই করাকে হারাম করা হয়েছে। আর কিছু জন্তুর ওপর তারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না। আর এসব কিছুই তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছে । অতিশীঘ্র আল্লাহ তাদেরকে এই মিথ্যা রচনার প্রতিশোধ দান করবেন। (১৩৯) এবং তারা বলেঃ এই জন্তুগুলোর গর্ভে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে রক্ষিত এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য সেগুলো হারাম। কিন্তু তা যদি মৃত হয়, তবে উভয়ই তা খাওয়ায় শরীক হতে পারে। এ সব কথা যা তারা রচনা করে নিয়েছে, এর প্রতিশোধ আল্লাহ তাদের অবশ্যই দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি সুবিজ্ঞ এবং সব বিষয়েই তিনি ওয়াকিফহাল। (সূরা আন'আম)

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْۤا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ - (الاعراف : ٣٧)

একথা পরিষ্কার, তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হবে, যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা রচনা করে আল্লাহ্‌র নামে চালাবে কিংবা আল্লাহ্‌র সত্য আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে। এসব লোক নিজেদের তকদীরের লিখন অনুযায়ী নিজেদের অংশ পেতে থাকবে। এমন কি সে সময় পর্যন্ত, যখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতা তাদের 'রূহ' কবজ করার জন্য এসে পৌছবে। সে সময় তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে, বলোঃ এখন কোথায় তোমাদের সে সব মা'বুদ, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকতে ? তারা বলবে, "আমাদের কাছ থেকে সব উধাও হয়ে গেছে।" আর তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, আমরা বাস্তবিকই সত্য অমান্যকারী ছিলাম। (সূরা আরাফ ঃ ৩৭)

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ، اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ - (يونس : ١٧)

অতঃপর তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হবে, যে একটি মিথ্যা কথা রচনা করে আল্লাহ্‌র নামে চালিয়ে দেবে কিংবা আল্লাহ্‌র কোনো সত্যিকার আয়াতকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করবে ? নিশ্চিত জেনো পাপী-অপরাধী লোক কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ، اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ - (العنكبوت : ٦٨)

সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিংবা প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন তা তাদের সামনে এসে পৌঁছে গেছে। এরূপ কাফেরদের স্থান কি জাহান্নাম হবে না ? (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৮)

وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ - (النحل : ٥٦)

এই লোকেরা যে সবের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে কিছুমাত্র জানে না, এর অংশ আমাদের দেয়া রিযিক থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের কাছে অবশ্যই জিজ্ঞেস করা হবে যে, এই মিথ্যা তোমরা কেমন করে রচনা করে নিয়েছিলে। (সূরা নহল ঃ ৫৬)

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا (٥٦) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا (٥٧) - (بنى اسراءيل)

(৫৬) এদেরকে বলো, সে মা'বুদদেরকে ডেকে দেখো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া (নিজেদের কর্ম সম্পাদনকারী) মনে করো। এরা তোমাদের কোনো কষ্ট লাঘব করতে পারেনি— পারেনি তা বদলাতে। (৫৭) এরা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই আপন সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের জন্য অসীলা তালাশ করছে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং তারা নিজেরাই তাঁর রহমত পাওয়ার প্রত্যাশী এবং তাঁর আযাবের ভয়ে ভীত। আসল কথা এই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আযাব বাস্তবিকই ভয় করার মতো।

اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ، وَكَفٰى بِهٖۤ اِثْمًا مُّبِيْنًا (٥٠) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا

(٥١) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝ (٥٢) إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا ۚ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا (١١٧) - (النساء)

(৫০) দেখো না, এরা আল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা রচনা করতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। তাদের প্রকাশ্য গুনাহগার হওয়ার জন্য এই একটি গুনাহই যথেষ্ট। (৫১) তুমি কি সেই লোকদের দেখোনি, যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের একাংশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা এই যে, তারা 'জিব্ত' ও 'তাগূত'কে মেনে চলছে এবং কাফেরদের সম্পর্কে বলে যে, ঈমানদার লোক অপেক্ষা এরাই তো অধিকতর সঠিক পথে চলছে। (৫২) বস্তুত এসব লোকের ওপরই আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন। আর আল্লাহ যার ওপর লা'নত করেন, তার কোনো সাহায্যকারী তুমি পাবে না। (১১৭) এই ধরনের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেব-দেবীকে মা'বুদরূপে গ্রহণ করে। তারা সে আল্লাহ্দ্রোহী শয়তানকেও মা'বুদরূপে মেনে নেয়।

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ (٢٠) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (٢٢) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ (٢٣) أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ (٢٤) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ (٢٥)-(النجم)

(১৯-২০) এখন বলতো, তোমরা কি এ 'লাত', এ 'উজ্জা' এবং তৃতীয় আর একটি দেবী মানাত-এর অন্তর্নিহিত প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে কখনো কিছু চিন্তা-বিবেচনা করেছ ? (২১) তোমাদের জন্য কি পুত্র-সন্তান আর কন্যাগুলো আল্লাহ্র জন্য ? (২২) এসব তাহলে বড় প্রতারণাপূর্ণ বণ্টন। (২৩) আসলে এটি কিছুই নয়; শুধু কতকগুলো নাম যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখে নিয়েছ। আল্লাহ্ এ সবের জন্য কোনো সনদ নাযিল করেননি। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, লোকেরা নিছক ধারণা-অনুমানের অনুসরণ করেছে আর মনের কামনা-বাসনার ভক্ত সাজিয়েছে অথচ তাদের রব্ব-এর কাছ থেকে তাদের কাছে হেদায়েত এসে গেছে। (২৪) মানুষ যাই কামনা করে, তা-ই কি তার প্রাপ্য অধিকার ? (২৫) ইহকাল ও পরকালের মালিক তো এক আল্লাহই রয়েছেন! (সূরা নাজম)

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ - (المائدة : ٦٠)

বলো ঃ "আমি কি নির্দিষ্ট করে সেসব লোকের নাম বলব, যাদের পরিণতি আল্লাহ্র নিকট ফাসেক লোকদের পরিণতি হতেও নিকৃষ্টতম হবে ? তারা সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যাদের ওপর তাঁর অসন্তুষ্টি বর্ষিত হয়েছে, যাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে বানর ও শূকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং যারা 'তাগূতে'র বন্দেগী করেছে; তাদের অবস্থা অধিকতর খারাপ এবং তারা 'সাওয়া উস-সাবীল' হতে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে সরে গেছে। (সূরা মায়েদা ঃ ৬০)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (١١٤) - (التوبة)

(১১৩) নবী এবং ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভা পায় না যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন; যখন তাদের কাছে এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামে যাওয়ারই উপযুক্ত। (১১৪) ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে মাগফেরাতের দো'আ করেছিল, তা ছিল সে ওয়াদার কারণে, যা সে তার পিতার কাছে করেছিল। কিন্তু যখন তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন সে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম বড়ই নম্র-হৃদয়, আল্লাহ্ ভীরু ও পরম ধৈর্যশীল লোক ছিল। (সূরা তওবা)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ........ (البقرة: ٢١٧)

লোকেরা জিজ্ঞেস করে, হারাম (সম্মানিত) মাসে যুদ্ধ করা কি রকম? উত্তরে বলে দাও, এ মাসে লড়াই করা খুবই অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তা থেকেও অধিক বড় অন্যায় হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করা, আল্লাহবিশ্বাসীদের জন্য 'মসজিদে হারামের' পথ বন্ধ করা এবং হেরেমের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা। আর ফেতনা বিপর্যয় ও রক্তপাত হতেও কঠিনতর ব্যাপার.. .....

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (٢) وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٤) فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥)- (التوبة)

(১) সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করা হলো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের তরফ থেকে, যেসব মুশরিকের সাথে তোমরা চুক্তি করেছিলে তাদের সাথে। (২) অতএব তোমরা দেশে চারটি মাস আরো চলাফেরা করে নাও এবং জেনে রাখো যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে দুর্বল করতে পারবে না। আর (নিশ্চিত কথা) এই যে, আল্লাহ সত্য অমান্যকারীদের লাঞ্ছিত করবেন। (৩) মহান

হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষের প্রতি সাধারণ ঘোষণা এই যে, আল্লাহ মুশরিকদের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। এখন যদি তোমরা তওবা করো, তাহলে তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। আর যদি বিমুখ হও, তাহলে খুব ভালো করে বুঝে নাও যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে দুর্বল করতে অক্ষম। আর হে নবী! সত্য-অমান্যকারীদেরকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ শুনাও। (৪) সেসব মুশরিক ছাড়া, যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ, পরে তারা সে চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে তোমাদের সাথে একবিন্দু কমতি করেনি। আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি। এ ধরনের লোকদের সাথে তোমরাও চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি রক্ষা করে যাও। কেননা আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন। (৫) অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদেরকে হত্যা করো যেখানেই তাদের পাও এবং তাদেরকে ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রতিটি ঘাটিতে তাদের সন্ধান নেয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে বসে থাকো। অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা তওবা)

حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ رض قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ رض اَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ رض قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبَ الْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلٰى ذِى الْخَلَصَةِ وَذُوْ الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِى كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ -

হযরত আবুল ইয়ামান (রহ) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি যে, কেয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ 'যুল্‌খালাসার' পাশে দাওস গোত্রীর রমণীদের নিতম্ব দোলায়িত না হবে। 'যুলখালাসা' হলো দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলি যুগে তারা এর উপাসনা করত। (বুখারী)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِىْ حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (রহ) .... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কসম করে এবং বলে, 'লাত ও উয্‌যার কসম', তখন সে যেন বলে لااله الا الله আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে 'এসে জুয়া খেলি' তখন এর জন্য তার সাদাকা করা উচিত। (বুখারী)

عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رض اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا اِلٰى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَجَدَ مُعَذَبْنِ جَبَلٍ رض قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِىِّ ﷺ يَبْكِىْ، فَقَالَ مَا يَبْكِيْكَ قَالَ يَبْكِيْنِىْ شَىْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ يَسِيْرًا الرِّيَاءِ شِرْكٌ - (مشكوق)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম (স)-এর মসজিদে উপস্থিত হলে সেখানে দেখেন যে, মুয়াজ বিন যাবাল (রা) রাসূল (স)-এর কবরের

কাছে বসে কাঁদছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন— কেন কাঁদছ ? মুয়াজ বলেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-এর কাছ থেকে একটা কথা শুনেছিলাম, এ কথাই আমাকে কাঁদাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন ঃ সামান্যতম রিয়াও (অংহকার) শিরক। অর্থাৎ কেবলমাত্র মূর্তির সামনে সেজদাহ করাই শিরক নয়; বরং অপরকে সন্তুষ্ট করা এবং দেখানো কাজও শিরক। (মিশকাত)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ - فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِىْ فَاَنَا مِنْهُ بَرِىْءٌ وَهُوَا لِلَّذِىْ اَشْرَكَ - (ابن ماجه، مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন; আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি মুশরিকদের শিরক থেকে পবিত্র। যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল যাতে আমাকে ছাড়া আর কাউকেও শরীক করা হয়েছে, আমি তার সাথে সম্পর্কহীন। তার সম্পর্ক তার সাথে যাকে সে শরীক করেছে। (ইবনে মাজাহ, মুসলিম)

## ১৪. নাস্তিক কাফেররা

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ (٩٩) لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ، اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ، وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ (١٠٠) - (المؤمنون)

(৯৯) (এ লোকেরা নিজেদের করণীয় থেকে বিরত হবে না) এমন কি, যখন তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, তখন বলতে শুরু করবে ঃ "হে আমার রব্ব! আমাকে সে দুনিয়ায়ই ফেরত পাঠিয়ে দাও যা আমি পিছনে ফেলে এসেছি। (১০০) আশা রাখি আমি এখন নেক আমল করব।" কক্ষনোও নয়, এটি তো তার একটা প্রলাপ মাত্র। এখন এসব (মরে যাওয়া লোকদের) পেছনে একটি বরজখ—একটি অন্তবর্তীকালীন সময় অন্তরায় হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত। (সূরা মুমিনুন)

وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ (٤٧) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (٤٨)(৪৭)

অতপর একটু ভেবে দেখো সে সময়ের কথা, যখন এ লোকেরা দোযখে পরস্পরের সাথে ঝগড়া করতে থাকবে। যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা সেসব লোককে বলবে যারা নিজেদেরকে বড় মনে করত; "আমরা তো তোমাদের অধীন ছিলাম। তাই এখন কি তোমরা জাহান্নামের আযাব থেকে কিছু পরিমাণেও আমাদেরকে রক্ষা করবে ?" (৪৮) বড়ত্বের দাবিদার সে লোকেরা জবাব দেবে ঃ "আমরা সকলেই এখানে একইরূপ অবস্থার সম্মুখীন। আর আল্লাহ তার বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন।" (সূরা মুমিন)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ، اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ، اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ لا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - (حٰم السجدة : ٤٠)

যেসব লোক আমাদের আয়াতসমূহের উল্টা অর্থ গ্রহণ করে, তারা আমা হতে লুক্কায়িত নয়। নিজেই চিন্তা করে দেখো, সেই ব্যক্তি কি ভালো যে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে কিংবা যে কেয়ামতের

দিন শান্তিপূর্ণ অবস্থায় হাযির হবে সে ভালো ? তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করতে থাকো, তোমাদের সমস্ত গতিবিধিই আল্লাহ তা'আলা দেখতে পাচ্ছেন। (সূরা হা-মীম সাজদা ঃ ৪০)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٧) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٨) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٩)- (الصف)

(৭) এখন সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হবে, যে আল্লাহ্র ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে, অথচ তাকে শুধু ইসলামের (আল্লাহ্র সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করার) দিকেই আহ্বান জানানো হচ্ছিল ? এরূপ জালিমদেরকে আল্লাহ্ কখনো হেদায়েত দান করেন না। (৮) এই লোকেরা নিজেদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। অথচ আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত হলো তিনি তাঁর নূরকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত ও প্রসারিত করবেনই, কাফেরদের পক্ষে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন। (৯) তিনিই তো নিজের রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যেন সে একে সর্বপ্রকারের দ্বীনের ওপর বিজয়ী করে তোলে— তা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা যতই কঠিন হোক না কেন। (সূরা সফ)

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ - (البقرة: ٢٦٦)

তোমাদের কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে, তার একটি শস্যশ্যামল বাগান হবে, তা ঝর্ণা ধারায় সিক্ত এবং খেজুর, আঙুর— সব রকমের ফলে ভরা হবে; আর ঠিক সে সময়— যখন সে নিজে বৃদ্ধ হলো ও তার অল্প বয়স্ক সন্তানগণ কোনো কাজের উপযুক্ত হয়নি— একটি উত্তপ্ত দ্রুতগামী হাওয়া লেগে তা জ্বালিয়া ভস্ম হয়ে যাবে ? এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর নিজের কথাগুলো তোমাদের সম্মুখে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা ও গবেষণা করো।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَهَا النَّاسُ ثُمَّ كَفَرَ أَكْثَرُهُمْ فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّنْ اسْتَقَامَ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, অনেক লোকই আল্লাহ্কে নিজের রব্ব বলে মেনে নিয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই কাফের হয়ে গিয়েছে। দৃঢ়ভাবে অবিচল হয়ে দাড়িয়ে থাকতে পেরেছে সে যে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত এই আকিদার ওপর অটল থাকতে পেরেছে। (ইবনে জারীর, নাসায়ী, ইবনে আবূ হাতীম)

## ১৫. মুরতাদ বৃন্দ

....... اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ....- (المائدة: ٣)

..... আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ নিরাশ হয়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় করো ....... (সূরা মায়েদা ঃ ৩)

عَنْ عِكْرَمَةَ رض اَنَّ عَلِيًّا رض حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ اِبْنَ عَبَّاسٍ رض فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ اَنَالَمْ اُحَرِّ قْهُمْ لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ، وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ -

হযরত ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) কিছু লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করছেন; এই খবর ইবনু আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌছলে তিনি বললেন ঃ (এ ক্ষেত্রে) আলীর স্থলে আমি থাকলে তাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করতাম না। কেননা নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্র দেয়া শাস্তির অনুরূপ শাস্তি কাউকে দিও না। আমি শুধুমাত্র তাদেরকেই হত্যা করতাম যাদের সম্বন্ধে নবী করীম (স) বলেন, যে দ্বীনকে (ইসলামী জীবন বিধান) গ্রহণ করার পর তা পরিত্যাগ করে তাকে হত্যা করো।

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِّنْ عُكْلٍ فَاَسْلَمُوْا فَاجْتَوَوا الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَّاتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَا لِهَا، وَاَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوْا، فَصَحُّوْا، فَارْتَدُّوْا، وَقَتَلُوْا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوْا فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمْ، فَاَتِىَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتّٰى مَاتُوْا - (بخارى)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকল গোত্রীয় একদল লোক নবী করীম (স)-এর নিকট আসল এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু মাদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে হলো না। তাই তিনি তাদেরকে সাদাকার উটের কাছে গিয়ে তার পেশাব ও দুগ্ধ পান করার নির্দেশ করলেন। তারা তাই করল এবং সুস্থও হয়ে গেলো। অবশেষে তারা ধর্ম ত্যাগ করল এবং রাখালদেরকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এদিকে তিনি (সংবাদ পেয়ে) তাদের পেছনে লোক পাঠালেন এবং শেষ তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হলো। আর তাদের হাত-পা টুকরো টুকরো করে কাটল এবং লৌহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষুগুলো ফুড়ে দিলেন। অথচ তাদের ক্ষতস্থানে কোনো পট্টি লাগালেন না। অবশেষে তারা মৃত্যুবরণ করল।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِيئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ، اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلٰثٍ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِى وَالْمُفَارِقُ لِدِيْنِهٖ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ - (بخارى)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (স) এরশাদ করেছেন ঃ যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই এবং আমি তাঁর নবী, তার রক্ত তিনটি কারণ ব্যতীত প্রবাহিত করা যাবে না ঃ হত্যার বদলে কিসাস (হত্যার বদলে সমভাবে বিচার হত্যা), একজন বিবাহিত ব্যক্তি যে অবৈধ যৌন ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় এবং ঐ ব্যক্তি যে ইসলাম ত্যাগ করে (মুরতাদ হয়) এবং মুসলিম জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

## ১৬. ধর্মত্যাগ

..... وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - (البقرة : ٢١٧)

.......(এ কথা খুব ভালো করে বুঝে লও যে,) তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কুফরীর মধ্যে প্রাণত্যাগ করবে, ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই তার যাবতীয় কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে। এ ধরনের সকল লোকই জাহান্নামী হবে এবং চিরদিন তারা জাহান্নামেই অবস্থান করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٧٧) كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (٨٦) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (٨٧) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ لا (٨٨) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا قف فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٨٩) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ (٩٠) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا وَّ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (٩١) يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ قف اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (١٠٦) مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ط وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (١١٧)- (اٰل عمرٰن)

(৭৭) আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য বা নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে ফেলে, পরকালে তাদের জন্য কোনো অংশই নির্দিষ্ট নেই। কেয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন; বরং তাদের জন্য তো কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৮৬) যারা ঈমানের নেয়ামত একবার পাওয়ার পর পুনরায় কুফরী অবলম্বন করে, তাদেরকে আল্লাহ কিরূপে হেদায়েত দান করতে পারেন ? অথচ তারা নিজেরা এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই রাসূল সত্য এবং তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহও এসেছে। আল্লাহ জালিমদেরকে কখনোই হেদায়েত দান করেন না। (৮৭) তাদের জুলুমের সঠিক প্রতিদান তো এই হতে পারে যে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষেরই অভিশাপ বর্ষিত হয়। (৮৮) তারা চিরদিন এই অবস্থায়ই থাকবে; না তাদের শাস্তি একটুও হ্রাস করা হবে আর না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে। (৮৯) অবশ্য সে সব লোক এই অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবে, যারা তওবা করে

নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেবে। বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান। (৯০) কিন্তু যারা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করছে এবং তারপর কুফরীর দিকে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে গেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। এই ধরনের লোক তো একেবারে পথভ্রষ্ট। (৯১) নিশ্চিত জেনো যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং কাফের অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্য গোটা পৃথিবী সমপরিমাণ স্বর্ণও বিনিময় হিসেবে দান করে, তবে তাও কবুল করা হবে না। বস্তুত এ সব লোকের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট হয়ে আছে এবং তারা কাউকেও নিজেদের সাহায্যকারী হিসেবে পাবে না। (১০৬) যেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল (সাফল্যমণ্ডিত) হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে, "ঈমানের নেয়ামত পাওয়ার পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে ? তাহলে এখন এই নেয়ামত অস্বীকৃতির বিনিময় স্বরূপ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করো।(১১৭) তারা তাদের এই বৈষয়িক জীবনে যা কিছু খরচ করে, তা সে প্রবল বাতাসের ন্যায় যার মধ্যে 'তীব্রশৈত্য' রয়েছে এবং তা যে-জনগোষ্ঠী নিজেদের ওপর জুলুম করেছে তাদের শস্য ক্ষেতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তাকে একেবারে বরবাদ করে দেয়। বস্তুত আল্লাহ তাদের ওপর কোনো জুলুম করেননি; বরং এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করছে। (সূরা আলে-ইমরান)

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا – (النساء : ١١٥)

কিন্তু যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধতা করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হবে এবং ঈমানদার লোকদের নিয়ম-নীতির বিপরীত দিকে চলবে— এমতাবস্থায় যে, প্রকৃত সত্য পথ তার কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে— তাকে আমরা সে দিকেই চালাব, যেদিকে সে নিজেই চলতে শুরু করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা খুবই নিকৃষ্টতম স্থান। (সূরা নিসা ঃ ১১৫)

......اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ.... (٣) فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ (٥٢) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ (٥٣)- (المائدة)

(৩) ......আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ নিরাশ হয়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না আমাকে ভয় করো....... (৫২) তুমি দেখছ, যাদের মনে মুনাফিকীর কঠিন রোগ রয়েছে, তারাই তাদের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা অবলোম্বন করে থাকে। তারা বলে ঃ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমরা যেন কোনো বিপদের ফেরে না পড়ে যাই। তবে আল্লাহ যখন তোমাদেরকে চূড়ান্ত বিজয় দান করবেন কিংবা নিজের তরফ থেকে অন্য কোনো জিনিস প্রকাশ করবেন, তখন তারা মনের মধ্যে লুক্কায়িত মুনাফিকীর কারণে অত্যন্ত লজ্জিত হবে। (৫৩) তখন ঈমানদার লোকেরা বলবে ,"এরা কি সে সব লোক, যারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করে এই বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করত যে, আমরা তোমার সাথেই আছি।" তাদের সব আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেল। (সূরা মায়েদা)

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (٢٥) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (٢٦) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٢٨) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (٣١) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (٣٢)- (محمد)

(২৫) আসল কথা হলো, যারা হেদায়েত সুস্পষ্টরূপ প্রতিভাত হওয়ার পর তা থেকে ফিরে গেছে, তাদের জন্য শয়তান এ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাংখার ধারাকে তাদের জন্য দীর্ঘায়িত করে রেখেছে। (২৬) এ কারণেই তারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত দ্বীনকে যারা অপছন্দ করে তাদেরকে বলে দিয়েছে যে, কোন কোন ব্যাপারে আমরা তোমাদেরকে মানব। (২৭) আল্লাহ তাদের এ গোপন কথা-বার্তাকে খুব ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কি অবস্থা হবে যখন ফেরেশতারা তাদের রূহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর মারতে মারতে তাদেরকে নিয়ে যাবে ? (২৮) এতো এই কারণেই ঘটবে যে, তারা এমন পন্থা অনুসরণ করে চলেছে যা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছে এবং তাঁর সন্তোষের পথ অবলম্বন করা পছন্দ করেনি। এ কারণেই তিনি তাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দিয়েছেন। (৩১) আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন করব, যেন আমরা তোমাদের অবস্থা যাচাই করতে পারি এবং তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ ও কে নিজ স্থানে অবিচল তা জানতে পারি। (৩২) যেসব লোক কুফরী করেছে, আল্লাহ্‌র পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রেখেছে এবং তাদের সম্মুখে হেদায়েতের নির্ভুল পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার পরও রাসূলের সাথে ঝগড়া করেছে, মূলত তারা আল্লাহ্‌র কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না; বরং আল্লাহই তাদের সব কৃতকর্ম ধ্বংস করে দেবেন। (সূরা মুহাম্মদ)

وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا .... (الممتحنة : ١١)

তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে দেয়া মহরানা থেকে কিছু অংশ যদি তোমরা কাফেরদের কাছ থেকে ফিরিয়ে না পাও আর এর পরই তোমরা সুযোগ পেয়ে যাও তাহলে যাদের স্ত্রীরা ঐদিকে রয়ে গেছে তাদেরকে তাদের দেয়া মহরানার সমান সম্পদ আদায় করে দাও ......।

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢)

(১০৬) যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করে, (সে যদি) বাধ্য হয়ে করে থাকে, অথচ তার মন ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল থাকে (তবে কোনো দোষ নেই); কিন্তু যে লোক মনের সন্তোষ সহকারে কুফরীকে কবুল করে নিল, তার ওপর আল্লাহ্র গযব বর্ষিত হবে এবং এমন সব লোকের জন্য অত্যন্ত কঠিন আযাব রয়েছে। (১০৭) এটি এই কারণে যে, তারা পরকাল অপেক্ষা ইহকালের জীবনকেই পছন্দ করে নিয়েছে। আর আল্লাহ্র নিয়ম এই যে, তিনি সে লোকদেরকে মুক্তির পথ দেখান না, যারা তাঁর নেয়ামতের না-শোকরী করে।(১১২) আল্লাহ একটি জনপদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। জনপদটি শান্তি নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততার জীবন যাপন করছিল। আর চারদিক থেকে তাদের কাছে প্রাচুর্যকর রিযিক পৌঁচাচ্ছিল। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের কুফরী করতে শুরু করে দিল। তখন আল্লাহ এর অধিবাসীদেরকে তাদের কৃতকর্মের এই স্বাদ গ্রহণ করালেন যে, ক্ষুধা ও ভীতির মসীবতসমূহ তাদের ওপর চেপে বসল। (সূরা নহল)

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ص وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (٨٩) اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ج فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ لا فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا (٩٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا (١٣٧)- (النساء)

(৮৯) তারা তো এটাই চায় যে, তারা নিজেরা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনিভাবে কাফের হয়ে যাও, যেন তোমরা ও তারা একেবারে সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র পথে হিজরত করে আসবে। আর তারা যদি হিজরত না করে, তবে তোমরা যেখানেই পাও তাদেরকে ধরো ও হত্যা করো এবং তাদের মধ্যে কাউকেও নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করবে না। (৯০) অবশ্য সে সমস্ত মুনাফিক এই কথার মধ্যে শামিল নয়, যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোনো জাতির সাথে গিয়ে মিলিত হবে। অনুরূপভাবে সেসব মুনাফিকও এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা তোমার কাছে আসে ও লড়াই-ঝগড়ায় উৎসাহী নহে— না তোমাদের সাথে লড়াই করতে চায় না নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতেন এবং তারাও তোমাদের সাথে লড়াই করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় ও লড়াই থেকে বিরত থাকে এবং তোমাদের প্রতি সন্ধি ও বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদেরকে আক্রমণ করার কোনো পথই রাখেননি। (১৩৭) আর যারা ঈমান আনল, তারপরে কুফরি করল, পুনরায় ঈমান আনল, আবার কুফরি করল, তারপর সে কুফরিতেই তারা সম্মুখে অগ্রসর হলো, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না, আর কক্ষনোই তাদেরকে সত্য-পথের সন্ধান দেবেন না। (সূরা নিসা)

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ لا اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ....... (المائدة : ٥٤)

হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায় (তবে যাক না), আল্লাহ আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহ্র প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের কাছে প্রিয়, যারা মুমিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর; যারা আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনা করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ বিশেষ, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, তাকেই এটা দান করেন .......। (সূরা মায়েদাঃ ৫৪)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ- (الانفال : ١٣)

এটা এ জন্য করো যে, তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে মুকাবিলা করেছে। আর যারাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে মুকাবিলা করবে, আল্লাহ তাদের জন্য বড়ই কঠোর।

## ১৭. নেফাক

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ (٨) يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ (٩) وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ج وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ لا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ (١٤) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١٥) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ لا وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ط وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦)- (البقرة)

(৮) এমনও কিছু লোক আছে যারা বলে, "আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি", অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ্ ও ঈমানদার লোকদের প্রতারিত করছে মাত্র। কিন্তু মূলত তারা নিজেদেরকে প্রতারিত করছে আর সে সম্পর্কে তাদের কোনো চেতনাই নেই। (১৪) তারা যখন ঈমানদার লোকদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে ঃ "আমরা ঈমান এনেছি"। কিন্তু তারা যখন নিরিবিলিতে তাদের শয়তানদের সাথে একত্রিত হয়, তখন তারা বলে ঃ "আসলে আমরা তোমাদের সাথেই আছি আর ওদের সাথে আমরা শুধু ঠাট্টাই করি মাত্র"। (১৫) আল্লাহ্ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেন; তিনি তাদের রশি লম্বা করে দিয়েছেন আর তারা আল্লাহদ্রোহিতার ব্যাপারে অন্ধদের ন্যায় ভ্রষ্ট হয়েই চলেছে। (২০৪) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কথা এ পার্থিব জীবনে তোমাদের খুবই ভালো লাগে এবং নিজের

'নিয়্যত' সৎ হওয়া সম্পর্কে সে বার বার আল্লাহ্কে সাক্ষী বানায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের সাংঘাতিক শত্রু। (২০৫) যখন সে ক্ষমতা লাভ করে তখন পৃথিবীতে তার সমগ্র শক্তি এ চেষ্টায় নিয়োজিত হয় যে, কি করে সে দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে; শস্যক্ষেত বিনাশ করবে, মানব বংশ ধ্বংস করবে। অথচ আল্লাহ্ (যাকে সে কথায় কথায় সাক্ষী বানায়) অশান্তি ও বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেন না। (২০৬) এ ব্যক্তিকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় করো তখন নিজের মান রক্ষার চিন্তা তাকে পাপ পথে মজবুত করে রাখে। এ ধরনের লোকের পক্ষে তো জাহান্নামই যথেষ্ট, যদিও তা অত্যন্ত খারাপ স্থান। (সূরা বাকারা)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (٦١) فَكَيْفَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ۖ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (٦٢)
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا
(٦٣) بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٣٨) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (١٣٩) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا
سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا
مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (١٤٠) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ
وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلًا (١٤١) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ
يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (١٤٢) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ
هَٰؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٤٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (١٤٤) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (١٤٦) فَمَا لَكُمْ
فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ
فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٨٨) - (النساء)

(৬০) (হে নবী!) তুমি কি সেসব লোকদের দেখোনি, যারা দাবি করে যে, আমরা তো ঈমান এনেছি সে কিতাবের প্রতি, যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য 'তাগূতে'র কাছে পৌঁছতে চায়। অথচ তাগূতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করতে তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। মূলত শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সত্য-সঠিক পথ থেকে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়। (৬১) তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সেদিকে আস ও রাসূলের নীতি গ্রহণ করো, তখন এই মুনাফিকদেরকে তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমার কাছে আসতে ইতস্তত করছে ও পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। (৬২) অতঃপর তাদের কৃতকর্মের ফলে কোনো বিপদ যদি এসেই পড়ে, তখন তাদের অবস্থা কি হবে ? তখন তারা তোমার কাছে এসে কসম খায় এবং বলে যে, আল্লাহ্র শপথ, আমরা তো কেবল কল্যাণই করতে চেয়েছিলাম এবং আমাদের নিয়্যত ছিল উভয় দলের মধ্যে কোনো প্রকারে মিল-মিশ ও ঐক্যের সৃষ্টি করা। (৬৩) মূলত তাদের মনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন। ওদের পিছনে লেগ না, বরং ওদের বুঝাতে চেষ্টা করো এবং এমন উপদেশ দান করো, যা তাদের হৃদয় স্পর্শ করবে। (১৩৮-১৩৯) যেসব মুনাফিক ঈমানদার লোকদের বাদ দিয়ে কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে এই 'সুসংবাদ' শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। এরা কি সম্মান লাভের সন্ধানে তাদের কাছে যায় ? অথচ সম্মান তো সমস্তই একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। (১৪০) আল্লাহ এই কিতাবে তোমাদেরকে পূর্বেই এই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা যেখানেই আল্লাহ্র আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরির কথা বলতে এবং এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুনবে, সেখানে তোমরা আদৌ বসবে না— যতক্ষণ না তারা অন্য কোনো কথায় লিপ্ত হয়। তোমরাও যদি (মুনাফিকদের) অনুরূপ কাজ করো, তবে তোমরাও তাদেরই মতো হবে। নিশ্চিয়ই জেনো, আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একই স্থানে একত্রিত করবেন। (১৪১) এই মুনাফিকগণ তোমাদের সম্পর্কে এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত পরিণতি কি দাঁড়ায়। আল্লাহ্র তরফ হতে তোমাদের জয় সূচিত হলে তারা এসে বলবে ঃ আমরাও কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? পক্ষান্তরে কাফিরদের পাল্লা ভারী হলে তাদেরকে বলবে ঃ আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতাম না ? তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদেরকে মুসলমানদের থেকে রক্ষা করেছি। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের ও তাদের পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কেয়ামতের দিন করবেন। আর এই (ফয়সালায়) মুসলমানদের ওপর কাফেরদের জয়লাভ করার কোনো পথই আল্লাহ অবশিষ্ট রাখেননি। (১৪২) এই মুনাফিকগণ আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজী করছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছেন। এরা যখন নামাযের জন্য চলতে শুরু করে, তখন শুধু লোক দেখানোর জন্য চোখ-মুখ কাঁচুমাচু করে চলতে থাকে এবং আল্লাহকে তারা খুব কমই স্মরণ করে। (১৪৩) এরা কুফরী ও ঈমানের মাঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে; না পূর্ণভাবে এদিকে, না পূর্ণভাবে ওদিকে। বস্তুত আল্লাহ্ই যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার মুক্তির জন্য তুমি কোনো পথ পেতে পারো না। (১৪৫) নিশ্চয় জেনো, মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে আর তুমি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কাউকেও পাবে না। (১৪৬) তবে তাদের মধ্য থেকে যারা তওবা করবে ও নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করে নেবে ও আল্লাহ্র রজ্জু শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে নেবে; এই ধরনের লোকেরা মুমিনদের সঙ্গী হবে। আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

(৮৮) অতঃপর তোমাদের কি হয়েছে যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে দু' প্রকারের মত পাওয়া যাচ্ছে ? অথচ তারা যে অন্যায় কাজ করছে, এর কারণে আল্লাহ্‌ তাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেননি, তুমি কি তাকে হেদায়েত দান করতে চাও ? অথচ আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার জন্য কোনো পথ তুমি পাবে না।

إِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ – (الانفال : ٤٩)

যখন মুনাফিক এবং যাদের হৃদয় ব্যাধিগ্রস্ত তারা বলছিল যে, এই লোকদেরকে তো এদের 'দ্বীন' (ধর্ম) ধোঁকার কবলে নিক্ষিপ্ত করেছে; অথচ কেউ যদি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে, তাহলে তিনি বড়ই শক্তিমান ও সকল বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞানী। (সূরা আনফাল ঃ ৪৯)

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ (٦٤) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ؕ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً ۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ (٦٦) اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ ۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٦٧) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ (٦٨) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (٧٣) يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (٧٤) وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (٧٥) فَلَمَّاۤ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٧٦) فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَاۤ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ (٧٧) اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (٧٨) – (التوبة)

(৬৪) এ মুনাফিকরা ভয় পায় যে, তাদের সম্পর্কে এমন কোনো সূরা যেন নাযিল না হয়, যা তাদের মনের গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে। হে নবী! তাদেরকে বলো ঃ "আচ্ছা, খুব করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করো। আল্লাহ্‌ অবশ্যই তা প্রকাশ করে দেবেন, যার প্রকাশ হওয়াকে তোমরা ভয় করো।"(৬৫) তাদের যদি জিজ্ঞাসা করো যে, "তোমরা কি ধরনের কথা-বার্তা বলছ ?" তবে তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে যে, আমরা তো হাসি-তামাশা ও মন-মাতানো কথা বলছিলাম মাত্র। তাদেরকে বলো ঃ তোমাদের হাসি-তামাশা ও মন-মাতানো কথা-বার্তা কি আল্লাহ্‌, তাঁর

আয়াত এবং তাঁর রাসূলের ব্যাপারেই ছিল ? (৬৬) এখন টাল-বাহানা করো না। তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করেছ ? আমরা যদি তোমাদের মধ্য থেকে এক শ্রেণীর লোকদের ক্ষমাও করে দেই, তাহলে অন্যান্যদের তো আমরা অবশ্যই শাস্তি দান করব; কেননা তারা তো অপরাধী। (৬৭) মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী সকলেই পরস্পর সমভাবাপন্ন। তারা অন্যায় কাজের প্ররোচনা দেয় এবং ভালো ও ন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজ হতে নিজেদের হাত ফিরিয়ে রাখে। এরা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। (৬৮) এ মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে ফাসিক। এই মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দোজখের আগুনের ওয়াদা করেছেন, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে; সেটিই তাদের জন্য উপযুক্ত। তাদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিশম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব। (৭৩) (হে নবী!) কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ করো এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করো। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (৭৪) এই লোকেরা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলে যে, তারা সে কথা বলেনি, অথচ তারা নিশ্চয়ই সে কুফরী কথা বলেছে। তারা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী অবলম্বন করেছে আর তারা এমন বিষয়ে সংকল্প করেছে যা তারা কার্যকর করতে পারেনি। তাদের এই সকল ক্রোধ কেবল এই কারণেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল ও ধনশালী করে দিয়েছেন। এখন যদি তারা নিজেদের এই আচরণ থেকে ফিরে আসে, তবে তাদের পক্ষেই ভালো; অন্যথায় আল্লাহ তাদেরকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন— দুনিয়ায় এবং আখেরাতেও। এরা দুনিয়ায় নিজেদের কোনো সমর্থক ও সাহায্যকারী পাবে না। (৭৫) এদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহ্‌র কাছে ওয়াদা করেছিল যে, "তিনি যদি তাঁর অনুগ্রহদানে আমাদেরকে ধন্য করেন, তবে আমরা দান-খয়রাত করব ও নেক লোক হয়ে থাকব।" (৭৬) কিন্তু আল্লাহ যখন নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে ধনশালী বানিয়ে দিলেন, তখন তারা কার্পণ্য করতে শুরু করল এবং নিজেদের ওয়াদা পালন থেকে এমনভাবে ফিরে গেল যে, তাদের মনে এই জন্য একটু ভয়ও হলো না। (৭৭) ফল এই দাঁড়াল যে, তাদের এই ওয়াদা-ভঙ্গের কারণে— যা তারা আল্লাহ্‌র সাথে করেছিল এবং এই মিথ্যার কারণে, যা তারা বলতে অভ্যস্ত ছিল— আল্লাহ তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন। এটা তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত কখনো তাদের ছেড়ে যাবে না। (৭৮) এরা কি জানে না যে, আল্লাহ তাদের গোপন তথ্য এবং তাদের কান-কথা পর্যন্ত সবকিছু জানেন এবং তিনি সকল অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিত ?

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ (٤٧) وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٤٨) وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْٓا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ (٤٩) اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْٓا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ ۚ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٥٠)- ( النور)

(৪৭) এ লোকেরা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আর আমরা আনুগত্য মেনে নিয়েছি। কিন্তু তারপর তাদের মধ্য থেকে একদল লোক আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। এরূপ লোক কক্ষনোই মুমিন নয়। (৪৮) তাদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের দিকে ডাকা হয়—যেন রাসূল তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের (মামলার) ফয়সালা করে দেন, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দল পাশ কাটিয়ে চলে যায়। (৪৯) অবশ্য সত্য যদি তাদের আনুকূল্য করে তাহলে তারা রাসূলের কাছে বড়ই আনুগত্যশীল লোক হিসেবে উপস্থিত হয়। (৫০) তাদের অন্তরে কি (মুনাফিকীর) রোগ প্রবেশ করেছে ? কিংবা তারা সন্দেহে পড়ে গেছে ? অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি জুলুম করবেন বলে তাদের ভয় হচ্ছে ? আসল কথা এই যে, তারা নিজেরাই তো জালিম। (সূরা নূর)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ط وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ (١٠) وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ (١١) - (العنكبوت)

(১০) লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে বলে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি; কিন্তু সে যখন আল্লাহ্‌র ব্যাপারে নির্যাতিত হয়েছে, তখন লোকদের চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে আল্লাহ্‌র আযাবের মতো মনে করেছে ? এখন যদি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তাহলে এ ব্যক্তিই বলবে ঃ "আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম।" দুনিয়াবাসীর মনের অবস্থা কি আল্লাহ্ তা'আলার খুব ভালোভাবে জানা নেই ? (১১) আর আল্লাহ্‌কে তো যাচাই করে দেখতেই হবে, কে ঈমানদার আর কে মুনাফিক। (সূরা আনকাবুত)

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (٢٤) وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (٤٨) لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (٧٣) - (الاحزاب)

(২৪) (এসব কিছু হয়েছে এ কারণে) যেন আল্লাহ্ সত্যনিষ্ঠ লোকদেরকে তাদের সততার পুরস্কার দেন, আর মুনাফিকদেরকে ইচ্ছা হলে শাস্তি দেবেন, ইচ্ছা হলে তাদের তওবা কবুল করে নেবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান। (৪৮) আর কাফের ও মুনাফিকদের সামনে আদৌ দমিও না, তাদের নিপীড়নকে মাত্রই পরোয়া করো না এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো; আল্লাহ্ই যথেষ্ট— সমস্ত ব্যাপার তাঁরই ওপর সোপর্দ করার যোগ্য। (৭৩) আমানতের এ বোঝা গ্রহণ করার অনিবার্য পরিণাম এই যে, আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং মুশরিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের তওবা কবুল করবেন। বস্তুত আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ط عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ج وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا - (الفتح : ٦)

আর তিনি সেই সব মুনাফিক পুরুষ ও মহিলা এবং মুশরিক পুরুষ ও মহিলাদেরকে শাস্তি দেবেন যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। অকল্যাণ ও খারাবীর আবর্তে তারা

নিজেরাই পড়ে গেছে। আল্লাহ্‌র গযব পড়েছে তাদের ওপর এবং তিনি তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। আর তাদের জন্য জাহান্নাম 'সুসজ্জিত' করেছেন, যা অত্যন্ত বেশি খারাপ স্থান।

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ ۖ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (١٣) يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ (١٤) - (الحديد)

(১৩) সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের অবস্থা এই হবে যে, তারা মুমিন লোকদেরকে বলবে ঃ আমাদের দিকেও একটু তাকাও, যেন আমরা তোমাদের 'নূর' থেকে কিছুটা উপকার লাভ করতে পারি। কিন্তু তাদেরকে বলা হবে, পিছনে সরে যাও; অন্য কোথাও থেকে নিজেদের জন্য 'নূর' সন্ধান করে লও। অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীরের আড়াল দাঁড় করে দেয়া হবে, যাতে একটা দরজা থাকবে। সেই দরজার ভিতর দিকে রহমত থাকবে এবং বাইরে থাকবে আযাব। (১৪) তারা মুমিন লোকদেরকে ডেকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? মুমিনগণ জবাব দেবে, হ্যাঁ; কিন্তু তোমরা নিজেরা নিজদেরকে বিপর্যয়ের কবলে নিক্ষেপ করেছিলে, সুযোগ সন্ধানে নিয়োজিত ছিলে, সন্দেহ-সংশয়ে ডুবে ছিলে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে প্রতারিত করছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ফয়সালা এসে গেল আর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই বড় প্রতারক তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ব্যাপারে ধোঁকা দিতে থাকল। (সূরা হাদীদ)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۖ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ - (الحشر : ١١)

তোমরা কি দেখোনি সেই লোকদেরকে যারা মুনাফিকীর আচরণ অবলম্বন করেছে ? তারা তাদের কাফের আহলি কিতাব ভাইদেরকে বলে, "তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে বের হব। উপরন্তু তোমাদের ব্যাপারে আমরা কারো কথা কক্ষনোই শুনব না। আর তোমাদের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করা হয় তাহলে আমরা তোমাদের সাহায্য করব।" কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, এ লোকেরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (সরা হাশর ঃ ১১)

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ ۖ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ (١) اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٢) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ (٣) وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ۖ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۖ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ (٤) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ

يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ (٥) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ، اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (٦) هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ، وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ (٧) يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ، وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (٨)

(১) (হে নবী!) এ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে ঃ 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল'। হাঁ (একথা ঠিক) আল্লাহ জানে যে, তুমি অবশ্যই তাঁর রাসূল। কিন্তু (তৎসত্ত্বেও) আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 'এ মুনাফিকরা চরমভাবে মিথ্যাবাদী'। (২) তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে। এ উপায়ে তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিজেরা বিরত থাকে এবং অন্যান্য লোকদেরকেও বিরত রাখে। এরা যা করছে, তা কতই না নিকৃষ্ট ধরনের তৎপরতা! (৩) এসব কিছু শুধু এ কারণে যে, এ লোকেরা ঈমান আনার পরে আবার কুফরী গ্রহণ করেছে। এই জন্য তাদের হৃদয়ের ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন তারা কিছুই বুঝে না। (৪) এদের প্রতি তাকালে এদের অবয়বকে তোমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হবে। আর এরা কথা বললে এদের কথা শুনে মগ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আসলে এরা খোদাইকৃত কাষ্ঠ খণ্ড মাত্র, যা প্রাচীরের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি জোর আওয়াজকে এরা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরা পাকা শত্রু। এদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে থাকো। এদের ওপর আল্লাহ্‌র গযব। এদেরকে উল্টা কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ? (৫) এদেরকে যখন বলা হয়, 'আসো, তাহলে আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করবেন,' তখন এরা মাথা ঝাকানি দেয়। আর তুমি লক্ষ্য করেছ, এরা বড়ই অহমিকা সহকারে আসা হতে বিরত থাকে। (৬) (হে নবী!) তুমি এদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করো আর না-ই করো, এদের জন্য সমান কথা। আল্লাহ কখনোই এদেরকে মাফ করবেন না। আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে কখনোই হেদায়েত দেন না। (৭) এরা সেই লোক যারা বলে যে, রাসূলের সঙ্গী-সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করা বন্ধ করে দাও, যাতে এ লোকেরা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। অথচ পৃথিবী ও আকাশ-মণ্ডলের সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের মালিক একমাত্র আল্লাহই। কিন্তু এ মুনাফিকরা তা বুঝে না। (৮) এরা বলে ঃ আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে যে সম্মানিত সে হীন ও নীচদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করবে। অথচ মান-মর্যাদা তো আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু এ মুনাফিকরা (তা) জানে না। (সূরা মুনাফিকুন)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ، وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ - (التحريم: ٩)

হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর নীতি প্রয়োগ করো। তাদের চূড়ান্ত পরিণতি জাহান্নাম এবং পরিণতি হিসেবে তা অত্যন্ত দুঃখময় স্থান।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيْرُ اِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً وَاِلٰى هٰذِهٖ مَرَّةً - (مسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ মুনাফিকের উদারহণ এমন, কামপীড়িতা-চঞ্চলা ছাগলীর মতো। যে দু'টি নর ছাগলের দিকে

দৌড়া-দৌড়ি করে; কখনও একটি দিকে ছুটে যায় আবার কখনও অপরটির দিকে দৌড়িয়ে আসে। (মুসলিম)

عَنْ حُذَيْفَةَ رض قَالَ : اِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَاِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ وَالْاِيْمَانُ - (بخارى)

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ 'নিফাক' রাসূল করীম (স)-এর জামানায়ই ছিল। এখন হয় কুফরী না হয় ঈমান। (বুখারী)

عَنْ مُحَمَّدِبْنِ زَيْدٍ رض اَنَّ نَاسًا قَالُوْ لِجَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض اِنَّنَا نَدْخُلُ عَلٰى سُلْطَانِنَا فَنَقُوْلُ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ اِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهٖ فَقَالَ كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

হযরত মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ (রহ) বর্ণনা করেছেন, কিছু লোক আমার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর কাছে এসে বলে ঃ আমরা বাদশাহ্‌র দরবারের কিছু কথা বলি এবং সেখান থেকে ফিরে এসে অন্য কিছু বলি (এ কেমন কথা) আবদুল্লাহ (রা) জবাবে বলেন ঃ আমরা নবী করীম (স)-এর যুগে একে মুনাফিকাত (মুনাফিকী কাজ) বলতাম।

(তারগীর ও তারহীব, বুখারী)

عَنْ اِبْنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى هٰذِهٖ اِلَا مُةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ -

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) নবী করীম (স) হতে শুনে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এ উম্মতের ব্যাপারে এমন সব মুনাফিক সম্পর্কে আমার আশংকা হয় যারা কথা বলে সুকৌশলে আর কাজ করে জুলুমের সাথে। (বায়হাকী)

## ১৮. ধারণা পোষণ

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ۚ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ -

প্রকৃত কথা এই যে, তাদের অনেক লোকই শুধুমাত্র ধারণা-অনুমানের পিছনে ছুটে চলছে। অথচ ধারণা-অনুমান প্রকৃত সত্য জ্ঞান লাভের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পুরা করতে পারে না। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। (সূরা ইউনুস ঃ ৩৬)

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ - (الانعام : ١١٦)

(আর হে মুহাম্মদ!) তুমি যদি এই দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামতো চলো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে ভ্রষ্ট করে দেবে। তারা তো নিছক ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে চলে এবং কেবল ধারণা-অনুমানই তারা করে থাকে। (সূরা আন'আম ঃ ১১৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ زاِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ..... (الحجرات : ١٢)

হে ঈমানদার লোকেরা! খুব বেশি খারাপ ধারণা পোষণ হতে বিরত থাকো। কেননা কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহের অন্তর্ভুক্ত.....। (সূরা হুজরাত ঃ ১২)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا (بخارى)

হযতরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স) বলেন, আনুমানিক ধারণা পোষন থেকে তোমরা দূরে সরে দাঁড়াও, কেননা আনুমানিক (বস্তুটিই) হচ্ছে চরম মিথ্যালাপ। অন্যের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করো না এবং অন্যের দোষ-ক্রটির খোজে লিপ্ত হয়ো না। তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ করো না এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করো না। বরং হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করো। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض يَرْفَعُهُ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِى عَمَّا وَسْوَسَتْ، اَوْ حَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَكَلَّمَ - (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি এ হাদীসটি নবী করীম (স) পর্যন্ত পৌছিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের কল্পনা কিংবা ধারণার (ওপর দণ্ড দেবেন না) ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে পর্যন্ত না সে তা কাজে পরিণত করে অথবা বাক্যের ব্যবহার না করে। (বুখারী)

## ১৯. শহীদগণ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا -( النساء : ٦٩)

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে সেসব লোকের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন; তারা হচ্ছে আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ। যারা এদের সঙ্গী-সাথী হবে, তাদের পক্ষে এরা কতই না উত্তম সাথী!

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (١٤٠) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) - (البقرة)

(১৪০) অথবা তোমরা কি বলতে চাও যে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের বংশধর— সকলেই ইহুদী ছিলেন কিংবা খ্রিস্টান ? হে নবী! তাদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা বেশি জানো না আল্লাহ্ বেশি জানেন ? যার কাছে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কোনো সাক্ষ্য বর্তমান

রয়েছে, সে যদি তাকে গোপন করে, তবে তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হতে পারে ? জেনে রাখো, তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই গাফিল নন; এরা কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন, যারা আজ অতীত হয়ে গেছে। (২০৪) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কথা এ পার্থিব জীবনে তোমাদের খুবই ভালো লাগে এবং নিজের 'নিয়্যত' সৎ হওয়া সম্পর্কে সে বার বার আল্লাহ্‌কে সাক্ষী বানায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের সাংঘাতিক শত্রু।

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ج فَإِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ج وَلَا تَأْكُلُوْهَآ إِسْرَافًا وَّبِدَارًا أَنْ يَّكْبَرُوْا ط وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ط فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا (٦) وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ج فَإِنْ شَهِدُوْا فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا (١٥) - (النساء)

(৬) এবং ইয়াতীমদের পরীক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে, অতঃপর তোমরা যদি তাদের মধ্যে যোগ্যতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরই হাতে তুলে দাও। তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে নেবে, এই ভয়ে ইনসাফের সীমা লঙ্ঘন করে তাদের মাল জলদি জলদি খেয়ে ফেলো না। ইয়াতীমের যে পৃষ্ঠপোষক সচ্ছল অবস্থার লোক হবে, সে যেন পরহেজগারী অবলম্বন করে আর যে হবে গরীব, সে যেন প্রচলিত সঠিক পন্থায় ভাতা গ্রহণ করে। অতঃপর তাদের ধন-সম্পদ যখন তাদের কাছে সোপর্দ করবে, তখন লোকদেরকে এর সাক্ষী বানাও। বস্তুত হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (১৫) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারাই কুকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করো। এই চারজন লোক যদি সাক্ষ্য দান করে, তবে তাদেরকে (স্ত্রীদেরকে) ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখো— যতদিন না তাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ নিজেই তাদের জন্য কোনো পথ বের করে দেন। (সূরা নিসা)

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ط تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى لا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ لا اللّٰهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ (١٠٧) فَإِنْ عُثِرَ عَلٰٓى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ز إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ (١٠٧) ذٰلِكَ أَدْنٰٓى أَنْ يَّأْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوْٓا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ - (١٠٨) - (المائدة)

(১০৬) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং সে অসীয়ত করতে প্রবৃত্ত হলে তখন সেজন্য সাক্ষ্য ঠিক করার নিয়ম এই যে, তোমাদের সমাজ হতে দু'জন

সুবিচারপূর্ণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে। অথবা তোমরা যদি বিদেশ ভ্রমণে রতো থাকো এবং সেখানে মৃত্যুর কঠিন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহলে অমুসলিমদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী নিযুক্ত করবে। পরে যদি কোনো প্রকার সন্দেহের কারণ ঘটে, তাহলে নামাযের পর উভয় সাক্ষীকে (মসজিদে) ঠেকিয় রাখবে এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবে ঃ আমরা ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থের কারণে সাক্ষ্য বিক্রয় করতে প্রস্তুত নই। আর আমাদের কোনো আত্মীয়ই হোক না কেন (আমরা তার কোনো খাতির করবো না) এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তের সাক্ষ্যকে আমরা গোপনও করো না। আমরা যদি তা করি, তাহলে গুণাহগারদের মধ্যে গণ্য হবো। (১০৭) কিন্তু যদি জানা যায় যে, এ দু'জনই নিজদেরকে নিজেরাই গুনাহে লিপ্ত করেছে, তাহলে তাদের স্থলে অপর দু'জন লোক সে লোকদের মধ্যে দাঁড়াবে, যাদের সাক্ষা পূর্বেকরা দু'জন সাক্ষী নষ্ট করতে চেয়েছিল এবং তারা আল্লাহ্‌র নামে কসম করে বলবেঃ "আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক সত্যভিত্তিক এবং আমরা নিজেদের সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কোনোরূপ সীমা লংঘন করিনি। আমরা যদি এরূপ করি, তবে আমরা জালিমদের মধ্যে গণ্য হবো।" (১০৮) এই পন্থায় বেশি আশা করা যায় যে, লোকেরা ঠিকভাবে সাক্ষ্য দান করবে কিংবা অন্ততপক্ষে এই ভয় তারা অবশ্যই করবে যে, তাদের কসম করার পর অপর কোনো কসম দ্বারা যেন তাদের প্রতিবাদ করা না হয়। আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং শোন, আল্লাহ তার অমান্যকারী লোকদেরকে স্বীয় হেদায়েত হতে বঞ্চিত করে দেন। (সূরা মায়েদা)

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلِ اللّٰهُ قف شَهِيْدٌۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ قف وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ط اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ط قُلْ لَّآ اَشْهَدُ ج قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (١٩) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ط قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ (١٣٠) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ج فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ج وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ

(١٥٠) - (الانعام)

(১৯) তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কার সাক্ষ্য সব চেয়ে বেশী গণ্য ? বলো ঃ আমার ও তোমাদের মাঝখানে আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন সাক্ষী। আর এ কুরআন আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে; যেন আমি তোমাদেরকে ও যাদের কাছে এটা পৌছবে সকলকে সর্তক ও সাবধান করে দেই। তোমরা কি বাস্তবিকই এ সাক্ষ্য দান করতে পারো যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যান্য আল্লাহও রয়েছে ? বলো ঃ আমি তো এরূপ সাক্ষ্য কিছুতেই দিতে পারি না। বলো, আল্লাহ তো সে এক-ই; তোমরা যে শিরক্ বিশ্বাসে লিপ্ত, আমি তার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। (১৩০) (এই সময় আল্লাহ তাদের কাছে একথাও জিজ্ঞেস করবেন যে,) হে মানুষ ও জ্বিন জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য হতেই কি সে নবী-রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদেরকে আমার আয়াত শুনাতে এবং এই দিনের পরিণাম সম্পর্কে (পূর্বেই) ভয় দেখাচ্ছিল ? জবাবে তারা বলবে ঃ হ্যাঁ আমরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি। আজ দুনিয়ার জীবন এই লোকদেরকে ধোঁকায় ফেলে

রেখেছে। কিন্তু তখন তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফের ছিল। (১৫০) এদেরকে বলো যে, তোমাদের সে সাক্ষী উপস্থিত করো, যারা সাক্ষী দেবে যে, আল্লাহ্ই এই জিনিসগুলোকে হারাম করেছেন। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়-ই, তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দেবে না এবং কস্মিনকালেও তাদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করে চলবে না যারা আমাদের আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করেছে আর যারা পরকাল অস্বীকারকারী এবং যারা অপর শক্তিকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সমতুল্য করে নিয়েছে। (সূরা আন'আম)

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ (٣٧) وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ج اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ج شَهِدْنَا ج اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ (١٧٢) (الاعراف)

(৩৭) একথা পরিষ্কার, তার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে হবে, যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা রচনা করে আল্লাহ্র নামে চালাবে কিংবা আল্লাহ্র সত্য আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে। এসব লোক নিজেদের তকদীরের লিখন অনুযায়ী নিজেদের অংশ পেতে থাকবে। এমন কি সে সময় পর্যন্ত, যখন আমাদের প্রেরিত ফেরেশতা তাদের 'রূহ' কবজ করার জন্য এসে পৌঁছবে। সে সময় তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে, বলোঃ এখন কোথায় তোমাদের সে সব মাবুদ, আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাকতে ? তারা বলবে, "আমাদের কাছ থেকে সব উধাও হয়ে গেছে।" আর তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, আমরা বাস্তবিকই সত্য অমান্যকারী ছিলাম। (১৭২) এবং হে নবী! লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও সে সময়ের কথা, যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক বনী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরগণকে বের করলো এবং স্বয়ং তাদেরকেই তাদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করল– "আমি কি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক নই ?" তারা বললঃ "নিশ্চয়ই, আপনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। এটা আমরা করলাম এ জন্য যে, তোমরা কেয়ামতের দিন যেন না বলো যে, "আমরা তো একথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম।" (সূরা আরাফ)

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ج فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ق اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ - (هود : ١٧)

অন্যদিকে যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে একটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য লাভ করেছে অতঃপর পরোয়ারদেগারের তরফ থেকে একজন সাক্ষীও (তার সাক্ষ্যের সমর্থনে) এসেছে এবং এর পূর্বে মূসার কিতাব পথপ্রদর্শক ও রহমত হিসেবে এসে মওজুদ রয়েছে (সে ব্যক্তিও কি দুনিয়া-পূজারীদের ন্যায় তাকে অস্বীকার করতে পারে ?) এ ধরনের লোক তো এর প্রতি ঈমানই আনবে। মানব সমাজের মধ্যে যারাই একে অস্বীকার করবে, তাদের জন্য যে

স্থানের ওয়াদা করা হয়েছে, তা হচ্ছে জাহান্নাম। অতএব হে নবী! তুমি যেন এই জিনিস সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহে পড়ে না যাও। এতো তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে আগত প্রকৃত সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা মানেনা। (সূরা হুদ)

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٤) وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٦) وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٨) وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٩) اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٢٣) يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٢٤)

(৪) আর যারা সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করবে, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি 'চাবুক' মারো আর তাদের সাক্ষ্য কখনো কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসিক। (৬) আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে আর তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া অপর কোনো সাক্ষী থাকবে না, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য হলো (এই যে, সে) চারবার আল্লাহ্‌র নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী, (৭) আর পঞ্চমবার বলবে ঃ তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত পড়ুক যদি সে (আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়। (৮) আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, এই ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী। (৯) এবং পঞ্চমবার বলবে যে, এই 'দাসী'র ওপর আল্লাহ্‌র গযব ভেঙে পড়ুক, যদি সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়। (২৩) যেসব লোক সচ্চরিত্র ও সাদাসিধা মুমিন স্ত্রীলোদের ওপর মিথ্যা (চারিত্রিক) দোষারোপ করে, তাদের ওপর দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত করা হয়েছে আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (২৪) তারা যেন সে দিনটির কথা ভুলে না যায়, যখন তাদের নিজেদের জিহ্বা, তাদের নিজেদের হাত-পা তাদের ক্রিয়া-কর্মের সাক্ষ্যদান করবে। (সূরা নূর)

حَتّٰۤى اِذَا مَا جَاۤءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٢٠) وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۗ قَالُوْۤا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْۤ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٢١) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَاۤ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ (٢٢) - (حم السجدة)

(২০) পরে সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত হবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া সাক্ষ্য দেবে তারা দুনিয়ায় কি কি কাজ করেছিল। (২১) তারা তাদের দেহের চামড়াকে বলবে ঃ "তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে ?" এরা জবাবে বলবে ঃ

আমাদেরকে সে আল্লাহই কথা বলবার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব জিনিসকেই বাকশক্তি দান করেছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং এখন তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। (২২) দুনিয়ায় অপরাধ করবার সময় যখন তোমরা লুকাতে ছিলে, তখন তো তোমাদের এ চিন্তাই ছিল না যে, কোনো এক সময় তোমাদের নিজেদের কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া তোমাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তোমরা বরং তো মনে করেছিলে যে, তোমাদের অনেক কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌ও খবর রাখেন না!

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا -

অতপর যখন তারা নিজেদের (ইদ্দতের) সময় কালের শেষে পৌছবে, তখন হয় তাদেরকে ভালোভাবে (নিজেদের স্ত্রী হিসেবে) বেঁধে রাখবে কিংবা ভালোভাবে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর এমন দু'জন লোককে সাক্ষী বানাবে যারা তোমাদের মধ্যে সুবিচারবাদী হবে। আর (হে সাক্ষীদ্বয়!) সাক্ষ্য আল্লাহ্‌র জন্য সঠিকভাবে আদায় করো। এসব কথা তোমাদেরকে নসীহত স্বরূপ বলা হচ্ছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি ঈমানদার। যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করে কাজ করবে, আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো-না-কোনো পথ করে দেবেন। (সূরা তালাক্ব ঃ ২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ : اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ، وَالْغَرِيْقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، اَلشَّهِيْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالَ : لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَا سْتَهَمُوْا عَلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا - (بخاری)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেন, রাস্তায় চলতে চলতে একটি লোক পথের ওপর একটি কাঁটাওয়ালা ডাল দেখতে পেয়ে সেটা সরিয়ে ফেলল। এতে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিলেন এবং তাকে পুরস্কৃত করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ শহীদ পাঁচ প্রকার "প্লেগে (বা মহামারীতে) মৃত্যু, পেটের পীড়ায় মৃত্যু, পানিতে ডুবে মৃত্যু, চাপা পড়ে মৃত্যু এবং আল্লাহ্‌র পথে শহীদ। তিনি আরো বললেন ঃ লোকেরা যদি জানত আযান দেয়ার ও প্রথম কাতারের দাঁড়ানোর কি সাওয়াব তাহলে (সেই সাওয়াব পাবার জন্য) লটারী ছাড়া অন্য উপায় না পেলে অবশ্যই লটারী করত। যদি তারা প্রথম ওয়াক্তে সলাত পড়ার সাওয়াব জানত তাহলে অবশ্যই তারা এজন্য দৌড়ে যেত। যদি তারা এশা ও ফজরের নামায (জামা'আতে) পড়ার সওয়াব জানত তাহলে তারা এজন্য অবশ্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত। (বুখারী)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ ؟ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ : اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ اَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِيْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ - (بخاری)

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধে দুজন শহীদকে নবী করীম (স) একই কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তাদের মধ্যে কোন জন কুরআনের বেশি হাফেয ? দু'জনের যার দিকে ইশারা করে বলে দেয়া হতো প্রথমে তাকেই কবরে নামান হলো। এরপর তিনি বললেন, এদের জন্য আমিই কেয়ামতের দিন সাক্ষী হব। এরপর তিনি রক্তসহ বিনা গোসলেই তাদেরকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে গোসলও দেয়া হয়নি এবং নামাযে জানাযাও পড়া হয়নি। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ، وَالْمَبْطُوْنُ ؟ وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - (بخارى)

হযতর আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেছেন, পাঁচ প্রকারের মৃত ব্যক্তি শহীদ বলে গণ্য হয় ঃ মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে শাহাদাত বরণ করল সে ব্যক্তি। (বুখারী)

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَاَيْتُ الَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَصَعِدَ اَبِىْ الشَّجَرَةَ فَادْخُلَانِىْ دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَ اَفْضَلُ لَمْ اَرَقَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا اِمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ - (بخارى)

হযরত সামুরাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আজ রাতে স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম দু'জন লোক আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে গাছে উঠল। অতঃপর তারা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল, যার চেয়ে সুন্দর ঘরে আমি কখনো দেখিনি। অতঃপর তারা উভয়ে আমাকে বলল ঃ এই ঘরটি হলো শহীদদের ঘর।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اُمَّ الرُّبَيْعَ بِنْتِ الْبَرَاءِ وَهِىَ اُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اَلَا تُحَدِّثُنِىْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَاِنْ كَانَ فِى الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاِنْ كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِى الْبُكَاءِ قَالَ يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِىْ الْجَنَّةِ وَاِنْ اِبْنَكِ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى . (بخارى)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, বারআর কন্যা উম্মে রুবাই হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা নবী করীম (স) এর নিকট এসে বললেন ঃ হে আল্লাহ নবী, আপনি আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেসা বদর যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিল। সে (হারেসা) যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে, তবে আমি ধৈর্যধারণ করব, তা না হলে তার জন্যে অঝোর নয়নে কাঁদব। তিনি বললেন ঃ হে হারেসার মা, জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ ফেরদাউস লাভ করেছে। (বুখারী)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جِئَ بِاَبِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ مُثِلَ بِهٖ وَ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهٖ فَنَهَانِىْ قَوْمِىْ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيْلَ اِبْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ

فَلِمَا تَبْكِيْ اَوْ فَلَا تَبْكِيْ مَا زَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ تُظِلُّ بِاَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَةَ اَفِيْهِ حَتّٰى رُفِعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَهُ -

হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ওহুদের দিন যুদ্ধ শেষে আমার আব্বার লাশ নবী করীম (স) এর নিকট এনে তাঁর সামনে রাখা হলো ! তার লাশ বিকৃত (নাক কাটা ও চোখ উপড়ানো) করা হয়েছিল। আমি তার চেহারা উন্মুক্ত করে দেখতে থাকলে লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। ইতিমধ্যে কোনো একজন ক্রন্দনকারিণীর ক্রন্দন ধ্বনি ভেসে এল। বলা হলো ঃ আমরের কন্যা অথবা ভগ্নি ক্রন্দন করছে। নবী করীম বললেন ঃ ক্রন্দন করছ কেনো ? অথবা তিনি বলেছিলেন, ক্রন্দন করো না। অনেক ফেরেশতা তাকে ডানা দ্বারা ছায়া দান করছে। (ইমাম বুখারী বলেন) আমি আমার ওস্তাদ সাদকাহ্কে জিজ্ঞেস করলাম, হাদীসে কি একথাও আছে যে, ফেরেশতারা উঠিয়ে নিয়েছে। তিনি (সাদাকাহ) জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, জাবের কোনো কোনো সময় একথাও বলেছেন যে, ফেরেশতারা তার আব্বাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছে। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِيْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ اُمِّ سُلَيْمٍ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ اِنِّيْ اَرْحَمُهَا قُتِلَ اَخُوْهَا مَعِيْ - (بخارى)

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (স) তাঁর স্ত্রীগণ ছাড়া মদীনাতে উম্মে সুলাইম ব্যতিরেকে আর কোনো স্ত্রীলোকের গৃহে গমন করতেন না। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ তার (উম্মে সুলাইমের) ভাই আমার সাথে জিহাদে শাহাদাত লাভ করেছে, এ কারণে তার প্রতি আমি করুণা প্রদর্শন করে থাকি। (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا اَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ اَيُّوْبُ اَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . (بخارى)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ (মুতার যুদ্ধে সেনাদল পাঠানোর পর একদিন) রাসূল করীম (স) খুৎবা দিতে দিতে বললেন ঃ জায়েদ পতাকা ধারণ করল, কিন্তু নিহত হলো। তারপর কাফর পতাকা ধারণ করল, সেও নিহত হলো। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করল, কিন্তু সেও নিহত হলো। তারপর খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে কেউ নেতা মনোনীত করা ছাড়াই সে পতাকা ধারণ করল এবং বিজয় লাভ করল। নবী করীম (স) আরো বললেন ঃ তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে এই সময় আমাদের মাঝে থাকলে তা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক হতো না। (আইয়ুব– বর্ণনাকারী) বর্ণনা করেন, অথবা নবী (স) বলেছিলেন ঃ তাদের নিকট (যারা শহীদ হয়েছে) শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে অবস্থান আনন্দদায়ক হতো না। এই কথাগুলো বলার সময় নবী করীম (স) এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। (বুখারী)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ

وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخَذَ الِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلَى اَحَدٍ قَدَّمَهُ فَاللَّحَدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ اَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَاءِهِمْ لَمْ وَيُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوْا. (بخارى)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) ওহুদের যুদ্ধে শহীদের দু'দুজনকে একই কাফনের একই কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানো হলে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ কুরআনের জ্ঞান কার বেশি ছিল ? কোনো একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তিনি প্রথমেই তাকে কবরে নামালেন এবং বললেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি নিজে এদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেব। তিনি তাদেরকে রক্তসহ দাফন করতে নির্দেশ দিলেন। তাদের জানাজা পড়ালেন এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হলো না। (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلُ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكِرَامَةِ - (بخارى)

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ছাড়া আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাবে না, অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই (জান্নাতে) থাকবে। সে ফিরে এসে দশবার শহীদ হবার আকাংখা করবে। কেননা বাস্তবে সে শহীদের মর্যাদা সেখানে (জান্নাতে) দেখতে পাবে। (বুখারী)

عَنْ عَمْرٍو رض وَسَمِعَ جَابِرَبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا قَالَ فِىْ الْجَنَّةِ فَاَلْقَى تَمَرَاتٍ فِىْ يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ - (بخارى)

হযরত আমর (ইবনে দীনার) (রা) হতে বর্ণিত, তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্কে বলতে শুনেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-কে বলল ঃ বলুনতো শহীদ হলে আমি কোথায় থাকব ? তিনি [(নবী করীম (স)] বললেন ঃ জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো (যা সে খাচ্ছিল) ছুড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলো ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ الشَّهِيْدُ لَا يَجِدُ اَلَمَ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ اَلَمَ الْقَرْصَةِ . (مشكواة)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেমন দংশনে ব্যথা পায়, শহীদ ব্যক্তি তেমন ছাড়া নিহত হবার ব্যথা অনুভব করে না। (মিশকাত)

## ২০. মুজেযাসমূহ কিংবা নিদর্শনাবলী

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٣٥) اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ

يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (٣٦) وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ إِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٧) وَأَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ إِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١٠٩) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ؕ اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ (١٢٤)- (الانعام)

(৩৫) তা সত্ত্বেও লোকদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা যদি সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহলে তোমার শক্তি থাকলে জমিনে কোনো সুড়ংগ তালাশ করো অথবা আকাশে সিড়ি লাগিয়ে লও এবং তাদের সম্মুখে কোনো নিদর্শন পেশ করতে চেষ্টা করো। আল্লাহ্ যদি চাইতেন তবে এসব লোককে তিনি একত্রিত করে হেদোয়েত করতে পারতেন। অতএব তুমি অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের একজন হয়ো না। (৩৬) আসলে সত্যের দাওয়াত পেয়ে তারাই সাড়া দেয়, যারা শুনতে পায় আর যারা মুর্দা, তাদেরকেও আল্লাহ কবর থেকে জিন্দাহ্ করে উঠাবেন। তখন (আল্লাহ্‌র বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য) তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। (৩৭) এই লোকেরা বলে, এই নবীর ওপর তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো নিদর্শন নাযিল হয়নি কেন ? তুমি বলো, আল্লাহ্ তা'আলা নিদর্শন নাযিল করতে পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাবান; কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত। (১০৯) এরা কড়া কড়া কসম খেয়ে বলে যে, আমাদের সম্মুখে কোনো নিদর্শন যদি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তবে আমরা এর প্রতি অবশ্যই ঈমান আনব। হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলো যে, আল্লাহ্‌র কাছে নিদর্শন অনেক আছে। আর তোমাদেরকে কেমন করে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও এরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয়। (১২৪) তাদের সম্মুখে যখন কোনো নিদর্শন উপস্থিত হয়, তখন তারা বলে ঃ আমরা মানব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে, তা স্বয়ং আমাদেরকে দেয়া না হবে। আল্লাহ্ তাঁর নবুয়্যত ও রিসালাতের দায়িত্ব কার দ্বারা পালন করাবেন এবং কিভাবে করাবেন, তা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। সেদিন দূরে নয়, যখন এই অপরাধীরা নিজেদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ্‌র কাছে লাঞ্ছনা ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ إِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ - (يونس : ٢٠)

আর তারা এই বলে যে, এই নবীর প্রতি তার আল্লাহ্‌র তরফ হতে কোনো নিদর্শন কেন নাযিল করা হয়নি ? এর জবাবে তুমি বলো ঃ অদৃশ্য জগতের একচ্ছত্র মালিক ও মুখতার একমাত্র আল্লাহই। ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ - (يوسف : ١٠٥)

জমিন ও আসমানে কতই না নিদর্শন রয়েছে, যার নিকট দিয়ে এই লোকেরা যাতায়াত করে, অথচ সেদিকে তারা এতটুকু লক্ষ্য করে দেখে না। (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৫)

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ، إِنَّمَآ أَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ، قُلْ إِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٢٧) وَلَوْ أَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ، بَلْ لِّلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا ، أَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ... (٣١) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ، وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ أَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)

(৭) যে লোকেরা তোমার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা বলে ঃ এ ব্যক্তির প্রতি এর রব্ব-এর তরফ হতে কোনো নিদর্শন অবতীর্ণ হলো না কেন ? —আসলে তুমি তো শুধু সাবধানকারী আর প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন পথপ্রদর্শক রয়েছে। (২৭) যেসব লোক [হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাত ও নবুয়্যত মেনে নিতে] অস্বীকার করেছে তারা বলে ঃ "এই ব্যক্তির প্রতি তার রব্ব-এর নিকট হতে কোনো নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হলো না ?" —বলো ঃ "আল্লাহ্ যাকে চান পথভ্রষ্ট করে দেন এবং যে তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখান। (৩১) আর কি-ইবা ঘটত যদি এমন কুরআন নাযিল করা হতো, যার জোরে পাহাড় চলতে শুরু করত বা জমিন দীর্ণ হয়ে যেতো কিংবা মৃত ব্যক্তিরা কবর থেকে বের হয়ে কথা বলতে শুরু করত ? (এ ধরনের নিদর্শন দেখানো মোটেই কঠিন নয়) বরং সমস্ত ক্ষমতা-ইখতিয়ার তো আল্লাহ্রই হাতে নিবদ্ধ। তাহলে ঈমানদার লোকেরা কি (এখন পর্যন্ত কাফেরদের দাবি-দাওয়ার জবাবে কোনো নিদর্শন প্রকাশের আশায় উদগ্রীব হয়ে বসেছিল এবং তারা এ কথা জানতে পেরে) নিরাশ হয়ে যায়নি যে, আল্লাহ্ চাইলে সমস্ত মানুষকেই হেদায়েত দান করতেন ? ......... (৩৮) তোমার পূর্বেও আমরা বহুসংখ্যক নবী-রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে আমরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের অধিকারী বানিয়েছিলাম। আর আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে নিজেই কোনো নিদর্শন এনে দেখিয়ে দেবে কোনো রাসূলেরই এই শক্তি ছিল না। প্রত্যেক যুগের জন্যই একখানি কিতাব রয়েছে। (সূরা রা'আদ)

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ، إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (١) وَمَا مَنَعَنَآ أَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ إِلَّآ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ ، وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ، وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ إِلَّا تَخْوِيْفًا (٥٩) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ، وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ أَرَيْنٰكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ، وَنُخَوِّفُهُمْ ، فَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا (٦٠)- (بنى اسراءيل)

(১) পবিত্র তিনি, যিনি এক রাত্রে তাঁর বান্দাহকে মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তী সে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন যার চারপাশকে তিনি বরকত দান করেছেন— যেন তাকে নিজের কিছু নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করাতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব দেখেন এবং শুনেন। (৫৯) আর নিদর্শনাদি পাঠাতে আমাদেরকে কেউই নিষেধ করেনি। তবে শুধু এই কারণে আমরা পাঠাইনি

যে, এদের পূর্ববর্তী লোকেরা সে সবকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে। (যেমন তোমরা দেখে নেও) সামূদকে আমরা প্রকাশ্যে উষ্ট্রী এনে দিলাম আর তারা এর ওপর জুলুম করল। আমরা নিদর্শন তো এ জন্যই পাঠাই যে, লোকেরা তা দেখে ভয় পাবে। (৬০) স্মরণ করো হে মুহাম্মদ! আমরা তোমাকে বলে দিয়েছিলাম যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এই লোকদেরকে ঘিরে রেখেছেন। আর এই যা কিছু এখনি আমরা তোমাদের দেখালাম একে এবং কুরআনে অভিশপ্ত রূপে চিহ্নিত এই গাছটিকে আমরা এই লোকদের জন্য শুধু একটি ফেতনা বানিয়ে রেখেছি। আমরা তাদেরকে বারবার সাবধান করে যাচ্ছি; কিন্তু প্রতিটি সতর্কবাণী তাদের বিদ্রোহী ভূমিকার মাত্রা বৃদ্ধিই করে চলছে। (সূরা বনী ইসরাঈল)

وَقَالُوْا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى - (طٰهٰ : ١٣٣)

তারা বলে, এ ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছ থেকে কোনো নিদর্শন (মুজিযা) আনে না কেন ? আর পূর্বের সহীফাসমূহের সমস্ত শিক্ষার বর্ণনা কি এদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে আসেনি? (সূরা ত্বোয়া ঃ ১৩৩)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ (١٦) لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ ق اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ (١٧) - (الانبياء)

(১৬) এই আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যে আর যা কিছু আছে, সেসব আমরা খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। (১৭) আমরা যদি কোনো খেলনা বানাতে চাইতাম আর এ-ই আমাদের করণীয় হতো, তাহলে নিজ থেকেই তা করে নিতাম। বরং আমরা তো বাতিলের ওপর সত্যের আঘাত হেনে থাকি। (সূরা আম্বিয়া)

مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ - (الدّخان : ٣٩)

এগুলোকে আমরা সত্যতা ও যথার্থতা সহকারে পয়দা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (সূরা দুখান)

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (٥٠) اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٥١) قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ....(٥٢)- (العنكبوت)

(৫০) এ লোকেরা বলে ঃ এ ব্যক্তির ওপর তার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে নিদর্শনাবলী নাযিল করা হয়নি কেন ?" বলো ঃ "নিদর্শনাদি তো আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে আর আমি তো শুধু সুস্পষ্টভাবে ভয়-প্রদর্শক ও সাবধানকারী।" (৫১) এ লোকদের জন্য এই (নিদর্শন) কি যথেষ্ট নয় যে, আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা এ লোকদেরকে পড়ে শুনানো হয় ?" আসলে এতে রয়েছে রহমত ও নসীহত সে লোকদের জন্য, যারা ঈমান আনে। (৫২) (হে নবী!) বলো ঃ "আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট ......।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ -

আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি তো সে লোকেরা ঈমান আনে, যাদেরকে এই আয়াত শুনিয়ে নসীহত করা হলে তারা সিজদায় অবনত হয় ও নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা। (সিজদা) (সূরা সাজদা ঃ ১৫)

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ......

এবং যারা আল্লাহ্র আয়াত নিয়ে ঝগড়া করে— এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো সনদ বা দলীল না আসা সত্ত্বেও। আল্লাহ এবং ঈমানদার লোকদের কাছে এ নীতি ও আচরণ অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় .........। (সূরা মুমিন)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا - (الاحزاب : ٩)

হে ঈমানদারগণ, স্মরণ করো আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যা তিনি (এইমাত্র) তোমাদের প্রতি দেখিয়েছেন ঃ যখন শত্রু সৈন্যবাহিনী তোমাদের ওপর চড়াও হয়ে এসেছিল, তখন আমরা তাদের ওপর এক প্রবল ঝটিকা পাঠিয়েছিলাম এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলাম, যা তোমাদের গোচরীভূত হয়নি। আল্লাহ্ সবকিছুই দেখছিলেন, যা তখন তোমরা করছিলে। (সূরা আহযাব)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ

أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ - (البقرة : ٢٤٣)

তুমি সে সব লোকের অবস্থা সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছ কি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে বেরে হয়ে পড়েছিল আর তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার ? আল্লাহ্ তাদের বললেন ঃ মরে যাও। অতঃপর তিনি তাদেরকে পুনর্জীবন দান করলেন। বস্তুত আল্লাহ্ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু অধিকাংশ লোকই শোক্র আদায় করে না।

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا ۚ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ - (الشورى : ٣٥)

তখন আমাদের আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ককারী লোকেরা জানতে পারবে যে, তাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থল নেই। (সূরা শূরা ঃ ৩৫)

عَنْ جَابِرٍ رض أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلُهُ وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ لَا يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ، فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَدَعَا ثُمَّ أَخَرَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : انْزِعُوهُ فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ-

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ইন্তেকাল (শাহাদাত বরণ) করেন। (তিনি বলেন) আমি নবী করীম (স) এর নিকট এসে বললাম, আমার পিতা নিজের ওপর কিছু ঋণ রেখে (মারা) গেছেন। অথচ আমার নিকট তার খেজুর বাগানের উৎপাদিত খেজুর ছাড়া আর কিছু নেই। আর ঐ বাগানে কয়েক বছরের উৎপাদনও তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হবে না। সুতরাং আপনি আমার সাথে চলুন যাতে ঋণদাতা আমার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন না করে। তখন রাসূল করীম (স) তার সাথে গেলেন এবং খেজুরের একটি স্তুপের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দো'আ করলেন। তারপর আরেকটি স্তুপের নিকট এলেন (এবং অনুরূপ করলেন) তারপর তিনি একটি স্তুপের ওপর বসে পড়লেন এবং বললেন ঃ এবার খেজুর নিতে থাকো। এভাবে ঋণদাতার সমস্ত পাওনা চুকিয়ে দেয়ার পরও সমপরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রয়ে গেল। (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض اَنَّهٗ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوْفًا عَلَى جُذُوْعٍ مِّنْ نَخْلٍ، فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا خَطَبَ يَقُوْمُ اِلٰى جِذْعٍ مِّنْهَا، فَلَمَّا صَنَعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْنَا لِذٰلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ، حَتّٰى جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهٗ عَلَيْهِ فَسَكَنَتْ -

আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, (প্রথম দিকে) মাসজিদে নববী কতকগুলো খেজুরের খুঁটির ওপর স্থাপিত ছাদ বিশিষ্ট ছিল। নবী করীম (স) যখন খুৎবা দিতেন, তখন ঐ খুঁটিগুলোর একটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। যখন তাঁর জন্য মিম্বর তৈরী হলো এবং তিনি তাতে আসন গ্রহণ করলেন, তখন আমরা ঐ খুঁটি থেকে উষ্ট্রীর স্বরের ন্যায় আওয়াজ শুনতে পেলাম। অবশেষে নবী করীম (স) (তার নিকট) এলেন এবং তার গায়ে হাত রাখলেন। তারপর খুঁটিটা শান্ত হলো। (বুখারী)

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ للّٰهِ ﷺ اِنِّى سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا فَاَنْسَاهُ، قَالَ : اُبْسُطْ رِدَاءَكَ، فَبَسَطْتُهٗ، فَغَرَفَ بِيَدِهٖ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ : ضُمَّهٗ فَضَمَمْتُهٗ فَمَا نَسِيْتُ حَدِيْثًا بَعْدُ - (بخارى)

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (স)-কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি আপনার নিকট থেকে অসংখ্য হাদীস শুনেছি। কিন্তু সব হাদীস আমি ভুলে গেছি। নবী করীম (স) বললেন, তোমার চাদরখানা মেলে ধরো। আমি তৎক্ষণাৎ তা মেলে ধরলাম। তখন নবী করীম (স) নিজের একখানা হাত কিংবা উভয় হাত ঐ চাদরের মধ্যে রাখলেন। তারপর বললেন, এবার চাদরখানা তোমার বুকের সাথে চেপে ধরো। আমি চেপে ধরলাম। তারপর থেকে হাদীস যা আমি নবী করীম (স) থেকে শুনেছি কখনো ভুলিনি।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ، رَاَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا شَدِيْدًا فَانْكَفَيْتُ اِلَى امْرَاَتِى، فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ ؟ فَاِنِّى رَاَيْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيْدًا، فَاَخْرَجَتْ اِلَىَّ جِرَابًا فِيْهِ صَاعٌ مِّنْ شَعِيْرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيْرَ فَفَرَغَتْ اِلٰى فِرَاغِى - وَقَطَعْتُهَا فِىْ بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : لَا تَفْضَحْنِى بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِمَنْ مَّعَهٗ فَجِئْتُهٗ فَسَارَرْتُهٗ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَّنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ كَانَ

عِنْدَنَا، فَتَعَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ مَّعَكَ، فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ : اِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُوْرًا فَحَيَّ هَلًّا، بِكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تُخْبِزُنَّ عَجِيْنَكُمْ حَتّٰى اَجِيْءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتّٰى جِئْتُ اِمْرَاَتِي، فَقَالَتْ : بِكَ وَبِكَ ؟ فَقُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتُ، فَاَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيْنًا فَبَسَقَ فِيْهِ، وَبَارَكَ ثُمَّ عَمِلَ اِلٰى بُرْمَتِنَا فَبَسَقَ فِيْهِ وَ بَارَكَ، ثُمَّ قَالَ : اُدْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ، فَلَا تُنْزِلُوْهَا وَهُمْ اَلْفٌ، فَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ ؛ لَاَكَلُوْا حَتّٰى تَرَكُوْهُ وَانْحَرَفُوْا وَاِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَ اِنَّ عَجِيْنَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন খন্দাক খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী করীম (স)-কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললাম ঃ তোমার কাছে কি খাবার মতো কিছু আছে ? কেননা আমি নবী করীম (স)-কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত দেখে এলাম। তখন সে (আমার স্ত্রী) আমার কাছে একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা পরিমাণ যব বের করল। আর মাত্র এক সা পরিমাণ যবই তাতে ছিল। আমাদের পোষা একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি বকরীর বাচ্চাটি জবাই করলাম এবং গোশত কেটে ডেকচিতে উঠালাম। আর আমার স্ত্রীও যব পিষে আটা তৈরী করল। আমরা একই সাথে কাজ দুটি শেষ করলাম। এরপর আমি নবী করীম (স)-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন আমার স্ত্রী বলল ঃ দেখো, আমাকে নবী করীম (স) ও তাঁর সাহাবাদের কাছে লাঞ্ছিত করো না। আমি নবী করীম (স)-এর কাছে গিয়ে চুপে চুপে তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহ্র নবী! আমরা আমাদের বাড়িতে ছোট একটি বকরীর বাচ্চা জবাই করেছি। আর আমাদের ঘরে এক সা যব ছিল, আমার স্ত্রী তা পিষে আটা তৈরী করেছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে চলুন। এ কথা শুনে নবী করীম (স) উচ্চস্বরে সবাইকে ডেকে বললেন ঃ হে পরিখা খননকারীগণ এসো জলদি চলো, জাবির তোমাদের জন্য খাবার তৈরী করেছেন। তারপর নবী করীম (স) আমাকে বললেন ঃ তুমি যাও, আমি না আসা পর্যন্ত গোশতের ডেক্‌চি চুলা থেকে নামাবে না এবং খামীর থেকে রুটিও তৈরী করবে না। এরপর আমি বাড়িতে আসলাম। নবী করীম (স) ও লোকজন (সাহাবায়ে কেরাম) সহ হাজির হলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলে সে বলল ঃ আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন। তুমি এ কি করলে ? আমি বললাম ঃ তুমি যা বলেছিলে তা করেছি [অর্থাৎ তোমার আশংকা নবী করীম (স)-কে বলেছি ] তখন সে (আমার স্ত্রী) নবী করীম (স)-এর কাছে আটার খামীর এগিয়ে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশালেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করে বললেন ঃ (হে জাবির!) রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাকো। সে আমার পাশে থেকে রুটি প্রস্তুত করুক এবং চুলার ওপর থেকে ডেক্‌চিটি না নামিয়ে গোশত পরিবেশন করুক। জাবির বর্ণনা করেন, সাহাবাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও ডেক্‌চি ভর্তি গোশত টগবগ করে ফুটছিল এবং আটার খামীর থেকে রুটি তৈরী হচ্ছিল। (বুখারী)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا ثُمَّ اَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا لَكُمْ ؟ قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَ

ضًّا بِهِ وَلَانَشْرَبُ إِلَّا مَافِي رَكْوَتِكَ، قَالَ : فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ قَالَ : فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا فَقُلْتُ لِجَابِرٍ : كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشَرَةَ مِائَةً -

হযরত জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার যুদ্ধের সময় একদিন লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়ল। সে সময় মাত্র একটি হাজ্জ পাত্র ভর্তি পানি রাসূল (স)-এর কাছে ছিল। তিনি তা দিয়ে ওযু করলেন। পরে লোকেরা তার কাছে আসলে, তিনি তাদেরকে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র নাবী! আপনার হাজ্জ-পাত্রের পানি ছাড়া আমাদের কাছে পান করার বা ওযু করার মতো কোনো পানি নেই। জাবির বর্ণনা করেছেন ঃ এ কথা শুনে নবী করীম (স) তাঁর হাত হাজ্জ-পাত্রের মধ্যে চুকিয়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী জায়গা থেকে ঝর্ণাধারার মতো পানি ফুটে বের হতে লাগল। জাবির বর্ণনা করেন, যে আমরা সে পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম এবং তা দিয়ে ওযুও করলাম। রাবী সালিম ইবনুল আবুল জাআদ বলেছেন ঃ আমি তখন জাবির ইবনু আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, সে সময় আপনাদের সংখ্যা কত ছিল ? জাবির বললেন ঃ আমাদের সংখ্যা এক লাখ হলেও সেই পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু আমাদের সংখ্যা ছিল তখন পনেরশ মাত্র। (বুখারী)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَامِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ এমন কোনো নবী ছিলেন না যাকে মুজিজা দেয়া হয়নি, যা থেকে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ওয়াহী যা আল্লাহ্‌ আমার কাছে নাযিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কেয়ামাতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার উম্মতদের সংখ্যা সর্বাধিক হবে। (বুখারী)

## ২১. মৃত্যু

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ - (ال عمرٰن : ١٤٣)

তোমরা তো মৃত্যু কামনা করছিলে। কিন্তু এটা তখনকার কথা যখন মৃত্যু তোমাদের সম্মুখে এসে পৌঁছায়নি। এখন তা তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে এবং তোমরা নিজেদের চোখে দেখছ।

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ ......

তারপরে মৃত্যু, সে-তো তোমরা যেখানেই থাকবে, সর্বাবস্থায়ই তা তোমাদেরকে গ্রাস করবে .......... (সূরা নিসা ঃ ৭৮)

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ ۢ بَاقِيَةٍ - (الحاقة : ٨)

এক্ষণে তাদের মধ্যে কেউ রক্ষা পেয়ে অবশিষ্ট আছে বলে কি তুমি দেখতে পাও ?

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ - (الجمعة : ٨)

এদেরকে বলো ঃ "যে মৃত্যু হতে তোমরা পালাচ্ছ তা তো তোমাদের নিকট আসবেই। অতঃপর তোমরা সেই মহান সত্তার নিকট উপস্থিত হবে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন। আর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন সেই সবই যা তোমরা করছিলে।" (সূরা জুম'আ)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ اَفَاۡئِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ (٣٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ (٣٥) (الانبياء)

(৩৪) আর (হে মুহাম্মদ!) চিরন্তন জীবন তো আমরা তোমার পূর্বে কোনো মানুষের জন্যই সাব্যস্ত করে দেইনি। তুমি যদি মরে যাও, তবে এ লোকেরা কি চিরদিন বেঁচে থাকবে ? (৩৫) প্রত্যেক জীবন্ত সত্তাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর আমরা ভালো ও মন্দ অবস্থায় ফেলে তোমাদের সকলের পরীক্ষা করছি। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই আমাদের দিকে ফিরে আসতে হবে। (সূরা আম্বিয়া)

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ (الملك : ٢)

তিনিই মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরখ করে দেখতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি যেমন সর্বজয়ী শক্তিমান, তেমনি ক্ষমাশীলও। (সূরা মূলক ঃ ২)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ : مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِاُخْرٰى، فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : وَجَبَتْ، فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ : مَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ : هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ -

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা একটি জানাযার কাছে দিয়ে যাবার সময় তারা লোকটি প্রশংসা করলে রাসূলে করীম (স) বললেন, ওয়াজিব বা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। এরপর আকেটি জানাযার কাছ দিয়ে অতিক্রমকালে তারা সেই মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ ও বদনাম করলে নাবী করীম (স) বলেন, ওয়াজিব বা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। (এ কথা শুনে) ওমরর ইবনুল খাত্তাব নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কি ওয়াজিব হলো ? জবাবে তিনি বললেন, এ লোকটি যার তোমরা প্রশংসা করলে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর যে লোকটির তোমরা নিন্দাবাদ বা বদনাম করলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। কেননা, পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহ্র সাক্ষী। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا تَسُبُّوْا الْاَمْوَاتَ، فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوْا اِلَى مَا قَدَّمُوْا -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা মৃত ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ গালাগালি করো না। কেননা, নিজেদের কৃতকর্মের (পরিণাম ফলের) নিকট তারা পৌঁছে গেছে। (বুখারী)

عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ قَدِّمُوْنِى وَ اِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَاوَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْئٍ اِلَّاالْاِنْسَانُ وَلَوْ سَمِعَهَا الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ -

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেছেন, জানাযা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর লোকেরা যখন তা কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি মৃত ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয় তাহলে সে বলে, আমাকে দ্রুত নিয়ে চলো, আমাকে দ্রুত নিয়ে চলো। আর যদি সে সৎকর্মশীল না হয় তাহলে বলে, হায়! হায়! (আমাকে নিয়ে) তোমরা কোথায় যাচ্ছ। মানুষ ছাড়া তার এ ক্রন্দন ধ্বনি সবাই শুনতে পায়। মানুষ তা শুনতে পেলে অবশ্যই ভয়ে চীৎকার করে উঠত। (বুখারী)

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ رض قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ رض عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَعْرَابِ جُفَاةٌ يَاتُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ فَيَسْاَلُوْنَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ اِلَى اَصْغَرِهِمْ فَيَقُوْلُ اِنْ يَعِشْ هٰذَا لَايُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتّٰى يَقُوْمَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِىْ مَوْتَهُمْ -

সাদাকা (রহ) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক কঠিন মেজাজের গ্রাম্য লোক নবী করীম (স)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করত কেয়ামত কবে হবে? তখন তিনি তাদের সর্ব-কনিষ্ঠ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলতেন ঃ যদি এ ব্যক্তি কিছু দিন বেঁচে থাকে তবে তার বুড়ো হওয়ার আগেই তোমাদের কেয়ামত এসে যাবে। হিশাম বলেন যে, এ কেয়ামতের অর্থ হলো, তাদের মৃত্যু। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ رض قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ رض عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ رض قَالَ اَخْبَرَنِى اِبْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ رض اَنَّ اَبَا عَمْرٍ وَذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَاةَ اَخْبَرَهُ اَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةً اَوْ عُلْبَةٌ فِيْهَا مَاءٌ يَشُكُّ عُمَرُ فَجَعَلَ يَدْخِلُ يَدَيْهِ فِى الْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى حَتّٰى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ -

মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ ইবনে মায়মুন (রা)....... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, রাসূল করীম (স)-এর সামনে চামড়ার অথবা কাঠের এক পাত্রে কিছু পানি রাখা ছিল (উমর সন্দেহ করতেন) তিনি তার উভয় হাত ঐ পানির মধ্যে দাখিল করতেন। এরপর নিজ মুখমণ্ডলে উভয় হাত দ্বারা মসেহ করতেন এবং 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ' বলতেন। আরও বলতেন ঃ নিশ্চয়ই

মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা রয়েছে। তারপর দু'হাত তুলে দো'আ করতে লাগলেন। ইয়া আল্লাহ! আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর দরবারে পৌছিয়ে দিন। এ সময়ই তার (রূহ) কব্য করা হলো আর হাত দুটি ঢলে পড়ল। (বুখারী)

حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىِّ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ مُسْتَرِيْحٌ مِنْهُ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَاَذَا هَا اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيْحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ -

ইসমাঈল (রহ) ....... কাতাদা ইবনে রিবঈ আনসারী (রা) বর্ণনা করেন। একবার রাসূলে করীম (স)-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তা দেখে বললেন ঃ সে শান্তি প্রাপ্ত অথবা তার থেকে শান্তিপ্রাপ্ত। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূল! 'মুস্তারিহ' ও 'মুস্তারাহ মিনহু'-এর অর্থ কি ? তিনি বললেন ঃ মুমিন বান্দা মরে যাওয়ার পর দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ্‌র রহমতের দিকে পৌঁছে শান্তি প্রাপ্ত হয়। আর গুনাহগার বান্দা মরে যাওয়ার পর তার আচার-আচরণ থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, গাছ-পালা ও প্রাণীকুল শান্তিপ্রাপ্ত হয়। (বুখারী)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ كَعْبٍ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مُسْتَرِيْحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ -

মুসাদ্দাদ (রহ) ........ আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) মৃত ব্যক্তি হয়ত মুস্তারীহ (নিজে শান্তিপ্রাপ্ত) হবে অথবা মুস্তারাহ মিনহু (লোকজন) তার থেকে শান্তি লাভ করবে। মুমিন (দুনিয়ার ফিত্‌না যাতনা থেকে) শান্তি লাভ করে। (বুখারী)

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ سَمِعَ اَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقٰى مَعَهُ وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقٰى عَمَلُهُ -

হুমায়াদী (রহ) .... আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে থাকে। দু'টি ফিরে আসে আর একটি তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল তার অনুসরণ করে থাকে। তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে, পক্ষান্তরে তার আমল তার সাথে থেকে যায়। (বুখারী)

حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلٰى مَقْعَدَةٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً اِمَّا النَّارُ وَاِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى تُبْعَثَ-

আবূ নুমান (রহ) ......... ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন। রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন কবরেই প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তার জান্নাত অথবা জাহান্নামের ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়। এবং বলা হয় যে, এই হলো তোমার ঠিকানা। তোমার পুনরুত্থান পর্যন্ত। (বুখারী)

## ২২. প্রচার

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ – (الشعراء : ٢١٤)

আর নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও । (সূরা শু'আরা ঃ ২১৪)

وَالَّذِيْنَ جٰهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ......... (العنكبوت : ٦٩)

আর যারা আমারই জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ দেখাব।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ – (ق : ٤٥)

(হে নবী!) যেসব কথা-বার্তা এ লোকেরা রচনা করে, সেগুলোকে আমরা ভালো করেই জানি। আর তোমার কাজ তাদের দ্বারা জোরপূর্বক সত্যকে মানিয়ে লওয়া নয়। তুমি শুধু এ কুরআনের সাহায্যেই এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপদেশ দাও যারা আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۔ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا (٣) –(النصر)

(১) যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে ও বিজয় লাভ হবে; (২) আর (হে নবী!) তুমি দেখতে পাবে যে, লোকেরা দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে দাখিল হচ্ছে, (৩) তখন তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর হামদ সহকারে তাঁর তসবীহ্ করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করো; নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই তওবা গ্রহণকারী। (সূরা নসর)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ رض وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلِّغُوْا وَلَوْعَنِّىْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ –

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার করো। আর বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলোচনা করো তাতে কোনো দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছা পূর্বক মিথ্যা আরোপ করে (অর্থাৎ সে নিজের কথা আমার কথা বলে চালিয়ে দেয়) তার নিজ ঠিকানা জাহান্নামের সন্ধান করা উচিত। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ لَيْلَةً اُسْرِىَ بِىْ رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَّارٍ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَاجِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ اُمَّتِكَ يَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ اَنْفُسَهُمْ .

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ মেরাজের রাতে আমি দেখতে পেলাম, কতকগুলো লোকের দুটি ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। আমি

জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা ? তিনি বললেন ঃ এরা হলো আপনার উম্মতের মোবাল্লিক (প্রচারক)। যারা অপরকে নেক কাজ করার নসিহত করত কিন্তু নিজেরা তা আমল করত না। (মিশকাত)

عَنْ حُذَيْفَةَ رض اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَأمُرُوْنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَايُسْتَجَابُ لَكُمْ - (ترمذى)

হযরত আবু হোযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেন ঃ আমি আল্লাহ শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোককে বারণ করবে। নতুবা তোমাদের ওপর শীঘ্রই আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা (আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্যে) দো'আ করতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল হবে না। (তিরমিজী)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَضَرُ اللّٰهُ اُمْرَا سَمِعَ مِنَّا شَيًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

রাসূল করীম (স) বলেন ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে চিরসবুজ রাখবেন যে আমার নিকট থেকে কিছু শুনতে পেলো এবং অন্যের কাছে যথাযথ ভাবে তা পৌছে দিল। কেননা প্রায়শঃই মুবাল্লিগ (প্রচারক) শ্রোতার তুলনায় অধিক সংরক্ষণ করতে পারে। (তিরমিজী)

عَنْ عِكْرَمَةَ رض اَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ رض قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَاتُمِلَّنَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰ وَلَااُلْفِيَنَّكَ تَاْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ فِىْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِهٖ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ، وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ، وَاَنْظُرُ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّىْ عَهِدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ - (بخارى)

হযরত ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক সপ্তাহে (জুময়ার দিন) নসীহত করো। এর অধিক দুবার অথবা এর অধিক তিনবার করতে পারো। তবে এর অধিক (অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে তিনবারের অধিক) নসীহত করো না এবং মানুষকে এই কুরআন সম্পর্কে বিতৃষ্ণ করে তুলনা। আর কখনো এমনটি যেনো না হয় যে, তুমি একদল লোকের নিকট যাবে এই অবস্থায় যে, তারা নিজেদের কথাবার্তায় লিপ্ত আছে ইতিমধ্যে তুমি তাদের কথার মাঝে বক্তৃতা শুরু করে দেবে আর তাদের আলোচনায় বিঘ্ন ঘটাবে। যদি তোমরা এরূপ করো তাহলে তোমরা তাদেরকে নিজেদের নসীহতের প্রতি বিতশ্রদ্ধ করে তুলবে। বরং এমতাবস্থায় নীরব থাকাই উত্তম। অতঃপর যখন তাদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করবে এবং তোমাকে নসীহত করার জন্যে অনুরোধ জানাবে কেবল তখনই তাদের নিকট নসীহতপূর্ণ বক্ততা পেশ করবে। লক্ষ্য রাখবে যেনো বক্তৃতায় তোমাদের ভাষায় ছন্দযুক্ত ও দুর্বোধ্য না হয়। কেননা আমি রাসূল করীম (স) ও তাঁর সাহাবীদেরকে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে দেখিনি। (বুখারী)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَ هَاثَلْثًا حَتّٰى تَفْهَمَ عَنْهُ -

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (স) যখন কোনো কথা বলতেন তখন তিনি তিনবার করে বলতেন (যখন প্রয়োজন বোধ করতেন) যেনো তা মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারে। (বুখারী)

قَالَ مُعَوِيَةُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ مِنْ اُمَّتِى اُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِاَمْرِ اللّٰهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَلَقَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ - (بخارى، مسلم)

হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেছেন ঃ আমি রাসূল করীম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকবে, যারা হবে আল্লাহ হুকুমের বাহক ও তাঁর দ্বীনের রক্ষক। যে সমস্ত লোক তাদের মত পোষণ করবে না কিংবা তাদের বিরোধিতা করবে তারা (বিরোধিরা) তাদেরকে ধ্বংস করতে কিংবা তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ্র ফয়সালা এসে যাবে। আর এই দ্বীনের রক্ষকেরা এ অবস্থার ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)

## ২৩. দ্বীনের দাওয়াত

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ -( النحل : ١٢٥)

(হে নবী!) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর পথের দিকে আহবান জানাও হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক করো এমন পন্থায়, যা অতি উত্তম। তোমার রব্বই বেশি ভালো জানেন, কে তার পর থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে আর কে সঠিক পথে আছে।

قَالَ عَلِىٌّ اِنَّ لِلْقُلُوْبِ شَهَدَاتٍ وَاِقْبَالًاوَّ اِدْبَارًا- فَاْتُوْهَا مِنْ قِبَلِ شَهَوَاتِهَا وَاِقْبَالِهَا، فَاِنَّ الْقَلْبَ اِذَا اُكْرِهَ عَمِىَ - (كتاب الخراج، ابويوسف)

হযরত আলী (রা) বলেছেন ঃ আন্তরের কিছু আগ্রহ ও কামনা থাকে। কোনো কোনো সময় সে (অন্তর) কথা শুনার জন্যে প্রস্তুত থাকে এবং কোনো কোনো সময় তার (কথা শুনার) জন্যে প্রস্তুত থাকে না। অতএব মানুষের অন্তরের সেই আবেগ ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই কথা বলবে (দাওয়াতী কাজ করবে)। কেননা মনের অবস্থা এই যে, তাকে জবরদস্তি করে কিছু শুনাতে গেলে সে অন্ধ হয়ে যায় এবং একথা (যা বলা হচ্ছে তা) কবুল করতে অস্বীকৃতি জানায়। (কিতাবুল খারাজ)

عَنْ اَنَسٍ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا - (متفق عليه)

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) বলেছেন, সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَبِقَلْبِهٖ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانُ - (مسلم)

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেছেন, তোমাদের কেহ যদি কোনো অন্যায় কাজ অনুষ্ঠিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন তার হাত দিয়ে ঠেকায়। আর যদি তার সে শক্তি না থাকে, তাহলে যেন মৌখিক নিষেধ করে। যদি সে মৌখিক বারণ করতেও অপারগ হয়, তাহলে যেন অন্তরের উক্ত কাজকে ঘৃণা করে। আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করাটা হলো ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرَ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا - (ابوداؤد)

হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র নবীকে একথা বলতে শুনেছি যে, যে জাতির মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হয়, আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি রাখা সত্ত্বেও তাতে তাকে বিরত রাখে না, আল্লাহ সে জাতির ওপর মৃত্যুর পূর্বে-ই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দেবেন। (আবু দাউদ)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ رض عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُّنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ ذَالِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانُ - (مسلم)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ তোমাদেরকে যদি কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখে, তাহলে সে যেনো তার হাত দ্বারা (ক্ষমতা দ্বারা) প্রতিহত করে। যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে বা সম্ভব না হয়, তাহলে সে যেনো মুখের (জবানের) দ্বারা প্রতিবাদ জানায়। যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে সে যেনো অন্তর দ্বারা উক্ত কাজকে ঘৃণা করে (এবং উক্ত কাজকে বন্ধ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে) আর অন্তরে ঘৃণা পোষণ করা হলো ঈমানের দুর্বলতম লক্ষণ। (মুসলিম)

عَنْ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ وَسَلَّمَ كَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَحَاضُنَّ عَلَى الْخَيْرِ اَوْ لَيَسْتَحَتَنَّكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا بِعَذَابٍ اَوْ لَيُوْ عَمِرُنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُوْا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ - (مسند احمد)

হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ অবশ্যই তোমরা নেক কাজের নির্দেশ দেবে এবং পাপ কাজ থেকে লোককে বিরত রাখবে। অন্যথায় এক সামগ্রিক আযাবের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরক ধ্বংস করে দেবেন। অথবা তোমাদের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম পাপী লোকগুলোকে তোমাদের শাসক নিযুক্ত করবেন। অতঃপর তোমাদের নেককার লোকেরা দো'আ করতে থাকবে, কিন্তু তাদের দো'আ কবুল করা হবে না।

عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرَ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا. (ابو داود)

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলে করীম (স)-কে একথা বলতে শুনেছি ঃ যে জাতির মধ্যে কোনো এক ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হয় আর উক্ত জাতির লোকেরা শক্তি রাখা সত্ত্বেও তা হতে তাকে বিরত রাখে না, আল্লাহ সে জাতির ওপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দেবেন। (আবু দাঊদ)

حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو رض وَالٰى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ، عَصَتْ وَ اَبَتْ، فَادْعُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا، وَأْتِ بِهِمْ -

আবু নুআইম (রহ) ... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফায়েল ইবনে আমার (রা) নবী করীম (স)-এর কাছে এসে বললেন, দাওস গোত্র হালাক হয়ে গেছে। তারা নাফরমানি করেছে এবং (দ্বীনের দাওয়াত) গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আপনি তাদের প্রতি বদদো'আ করুন। তখন নবী করীম (স) বললেন, হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হেদায়েত দান করুন এবং (দ্বীনের দিকে) নিয়ে আসুন। (বুখারী)

## ২৪. পক্ষাপাতিত্ব

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ....... (اٰل عمرٰن : ٧٣)

উপরন্তু তারা পরস্পর বলাবলি করে যে, নিজেদের ধর্মমতের লোক ছাড়া আর কারো কথা মেনে নিও না...। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৭৩)

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ج فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ط اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ - (التوبة : ١١٤)

ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে মাগফেরাতের দো'আ করেছিল, তা ছিল সে ওয়াদার কারণে, যা সে তার পিতার কাছে করেছিল। কিন্তু যখন তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন সে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম বড়ই নম্র-হৃদয়, আল্লাহ্ ভীরু ও পরম ধৈর্যশীল লোক ছিল। (সূরা তওবা ঃ ১১৪)

## ২৫. কঠোরতা

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ -

তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না ফেতনা চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যায় ও দ্বীন কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট হয়। এরপর যদি তারা বিরত হয় তবে বুঝে নিও যে, কেবলমাত্র জালিমদের ছাড়া আর কারো ওপর হস্ত প্রসারিত করা সঙ্গত নয়। (সূরা বাকারা-১৯৩)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ - (اٰل عمرٰن : ٨٥)

এই আনুগত্য (ইসলাম) ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তার সে পন্থা কক্ষনোই কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ – (الممتحنة : ٤)

তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে একটা উত্তম আদর্শ রয়েছে। সে তার জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিল ঃ "আমি তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মা'বুদদের তোমরা পূজা-উপাসনা করো তাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিরাগভাজন। আমরা তোমাদের সাথে তাবৎ সম্পর্ক অমান্য করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা স্থাপিত হয়েছে ও বিরোধ-ব্যবধান শুরু হয়ে গেছে— যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনবে"। তবে ইবরাহীমের তার পিতাকে এ কথা বলা (এ হতে স্বতন্ত্র ব্যাপার) যে, "আমি আপনার জন্য মাগফেরাত চেয়ে অবশ্যই আবেদন করব। তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আপনার জন্য কিছু আদায় করে লওয়া আমার সাধ্যের বাইরে"। (আর ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রার্থনা ছিল এই ঃ) "হে আমাদের সৃষ্টিকতা-প্রতিপালক! তোমার ওপরই আমরা ভরসা ও নির্ভরতা রেখেছি, তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার নিকটই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা মুমতাহানা ঃ ৪)

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ (٢٩) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا أُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ أَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيْمٌ (١١٤) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٥) – (التوبة)

(২৯) যুদ্ধ করো আহলি কিতাবের সে লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ এবং পরকাল দিবসের প্রতি ঈমান আনে না। আর আল্লাহ্ ও তার রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হারাম করে না। এবং সত্য দ্বীন-ইসলামকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে না। (তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো) যতক্ষণ না তারা নিজেদের হাতে জিজিয়া দিতে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয়। (১১৩) নবী এবং ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভা পায় না যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন; যখন তাদের কাছে

এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামে যাওয়ারই উপযুক্ত। (১১৪) ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে মাগফেরাতের দো'আ করেছিল, তা ছিল সে ওয়াদার কারণে, যা সে তার পিতার কাছে করেছিল। কিন্তু যখন তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহ্‌র দুশমন, তখন সে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সত্য কথা এই যে, ইবরাহীম বড়ই নম্র-হৃদয়, আল্লাহ্ ভীরু ও পরম ধৈর্যশীল লোক ছিল। (৫) অতএব হারাম মাস যখন অতিবাহিত হবে, তখন মুশরিকদেরকে হত্যা করো যেখানেই তাদের পাও এবং তাদেরকে ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রতিটি ঘাটিতে তাদের সন্ধান নেয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে বসে থাকো। অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা তওবা)

....... فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ - (القصص : ٨٦)

...... অতএব তুমি কাফেরদের সাহায্যকারী হয়ো না। (সূরা কাসাস ঃ ৮৬)

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا (٢٦) اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧)- (النوح)

(২৬) আর নূহ বলল ঃ 'হে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! এই কাফেরদের মধ্য থেকে ভূপৃষ্টে বসবাসকারী একজনকেও ছোড়ে দিওনা। (২৭) তুমি যদি এদেরকে এখানে ছেড়ে দাও, তাহলে এরা তোমার বান্দাহদেরকে গুমরাহ করে দেবে। আর এদের বংশে যারাই জন্মিবে দূরাচারী ও কট্টর কাফেরই হবে। (সূরা নূহ)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (٧٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (١٢٣) - (التوبة)

(৭৩) হে নবী! কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ করো এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন করো। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (১২৩) হে ঈমানদার লোকেরা, যুদ্ধ করো সে সত্য অমান্যকারী লোকদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের নিকটবর্তী রয়েছে। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখো, আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সঙ্গেই রয়েছেন। (সূরা তওবা)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ........ (التحريم : ٩)

হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর নীতি প্রয়োগ করো......... (সূরা তাহরীম ঃ ৯)

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ .... (٤) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ (٨) -(محمد)

(৪) অতএব এ কাফেরদের সাথে যখন তোমাদের সম্মুখ-যুদ্ধ সংঘটিত হবে তখন প্রথম কাজই হলো গলাসমূহ কর্তন করা......। (৮) আর যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য ধ্বংস নিশ্চিত

এবং আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী বিভ্রান্ত করে দিয়েছেন। কেননা তারা সে জিনিস অপছন্দ করেছে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। (সূরা মুহাম্মদ)

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ - (الممتحنة : ١٣)

হে ঈমানদার লোকেরা ! সেই লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা গযব নাযিল করেছেন । তারা পরকাল সম্পর্কে তেমনি নিরাশ, যেমন কবরে সমাধিস্থ কাফেররা নিরাশ। (সূরা মুমতাহানা ঃ ১৩)

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاۤءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ - (المائدة : ٥١)

হে ঈমানদার লোকগণ! ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; এরা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জালিমদেরকে নিজের হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করেন।

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاۤءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۚ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِىْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۤءَ السَّبِيْلِ (١) اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاۤءً وَّيَبْسُطُوْۤا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْۤءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ (٢)- ( الممتحنة )

(১) হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার জন্য ও আমার সন্তুষ্টি লাভের মানসে (স্বদেশ ছেড়ে নিজেদের ঘর থেকে) বের হয়ে থাকো, তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু বানিও না। তোমরা তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তা মেনে নিতে তারা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করেছে। আর তাদের আচরণ এই যে, তারা রাসূল এবং স্বয়ং তোমাদেরকে শুধু এ কারণে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত করে যে, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য বের হয়ে থাকো, কেমন করে তোমরা গোপনে তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণী পাঠাও, অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে করো আর যা করো প্রকাশ্যে প্রতিটি ব্যাপারই আমি ভালোভাবেই জানি। তোমাদের যে ব্যক্তিই এরূপ করে নিশ্চিত জেনো সে সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। (২) তাদের আচরণ তো এই যে, তারা তোমাদেরকে কাবু ও জব্দ করতে পারলে তোমাদের সাথে শত্রুতা করে, হাত ও মুখের ভাষা দ্বারা তোমাদেরকে কষ্ট দেয়। তারা তো এই চায় যে, কোনো-না-কোনোভাবে তোমরা কাফের হয়ে যাও। (সূরা মুমতাহানা)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٣) قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (٢٤)- (التوبة)

(২৩) হে ঈমানদার লোকেরা! নিজেদের পিতা ও ভাইকেও আপন বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালোবাসে। তোমাদের যে লোকই এই ধরনের লোকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে-ই জালিম হবে। (২৪) হে নবী! বলে দাও যে, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা ও তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের সে ধন-মাল যা তোমরা উপার্জন করেছ, সে ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় করো আর তোমাদের সে ঘর যাকে তোমরা খুবই পছন্দ করো— তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে চেষ্টা-সাধনা করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। আর আল্লাহ তো ফাসিক লোকদেরকে কখনোই হেদায়েত করেন না। (সূরা তওবা)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ۚ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ۚ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۚ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٢٢) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ..... (٥)- (المجادلة)

(২২) তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো সেসব লোকদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধতা করেছে— তারা তাদের পিতাই হোক কিংবা তাদের পুত্রই হোক বা ভাই-ই হোক অথবা হোক তাদের বংশ-পরিবারের লোক। এরা সেই লোক আল্লাহ তা'আলা যাদের হৃদয়ে ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা 'রূহ' দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যেসবের নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে আল্লাহ্র প্রতি। এরা আল্লাহ্র দলভুক্ত লোক। জেনে রাখো, আল্লাহ্র দলভুক্ত লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। (৫) যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধতা করে, তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে, যেমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে......। (সূরা মুজাদেলাহ)

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا- (النساء : ٨٩)

তারা তো এটাই চায় যে, তারা নিজেরা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনিভাবে কাফের হয়ে যাও, যেন তোমরা ও তারা একেবারে সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্য থেকে কাউকেও নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে আসবে। আর তারা যদি হিজরত না করে, তবে তোমরা যেখানেই পাও তাদেরকে ধরো ও হত্যা করো এবং তাদের মধ্যে কাউকেও নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করবে না। (সূরা নিসা ঃ ৮৯)

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٤)

(৩৩) যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি এই যে, হত্যা করা হবে কিংবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা উল্টা দিক হতে কেটে ফেলা হবে কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। তাদের এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়; কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এর অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (৩৪) কিন্তু (বাঁচতে পারবে কেবল তারা) যারা তওবা করবে তাদের ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পূর্বে। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ-ই হচ্ছেন অতীব ক্ষমাকারী ও বিপুল অনুগ্রহশীল। (সূরা মায়েদা)

فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٨) وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (٩)- (القلم)

(৮) কাজেই তুমি এই অমান্যকারীদের কোনো চাপে পড়ে কিছু করো না। (৯) এ লোকেরা তো চায় যে, তুমি কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলে তারাও কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে।

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٥) ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (٥٦) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٥٧) - (الانفال)

(৫৫) নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে জমিনের বুকে বিচরণশীল জন্তু-প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্টতম হচ্ছে সেসব লোক, যারা মহাসত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে; অতঃপর তারা কোনো প্রকারেই তা কবুল করতে প্রস্তুত হয়নি। (৫৬) (বিশেষ করে) তাদের মধ্যে সে লোকেরা (অধিকতর নিকৃষ্ট), যাদের সাথে তুমি সন্ধি-চুক্তি করেছ, তারপর তারা প্রতিটি সুযোগেই তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ্‌কে এক বিন্দুও ভয় করে না। (৫৭) অতএব এই লোকদেরকে যদি তোমরা যুদ্ধের ময়দানে পেয়ে যাও, তাহলে তাদেরকে এমনভাবে শাস্তি দেবে যে, অপর যেসব লোক তাদের মতো আচরণ করবে, তাদের চেতনা জাগ্রত হবে। আশা করা যায় যে, ওয়াদা ভঙ্গকারীদের এই পরিণতি দেখে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। (সূরা আনফাল)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ رض قَالَ حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ رض قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ رض قَالَ عَلِيٌّ رض إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيثًا، فَوَاللّٰهِ لَأَنْ

اَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَاِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ فَاِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ، وَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ، حُدَّاثُ الْاَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَايُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ، حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ فِىْ قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

উমর ইবনে হাফ্স ইবনে গিয়াস (রহ) ....... সুয়ায়দ ইবনে গাফালা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন, আমি যখন তোমাদেরকে রাসূলে করীম (স)-এর কোনো হাদীস বর্ণনা করি 'আল্লাহ্‌র কসম তখন তাঁর ওপর মিথ্যা কথা আরোপ করার চেয়ে আকাশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়াটা আমার কাছে শ্রেয়। কিন্তু আমি যদি আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয় সম্পর্কে কিছু বলি, তাহলে মনে রাখতে হবে যে, যুদ্ধ একটি কৌশল। আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা হবে অল্পবয়স্ক যুবক, নির্বোধ। তারা সৃষ্টির সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম কথা থেকে আবৃত্তি করবে, অথচ ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তাদেরকে যেখানেই তোমরা পাবে হত্যা করবে। কেননা তাদেরকে হত্যা করলে হত্যাকারীর জন্য কেয়ামত দিবসে প্রতিদান রয়েছে। (বুখারী)

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رض قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ تِلْكَ الْحَجَّةِ فِىْ مُؤَذِّنِيْنَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُوْنَ بِمِنًى اَنْ لَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوْفَ الْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ثُمَّ اَرْدَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِعَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رض وَاَمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رض فَاَذَّنَ مَعَنَا عَلِىٌّ رض يَوْمَ النَّحْرِ فِىْ اَهْلِ مِنًى بِبَرَاءَةٍ وَاَنْ لَايَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَذَنَهُمْ اَعْلَمَهُمْ -

সাঈদ ইবনে ওফায়র (রহ) ....... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) নমব হিজরীর হজ্জে আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন যে, আমি কুরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সঙ্গে মিনায় (সমবেত লোকদের) এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ্জ করার জন্য আসবে না। আল্লাহ্‌র ঘর উলংগ অবস্থায় তওয়াফ করবে না। হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান (রা) বলেন ঃ রাসূল করীম (স) হযরত আলী (রা)-কে পুনরায় এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তুমি সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করে দাও। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, মীনায় অবস্থানকারীদের মাঝে (কুরবানীর পর) আলী (রা) আমাদের সাথে ছিলেন এবং সূরায়ে বারাআতের বিধানসমূহ ঘোষণা করলেন, এ বছরের পর কোনো মুশরিক হজ্জ করার জন্য আসবে না। কেউ উলংগ অবস্থায় ঘর তওয়াফ করবে না। আবূ আবদুল্লাহ (রহ) বলেন ঃ اَذَنَهُمْ অর্থ, তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (বুখারী)

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ رض قَالَ حَدَّثَنَا بَيَان اَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ رض قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا اَوْ اِلَيْنَا اِبْنُ عُمَرَ رض فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرَى فِيْ قِتَالِ الْفِتْنَةِ قَالَ وَهَلْ تَدْرِيْ مَالْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ الدُّخُوْلُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ -

আহমদ ইবনে ইউনুস (রহ) ....... সাঈদ ইবনে যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে উমর (রা) আমাদের কাছে এলেন। বর্ণনাকারী اَلَيْنَا অথবা عَلَيْنَا শব্দ বলেছেন। এরপর এক ব্যক্তি বলল, ফিতনা সম্পর্কিত যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার রায় কি ? আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, ফিতনা কি তা তুমি জানো ? মুহাম্মদ (স) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। সুতরাং তাদের কাছে যাওয়া ছিল ফিতনা। তাঁর সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধ করা তোমাদের রাজত্বের জন্য যুদ্ধ করার সমতুল্য নয়। (বুখারী)

حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ رض قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ رض عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رض عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيْ عَمِّ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ، فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبِ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَنَزَلَتْ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ -

ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (রহ) ....... মুসাইয়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ তালিবের মৃত্যুর আলামত দেখা দিল তখন নবী করীম (স) তার কাছে গেলেন। এ সময় আবু জেহেল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়াও সেখানে বসা ছিল। নবী করীম (স) বললেন, হে চাচা! আপনি পড়ুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আপনার মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট এ নিয়ে আবেদন পেশ করব। এ কথা শুনে আবূ জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব! তুমি কি মৃত্যুর সময় (তোমার পিতা) আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে চাও ? নবী করীম (স) বললেন, হে চাচা! আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী করীম (স) এবং মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয়, যখন এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।" (বুখারী)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ح وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض اَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلَ دُعِيَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَبْتُ اِلَيْهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّىْ عَلٰى ابْنِ اُبَيٍّ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَ وَكَذَا قَالَ اُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَخِّرْ عَنِّىْ يَاعُمَرُ، فَلَمَّا اَكْثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ اِنِّىْ خُيِّرْتُ، فَاخْتَرْتُ لَوْ اَعْلَمُ اَنِّىْ اِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ يُغْفَرْلَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا، قَالَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ اِلَّا: يَسِيْرًا، حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا، اِلٰى قَوْلِهٖ وَهُمْ فَاسِقُوْنَ، قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ -

ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়র (রহ) তিনি লাইস থেকে তিনি উকাইল থেকে এবং অন্য একজন বলেন তিনি লাইস থেকে তিনি উকাইল থেকে তিনি ইবনে শিহাব থেকে তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তিনি..... উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ্ উবায় ইবনে সালুল মারা গেল, তখন রাসূল করীম (স)-কে তার জানাযার নামায পড়াবার জন্য আহবান করা হলো। রাসূল (স) যখন (জানাযার জন্য) উঠে দাঁড়ালেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ইবনে উবায়-এর জানাযার নামায পড়াবেন ? অথচ যে লোক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, আমি তার কথাগুলো রাসূলে করীম (স)-এর সামনে এক একটি করে উল্লেখ করছিলাম। তখন রাসূল (স) মুচকি হাসি দিয়ে আমাকে বললেন, হে উমর, আমাকে যেতে দাও। আমি বারবার বলাতে তিনি বললেন, আল্লাহ্ আমাকে ইখ্তিয়ার দিয়েছেন। আমি তা গ্রহণ করেছি। আমি যদি বুঝতে পারি যে, সত্তরবারের চেয়েও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন, তবে আমি সত্তর বারের অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করব। এরপর রাসূলে করীম (স) তার জানাযার নামায আদায় করলেন এবং (জানাযা) থেকে প্রত্যাবর্তন করে আসার পরই সূরা বারাআতের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, "তাদের কেউ মারা গেলে কখনও তার জানাযার নামায আদায় করবে না। এরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) প্রতি অবিশ্বাস করেছে এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। উমর (রা) বলেন, রাসূলে করীম (স)-এর সামনে আমার এ দুঃসাহসের জন্য পরে আমি চিন্তা করে আশ্চর্যান্বিত হতাম। বস্তুত আল্লাহ্ ও তার রাসূল অধিক জ্ঞাত। (বুখারী)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّ رَجُلًا جَائَهُ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا اِلٰى .... اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ لَّا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَهُ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ اَغْتَرُّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلَا اُقَاتِلُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَغْتَرَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ الَّتِىْ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اِلٰى .... اٰخِرِهَا قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا يَكُوْنَ فِتْنَةٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ كَانَ

الْاِسْلَامُ قَلِيْلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِيْ دِيْنِهِ اِمَّا يَقْتُلُوْهُ وَاِمَّا يُوْثِقُوْهُ حَتّٰى كَثُرَ الْاِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً فَلَمَّا رَاٰى اَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيْمَا يُرِيْدُ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِيْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ مَا قَوْلِيْ فِيْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، اَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللّٰهُ قَدْ عَفَاعَنْهُ، فَكَرِهْتُمْ اَنْ تَعْفُوْا عَنْهُ، وَاَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَتَنُهُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ وَهٰذِهِ اِبْنَتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ -

হাসান ইবনে আবদুল আজিজ (রহ) তিনি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহ্ইয়া থেকে তিনি হায়াত থেকে তিনি বকর ইবনে আমর থেকে তিনি বুকাইর থেকে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! আল্লাহ্র তাঁর কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন আপনি কি তা শোনেন না ? وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا.. মুমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে.... সুতরাং আল্লাহ্র কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধ করতে কোন বস্তু আপনাকে নিষেধ করছে ? এরপর তিনি বললেন, হে ভাতিজা! এই আয়াতের তাবীল বা ব্যাখ্যা করে যুদ্ধ না করা আমার কাছে অধিক প্রিয় وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا...... "যে স্বেচ্ছায় মুমিন খুন করে," আয়াতে তাবীল করার তুলনায়। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ বলেছেন ঃ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَايَكُوْنَ فِتْنَةٌ "তোমরা ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করবে, "ইবনে উমর (রা) বললেন, রাসূল করীম (স)-এর যুগে আমরা তা করেছি যখন ইসলাম দুর্বল ছিল। ফলে লোক তার দ্বীন নিয়ে ফিতনায় পড়ত, হয়ত কাফেররা তাকে হত্যা করত নতুবা বেঁধে রাখত। ক্রমে ক্রমে ইসলামের প্রসার ঘটল এবং ফিতনা থাকল না। সে লোকটি যখন দেখল যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তার উদ্দেশ্যের অনুকূল হচ্ছেন না তখন সে বলল যে, 'আলী (রা) এবং উসমান (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? উবনে উমর (রা) বললেন যে, 'আলী (রা), তিনি রাসূল করীম (স)-এর চাচাত ভাই এবং জামাতা, তিনি অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, ঐ উনি হচ্ছে রাসূলের কন্যা, যেথায় তোমরা তাঁর ঘর দেখছ , هٰذِهِ اِبْنَتُهُ বলেছেন কিংবা هٰذِهِ بِنْتُهُ বলেছেন। (বুখারী)

## ২৬. নম্রতা প্রদর্শন উপলক্ষো

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ -(العنكبوت : ٤٦)

আর আহলি কিতাব লোকদের সাথে বির্তক করো না, তবে উত্তম রীতি ও পন্থায় (করতে পারো)— সে লোকদের ছাড়া, যারা জালিম। আর তাদেরকে বলো ঃ " আমরা ঈমান এনেছি সে জিনিসের প্রতি, যা আমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে এবং সে জিনিসের প্রতিও, যা তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছিল। আমাদের ইলাহ্ আর তোমাদের ইলাহ্ একই এবং আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম)। (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৬)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - (البقرة : ٦٢)

নিশ্চয় জেনো শেষ নবীর প্রতি বিশ্বাসী হোক, কি ইহুদী, খ্রিস্টান কিংবা সাবীই— যে ব্যক্তিই আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে, তার পুরস্কার তার রব্ব-এর নিকট রয়েছে এবং তার জন্য কোনো প্রকার ভয় ও চিন্তার কারণ নেই।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - (المائدة : ٦٩)

(নিশ্চয় জেনো, এখানে কারো একচেটিয়া বন্দোবস্ত নেই) মুসলিম হোক কি ইহুদী, সাবী হোক কি ঈসায়ী— যে-ই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, এটা নিঃসন্দেহ যে, তার জন্য না কোনো ভয়ের কারণ আছে, না দুঃখ ও চিন্তার।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -(البقرة : ٨٢)

পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে তারা বেহেশতী হবে এবং বেহেশতে চিরদিন বসবাস করবে। (সূরা বাকারা ঃ ৮২)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٣) أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤) - (الاحقاف)

নিঃসন্দেহে যারা ঘোষণা করেছে আল্লাহই আমাদের রব্ব, অতপর এর ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের জন্য কোনো ভয়-ভীতি নেই, না তারা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হবে। (১৪) এ ধরনের সব লোকই জান্নাতে যাবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, তাদের সে সব আমলের বিনিময়ে যা তারা দুনিয়ায় করেছিল। (সূরা আহক্বাফ)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۖ لَا انْفِصَامَ لَهَا ...... (البقرة : ٢٥٦)

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল কথা সুস্পষ্ট এবং ভুল চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। এখন যে কেউ 'তাগূতকে' অস্বীকার করে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে, সে এমন এক শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে, যা কখনোই ছিঁড়ে যাবার নয় ...... (সূরা বাকারা ঃ ২৫৬)

فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ -(الشورى : ١٥)

যেহেতু এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাই (হে মুহাম্মদ!) তুমি এখন সেই দ্বীনের দিকে (লোকদেরকে) আহবান জানাও। আর তোমাকে যেমন হুকুম দেয়া হয়েছে এর ওপর মজবুতীর সাথে দাঁড়িয়ে থাকো আর এ লোকদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না। এদেরকে বলো ঃ

"আল্লাহ যে কিতাবই নাযিল করেছেন, আমি এর প্রতি ঈমান এনেছি। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন তোমাদের মাঝে ইনসাফ করি। আল্লাহ আমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও রব্ব; আমাদের আমল আমাদের জন্য আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোনো ঝগড়া নেই। আল্লাহ একদিন আমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন এবং তাঁর নিকটই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা শূরা ঃ ১৫)

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ – (البقرة : ١٠٩)

আহলে কিতাবদের মধ্যে অনেক লোকই তোমাদেরকে কোনো প্রকারে ঈমানের পথ থেকে কুফরীর দিকে নিয়ে যেতে চায়, যদিও প্রকৃত সত্য তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে; কিন্তু শুধু নিজেদের হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণেই তোমাদের জন্য তাদের এ মনোবাঞ্ছা। এর উত্তরে তোমরা ক্ষমা ও মার্জনার নীতি অবলম্বন করো, যতক্ষণ না আল্লাহ্ নিজেই এর কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন। নিশ্চিত জানিও, সব কিছুর ওপরই আল্লাহ্র শক্তি কার্যকর।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ – (الانعام : ١٠٨)

এবং (হে ঈমানদার লোকেরা!) এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদতই করে তোমরা তাদেরকে গালাগাল করো না। এমন যেন না হয় যে, এরা শিরকের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে গিয়ে মূর্খতাবশত আল্লাহ্কেই গালাগাল দিতে শুরু করবে। আমরা তো এভাবেই প্রতিটি জনগোষ্ঠির জন্য তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে নিজেদের রব্ব-এর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তারা কি কি কাজ করছিল, তা তিনি তাদেরকে বলে দেবেন। (সূরা আন'আম)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (٦٤) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩٩) – (آل عمران)

(৬৪) বলো, "হে আহলি কিতাব, এস একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান; তা এই যে, আমরা (উভয়ই) আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করব না, তার সাথে কাউকে শরীক করব না এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও নিজেদের রব্ব বলে গ্রহণ করব না।" এই দাওয়াত কবুল করতে তারা যদি প্রস্তুত না হয় তবে পরিষ্কার বলে দাও, "তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা তো মুসলিম (কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র বন্দেগী ও আনুগত্যে নিজদেরকে সোপর্দ করে দিয়েছি)। (১৯৯) আহলি কিতাবদের মধ্যেও কিছুলোক এমন আছে, যারা আল্লাহকে মানে, তোমাদের প্রতি প্রেরিত কিতাবকে বিশ্বাস করে এবং এর পূর্বে স্বয়ং তাদের প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, এর প্রতিও তারা বিশ্বাস

রাখে। তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও অবনত এবং আল্লাহ্‌র আয়াতকে অতি নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে দেয় না। তাদের প্রতিফল তাদের রব্ব-এর কাছে (মওজুদ) রয়েছে। আর আল্লাহ হিসাব নিষ্পত্তি করতে দেরী করেন না। (সূরা আলে-ইমরান)

إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ (٤٤) وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ص وَاٰتَيْنٰهُ الْإِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (٤٦) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٤٧) وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا....(٤٨) - (المائدة)

(৪৪) আমরা তওরাত নাযিল করেছি, তাতে হেদায়েত ও আলো বর্তমান ছিল। সমস্ত নবী— যারা ছিল মুসলিম— তদনুযায়ী এই ইহুদী মতাবলম্বীদের যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা করত। রব্বানী এবং আহবারও (এর-ই ভিত্তিতে ফয়সালা করত); কেননা তাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল করে দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। অতএব (হে ইহুদী সমাজ), তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো এবং আমার আয়াতকে সামান্য-নগণ্য বিনিময় নিয়ে বিক্রি করো না; যারা আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। (৪৬) এই পয়গাম্বরদের পরে আবার আমরা মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তওরাতের মধ্য হতে যা কিছু তার সম্মুখে ছিল, সে ছিল এরই সত্যতা প্রমাণকারী এবং আমরা তাকে ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে ছিল হেদায়েত ও আলো এবং তাও তওরাতের যা কিছু তার সম্মুখে ছিল, এরই সত্যতা প্রমাণকারী ছিল এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত ও নসীহত ছিল। (৪৭) আমাদের নির্দেশ ছিল যে, ইঞ্জীল-বিশ্বাসীগণ তাতে আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করবে। আর যারাই আল্লাহ্‌র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে না, তারাই ফাসিক। (৪৮) (হে মুহাম্মদ!) আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, এটা সত্য বিধান নিয়েই অবতীর্ণ এবং এর পূর্ববর্তী আল-কিতাব-এর যা কিছু বর্তমান আছে, এর সত্যতা প্রমাণকারী— এর হেফাযতকারী ও সংরক্ষক। অতএব আল্লাহ্‌র নাযিল-করা আইন মুতাবিক লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়াদির ফয়সালা করো আর যে মহান সত্য তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছে, তা থেকে বিরত থেকে তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না।—আমরা তোমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়ত এবং কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করেছি ....। (সূরা মায়েদা)

قُلْ أَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ -

"হে নবী! তাদের বলোঃ "তোমরা কি সম্পর্কে আমাদের সাথে ঝগড়া করছ ? অথচ তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আর তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। আমাদের কাজ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করে থাকি"। (সূরা বাকারা ঃ ১৩৯)

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ (١١٣) يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١١٤) - (اٰل عمرٰن)

(১১৩) কিন্তু সমস্ত আহলি কিতাব একই ধরনের লোক নয়। এদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে, যারা সত্য-সঠিক পথে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে; রাত্রিবেলা (তারা) আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করে এবং তাঁর সম্মুখে সিজদায় অবনত হয়। (১১৪) আল্লাহ ও পরকালের প্রতি তারা ঈমান রাখে, নেক ও সৎ কাজের আদেশ করে, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখে এবং কল্যাণকর কাজসমূহে তারা তৎপর ও সচেষ্ট থাকে। এরা সৎ ও নেক লোক।

لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا -

কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের সুদৃঢ় ইলম রয়েছে ও যারা ঈমানদার, তারা সকলে সে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি ঈমান আনে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আর যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। এরূপ ঈমানদার ব্যক্তিরাই রীতিমত নামায কায়েমকারী ও যাকাত আদায়কারী আর আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী লোকদেরকে আমি অবশ্যই বিরাট প্রতিফল দান করব।

(সূরা নিসা ঃ ১৬২)

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٦٨) وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ (٦٨) - (الانعام)

(৬৮) হে মুহাম্মদ! তুমি যখন দেখবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াতসমূহের দোষ সন্ধান করেছে তখন তাদের কাছ থেকে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা এই প্রসংগের কথাবার্তা বন্ধ করে অপর কোনো কথায় মগ্ন হয়। আর শয়তান যদি কখনো তোমাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়, তবে যখনি তোমার এই ভুলের অনুভূতি হবে, এরপর এই জালিম লোকদের কাছে বসবে না। (৬৯) তাদের হিসেবের কোনো দায়দায়িত্ব পরহেজগার লোকদের ওপর অর্পিত নয়; অবশ্য তাদেরকে উপদেশ দান করা কর্তব্য, এই আশায় যে, তারা যদি তাদের ভ্রান্ত নীতি ও চরিত্র থেকে বিরত থাকে। (সূরা আন'আম)

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ( المزّمّل :١٠)

আর লোকেরা যেসব কথা-বার্তা রচনা করে বেড়াচ্ছে সেজন্য তুমি ধৈর্য ধারণ করো আর সৌজন্য ও ভদ্রতার সাথে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। (সূরা মুজাম্মিল ঃ ১০)

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى - (طٰهٰ : ١٣٠)

অতএব (হে মুহাম্মদ!) এরা যাকিছু বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ করে থাকো এবং তোমার রব্ব-এর তারীফ-প্রশংসা সহকারে তাঁর তসবীহ করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও এর অস্ত যাওয়ার পূর্বে এবং রাত্রির বিভিন্ন সময়েও তসবীহ করো এবং দিনের প্রান্তগুলোতেও, সম্ভবত এতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। (সূরা ত্বোয়াহা ঃ ১৩০)

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًاۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ - (الجاثية : ١٤)

(হে নবী!) ঈমানদার লোকদেরকে বলো, যেসব লোক আল্লাহ্‌র কাছ থেকে খারাপ দিন আসার কোনো আশংকাবোধ করে না, তাদের আচরণ ও তৎপরতাকে যেন ক্ষমা করে দেয়, যেন আল্লাহ নিজেই একদল লোককে তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ - (لقمٰن : ١٥)

কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কাউকেও শরীক করবার জন্য তোমাকে চাপ দেয় যাকে তুমি জানো না, তাহলে তাদের কথা তুমি কিছুতেই মেনে নেবে না। দুনিয়ার জীবনে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে থাকবে। কিন্তু অনুসরণ করবে সে লোকের পথ, যে আমার দিকে রুজু' করেছে। অতপর তোমাদের সকলকেই আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, তোমরা কি রকম কাজ করছিলে। (সূরা লুকমান ঃ ১৫)

........وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ - (المائدة : ٤٨)

..... যদিও আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকেই এক উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি এটা এই জন্য করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। অতএব ভালো ও সৎকাজে তোমরা পরস্পরের অগ্রে চলে যেতে চেষ্টা করো। অবশেষে তোমাদের সকলকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, এর আসল সত্যটি তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٥٢) وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ۚ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ (٥٣) - (الانعام)

(৫২) আর যারা তাদের রব্বকে দিবা-রাত্রি ডাকতে থাকে ও তাঁর সন্তুষ্টি সন্ধানে নিমগ্ন হয়ে আছে, তাদেরকে নিজেদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিও না। তাদের হিসেবের কোনো জিনিসের দায়িত্ব তোমার ওপর নেই আর তোমার হিসেবেরও কোনো জিনিসের বোঝা তাদের ওপর নেই। এতৎসত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও, তবে তুমি জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। (৫৩) মূলত আমরা তাদের পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্যে এভাবেই পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছি যেন তারা এদেরকে দেখিয়ে বলে ঃ এরাই কি সে লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবানী হয়েছে? (সূরা আন'আম)

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ، إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ (٦٧) وَإِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (٦٨) اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (٦٩) - (الحج)

(৬৭) প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা একটি ইবাদত পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যা তারা অনুসরণ করে চলে। অতএব (হে মুহাম্মদ!) তারা যেন এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর দিকে দাওয়াত দিতে থাকো। নিঃসন্দেহে তুমিই সঠিক পথে চলমান রয়েছ। (৬৮) তারা যদি তোমার সাথে ঝগড়া করে, তবে তুমি বলে দাও, "তোমরা যা কিছু করছ, তা আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন। (৬৯) আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের পরস্পরের সেসব বিষয়ের ফয়সালা করবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে। (সূরা হজ্জ)

....... وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَاءَ ـ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ، إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ....... (٣) (الزمر)

......... আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে (আর নিজেদের এ কাজের ব্যাখ্যা হিসেবে বলে যে,) আমরা তো তাদের ইবাদত করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আল্লাহ নিশ্চিতরূপে তাদের মাঝে সে সব বিষয়েরই চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন, যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করছে ........। (সূরা যুমার:৩)

........ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ...... (٤٠) (الحج)

........... আল্লাহ্ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করতে না থাকতেন, তাহলে যে খানকা, আশ্রম, গীর্জা, উপাসনালয় এবং মসজিদে আল্লাহ্‌র নাম বিপুলভাবে যিকির করা হয়— সে সবই চুরমার করে দেয়া হতো..........। (সূরা হজ্জ)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَّإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا – (الفرقان : ٦٣)

রহমানের (আসল) বান্দাহ তারা যারা জমিনের বুকে নম্রতার সাথে চলাফেরা করে আর জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে এলে বলে দেয় যে, তোমাদের প্রতি সালাম।

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ج وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ - (الاعراف : ٨٧)

তোমাদের মধ্যে কিছু লোক যদি সে শিক্ষার প্রতি— যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি— ঈমান আনে আর অপর কিছু লোক ঈমান না-ই আনে, তবে ধৈর্য সহকারে লক্ষ্য করতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মাঝে কোনো ফয়সালা করে দেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী। (সূরা আরাফ ঃ ৮৭)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ (١٣) - (الواقعة)

(১৩) পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে বেশিসংখ্যক (১৪) আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে কমসংখ্যক।

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ (٣) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٢) - (الكفرون)

(১-২) বলে দাও ঃ হে কাফেরগণ! আমি সে সবের ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা করো। (৩) আর না তোমরা তাঁর ইবাদত করো, যাঁর ইবাদত আমি করি। (৪) আর না আমি তাদের ইবাদত করতে প্রস্তুত যাদের ইবাদত তোমরা করে থাকো। (৫) আর না তোমরা তাঁর ইবাদত করতে প্রস্তুত যাঁর ইবাদত আমি করি। (৬) তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য আর আমার দ্বীন আমার জন্য। (সূরা কাফেরূন)

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٢٠) .....قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ لا أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ج يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٧٣) - (آل عمران)

(২০) এখন যদি এসব লোক তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে তুমি তাদেরকে বলো ঃ আমি ও আমার অনুসারীরা তো আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।" অতঃপর আহলে-কিতাব ও অ-আহলি-কিতাব— উভয়কেই জিজ্ঞাসা করোঃ "তোমরাও কি আনুগত্য ও দাসত্ব কবুল করেছ?" তা করে থাকলে তারা সঠিক পথ লাভ করছে আর তা থেকে ফিরে গেলে (তুমি মনে রাখবে যে) কেবল দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়াই তোমার দায়িত্ব ছিল। এরপর আল্লাহ নিজেই তাঁর বান্দাহদের সব কিছু দেখবেন। (৭৩) ......... (হে নবী!) তাদেরকে বলে দাও, "প্রকৃত হেদায়েত তো হচ্ছে আল্লাহর হেদায়েত এবং এটা তাঁরই নীতি যে, একদা তোমাকে যা দেয়া হয়েছিল তা অন্য কাউকেও দেয়া হবে। অথবা অন্য লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের রব্ব-এর সম্মুখে পেশ করার জন্য কোনো মজবুত প্রমাণ পেয়ে যাবে।"(হে নবী!) তাদের বলে দাও, "অনুগ্রহ ও মর্যাদা সবই আল্লাহ্‌র হাতে; তিনি যাকে চান দান করেন। তিনি ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ে অবহিত। (সূরা আলে-ইমরান)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ، اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (٩٩)

وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ (١٠٠) -(يونس)

(৯৯) তোমার আল্লাহ্র ইচ্ছাই যদি এই হতো (যে জমিনের সব মানুষই মুমিন ও অনুগত হবে) তাহলে দুনিয়ার সব অধিবাসীই ঈমান আনত। তবে তুমি কি লোকদের মুমিন হওয়ার জন্য জবরদস্তি করবে ? (১০০) কোনো ব্যক্তিই আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতিরেকে ঈমান আনতে পারে না। আর আল্লাহ্র নিয়ম এই যে, যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগে কাজ করে না, তিনি তাদের ওপর অপবিত্রতা চাপিয়ে দেন। (সূরা ইউনুস)

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا - (الاحزاب : ٤٨)

আর কাফের ও মুনাফিকদের সামনে আদৌ দমে যেও না, তাদের নিপীড়নকে মাত্রই পরোয়া করো না এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা করো; আল্লাহ্ই যথেষ্ট— সমস্ত ব্যাপার তাঁরই ওপর সোপর্দ করার যোগ্য। (সূরা আহযাব ঃ ৪৮)

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ، اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ، كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ وَحَدَّثَ اَنَسُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتِ الْاَمَةُ مِنْ اِمَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَاْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ -

হারিস ইবনু ওয়াহাব ‘খুযায়ী হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের পরিচয় বলে দেব ? তারা কোমল স্বভাবের লোক, মানুষের কাছেও কোমল বলে পরিগণিত। যদি তারা কোনো বিষয়ে আল্লাহ্র কসম খায়, আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করে দেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের পরিচয় বলে দেব ? তারা কঠোর স্বভাবের লোক, দাম্ভিক, অহংকারী। অপর এক সনদে আনাস ইবনু মালিক (রা) বর্ণনা করেন, মাদীনাবাসীদের ক্রীতদাসীদের মধ্যে একজন ক্রীতদাসী ছিল সে তার গরজে নবী করীম (স)-এর হাত ধরে যেখানে চাইত, নিয়ে যেত। (অর্থাৎ তার উদ্দিষ্ট স্থানে হাত ধরে নিয়ে যেত। আর নবী করীম (স)-ও তার সাথে সাথে চলে যেতেন এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিতেন। এমনই কোমল স্বভাব ছিল তাঁর। অথচ তখন তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا قْتَضٰى -

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেন, আল্লাহ এমন সহনশীল ব্যক্তির প্রতি রাহমত বর্ষণ করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও নিজের অধিকার আদায়ের সময় নম্রতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে। (বুখারী)

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لِاَسَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ : اِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ : اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ - (مسلم)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলে করীম (স) আশাজ্জে আবদুল কায়েদকে বলেছিলেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ বা অভ্যাস রয়েছে যা খোদ আল্লাহও পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন। একটি হলো ধৈর্য ও সহনশীলতা, অপরটি হলো ধীর-স্থিরতা।

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : بَالَ اَعْرَابِىٌّ فِى الْمَسْجِدِ ؟ فَقَامَ النَّاسُ اِلَيْهِ لِيَقَعُوْا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعُوْهُ وَاَرِيقُوْا عَلٰى بَوْلِهٖ سَجْلاًمِنْ مَاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ - (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক গ্রাম্যলোক মসজিদে পেশাব করে দিল। তখন লোকেরা তাকে শায়েস্তা করার জন্যে উঠে দাঁড়াল। নবী করীম (স) তাদেরকে বললেন ঃ ছাড়ো তাকে। আর তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি বহায়ে দাও (যাতে পেশাবের চিহ্ন দূর হয়ে যায়)। কারণ তোমাদের সহজ নীতি (ও ব্যবহার) এর ধারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। কঠোর নীতির ধারক হিসেবে নয়। (বুখারী)

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُوْلَ ﷺ اِنَّ لِىْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِىْ، وَ اُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَ يُسِيْؤُنَ اِلَىَّ، وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ ؛ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتُ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَايَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ - (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি (এসে) বলল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (স) আমার কিছু আত্মীয় স্বজন আছে। যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলি, আর তারা (আত্মীয়তা) ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে থাকে। আমি তাদের সাথে সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করে চলি, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খের মতো আচরণ করে। (তাহলে আমি এখন কি করব ?) রাসূলে করীম (স) বললেন ঃ যদি তুমি এরূপই হয়ে থাকো যেরূপ তুমি বললে, তবে যেনো তুমি তাদের চোখে-মুখে গরম বালি ছুড়ে মারছ। (অর্থাৎ তোমার সহিষ্ণুতা তাদের জন্যে চোখে-মুখে গরম বালি ছুড়ে মারার মতই) যতক্ষণ তুমি এ নীতির ওপর অবিচল থাকবে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক সাহায্যকারী (ফেরেশতা) তাদের মুকাবিলায় তোমাকে সাহায্য করে যেতে থাকবে। (মুসলিম)

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ اَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ ؟ تَحْرُمُ عَلٰى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ . (ترمذى)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের অবহিত করবনা কোন লোক দোযখের আগুনের জন্য হারাম অথবা (বলেছেন) কার জন্য দোযখের আগুন হারাম ? (তাহলে শোন) দোযাখের আগুন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম যে লোকদের কাছে বা তাদের সাথে মিলে মিশে থাকে। যে কোমল মতি, নরম মেজাজ ও নম্র স্বভাব বিশিষ্ট। (তিরমিযি)

وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا - (متفق عليه)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী করীম (স) বলেছেন ঃ তোমরা সহজ নীতি ও আচরণ অবলম্বন করো। কঠোর নীতি অবলম্বন করো না। সুসংবাদ শোনাতে থাকো। পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না। (বুখারী, মুসলিম)

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِيَ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيَ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيِّ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلٰى مَاسِوَاهُ - (مسلم)

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ নিজে কোমল ও সহানুভূতিশীল। তিনি কোমলতা ও সহানুভূতিশীলতাকে ভালোবাসেন। তিনি কোমলতার দ্বারা ঐ জিনিস দান করেন যা কঠোরতার দ্বারা দেন না। তথা কোমলতা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারাই তিনি তা দেন না। (মুসলিম)

## ২৭. ঝগড়া

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ؕ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ - (النحل : ١٢٥)

(হে নবী!) তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান জানাও হেকমত ও উত্তম নসীহতের সাহায্যে। আর লোকদের সাথে পরস্পর বিতর্ক করো এমন পন্থায়, যা অতি উত্তম। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকই বেশি ভালো জানেন, কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে আর কে সঠিক পথে আছে।

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ؕ إِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ....... (بنى اسراءيل : ٥٣)

আর (হে মুহাম্মদ!) আমার (মুমিন) বান্দাহদেরকে বলো যে, তারা যেন মুখ হতে সেসব কথাই বের করে, যা অতি উত্তম। আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে.....।

......وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا - (الكهف : ٥٤)

..... কিন্তু মানুষ বড়ই ঝগড়াটে হয়ে পড়েছে।

وَلَا تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتٰبِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِيْ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلٰهُنَا وَإِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ - (العنكبوت : ٤٦)

আর আহলে কিতাব লোকদের সাথে বির্তক করো না, তবে উত্তম রীতি ও পন্থায় (করতে পারো)— সে লোকদের ছাড়া, যারা জালিম। আর তাদেরকে বলো ঃ " আমরা ঈমান এনেছি সে জিনিসের প্রতি, যা আমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে এবং সে জিনিসের প্রতিও, যা তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছিল। আমাদের ইলাহ্ আর তোমাদের ইলাহ্ একই এবং আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম)। (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৬)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (٥٧) وَقَالُوا ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩)

(৫৭) আর যখনি মরিয়াম-পুত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো, তোমার জাতির লোকেরা হট্টগোল শুরু করে দিল, (৫৮) এবং বলতে লাগল যে, আমাদের মা'বুদ উত্তম, না সে ? তারা শুধু বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তোমার সামনে এ দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। আসল কথা হলো এরা লোকই বড় ঝগড়াটে। (৫৯) মরিয়াম-পুত্র শুধু একজন বান্দাহ ছাড়া তো আর কিছুই ছিল না; তার প্রতি আমরা নেয়ামত দান করেছি এবং বনী-ইসরাঈলের জন্য স্বীয় কুদরতের এক বিশেষ নমুনা বানিয়েছি। (সূরা যুখরুফ)

....... ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ - (الانعام : ١٦٤)

...... শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের যাবতীয় মতবিরোধের মূল রহস্য তোমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করে ধরবেন। (সূরা আন'আম ঃ ১৬৪)

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٧٦) قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٣٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٠) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢١٣) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ

اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ (٢٥٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَاجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْيٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (٢٥٨) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (٢٨٥) - (البقرة)

(৭৬) তারা মুহাম্মদের প্রতি বিশ্বাসীদের সাথে মিলিত হলে বলে ঃ আমরাও তাকে মানি; কিন্তু নির্জনে তাদের পরস্পরে যখন কথাবার্তা হয়, তখন তারা বলেঃ তোমরা কি নির্বোধ হয়ে গেছ ? এদেরকে তোমরা এমন সব কথা বলে দিচ্ছ, যা আল্লাহ্ একমাত্র তোমাদেরই কাছে প্রকাশ করেছেন। ফলে এরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে তোমাদেরই বিরুদ্ধে এ কথাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করবে। (১৩৯) "হে নবী! তাদের বলোঃ "তোমরা কি সম্পর্কে আমাদের সাথে ঝগড়া করছ ? অথচ তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক আর তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক। আমাদের কাজ আমাদের জন্য, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমরা ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র দাসত্ব করে থাকি"।(১৫০) পরন্তু যেখান থেকে তোমাদের যাত্রা হবে, সেখানেই নিজেদের মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফেরাবে; আর যেখানেই তোমরা থাকবে, সে দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করো। যেন লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না পায়। তবে যারা জালিম, তাদের মুখ কখনো বন্ধ হবে না। তাই তাদেরকে তোমরা ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো। এ জন্য যে, আমি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দেব এবং আশা এই যে, আমার এ নির্দেশ পালন করে তোমরা ঠিক তেমনিভাবে কল্যাণের পথ লাভ করবে, (১৭৬) এসব কিছু শুধু এ জন্যই হতে পারছে যে, আল্লাহ্ তো পুরোপুরি সত্যতা সহকারে কিতাব নাযিল করেছেন; কিন্তু কিতাবে যারা মত-বৈষম্য আবিষ্কার করেছে, তারা নিজেদের ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্কের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হতে বহুদূরে সরে গেছে। (১৯৭) হজ্জের মাসসমূহ সকলেরই জ্ঞাত। যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট মাসসমূহে হজ্জের নিয়ত করবে, তাকে সতর্ক থাকতে হবে যে, হজ্জের সময়ে তার দ্বারা যেন কোনো লালসা পরিতৃপ্তির কাজ, কোনো জিনা-ব্যভিচার, কোনো রকমের লড়াই-ঝগড়া সজ্ঘটিত না হয়। আর যা কিছু নেক কাজ তোমরা করবে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত থাকবেন। হজ্জ সফরের জন্য পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যাবে আর পরহেযগারীই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পাথেয়। অতএব, হে বুদ্ধিমান লোকেরা, আমার নাফরমানী থেকে বিরত থাকো। (২১৩) প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই পন্থার অনুসারী ছিল। (উত্তরকালে এ অবস্থা বর্তমান থাকতে পারেনি, বরং পরস্পরে মতভেদের সৃষ্টি হয়।) অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা ও বক্র-পথের পথিকদের জন্য শাস্তির ভয় দানকারী ছিল এবং তাদের সঙ্গে সত্য গ্রন্থ নাযিল করেন, যেন সত্য সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, এর চূড়ান্ত ফয়সালা করতে পারে। (এবং ঐ সব মতবিরোধ এই কারণে সৃষ্টি হয়নি যে, প্রথম দিকে লোকদেরকে প্রকৃত সত্যের কথা জানিয়ে দেয়া হয়নি।) মতবিরোধ তো তারাই করেছিল, যাদেরকে মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছিল। তারা উজ্জ্বল নিদর্শন ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও শুধু এ জন্যই সত্যকে ছেড়ে বিভিন্ন পন্থার আবিষ্কার করেছে যে,

মূলত তারা পরস্পরে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করতে দৃঢ়সংকল্প ছিল। অতএব যারা নবীগণের প্রতি ঈমান আনল, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের অনুমতিক্রমে সে সত্যের পথ দেখালেন, যে সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন সত্যের পথ দেখিয়ে দেন। (২৫৩) এই রাসূলগণ (যারা আমার পক্ষ হতে মানুষকে হেদায়েত দানের জন্য নিযুক্ত রয়েছে) আমরা তাদের কাউকে অপরাপর নবীগণের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও ছিল, যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ্ কথাবার্তা বলেছেন, কাউকে আবার অন্যান্য দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং অবশেষে মরিয়াম পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। আল্লাহ্ চাইলে এ রাসূলগণের পর যারা উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল, তারা পরস্পরে লড়াই করত পারত না; কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে লোকদেরকে মতবিরোধ হতে বিরত রাখা আল্লাহ্র নিয়ম নয়, এ জন্য) তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছে। অতঃপর কেউ ঈমান এনেছে আবার কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ চাইলে তারা কখনোই লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ্ যা চান তাই করেন। (২৫৮) তুমি কি সে ব্যক্তির অবস্থা চিন্তা করোনি, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সাথে তর্ক করেছিল ? তর্ক হয়েছিল এই কথা নিয়ে যে, ইবরাহীমের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কে ? এবং তা হয়েছিল এজন্য যে, আল্লাহ্ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল ঃ আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক তিনি, জীবন ও মৃত্যু যার ইখতিয়ারভুক্ত। তখন সে উত্তর দিল ঃ জীবন ও মৃত্যু তো আমার ইখতিয়ারে রয়েছে। ইবরাহীম বলল ঃ তাই যদি সত্য হয়, তবে আল্লাহ্ তো সূর্য পূর্ব দিক হতে উদয় করেন, তুমি একবার তাকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করে দেখাও। এ কথা শুনে সত্যের দুশমন নিরুত্তর ও বিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ্ জালিমকে কখনো সঠিক পথ দেখান না। (২৮৫) রাসূল সে হেদায়েত (পথ-নির্দেশ)-কেই বিশ্বাস করেছে, যা তার পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে তার প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যারা এ রাসূলের প্রতি ঈমানদার তারাও সে হেদায়েতকে মন দিয়ে মেনে নিয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহ্, ফেরেশতা, তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করে ও মানে এবং তাদের কথা এই ঃ আমরা আল্লাহ্র রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। আমরা নির্দেশ শুনেছি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছি। হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক! আমরা তোমারই কাছে গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে তোমার দিকেই ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা)

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (١٩) فَإِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ
وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيّٖنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ط فَإِنْ أَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ م بِالْعِبَادِ (٢٠) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ
تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ قف ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ
عَلَى الْكٰذِبِيْنَ (٦١) يٰأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ التَّوْرٰةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ
بَعْدِهٖ ط أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٦٥) هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ

عِلْمٌ ۖ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٦٦) وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ۖ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۖ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٧٣) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۖ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۖ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (١٠٣) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۖ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٠٥) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۖ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۖ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (١٥٢) - (اٰل عمرٰن)

(১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে কেবলমাত্র ইসলাম। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা এই জীবন-ব্যবস্থা হতে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে, তাদের এই কর্মনীতির একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, প্রকৃত জ্ঞান পাওয়ার পর তারা পরস্পরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্যেই এরূপ করছে। বস্তুত আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ ও হেদায়েত জেনে নিতে যে অস্বীকার করবে তার কাছ থেকে হিসাবে গ্রহণ করতে আল্লাহ্‌র বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। (২০) এখন যদি এসব লোক তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে তুমি তাদেরকে বলো ঃ আমি ও আমার অনুসারীরা তো আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।" অতঃপর আহলি-কিতাব ও অ-আহলি-কিতাব— উভয়কেই জিজ্ঞাসা করোঃ "তোমরাও কি আনুগত্য ও দাসত্ব কবুল করেছ?" তা করে থাকলে তারা সঠিক পথ লাভ করছে আর তা হতে ফিরে গেলে (তুমি মনে রাখবে যে) কেবল দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়াই তোমার দায়িত্ব ছিল। এরপর আল্লাহ নিজেই তাঁর বান্দাহদের সব কিছু দেখবেন। (৬১) তোমার কাছে এই জ্ঞান আসার পর এখন যে কেউ এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করবে (হে মুহাম্মদ) তাকে বলে দাও, "এস আমরা ডেকেনি আমাদের ও তোমাদের পুত্রদের ও স্ত্রীদের এবং আমরা ও তোমরা নিজেরাও হাজির হই, অতঃপর আল্লাহর কাছে দো'আ করি— যারা মিথ্যাবাদী তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক"। (৬৫) হে আহলি কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কেন ঝগড়া করো? তওরাত ও ইনজীল তো ইবরাহীমের পরই নাযিল হয়েছে। তবে কি তোমরা এটুকু কথাও বুঝ না? (৬৬) তোমরা যেসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখো সেসব বিষয় নিয়ে তো যথেষ্ট বিতর্ক করলে। এখন যেসব বিষয়ে তোমাদের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নেই তা নিয়ে কেন বিতর্কে লিপ্ত হতে চাচ্ছ? প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহ্‌র রয়েছে, তোমরা তো কিছুই জানো না। (৭৩) উপরন্তু তারা পরস্পর বলাবলি করে যে, নিজেদের ধর্মমতের লোক ছাড়া আর কারো কথা মেনে নিও না। হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, "প্রকৃত হেদায়েত তো হচ্ছে আল্লাহর হেদায়েত এবং এটা তাঁরই নীতি যে, একদা তোমাকে যা দেয়া হয়েছিল তা অন্য কাউকেও দেয়া হবে। অথবা অন্য লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের

সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সম্মুখে পেশ করার জন্য কোনো মজবুত প্রমাণ পেয়ে যাবে।"হে নবী! তাদের বলে দাও, "অনুগ্রহ ও মর্যাদা সবই আল্লাহ্‌র হাতে; তিনি যাকে চান দান করেন। তিনি ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ে অবহিত। (১০৩) সকলে মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জু শক্ত করে ধারণ করো এবং দলাদলিতে জড়িয়ে পড়ো না। আল্লাহ্‌র সে অনুগ্রহকে স্মরণে রেখো, যা তিনি তোমাদের প্রতি (প্রদর্শন) করেছেন। তোমরা পরস্পর দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের মন পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা আগুনে ভরা এক গভীর গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিলে, আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করে ধরেন এই উদ্দেশ্যে যে, হয়তো এই নিদর্শনগুলো থেকে তোমরা তোমাদের কল্যাণের সঠিক পথ লাভ করতে পারবে। (১০৫) তোমরা যেন সেসব লোকের মতো না হয়ে যাও, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ (বিধান) পাওয়ার পরও মত-বিরোধে লিপ্ত রয়েছে। যারা এরূপ আচরণ অবলম্বন করেছে, তারা সেদিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। (১৫২) আল্লাহ তা'আলা (সাহায্য ও মদদের) যে ওয়াদা তোমাদের কাছে করেছিলেন, তা তো তিনি পূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রথমে তাঁরই হুকুমে তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। কিন্তু তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে এবং নিজেদের কাজে পরস্পর মত-পার্থক্য করলে এবং যখনি আল্লাহ তোমাদেরকে সে জিনিস দেখালেন, যার ভালোবাসায় তোমরা আবদ্ধ ছিলে (অর্থাৎ গনীমতের মাল), তোমরা তোমাদের নেতার আদেশের বিরুদ্ধতা করে বসলে; কেননা, তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দুনিয়ার (স্বার্থের) সন্ধানকারী ছিল, আর কিছু সংখ্যক লোক ছিল পরকালের সন্ধানকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের মুকাবিলায় তোমাদেরকে পশ্চাদবর্তী করে দিলেন যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। আর সত্য কথা এই যে, এতৎসত্ত্বেও আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমাই করলেন। কেননা, ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা বড় অনুগ্রহের দৃষ্টি রেখে থাকেন। (সূরা আলে-ইমরান)

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (٥٩) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا (١٠٧) هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۤءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا (١٠٩) وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ ۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا (١١٥) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا (١٥٠) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا (١٥١) - (النساء)

(৫৯) হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো রাসূলের এবং সে সব লোকেরও, যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি

—৯৯

কোনো ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটাই উত্তম। (১০৭) যারা নিজেদের নফ্সের সাথে খেয়ানত করে, তুমি তাদের সাহায্য করো না। বস্তুত আল্লাহ খেয়ানতকারী ও পাপিষ্ঠ লোকদের পছন্দ করেন না। (১০৯) হাঁ, তোমরা এসব অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে দুনিয়ার জীবনে তো খুব ঝগড়া করে নিলে; কিন্তু কেয়ামতের দিন এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে ? সেখানে কে তাদের উকিল হবে ? (১১৫) কিন্তু যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধতা করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হবে এবং ঈমানদার লোকদের নিয়ম-নীতির বিপরীত দিকে চলবে— এমতাবস্থায় যে, প্রকৃত সত্য পথ তার কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে— তাকে আমরা সে দিকেই চালাব, যেদিকে সে নিজেই চলতে শুরু করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা খুবই নিকৃষ্টতম স্থান। (১৫০) যারা আল্লাহ ও তার নবী-রাসূলগণের অমান্য করে এবং আল্লাহ এবং তার নবী-রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় আর বলে ঃ আমরা কাউকে কাউকে মানব, আর কাউকে কাউকে মানব না এবং কুফর ও ঈমানের মাঝে একটি পথ বের করার ইচ্ছা পোষণ করে, (১৫১) তারা পাক্কা কাফের। এই কাফেরদের জন্য আমরা এমন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করবে। (সূরা নিসা)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ ج وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ أٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ط حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ (٢٥) وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ط قَالَ أَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ ط وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا ط وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ (٨٠) وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهٗ لَفِسْقٌ ط وَإِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلٰٓى أَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ج وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ (١٢١) وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٥٣) إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ط إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (١٥٩) - (الانعام)

(২৫) তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা মনোনিবেশ সহকারে তোমার কথা শ্রবণ করে; কিন্তু অবস্থা এই যে, আমরা তাদের অন্তরের ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছি, যার কারণে তারা এটাকে কিছু মাত্র বুঝতে পারে না। তাদের কানে এমন কঠিন ভার রয়েছে যে, সব কিছু শুনার পরও কিছুই শুনে না, তারা কোনো নিদর্শন দেখতে পেলেও এর প্রতি ঈমান আনবে না। এমন কি, তারা যখন তোমার কাছে এসে ঝগড়া করে; তখন তাদের মধ্যে যারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত করে, তারা (সব কথা শুনার পর) এ-ই বলে যে, এটা প্রাচীন কালের এক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নয়। (৮০) তার জাতি তার সাথে ঝগড়া শুরু করলে সে তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌র ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন আর আমি তোমাদের বানানো শরীকদেরকে ভয় করি না। তবে আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যদি কিছু চান, তবে অবশ্যই তা হতে পারে। আমার সৃষ্টিকর্তা-

প্রতিপালকের জ্ঞান সকল জিনিস সম্পর্কে ব্যাপক। এখন তোমাদের কি আদৌ হুঁশ হবে না? (১২১) আর যে জন্তু আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ করা হয়নি, তার গোশ্‌ত খেও না; তা খাওয়া ফাসেকী কাজ। শয়তানেরা নিজেদের সঙ্গী-সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উন্মেষ করে, যেন তারা তোমার সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তাদের আনুগত্য স্বীকার করো তবে নিশ্চিতই মুশরিক হয়ে যাবে। (১৫৩) এ-ও তাঁর হেদায়েত যে, এই আমার সোজা সরল-সুদৃঢ় পথ, অতএব তোমরা এ পথেই চলো; এ ছাড়া অন্যান্য পথে চলো না। চললে তা তাঁর পথ হতে সরিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। এটাই হচ্ছে সে হেদায়েত! যা তোমাদের আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে দিয়েছেন। সম্ভবত তোমরা বাঁকা পথ হতে বাঁচতে পারবে। (১৫৯) যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে নিশ্চয়ই কোনো দিক দিয়েই তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণত আল্লাহ্‌র ওপরই সোপর্দ রয়েছে। তিনিই তাদেরকে বলবেন, তারা কি কি করেছিল। (সূরা আন'আম)

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ -

সে বলল ঃ "তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অভিসম্পাৎ তোমাদের ওপর পড়েছে এবং তাঁর অসন্তোষ ও ক্রোধ নেমে এসেছে, তোমরা কি আমার সাথে সে নামগুলোর কারণে ঝগড়া করছ, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে নিয়েছ ? এবং যেগুলোর সমর্থনে আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেননি ? আচ্ছা, তবে তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো আর আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকলাম।" (সূরা আরাফ ঃ ৭১)

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٦) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٤٣) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦) -

(৬) তারা এ সত্যের ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করেছিল, অথচ তা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা যেন দেখে দেখে মৃত্যুর দিকে তাড়িত হচ্ছিল। (৪৩) (আরো স্মরণ করো সে সময়ের কথা), যখন (হে নবী) আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নযোগে তাদের আকার অল্পসংখ্যক দেখিয়েছিলেন। তিনি যদি তাদেরকে বেশি সংখ্যক দেখাতেন, তাহলে তোমরা অবশ্যই সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধের ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করে দিতে। কিন্তু আল্লাহই এ থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি লোকদের মনের অবস্থা ভালোভাবে জানেন। (৪৬) এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করো না। অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। ধৈর্য সহকারে সব কাজ আঞ্জাম দিও; নিশ্চিতই আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। (সূরা আনফাল)

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (١٩) وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (٩٣) - (يونس)

(১৯) প্রথম দিকে সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল। পরে তারা বিভিন্ন ধরনের আকীদা এবং মত ও পথ রচনা করে নিলো। তোমাদের আল্লাহ্‌র দিক থেকে পূর্বেই যদি একটি কথা সিদ্ধান্ত করে দেয়া না হতো, তাহলে যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতবিরোধ করে, এর ফয়সালা অবশ্যই করে দেয়া হতো। (৯৩) আমরা বনী ইসরাঈলীদেরকে বড় ভালো স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছি আর জীবন যাপনের অতি উত্তম উপাদান তাদেরকে দান করেছি। অতঃপর তারা মতবিরোধ করে সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যকার মতবিরোধের বিষয়ে ফয়সালা করে দেবেন। (সূরা ইউনুস)

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٣٢) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ (٧٤) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ (١١٠) - (هود)

(৩২) শেষ পর্যন্ত সে লোকেরা বলল ঃ "হে নূহ! তুমি তো আমাদের সাথে ঝগড়া করেছ আর ঝগড়া করেছ খুব বেশি মাত্রায়। যদি সত্যবাদী হও তবে এখন সে আযাবটাই নিয়ে এস, তুমি আমাদেরকে যার ধমক দিচ্ছ!" (৭৪) পরে যখন ইবরাহীম-এর আতংক দূরীভূত হলো এবং (সন্তানের সুসংবাদ পেয়ে) তার মন খুশীতে ভরে গেল, তখন সে লূত জাতির ব্যাপারে আমাদের সাথে তর্কাতর্কি করতে শুরু করল। (১১০) আমরা ইতিপূর্বে মূসাকেও কিতাব দিয়েছি। সে সম্পর্কেও নানা মত-বিরোধ করা হয়েছিল (যেমন আজ তোমাদের জন্য প্রেরিত কিতাব সম্পর্কেও মতবিরোধ করা হচ্ছে)। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের তরফ থেকে একটি কথা যদি পূর্বেই চূড়ান্ত করে দেয়া না হতো, তাহলে এই মত-বিরোধকারীদের মধ্যে কবেই না ফয়সালা করে দেয়া হতো। এ কথা সত্য যে, এ লোকেরা এই ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পড়ে রয়েছে। (সূরা হুদ)

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ - (الرعد : ١٣)

মেঘের গর্জন তাঁরই প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে। ফেরেশতাগণ তাঁর প্রতাপে কম্পিত হয়ে তাঁর তসবীহ পাঠ করে। আর তিনি গর্জনকারী বজ্রকে পাঠান এবং (অনেক সময়) তা যার ওপর চান ঠিক তখনই নিক্ষেপ করেন, যখন লোকেরা আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। বস্তুত তাঁর চাল বড়ই শক্তিশালী। (সূরা রা'আদ ঃ ১৩)

وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

আমরা এই কিতাব তোমার প্রতি এ জন্য নাযিল করেছি, যেন তুমি তাদের সম্মুখে সেসব মতবিরোধের মূল কথা প্রকাশ করে দাও— যাতে এরা নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। এই কিতাব হেদায়েত ও রহমত রূপে অবতীর্ণ হয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা একে মেনে নেবে। (সূরা নহল ঃ ৬৪)

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا - (الكهف : ٥٦)

নবী-রাসূলগণকে আমরা সুসংবাদ দান ও সতর্কীকরণের দায়িত্ব পালন ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে পাঠাইনি। কিন্তু কাফিরদের অবস্থা এই যে, তারা বাতিলের হাতিয়ার দ্বারা সত্যকে হেয় করে দেখাবার জন্য চেষ্টা করছে। তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং তাদের জন্য করা সব তাম্বীহ্ ও সতর্কীকরণকে ঠাট্টার বিষয় বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা আহক্বাফ ঃ ৫৬)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ (٣) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ (٨) لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ۗ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ (٦٧) وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (٦٨) اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (٦٩) -(الحج)

(৩) কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে এবং প্রতিটি উদ্ধত দুর্বিনীত শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করে। (৮) আরো কিছু লোক আছে যারা কোনোরূপ জ্ঞান (ইলম), পথনির্দেশনা (হেদায়েত) ও আলোদানকারী কিতাব ছাড়াই মস্তক উদ্ধত করে আল্লাহ্র ব্যাপারে ঝগড়া করে। (৬৭) প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমরা একটি এবাদত পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যা তারা অনুসরণ করে চলে। অতএব (হে মুহাম্মদ!) তারা যেন এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের দিকে দাওয়াত দিতে থাকো। নিঃসন্দেহে তুমিই সঠিক পথে চলমান রয়েছ। (৬৮) তারা যদি তোমার সাথে ঝগড়া করে, তবে তুমি বলে দাও, "তোমরা যা কিছু করছ, তা আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন। (৬৯) আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের পরস্পরের সেসব বিষয়ের ফয়সালা করবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে।"

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - (النور : ٦٣)

হে মুসলমানগণ! রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের আহ্বানের মতো মনে করো না। আল্লাহ সে লোকদেরকে খুব ভালোভাবেই জানেন যারা তোমাদের মধ্য হতে পরস্পরের আড়াল নিয়ে চুপে চুপে সরে পড়ে। রাসূলের হুকুম অমান্যকারীদের ভয় থাকা উচিত, তারা যেন কোনো ফেতনায় জড়িয়ে না পড়ে, কিংবা তাদের ওপর মর্মন্তুদ আযাব না আসে।

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَاءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ - (النمل : ٧٦)

বস্তুত এই কুরআন বনী-ইসরাঈলকে এমন অনেক কথারই প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়ে দেয়, যাতে তাদের মতোভেদ রয়েছে। (সূরা নমল ঃ ৭৬)

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ - (القصص : ٤)

প্রকৃত ঘটনা এই যে, ফিরাউন পৃথিবীতে সীমালংঘন ও বিদ্রোহ করছিল এবং এর অধিবাসী জনসাধারণকে দলে উপদলে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তন্মধ্যে একদলকে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছিল। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করত এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত থাকতে দিত। আসলে সে ছিল অত্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের অন্যতম। (সূরা কাস্‌সা-৪)

مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٣١) مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ (٣٢) - (الروم)

(৩১) (তোমরা দাঁড়াও এ কথার ওপর) আল্লাহ্‌র দিকে রুজূ করে, ভয় করো তাঁকে এবং নামায কায়েম করো আর সে মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়ো না, (৩২) যারা নিজেদের দ্বীনকে আলাদা বানিয়ে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে (অবস্থা এই যে) প্রতিটি দলই নিজের কাছে যা আছে তা নিয়েই মগ্ন হয়ে রয়েছে। (সূরা রূম)

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ - (لقمن : ٢٠)

তোমরা কি দেখো না, আল্লাহ জমিন ও আসমানের সমস্ত জিনিসই তোমাদের অনুগত ও নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামতসমূহ সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন ? এবং এতৎসত্ত্বেও অবস্থা এই যে, কিছুসংখ্যক লোক এমন আছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়া করে— কোনোরূপ ইল্‌ম ও হেদায়েত কিংবা কোনো আলো প্রদর্শনকারী কিতাব ছাড়াই। (সূরা লুকমান ঃ ২০)

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ إِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (٤) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۪ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۫ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٥) الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (٣٥) وَإِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ (٤٧) إِنَّ

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (٥٦) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ(٦٩)

(৪) আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে ঝগড়া সৃষ্টি করে কেবল সে সব লোক যারা কুফরী করেছে। অতপর দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ও নগরসমূহে তাদের চাকচিক্যময় চলাফেরা তোমাদেরকে যেন কোনো ধোঁকায় না ফেলে। (৫) এদের পূর্বে নূহের জাতিও অমান্য করেছে এবং এর পরও আরো অনেক জন-সমাজ এ কাজ করেছে। প্রত্যেক জাতিই তার রাসূলের ওপর হামলা চালিয়েছে, যেন তাকে পাকড়াও করতে পারে। তারা সকলেই বাতিলের হাতিয়ারগুলো দ্বারা সত্য দ্বীনকে হীন প্রমাণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অতপর দেখো, আমার শাস্তি কত কঠোর ছিল। (৩৫) এবং যারা আল্লাহ্‌র আয়াত নিয়ে ঝগড়া করে— এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোনো সনদ বা দলীল না আসা সত্ত্বেও। আল্লাহ এবং ঈমানদার লোকদের কাছে এ নীতি ও আচরণ অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারীর মনের ওপর মোহর মেরে দেন। (৪৭) অতপর একটু ভেবে দেখো সে সময়ের কথা, যখন এ লোকেরা দোযখে পরস্পরের সাথে ঝগড়া করতে থাকবে। যারা দুনিয়ায় দুর্বল ছিল তারা সেসব লোককে বলবে যারা নিজেদেরকে বড় মনে করত; "আমরা তো তোমাদের অধীন ছিলাম। তাই এখন কি তোমরা জাহান্নামের আযাব থেকে কিছু পরিমাণেও আমাদেরকে রক্ষা করবে ?" (৫৬) প্রকৃত অবস্থা এই যে, যেসব লোক তাদের নিকট আসা কোনো দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের ব্যাপারে ঝগড়া করছে, তাদের হৃদয়ে অহংকার পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে, সে পর্যন্ত তারা কিছুতেই পৌঁছতে পারবে না। অতএব, আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাও; তিনি সব কিছুই দেখেন ও শোনেন। (৬৯) তুমি কি দেখেছ সে লোকদেরকে যারা আল্লাহ্‌র আয়াত ও নিদর্শনাবলী সম্পর্কে ঝগড়া করে ? তাদেরকে কোথা হতে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ? (সূরা মুমিন)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ - (حم السجدة : ٤٥)

ইতিপূর্বে আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। তখন সে কিতাবের ব্যাপারেও এ রকমেরই মতভেদ হয়েছিল। তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক যদি প্রথমেই একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করে না দিতেন, তাহলে এ মতভেদকারীদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হতো। আর সত্য কথা এই যে, এ লোকেরা সে ব্যাপারে কঠিন বিপর্যয়কর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত রয়েছে।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ڰ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ (١٠) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۭ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۭ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

مِنْ رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ
(١٤) فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ ۖ
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ
يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٥) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ
عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (١٦) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن
مَّحِيصٍ (٣٤) - (الشورى)

(১০) তোমাদের মাঝে যে ব্যাপারেই মতভেদের সৃষ্টি হোকনা কেন, এর ফয়সালা করা আল্লাহ্রই কাজ। সেই আল্লাহ্ই আমার সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক, তাঁরই ওপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই আমি রুজু করেছি। (১৩) তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি। আর যার নির্দেশ আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে ইতিপূর্বে দিয়েছিলাম— এই তাগিদ সহকারে যে, কায়েম করো এ দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেয়ো না। এ কথাটিই এ মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ, যার দিকে (হে মুহাম্মদ!) তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন বানিয়ে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাওয়ার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন যে তাঁর দিকে রুজু করে। (১৪) লোকদের কাছে যখন ইলম এসে গিয়েছিল এরপর তাদের মাঝে বিরোধ-বৈষম্য দেখা দিয়েছে। আর তা হয়েছে এই কারণে যে, তারা পরস্পরে (একে অপরের বিরুদ্ধে) অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল। তোমার রব্ব পূর্ব হতেই যদি এ কথা বলে না দিতেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফয়সালা মুলতবী রাখা হবে, তাহলে এতদিনে তার বিবাদের ফয়সালা করে দেয়া হতো। আর আসল কথা এই যে, আগেরকার লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, তারা সে ব্যাপারে বড় প্রাণান্তকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়েছে। (১৫) যেহেতু এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাই হে মুহাম্মদ! তুমি এখন সেই দ্বীনের দিকে (লোকদেরকে) আহবান জানাও। আর তোমাকে যেমন হুকুম দেয়া হয়েছে এর ওপর মজবুতীর সাথে দাঁড়িয়ে থাকো আর এ লোকদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না। এদেরকে বলো ঃ "আল্লাহ যে কিতাবই নাযিল করেছেন, আমি এর প্রতি ঈমান এনেছি। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন তোমাদের মাঝে ইনসাফ করি। আল্লাহ আমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক এবং তোমাদেরও সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালক; আমাদের আমল আমাদের জন্য আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মাঝে কাছে ঝগড়া নেই। আল্লাহ একদিন আমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন এবং তাঁর নিকটই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১৬) আল্লাহ্র দাওয়াতে সাড়া দেয়ার পর (সাড়াদানকারী লোকদের মধ্য হতে) যেসব লোক আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ করে, তাদের দলীল-প্রমাণ তাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে বাতিল। তাদের ওপর তাঁর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। (৩৫) তখন আমাদের আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ককারী লোকেরা জানতে পারবে যে, তাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থল নেই। (সূরা শূরা)

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (٦٣) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (٦٥)

(৬৩) আর যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তখন সে বলেছিল ঃ 'আমি তোমাদের নিকট 'হেকমত' নিয়ে এসেছি এবং এই জন্য এসেছি যে, তোমরা যেসব বিষয়ে পরস্পর মতো-বিরোধ করছো সে সবের কিছু কথার তত্ত্ব তোমাদের সামনে উদঘাটিত করব। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো ও আমাকে মেনে চলো। (৬৫) কিন্তু (তার এ সুস্পষ্ট শিক্ষা সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল-উপদল পরস্পর মতোবিরোধ করল। অতএব যারা জুলুম করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ। (সূরা যুখরুফ)

وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ - (الجاثية : ١٧)

এবং দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে সুস্পষ্ট হেদায়েত দান করেছিলাম। অতপর তাদের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল, (তা অজ্ঞতার কারণে নয় বরং) নির্ভুল জ্ঞান লাভের পর হয়েছিল, এবং এ কারণে হয়েছিল যে, তারা পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল। তারা যেসব বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করছিল আল্লাহ কেয়ামতের দিন সে সব ব্যাপারেই ফয়সালা দান করবেন। (সূরা জাছিয়া ঃ ১৭)

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ - (المجادلة : ١)

আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন সেই মহিলাটির কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করেছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছে। আল্লাহ তোমাদের দু' জনেরই কথা-বার্তা শুনতে পাচ্ছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মুজাদালাহ ঃ ১)

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ - (البينة : ٤)

পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে তাদের কাছে (সঠিক-নির্ভুল পথের) সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে যাওয়ার পর। (সূরা বাইয়্যেনাহ ঃ ৪)

عَنْ زُبَيْدٍ رض قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ -(البخرى)

যুবায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়ায়িলকে মুরজিআ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমার নিকট বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেন ঃ মুসলিমকে গালাগালি করা বড় গুনাহ্, আর তার সাথে মারামারি করা কুফরী।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللّٰهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ -

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল করীম (স) বলেন, আল্লাহ্‌র নিকট সব চাইতে ঘৃণিত ব্যক্তি হলো ঝাগড়াটে লোক। (বুখারী)

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ –

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল করীম (স) বলেন, (মুসলিম) মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং মুসলিমে মুসলিমে যুদ্ধ করা কুফরী। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مِنَ الْكَبَائِرِ شَتَمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ، يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ ، وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ –

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল করীম (স) বলেন ঃ কোনো ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দেয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ রাসূল! কোনো লোক পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে ? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ (দিয়ে থাকে) যেমন একজন অপরজনের বাপকে গালি দেয়, তখন সেও পাল্টা এ লোকের বাপকে গালি দেয়, আবার ঐ ব্যক্তি একজনের মাকে গালি দেয়, ফলে সেও এ ব্যক্তির মাকে গালি দেয়। (সুতরাং ব্যক্তি নিজেই তার মাতা-পিতাকে এভাবে গালি দেয়)। (মুসলিম)

## ২৮. ফেরকা বা দল-উপদল

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۚ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ – (البقرة : ٢٥٣)

এই রাসূলগণ (যারা আমার পক্ষ থেকে মানুষকে হেদায়েত দানের জন্য নিযুক্ত রয়েছে) আমরা তাদের কাউকে অপরাপর নবীগণের অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছি। তাদের মধ্যে এমনও ছিল, যার সাথে স্বয়ং আল্লাহ্ কথাবার্তা বলেছেন, কাউকে আবার অন্যান্য দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং অবশেষে মরিয়াম পুত্র ঈসাকে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাকে সাহায্য করেছি। আল্লাহ্ চাইলে এ রাসূলগণের পর যারা উজ্জ্বল নিদর্শন দেখতে পেয়েছিল, তারা পরস্পরে লড়াই করতে পারত না; কিন্তু (জোর-জবরদস্তি করে লোকদেরকে মতবিরোধ থেকে বিরত রাখা আল্লাহ্‌র নিয়ম নয়, এ জন্য) তারা পরস্পর মতবিরোধ করেছে। অতঃপর কেউ ঈমান এনেছে আবার কেউ কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ চাইলে তারা কখনই লড়াই করত না; কিন্তু আল্লাহ্ যা চান তাই করেন।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ

قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧) إِنَّ
الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
بَيْنَهُمْ ۗ ........ (١٩) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بِالْعِبَادِ (٢٠) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا
أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(٧٣) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٨) وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥) - (آل عمران)

(৭) তিনিই (আল্লাহ যিনি) তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাবে দু' প্রকারের আয়াত রয়েছে। প্রথম 'মুহকামাত', যা কিতাবের মূল বুনিয়াদ আর দ্বিতীয় 'মুতাশাবিহাত'। যাদের মনে কুটিলতা আছে তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সব সময়ই 'মুতাশাবিহাত'-এর পিছনে লেগে থাকে এবং তার অর্থ বের করার চেষ্টা করে। অথচ সেগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। পক্ষান্তরে যারা জ্ঞান ও বিদ্যায় পরিপক্ক লোক, তারা বলে ঃ "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, এ সব আমাদের রব্ব-এর তরফ থেকেই এসেছে"। আর সত্য কথা এই যে, কোনো জিনিস থেকে প্রকৃত শিক্ষা কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই লাভ করে। (১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে কেবলমাত্র ইসলাম। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা এই জীবন-ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করছে, তাদের এই কর্মনীতির একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, প্রকৃত জ্ঞান পাওয়ার পর তারা পরস্পরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্যেই এরূপ করছে........। (২০) এখন যদি এসব লোক তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে তুমি তাদেরকে বলো ঃ আমি ও আমার অনুসারীরা তো আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।" অতঃপর আহলে-কিতাব ও অ-আহলে-কিতাব— উভয়কেই জিজ্ঞাসা করোঃ "তোমরাও কি আনুগত্য ও দাসত্ব কবুল করেছ ?" তা করে থাকলে তারা সঠিক পথ লাভ করছে আর তা থেকে ফিরে গেলে (তুমি মনে রাখবে যে) কেবল দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়াই তোমার দায়িত্ব ছিল। এরপর আল্লাহ নিজেই তাঁর বান্দাহদের সব কিছু দেখবেন। (৭৩) উপরন্তু তারা পরস্পর বলাবলি করে যে, নিজেদের ধর্মমতের লোক ছাড়া আর কারো কথা মেনে নিও না। হে নবী! তাদেরকে বলে দাও, "প্রকৃত হেদায়েত তো হচ্ছে আল্লাহর হেদায়েত এবং এটা তাঁরই নীতি যে, একদা তোমাকে যা দেয়া হয়েছিল তা অন্য কাউকেও দেয়া হবে। অথবা অন্য লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সম্মুখে পেশ করার জন্য কোনো মজবুত প্রমাণ পেয়ে যাবে।"(হে নবী!) তাদের বলে দাও, "অনুগ্রহ ও মর্যাদা সবই আল্লাহ্‌র হাতে; তিনি যাকে চান দান করেন। তিনি ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ে অবহিত। (৭৮) তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা কিতাব পাঠ

করার সময় জিহ্বাকে এমনভাবে উলট-পালট করে, যেন তোমরা মনে করো, তারা কিতাবের মূল এবারত (বক্তব্য) পাঠ করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা কিতাবের মূল এবারত নয়। তারা বলে ঃ আমরা এই যা কিছু পড়ি তা সবই আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত নয়। তারা জেনে শুনেই আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা আরোপ করছে। (১০৫) তোমরা যেন সেসব লোকের মতো না হয়ে যাও, যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ (বিধান) পাওয়ার পরও মত-বিরোধে লিপ্ত রয়েছে। যারা এরূপ আচরণ অবলম্বন করেছে, তারা সেদিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا (١٥٠) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ...... (١٥١)

(১৫০) যারা আল্লাহ ও তার নবী-রাসূলগণের অমান্য করে এবং আল্লাহ এবং তার নবী-রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় আর বলে ঃ আমরা কাউকে কাউকে মানব, আর কাউকে কাউকে মানব না এবং কুফর ও ঈমানের মাঝে একটি পথ বের করার ইচ্ছা পোষণ করে, (১৫১) তারা পাক্কা কাফের .....। (সূরা নিসা)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٢) وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (١١٣) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩) - (الانعام)

(১১২) আর আমরা তো এভাবেই চিরদিন মানুষ শয়তান আর জ্বিন শয়তানকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে দিয়েছি; এরা পরস্পরের কাছে মনমুগ্ধকর কথা ধোঁকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে। তারা এরূপ করবে না— এটাই যদি তোমার সৃষ্টিকর্তা-প্রভুর ইচ্ছা হতো, তবে তারা এরূপ কখনো করত না। অতএব তুমি তাদেরকে তাদের অবস্থায়ই রেখে দাও, তারা মিথ্যা রচনার কাজে লিপ্ত হয়েই থাকুক। (১১৩) (আমরা তাদেরকে এসব করতে দেই এ জন্য যে) পরকালের প্রতি যাদের ঈমান নেই, তাদের অন্তর এই (চাকচিক্যময় প্রতারণার) প্রতি আকৃষ্ট হবে ? তারা তাতেই সন্তুষ্ট থাকুক এবং তারা যে সব পাপ কাজ করতে ইচ্ছুক, তখন করবার সুযোগ তারা লাভ করুক। (১৫৯) যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে নিশ্চয়ই কোনো দিক দিয়েই তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণত আল্লাহর ওপরই সোপর্দ রয়েছে। তিনিই তাদেরকে বলবেন, তারা কি কি করেছিল। (সূরা আন'আম)

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (٩٠) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (٩١) فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣) - (الحجر)

(৯০) এটি তেমনি ধরনের সতর্কী করা যেমন আমরা সে বিভক্তকারীদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম, (৯১) যারা নিজেদের কুরআনকে টুকরা টুকরা করে ফেলেছে। (৯২-৯৩) অতএব তোমার রব্ব-এর নামে শপথ! অবশ্যই এসব লোককে জিজ্ঞেস করব যে, তোমরা কি করছিলে ?

وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ - (الانبيا : ٩٣)

কিন্তু (লোকদের কর্মকাণ্ড এই যে) তারা নিজেদের দ্বীনকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলেছে— (শেষ পর্যন্ত তোমাদের) সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৩)

فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ (٥٣) فَذَرْهُمْ فِىْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ (٥٤) اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّ بَنِيْنَ (٥٥) نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ (٥٦) اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ (٥٧) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ (٥٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ (٥٩) وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ (٦٠) اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ (٦١) - (المؤمنون)

(৫৩) কিন্তু পরে লোকেরা নিজেদের দ্বীনকে নিজেদের মধ্যেই টুকরো টুকরো করে নিলো। প্রত্যেক দলের কাছে যাকিছুই আছে, তাতেই তারা মগ্ন। (৫৪) —থাকবেই; অতএব এদের ছেড়ে দাও। থাকুক এরা নিজেদের গাফিলতির মধ্যে ডুবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (৫৫) এরা কি মনে করে, আমরা যে তাদেরকে ধন-মাল ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি— (৫৬) তদ্দারা আমরা তাদের কল্যাণ বিধানেই তৎপর ? না, তা নয়। আসল ব্যাপার সম্পর্কে এদের কোনো চেতনাই নেই। (৫৭) যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের ভয়ে ভীত হয়ে থাকে, (৫৮) যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, (৫৯) যারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের সাথে কাউকেও শরীক করে না, (৬০) আর যাদের অবস্থা এই যে, তারা যখন যাকিছুই দেয়, তাদের হৃদয় এ চিন্তায় কম্পিত হতে থাকে যে, তাদেরকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে। (৬১) আসলে কল্যাণের দিকে দ্রুত গমনকারী এবং অগ্রসর হয়ে তা অর্জনকারী তো সে লোকেরা। (সূরা মুমিনুন)

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٣١) مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ (٣٢) - (الروم)

(৩১) (তোমরা দাঁড়াও এ কথার ওপর) আল্লাহ্‌র দিকে রুজূ করে, ভয় করো তাঁকে এবং নামায কায়েম করো আর সে মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়ো না, (৩২) যারা নিজেদের দ্বীনকে আলাদা বানিয়ে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে (অবস্থা এই যে) প্রতিটি দলই নিজের কাছে যা আছে তা নিয়েই মগ্ন হয়ে রয়েছে। (সূরা রূম)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ........ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ........ (١٤)- (الشورى)

(১৩) তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা ওহীর মাধ্যমে

পাঠিয়েছি। আর যার নির্দেশ আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে ইতিপূর্বে দিয়েছিলাম— এই তাগিদ সহকারে যে, কায়েম করো এ দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে পরস্পর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেও না। এ কথাটিই এ মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ, যার দিকে (হে মুহাম্মদ!) তুমি তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছ.... ..... (১৪) লোকদের কাছে যখন ইলম এসে গিয়েছিল এরপর তাদের মাঝে বিরোধ-বৈষম্য দেখা দিয়েছে। আর তা হয়েছে এই কারণে যে, তারা পরস্পরে (একে অপরের বিরুদ্ধে) অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল....... (সূরা শূরা)

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ – (البينة : ٣)

পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে তাদের কাছে (সঠিক-নির্ভুল পথের) সুস্পষ্ট নিদর্শন এসে যাওয়ার পর। (সূরা বাইয়্যেনাহ ঃ ৪)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنْهُمَا اَتَاهُ رَجُلَانِ فِىْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَا اِنَّ النَّاسِ صَنَعُوْا وَاَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِىِّ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَخْرُجَ ؟ فَقَالَ يَمْنَعُنِىْ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ دَمَ اَخِىْ، فَقَالَ لَا اَلَمْ يَقُلْ اللّٰهُ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً، فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتّٰى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ، وَ اَنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تُقَاتِلُوْا حَتّٰى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَزَادَ عُثْمَانُ ابْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ فُلَانٌ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمُعَافِرِىِّ اَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلَانِ اَتَى ابْنَ عُمَرَ قَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًّا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللّٰهُ فِيْهِ، قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ اِيْمَانٍ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَاَدَا الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ قَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ، قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ قَالَ فَعَلْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ الْاِسْلَامُ قَلِيْلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِىْ دِيْنِهِ اِمَّا قَتَلُوْهُ وَاِمَّا يُعَذِّبُوْهُ حَتّٰى كَثُرَ الْاِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِىْ عَلِىٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ اَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللّٰهُ عَفَا عَنْهُ وَاَمَّا اَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ اَنْ تَعْفُوْا عَنْهُ، وَ اَمَّا عَلِىٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَخَتَنُهُ، وَاَشَارَبِيَدِهِ، فَقَالَ هٰذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ –

মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার (রহ)........ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর কাছে দুই ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ফিতনার সময় আগমন করল এবং বলল, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর আপনি উমর (রা)-এর পুত্র এবং নবী করীম (স)-এর সাহাবী। কি কারণে আপনি বের হন না ? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে নিষেধ করেছে এই কথা নিশ্চয় তা'আলা আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছে। তারা দুজন বললেন, আল্লাহ কি এ কথা

বলেননি যে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান ঘটে। তখন ইবনে উমর (রা) বললেন, আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান ঘটেছে এবং দ্বীনও আল্লাহ্‌র জন্য হয়ে গেছে। আর তোমরা ফেতনা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছ আর যেন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য দ্বীন হয়ে গেছে। উসমান ইবনে সালিহ্ ইবনে ওহাব (রা) সূত্রে নাফে (রা) থেকে কিছু বাড়িয়ে বলেন যে, এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রা)-এর নিকট এসে বলল, হে আবূ আবদুর রহমান। কি কারণে আপনি একবছর হজ্জ করেন এবং এক বছর উমরা করেন অথচ আপনি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ পরিত্যাগ করেছেন ? আপনি পরিজ্ঞাত আছেন যে, আল্লাহ এ বিষয়ে জিহাদ সম্পর্কে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইবনে উমর (রা) বললেন, হে ভাতিজা, ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি বস্তুর ওপর ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান আনা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রতিষ্ঠা, রমযানের রোযা পালন, যাকাত প্রদান এবং বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ উদযাপন। তখন সে ব্যক্তি বলল, হে আবূ আবদুর রহমান! আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে কি বর্ণনা করেছেন তা কি আপনি শুনেননি ؟وَاِنْ تَكُوْنَ فِـتْـنَةٌ ... حَتّٰى اِقْـتَـتَلُوْا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ طَائِفَتَانِ অর্থাৎ মুমিনদের দুদল দ্বন্দ্বের লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। এরপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। (৪৯ ঃ ৯) قَاتِلُوْا الْاٰيَة (এ আয়াতগুলো শ্রবণ করার পর) ইবনে উমর (রা) বলেন, আমরা এ কাজ রাসূল (স)-এর যুগে করেছি এবং তখন ইসলামের অনুসারীর দল স্বল্পসংখ্যক ছিল। যদি কোনো লোক দ্বীন সম্পর্কে ফেতনায় নিপতিত হতো তখন হয় তাকে হত্যা করা হতো অথবা শাস্তি প্রদান করা হতো। এভাবে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন আর কোনো ফেতনা রইল না। সে ব্যক্তি বলল, আলী ও উসমান (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, উসমান (রা)-কে তো আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেছেন অথচ তোমরা তাকে ক্ষমা করা পছন্দ করো না। আর আলী (রা), তিনি তো রাসূল করীম (স)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাতা। তিনি নিজ হাত দ্বারা ইশারা করে বলেন, এই তো তার ঘর [ রাসূল করীম (স)-এর ঘরের কাছে ] যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। (বুখারী)

## ২৯. ভুল বিশ্বাসসমূহ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ..... (١٧٧) ....وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ج وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (١٨٩)- (البقرة)

(১৭৭) তোমরা পূর্ব দিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে, তা প্রকৃত কোনো পুণ্যের ব্যাপার নয়; ......... (১৮৯)........ তাদের এ কথাও বলো যে, তোমরা আপন ঘরে পশ্চাৎদিক থেকে প্রবেশ করো— এ কোনো পুণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত নেকীর কাজ তো হচ্ছে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে দূরে সরে থাকা। অতএব তোমরা নিজেদের ঘরের সম্মুখ-দুয়ার দিয়েই আসা-যাওয়া করবে। অবশ্য সেই সঙ্গে আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে, সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে সমর্থ হবে। (সূরা বাকারা)

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ - (المائدة : ١٠٣)

আল্লাহ না কোনো 'বহীরা' নির্দিষ্ট করেছেন, না 'সায়েবা' না 'অসীলা' এবং না 'হাম'। কিন্তু এই কাফেররা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে থাকে। আর এদের অধিকাংশই নির্বোধ (সে কারণেই তারা এসব আজগুবী কথা মেনে নিচ্ছে)। (সূরা মায়েদা ঃ ১০৩)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّسْتَرِىُّ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيْلِهِ اِلَى اٰخِرِ الاياي قَوْلِهِ : اُوْلُوْا الْاَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَاتَسَابَهَ مِنْهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (র) তিনি ইয়াযিদ ইবনে ইব্রাহীম আত্ তাস্তারি থেকে তিনি ইবনে আবি মুলাইকা থেকে তিনি কাসেম ইবনে মুহাম্মদ থেকে তিনি আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) আয়াতটি هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَات مُحْكَمَات وَاُخَرُمُتَشَابِهَات .... اُوْلُوْ الْاَلْبَابِ তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন। এগুলো কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলো রূপক, যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফেতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তাঁরা বলেন, আমরা এসব বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত; এবং বোধশক্তি সম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (আয়াত ৩ঃ৭) পাঠ করলেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল করীম (স) ঘোষণা করেছেন যে, যারা মুতাশাবিহাত আয়াতের পেছনে ছুটে তাদের যখন তুমি দেখবে তখন মনে করবে যে, তাদের কথাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ—অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ ও আশ্রয় চাচ্ছি। (৩ ঃ ৩৬) (বুখারী)

## ৩০. প্রাণীকুল

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ...... (الانعام : ١٤٢)

সে আল্লাহ্ই গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে এমন জন্তুও সৃষ্টি করেছেন......(সূরা আন'আম ঃ ১৪২)

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ (٥) وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ (٦) وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٨) وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ (٦٦) ....... يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٦٩) اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٧٩) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ لا وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ (٨٠)- (النحل)

(৫) তিনি জন্তু-জানোয়ার পয়দা করেছেন। এদের মধ্যে তোমাদের জন্য পোশাকও রয়েছে আর খাদ্যও। সেই সঙ্গে অন্যান্য নানাবিধ ফায়দাও নিহিত রয়েছে। (৬) তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য বিশেষ সৌন্দর্য রয়েছে, যখন সকাল বেলা তোমরা সেগুলোকে বিচরণের জন্য পাঠাও এবং সন্ধ্যায় সেগুলোকে ফিরিয়ে আনো। (৭) এরা তোমাদের ভার-বোঝা বহন করে এমন সব স্থান পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা খুব কঠোর শ্রম ছাড়া পৌঁছতে পারো না। আসল কথা এই যে, তোমাদের রব্ব বড়ই অনুগ্রহশীল ও অসীম মেহেরবান। (৮) তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গর্দভ পয়দা করেছেন, যেন তোমরা এর ওপর সওয়ার হও এবং এরা তোমাদের জীবনের শোভা-সৌন্দর্যে পরিণত হয়। তিনি আরো বহু সংখ্যক জিনিস তোমাদের কল্যাণের জন্য পয়দা করেছেন, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা নেই। (৬৬) আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত জন্তুতেও একটি শিক্ষা নিহিত রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মাঝখান হতে নিঃসৃত একটি জিনিস আমরা তোমাদেরকে পান করাই— তাহলো খাটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য খুবই উপাদেয়। (৬৯) ..... এই মক্ষিকার ভিতর হতে রঙ-বেরঙের শরবত বের হয়, তাতে নিরাময়তা রয়েছে লোকদের জন্য। নিশ্চয়ই এতেও একটি নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা চিন্তা-গবেষণা করে। (৭৯) এ লোকেরা কি কখনো পক্ষীসমূহকে দেখেনি যে, আকাশের শূন্যলোকে তা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহ ছাড়া কে তাদেরকে ধরে রেখেছে? নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে লোকদের জন্য, যারা ঈমান গ্রহণ করে। (৮০) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহসমূহকে স্থিতি লাভের স্থান বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি জন্তু-জানোয়ারের চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এমন তাবু সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের জন্য বিদেশ সফর ও নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান— উভয় অবস্থাতেই খুব হালকা হয়ে থাকে। তিনি ভেড়া উট দুম্বা ইত্যাদির পশম এবং চুল দ্বারা তোমাদের জন্য পরিধানের ও ব্যবহার করার অসংখ্য জিনিস পয়দা করেছেন, যা জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের কাজে লাগে।

....... فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ - (الحج : ٢٨)

.... (তা) তারা নিজেরাও খাবে এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদেরকেও খাওয়াবে।

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٢٢) - (المؤمنون)

(২১) আর প্রকৃত পক্ষে, তোমাদের জন্য গৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও একটি বিশেষ শিক্ষা রয়েছে। তাদের পেটে যা কিছু আছে, তা থেকে একটি জিনিস আমরা তোমাদেরকে সেবন করাই আর তোমাদের জন্য তাতে অন্যান্য বহু রকমের ফায়দা নিহিত আছে। তাদেরকে তোমরা খাও, (২২) এবং তাদের ওপর ও নৌযানের ওপর তোমরা আরোহণও করো।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٣) - (يس)

(৭১) এ লোকেরা কি দেখে না যে, আমরা আমাদের নিজ হাতে তৈরী জিনিসগুলোর মধ্য থেকে এদের জন্য গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি, আর এখন তারা এ সবের মালিক। (৭২) আমরা এগুলোকে এমনভাবে তাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছি যে, এদের কোনোটির ওপর এরা সওয়ার হয়, কোনোটির গোশত খায়। (৭৩) আর এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য নানা রকমের কল্যাণ ও পানীয় রয়েছে। তাহলে তারা শোকর গুযার হয় না কেন? (সূরা ইয়াসীন)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٧٩) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٨٠) - (المؤمن)

(৭৯) আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য এসব গৃহপালিত পশুগুলোকে বানিয়েছেন, যেন তাদের কোনো-কোনোটির ওপর তোমরা সওয়ার হতে পারো এবং কোনো-কোনোটির গোশত খেতে পারো। (৮০) তাদের মাঝে তোমাদের জন্য আরও অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এরা এ কাজেও লাগে যে, যেখানেই তোমরা পৌঁছবার প্রয়োজন মনে করবে, তোমরা তাদের ওপর আরোহণ করে সেখানে পৌছতে পারো। এই পশুর ওপর এবং নৌকার ওপরও তোমাদেরকে সওয়ার করানো হয়। (সূরা মুমিন)

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٢) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣)

(১২) তিনি-ই সেই সত্তা যিনি এই সমগ্র জোড়া পয়দা করেছেন এবং তিনিই তোমাদের জন্য নৌকা-জাহাজ ও জন্তু-জানোয়ারকে যানবাহন বানিয়েছে, যেন তোমরা এর পিঠে সওয়ার হতে পারো। (১৩) আর এর পিঠে আরোহনের সময় তোমাদের সৃষ্টিকর্তা-প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করো এবং বলো ঃ মহান ও পবিত্র তিনি যিনি আমাদের জন্য এ জিনিসগুলোকে অধীন ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। নতুবা আমরা তো এগুলোকে আয়ত্বে আনতে সক্ষম ছিলাম না। (সূরা যুখরুফ)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ - (الانعام: ٣٨)

জমিনের ওপর বিচরণশীল যে কোনো জন্তু এ. বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত কোনো পাখিকেই দেখো, এরা তোমাদের মতোই বিচিত্র প্র... আমরা এদের নিয়তি নির্ধারণে কোনো ক্রটি রাখিনি। শেষ পর্যন্ত এরা সকলেই তাদের সৃ... প্রতিপালকের কাছে কাছাইয়া গুটাইয়া একত্রিত হবে।
(সূরা আন'আম ঃ ৩৮)

لَعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا (۱۱۸) وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ

فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ .....(۱۱۹)- (النساء)

(১১৮) যার ওপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। (তারা সে শয়তানের আনুগত্য ও অনুসরণ করে) যে আল্লাহকে বলেছিল ঃ "আমি তোমার বান্দাহদের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব"। (১১৯) আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করব, আমি তাদেরকে নানা প্রকারের আশা-আকাঙ্ক্ষায় জড়িত করব, আমি তাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার নির্দেশে জন্তু-জানোয়ারের কান ছেদন করবে। আমি তাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার আদেশে আল্লাহ্র সৃষ্টিধারায় রদবদল করে ছাড়বে।"......
(সূরা নিসা)

عَنْ عَائِشَةَ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَمْسٌ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ : اَلْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ -

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) এরশাদ করেন ঃ পাঁচ রকম প্রাণী ক্ষতিকারক। হারাম শরীফেও তাদের মারা যেতে পারে। (এরা হলো) ইদুর, বিচ্ছু, চিল, কাক এবং কামড়ায় এমন কুকুর।
(বুখারী)

عَنْ سُهَيْلِ بْنِ حَنْظَلِيَةَ رض قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعِيْرٍ قَدْ اَلْحِقَ ظَهْرُهٗ بِبَطْنِهٖ فَقَالَ اِتَّقُوْا اللّٰهَ فِىْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَاتْرُكُوْهَا صَالِحَةً - (ابوداؤد)

হযরত সোহাইল ইবনে হানযালিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (স) এমন একটি উটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, (ক্ষুধায়) যার পেট-পিট এক হয়ে গিয়েছিল। হুজুর (স) বললেন, এ বাকহীন পশুগুলোর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। তোমরা উত্তম অবস্থায় এর ওপর আরোহন করবে এবং উত্তম অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেবে। (অর্থাৎ সুস্থ সবল অবস্থায় এর ওপর আরোহন করবে এবং ক্ষুধায় কাতর হওয়ার পূর্বেই পিঠ হতে অবতরণ করবে)।
(আবূ দাউদ)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَافَرْتُمْ فِىْ الْخِصْبِ فَاَعْطُوْا الْاِبِلَ حَقَّهَا مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِىْ السَّنَةِ فَاَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَا - (مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) বলেছেনঃ প্রাচুর্যের পথে তোমরা যখন সফর করবে তখন তোমরা তোমাদের উটগুলোকে মাটি থেকে তার হক (ঘাস-পানি) নিতে অবকাশ দেবে। আর তোমরা যখন অজন্মার সময় (ঘাস-পানিবিহীন এলাকা হতে) সফর করবে, তখন তড়িৎ উটগুলোকে চালাবে। যাতে উটগুলো পথিমধ্যে ঘাস পানির অভাবে কষ্ট না পায় এবং মনযিলে পৌছে খাদ্য ও বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে।
(মুসলিম)

১ম খণ্ড সমাপ্ত